তাহাবী শরীফ

প্রথম খণ্ড

ইমাম আবূ জা'ফর আহমদ
ইবন মুহাম্মদ আল-মিসরী আত-তাহাবী (র)

Contents

তাহাবী শরীফ

প্রথম খণ্ড

ইমাম আবূ জা'ফর আহমদ ইব্ন মুহাম্মদ আল-মিসরী আত-তাহাবী (র)

অনুবাদকমণ্ডলী কর্তৃক অনূদিত

ইসলামিক ফাউন্ডেশন

Contents

তাহাবী শরীফ (প্রথম খণ্ড)

ইমাম আবূ জা'ফর আহমদ ইব্‌ন মুহাম্মদ আল-মিসরী আত-তাহাবী (র)
অনুবাদ : মাওলানা জাকির হোসেন
[ইসলামী-প্রকাশনা প্রকল্পের আওতায় প্রকাশিত]

পৃষ্ঠা সংখ্যা ঃ ৬৩২

ইফা অনুবাদ ও সংকলন প্রকাশনা ঃ ৩১৩
ইফা প্রকাশনা : ২৪৪০
ইফা গ্রন্থাগার : ২৯৭.১২৪
ISBN : 984-06-1173-9

প্রথম প্রকাশ : জুন ২০০৪

দ্বিতীয় সংস্করণ

মার্চ ২০১৪

চৈত্র ১৪২০

জমাদিউস সানি ১৪৩৫

মহাপরিচালক
সামীম মোহাম্মদ আফজাল

প্রকাশক
আবু হেনামোস্তফা কামাল
প্রকল্প পরিচালক, ইসলামী প্রকাশনা কার্যক্রম
ইসলামিক ফাউন্ডেশন
আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭
ফোন : ৮১৮১৫৩৫

কম্পিউটার কম্পোজ
নিউ হাইটেক কম্পিউটার
৩৪, নর্থ ব্রুক হল রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

মুদ্রণ ও বাঁধাই
মোঃ মহিউদ্দীন চৌধুরী
প্রকল্প ব্যবস্থাপক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রেস
আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭
ফোন : ৮১৮১৫৩৭

মূল্য : ৪৯০.০০ (চার শত নব্বই) টাকা মাত্র

TAHABI SHARIF (qst Vol): Compilation of Hadith Sharif by Imam Abu Zafar Ahmad Ibn Muhammad Ali-Misri At-Tahabi (Rh) in Arabic and Translated by A Board of transletor's into Bangla and published by Abu Hena Mustafa Kamal Project director Islamic publication project, Islamic Foundation, Agargaon, Sher-e-Bangla Nagar, Dhaka-1207. Phone : 8181535 March 2014

E-mail : islamicfoundationbd@yahoo.com
Website : www. islamicfoundation.org.bd

Price : Tk 490.00 ; US Dollar : 19.00

সূচিপত্র

অধ্যায় ঃ তাহারাত

অধ্যায় ঃ সালাত

মহাপরিচালকের কথা

ইমাম আবূ জা'ফর আহমদ ইবন মুহাম্মদ তাহাবী (র) (জন্ম ২৩৮ হিজরী, মৃত্যু ৩৩১ হিজরী) ইসলামের ইতিহাসের প্রাথমিক যুগের একজন হাদীস বিশারদ, ফকীহ্, আইন বিশেষজ্ঞ ও পণ্ডিত। মিসরের 'তাহা' নামক জনপদের অধিবাসী হিসেবে তিনি 'তাহাবী' নামে পরিচিত। তাঁর সংকলিত হাদীস এবং হাদীসের বিধানাবলী ও হাদীস বিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থ **'শারহু মা'আনিল আসার'** তাহাবী শরীফ নামে পরিচিত ও প্রসিদ্ধ।

হিজরী দ্বিতীয় শতাব্দীতে ইসলামী সাম্রাজ্য যখন পৃথিবীতে বিজয়ী শক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন পণ্ডিতগণ রাজ্য বিস্তারের অভিযান অপেক্ষা বিভিন্ন জ্ঞানের সাধনাকেই অগ্রাধিকার দিয়েছেন।

জ্ঞানের সাধনা ও চর্চায় সে যুগে আলিম পণ্ডিতদের মধ্যে যে প্রতিযোগিতা চলছিল তার প্রভাবে নতুন নতুন বিষয়বস্তু উদ্ভাবিত হতে থাকে, তেমনিভাবে প্রতিযোগিতামূলক জ্ঞানচর্চার প্রেক্ষিতে মতামত ও চিন্তাধারার মধ্যে মতপার্থক্যের সৃষ্টি হতে থাকে। এভাবে মতামতধারা বা মাযহাব (স্কুল অব থট)-এর উৎপত্তির সূচনা হয়। পরবর্তীতে অনেক মতামতধারা বিলুপ্ত হয়ে চারটি মাযহাব প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করে—যার মধ্যে হানাফী মাযহাব অন্যতম। বিশ্বের বেশি সংখ্যক মুসলমানই এই মাযহাবের অনুসারী। হানাফী মাযহাবের দলীলভিত্তিক সংকলনের মধ্যে প্রধান হাদীস গ্রন্থ হচ্ছে **'তাহাবী শরীফ'**।

অনেক বিলম্বে হলেও আমরা তাহাবী শরীফ প্রকাশ করতে পেরে আল্লাহ্র শুকরিয়া আদায় করছি। আমরা অনুবাদক, সম্পাদক ও প্রুফ রিডারসহ গ্রন্থটির প্রকাশনার সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে তাদের অবদানের জন্য কৃতজ্ঞতা ও মুবারকবাদ জানাই। এমন একখানা মূল্যবান গ্রন্থ প্রকাশ করার তাওফীক প্রদানের জন্য মহান আল্লাহ্র দরবারে জানাচ্ছি অসংখ্য শুকরিয়া।

সামীম মোহাম্মদ আফজাল
মহাপরিচালক
ইসলামিক ফাউন্ডেশন

প্রকাশকের কথা

ইমাম আবূ জা'ফর তাহাবী (র) ছিলেন একজন শ্রেষ্ঠ হাদীস বিশারদ ও অত্যন্ত উঁচুমানের ফকীহ্ (ইসলামী আইনজ্ঞ)। তৃতীয় শতকের একজন বিশেষজ্ঞ আলিমে দীন হিসেবে খ্যাত এই মনীষীকে হাদীস বিশেষজ্ঞগণ হাফিয ও ইমাম এবং ফকীহ্গণ মুজতাহিদ আলিম হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। মিসরের 'তাহা' নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেছেন বিধায় তাঁকে 'তাহাবী' বলা হয়।

তাফসীর, হাদীস, ফিকহ, আকাইদ, ইতিহাস ও জীবন চরিত ইত্যাদি বিষয়ে প্রায় ৩০টি গ্রন্থ তিনি রচনা করেছেন। 'শারহু মা'আনিল আসার', 'আহকামুল কুরআন', 'মুশকিলুল আসার', 'কিতাবুস শুরুত' ইত্যাদি তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ।

বিখ্যাত হাদীস গ্রন্থ **'তাহাবী শরীফ'** প্রকাশ করতে পেরে আমরা মহান আল্লাহ্ তা'আলার শুকরিয়া আদায় করছি। ইতিমধ্যে অনুবাদ ও সংকলন বিভাগ থেকে সিহাহ্ সিত্তাহ্ হাদীস গ্রন্থ বুখারী, মুসলিম, আবূ দাঊদ, নাসাঈ, তিরমিযী, ইবন মাজাহ্সহ মুয়াত্তা ইমাম মুহাম্মদ প্রকাশিত হয়েছে। মুসনাদে আহমদ-এর মত বিশাল হাদীস গ্রন্থের অনুবাদও প্রকাশের পথে রয়েছে।

অন্যান্য হাদীস গ্রন্থের ন্যায় তাহাবী শরীফও পাঠকদের চাহিদা পূরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে আশা করি। বইটি অনুবাদ করেছেন ঃ মাওলানা মুহাম্মদ সিদ্দিকুর রহমান, মাওলানা মুহাম্মদ জাকির হুসাইন ও মাওলানা আবু তাহের; সম্পাদনা করেছেন মাওলানা আবু তাহের মেসবাহ্ এবং প্রুফ সংশোধন করেছেন মাওলানা গোলাম সোবহান সিদ্দিকী।

আমরা অনুবাদক, সম্পাদক ও প্রুফ রিডারসহ যারা এই বইটিকে পাঠকের সামনে উপস্থাপনে সহায়ক ভূমিকা রেখেছেন, তাদের সকলকে আন্তরিক মুবারকবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

আমরা সুন্দর ও নির্ভুলভাবে হাদীস গ্রন্থটি প্রকাশের চেষ্টা করেছি। এরপরও কোন ভুল-ত্রুটি পরিলক্ষিত হলে সহৃদয় পাঠকগণ আমাদেরকে তা অবহিত করলে পরবর্তী সংস্করণে ভুল-ত্রুটিগুলো সংশোধনের চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ্। আল্লাহ্ তা'আলা বাংলা ভাষায় হাদীস চর্চায় আমাদের প্রকাশনাকে কবূল করুন। আমীন!

আবু হেনা মোস্তফা কামাল
প্রকল্প পরিচালক
ইসলামী প্রকাশনা কার্যক্রম
ইসলামিক ফাউন্ডেশন

গ্রন্থকারের ভূমিকা

قَالَ اَبُوْ جَعْفَرٍ اَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلاَمَةَ الْاَزْدِيُّ الطَّحَاوِيُّ رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ سَأَلَنِي بَعْضُ اَصْحَابِنَا مِنْ اَهْلِ الْعِلْمِ اَنْ اَضَعَ لَهُ كِتَابًا اَذْكُرُ فِيْهِ الْاٰثَارَ الْمَأْثُوْرَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِي الْاَحْكَامِ الَّتِيْ يَتَوَهَّمُ اَهْلُ الْاِلْحَادِ وَالضَّعَفَةُ مِنْ اَهْلِ الْاِسْلاَمِ اَنَّ بَعْضَهَا يَنْقُضُ بَعْضًا وَلِقِلَّةِ عِلْمِهِمْ بِنَاسِخِهَا مِنْ مَنْسُوْخِهَا وَمَا يَجِبُ بِهِ الْعَمَلُ مِنْهَا لِمَا يَشْهَدُ لَهُ مِنَ الْكِتَابِ النَّاطِقِ وَالسُّنَّةِ الْمُجْتَمَعِ عَلَيْهَا وَاَجْعَلَ لِذٰلِكَ اَبْوَابًا اَذْكُرُ فِيْ كُلِّ كِتَابٍ مِنْهَا مَا فِيْهِ مِنَ النَّاسِخِ وَالْمَنْسُوْخِ وَتَاْوِيْلِ الْعُلَمَاءِ وَاحْتِجَاجِ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ وَاِقَامَةِ الْحُجَّةِ لِمَنْ صَحَّ عِنْدِيْ قَوْلُهُ مِنْهُمْ بِمَا يَصِحُّ بِهِ مِثْلُهُ مِنْ كِتَابٍ اَوْ سُنَّةٍ اَوْ اِجْمَاعٍ اَوْ تَوَاتُرٍ مِنْ اَقَاوِيْلِ الصَّحَابَةِ اَوْ تَابِعِيْهِمْ وَاِنِّيْ نَظَرْتُ فِيْ ذٰلِكَ وَبَحَثْتُ عَنْهُ بَحْثًا شَدِيْدًا فَاسْتَخْرَجْتُ مِنْهُ اَبْوَابًا عَلَى النَّحْوِ الَّذِيْ سَأَلَ وَجَعَلْتُ ذٰلِكَ كِتَابًا ذَكَرْتُ فِيْ كُلِّ كِتَابٍ مِنْهَا جِنْسًا مِنْ تِلْكَ الْاَجْنَاسِ فَاَوَّلُ مَا ابْتَدَأْتُ بِذِكْرِهِ مِنْ ذٰلِكَ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِي الطَّهَارَةِ فَمِنْ ذَالِكَ .

ইমাম আবূ জা'ফর আহমদ ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন সালামা ইব্‌ন সালমা আল-আয্‌দী-আত্‌ তাহাবী (র) বলেন ঃ আমার এক জ্ঞানপিপাসু সুহৃদ বন্ধু আমার নিকট এ মর্মে অনুরোধ জ্ঞাপন করলেন যে, আমি যেন তাঁর জন্য একটি বিশেষ গ্রন্থ রচনায় ব্রতী হই, যাতে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে সূত্র পরম্পরায় বর্ণিত আহকাম (বিধানাবলী) সংশ্লিষ্ট বাণীসমূহ সন্নিবেশিত করি। এসব বিধান নিয়ে অবিশ্বাসী নাস্তিকেরা ও দুর্বলমতি মুসলমানেরা (হাদীস অস্বীকারকারী ভ্রান্ত দল) 'নাসিখ' (রহিতকারী) ও 'মানসূখ' (রহিত) সম্পর্কে তাদের স্বল্পজ্ঞান হেতু এবং প্রজ্ঞাময় কুরআন ও ঐকমত্য দ্বারা প্রতিষ্ঠিত সুন্নাহর সাক্ষ্য ও সমর্থনের ভিত্তিতে যে সব বিধানের উপর আমল করা আবশ্যক; কিন্তু এ সম্পর্কে তাদের স্বল্পজ্ঞান হেতু এ মর্মে অমূলক ধারণা পোষণ করে যে, আল্লাহ্‌র কতক বিধান অপর কতক বিধানের সাথে পারস্পরিক সাংঘর্ষিক।

তিনি আরো অনুরোধ করলেন, আমি যেন গ্রন্থটিকে বিভিন্ন অনুচ্ছেদে বিভক্ত করি। গ্রন্থটির প্রতিটি অধ্যায়ে 'নাসিখ' 'মানসূখ,' বিশেষজ্ঞ আলিম-মনীষীদের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণসমূহ যেন সন্নিবেশিত থাকে। আর বিশেষজ্ঞ আলিম-মনীষীদের যে সব মত আমার নিকট বিশুদ্ধ হিসাবে বিবেচিত হবে, সেগুলোকে কুরআন বা সুন্নাহ অথবা ইজমা কিংবা সাহাবা ও তাবেঈগণের অবিচ্ছিন্ন ধারাবাহিক অভিমতগুলো প্রমাণাদি দ্বারা যেভাবে অনুরূপ বিধান বিশুদ্ধরূপে প্রমাণ করা হয় সেভাবে প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত করতে সচেষ্ট হই।

আমি বিষয়টির প্রতি অত্যন্ত গুরুত্ব প্রদান করে নিতান্ত নিবিড়ভাবে চুলচেরা বিশ্লেষণ করেছি। তিনি যেমনটি চেয়েছিলেন সেভাবেই বিভিন্ন বিষয়ে তাৎপর্যপূর্ণ আলোচনার অবতারণা করে তা প্রমাণিত করতে চেষ্টা করেছি। আমি গ্রন্থটিকে বিভিন্ন অধ্যায়ে বিভক্ত করে প্রতিটি অধ্যায়ে সংশ্লিষ্ট হাদীসমূহের অবতারণা করেছি।

অতএব আমি সর্বপ্রথম সংশ্লিষ্ট বিষয়ে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে তাহারাত সম্পর্কে বর্ণিত হাদীসসমূহ দ্বারা সূচনা করেছি।

ইমাম তাহাবী (র)-এর পরিচিতি

ইমাম আবূ জা'ফর তাহাবী (র) তৃতীয় শতকের অন্যতম শ্রেষ্ঠ হাদীস বিশারদ, অত্যন্ত উঁচু মর্যাদা সম্পন্ন ফকীহ (ইসলামী আইনজ্ঞ) এবং বিশেষজ্ঞ আলিমে দ্বীন হিসাবে খ্যাতির শীর্ষে ছিলেন। মুহাদ্দিস ও ফকীহদের তাবাকাতে (স্তরে) তাঁকে সমানভাবে গণ্য করা হত। পূর্ববর্তী মনীষীদের মাঝে তাঁর ন্যায় বহুদর্শী, দক্ষ ও প্রতিভাবান আলিমের দৃষ্টান্ত খুব কমই ছিল। যিনি হাদীস ও ফিকাহ শাস্ত্রে প্রামাণিক পর্যায়ে অধিষ্ঠিত ছিলেন। হাদীস বিশেষজ্ঞগণ তাঁকে হাফিয ও ইমাম আর ফকীহগণ তাঁকে মুজতাহিদ আলিম হিসাবে আখ্যায়িত করেছেন।

জন্ম ও বংশ

ইমাম তাহাবী (র)-এর পূর্ণ নাম ইমাম হাফিয আবূ জা'ফর আহমদ ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন সালামা ইব্ন আবদুল মালিক ইব্ন সালমা ইব্ন সুলাইম ইব্ন খাব্বাব আয্দী হাজারী মিসরী আত-তাহাবী আল-হানাফী। তিনি বর্তমান মিসরের 'তাহা' নামক প্রাচীন গ্রামে ২৩৮ হিজরীর ১২/১০ রবিউল আওয়াল রবিবার জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পূর্বপুরুষগণ ইয়ামানের সুপ্রসিদ্ধ আয্দ এবং এর শাখা হাজার গোত্রভুক্ত ছিলেন। পরবর্তীতে মিসর বিজয়ের পর তারা মিসরে এসে বসবাস শুরু করেন। যেহেতু তাঁর পূর্বপুরুষগণ ইয়ামানের আয্দ ও হাজার গোত্রের অধিবাসী ছিলেন, এজন্য ইমাম তাহাবী (র)-কে আয্দী ও হাজারী বলা হয়। আর যেহেতু মিসরের 'তাহা' নামক প্রাচীন পল্লীতে তাঁর জন্ম এজন্য তাঁকে মিসরী ও তাহাবী বলা হয়।

প্রাথমিক শিক্ষা

ইমাম তাহাবী (র) প্রাথমিক শিক্ষা স্বীয় মামা ইমাম আবূ ইবরাহীম মুযানী শাফিঈ (র) থেকে লাভ করেন এবং তিনি তাঁর নিকট থেকে শাফিঈ ফিকাহ্ও লাভ করেছেন। প্রথমত তিনি ইমাম মুযানী (র) থেকে শিক্ষা লাভ করে তাঁরই মাযহাব 'শাফিঈ মাযহাব' গ্রহণ করে নিয়েছিলেন। পরবর্তীতে যখন ইমাম আহমদ ইব্ন আবী ইমরান হানাফী (র) মিসরের কাজী (বিচারক) হিসাবে আগমন করেন তখন তিনি মামার দারস ও মায্হাব পরিত্যাগ করে ইমাম আহমদ ইব্ন আবী ইমরান হানাফী (র)-এর দারস ও মাযহাব তথা হানাফী মাযহাব গ্রহণ করেন।

হানাফী মাযহাব গ্রহণ করার কারণ

বস্তুত এ বিষয়ে দু'টি বক্তব্য পাওয়া যায় ঃ ১. আল্লামা মুহাম্মদ ইব্ন আহমদ সুয়ূতী (র) স্বয়ং ইমাম তাহাবী (র)-কে মাযহাব পরিবর্তনের কারণ জিজ্ঞাসা করেছেন। তিনি উত্তরে বলেছেন যে, আমার মামা ইমাম মুযানী (র) হানাফী মাযহাবের গ্রন্থসমূহ অধিক অধ্যয়ন করতেন। তাই আমিও হানাফী গ্রন্থসমূহ অধিকভাবে অন্যয়ন করা শুরু করে দেই। আমার কাছে শাফিঈ দলীল-প্রমাণ অপেক্ষা হানাফী দলীল-প্রমাণ অত্যন্ত মযবূত, অকাট্য ও তাত্ত্বিক মনে হয়। এই জন্য আমি শাফিঈ মাযহাব পরিত্যাগ করে হানাফী মাযহাব গ্রহণ করি।

২. দ্বিতীয় যে কারণটি সাধারণত শাফিঈ লিখকগণ বর্ণনা করেছেন, যেটিতে বাস্তবতাকে উপেক্ষা করা হয়েছে। যেমন আল্লামা যাহাবী (র) তায্কিরাতুল হুফ্ফায গ্রন্থে লিখেছেন ঃ

"وَكَانَ اَوَّلاً شَافِعِيًّا يَقْرَءُ عَلَى الْمُزَنِيْ فَقَالَ لَهُ يَوْمًا وَاللهِ مَاجَاءَ مِنْكُمْ شَيْءٌ فَغَضِبَ مِنْ ذَلِكَ وَانْتَقَلَ اِلَى اَبِيْ عِمْرَانَ -

অর্থাৎ প্রথম দিকে ইমাম তাহাবী (র) শাফিঈ মাযহাবের অনুসারী ছিলেন। একটি ক্লাশে তাঁর উপর তাঁর মামা অসন্তুষ্ট হয়ে বললেন ঃ "আল্লাহ্র কসম! তোমার দ্বারা কিছুই হবে না।" এতে ইমাম তাহাবী (র) অসন্তুষ্ট হয়ে আবূ ইমরান হানাফী (র)-এর দারসে গিয়ে যোগ দিলেন।

মাযহাব পরিবর্তনের আরেকটি কারণ আল্লামা আবদুল আযীয হারুবী (র) উল্লেখ করেছেন ঃ

اَنَّ الطحاوى كَانَ شَافعى المذهب فقرء فى كتابه ان الحاملة اذا ماتت وفى بطنها وَلَدُ حيّىُ لم يشق فى بطنها خلافًا لابى حنيفة وكان الطحاوى وُلِدَ مشقوقًا فقال لاارضى بمذهب رجل يرضى بهلاكى فترك مذهب الشافعي وصار من عظماء المجتهدين على مذهب ابى حنيفة -

অর্থাৎ ইমাম তাহাবী (র) প্রথম দিকে শাফিঈ মাযহাবের অনুসারী ছিলেন। এক দিন তিনি শাফিঈ ফিকাহ্-এর গ্রন্থে পড়লেন যে, যখন অন্তঃসত্ত্বা নারী মৃত্যুবরণ করে এবং তার পেটে বাচ্চা যদি জীবিত থাকে তাহলে তার পেট বিদীর্ণ করা যাবে না। কিন্তু আবূ হানীফা (র)-এর মাযহাব-এর ব্যতিক্রম (বিদীর্ণ করা যাবে)। বস্তুত ইমাম তাহাবী (র)-কে হানাফী মাযহাব মতে পেট বিদীর্ণ করে বের করা হয়েছিল। ইমাম তাহাবী (র)-এটা পড়ে বললেন ঃ আমি সেই ব্যক্তির মাযহাবের প্রতি সন্তুষ্ট নই, যে কি-না আমার ধ্বংসের উপর সন্তুষ্ট হয়। এরপর তিনি শাফিঈ মাযহাব ছেড়ে হানাফী মাযহাব গ্রহণ করেছেন এবং এই মাযহাবের একজন মুজতাহিদ আলিম হিসাবে খ্যাতি লাভ করেছেন।

মাওলানা ফকীর মুহাম্মদ যাহলামী এই ঘটনাটি বিস্তারিত বর্ণনা করেছেন এইভাবে ঃ ফতোয়া বারহানায় ইমাম তাহাবী (র)-এর মাযহাব পরিবর্তনের কারণ লেখা হয়েছে এটি যে, তিনি একদিন স্বীয় মামার নিকট পড়ছিলেন। ক্লাশে এই নিম্নোক্ত মাসআলাটি এলো ঃ যদি কোন অন্তঃসত্ত্বা নারী মারা যায় আর তার পেটে বাচ্চা জীবিত থাকে তাহলে ইমাম শাফিঈ (র)-এর মতে উক্ত নারীর পেট বিদীর্ণ করে বাচ্চা বের করা জায়িয নেই। কিন্তু হানাফী মাযহাব-এর ব্যতিক্রম। তিনি এটা পড়তেই দাঁড়িয়ে বললেন, আমি সেই ব্যক্তির অনুসরণ কখনো করব না, যে কিনা আমার ন্যায় ব্যক্তির ধ্বংসের পরোয়া করবে না। কেননা তিনি তাঁর মায়ের পেটে থাকা অবস্থায়-ই তাঁর মা মারা গিয়েছেন এবং তাঁর পেট বিদীর্ণ করে বের করা হয়েছে। এই অবস্থা অবলোকন করে তাঁর মামা তাঁকে বললেন, আল্লাহ্র কসম! "তুমি কস্মিনকালেও ফকীহ্ হবে না"। পরবর্তীতে তিনি যখন আল্লাহ্র অনুগ্রহে হাদীস ও ফিকাহ্ শাস্ত্রে সমানভাবে দক্ষতা অর্জন করে ইমাম ও মুজতাহিদের ন্যায় সর্বোচ্চ আসনে অধিষ্ঠিত হন তখন প্রায়-ই বলতেন, আমার মামাকে আল্লাহ্ রহমত করুন! যদি তিনি আজ জীবিত থাকতেন তাহলে স্বীয় শাফিঈ মাযহাব মতে অবশ্যই নিজের কসমের কাফ্ফারা আদায় করতেন।

হাদীস শিক্ষায় ইমাম তাহাবী (র)-এর সফর

ইমাম তাহাবী (র) তৎকালের মুসলিম জাহানের প্রখ্যাত হাদীস কেন্দ্রসমূহ সফর করে হাদীস শ্রবণ ও সংগ্রহ করেছেন। মিসর, ইয়ামান, হিজায, শাম, খোরাসান, কূফা, বসরা, রায় ও ইরাকে হাদীস সংগ্রহের জন্য বছরের পর বছর পরিভ্রমণ করেছেন।

ইমাম তাহাবী (র)-এর ওফাত

ইমাম তাহাবী (র) বিরাশি বছর বয়সে ৩২১ হিজরীর ৩০ শাওয়াল বৃহস্পতিবার রাতে মিসরে ইন্তিকাল করেন। এ ব্যাপারে আল্লামা সামআনী (র), আল্লামা ইব্ন কাসীর (র), আল্লামা ইব্ন খালকান, আল্লামা ইব্ন হাজার আসকালানী (র), আল্লামা সুয়ূতী (র) ও আল্লামা হামুবী (র) প্রমুখ ঐকমত্য পোষণ করেছেন।

তাহাবী শরীফ

প্রথম খণ্ড

كِتَابُ الطَّهَارَةِ

অধ্যায় ঃ তাহারাত (পবিত্রতা)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

كِتَابُ الطَّهَارَةِ

অধ্যায় ঃ তাহারাত

١- بَابُ الْمَاءِ يَقَعُ فِيْهِ النَّجَاسَةُ

১. অনুচ্ছেদ ঃ পানিতে নাপাকি পতিত হওয়া প্রসঙ্গে

١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ بْنِ رَاشِدٍ الْبَصْرِيُّ قَالَ ثَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ الْمِنْهَالِ قَالَ ثَنَا اَحْمَدُ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِسْحَاقَ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِيْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ اَنَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَتَوَضَّأُ مِنْ بِيْرِ بُضَاعَةَ فَقِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّهُ يُلْقٰى فِيْهَا الْجِيْفُ وَالْمَحَائِضُ فَقَالَ اِنَّ الْمَاءَ لاَ يَنْجَسُ .

১. মুহাম্মদ ইব্ন খুযায়মা ইব্ন রাশিদ আল-বসরী (র)...... আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বী'রে বুযা'আর (পানি দিয়ে) উযু করতেন। বলা হল, হে আল্লাহ্ রাসূল! এই কুয়োটি তো এমন যে, তাতে মৃত (প্রাণী), হায়যে ব্যবহৃত কাপড়ের টুকরো ফেলা হয়ে থাকে। তখন তিনি বললেন ঃ পানি নাপাক (কলুষিত) হয় না।

٢- حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ اَبِيْ دَاوُدَ وَسُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْاَسَدِيُّ قَالاَ ثَنَا اَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ الْوَهَبِيُّ قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اِسْحَاقَ عَنْ سُلَيْطِ بْنِ اَيُّوْبَ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ رَافِعٍ عَنْ اَبِيْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ قِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّهُ يُسْتَقٰى لَكَ مِنْ بِيْرِ بُضَاعَةَ وَهِيَ بِيْرٌ تُطْرَحُ فِيْهَا عَذِرَةُ النَّاسِ وَمَحَائِضُ النِّسَاءِ وَلَحْمُ الْكِلاَبِ فَقَالَ اِنَّ الْمَاءَ طَهُوْرٌ لاَ يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ .

২. ইবরাহীম ইব্‌ন আবূ দাউদ (র) ও সুলায়মান ইব্‌ন আবূ দাউদ আসাদী (র)...... আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেছেন, একবার বলা হল, হে আল্লাহ্ রাসূল! আপনার জন্য বী'রে বুযা'আ থেকে পানি আনা হয়, অথচ তা এমন (অরক্ষিত) কুয়ো, যাতে লোকদের (মল), নারীদের হায়যে ব্যবহৃত কাপড়ের টুকরা এবং কুকুরের গোশত ফেলা হয়ে থাকে। তিনি বললেন, এ পানি তো পাক, একে কোন বস্তু কলুষিত করতে পারে না।

٣- حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ قَالَ ثَنَا عِيْسٰى بْنُ اِبْرَاهِيْمَ الْبَرَكِيُّ قَالَ ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ مُسْلِمٍ الْقَسْمَلِيُّ قَالَ ثَنَا مُطَرِّفٌ عَنْ خَالِدِ بْنِ اَبِيْ نَوْفٍ عَنِ ابْنِ اَبِيْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ انْتَهَيْتُ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَيَتَوَضَّأُ مِنْ بِيْرِ بُضَاعَةَ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَتَتَوَضَّأُ مِنْهَا وَهِيَ يُلْقٰى فِيْهَا مَا يُلْقٰى مِنَ النَّتْنِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْمَاءُ لاَ يُنَجِّسُهُ شَيْئٌ .

৩. ইবরাহীম (র) বর্ণনা করেন যে,...... আবূ সাঈদ খুদরী (রা) এর পুত্র তাঁর পিতা আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর খিদমতে উপস্থিত হলাম, আর তিনি বী'রে বুযা'আ থেকে উযূ করছিলেন। আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আপনি কি তা থেকে উযূ করছেন ? অথচ তা এমন কুয়ো, যাতে ময়লা ফেলা হয়ে থাকে। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ এ পানিকে কোন বস্তু কলুষিত করতে পারে না।

٤- حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ اَبِيْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا اَصْبَغُ بْنُ الْفَرَجِ قَالَ ثَنَا حَاتِمُ بْنُ اِسْمَاعِيْلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَبِيْ يَحْيَ الْاَسْلَمِيُّ عَنْ اُمِّهِ قَالَتْ دَخَلْنَا عَلٰى سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ فِيْ اَرْبَعِ نِسْوَةٍ فَقَالَ لَوْ سَقَيْنَاكُمْ مِنْ بِيْرِ بُضَاعَةَ لَكَرِهْتُمْ ذٰلِكَ وَقَدْ سَقَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ بِيَدِيْ مِنْهَا .

৪. ইবরাহীম ইব্‌ন আবী দাউদ (র)...... মুহাম্মদ ইব্‌ন আবী ইয়াহইয়া আসলামী (র)-এর মাতা থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, একবার আমরা চারজন নারী সাহল ইব্‌ন সা'দ (রা)-এর নিকট উপস্থিত হলাম। তখন তিনি বললেন, আমি যদি তোমাদেরকে বী'রে বুযা'আ থেকে পানি পান করাই তাহলে তোমরা তা অপছন্দনীয় মনে করবে। অথচ আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে নিজ হাতে তা থেকে পানি পান করিয়েছি।

٥- حَدَّثَنَا فَهْدُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ يَحْيٰى قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيْدِ بْنِ الْاَصْبَهَانِيُّ قَالَ اَنَا شَرِيْكُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ النَّخَعِيُّ عَنْ طَرِيْفِ الْبَصَرِيِّ عَنْ اَبِيْ نَضْرَةَ عَنْ جَابِرٍ اَوْ اَبِيْ سَعِيْدٍ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِيْ سَفَرٍ فَانْتَهَيْنَا اِلٰى غَدِيْرٍ وَفِيْهِ جِيْفَةٌ فَكَفَفْنَا وَكَفَّ النَّاسُ حَتّٰى اَتَانَا النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ مَا لَكُمْ لاَ تَسْتَقُوْنَ فَقُلْنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ هٰذِهِ الْجِيْفَةُ فَقَالَ اسْتَقُوْا فَاِنَّ الْمَاءَ لاَ يُنَجِّسُهُ شَيْئٌ فَاسْتَقَيْنَا وَارْتَوَيْنَا .

৫. ফাহাদ ইব্ন সুলায়মান ইব্ন ইয়াহইয়া (র)...... জাবির (রা) অথবা আবূ সাঈদ (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমরা একবার এক সফরে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সঙ্গে ছিলাম। এক সময় আমরা একটি জলাশয়ের কাছে পৌঁছালাম; যাতে মৃত (প্রাণী) পড়ে রয়েছিলো। আমরা বিরত থাকলাম এবং লোকেরাও বিরত থাকল। তারপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদের নিকট এলেন এবং বললেন, তোমাদের কি হয়েছে, পানি পান করছ না কেন ? আমরা বললাম; হে আল্লাহ্র রাসূল! এই মৃত প্রাণীর কারণে। তিনি বললেন; তোমরা পান কর। কেননা পানিকে কোন বস্তু কলুষিত করতে পারে না। সুতরাং আমরা অত্যন্ত তৃপ্তি সহকারে পান করলাম।

পর্যালোচনা

একদল আলিম এই সমস্ত হাদীসের মর্ম গ্রহণ করে বলেছেন, পানিতে পতিত কোন বস্তু পানিকে কলুষিত করতে পারে না যতক্ষণ না এর রং বা স্বাদ বা গন্ধ পরিবর্তিত হবে। পক্ষান্তরে ওগুলোর কোন একটি পরিবর্তিত হয়ে গেলে পানি নাপাক হয়ে যাবে।

পক্ষান্তরে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অপরাপর আলিমগণ তাদের বিরোধিতা করে বলেছেন, 'বী'রে বুযা'আ' সম্পর্কে যা কিছু তোমরা উল্লেখ করেছ এতে তোমাদের অনুকূলে কোন প্রমাণ নেই। যেহেতু 'বীরে বুযা'আ' সম্পর্কে মতবিরোধ রয়েছে যে, তা কী ছিলো? একদল (বিশ্লেষক) আলিম বলেন যে, তা বাগানসমূহে প্রবহমান পানির পথ ছিলো। তাতে পানি স্থির থাকত না। অতএব এর পানির বিধান নদীসমূহের বিধানের অনুরূপ হবে। অনুরূপভাবে আমরা এরূপ প্রত্যেক স্থানের ব্যাপারে অনুরূপ বক্তব্য প্রদান করব যে, যদি তাতে নাপাকি পতিত হয় তাহলে তা যতক্ষণ পর্যন্ত এর স্বাদ বা রং বা গন্ধকে পরিবর্তত না করবে, পানি নাপাক হবে না। অথবা যদি জানা যায় যে, তা থেকে নেয়া পানির মধ্যে নাপাকির অংশ বিদ্যমান আছে, তাহলে পানি নাপাক হয়ে যাবে। আর যদি তা জানা না যায় তাহলে পানি পাক হিসাবে বিবেচিত হবে।

বীরে বুযা'আ সম্পর্কে আমরা যা উল্লেখ করেছি এটি ইমাম ওয়াকিদী (র) থেকে বর্ণিত আছে। আমার নিকট তা আবূ জা'ফর আহমদ ইব্ন আবূ ইমরান বর্ণনা করেছেন। তিনি আবূ আবদুল্লাহ্ মুহাম্মদ ইব্ন শুজা ছালজী (র) সূত্রে ওয়াকিদী (র) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, সেই কুয়োটি এইরূপই ছিলো।

সংশ্লিষ্ট বিষয়ে এটিও একটি প্রমাণ যে, ফকীহগণ নিম্নোক্ত বিষয়ে ঐকমত্য পোষণ করেছে যে, যখন কুয়োতে নাপাকি পতিত হয়ে পানির স্বাদ বা গন্ধ বা রং-কে প্রভাবিত করে তাহলে এর পানি নাপাক হয়ে যাবে। পক্ষান্তরে 'বীরে বুযা'আ' সম্পর্কে হাদীসে এমন কিছুর উল্লেখ নেই। এতে তো শুধু এটুকু ব্যক্ত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে বী'রে বুযা'আ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছে এবং তাঁকে বলা হয়েছে যে, এতে কুকুর এবং হায়যে ব্যবহৃত কাপড়ের টুকরো ফেলা হয়ে থাকে। তিনি বললেন, পানিকে কোন বস্তু নাপাক করতে পারে না।

বস্তুত আমরা জ্ঞাত আছি যে, যদি কোন কুয়োতে এর চাইতে কম কিছুও পতিত হয় তাহলে এর পানির গন্ধ এবং স্বাদ পরিবর্তিত না হওয়া অসম্ভব। আর এটি যুক্তিসঙ্গত এবং পরিজ্ঞাত বিষয়।

বস্তুত যখন বিষয়টি এরূপ এবং রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁদের জন্যে উক্ত পানি ব্যবহার করা বৈধ সাব্যস্ত করেছেন আর এটি তো সকলের কাছে স্বীকৃত যে, সেটি পানি পূর্বোল্লিখিত কারণসমূহের কোন কারণে পরিবর্তিত হয়ে যায় নি।

আমাদের বিবেচনায় আর আল্লাহ্ উত্তমরূপে জ্ঞাত, কুয়োয় নাপাকি বিদ্যমান থাকা অবস্থায় নবী ﷺ কে এর পানি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা এবং তার এরূপ উত্তর প্রদান করা সম্পূর্ণ অসম্ভব। সম্ভবত এই প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছিলো কুয়ো থেকে নাপাকি বের করার পরে, আর আল্লাহ্ উত্তমরূপে জ্ঞাত। যেন তাঁরা নবী ﷺ -কে জিজ্ঞাসা করেছেন তা থেকে নাপাকি বের করার পর তা কি পাক হবে ? এবং এর সেই পানি নাপাক হবে না, যা এর পরবর্তীতে এখন তাতে পড়বে ? বস্তুত এটি একটি কঠিন বিষয়। যেহেতু কুয়োর দেয়ালসমূহ ধোয়া হয়নি এবং এর কাদা মাটিও বের করা হয়নি। অতএব নবী ﷺ তাঁদেরকে বলেছেন ঃ পানি নাপাক হয় না। বস্তুত এর দ্বারা তাঁর উদ্দেশ্য হচ্ছে, সেই পানি যা নাপাকি বের করার পরে সেখানে পৌঁছে। এরূপ নয় যে, পানিতে নাপাকি মিলিত হওয়ার পরে তা নাপাক হবে না। আবার আমরা তাঁকে (রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে) দেখছি তিনি বলেছেন ঃ মু'মিন নাপাক (অপবিত্র) হয় না।

٦- حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا الْمُقَدَّمِىُّ قَالَ ثَنَا ابْنُ اَبِىْ عَدِىٍّ عَنْ حُمَيْدٍ ح وَحَدَّثَنَاهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ الْحَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ قَالَ ثَنَا حَمَّادُ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ بَكْرٍ عَنْ اَبِىْ رَافِعٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ لَقِيْتُ النَّبِىَّ ﷺ وَاَنَا جُنُبٌ فَمَدَّ يَدَهُ اِلَىَّ فَقَبَضْتُ يَدِىْ عَنْهُ وَقُلْتُ اِنِّىْ جُنُبٌ فَقَالَ سُبْحَانَ اللّٰهِ اِنَّ الْمُسْلِمَ لاَيَنْجَسُ وَقَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فِىْ غَيْرِ هٰذَا الْحَدِيْثِ اِنَّ الْاَرْضَ لاَ تَنْجَسُ ـ

৬. ইব্ন আবী দাঊদ (র) ও ইব্ন খুযায়মা (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেছেন, একবার আমি নবী ﷺ -এর সঙ্গে সাক্ষাত করলাম, তখন আমি ছিলাম অপবিত্র (গোসল ওয়াজিব) অবস্থায়। তিনি তাঁর হাত আমার দিকে প্রসারিত করলেন। আমি আমার হাত সরিয়ে ফেললাম এবং বললাম আমি অপবিত্র অবস্থায় আছি। তিনি বললেন, সুবহানাল্লাহ্! মু'মিন কখনও (এমন) অপবিত্র হয় না (যে, তাকে স্পর্শ করা যাবে না)। তিনি ﷺ অন্য হাদীসে বলেছেন ঃ ভূমি অপবিত্র হয় না।

٧- حَدَّثَنَا بِذٰلِكَ اَبُوْ بَكْرَةَ بَكَّارُ بْنُ قُتَيْبَةَ الْبَكْرَاوِىُّ قَالَ ثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ عُقَيْلٍ الدَّوْرَقِىُّ قَالَ ثَنَا الْحَسَنُ اِنَّ وَفْدَ ثَقِيْفٍ لَمَّا قَدِمُوْا عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ ضَرَبَ لَهُمْ قُبَّةً فِى الْمَسْجِدِ فَقَالُوْا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ قَوْمٌ اَنْجَاسٌ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّهُ لَيْسَ عَلَى الْاَرْضِ مِنْ اَنْجَاسِ النَّاسِ شَيْئٌ اِنَّمَا اَنْجَاسُ النَّاسِ عَلٰى اَنْفُسِهِمْ .

৭. আবূ বাক্রা বাক্কার ইব্ন কুতায়বা আল-বাক্রাবী (র)...... বর্ণনা করেন যে, হাসান বলেছেন যে, যখন সাকীফ গোত্রের প্রতিনিধিদল রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর খিদমতে উপস্থিত হল তখন তিনি তাদের জন্য মসজিদে তাঁবু স্থাপন করালেন। লোকেরা (সাহাবীগণ) বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! (এরাতো) অপবিত্র লোক। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, ভূমির সঙ্গে লোকদের অপবিত্রতার কোনরূপ সম্পর্ক নেই। লোকদের অপবিত্রতার সম্পর্ক তাদের নিজের সঙ্গে।

বিশ্লেষণ

অতএব তাঁর উক্তি "মু'মিন অপবিত্র হয় না"-এর মর্ম এটি নয় যে, তার দেহ নাপাক হবে না, যদিও তাতে নাপাকি লেগে থাকে। তাঁর উদ্দেশ্য হচ্ছে অন্য কোন অর্থের দিক দিয়ে অপবিত্র না হওয়া। অনুরূপভাবে তাঁর উক্তি "ভূমি নাপাক হয় না"-এর মর্ম এটি নয় যে, নাপাকি লাগা-সত্ত্বেও তা নাপাক হয় না। আর এটি কিভাবে হতে পারে ? অথচ তিনি সে মসজিদের সেই স্থানে এক বালতি পানি ঢেলে দেয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন, যেখানে জনৈক বেদুঈন পেশাব করে দিয়েছিল।

٨– حَدَّثَنَا بِذٰلِكَ اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا عُمَرُ بْنُ يُوْنُسَ الْيَمَامِيُّ قَالَ ثَنَا عِكْرَمَةُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ ثَنَا اِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ طَلْحَةَ قَالَ حَدَّثَنِىْ اَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ جُلُوْسًا اِذْ جَاءَ اَعْرَابِىٌّ فَقَامَ يَبُوْلُ فِى الْمَسْجِدِ فَقَالَ اَصْحَابُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مَهْ مَهْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ دَعُوْهُ فَتَرَكُوْهُ حَتّٰى بَالَ ثُمَّ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ دَعَاهُ فَقَالَ لَهٗ اِنَّ هٰذِهِ الْمَسَاجِدَ لَا تَصْلُحُ لِشَىْءٍ مِنْ هٰذَا الْبَوْلِ وَالْعَذَرَةِ اِنَّمَا هِىَ لِذِكْرِ اللّٰهِ وَالصَّلَاةِ وَقِرَاءَةِ الْقُرْاٰنِ قَالَ عِكْرَمَةُ اَوْ كَمَا قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَاَمَرَ رَجُلًا فَجَاءَهُ بِدَلْوٍ مِنْ مَاءٍ فَشَنَّهُ عَلَيْهِ .

৮. আবূ বাক্‌রা (র)...... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, এক বার আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সঙ্গে বসা ছিলাম। হঠাৎ এক বেদুঈন এলো এবং সে দাঁড়িয়ে মসজিদে পেশাব করতে লাগল। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সাহাবীগণ বললেন, নিবৃত্ত হও, নিবৃত্ত হও। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, তাকে ছেড়ে দাও। তাঁরা তাকে ছেড়ে দিলেন, সে পেশাব সেরে নিল। এরপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাকে ডেকে বললেন ঃ এই সমস্ত মসজিদ পেশাব-পায়খানার উপযোগী স্থান নয়। এগুলো তো আল্লাহ্‌র যিক্‌র, সালাত ও কুরআন তিলাওয়াতের জন্য নির্ধারিত। ইক্‌রামা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হুবহু এ কথা বা অনুরূপ কোন কথা বলেছেন। তারপর তিনি এক ব্যক্তিকে এক বালতি পানি আনার জন্য নির্দেশ দিলেন, সে পানির বালতি এনে এর উপর ঢেলে দিল।

٩– حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ شَيْبَةَ قَالَ ثَنَا يَحْىٰ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ مُحَمَّدٌ عَنْ يَحْىٰ بْنِ سَعِيْدٍ اَنَّهٗ سَمِعَ اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَذْكُرُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ نَحْوَهٗ غَيْرَ اَنَّهٗ لَمْ يَذْكُرْ قَوْلَهٗ اِنَّ هٰذِهِ الْمَسَاجِدَ اِلٰى اٰخِرِ الْحَدِيْثِ وَرَوٰى طَاؤُسُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ اَمَرَ بِمَكَانِهٖ اَنْ يُّحْفَرَ .

৯. আলী ইব্‌ন শায়বা (র)...... ইয়াহইয়া ইব্‌ন সাঈদ (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি আনাস ইব্‌ন মালিক (রা)-কে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে অনুরূপ উল্লেখ করতে শুনেছেন। তবে তিনি "এই সমস্ত মসজিদ"...... থেকে শেষ পর্যন্ত এই অংশ উল্লেখ করেন নি। তাউস (র) বর্ণনা করেন যে, নবী ﷺ সেই স্থানকে খনন করার নির্দেশ দিয়ে দিলেন।

١٠- حَدَّثَنَا بِذٰلِكَ اَبُوْ بَكْرَةَ بَكَّارُ بْنِ قُتَيْبَةَ الْبَكْرَابِيُّ قَالَ ثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ طَاؤُسٍ بِذٰلِكَ وَقَدْ رُوِىَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِذٰلِكَ اَيْضًا .

১০. আবূ বাক্রা বাক্কার ইব্ন কুতায়বা বাক্রাবী (র)...... আমর ইব্ন দীনার (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি তাউস (র) থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন। আর আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসউদ (রা) ও এই হাদীস নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন।

١١- حَدَّثَنَا فَهْدٌ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ ثَنَا يَحْىَ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيْدِ الْحَمَّانِىُّ قَالَ ثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ سَمْعَانَ بْنَ مَالِكِ الْاَسَدِيِّ عَنْ اَبِىْ وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ بَالَ اَعْرَابِىٌّ فِى الْمَسْجِدِ فَاَمَرَ بِهِ النَّبِىُّ ﷺ فَصُبَّ عَلَيْهِ دَلْوٌ مِنْ مَاءٍ ثُمَّ اَمَرَ بِهِ فَحُفِرَ مَكَانُهُ .

১১. ফাহাদ ইব্ন সুলায়মান (র)...... আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, জনৈক বেদুঈন মসজিদে পেশাব করে দিয়েছিল। তখন নবী ﷺ-এর নির্দেশে তাতে এক বালতি পানি ঢেলে দেয়া হয়েছিল। এরপরে তিনি নির্দেশ দিলে সেই স্থান খনন করা হয়।

ইমাম আবূ জা'ফর তাহাবী (র) বলেন ঃ তাঁর উক্তি "ভূমি অপবিত্র হয় না" এর মর্ম হচ্ছে, যখন এর থেকে নাপাকি-অপবিত্রতা দূরীভূত হয়ে যায় তখন তা নাপাক থাকে না। বস্তুত এই অর্থ নয় যে, সেখানে নাপাকি বিদ্যমান থাকা অবস্থায়ও নাপাক হয় না। অনুরূপভাবে 'বী'রে বুযাআ' সম্পর্কে তাঁর উক্তি যে, "পানি নাপাক হয় না" বস্তুত এটি নাপাকি পাওয়া যাওয়ার অবস্থার সাথে সংশ্লিষ্ট নয়, বরং তা নাপাকি না থাকার অবস্থার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। সুতরাং এটিই হচ্ছে 'বী'রে বুযাআ' সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর উক্তি "পানিকে কোন বস্তু নাপাক করতে পারে না"—এর মর্মকথা। আল্লাহ্-ই উত্তমরূপে জ্ঞাত। অবশ্য আমরা অন্য হাদীসে লক্ষ্য করেছি যে, তিনি এরূপ বর্ণনা করেছেন।

١٢- حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ الْاَنْصَارِيِّ وَعَلِيُّ بْنُ شَيْبَةَ بْنِ الصَّلْتِ الْبَغْدَادِيِّ قَالاَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يَزِيْدَ الْمُقْرِىُّ قَالَ سَمِعْتُ اِبْنَ عَوْنٍ يُحَدِّثُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّهُ قَالَ نَهٰى اَوْ نُهِىَ اَنْ يَّبُوْلَ الرَّجُلُ فِى الْمَاءِ الدَّائِمِ اَوِ الرَّاكِدِ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ مِنْهُ اَوْ يَغْسِلُ مِنْهُ .

১২. সালিহ্ ইব্ন আবদুর রহমান ইব্ন আমর ইব্নুল হারিস আনসারী (র) ও আলী ইব্ন শায়বা ইব্নুস্ সাল্ত বাগদাদী (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ নিষেধ করেছেন অথবা এটা নিষিদ্ধ যে, মানুষ স্থির পানিতে পেশাব করে তারপর তা থেকে উযূ অথবা গোসল করবে।

١٢- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدِ بْنِ نُوحٍ الْبَغْدَادِيُّ قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ بَكْرٍ السَّهْمِيُّ قَالَ ثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لاَ يَبُوْلَنَّ اَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ الَّذِيْ لاَ يَجْرِيْ ثُمَّ يَغْتَسِلُ فِيْهِ .

১৩. আলী ইব্‌ন মা'বাদ ইব্‌ন নূহ বাগদাদী (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন ঃ স্থির পানিতে– যা প্রবাহিত নয়, পেশাব করে তাতে তোমরা কেউ গোসল করবে না।

١٤- حَدَّثَنَا يُوْنُسُ بْنُ عَبْدِ الْاَعْلٰى اَبُوْ مُوْسٰى الصَّدَفِيُّ قَالَ اَخْبَرَنِيْ اَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ اللَّيْثِيُّ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ اَبِيْ ذُبَابٍ وَهُوَ رَجُلٌ مِنَ الْاَزْدِ عَنْ عَطَاءِ بْنِ مِيْنَا عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لاَ يَبُوْلَنَّ اَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ مِنْهُ اَوْ يَشْرَبُ .

১৪. ইউনুস ইব্‌ন আবদুল আ'লা আবূ মূসা সাদাফী (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ স্থির পানিতে তোমরা কেউ কখনও পেশাব করবে না, যা থেকে তারপর উযূ করবে কিংবা পান করবে।

١٥- حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ اَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ اَنَّ بُكَيْرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْاَشَجِّ حَدَّثَهُ اَنَّ اَبَا السَّائِبِ مَوْلٰى هِشَامِ بْنِ زَهْرَةَ حَدَّثَهُ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَيَغْتَسِلُ اَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ وَهُوَ جُنُبٌ فَقَالَ كَيْفَ يَفْعَلُ يَا اَبَا هُرَيْرَةَ فَقَالَ يَتَنَاوَلُهُ تَنَاوُلاً .

১৫. ইউনুস (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ যেন অপবিত্র (গোসল ওয়াজিব) অবস্থায় স্থির পানিতে গোসল না করে। বর্ণনাকারী [আবূ হুরায়রা (রা)-কে] জিজ্ঞাসা করেন, হে আবূ হুরায়রা! সে কি করবে ? তিনি বললেন, সে পানি উঠিয়ে নিবে।

١٦- حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِيْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا سَعِيْدُ بْنُ الْحَكَمِ بْنِ اَبِيْ مَرْيَمَ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ اَبِي الزِّنَادِ قَالَ ثَنَا اَبِيْ عَنْ مُوْسٰى بْنِ اَبِيْ عُثْمَانَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لاَ يَبُوْلَنَّ اَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ الَّذِيْ لاَ يَجْرِيْ ثُمَّ يَغْسِلُ مِنْهُ .

১৬. ইব্‌ন আবী দাঊদ (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ যেন স্থির পানিতে যা কিনা প্রবাহিত নয় পেশাব না করে, যা থেকে তারপর গোসলও সম্পন্ন করবে।

١٧- حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ نَصْرِ بْنِ الْمُعَارِكِ الْبَغْدَادِيُّ قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ الْفِرْيَابِيُّ قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ ح وَحَدَّثَنَا فَهْدُ قَالَ ثَنَا اَبُوْ نُعَيْمٍ قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ اَبِي الزِّنَادِ فَذَكَرَ بِاسْنَادِهِ مِثْلَهُ .

১৭. হুসাইন ইব্‌ন নাস্‌র ইব্‌ন মা'আরিক বাগদাদী (র) ও ফাহাদ (র)...... আবুয্ যিনাদ (র) থেকে অনুরূপ রিওয়াত করেছেন।

١٨- حَدَّثَنَا الرَّبِيْعُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمُؤَذِّنُ قَالَ ثَنَا اَسَدُ بْنُ مُوْسٰى قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ لَهِيْعَةَ قَالَ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ الْاَعْرَجُ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لاَ يَبُوْلَنَّ اَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ الَّذِي يَجْرِيْ ثُمَّ يَغْتَسِلُ مِنْهُ .

১৮. রাবী' ইব্‌ন সুলায়মানুল মুয়ায্‌যিন (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ স্থির পানিতে যা প্রবাহিত নয়, পেশাব করবে না, যা থেকে পরে গোসল করবে।

١٩- حَدَّثَنَا الرَّبِيْعُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْجِيْزِيُّ قَالَ ثَنَا اَبُوْ زُرْعَةَ وَهَبُ بْنُ رَاشِدٍ قَالَ اَنَا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَجْلاَنَ يُحَدِّثُ عَنْ اَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لاَ يَبُوْلَنَّ اَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الرَّاكِدِ وَلاَ يَغْتَسِلُ فِيْهِ .

১৯. রাবী' ইব্‌ন সুলায়মানুল জীযী (র).... আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ যেন স্থির পানিতে পেশাব না করে এবং তাতে গোসল না করে।

٢٠- حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُنْقِذٍ الْعُصْفُرِيُّ قَالَ حَدَّثَنِيْ اِدْرِيْسُ بْنُ يَحْيٰى قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَيَّاشٍ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ غَيْرَ اَنَّهُ قَالَ وَلاَ يَغْتَسِلُ فِيْهِ جُنُبٌ .

২০. ইবরাহীম ইব্‌ন মুন্‌কিয আল-উসফুরী (র)...... আবূ হুরায়রা (রা)-এর বরাতে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে তিনি বলেছেন ঃ "এবং তাতে জুনুবী (অপবিত্র ব্যক্তি) গোসল করবে না"।

٢١- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَجَّاجِ بْنِ سُلَيْمَانَ الْحَضْرَمِيُّ قَالَ ثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ قَالَ ثَنَا اَبُوْ يُوْسُفَ عَنِ ابْنِ اَبِي لَيْلٰى عَنْ اَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ اَنَّهُ نَهٰى اَنْ يُّبَالَ فِي الْمَاءِ الرَّاكِدِ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ فِيْهِ .

২১. মুহাম্মদ ইব্‌নুল হাজ্জাজ (র)...... জাবির (রা) সূত্রে নবী ﷺ বর্ণনা করেন যে, তিনি স্থির পানিতে পেশাব করে তাতে উযূ করতে নিষেধ করেছেন।

ইমাম আবূ জা'ফর তাহাবী (র) বলেন ঃ বস্তুত যখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বিশেষত সেই স্থির পানির কথা বলেছেন, যা কি না প্রবাহিত নয়। প্রবাহিত পানির উল্লেখ করেননি। এতে বুঝা যাচ্ছে যে, তিনি তা পৃথক করে দিয়েছেন। যেহেতু নাজাসাত (অপবিত্রতা) সেই পানিতে প্রবেশ করে যা প্রবাহিত নয়। প্রবাহিত পানিতে প্রবেশ করে না।

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে কুকুরের মুখ দেয়া পাত্র ধৌত করার ব্যাপারেও (হাদীস) বর্ণিত আছে। আমরা তা আমাদের এই গ্রন্থের অন্যস্থানে ইনশাআল্লাহ্ শীঘ্রই বর্ণনা করব। বস্তুত এটি পাত্র এবং এর পানি অপবিত্র হওয়ার প্রমাণ। অথচ এটা এর গন্ধ রং এবং স্বাদের উপর প্রভাব ফেলে না। অতএব ঐ সমস্ত রিওয়ায়াতসমূহের বিশুদ্ধতাও সেই বস্তুকে অপরিহার্য করে যা আমরা এই অনুচ্ছেদে 'বী'রে বুযাআ' সম্পর্কীয় হাদীসের মর্মার্থের ব্যাপারে বর্ণনা করেছি। এভাবে এই হাদীসের মর্ম ঐ সমস্ত হাদীসের মর্মের সঙ্গে সাংঘর্ষিক না হয়ে সামঞ্জস্যশীল হয়। আর এটি সেই পানির বিধান যা প্রবাহিত নয় যখন কিনা তাতে অপবিত্রতা পতিত হয় এবং এটি হল এই সমস্ত রিওয়ায়াতের বিশুদ্ধ মর্ম নির্ধারণের সঠিক পদ্ধতি। পক্ষান্তরে একদল আলিম সংশ্লিষ্ট বিষয়ে কিছুটা পরিমাণ নির্ধারিত করে বলেছেন ঃ যখন পানি দুই কুল্লা (বড় দুই মটকা) পরিমাণ পৌঁছে যাবে তখন তা আর নাপাকী বহন করে না। তাঁরা এই বিষয়ে নিম্নোক্ত হাদীসসমূহ প্রমাণ স্বরূপ পেশ করেছেন ঃ

٢٢- حَدَّثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرِ بْنِ سَابِقِ الْخَوْلاَنِيُّ قَالَ ثَنَا يَحْىَ بْنُ حَسَّانٍ قَالَ ثَنَا اَبُوْ أُسَامَةَ حَمَّادُ بْنُ أُسَامَةَ عَنِ الْوَلِيْدِ بْنِ كَثِيْرِ الْمَخْزُوْمِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ سُئِلَ عَنِ الْمَاءِ وَمَا يَنُوْبُهُ مِنَ السِّبَاعِ فَقَالَ اِذَا بَلَغَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ فَلَيْسَ يَحْمِلُ الْخَبَثَ .

২২. বাহ্‌র ইব্‌ন নাস্‌র ইব্‌ন সাবিক আল-খাওলানী (র)...... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমার (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, একবার রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে হিংস্র প্রাণী যে পানি থেকে পান করতে আসে, সে সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেছিলেন, দুই কুল্লা (মটকা) পরিমাণ পানি হলে তা আর নাপাকি বহন করে না। অনুরূপভাবে ঃ

٢٣- حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ نَصْرٍ سَمِعْتُ يَزِيْدَ بْنَ هَارُوْنَ قَالَ اَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اِسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ سُئِلَ عَنِ الْحِيَاضِ الَّتِىْ بِالْبَادِيَةِ تُصِيْبُ مِنْهَا السِّبَاعُ فَقَالَ اِذَا بَلَغَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلْ خَبَثًا .

২৩. হুসাইন ইব্‌ন নাস্‌র (র)...... বর্ণনা করেন যে, উবায়দুল্লাহ্ (র) তাঁর পিতা আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমার (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, একবার নবী ﷺ -কে মাঠের সেই সমস্ত ক্ষুদ্র জলাশয়গুলোর (পানি) সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, যা থেকে হিংস্রপ্রাণী পানি পান করে থাকে। জওয়াবে তিনি বলেছিলেন ঃ যখন পানি দুই কুল্লা পরিমাণ পৌঁছে যাবে তখন আর তা নাপাকি বহন করে না।

٢٤- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَجَّاجِ ثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ ثَنَا عَبَّادُ بْنُ عَبَّادٍ الْمُهَلَّبِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِثْلَهُ .

২৪. মুহাম্মদ ইব্‌নুল হাজ্জাজ (র)...... উবায়দুল্লাহ্ (র) তাঁর পিতা আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমার (রা)-এর বরাতে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

٢٥- حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ سِنَانِ بْنِ يَزِيْدَ الْبَصِرِيُّ قَالَ ثَنَا مُوْسٰى بْنُ اِسْمَاعِيْلَ قَالَ اَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ .

২৫. ইয়াযীদ ইব্‌ন সিনান (র)...... বর্ণনা করেন যে, উবায়দুল্লাহ্ (র) তাঁর পিতা আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমার এর বরাতে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٢٦- حَدَّثَنَا يَزِيْدُ قَالَ ثَنَا مُوْسٰى بْنُ اِسْمَاعِيْلَ قَالَ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ اَنَّ عَاصِمَ بْنَ الْمُنْذِرِ اَخْبَرَهُمْ قَالَ كُنَّا فِيْ بُسْتَانٍ لَنَا اَوْ بُسْتَانٍ لِعُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ فَحَضَرَتْ صَلَاةُ الظُّهْرِ فَقَامَ اِلٰى بِيْرِ الْبُسْتَانِ فَتَوَضَّأَ مِنْهُ وَفِيْهِ جِلْدُ بَعِيْرٍ مَيِّتٍ فَقُلْتُ اَتَوَضَّأُ مِنْهُ وَهٰذَا فِيْهِ فَقَالَ عُبَيْدُ اللّٰهِ اَخْبَرَنِيْ اَبِيْ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَنْجَسْ .

২৬. ইয়াযীদ (র)...... হাম্মাদ ইব্‌ন সালামা (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আসিম ইব্‌ন মুনযির (র) তাদেরকে বলেছেন যে, আমরা একবার আমাদের বাগানে অথবা উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমার (রা)-এর বাগানে ছিলাম। তখন যুহরের সালাতের সময় হয়ে গিয়েছিল। তিনি (উবায়দুল্লাহ্) বাগানের এক কুয়োর দিকে চলে গেলেন এবং তা থেকে উযূ করলেন, অথচ তাতে মৃতপ্রাণীর চামড়া পড়ে রয়েছিল। আমি বললাম, আপনি কি এর থেকে উযূ করেছেন, অথচ এতে তা (চামড়া) রয়েছে ? উবায়দুল্লাহ্ (র) বললেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যখন পানি দুই কুল্লা পরিমাণের হবে, তখন তা নাপাক হবে না।

٢٧- حَدَّثَنَا رَبِيْعُ الْمُؤَذِّنُ قَالَ ثَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ قَالَ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ فَذَكَرَ بِاِسْنَادِهِ مِثْلَهُ غَيْرَ اَنَّهُ لَمْ يَرْفَعْهُ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَاَوْقَفَهُ عَلَى ابْنِ عُمَرَ .

২৭. রবী'উল মুআয্‌যিন (র)...... হাম্মাদ ইব্‌ন সালামা (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে তিনি তা নবী ﷺ পর্যন্ত পৌঁছাননি; বরং তিনি তা আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমার (রা) পর্যন্ত মাওকূফ রূপে বর্ণনা করেছেন।

এই সমস্ত মনীষী বলেছেন ঃ যখন পানি এই পরিমাণ পৌঁছাবে, তখন এতে পতিত নাজাসাত এর ক্ষতি করবে না। কিন্তু সেটি যদি এর গন্ধ বা স্বাদ বা রং এর উপর প্রভাব ফেলে (তাহলে নাপাক হয়ে

যাবে)। সংশ্লিষ্ট বিষয়ে তাঁরা ইব্ন উমার (রা)-এর এই হাদীস দ্বারা প্রমাণ পেশ করেছেন। কিন্তু এই প্রমাণ স্বয়ং তাদের বিরুদ্ধে সেই সমস্ত লোকদের প্রমাণ হিসাবে বিবেচিত হবে যারা বলে যে, হাদীসসমূহে দুই কুল্লার পরিমাণ আমাদের জন্য ব্যাখ্যা করা হয়নি। অতএব এর পরিমাণ হিজর এলাকার দুই মটকার সমান হওয়ার সম্ভাবনা আছে, যেমন আপনারা উল্লেখ করেছেন। আবার এ সম্ভাবনাও আছে যে এর দ্বারা মানুষের দেহের উচ্চতা বুঝানো হয়েছে। উদ্দেশ্য হচ্ছে, যখন পানি দুই দেহের উচ্চতার সমান হয়ে যায়, তখন আধিক্যের কারণে তা নাপাকি বহন করবে না, যেহেতু এই অবস্থায় তা নদীর (পানির) সমপর্যায়ে বিবেচিত হবে।

কেউ যদি প্রশ্ন উত্থাপন করে বলেন যে, আমাদের মতে হাদীসের বাহ্যিক অর্থই গ্রহণযোগ্য। আর মটকা দ্বারা হিজাযের প্রসিদ্ধ মটকা-ই বুঝানো হয়েছে–

উত্তরে বলা হবে ঃ আপনাদের বক্তব্য মুতাবিক যদি হাদীসের বাহ্যিক অর্থই গ্রহণ করা হয় তাহলে পানি যখন সেই পরিমাণ পর্যন্ত পৌঁছে যায় তখন নাজাসাত দ্বারা এর রং বা স্বাদ বা গন্ধ পরিবর্তিত হয়ে গেলেও পানি নাপাক না হওয়াই বিধেয় হত, যেহেতু নবী ﷺ এই হাদীসে তা উল্লেখ করেননি এবং হাদীসের বাহ্যিক অর্থই বিবেচিত হবে। আর যদি বলা হয় যে, যদিও এই হাদীসে এটিরই উল্লেখ নেই, কিন্তু অন্য হাদীসে তা উল্লেখ করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে নিম্নোক্ত হাদীস উল্লেখ করা হয়।

٢٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَجَّاجِ قَالَ ثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ قَالَ ثَنَا عِيْسٰى بْنُ يُوْنُسَ عَنِ الْاَحْوَصِ بْنِ حَكِيْمٍ عَنْ رَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْمَاءُ لاَ يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ اِلاَّ مَا غَلَبَ عَلٰى لَوْنِهِ اَوْ طَعْمِهِ اَوْ رِيْحِهِ .

২৮. মুহাম্মদ ইব্নুল হাজ্জাজ...... রাশিদ ইব্ন সা'দ (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ পানিকে কোন বস্তু নাপাক করতে পারে না। তবে যে বস্তু এর রং বা স্বাদ বা গন্ধের উপর প্রবল হয়ে যায়।

তাহলে উত্তরে বলা হবে ঃ এই হাদীসটির সনদ মুনকাতি' (বিচ্ছিন্ন) আর আপনারাও মুনকাতি' হাদীসকে স্বীকৃতি দেন না, প্রমাণ হিসাবেও পেশ করেন না। আর যদি আপনারা তাঁর উক্তি 'দুই কুল্লা' দ্বারা বিশেষ ধরনের মটকা বুঝানো হয়েছে বলে দাবি করেন তাহলে অন্যের জন্যও পানিতে বিশেষ ধরনের পানি বুঝানো হয়েছে বলা বৈধ হবে এবং তার নিকট এটি প্রথমোক্ত রিওয়ায়াতসমূহের মর্মের অনুকূলেই হবে, বিপরীত হবে না।

বস্তুত যখন প্রথমোক্ত রিওয়ায়তসমূহ যা স্থির পানিতে পেশাব করা এবং সেই পাত্রের পানি নাপাক হওয়া সম্পর্কে ব্যক্ত হয়েছে যাতে বিড়াল মুখ দিয়েছে অনেক ব্যাপক এবং এতে পানির পরিমাণ উল্লিখিত হয়নি। তাই ওগুলো দ্বারা সেই পানি বুঝানো হয়েছে, যা প্রবাহিত নয়। অতএব এতে প্রমাণিত হল 'হাদীসে কুল্লাতায়ন'-এ সেই পানির কথা উল্লিখিত হয়েছে, যা প্রবাহিত। এতে পানির পরিমাণের দিকে দৃষ্টি দেয়া হবে না। যেমনিভাবে দৃষ্টি দেয়া হয় না সেই সমস্ত পানির কোনটিতে, যা আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি। এভাবে এই অনুচ্ছেদে বর্ণিত কোন হাদীস এবং পূর্বে উল্লিখিত হাদীসের মর্ম পরস্পর বিরোধী থাকে না। আর এটিই হচ্ছে ইমাম আবূ হানীফা (র), ইমাম আবূ ইউসুফ (র) ও ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর মতামত।

সংশ্লিষ্ট বিষয়ে তাঁদের পূর্ববর্তী (সাহাবীগণের) থেকেও এরূপ হাদীস বর্ণিত আছে, যা তাঁদের মাযহাবের অনুকূলে। এগুলো নিম্নরূপ ঃ

٢٩- حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ ثَنَا سَعِيْدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ ثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ ثَنَا مَنْصُوْرُ عَنْ عَطَاءٍ اَنَّ حَبْشِيًّا وَقَعَ فِىْ زَمْزَمَ فَمَاتَ فَاَمَرَ ابْنُ الزُّبَيْرِ فَنُزِحَ مَاءُهَا فَجَعَلَ الْمَاءُ لاَ يَنْقَطِعُ فَنَظَرَ فَإِذَا عَيْنُ تَجْرِىْ مِنْ قِبَلِ الْحَجَرِ الْاَسْوَدِ فَقَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ حَسْبُكُمْ .

২৯. সালিহ্ ইব্ন আবদুর রহমান (র)...... আতা (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, এরপর জনৈক হাবশী (কৃষ্ণাঙ্গ) ব্যক্তি যমযম কুয়োয় পতিত হয়ে মৃত্যুবরণ করে। তারপর (আবদুল্লাহ্) ইব্ন যুবায়র (রা) নির্দেশ দিলে এর পানি বের করা হয়। কিন্তু পানি শেষ হয়েছিলনা। দেখা গেল হাজরে আসওয়াদ এর দিক থেকে একটি প্রস্রবণ প্রবাহিত হচ্ছে। পরে ইব্ন যুবায়র (রা) বললেন, তোমাদের জন্য এতটুকুই যথেষ্ট।

٣٠- حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ نَصْرٍ ثَنَا الْفِرْيَابِيُّ ثَنَا سُفْيَانُ اَخْبَرَنِىْ جَابِرُ عَنْ اَبِىْ الطُّفَيْلِ قَالَ وَقَعَ غُلاَمُ فِىْ زَمْزَمَ فَنُزِفَتْ .

৩০. হুসাইন ইব্ন নাস্র (র)....... জাবির (রা) আবুত্ তোফাইল (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, একবার এক বালক যমযম কুয়োর পড়ে মারা গিয়েছিল, তখন এর সমস্ত পানি বের করে ফেলে দেয়া হয়েছিল।

٣١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ ثَنَا حَجَّاجُ بْنُ الْمِنْهَالِ قَالَ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ مَيْسَرَةَ اَنَّ عَلِيًّا رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ فِىْ بِيْرٍ وَقَعَتْ فِيْهَا فَارَةُ فَمَاتَتْ قَالَ يُنْزَحُ مَاؤُهَا -

৩১. মুহাম্মদ ইব্ন খুযায়মা (র)...... মাইসারা (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, আলী (রা) বলেছেন ঃ এক কুয়োয় ইঁদুর পড়ে মারা গিয়েছিল। তিনি বললেন ঃ এর পানি বের করে ফেলে দিতে হবে।

٣٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ هِشَامٍ الرُّعَيْنِىُّ قَالَ ثَنَا عَلِىُّ بْنُ مَعْبَدٍ قَالَ ثَنَا مُوْسٰى بْنُ اَعْيَنٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ مَيْسَرَةَ وَزَاذَانَ عَنْ عَلِىٍّ قَالَ اِذَا سَقَطَتِ الْفَارَةُ اَوِ الطَّائِرَةُ فِىْ بِيْرٍ سَيُنْزَحُهَا حَتّٰى يَغْلِبَكَ الْمَاءُ .

৩২. মুহাম্মদ ইব্ন হুমাইদ (র)...... মাইসারা (র) যাযান (র) আলী (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন ঃ যখন ইঁদুর বা অন্য কোন প্রাণী কুয়োয় পড়ে যায় তখন এর পানি বের করতে থাক, যতক্ষণ না পানি তোমার উপর প্রবল হয়ে যায় (তুমি ক্লান্ত হয়ে পড়)।

٣٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ ثَنَا حَجَّاجُ قَالَ ثَنَا حَمَّادُ عَنْ اَبِى الْمِهْزَمِ قَالَ سَأَلْنَا اَبَا هُرَيْرَةَ عَنِ الرَّجُلِ يَمُرُّبِالْغَدِيْرِ اَيَبُوْلُ فِيْهِ قَالَ لاَ فَانَّهُ يَمُرَّ بِهِ اَخُوْهُ الْمُسْلِمُ فَيَشْرَبُ مِنْهُ وَيَتَوَضَّأُ وَاِنْ كَانَ جَارِيًا فَلْيَبُلْ فِيْهِ اِنْ شَاءَ .

৩৩. মুহাম্মদ ইব্ন খুযায়মা (র)...... আবুল মিহযাম (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমরা আবূ হুরায়রা (রা)-কে সেই ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছি, যে কোন জলাশয় বা পুকুরের নিকট দিয়ে অতিক্রম করে, সে কি তাতে পেশাব করতে পারবে ? তিনি বললেন, না। যেহেতু সেখান দিয়ে তার মুসলিম ভাই অতিক্রম করে। সে তা থেকে পান করতে এবং উযূ করতে পারে। আর তা যদি প্রবাহিত হয়, তাহলে সে তাতে ইচ্ছা করলে পেশাব করতে পারে।

٣٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ قَالَ ثَنَا حَجَّاجُ قَالَ ثَنَا حَمَّادُ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ مِثْلَهُ .

৩৪. মুহাম্মদ (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٣٥- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ عَامِرٍ الْعَقَدِىُّ قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ زَكَرِيَّا عَنِ الشَّعْبِىِّ فِى الطَّيْرِ وَالسِّنَّوْرِ وَنَحْوِهِمَا يَقَعُ فِى الْبِيْرِ قَالَ يُنْزَحُ مِنْهَا اَرْبَعُوْنَ دَلْوًا -

৩৫. আবূ বাক্রা (রা)...... যাকারিয়া (র) ইমাম শা'বী (র) থেকে পাখি, বিড়াল এবং অনুরূপ প্রাণীর বিষয়ে রিওয়ায়াত করেছেন যে, যদি কুয়োয় পতিত হয়, তাহলে এর থেকে চল্লিশ বালতি পানি তুলে ফেলতে হবে।

٣٦- حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ ثَنَا الْفِرْيَابِىُّ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ زَكَرِيَّا عَنِ الشَّعْبِىِّ قَالَ يُنْزَحُ مِنْهَا اَرْبَعُوْنَ دَلْوًا .

৩৬. হুসাইন ইব্ন নাস্র (র)........ শা'বী (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন ঃ তা থেকে চল্লিশ বালতি পানি তুলে ফেলতে হবে।

٣٧- حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ ثَنَا سَعِيْدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ ثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَبُرَةَ الْهَمْدَانِىُّ عَنِ الشَّعْبِىِّ قَالَ يَدْلُوْ مِنْهَا سَبْعِيْنَ دَلْوًا .

৩৭. সালিহ ইব্ন আবদুর রহমান (র)...... শা'বী (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন ঃ তা থেকে সত্তর বালতি (পানি) তুলে ফেলতে হবে।

٣٨- حَدَّثَنَا فَهْدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيْدِ الْاَصْبَهَانِىُّ قَالَ ثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ النَّخْعِىُّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَبْرَةَ الْهَمَدَانِىِّ عَنِ الشَّعْبِىِّ قَالَ سَأَلْنَاهُ عَنِ الدُّجَاجَةِ تَقَعُ فِى الْبِيْرِ فَتَمُوْتُ فِيْهَا قَالَ يُنْزَحُ مِنْهَا سَبْعُوْنَ دَلْوًا .

৩৮. ফাহাদ ইব্ন সুলায়মান (র)...... বর্ণনা করেন যে, আবদুল্লাহ্ ইব্ন ছাব্রা আল-হামদানী (র) ইমাম শা'বী থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমরা তাঁকে মুরগীর ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করেছি যা কুয়োয় পড়ে মারা যায়। তিনি বললেন, তা থেকে সত্তর বালতি পানি তুলে ফেলতে হবে।

٣٩- حَدَّثَنَا صَالِحٌ قَالَ ثَنَا سَعِيْدُ بْنُ سَعِيْدِ بْنِ مَنْصُوْرٍ قَالَ ثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ اَنَا مُغِيْرَةُ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ فِى الْبِيْرِ يَقَعُ فِيْهَا الْجُرَذُ اَوِ السِّنَّوْرُ فَيَمُوْتُ قَالَ يَدْلُوْ مِنْهَا اَرْبَعِيْنَ دَلْوًا قَالَ مُغِيْرَةُ حَتّٰى يَتَغَيَّرَ الْمَاءُ .

৩৯. সালিহ্ (র)...... ইবরাহীম (র) থেকে সেই কুয়ো সম্পর্কে বর্ণনা করেন, যাতে বড় ইঁদুর অথবা বিড়াল পড়ে গিয়ে মারা যায়। তিনি বললেন, এর থেকে চল্লিশ বালতি পানি তুলে ফেলতে হবে। মুগীরা (রা) বললেন, যতক্ষণ না পানির রং পরিবর্তিত হয়ে যায়।

٤٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ ثَنَا حَجَّاجُ قَالَ ثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنِ الْمُغِيْرَةِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ فِىْ فَارَةٍ وَقَعَتْ فِىْ بِيْرٍ قَالَ يُنْزَحُ مِنْهَا قَدْرُ اَرْبَعِيْنَ دَلْوًا .

৪০. মুহাম্মদ ইব্ন খুযায়মা (র)...... ইবরাহীম (র) থেকে কুয়োয় পড়ে যাওয়া ইঁদুর সম্পর্কে বর্ণনা করেন যে, এর থেকে চল্লিশ বালতি পরিমাণ পানি তুলে ফেলতে হবে।

٤١- حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ ثَنَا الْفِرْيَابِىُّ قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْمُغِيْرَةِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ فِى الْبِيْرِتَقَعُ فِيْهَا الْفَارَةُ قَالَ لَيُنْزَحُ مِنْهَا دِلاَءُ .

৪১. হুসাইন ইব্ন নাস্র (র)...... ইবরাহীম (র) থেকে সেই কুয়ো সম্পর্কে বর্ণনা করেন, যাতে ইঁদুর পড়ে গিয়েছে। তিনি বললেন ঃ এর থেকে কয়েক বালতি পানি তুলে ফেলতে হবে।

٤٢- حَدَّثَنَا ابْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ ثَنَا حَجَّاجُ قَالَ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ اَبِى سُلَيْمَانَ اَنَّهُ قَالَ فِىْ دُجَاجَةٍ وَقَعَتْ فِىْ بِيْرٍ فَمَاتَتْ قَالَ يُنْزَحُ مِنْهَا قَدْرُ اَرْبَعِيْنَ دَلْوًا اَوْ خَمْسِيْنَ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ مِنْهَا .

৪২. ইব্ন খুযায়মা (র)...... হাম্মাদ ইব্ন আবূ সুলায়মান (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি মুরগীর ব্যাপারে বলেছেন, যা কুয়োয় পড়ে গিয়ে মারা গিয়েছে। তিনি বলেন ঃ চল্লিশ অথবা পঞ্চাশ বালতি পরিমাণ পানি তুলে ফেলতে হবে। তারপর এর থেকে উযূ করবে।

বিশ্লেষণ

বস্তুত এটি সেই সমস্ত রিওয়ায়াত থেকে যা আমরা সাহাবা (রা) ও তাবেঈদের থেকে বর্ণনা করেছি। তাঁরা নাজাসাত পতিত হওয়ার দ্বারা কুয়োর পানিকে নাপাক সাব্যস্ত করেছেন, এর (নাজাসাতের) কম ও বেশি হওয়ার প্রতি লক্ষ্য করেন না, বরং লক্ষ্য করেন এর অবস্থান ও স্থিতির প্রতি, তাঁরা এর এবং প্রবাহমান পানির মধ্যে পার্থক্য করেছেন। অতএব কুয়োয় নাজাসাত পতিত হওয়া সম্পর্কে আমাদের (হানাফী) আলিমগণ পূর্বে উল্লিখিত সেই সমস্ত রিওয়ায়াত যা আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণনা করেছি, গ্রহণ করে নিয়েছেন। সুতরাং তাঁদের জন্য সেই সমস্ত রিওয়ায়াতের বিরোধিতা করা বৈধ হবে না, যেহেতু কারো থেকে পরিপন্থী বর্ণনা নেই।

কেউ যদি প্রশ্ন উত্থাপন করে বলে যে, তোমরা তো নাজাসাত পতিত হওয়ার কারণে কুয়োর পানিকে নাপাক সাব্যস্ত করেছ। অতএব তোমাদের কুয়ো কখনও পাক হবে না। যেহেতু এই অপবিত্র পানি এর দেয়ালে মিশে গিয়েছে এবং তাতে স্থির রয়ে গিয়েছে। সুতরাং (কুয়ো পাক করতে হলে) দেয়াল ভেঙ্গে ফেলা উচিত।

উত্তরে তাকে বলা হবে ঃ তুমি কি দেখতে পাচ্ছ না যে, এই রীতিই প্রচলিত আছে। আবদুল্লাহ্ ইব্ন যুবায়র (রা) নবী ﷺ-এর সাহাবীগণের উপস্থিতিতে যমযম কুয়োর ব্যাপারে তা-ই করেছেন, যা আমরা উল্লেখ করেছি। এতে তাঁদের কেউ তাঁর প্রতিবাদ করেন নি এবং তাঁদের পরবর্তিগণও তার প্রতিবাদ করেন নি। আর কেউ তা ভেঙ্গে ফেলা (বন্ধ করে দেয়া) আবশ্যক মনে করেন না এবং রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সেই পাত্র তা ধৌত করারই নির্দেশ দিয়েছেন, যা কুকুর মুখ দেয়ার কারণে নাপাক হয়ে গিয়েছে। তিনি তা ভেঙ্গে ফেলার নির্দেশ দেননি। অথচ তা কিছু না কিছু নাপাক পানি চুষে নিয়েছে। অতএব যেমনিভাবে সেই পাত্র ভেঙ্গে ফেলার নির্দেশ দেয়া হয়নি, অনুরূপভাবে উক্ত কুয়ো ভেঙ্গে ফেলার (বন্ধ করে দেয়ার) নির্দেশ দেয়া যাবে না।

যদি কেউ কোন প্রশ্ন উত্থাপন করে বলে যে, আমরা দেখতে পাচ্ছি পাত্র তা ধৌত করা হয়, তাহলে কুয়োর ক্ষেত্রে এরূপ করা হয় না কেন?

উত্তরে তাকে বলা হবে, কুয়া ধৌত করা যায় না। যেহেতু এর যা কিছু ধৌত করা হবে তা তাতেই ফিরে পড়বে। এটি পাত্রের ন্যায় নয় যে যা দ্বারা ধৌত করা হয় তা ভাসিয়ে দেয়া হয়। সুতরাং যখন কুয়া সেই সমস্ত বস্তু থেকে ধৌত করা সম্ভব নয় এবং এর পবিত্রতা কোন না কোন ভাবে প্রমাণিত; যেহেতু যে ব্যক্তি কুয়োয় নাজাসাত পতিত হওয়ার কারণে একে নাপাক সাব্যস্ত করে সে এর পবিত্র হওয়ার জন্য পানি তুলে ফেলা আবশ্যক মনে করে। যদিও এর কাদা (মাটি) বের করা না হয়। অতএব যখন এর কাদা (মাটি) অবশিষ্ট থাকায় পরবর্তীতে আগত পানিকে নাপাক মনে করে না। যদিও পানি ওই কাদার উপর প্রবাহিত হয়, তাহলে এই অবস্থায় দেয়ালসমূহ নাপাক না হওয়াটা অধিকতর যুক্তিযুক্ত। আর যদি বাহ্যিক অর্থের দিকে লক্ষ্য করা হত, তাহলে যতক্ষণ পর্যন্ত এর দেয়ালসমূহ ধৌত করা না হত কাদা (মাটি) বের না করা হত এবং একে খনন করা না হত, কুয়ো পবিত্র হত না। সুতরাং যখন ফকীহ আলিমগণ ঐকমত্য পোষণ করেছেন যে, এর কাদামাটি বের করে ফেলা এবং একে খনন করা আবশ্যক নয়, তাহলে এর দেয়ালসমূহ ধৌত করা ওয়াজিব না হওয়াটা অধিকতর যুক্তিযুক্ত। এগুলোই ইমাম আবূ হানীফা (র), ইমাম আবূ ইউসুফ (র) ও ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর অভিমত (মাযহাব)।

٢- بَابُ سُؤْرِ الْهِرَّةِ

২. অনুচ্ছেদ ঃ বিড়ালের উচ্ছিষ্ট

٤٣- حَدَّثَنَا يُوْنُسُ بْنُ عَبْدِ الْاَعْلٰى قَالَ اَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ اَنَّ مَالِكًا حَدَّثَهُ عَنْ اِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ طَلْحَةَ عَنْ حُمَيْدَةَ بِنْتِ عُبَيْدِ بْنِ رِفَاعَةَ عَنْ كَبْشَةَ بِنْتِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ وَكَانَتْ تَحْتَ ابْنِ اَبِىْ قَتَادَةَ اَنَّ اَبَا قَتَادَةَ دَخَلَ عَلَيْهَا فَسَكَبَتْ لَهُ وَضُوْءًا فَجَاءَتْ هِرَّةٌ فَشَرِبَتْ مِنْهُ فَاَصْغٰى لَهَا اَبُوْ قَتَادَةَ الْاِنَاءَ حَتّٰى شَرِبَتْ قَالَتْ

كَبْشَةُ فَرَاٰنِى اَنْظُرُ اِلَيْهِ فَقَالَ اَتَعْجَبِيْنَ يَا ابْنَةَ اَخِىْ قَالَتْ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَاِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجَسٍ اِنَّهَا مِنَ الطَّوَّافِيْنَ عَلَيْكُمْ اَوِ الطَّوَّافَاتِ .

৪৩. ইউনুস ইব্‌ন আবদুল আ'লা (র)...... আবূ কাতাদার পুত্রবধূ কাব্‌শা বিন্‌ত কা'ব ইব্‌ন মালিক থেকে বর্ণনা করেন যে, (তাঁর শ্বশুর) আবূ কাতাদা (রা) একবার তাঁর কাছে এলে তিনি তাঁর জন্য উযূর পানি ঢেলে দিলেন। এমন সময় একটি বিড়াল এসে তা থেকে পানি পান করতে শুরু করল। আবূ কাতাদা (রা) বিড়ালটির জন্য পানির পাত্রটি কাত করে ধরলেন। বিড়ালটি পরিতৃপ্ত হয়ে পানি পান করল। কাব্‌শা বলেন, তিনি আমাকে আশ্চর্য হয়ে তাকিয়ে থাকতে দেখে বললেন ঃ "হে ভ্রাতৃষ্পুত্রী, তুমি এতে বিস্ময় প্রকাশ করছ"! আমি বললাম ঃ হাঁ। তিনি বললেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ বিড়ালের উচ্ছিষ্ট নাপাক নয়। কারণ বিড়াল তো তোমাদের আশেপাশেই ঘোরাফেরা করে।

٤٤– حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَجَّاجِ قَالَ ثَنَا اَسَدُ بْنُ مُوْسٰى قَالَ ثَنَا قَيْسُ بْنُ الرَّبِيْعِ عَنْ كَعْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ جَدِّهِ اَبِىْ قَتَادَةَ قَالَ رَأَيْتُهُ يَتَوَضَّأُ فَجَاءَ الْهِرُّ فَاَصْغٰى لَهُ حَتّٰى شَرِبَ مِنَ الْاِنَاءِ فَقُلْتُ يَا اَبَتَاهُ لِمَ تَفْعَلُ هٰذَا فَقَالَ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ يَفْعَلُهُ اَوْ قَالَ هِىَ مِنَ الطَّوَّافِيْنَ عَلَيْكُمْ .

৪৪. মুহাম্মদ ইব্‌নুল হাজ্জাজ (র)...... বর্ণনা করেন, কা'ব ইব্‌ন আবদুর রহমান (র) তাঁর দাদা আবূ কাতাদা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি তাঁকে (দাদা) দেখেছি, তিনি উযূ করছিলেন। এমন সময় একটি বিড়াল এল। তিনি বিড়ালের জন্য পাত্র কাত করে ধরলেন, আর সেটি তা থেকে তৃপ্ত হয়ে পানি পান করল। আমি বললাম, আব্বাজান, এমনটি কেন করছেন ? তিনি বললেন, নবী ﷺ ও এমনটি করতেন। অথবা তিনি বলেছেন, এটি তোমাদের আশেপাশে ঘোরাফেরা করে।

٤٥– حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ اِسْمَاعِيْلَ قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِىُّ قَالَ ثَنَا اَبُوْ الرِّجَالِ عَنْ اُمِّهِ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ اَغْتَسِلُ اَنَا وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنَ الْاِنَاءِ الْوَاحِدِ وَاَصَابَتِ الْهِرَّةُ قَبْلَ ذٰلِكَ .

৪৫. আবূ বাক্‌রা (র)...... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন ঃ আমি এবং রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একই পাত্র থেকে গোসল করতাম, এর পূর্বে বিড়াল এটি থেকে পানি পান করে যেত।

٤٦– حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِىُّ عَنْ حَارِثَةَ بْنِ اَبِى الرِّجَالِ ح وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بِشْرٍ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ الرَّقِّىُّ قَالَ ثَنَا شُجَاعُ بْنُ الْوَلِيْدِ عَنْ حَارِثَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِثْلَهُ .

৪৬. ইউনুস (র) ও আবূ বিশ্‌র আবদুল মালিক ইব্‌ন মারওয়ান রকী (র)...... আয়েশা (রা)-এর বরাতে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

٤٧– حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ قَالَ ثَنَا خَالِدُ بْنُ عَمْرٍو الْخُرَاسَانِيُّ قَالَ ثَنَا صَالِحُ بْنُ حَبَّانَ قَالَ ثَنَا عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يُصْغِى الْاِنَاءَ لِلْهِرِّ وَيَتَوَضَّأُ بِفَضْلِهِ .

৪৭. আলী ইব্‌ন মা'বাদ (র)...... আয়েশা থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বিড়ালের (পানি পানের) জন্য পাত্র কাত করে দিতেন। আর তিনি এর অবশিষ্ট অংশ (উচ্ছিষ্ট) দিয়ে উযূ করতেন।

আবূ জা'ফর তাহাবী (র) বলেন ঃ এক দল আলিম এই সমস্ত হাদীসের মর্ম গ্রহণ করেছেন। তাঁরা বিড়ালের উচ্ছিষ্ট বস্তুতে কোন দোষ আছে বলে মনে করেন না। যারা এমত পোষণ করেছেন, ইমাম আবূ ইউসুফ (র) ও ইমাম মুহাম্মদ (র) তাঁদের অন্তর্ভুক্ত। পক্ষান্তরে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অপরাপর আলিমগণ তাঁদের বিরোধিতা করেছেন এবং একে (বিড়ালের উচ্ছিষ্টকে) মাকরূহ বলেছেন। প্রথমোক্ত মত পোষণকারীদের বিরুদ্ধে তাঁদের প্রমাণ হল যে, ইসহাক ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (র) থেকে মালিক (র) বর্ণিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর উক্তি ঃ "তা-তো (বিড়াল) তোমাদের আশেপাশেই ঘোরাফেরা করে।" এতে তোমাদের স্বপক্ষে কোনরূপ প্রমাণ নেই। কারণ হতে পারে এর দ্বারা তাঁর উদ্দেশ্যে হচ্ছে, এটি গৃহসমূহে অবস্থান করে এবং কাপড়সমূহকে স্পর্শ করে, এটা বুঝানো। পক্ষান্তরে এর পাত্রে মুখ দেয়ার ক্ষেত্রে নাজাসাত প্রমাণিত হওয়া অথবা না হওয়ার বিষয়ে কোনরূপ দলীল নেই। আবূ কাতাদা (রা)-এর আমলও এর প্রতি ইঙ্গিত করে। অতএব, এক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর উক্তি দ্বারা প্রমাণ পেশ করা যাবে না। যেহেতু এতে এই সম্ভাবনার সাথে সাথে এর বিপরীত সম্ভাবনাও রয়েছে। আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, ঘরসমূহে কুকুর থাকা মাকরূহ নয়। অথচ এর উচ্ছিষ্ট মাকরূহ (নাপাক)। অতএব হতে পারে আবূ কাতাদা (রা) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে যা কিছু বর্ণিত আছে, এর দ্বারা শিকার, পাহারা এবং কৃষি কার্যের জন্য ঘরসমূহে এগুলোর অবস্থান করা বুঝানো হয়েছে। কিন্তু তারই উচ্ছিষ্ট মাকরূহ কিনা, এ ব্যাপারে এতে কোন দলীল নেই। হ্যাঁ অপরাপর রিওয়ায়াতসমূহ যা আয়েশা (রা)-এর বরাতে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণিত আছে, সেই মুতাবিক তার উচ্ছিষ্ট মুবাহ। সুতরাং রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে-এর বিপরীতও কি কিছু বর্ণিত আছে, তা আমরা দেখার প্রয়াস পাব। এই বিষয়ে আমরা দেখছি ঃ

٤٨– فَاِذَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَدْ حَدَّثَنَا قَالَ اَنَا اَبُوْ عَاصِمٍ عَنْ قُرَّةَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِيْرِيْنَ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ طُهُوْرُ الْاِنَاءِ اِذَا وَلَغَ فِيْهِ الْهِرُّ اَنْ يُّغْسَلَ مَرَّةً اَوْ مَرَّتَيْنِ قُرَّةُ شَكَّ .

৪৮. আবূ বাক্‌রা (র)...... আবূ হুরায়রা (রা)-এর বরাতে নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন ঃ যখন পাত্রে বিড়াল মুখ দিবে তখন একবার বা দুইবার (সন্দেহটা বর্ণনাকারী কুররার) ধৌত করার পর পবিত্র হয়ে যাবে। এই হাদীসটি সনদের দিক দিয়ে মুত্তাসিল (ধারাবাহিক সনদ সম্বলিত) এবং এটি প্রথমোক্ত রিওয়ায়াতসমূহের বিষয়বস্তুর পরিপন্থী। আর এটি সনদের বিশুদ্ধতার

কারণে সেই সমস্ত হাদীসসমূহের উপরে প্রাধান্য পাওয়ার দাবি রাখে। যদি সনদের দিকটির প্রতি লক্ষ্য করা হয়, তাহলে বিরোধী রিওয়ায়াত অপেক্ষা এটা গ্রহণ করা অধিকতর শ্রেয় বিবেচিত হবে।

কেউ যদি প্রশ্ন উত্থাপন করে বলে যে, হিশাম ইব্‌ন হাস্‌সানের (র) এই হাদীসটি মুহাম্মদ ইব্‌ন সীরীন (র) থেকে রিওয়ায়াত করেছেন, কিন্তু তিনি তা মারফূ'রূপে বর্ণনা করেন নি। আর এই সম্পর্কে এরূপ উল্লিখিত হয়েছে ঃ

٤٩– حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيْرٍ قَالَ اَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانٍ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ سُوْرُ الْهِرَّةِ يُهْرَاقُ وَيُغْسَلُ الْاِنَاءُ مَرَّةً اَوْمَرَّتَيْنِ .

৪৯. আবূ বাক্‌রা (র)...... মুহাম্মদ ইব্‌ন সীরীন (র) আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন ঃ বিড়ালের উচ্ছিষ্ট ভাসিয়ে দেয়া হবে এবং পাত্রকে একবার বা দুইবার ধৌত করা হবে।

উত্তরে তাকে বলা হবে যে, এই হাদীসে এমন কিছু নেই, যা কুর্‌রা (র)-এর রিওয়ায়াত নাকচ হওয়াকে অপরিহার্য করে। যেহেতু মুহাম্মদ ইব্‌ন সীরীন (র) কখনও আবূ হুরায়রা (রা)-এর হাদীস মাওকূফ হিসাবে বর্ণনা করেন। আর যখন তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হয় যে, এটি কি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণিত আছে ? তখন তিনি তা মারফূ-হিসাবে বর্ণনা করতেন। (তিনি যে এমনটি করতেন) এর প্রমাণ হল নিম্নরূপ বর্ণনা ঃ

ইবরাহীম ইব্‌ন আবী দাঊদ (র)...... ইয়াহইয়া ইব্‌ন ঈসা (র) সূত্রে মুহাম্মদ ইব্‌ন সীরীন (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি যখন আবূ হুরায়রা (রা) থেকে হাদীস বর্ণনা করতেন তখন তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হত ঃ এটি কি নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি এমনটি এই জন্য করতেন যে, আবূ হুরায়রা (রা) তাঁদেরকে প্রত্যেক হাদীস নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করতেন।

এ কারণেই তাঁকে (মুহাম্মদ ইব্‌ন সীরীন)-কে তিনি মারফূ'রূপে উল্লেখ করেছেন। ফলে আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত প্রত্যেক হাদীসকে মারফূ' হিসাবে বর্ণনা করা প্রয়োজন থাকল না। এতে আবূ হুরায়রা (রা)-এর হাদীস মুত্তাসিল হওয়াটা প্রমাণিত হয়ে গেল। এর সাথে সাথে (তাঁর শাগরেদ) কুর্‌রা (র) প্রমাণ্য, দক্ষ ও নির্ভরযোগ্য (ছাবিত, যাবিত ও ইত্‌কানের অধিকারী) রাবীরূপে প্রমাণিত হলেন। তাছাড়া এই হাদীসটিই আবূ হুরায়রা (রা) থেকে অন্য সনদে মাওকূফ রূপে বর্ণিত আছে, যা মারফূ' নয়।

٥٠– حَدَّثَنَا الرَّبِيْعُ الْجِيْزِىُّ قَالَ ثَنَا سَعِيْدُ بْنُ كَثِيْرِ بْنِ عُفَيْرٍ قَالَ اَنَا يَحْىَ بْنُ اَيُّوْبَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ اَبِىْ صَالِحٍ السَّمَّانِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ يُغْسَلُ الْاِنَاءُ مِنَ الْهِرِّ كَمَا يُغْسَلُ مِنَ الْكَلْبِ .

৫০. রবী'উল জীযী (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, বিড়ালের মুখ দেয়া পাত্রকে অনুরূপভাবে ধৌত করা হবে, যেমনিভাবে কুকুর মুখ দেয়া পাত্র ধৌত করা হয়।

٥١- حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِى دَاوُدَ قَالَ ثَنَا ابْنُ اَبِى مَرْيَمَ قَالَ اَنَا يَحْىَ بْنُ اَيُّوبَ عَنْ خَيْرِ بْنِ نَعِيْمٍ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ اَبِى صَالِحٍ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ مِثْلَهُ .

৫১. ইব্ন আবী দাউদ (র)....... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

সংশ্লিষ্ট বিষয়টি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর একদল সাহাবী ও তৎপরবর্তী (তাবেঈন আলিম)দের থেকে বর্ণিত আছে ঃ

٥٢- حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ سِنَانٍ قَالَ ثَنَا اَبُوْ بَكْرِ الْحَنَفِىُّ قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ نَافِعٍ مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّهُ كَانَ لاَ يَتَوَضَّأُ بِفَضْلِ الْكَلْبِ وَالْهِرِّ وَمَا سِوىٰ ذٰلِكَ فَلَيْسَ بِهٖ بَأْسٌ .

৫২. ইয়াযীদ ইব্ন সিনান (র)....... ইব্ন উমার (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি কুকুর এবং বিড়ালের উচ্ছিষ্ট (পানি) দ্বারা উযূ করতেন না। তা ব্যতীত অন্য (উচ্ছিষ্ট) কিছুতে অসুবিধা নেই।

٥٣- حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِى دَاوُدَ قَالَ ثَنَا الرَّبِيْعُ بْنُ يَحْىَ الْاَشْنَانِىُّ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ وَاقِدِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّهُ قَالَ لاَ تَوَضَّؤُا مِنْ سُوْرِ حِمَارٍ وَلاَ كَلْبٍ وَلاَ السِّنَّوْرِ .

৫৩. ইব্ন আবী দাউদ (র)....... ইব্ন উমার (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন ঃ গাধা, কুকুর ও বিড়ালের উচ্ছিষ্ট (পানি) দ্বারা উযূ করবেনা ।

٥٤- حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيْرٍ قَالَ ثَنَا هِشَامُ بْنُ اَبِى عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَعِيْدٍ قَالَ اِذَا وَلَغَ السِّنَّوْرُ فِى الْاِنَاءِ فَاغْسِلْهُ مَرَّتَيْنِ اَوْ ثَلاَثًا .

৫৪. ইবরাহীম ইব্ন মারযূক (র)....... সাঈদ (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন ঃ বিড়াল পাত্রে মুখ দিলে তা দুইবার অথবা তিনবার ধৌত কর।

٥٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ ثَنَا حَجَّاجُ قَالَ ثَنَا حَمَّادُ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ وَسَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ فِى السِّنَّوْرِ يَلِغُ فِى الْاِنَاءِ قَالَ اَحَدُهُمَا يَغْسِلُهُ مَرَّةً وَقَالَ الْاٰخَرُ يَغْسِلُهُ مَرَّتَيْنِ .

৫৫. মুহাম্মদ ইব্ন খুযায়মা (র) .... কাতাদা (র) হাসান (র) এবং সাঈদ ইব্নুল মুসাইয়াব (র) থেকে বিড়ালের পাত্রে মুখ দেয়া প্রসঙ্গে রিওয়ায়াত করেছেন। তাঁদের একজন বলেছেন ঃ তা একবার ধৌত করবে। অপর জন বলেছেন ঃ তা দুইবার ধৌত করবে।

٥٦– حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ سُلَيْمَانَ الْكَيْسَانِيُّ قَالَ ثَنَا الْخَصِيْبُ بْنُ نَاصِحٍ قَالَ ثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ كَانَ سَعِيْدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ وَالْحَسَنُ يَقُوْلاَنِ اغْسِلِ الْاِنَاءَ ثَلاَثًا يَعْنِي مِنْ سُؤْرِ الْهِرِّ .

৫৬. সুলায়মান ইব্‌ন শুআইব (র)...... কাতাদা (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, সাঈদ ইব্‌নুল মুসাইয়াব (র) ও হাসান (র) বলেন ঃ বিড়ালের মুখ দেয়া পাত্র তিনবার ধৌত কর।

٥٧– حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ حُرَّةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ هِرٍّ وَلَغَ فِيْ اِنَاءٍ اَوْ شَرِبَ مِنْهُ قَالَ يُصَبُّ وَيُغْسَلُ الْاِنَاءُ مَرَّةً .

৫৭. আবূ বাক্‌রা (র)...... আবূ হুররা (র) হাসান (র) থেকে এরূপ বিড়ালের ব্যাপারে রিওয়ায়াত করেছেন, যা পাত্রে মুখ দিয়েছে বা তা থেকে পান করেছে। তিনি বলেন ঃ তা ভাসিয়ে দিবে এবং পাত্রকে একবার ধৌত করবে।

٥٨– حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْفَرَجِ الْقَطَّانُ قَالَ ثَنَا سَعِيْدُ بْنُ كَثِيْرِ بْنِ عُفَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ يَحْيَى بْنُ اَيُّوْبَ اَنَّهُ سَأَلَ يَحْيَى بْنَ سَعِيْدٍ عَمَّا لاَيُتَوَضَّأُ بِفَضْلِهِ مِنَ الدَّوَابِّ فَقَالَ الْخِنْزِيْرُ وَالْكَلْبُ وَالْهِرُّ .

৫৮. রাওহ্ ইব্‌নুল ফারাজ আল-কাত্তান (র)...... ইয়াহইয়া ইব্‌ন আয়্যুব (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি একবার ইয়াহইয়া ইব্‌ন সাঈদ (রা)-কে সেই সমস্ত প্রাণীর বিষয়ে জিজ্ঞাসা করেন, যেগুলোর উচ্ছিষ্ট (পানি) দ্বারা উযূ করা হয় না। তিনি বলেন ঃ শূকর, কুকুর ও বিড়াল।

বস্তুত বিশুদ্ধ পর্যবেক্ষণ উক্ত বক্তব্যকে শক্তিশালীরূপে প্রতিষ্ঠিত করে। আর তা এভাবে ঃ আমরা লক্ষ্য করেছি যে, গোশ্‌ত চার প্রকার ঃ

(১) প্রথম গোশ্‌ত যা পবিত্র এবং ভক্ষণ করা হয়। আর তা হচ্ছে উট, গরু ও বকরীর গোশ্‌ত। এই সমস্তের উচ্ছিষ্ট পবিত্র। যেহেতু তা পবিত্র গোশ্‌তকে স্পর্শ করে আছে।

(২) দ্বিতীয় প্রকার গোশ্‌ত পবিত্র কিন্তু ভক্ষণ করা হয় না। আর তা হচ্ছে মানুষের গোশ্‌ত। তাদের উচ্ছিষ্ট পবিত্র। যেহেতু তা পবিত্র গোশ্‌তকে স্পর্শ করে আছে।

(৩) তৃতীয় প্রকার গোশ্‌ত যা হারাম, আর তা হচ্ছে শূকর ও কুকুরের গোশ্‌ত। এদের উচ্ছিষ্টও হারাম। যেহেতু তা হারাম গোশ্‌তকে স্পর্শ করে আছে। সুতরাং এই তিন প্রকার গোশতের সঙ্গে যে বস্তু স্পর্শ করে থাকবে (যেমনিভাবে আমরা উল্লেখ করেছি) পবিত্রতা এবং হারাম হওয়া সম্পর্কে এর গোশতের অনুরূপ বিধান প্রযোজ্য হবে।

(৪) চতুর্থ প্রকার গোশ্‌ত হল যা খেতে নিষেধ করা হয়েছে। তা হচ্ছে, গৃহপালিত গাধা এবং হিংস্র প্রাণীর গোশ্‌ত, যা দাঁত দিয়ে ছিঁড়ে ভক্ষণ করে। বিড়াল এবং অনুরূপ অপরাপর জন্তুও এর অন্তর্ভুক্ত। এগুলোর গোশ্‌ত ভক্ষণ সুন্নাহ মুতাবিক হারাম এবং নিষিদ্ধ। অতএব যুক্তির নিরিখে এর উচ্ছিষ্টের বিধান তা-ই হবে, যা এর গোশতের বিধান; যেহেতু তা মাকরূহ গোশতের সঙ্গে স্পর্শ করে আছে।

এর বিধানও তা-ই হবে, যেমনিভাবে প্রথমোক্ত তিন প্রকার গোশ্‌ত-এর সঙ্গে স্পর্শকারী বস্তুর বিধান গোশতের বিধানের অনুরূপ। এতে প্রমাণিত হল যে, বিড়ালের উচ্ছিষ্ট মাকরূহ। আর এটিই ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর অভিমত।

٣- بَابُ سُؤْرِ الْكَلْبِ

৩. অনুচ্ছেদ ঃ কুকুরের উচ্ছিষ্ট

٥٩- حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ مَعْبَدٍ قَالَ ثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ ذَكْوَانَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِى الْاِنَاءِ فَاغْسِلُوْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ .

৫৯. আলী ইব্‌ন মা'বাদ (র)....... আবূ হুরায়রা (রা) এর বরাতে নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন ঃ কোন পাত্রে যখন কুকুর মুখ দিবে তখন তা সাত বার ধৌত কর।

٦٠- حَدَّثَنَا فَهْدُ قَالَ ثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ قَالَ ثَنَا اَبِىْ قَالَ ثَنَا الْاَعْمَشُ قَالَ ثَنَا اَبُوْ صَالِحٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِثْلَهُ .

৬০. ফাহাদ (র)....... আবূ হুরায়রা (রা)-এর বরাতে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

٦١- حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا الْمُقَدَّمِىُّ قَالَ ثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ مِثْلَهُ وَزَادَ اُوْلاَهُنَّ بِالتُّرَابِ .

৬১. ইব্‌ন আবী দাউদ (র).......আবূ হুরায়রা (রা)-এর বরাতে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন। তবে এতে "প্রথমবার তাতে মাটি ঘষে ধৌত করতে হবে" বাক্যটি অতিরিক্ত রয়েছে।

٦٢- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ عَاصِمٍ عَنْ قُرَّةَ قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِيْرِيْنَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ مِثْلَهُ .

৬২. আবূ বাক্‌রা (র) .... আবূ হুরায়রা (রা)-এর বরাতে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

٦٣- حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ مَعْبَدٍ قَالَ ثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ قَالَ سُئِلَ سَعِيْدُ عَنِ الْكَلْبِ يَلِغُ فِى الْاِنَاءِ فَاَخْبَرَنَا عَنْ قَتَادَةَ عَنِ ابْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ مِثْلَهُ غَيْرَ اَنَّهُ قَالَ اَوَّلُهَا اَوِ السَّابِعَةُ بِالتُّرَابِ شَكَّ سَعِيْدُ .

৬৩. আলী ইব্‌ন মা'বাদ (র) .... আবদুল ওহাব ইব্‌ন আতা (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন ঃ একবার সাঈদ (র)-কে কোন পাত্রে কুকুরের মুখ দেয়া সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়। তিনি আমাদেরকে কাতাদা (র) .... আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে তিনি বলেছেন ঃ প্রথমবার অথবা (সাঈদের) সন্দেহ যে, তিনি বলেছেন, সপ্তম বার তা মাটি দ্বারা ঘষে ধৌত করতে হবে।

বিশ্লেষণ

একদল আলিম এই হাদীসের মর্ম গ্রহণ করে এমত পোষণ করেছেন। তাঁরা বলেছেন ঃ কোন পাত্রে কুকুর মুখ দিলে তা পবিত্র হবে না। যতক্ষণ না তা সাতবার ধৌত করা হবে। প্রথমবার তা মাটি দ্বারা ঘষে ধৌত করতে হবে। যেমনটি নবী ﷺ বলেছেন।

পক্ষান্তরের এই বিষয়ে অপরাপর আলিমগণ তাঁদের বিরোধিতা করে বলেছেন ঃ এতেও পাত্র সেইভাবে ধৌত করা হবে যেভাবে অপরাপর নাজাসাত থেকে ধৌত করা হয়ে থাকে। সংশ্লিষ্ট বিষয়ে তাঁরা নবী ﷺ থেকে বর্ণিত নিম্নোক্ত রিওয়ায়তসমূহ দ্বারা প্রমাণ পেশ করেন ঃ

٦٤- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ شُعَيْبٍ قَالَ ثَنَا بِشْرُ بْنُ بَكْرٍ قَالَ ثَنَا الْاَوْزَاعِىُّ ح وَحَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ ثَنَا الْفِرْيَابِىُّ قَالَ ثَنَا الْاَوْزَاعِىُّ قَالَ حَدَّثَنِى ابْنُ شِهَابٍ قَالَ ثَنَا سَعِيْدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ اَنَّ اَبَا هُرَيْرَةَ كَانَ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا قَامَ اَحَدُكُمْ مِّنَ اللَّيْلِ فَلاَ يُدْخِلُ يَدَهُ فِى الْاِنَاءِ حَتّٰى يُفْرِغَ عَلَيْهَا مَرَّتَيْنِ اَوْ ثَلاَثًا فَاِنَّهُ لاَ يَدْرِى اَحَدُكُمْ اَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ .

৬৪. সুলায়মান ইব্‌ন শু'আইব (র) ও হুসাইন ইব্‌ন নাস্‌র (র)....... সাঈদ ইব্‌নুল মুসাইয়াব (র) থেকে বর্ণনা করেন, যে আবূ হুরায়রা (রা) বলতেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ যদি রাতে (ঘুম থেকে জেগে) উঠে তবে সে হাতে দুই বা তিন বার পানি না ঢেলে তা পাত্রে ঢুকাবে না। কারণ, সে জানে না তার হাত কোন কোন স্থানে রাত কাটিয়েছে।

٦٥- حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ دَاوُدَ وَفَهْدُ قَالاَ ثَنَا اَبُوْ صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنِى اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنِى عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ خَالِدِ بْنِ مُسَافِرٍ قَالَ حَدَّثَنِى ابْنُ شِهَابٍ عَنْ سَعِيْدٍ وَاَبِى سَلَمَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِثْلَهُ .

৬৫. ইব্‌ন আবী দাঊদ (র)....... আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

٦٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنِ رَجَاءٍ قَالَ اَنَا زَائِدَةُ بْنُ قُدَامَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِثْلَهُ .

৬৬. মুহাম্মদ ইব্‌ন খুযায়মা (র)....... আবূ হুরায়রা (রা)-এর বরাতে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

٦٧- حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِى دَاوُدَ قَالَ ثَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ يُوْنُسَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ شِهَابٍ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِىْ صَالِحٍ وَاَبِىْ رَزِيْنٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِثْلَهُ غَيْرَ اَنَّهُ قَالَ فَلْيَغْسِلْ يَدَيْهِ مَرَّتَيْنِ اَوْ ثَلاَثًا .

৬৭. ইব্‌ন আবী দাঊদ (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) এর বরাতে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন। তবে তিনি বলেছেন ঃ সে যেন তার দুই হাত দুই বা তিন বার ধৌত করে নেয়।

٦٨- حَدَّثَنَا بْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ ثَنَا حَمَّادُ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ عَمْرٍو عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِثْلَهُ .

৬৮. ইব্‌ন খুযায়মা (র)........ আবূ হুরায়রা (রা)-এর বরাতে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٦٩- حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِى دَاوُدَ قَالَ ثَنَا اَصْبَغُ بْنُ الْفَرَجِ قَالَ ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ اِسْمَاعِيْلَ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ اِذَا قَامَ مِنَ النَّوْمِ اَفْرَغَ عَلَى يَدَيْهِ ثَلاَثًا .

৬৯. ইব্‌ন আবী দাঊদ (র)....... বর্ণনা করেন যে, সালিম (র) তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী ﷺ যখন নিদ্রা থেকে জাগরিত হতেন, তখন তিনি নিজ হাতে তিন বার পানি ঢালতেন।

বস্তুত ফকীহগণের এই দল বলেছেন ঃ যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে পেশাব থেকে পবিত্রতা অর্জন করার ব্যাপারে এটি বর্ণিত আছে; যেহেতু তাঁরা (সাহাবীগণ) পেশাব-পায়খানা করে পানি দ্বারা ইস্‌তিনজা করতেন না। তাই তিনি তাঁদেরকে এই বিষয়ের নির্দেশ দিয়েছেন, যখন তাঁরা নিদ্রা থেকে জাগরিত হবেন । কারণ তাঁরা তো জানেন না রাতে তাঁদের হাত তাদের শরীরের কোন্ কোন্ স্থানে অবস্থান করছিল। হতে পারে তা পেশাব পায়খানা মোছার স্থানে লেগেছে। ফলে ঘামের কারণে তাঁদের হাত নাপাক (অপবিত্র) হয়ে গিয়ে থাকবে। অতএব নবী ﷺ তাঁদেরকে তিনবার হাত ধৌত করার নির্দেশ দিয়েছেন। আর এটিই হচ্ছে হাতে লেগে থাকা পেশাব-পায়খানা থেকে পবিত্রতা অর্জনের বিধান। যখন তিনবার ধৌত করা দ্বারা পেশাব-পায়খানার মত গলীজ নাজাসাত (গুরু নাপাক) থেকে পবিত্রতা অর্জিত হয় তখন তা থেকে হালকা নিম্নমান সম্পন্ন নাজাসাত থেকেও পাক হয়ে যাওয়াটা অধিকতর যুক্তিযুক্ত।

সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আমরা যা উল্লেখ করেছি, আবূ হুরায়রা (রা)-এর সেই উক্তির দ্বারা এর সমর্থন পাওয়া যায়, যা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পরবর্তী কালে তার থেকে বর্ণিত আছে।

٧٠- حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيلُ بْنُ اِسْحَاقَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ نُعَيْمٍ قَالَ ثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ فِى الْاِنَاءِ يَلِغُ فِيْهِ الْكَلْبُ اَوِ الْهِرُّ قَالَ يَغْسِلُ ثَلَاثَ مِرَارٍ ـ

৭০. ইসমাঈল ইব্‌ন ইস্‌হাক (র)....... আতা (র) আবূ হুরায়রা (রা) থেকে সেই পাত্রের ব্যাপারে বর্ণনা করেন, যাতে কুকুর বা বিড়াল মুখ দিয়েছে। তিনি বলেন ঃ তা তিনবার ধুতে হবে।

ব্যাখ্যা

বস্তুত যখন আবূ হুরায়রা (রা) মত পোষণ করছেন যে, কুকুরে মুখ দেয়া পাত্র তিন বার ধৌত করলে পবিত্র হয়ে যায়, আর তিনিই এই বিষয়ে নবী ﷺ থেকে পূর্বে উল্লিখিত হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন। সুতরাং এর দ্বারা সাতবার ধৌত করার হাদীস রহিত হয়ে যাওয়া সাব্যস্ত হল। কারণ, আমরা তাঁর ব্যাপারে উত্তম ধারণা পোষণ করি। তাই আমরা তাঁর ব্যাপারে এই ধারণাও করতে পারি না যে, তিনি নবী ﷺ থেকে যা কিছু শুনেছেন সেই মোতাবিক আমল না করে তা ছেড়ে দিয়েছেন। অন্যথায় তাঁর বিশ্বাসযোগ্যতা (আদালাত) খতম হয়ে যাবে এবং তাঁর উক্তি ও রিওয়ায়াত গ্রহণযোগ্য থাকবে না। আর যদি সাতবার ধৌত করার ব্যাপারে পূর্বোল্লিখিত রিওয়ায়াতের উপর আমল করা আবশ্যক মনে করা হয় এবং একে রহিত (মনে) করা না হয়, তাহলে এই বিষয়ে আবদুল্লাহ্ ইবনুল মুগাফ্‌ফাল (রা) নবী ﷺ থেকে যা কিছু রিওয়ায়াত করেছেন, তা আবূ হুরায়রা (রা)-এর রিওয়ায়াতের উপর আমল করা অপেক্ষা উত্তম বিবেচিত হবে; যেহেতু এতে তিনি কিছুটা অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন।

٧١- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا سَعِيْدُ بْنُ عَامِرٍ وَوَهْبُ بْنُ جَرِيْرٍ قَالَا ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ اَبِى التَّيَّاحِ عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْمُغَفَّلِ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ اَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ ثُمَّ قَالَ مَالِىْ وَلِلْكِلَابِ ثُمَّ قَالَ اِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِىْ اِنَاءِ اَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ وَعَفِرُوا الثَّامِنَةَ بِالتُّرَابِ ـ

৭১. আবূ বাক্‌রা (র)....... আবদুল্লাহ্ ইব্‌নুল মুগাফ্‌ফাল (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী ﷺ কুকুরকে হত্যার নির্দেশ দিয়েছেন। তারপর বলেছেন ঃ কুকুরের সাথে আমার কি সম্পর্ক ? কুকুর যখন তোমাদের কারো পাত্রে মুখ দেয়, তা সাতবার ধৌত কর এবং অষ্টমবার মাটি দ্বারা ঘষে ধৌত কর।

٧٢- حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا وَهْبُ عَنْ شُعْبَةَ فَذَكَرَ مِثْلَهُ ـ

৭২. ইব্‌ন মারযূক (র)....... শু'বা (র) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

বিশ্লেষণ

বস্তুত এই আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মুগাফ্‌ফাল (রা) নবী ﷺ থেকে রিওয়ায়াত করছেন যে, তা সাতবার ধৌত করা হবে এবং অষ্টমবার মাটি দ্বারা ঘষে ধৌত করবে। আর তিনি আবূ হুরায়রা (রা)-এর (রিওয়ায়াতের) চাইতে বাড়তি বর্ণনা করেছেন। আর অতিরিক্ত (বর্ণনা সম্বলিত হাদীস) অসম্পূর্ণ (হাদীস) অপেক্ষা অধিক গ্রহণযোগ্য হয়। সুতরাং আমাদের বিরোধী পক্ষের জন্য এই বক্তব্য প্রদান

Contents

করা উচিত যে, পাত্র আটবার ধৌত না করা পর্যন্ত তা পবিত্র হবে না। সপ্তমবার মাটি দ্বারা ঘষে এবং অষ্টমবারও অনুরূপ; যাতে উভয় হাদীসের উপর একই সঙ্গে আমল হয়ে যায়। যদি তারা আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মুগাফ্‌ফাল (রা)-এর হাদীসের উপর আমল না করে তাহলে তাদের বিরুদ্ধে হাদীস ত্যাগ করার একই অভিযোগ অনিবার্য হয়ে পড়বে, যা সাতবার ধৌত করা পরিত্যাগ করার ব্যাপারে তাদের বিরোধী পক্ষের বিরুদ্ধে অনিবার্য বলে তারা সাব্যস্ত করেছে। পক্ষান্তরে আমরা বর্ণনা করেছি যে, গলীজ নাজাসাত থেকে (অপবিত্র) পাত্র তিনবার ধৌত করার দ্বারা পাক হয়ে যায়। তাহলে তার চাইতে হালকা নাপাক বস্তু অনুরূপভাবে (তিনবার) ধৌত করার দ্বারা পাক হয়ে যাওয়াটাই অধিক যুক্তিযুক্ত। হাসান (রা) এই বিষয়ে তাই বলেছেন, যা আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মুগাফ্‌ফাল (রা) রিওয়ায়াত করেছেন।

٧٣- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ حُرَّةَ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ اِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِى الْاِنَاءِ غُسِلَ سَبْعُ مَرَّاتٍ وَالثَّامِنَةً بِالتُّرَابِ .

৭৩. আবূ বাক্‌রা (র)....... হাসান (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলতেন ঃ পাত্রে যখন কুকুর মুখ দিবে তখন তা সাতবার ধৌত করবে এবং অষ্টম বার মাটি দ্বারা ঘষে ধৌত করবে।

ইমাম তাহাবী (র)-এর যুক্তিভিত্তিক বিশ্লেষণ ঃ বস্তুত সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আমাদের সেই বক্তব্যই যথেষ্ট যা আমরা বিড়ালের উচ্ছিষ্ট প্রসঙ্গে বিভিন্ন প্রকার গোশতের বিধান বর্ণনা প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছি। কুকুর পাত্রে মুখ দেয়ার ব্যাপারে একদল আলিম বলেছেন যে, **পানি পাক এবং পাত্র সাতবার ধৌত করাতে হবে**। তারা বলেছেন, এটা বুদ্ধির অগম্য ইবাদাত মূলক নির্দেশ আমরা বিশেষ করে পাত্রের ব্যাপারে এ হুকুম তা'মিল করছি মাত্র। তাদের বিরুদ্ধে দলীল নিম্নরূপ ঃ

রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে যখন সেই সমস্ত হাউজ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়, যাতে হিংস্র প্রাণীও পানি পানের জন্য যাতায়াত করে। তিনি বললেন, দুই কুল্লা পরিমাণ পানি হলে তা আর নাপাকী বহন করে না। বস্তুত এটি প্রমাণ করে যে, যখন তা দুই কুল্লা পরিমাণের কম হবে তখন তা নাপাকীকে বহন করে। এমনটি না হলে দুই কুল্লা উল্লেখ করার কোন অর্থ থাকে না এবং সেই অবস্থায় দুই কুল্লার কম অথবা অধিক উভয়টি সমান বিবেচিত হবে। দুই কুল্লাহর উল্লেখ করায় সাব্যস্ত হয় যে, ওই (দুই কুল্লার) বিধান এর চাইতে কম (পানির) বিধানের বিপরীত।

সুতরাং রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর ওই বক্তব্য দ্বারা প্রমাণিত হল যে, কুকুর পানিতে মুখ দিলে পানি নাপাক হয়ে যায়। এই অনুচ্ছেদে আমরা যা কিছু বর্ণনা করেছি তা হচ্ছে ইমাম আবূ হানীফা (র), ইমাম আবূ ইউসুফ (র) ও ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর অভিমত (মাযহাব)।

٤- بَابُ سُوْرِ بَنِى اٰدَمَ

৪. অনুচ্ছেদ ঃ মানুষের উচ্ছিষ্ট

٧٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ ثَنَا الْمُعَلَّى بْنُ اَسَدٍ قَالَ ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ الْمُخْتَارِ عَنْ عَاصِمِ الْاَحْوَلِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَرْجِسَ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ يَّغْتَسِلَ الرَّجُلُ بِفَضْلِ الْمَرْاَةِ وَالْمَرْاَةُ بِفَضْلِ الرَّجُلِ وَلٰكِنْ يَشْرَعَانِ جَمِيْعًا .

৭৪. মুহাম্মদ ইব্ন খুযায়মা (র)....... আবদুল্লাহ্ ইব্ন সারজিস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ মহিলা কর্তৃক ব্যবহৃত পানির অবশিষ্টাংশ দিয়ে পুরুষদেরকে এবং পুরুষ কর্তৃক ব্যবহৃত পানির অবশিষ্টাংশ দিয়ে মহিলাদেরকে গোসল করতে নিষেধ করেছেন। বরং উভয়ে একই সঙ্গে গোসল আরম্ভ করবে।

٧٥- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ دَاوُدَ بْنِ مُوْسٰى قَالَ ثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ ثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ الاَوْدِيِّ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ لَقِيْتُ مَنْ صَحِبَ النَّبِيَّ ﷺ كَمَا صَحِبَهُ اَبُوْ هُرَيْرَةَ اَرْبَعَ سِنِيْنَ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَذَكَرَ مِثْلَهُ .

৭৫. আহমদ ইব্ন দাউদ ইব্ন মূসা (র)....... হুমাইদ ইব্ন আবদুর রহমান (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি এরূপ এক ব্যক্তির সাথে সাক্ষাত করেছি, যিনি চার বছর নবী ﷺ -এর সংস্পর্শে ছিলেন যেমনটি আবূ হুরায়রা (রা) চার বছর তাঁর সংস্পর্শে ছিলেন। তিনি বলেন, "রাসূলুল্লাহ ﷺ নিষেধ করেছেন–" এই বলে তিনি পূর্বের হাদীসের অনুরূপ উল্লেখ করেছেন।

٧٦- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ قَالَ ثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَاصِمٍ الْاَحْوَلِ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا حَاجِبٍ يُحَدِّثُ عَنِ الْحَكَمِ الْغِفَارِيِّ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ يَّتَوَضَّأَ الرَّجُلُ بِفَضْلِ الْمَرْأَةِ اَوْ بِسُوْرِ الْمَرْأَةِ لَايَدْرِى اَبُوْ حَاجِبٍ اَيُّهُمَا قَالَ .

৭৬. আলী ইব্ন মা'বাদ (র)....... হাকাম আল-গিফারী (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ মহিলা কর্তৃক ব্যবহৃত 'পানির অবশিষ্টাংশ' দিয়ে বা তাদের 'উচ্ছিষ্ট পানি' দিয়ে উযূ করতে পুরুষদের নিষেধ করেছেন। তিনি এই দুটি কথার মধ্যে কোনটি বলেছিলেন, রাবী আবূ হাজিব (র) এ ব্যাপারে তাঁর অজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন।

٧٧- حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ ثَنَا الْفِرْيَابِيُّ قَالَ ثَنَا قَيْسُ بْنُ الرَّبِيْعِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ سَوَادَةَ بْنِ عَاصِمٍ اَبُوْ حَاجِبٍ عَنِ الْحَكَمِ الْغِفَارِيِّ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ سُوْرِ الْمَرْأَةِ .

৭৭. হুসাইন ইব্ন নাস্‌র....... হাকাম আল-গিফারী বর্ণনা করেন যে, রাসূল ﷺ স্ত্রী লোকের উচ্ছিষ্ট পানি ব্যবহার করতে (পুরুষের) নিষেধ করেছেন।

পর্যালোচনা

ইমাম আবূ জা'ফর তাহাবী (র) বলেন ঃ একদল আলিম এই সমস্ত হাদীসের মর্ম গ্রহণ করেছেন এবং তাঁরা মহিলা কর্তৃক ব্যবহৃত পানির অবশিষ্টাংশ দিয়ে পুরুষের জন্য উযূ করা অথবা পুরুষ কর্তৃক ব্যবহৃত পানির অবশিষ্টাংশ দিয়ে মহিলাদের জন্য উযূ করা মাকরূহ সাব্যস্ত করেছেন।

পক্ষান্তরে এ বিষয়ে অপরাপর আলিমগণ তাদের বিরোধিতা করে বলেছেন ঃ এতে কোনরূপ অসুবিধা নেই। এই বিষয়ে তাঁদের কয়েকটি প্রমাণ হলো ঃ

٧٨- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ قَالَ ثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ مُعَاذَةَ امْرَأَةٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ اَنَا وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ نَغْتَسِلُ مِنْ اِنَاءٍ وَاحِدٍ .

৭৮. আলী ইব্ন মা'বাদ (র)....... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ একই পাত্র থেকে পানি নিয়ে গোসল করেছি।

٧٩- حَدَّثَنَا ابْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ ثَنَا حَجَّاجُ بْنُ الْمِنْهَالِ قَالَ ثَنَا حَمَّادُ عَنْ عَاصِمٍ فَذَكَرَ بِاِسْنَادِهِ مِثْلَهُ .

৭৯. ইব্ন খুযায়মা (র)....... আসিম (র) থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

٨٠- حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ قَالَ ثَنَا اَبُوْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْمُقْرِئُ قَالَ ثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ ابْنُ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ مِثْلَهُ .

৮০. সালিহ্ ইব্ন আবদুর রহমান (র)....... আয়েশা (রা) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٨١- حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ اَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَنَّ مَالِكًا حَدَّثَهُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ مِثْلَهُ .

৮১. ইউনুস (র)....... আয়েশা (রা) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٨٢- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا اَبُو الْوَلِيْدِ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ اَبِيْ بَكْرِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ مِثْلَهُ .

৮২. আহমদ ইব্ন দাঊদ (র)........ আয়েশা (রা) থেকে অনুরূপ উল্লেখ করেছেন।

٨٣- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ قَالَ ثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ عَنْ حُرَيْثٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَائِشَةَ مِثْلَهُ .

৮৩. আলী ইব্ন মা'বাদ (র)....... আয়েশা (রা) থেকে অনুরূপ উল্লেখ করেছেন।

٨٤- حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا الْخُصَيْبُ بْنُ نَاصِحٍ قَالَ ثَنَا وُهَيْبُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ مَنْصُوْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اُمِّهِ عَنْ عَائِشَةَ مِثْلَهُ .

৮৪. নাসর ইব্ন মারযূক (র)....... আয়েশা (রা) থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

٨٥- حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِيْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا الْوَهْبِيُّ قَالَ ثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْيَى بْنِ اَبِيْ كَثِيْرٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ اَبُوْ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ اُمِّ سَلَمَةَ عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ كُنْتُ اَغْتَسِلُ اَنَا وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنْ اِنَاءٍ وَاحِدٍ .

৮৫. ইব্‌ন আবী দাঊদ (র)....... উম্মু সালামা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন ঃ আমি এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ একই পাত্র থেকে পানি নিয়ে গোসল করেছি।

٨٦- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ اَخْبَرَتْنِيْ مَيْمُوْنَةُ اَنَّهَا كَانَتْ تَغْتَسِلُ هِيَ وَالنَّبِيُّ ﷺ مِنْ اِنَاءٍ وَّاحِدٍ .

৮৬. আবূ বাক্‌রা (র)....... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, মায়মূনা (রা) আমাকে বলেছেন ঃ তিনি এবং নবী ﷺ একই পাত্র থেকে পানি নিয়ে গোসল করেছেন।

٨٧- حَدَّثَنَا فَهْدٌ قَالَ ثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ قَالَ ثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عَمْرٍو عَنْ زَيْدِ بْنِ اَبِيْ اُنَيْسَةَ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْاَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ اَغْتَسِلُ اَنَا وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنْ اِنَاءٍ وَّاحِدٍ .

৮৭. ফাহাদ (রা)....... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন ঃ আমি এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ একই পাত্র থেকে পানি নিয়ে গোসল করেছি।

٨٨- حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ سِنَانٍ الْبَصْرِيُّ قَالَ ثَنَا اَبُوْ عَامِرٍ الْعَقْدِيُّ قَالَ ثَنَا رَبَاحُ بْنُ اَبِيْ مَعْرُوْفٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ عَائِشَةَ مِثْلَهُ .

৮৮. ইয়াযীদ ইব্‌ন সিনান আল-বছরী (র)....... আয়েশা (রা) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٨٩- حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِيْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْمُبَارَكِ قَالَ اَنَا سَعِيْدُ بْنُ يَزِيْدَ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ هُرْمُزَ الْاَعْرَجَ يَقُوْلُ حَدَّثَنِيْ نَاعِمُ مَوْلٰى اُمِّ سَلَمَةَ عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ كُنْتُ اَغْتَسِلُ اَنَا وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنْ مِرْكَنٍ وَّاحِدٍ نُفِيْضُ عَلٰى اَيْدِيْنَا حَتّٰى نُنْقِيَهَا ثُمَّ نُفِيْضُ عَلَيْنَا الْمَاءَ .

৮৯. ইব্‌ন আবী দাঊদ (র)....... উম্মু সালামা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন ঃ আমি এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ একই গামলা থেকে গোসল করেছি। আমরা আমাদের হাতে পানি ঢেলে তা পাক করতাম। তারপর উপর থেকে পানি ঢেলে দিতাম।

٩٠- حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ قَالَ اَخْبَرَنَا شُعْبَةُ ح وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا سَعِيْدُ بْنُ عَامِرٍ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ جَابِرٍ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَغْتَسِلُ هُوَ وَالْمَرْاَةُ مِنْ نِسَائِهِ مِنَ الْاِنَاءِ الْوَاحِدِ .

৯০. ইব্ন মারযূক (র) ও আবূ বাক্‌রা....... আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এবং তাঁর স্ত্রীদের মধ্য থেকে একজন একই পাত্র থেকে পানি নিয়ে গোসল করতেন।

ইমাম আবূ জা'ফর তাহাবী (র) বলেন ঃ বস্তুত আমাদের মতে এই সমস্ত হাদীসে প্রথমোক্ত মত পোষণকারীদের বিরুদ্ধে কোন প্রমাণ নেই। যেহেতু সম্ভাবনা আছে যে, তাঁরা উভয়ে এক সঙ্গে গোসল করেছেন। লোকদের মাঝে বিরোধ তো সেই ব্যাপারে, যখন একজন অন্য জনের পূর্বে সূচনা করবে। সুতরাং এই বিষয়ে আমরা নিম্নোক্ত হাদীসগুলো লক্ষ্য করছি ঃ

٩١- حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ مَعْبَدٍ قَالَ ثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أُمِّ صُبَيَّةَ الْجُهَيْنَةِ قَالَ وَزَعَمَ أَنَّهَا قَدْ أَدْرَكَتْ وَبَايَعَتْ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَتْ اخْتَلَفَتْ يَدِى وَيَدُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِى الْوَضُوْءِ مِنْ اِنَاءٍ وَّاحِدٍ .

৯১. আলী ইব্ন মা'বাদ (র)....... সালিম (র) উম্মু ছুবাইয়্যা আল-জুহানিয়্যা থেকে [(যার সম্পর্কে তাঁর ধারণা যে, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাথে সাক্ষাত করেছেন এবং তাঁর (পবিত্র হাতে)] বাইয়াতও করেছেন— বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন ঃ একই পাত্র থেকে পানি দিয়ে উযূ করার সময় আমার এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ এর হাত পর্যায়ক্রমে পাত্রে প্রবেশ করত।

٩٢- حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ اَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِى أُسَامَةُ عَنْ سَالِمِ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ أُمِّ صُبَيَّةَ الْجُهَيْنَةِ مِثْلَهُ .

৯২. ইউনুস (র)....... উম্মু সুবাইয়্যা আল-জুহাইনা (রা) থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন। এতে প্রমাণিত হয় যে, (প্রত্যেকে) পর্যায়ক্রমে (একজনের পরে অন্যজন) পাত্র থেকে পানি নিতেন।

٩٣- حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِنْهَالٍ قَالَ ثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ ثَنَا اَبَانُ بْنُ سَمْعَةَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ اَغْتَسِلُ اَنَا وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنْ اِنَاءٍ وَّاحِدٍ يَبْدَأُ قَبْلِىْ .

৯৩. ইব্ন আবী দাঊদ (র)....... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ একই পাত্র থেকে গোসল করেছি। তিনি আমার পূর্বে শুরু করতেন।

বস্তুত এতে বুঝা যাচ্ছে যে, পুরুষের উচ্ছিষ্ট (পানি) দিয়ে মহিলার জন্য পবিত্রতা অর্জন করা বৈধ।

٩٤- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ اَفْلَحَ بْنِ حُمَيْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ اَغْتَسِلُ اَنَا وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنْ اِنَاءٍ وَّاحِدٍ تَخْتَلِفُ فِيْهِ اَيْدِيْنَا مِنَ الْجَنَابَةِ .

৯৪. আহমদ ইব্ন দাঊদ (র)....... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ একই পাত্র থেকে জানাবাতের (ফরয) গোসল করেছি। আর আমাদের হাত পর্যায়ক্রমে (পাত্রে) প্রবেশ করত।

٩٥- حَدَّثَنَا رَبِيْعُ الْجِيْزِىُّ قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ قَالَ ثَنَا اَفْلَحُ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا اَبُوْ عَامِرٍ الْعَقَدِىُّ قَالَ ثَنَا اَفْلَحُ فَذَكَرَ مِثْلَهُ بِاِسْنَادِهٖ .

৯৫. রবী'উল জীযী (র) ও ইব্‌ন মারযূক (র) .... আফলাহ (র) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٩٦- حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ شَيْبَةَ قَالَ ثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ قَالَ اَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْاَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ اُنَازِعُ اَنَا وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْغُسْلَ مِنْ اِنَاءٍ وَّاحِدٍ مِنَ الْجَنَابَةِ .

৯৬. আলী ইব্‌ন শায়বা (র) .... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন ঃ আমি এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ একই পাত্র থেকে জানাবাতের গোসল করেছি।

٩٧- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ شُعَيْبٍ الْكَيْسَانِىُّ قَالَ ثَنَا الْخَصِيْبُ قَالَ ثَنَا هَمَّامُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّهَا وَالنَّبِىُّ ﷺ كَانَا يَغْتَسِلَانِ مِنْ اِنَاءٍ وَّاحِدٍ يَغْتَرِفُ قَبْلَهَا وَتَغْتَرِفُ قَبْلَهُ .

৯৭. সুলায়মান ইব্‌ন শুআইব আল-কায়সানী (র) .... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি এবং নবী ﷺ একই পাত্র থেকে গোসল করতেন। তিনি আয়েশা (রা)-এর পূর্বে এবং আয়েশা (রা) তাঁর পূর্বে আজলা ভর্তি করতেন।

٩٨- حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا اَبُوْ عَاصِمٍ عَنْ مُبَارَكِ بْنِ فُضَالَةَ عَنْ اُمِّهٖ عَنْ مُعَاذَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ اَغْتَسِلُ اَنَا وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنْ اِنَاءٍ وَّاحِدٍ فَاَقُوْلُ اَبْقِ لِىْ اَبْقِ لِىْ .

৯৮. ইব্‌ন মারযূক (র) .... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন ঃ আমি এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ একই পাত্র থেকে গোসল করেছি। আমি বলতাম, আমার জন্যও কিছু (পানি) অবশিষ্ট রাখুন, আমার জন্যও কিছু অবশিষ্ট রাখুন।

٩٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَبَّاسِ بْنِ الرَّبِيْعِ اللُّؤْلُؤِىُّ قَالَ ثَنَا اَسَدُ بْنُ مُوْسٰى قَالَ ثَنَا الْمُبَارَكُ فَذَكَرَ بِاِسْنَادِهٖ مِثْلَهُ .

৯৯. মুহাম্মদ ইব্‌নুল আব্বাস (র) .... মুবারক (র) থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

١٠٠- حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيْرٍ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ يَزِيْدَ الرِّشْكِ عَنْ مُعَاذَةَ عَنْ عَائِشَةَ مِثْلَهُ .

১০০. ইব্‌ন মারযূক .... আয়েশা (রা) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

١٠١- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ اَحْمَدَ قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ عِكْرَمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ بَعْضَ اَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ اغْتَسَلَتْ مِنْ جَنَابَةٍ فَجَاءَ النَّبِيُّ ﷺ يَتَوَضَّأُ فَقَالَتْ لَهُ فَقَالَ اِنَّ الْمَاءَ لاَ يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ .

১০১. আবূ বাক্‌রা (র) .... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী ﷺ -এর জনৈকা স্ত্রী জানাবাতের গোসল করেছেন। তারপর তিনি এসে উযূ করলেন। উম্মুল মু'মিনীন (রা) তাঁকে বললেন, (আমি এর থেকে জানাবাতের গোসল করেছি)। তিনি বললেন ঃ পানিকে কোন বস্তু নাপাক করে না।

বিশ্লেষণ

বস্তুত আমরা এই সমস্ত হাদীসে পুরুষ এবং মহিলা প্রত্যেকে অপরের উচ্ছিষ্ট দ্বারা পবিত্রতা অর্জন করার বিষয় বর্ণনা করেছি। আর এটা সেই সমস্ত রিওয়ায়াতের পরিপন্থী, যা আমরা অনুচ্ছেদের শুরুতে বর্ণনা করেছি। সুতরাং আমাদেরকে এখানে গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করা আবশ্যক যেন আমরা পরস্পর বিরোধী দুই মর্মের মধ্য থেকে বিশুদ্ধ মর্ম উদ্ধার করতে সক্ষম হই। অতএব আমরা একটি সর্ববাদী সম্মত নীতি দেখতে পাই যে, পুরুষ এবং মহিলা যদি উভয়ে (একই সময়ে) নিজ নিজ হাত দিয়ে পাত্র থেকে পানি নেয় তাহলে এতে পানি নাপাক হয় না। আর আমরা লক্ষ্য করছি যে, যে কোন নাজাসাত উযূ করার পূর্বে অথবা উযূ করার সময়ে পানিতে পতিত হলে এর বিধান উভয় অবস্থায় অভিন্ন। বিষয়টি যখন এরকমই এবং পুরুষ ও মহিলা প্রত্যেকে একে অপরের সঙ্গে উযূ করার দ্বারা পানি নাপাক হবে না। অতএব একে অপরের পরে উচ্ছিষ্ট দ্বারা উযূ করার বিধানও যুক্তির নিরিখে অনুরূপ হবে। এতে দ্বিতীয় মত পোষণকারীদের অবস্থান সঠিক প্রমাণিত হল। আর এটিই ইমাম আবূ হানীফা (র), ইমাম আবূ ইউসুফ (র) ও ইমাম মুহাম্মদ ইব্‌নুল হাসান (র) এর অভিমত।

٥- بَابُ التَّسْمِيَةِ عَلَى الْوَضُوْءِ

৫. অনুচ্ছেদ ঃ উযূ করার সময় বিসমিল্লাহ্‌ বলা

١٠٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ دَاوُدَ الْبَغْدَادِيُّ قَالَ ثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ ثَنَا وُهَيْبُ قَالَ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ حَرْمَلَةَ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا ثِفَالٍ الْمُرِّيَّ يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَبَاحَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِيْ سُفْيَانَ بْنِ حُوَيْطِبٍ يَقُوْلُ حَدَّثَتْنِيْ جَدَّتِيْ اَنَّهَا سَمِعَتْ اَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ لاَصَلٰوةَ لِمَنْ لاَ وُضُوْءَ لَهُ وَلاَ وُضُوْءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللّٰهِ عَلَيْهِ .

১০২. মুহাম্মদ ইব্‌ন আলী ইব্‌ন দাঊদ আল-বাগদাদী (র) .... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি উযূ করবে না তার সালাত হবে না। যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র নাম নিবে না, তার উযূ হবে না। (পূর্ণ ছওয়াব পাওয়া যাবে না)।

١٠٣- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ الْجَارُوْدِ الْبَغْدَادِيُّ قَالَ ثَنَا سَعِيْدُ بْنُ كَثِيْرِ بْنِ عُفَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ اَبِيْ ثِفَالِ الْمُرِّيِّ قَالَ سَمِعْتُ رَبَاحَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِيْ سُفْيَانَ يَقُوْلُ حَدَّثَتْنِيْ جَدَّتِيْ اَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ ذٰلِكَ .

১০৩. আবদুর রহমান ইব্নুল জারূদ আল-বাগদাদী (র) .... রাবাহ ইব্ন আবদির রাহমান ইব্ন আবী সুফইয়ান (র) তাঁর পিতামহী থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে অনুরূপ বলতে শুনেছেন।

١٠٤- حَدَّثَنَا فَهْدٌ قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ اَنَا الدَّرَاوَرْدِيُّ عَنِ ابْنِ حَرْمَلَةَ عَنْ اَبِيْ ثِفَالِ الْمُرِّيِّ عَنْ رَبَاحِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْعَامِرِيِّ عَنِ ابْنِ ثَوْبَانَ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ .

১০৪. ফাহাদ (র) .... আবূ হুরায়রা (রা)-এর বরাতে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ

বস্তুত একদল আলিম এই মত গ্রহণ করেছেন যে, যে ব্যক্তি সালাতের উযূ করার সময় বিসমিল্লাহ্ তথা আল্লাহ্র নাম নিবে না, তার উযূ হবে না। তাঁরা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে উল্লিখিত হাদীসসমূহ দ্বারা প্রমাণ পেশ করেছেন।

পক্ষান্তরে এই বিষয়ে অপরাপর আলিমগণ তাদের বিরোধিতা করেছেন। তাঁরা বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি উযূ করার সময় বিস্মিল্লাহ্ পড়ে না সে খারাপ কাজ করেছে। তবে তার এই উযূ দ্বারা পবিত্রতা অর্জিত হয়ে গিয়েছে। তাঁরা এই বিষয়ে (নিম্নোক্ত হাদীসসমূহ দ্বারা) প্রমাণ পেশ করেছেন ঃ

١٠٥- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ قَالَ ثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ حُضَيْنٍ اَبِيْ سَاسَانَ عَنِ الْمُهَاجِرِ بْنِ قُنْفُذٍ اَنَّهُ سَلَّمَ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ يَتَوَضَّأُ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ وُضُوْئِهِ قَالَ اِنَّهُ لَمْ يَمْنَعْنِيْ اَنْ اَرُدَّ عَلَيْكَ اِلَّا اَنِّيْ كَرِهْتُ اَنْ اَذْكُرَ اللّٰهَ اِلَّا عَلٰى طَهَارَةٍ .

১০৫. আলী ইব্ন মা'বাদ (র) ....মুহাজির ইব্ন কুনফুয (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে উযূরত অবস্থায় সালাম করেন। তিনি তাঁর সালামের উত্তর দেননি। উযূ শেষ করে বললেন ঃ আমি তোমার সালামের উত্তর দানে বিরত থেকেছি এই জন্য যে, অপবিত্র অবস্থায় আমি আল্লাহ্র যিক্র করা পছন্দ করিনি।

বিশ্লেষণ

এই হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হল যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ অপবিত্র অবস্থায় আল্লাহ্র যিক্র করাকে অপছন্দ করেছেন এবং উযূ দ্বারা পবিত্রতা অর্জন করার পর সালামের উত্তর প্রদান করেছেন। তাতে সাব্যস্ত হয়

যে, তিনি আল্লাহ্র নাম নেয়ার পূর্বে উযূ করেছেন। আর তাঁর যে ইরশাদ ঃ "যে ব্যক্তি বিস্মিল্লাহ্ পড়বে না তার উযূ হবে না"-এর মর্ম তাও হতে পারে, যা প্রথমোক্ত মত পোষণকারীগণ গ্রহণ করেছেন। আবার এটিও হতে পারে যে, ছাওয়াবের দিক দিয়ে তার উযূ পূর্ণ হবে না (পূর্ণ ছাওয়াব পাবে না)। যেমনিভাবে তিনি (সা) বলেছেন ঃ সেই ব্যক্তি মিস্কীন নয়, যাকে এক-দুই খেজুর এবং এক দুই লোকমা প্রদান করে বিদায় জানানো হয়। বস্তুত এ কথা দ্বারা তাঁর এই উদ্দেশ্য নয় যে, এরূপ ব্যক্তি মিসকীন নয় এবং সে মুখাপেক্ষীতার আওতা বহির্ভূত, যাতে তার উপর সাদাকা হারাম হয়ে যাবে। বরং তাঁর উদ্দেশ্য হচ্ছে এ কথা বুঝানো যে, সেই ব্যক্তি মুখাপেক্ষিতায় এমন পরিপূর্ণতায় পৌঁছায়নি যার পরে মুখাপেক্ষিতার কোন পর্যায় অবশিষ্ট থাকে না।

١٠٦– حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِى دَاوُدَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ عُمَرَ الْحَوْضِىُّ قَالَ ثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ الْهَجَرِىِّ عَنْ اَبِى الْاَحْوَصِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ لَيْسَ الْمِسْكِيْنُ بِالطَّوَافِ الَّذِىْ يَرُدُّهُ التَّمْرَةُ وَالتَّمْرَتَانِ وَاللُّقْمَةُ وَاللُّقْمَتَانِ قَالُوْا فَمَنِ الْمِسْكِيْنُ قَالَ الَّذِىْ يَسْتَحْيِىْ اَنْ يَّسْاَلَ وَلاَ يَجِدُ مَا يُغْنِيْهِ وَلاَ يُفْطَنُ لَهُ فَيُعْطِى .

১০৬. ইব্ন আবী দাঊদ (র) .... আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী ﷺ বলেছেন ঃ সেই ব্যক্তি মিসকীন নয়, যে চক্কর লাগায় এবং এক বা দুই খেজুর, এক লোকমা বা দুই লোকমা দ্বারা তাকে ফিরিয়ে দেয়া হয়। তাঁরা (সাহাবীগণ) বললেন, (তাহলে) মিসকীন কে ? তিনি বললেন, ভিক্ষা করাতে যার লজ্জাবোধ হয় অথচ তার কাছে প্রয়োজন মিটাবার মত কিছু নেই, অপর লোকেরা তার অবস্থা সম্পর্কে জ্ঞাত নয়, যা তাকে দান করা হবে।

١٠٧– حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ شَيْبَةَ قَالَ ثَنَا قَبِيْصَةُ بْنُ عُقْبَةَ قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ فَذَكَرَ مِثْلَهُ بِاِسْنَادِهِ .

১০৭. আলী ইব্ন শায়বা (র) .... ইবরাহীম (রা) থেকে অনুরূপ উল্লেখ করেছেন।

١٠٨– حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَنَا ابْنُ اَبِىْ ذِئْبٍ عَنْ اَبِى الْوَلِيْدِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنْ رَّسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ نَحْوَهُ .

১০৮. ইউনুস (র) .... আবূ হুরায়রা (রা)-এর বরাতে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

١٠٩– حَدَّثَنَا اَبُوْ اُمَيَّةَ مُحَمَّدُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ ثَنَا عَلِىُّ بْنُ عَيَّاشٍ الْحِمْصِىُّ عَنِ ابْنِ ثَوْبَانَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنْ رَّسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِثْلَهُ

১০৯. আবূ উমাইয়া মুহাম্মদ ইব্ন ইবরাহীম ইব্ন মুসলিম (র) .... আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

١١٠- حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ اَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَنَّ مَالِكًا حَدَّثَهُ عَنْ اَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِثْلَهُ اَوْ كَمَا قَالَ لَيْسَ الْمُؤْمِنُ الَّذِي يَبِيْتُ شَبْعَانَ وَجَارُهُ جَائِعٌ .

১১০. ইউনুস (র) .... আবূ হুরায়রা (রা)-এর বরাতে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন। যেমনটি তিনি বলেছেন ঃ সেই ব্যক্তি মু'মিন নয়, যে ব্যক্তি পরিতৃপ্ত হয়ে রাত অতিবাহিত করে, অথচ তার প্রতিবেশী ক্ষুধার্ত।

١١١- حَدَّثَنَا بِذٰلِكَ اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا مُؤَمَّلٌ قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ اَبِي بَشِيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْمُسَاوِرِ اَوِ ابْنِ اَبِي الْمُسَاوِرِ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يُعَاتِبُ ابْنَ الزُّبَيْرِ فِي الْبُخْلِ وَيَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَيْسَ الْمُؤْمِنُ الَّذِي يَبِيْتُ شَعْبَانَ وَجَارُهُ اِلٰى جَنْبِهِ جَائِعٌ .

১১১. আবূ বাক্‌রা (র) .... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মুসাবির (র) থেকে অথবা ইব্‌ন আবী মুসাবির (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বললেন, আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আব্বাস (রা)-কে বলতে শুনেছি। তিনি আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন যুবাইর (রা)-কে কৃপণতার ব্যাপারে ধমকাচ্ছেন আর বলছেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ সেই ব্যক্তি মু'মিন নয়, যে ব্যক্তি পরিতৃপ্ত হয়ে রাত অতিবাহিত করে অথচ তার পাশে তার প্রতিবেশী ক্ষুধার্ত থাকে।

বিশ্লেষণ

বস্তুত এতে তাঁর এই উদ্দেশ্য নয় যে, সেই ব্যক্তি প্রতিবেশীর সহযোগিতা ত্যাগ করায় ঈমান থেকে বের হয়ে কুফরীতে পৌঁছে গেছে; বরং এর দ্বারা তাঁর উদ্দেশ্য হচ্ছে, সেই ব্যক্তির ঈমানের উঁচু মর্যাদা লাভ হয় নাই। অনুরূপ অনেক উদাহরণ আছে, যা উল্লেখ করলে গ্রন্থের পরিসর দীর্ঘ হয়ে যাবে। একইভাবে তাঁর ইরশাদ ঃ "যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র নাম নিবে না, তার উযূ হবে না"-এর মর্ম এটি নয় যে, সেই ব্যক্তি এমন উযূ বিশিষ্ট হয়নি, যা তাকে অপবিত্রতা থেকে বের করেনি; বরং এর মর্ম হচ্ছে, সেই ব্যক্তি পূর্ণ উযূর সাথে উযূ বিশিষ্ট হয়নি, যা ছওয়াব লাভের অন্যতম এক মাধ্যম। সুতরাং যখন এই হাদীস সেই মর্মের সম্ভাবনা রাখে, যা আমরা বর্ণনা করেছি, আর এখানে এরূপ কোন প্রমাণ বিদ্যমান নেই, যাতে এক ব্যাখ্যা অপর ব্যাখ্যার উপর নিশ্চিতভাবে প্রাধান্য পেতে পারে, তাই এর অর্থ মুহাজির (রা)-এর হাদীসের অর্থের অনুকূলে সাব্যস্ত করা আবশ্যক, যেন উভয়ের মাঝে পারস্পরিক বৈপরিত্য সৃষ্টি না হয়।

অতএব প্রমাণিত হল যে, বিসমিল্লাহ্ পড়া ব্যতীত উযূ দ্বারাও উযূকারী ব্যক্তি অপবিত্রতা থেকে পবিত্রতার দিকে বের হয়ে আসে।

ইমাম তাহাবী (র)-এর যুক্তিভিত্তিক প্রমাণ ও বিশ্লেষণ

যুক্তির নিরিখে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের বিশ্লেষণ নিম্নরূপ ঃ আমরা লক্ষ্য করছি যে, এমন কতেক বস্তু আছে যাতে কথা বা বাক্য ব্যতীত প্রবেশ করা যায় না বা সম্পাদিত হয় না। তার মধ্যে রয়েছে সেই সমস্ত

লেনদেন যা লোকদের মাঝে বেচা-কেনা, ইজারা, বিবাহ ও খুলা ইত্যাদি রূপে প্রচলিত আছে। এই সমস্ত বস্তু বাক্য বা কথা বলা ব্যতীত সম্পন্ন হয় না, বরং বিষয়ের উল্লেখ সম্বলিত কথার মাধ্যমে তা সম্পাদিত হয়। যেমন মানুষ বলে থাকে ঃ আমি তোমার কাছে বিক্রি করেছি, আমি তোমাকে বিবাহ করেছি, আমি তোমার সাথে খুলা করেছি। এগুলো সেই সমস্ত বাক্য, যাতে লেনদেনের উল্লেখ আছে। আবার কিছু বস্তু আছে, যাতে বিশেষ কথা দ্বারা প্রবেশ করা যায়। তা হচ্ছে সালাত এবং হজ্জ। সালাতে তাকবীরের দ্বারা এবং হজ্জে তালবিয়া দ্বারা প্রবেশ করা যায়। সুতরাং সালাতে 'তাকবীর' এবং হজ্জে 'তালবিয়া' এগুলোর রুকনের অন্তর্ভুক্ত।

এবার আমরা উযূতে বিসমিল্লাহ্ বলার দিকে লক্ষ্য করব, তা পূর্বোল্লিখিত বিষয়গুলোর কোনটির সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ কি-না ? আমরা দেখেছি যে, তাতে কোন বস্তু সম্পন্ন করার উল্লেখ নেই, যেমনটি বিবাহ এবং ক্রয়-বিক্রয়ের মধ্যে রয়েছে। এইজন্য বিসমিল্লাহ্ বলা সেই বস্তুর বিধান থেকে ভিন্ন হবে। আর বিসমিল্লাহ্ বলা উযূর কোন রুকনও নয়। যেমনিভাবে তাকবীর বলা সালাতের একটি রুকন এবং তালবিয়া বলা হজ্জের একটি রুকন। অনুরূপভাবে এর দ্বারা এর বিধান তাকবীর ও তালবিয়ার বিধান থেকেও পৃথক হয়ে গেল। অতএব এতে সেই ব্যক্তির বক্তব্য নাকচ হয়ে গেল, যে ব্যক্তি বলে যে, উযূতে বিসমিল্লাহ্ বলা অনুরূপভাবে আবশ্যক, যেমনিভাবে এই সমস্ত বস্তুগুলো সংশ্লিষ্ট ইবাদাতসমূহের মধ্যে আবশ্যক।

যদি কোন প্রশ্নকারী বলে যে, আমরা লক্ষ্য করেছি যে, জবাই করার সময় জন্তুর উপর বিসমিল্লাহ্ পড়া আবশ্যক। যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে তা পরিত্যাগ করবে তার জবাইকৃত জন্তু খাওয়া যাবে না। অনুরূপভাবে উযূতে বিসমিল্লাহ্ বলাও আবশ্যক।

তাকে উত্তরে বলা হবে ঃ যুক্তির নিরিখে যা প্রমাণিত হয় তা হচ্ছে, যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে জবাই করার জন্তুর উপর বিসমিল্লাহ্ বলা পরিত্যাগ করবে সেটি ভক্ষণ না করার ব্যাপারে আলিমদের মতবিরোধ আছে। কতেক আলিম বলেছেন, ভক্ষণ করা যাবে, কতেক আলিম বলেছেন, ভক্ষণ করা যাবে না। যারা বলেছেন ভক্ষণ করা যাবে তাদের অভিমতের ব্যাপারে আমাদের বর্ণনা যথেষ্ট। আর যারা বলেছেন যে, ভক্ষণ করা যাবে না, বস্তুত তারা বলেছেন, যদি ভুলে তা পরিত্যাগ করে তাহলে ভক্ষণ করা যাবে। জবাইকারী মুসলমান হউক বা আহলে ফিরাকের কাফির হউক, তা তাদের নিকট সমান। সুতরাং এখানে সেই ব্যক্তির কথামতে যে কি-না জন্তুর উপর বিসমিল্লাহ্ পড়াকে ওয়াজিব সাব্যস্ত করে তারা মিল্লাত তথা আহলে কিতাব হওয়ার বর্ণনার জন্য। যদি জবাইকারী বিসমিল্লাহ্ পড়ে তাহলে এটি সে সমস্ত মিল্লাত অবলম্বীদের জবাই করা জন্তু হবে, যাদের জবাই করা জন্তু ভক্ষণ করা হয়। আর যখন বিসমিল্লাহ্ পড়বে না, তখন এটি সেই সমস্ত মিল্লাত অবলম্বীদের জবাই করা জন্তু হবে, যাদেরটি ভক্ষণ করা হয় না। পক্ষান্তরে উযূ করার সময় বিসমিল্লাহ্ পড়া কোন মিল্লাত প্রকাশের জন্য নয়; বরং এটি সালাতের কারণসমূহ থেকে একটি কারণের যিকরের স্বরূপ। সুতরাং আমরা দেখতে পাচ্ছি উযূ করা এবং সতর ঢাকা সালাতের কারণ (ও শর্ত)-সমূহের অন্তর্ভুক্ত। কেউ যদি বিসমিল্লাহ্ পড়া ব্যতীত সতর ঢেকে নেয়, এতে কোনরূপ অসুবিধা হয় না। অতএব যুক্তির দাবি হচ্ছে, যদি কেউ বিসমিল্লাহ্ পড়া ব্যতীত তাহারাত তথা উযূ করে তাতেও অসুবিধা হবে না। এটিই হচ্ছে ইমাম আবূ হানীফা (র), ইমাম আবূ ইউসুফ (র) ও ইমাম মুহাম্মদ ইবনুল হাসান (র)-এর অভিমত।

٦- بَابُ الْوَضُوْءِ لِلصَّلٰوةِ مَرَّةً مَرَّةً وَّثَلٰثًا ثَلٰثًا

৬. অনুচ্ছেদ ঃ সালাতের জন্য উযূতে প্রতি অঙ্গ একবার একবার এবং তিনবার তিনবার করে ধোয়া

١١٢- حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ ثَنَا الْفِرِيَابِىُّ قَالَ ثَنَا زَائِدَةُ بْنُ قُدَامَةَ قَالَ ثَنَا عَلْقَمَةُ بْنُ خَالِدٍ اَوْ خَالِدُ بْنُ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ عَنْ عَلِيٍّ اَنَّهُ تَوَضَّأَ ثَلٰثًا ثَلٰثًا قَالَ هٰذَا طَهُوْرُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ -

১১২. হুসাইন ইব্‌ন নাসর (র) .... আলী (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি প্রতিটি অঙ্গ তিনবার করে ধুয়ে উযূ করেছেন। তারপর বলেছেন ঃ এটা হচ্ছে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর উযূ।

١١٣- حَدَّثَنَا حُسَيْنُ قَالَ ثَنَا الْفِرْيَابِىُّ قَالَ ثَنَا اِسْرَائِيْلُ قَالَ ثَنَا اَبُوْ اِسْحَاقَ عَنْ اَبِىْ حَيَّةَ الْوَازِعِيِّ عَنْ عَلِيٍّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ .

১১৩. হুসাইন (র) .... আলী (রা)-এর বরাতে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

١١٤- حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ قَالَ اَنَا ابْنُ ثَوْبَانَ عَنْ عَبْدَةَ بْنِ اَبِىْ لُبَابَةَ عَنْ شَقِيْقٍ قَالَ رَأَيْتُ عَلِيًّا وَّعُثْمَانَ تَوَضَّأَ ثَلٰثًا وَقَالاَ هٰكَذَا كَانَ يَتَوَضَّأُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ .

১১৪. ইব্‌ন আবী দাঊদ (র) .... শাকীক (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি আলী (রা) এবং উসমান (রা)-কে দেখেছি, তাঁরা প্রতিটি অঙ্গ তিনবার করে ধুয়ে উযূ করেছেন এবং তাঁরা বলেছেন ঃ অনুরূপভাবে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ উযূ করেছেন।

١١٥- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ يَحْىَ الصَّوْرِىُّ قَالَ ثَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ جَمِيْلٍ قَالَ ثَنَا ابْنُ ثَوْبَانَ فَذَكَرَ بِاِسْنَادِهِ مِثْلَهُ .

১১৫. আহমদ ইব্‌ন ইয়াহইয়া সাওরী (র) .... ইব্‌ন ছাওবান (র) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

١١٦- حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيْدِ الْحَنَفِىُّ قَالَ ثَنَا اِسْحَاقُ بْنُ يَحْىٰ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ اَنَّهُ تَوَضَّأَ ثَلٰثًا ثَلٰثًا وَقَالَ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ تَوَضَّأَ هٰكَذَا .

১১৬. ইব্‌ন মারযূক (র) .... উসমান ইব্‌ন আফফান (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি প্রতিটি অঙ্গ তিনবার করে ধুয়ে উযূ করেছেন এবং বলেছেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে অনুরূপ উযূ করতে দেখেছি।

١١٧- حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِى دَاوُدَ قَالَ ثَنَا اَبُو الْوَلِيْدِ قَالَ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ سُبَيْعٍ عَنْ اَبِى اُمَامَةَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ تَوَضَّأَ ثَلْثًا ثَلْثًا .

১১৭. ইব্‌ন আবী দাঊদ (র) .... আবূ উমামা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী ﷺ প্রতিটি অঙ্গ তিনবার করে ধুয়ে উযূ করেছেন।

বস্তুত এই সমস্ত হাদীস দ্বারা সাব্যস্ত হয় যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ অঙ্গগুলোকে তিনবার করে ধুয়ে উযূ করেছেন। তাঁর থেকে এটিও বর্ণিত আছে যে, তিনি প্রতিটি অঙ্গ একবার করে ধুয়ে উযূ করেছেন ঃ

١١٨- حَدَّثَنَا الرَّبِيْعُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمُؤَذِّنُ قَالَ ثَنَا اَسَدُ قَالَ ثَنَا ابْنُ لَهِيْعَةَ قَالَ ثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ شُرَحْبِيْلَ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ تَوَضَّأَ مَرَّةً مَرَّةً .

১১৮. রবী' ইব্‌ন সুলায়মানুল মুয়ায্যিন (র) ...... উমার ইব্‌ন খাত্তাব (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে প্রতিটি অঙ্গ একবার করে ধুয়ে উযূ করতে দেখেছি।

١١٩- حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا اَبُوْ عَاصِمٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ اَلاَ اُنَبِّئُكُمْ بِوُضُوْءِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مَرَّةً اَوْ قَالَ تَوَضَّأَ مَرَّةً مَرَّةً .

১১৯. ইব্‌ন মারযূক (র) ... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি কি তোমাদেরকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কর্তৃক প্রতিটি অঙ্গ একবার করে ধুয়ে উযূ করার ব্যাপারে বলব না? অথবা বলেছেন, তিনি একবার করে ধুয়ে উযূ করেছেন।

١٢٠- حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِى دَاوُدَ قَالَ ثَنَا يَحْىَ بْنُ صَالِحٍ الْوَحَاظِىُّ قَالَ ثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عَمْرٍو عَنِ ابْنِ اَبِى نَجِيْحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ تَوَضَّأَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَرَّةً مَرَّةً .

১২০. ইব্‌ন আবী দাঊদ (র) .... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমার (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ প্রতিটি অঙ্গ একবার করে ধুয়ে উযূ করেছেন।

١٢١- حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِى دَاوُدَ قَالَ ثَنَا عَلِىُّ بْنُ مَعْبَدٍ قَالَ ثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ عَنْ اَبِى نَجِيْحٍ ثُمَّ ذَكَرَ بِاِسْنَادِهِ مِثْلَهُ .

১২১. ইব্‌ন আবী দাঊদ (র) .... আবূ নাজীহ (র) থেকে অনুরূপ উল্লেখ করেছেন।

١٢٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ اَبِى دَاوُدَ قَالاَ ثَنَا سَعِيْدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْوَاسِطِىُّ قَالَ ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ اَبِى عَمْرٍو عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ رَافِعٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ تَوَضَّأَ ثَلْثًا ثَلْثًا وَرَأَيْتُهُ غَسَلَ مَرَّةً مَرَّةً .

১২২. মুহাম্মদ ইব্ন খুযায়মা (র) ও ইব্ন আবী দাঊদ (র) .... আবদুল্লাহ্ ইব্ন উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন আবী রাফি‘ (র) তাঁর পিতা-পিতামহ সূত্রে বর্ণনা করেন যে আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে দেখেছি, তিনি প্রতিটি অঙ্গ তিনবার করে ধুয়ে উযূ করেছেন এবং তাঁকে দেখেছি একবার করে গোসল করেছেন।

ব্যাখ্যা

আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে যা কিছু উল্লেখ করেছি এতে সাব্যস্ত হয়েছে যে, তিনি প্রতিটি অঙ্গ একবার করে ধুয়েও উযূ করেছেন। এতে প্রমাণিত হল যে, তাঁর উযূতে তিনবার করে ধোয়ার ব্যাপারে যা বর্ণিত আছে তা ছিল ফযীলত তথা অতিরিক্ত ছওয়াব লাভের উদ্দেশ্যে, ফরয আদায়ের জন্য নয়।

٧- بَابُ فَرْضِ مَسْحِ الرَّأْسِ فِى الْوَضُوْءِ

৭. অনুচ্ছেদ ঃ উযূতে মাথা মাসেহ ফরয হওয়া প্রসঙ্গে

١٢٣- حَدَّثَنَا يُوْنُسُ وَعَبْدُ الْغَنِيِّ بْنُ اَبِىْ عَقِيْلٍ وَاَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالُوْا اَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِى يَحْىَ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَالِمٍ وَمَالِكُ بْنُ اَنَسٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْىَ الْمَازِنِيِّ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَاصِمِ الْمَازِنِيِّ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَنَّهُ اَخَذَ بِيَدِهِ فِى وُضُوْئِهِ لِلصَّلٰوةِ مَاءً فَبَدَأَ بِمُقَدَّمِ رَأْسِهِ ثُمَّ ذَهَبَ بِيَدِهِ اِلٰى مُؤَخَّرِ الرَّأْسِ ثُمَّ رَدَّهُمَا اِلٰى مُقَدَّمِهِ قَالَ مَالِكُ هٰذَا اَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ فِى ذٰلِكَ وَاَعَمُّهُ فِى مَسْحِ الرَّأْسِ .

১২৩. ইউনুস (র), আবদুল গনী ইব্ন আবী উকাইল (র) ও আহমদ ইব্ন আবদুর রহমান (র) .... আবদুল্লাহ্ ইব্ন যায়দ ইব্ন আসিম আল-মাযিনী (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি সালাতের উযূ করার সময় নিজ হাতে পানি নিয়ে মাথার সম্মুখ ভাগ থেকে শুরু করেছেন। তারপর উভয় হাতকে মাথার পিছন দিকে নিয়ে গিয়ে সম্মুখ ভাগে তা ফিরিয়ে আনলেন। ইমাম মালিক (র) বলেন, মাসেহ সম্পর্কে আমি যা কিছু শুনেছি, এটি তার মধ্যে সর্বোত্তম ও ব্যাপকতর।

١٢٤- حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ قَالَ ثَنَا اَبِى وَحَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ لَيْثٍ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِىَّ ﷺ مَسَحَ مُقَدَّمَ رَأْسِهِ حَتّٰى بَلَغَ الْقَذَالَ (مُؤَخَّرَ الرَّأْسِ) مِنْ مُقَدَّمِ عُنُقِهِ .

১২৪. ইব্‌ন মারযূক (র) .... তালহা ইব্‌ন মুসাররিফ (র) তার পিতা-পিতামহ সূত্রে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি নবী ﷺ-কে দেখেছি, তিনি মাথার সম্মুখভাগ মাসেহ করেছেন, এমনকি ঘাড়ের সম্মুখ ভাগ পর্যন্ত নিয়ে গেছেন।

١٢٥- حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِى دَاوُدَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ مَعْمَرٍ قَالَ ثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ لَيْثٍ فَذَكَرَ مِثْلَهُ بِاِسْنَادِهِ .

১২৫. ইব্‌ন আবী দাঊদ (র) .... লায়স (র) থেকে অনুরূপ উল্লেখ করেছেন।

١٢٦- حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِى دَاوُدَ قَالَ ثَنَا عَلِىُّ بْنُ بَحْرٍ قَالَ ثَنَا اَبُو الْوَلِيْدِ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْعَلَاءِ عَنْ اَبِى الْاَزْهَرِ عَنْ مُعَاوِيَةَ اَنَّهُ اَرَاهُمْ وُضُوْءَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَلَمَّا بَلَغَ مَسْحَ رَأْسِهِ وَضَعَ كَفَّيْهِ عَلٰى مُقَدَّمِ رَأْسِهِ ثُمَّ مَرَّبِهِمَا حَتّٰى بَلَغَ الْقَفَا ثُمَّ رَدَّهُمَا حَتّٰى بَلَغَ الْمَكَانَ الَّذِىْ مِنْهُ بَدَأَ -

১২৬. ইব্‌ন আবী দাঊদ (র) .... মু'আবিয়া (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি একবার তাদের (আহলে মসজিদ)-কে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর উযূ দেখিয়েছেন। তিনি যখন মাথা মাসেহ পর্যন্ত পৌঁছেন তখন নিজ হাতের তালু মাথার সম্মুখ ভাগে স্থাপন করেন। তারপর তা ঘাড়ের পিছন দিক পর্যন্ত নিয়ে গেলেন। এরপর হাত দু'টি আবার যে স্থান থেকে শুরু করেছিলেন সে স্থানে ফিরিয়ে নিয়ে আসলেন।

পর্যালোচনা

একদল আলিম এই মত গ্রহণ করেছেন যে, সালাতের উযূর মধ্যে সমস্ত মাথা মাসেহ করা ফরয। এর মধ্য থেকে কিছুই ছেড়ে দেয়া জায়িয নয়। তাঁরা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে এই সমস্ত হাদীস দ্বারা প্রমাণ পেশ করেছেন।

পক্ষান্তরে এ ব্যাপারে অপরাপর আলিমগণ তাদের বিরোধিতা করে বলেছেন, এই সমস্ত হাদীসের বক্তব্য হচ্ছে নবী ﷺ সালাতের জন্য উযূ করার সময় সমস্ত মাথা মাসেহ করেছেন। আমরাও উযূকারীকে এটিই নির্দেশ প্রদান করি যে, সে সালাতের উযূতে অনুরূপ করবে। কিন্তু আমরা তার জন্য পূর্ণ মাথা মাসেহকে ফরয সাব্যস্ত করি না। আর নবী ﷺ-এর কাজে এরূপ কোন প্রমাণ নেই, যাতে বুঝা যায় যে, তিনি পূর্ণ মাথা মাসেহ এই জন্য করেছেন যে, তা ফরয। আমরা তাঁকে দেখেছি যে, তিনি প্রতিটি অঙ্গ তিনবার করে ধুয়ে উযূ করেছেন এই জন্য নয় যে, তিনবার করে ধোয়া ফরয, এর চাইতে কম করা জায়িয নয়। বরং এইজন্য যে, এর থেকে কিছু (একবার ধোয়া) ফরয এবং কিছু (তিনবার ধোয়া) অতিরিক্ত ছওয়াবের কাজ।

নবী ﷺ থেকে সেই সমস্ত রিওয়ায়াতও বর্ণিত আছে যা দ্বারা তাঁদের (দ্বিতীয় দল আলিমদের) অবস্থান প্রমাণিত হয় যে, মাথার কিছু অংশ মাসেহ করা ফরয ঃ

١٢٧- حَدَّثَنَا رَبِيْعُ الْمُؤَذِّنُ قَالَ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ اَيُّوْبَ عَنِ ابْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ عَمْرِو بْنِ وَهْبٍ الثَّقَفِىِّ عَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ تَوَضَّأَ وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ فَمَسَحَ عَلٰى عِمَامَتِهِ وَمَسَحَ بِنَاصِيَتِهِ .

১২৭. রবী'উল মুয়ায্যিন (র) .... মুগীরা ইব্ন শু'বা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ পাগড়ি পরিহিত অবস্থায় উযূ করেছেন। তিনি পাগড়ি এবং মাথার সম্মুখ ভাগ মাসেহ করেছেন।

١٢٨- حَدَّثَنَا حُسَيْنُ نَصْرٍ قَالَ سَمِعْتُ زَيْدَ بْنَ هَارُوْنَ قَالَ اَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنْ عَامِرٍ عَنِ ابْنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ عَنْ اَبِيْهِ وَابْنُ عَوْنٍ عَنِ ابْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ عَمْرِو بْنِ وَهْبٍ عَنِ الْمُغِيْرَةِ رَفَعَهُ اِلَيْهِ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِىْ سَفَرٍ فَتَوَضَّاَ لِلصَّلٰوةِ فَمَسَحَ عَلٰى عِمَامَتِهِ وَقَدْ ذَكَرَ النَّاصِيَةَ بِشَىْءٍ.

১২৮. হুসাইন ইব্ন নাসর (র) .... মুগীরা ইব্ন শু'বা (রা) থেকে এবং তিনি মারফূ' রূপে বর্ণনা করেছেন, একবার এক সফরে আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সঙ্গে ছিলাম। তিনি সালাতের উযূকালে নিজ পাগড়ির উপর এবং মাথার সম্মুখ ভাগের কিছু অংশের উপর মাসেহ করেন।

বিশ্লেষণ

বস্তুত এই হাদীস দ্বারা সাব্যস্ত হয় যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মাথার কিছু অংশে মাসেহ করেছেন। আর তা হচ্ছে মাথার সম্মুখ ভাগ। আর মাথার সম্মুখস্থ অংশ দৃশ্যমান হওয়াটা প্রমাণ বহন করে যে, অবশিষ্ট মাথার বিধানও দৃশ্যমান অংশের বিধানের অনুরূপ হবে। যেহেতু যদি পাগড়ির উপর মাসেহের বিধান থাকত তাহলে তা মোজার উপর মাসেহ করার ন্যায় হত। আর সেখানে তো পা থাকে অদৃশ্যমান। যদি পায়ের কিছু অংশ দৃশ্যমান হয়, তাহলে এর থেকে দৃশ্যমান অংশকে ধোয়া এবং অদৃশ্যমান অংশকে মাসেহ করা যথেষ্ট হত না। তাই অদৃশ্যমান ও দৃশ্যমানের বিধান এক ও অভিন্ন। যখন দৃশ্যমান অংশে ধোয়া ওয়াজিব, তাই অদৃশ্যমান অংশকে ধোয়াও ওয়াজিব। অনুরূপভাবে মাথা, যখন এর দৃশ্যমান অংশকে মাসেহ ওয়াজিব, তো সাব্যস্ত হল এর যে অংশ অদৃশ্যমান তার উপরে মাসেহ জায়িয নয়[১]। কেননা সমস্ত মাথার বিধান এক ও অভিন্ন। যেমনিভাবে উভয় পায়ের বিধান, যখন এর কিছু অংশ মোজার মধ্যে অদৃশ্যমান হয় তখন সমস্তের বিধান অভিন্নরূপে বিবেচিত হয়।

বস্তুত যখন নবী ﷺ এই রিওয়ায়াত মুতাবিক অবশিষ্ট মাথা বাদ দিয়ে শুধু মাথার সম্মুখ অংশের মাসেহকে যথেষ্ট মনে করেছেন, এটি প্রমাণ করে যে, মাথা মাসেহের ক্ষেত্রে মাথার সম্মুখ অংশ পরিমাণ মাসেহ করা ফরয। আর তিনি যে মাথার সম্মুখ ভাগের অতিরিক্ত মাসেহ করেছেন যা অপরাপর হাদীসে ব্যক্ত হয়েছে, তা ফযীলত তথা অধিক ছওয়াব হওয়ার দলীল, ওয়াজিব হওয়ার নয়। এভাবে সমস্ত রিওয়ায়াত এক ও অভিন্ন হয়ে যায় এবং তাতে পারস্পরিক বৈপরিত্য থাকে না। আর এটিই হচ্ছে হাদীস রিওয়ায়াতের ভিত্তিতে এই অনুচ্ছেদের বিধান।

ইমাম তাহাবী (র)-এর যুক্তিভিত্তিক দলীল ও বিশ্লেষণ

বস্তুত আমরা যুক্তির নিরিখে লক্ষ্য করেছি যে, উযূ কয়েকটি অঙ্গে ওয়াজিব, এর মধ্যে কতেকের বিধান হচ্ছে ধৌত করা আর কতেকের বিধান হচ্ছে মাসেহ করা। যে সমস্ত অঙ্গের বিধান হচ্ছে ধৌত করা, তা হচ্ছে মুখমণ্ডল, উভয় হাত ও উভয় পা-যাদের মতে উভয় পা ধোয় ফরয। সুতরাং সকলের ঐকমত্য রয়েছে যে, যে অঙ্গকে ধোয়া ফরয, এর সমস্ত (অংশ) ধোয়া আবশ্যক। এর কতেককে

১. এটা যুক্তির কথা, তবে সূক্ষ্মতর যুক্তি হচ্ছে যা মুগীরা (রা)-এর হাদীস থেকে প্রমাণিত-মাথার সম্মুখ ভাগ মাসেহ করা ফরয, সারা মাথা মাসেহ করা ওয়জিব নয়, তবে উত্তম। কেননা তেমনটিও হাদীস দ্বারা প্রমাণিত।-সম্পাদক

ধোয়া, কতেককে না ধোয়া জায়িয নয়। আর যে অঙ্গে মাসেহ করা ফরয, যেমন মাথা মাসেহ করা. ফরয, সেক্ষেত্রে একদল আলিম বলেছেন ঃ এর বিধান হচ্ছে সমস্ত মাথা মাসেহ করা, যেমনিভাবে ধোয়ার অঙ্গগুলোকে পুরাপুরি ধোয়া হয়। অপরদল বলেছেন ঃ এর কিছু অংশ মাসেহ করা ফরয।

আমরা সেই বস্তুর প্রতি লক্ষ্য করেছি, যার বিধান হল মাসেহ্ করা, তা কি রূপ ? আমরা মোজার উপর মাসেহ করার বিধান দেখেছি, এতে মতবিরোধ রয়েছে ঃ এক দল আলিম বলেছেন, এর দৃশ্যমান এবং অদৃশ্যমান অংশের উপর মাসেহ্ করাতে হবে। অপর দল বলেছেন, এর দৃশ্যমান অংশকে মাসেহ্ করবে, অদৃশ্যমান অংশকে নয়। সকলের ঐকমত্য রয়েছে যে, এর কতেক অংশের উপর মাসেহ্ করা ফরয, অপর কতেক অংশের উপর নয়। অতএব এরই প্রেক্ষিতে যুক্তির দাবি হল, মাথা মাসেহ্ এর বিধানও অনুরূপ হবে যে, এর কিছু অংশ অপর কিছু অংশ বাদ দিয়ে ফরয হবে। এটি হচ্ছে পূর্ব বর্ণিত মোজার উপর মাসেহ সম্পর্কিত বর্ণনার উপর কিয়াস ও যুক্তি।

এটিই ইমাম আবূ হানীফা (র), আবূ ইউসুফ (র) ও ইমাম মুহাম্মদ ইবনুল হাসান (র)-এর অভিমত।

সংশ্লিষ্ট বিষয়ে নবী ﷺ-এর পরবর্তীদের থেকেও এরূপ রিওয়ায়াত বর্ণিত আছে, যা তার সমর্থন করে ঃ

١٢٩- حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ قَالَ ثَنَا يَحْىَ بْنُ حَمْزَةَ عَنِ الزُّبَيْدِيِّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّهُ كَانَ يَمْسَحُ بِمُقَدَّمِ رَأْسِهِ اِذَا تَوَضَّأَ .

১২৯. ইব্‌ন আবী দাঊদ (র) ...... সালিম (র) তাঁর পিতা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি উযূ করার সময় মাথার সম্মুখভাগে মাসেহ করতেন।

٨- بَابُ حُكْمِ الْاُذُنَيْنِ فِىْ وَضُوْءِ الصَّلٰوةِ

৮. অনুচ্ছেদ ঃ সালাতের উযূতে কানের বিধান

١٣٠- حَدَّثَنَا فَهْدٌ قَالَ ثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ ثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ طَلْحَةَ بْنِ يَزِيْدَ بْنِ رُكَانَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ الْخَوْلَانِيِّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ دَخَلَ عَلَىَّ عَلِىُّ بْنُ اَبِىْ طَالِبٍ وَقَدْ اَرَاقَ الْمَاءَ فَدَعَا بِاِنَاءٍ فِيْهِ مَاءٌ فَقَالَ يَا ابْنَ عَبَّاسٍ اَلَا اَتَوَضَّأُ لَكَ كَمَا رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَتَوَضَّأُ قُلْتُ بَلٰى فِدَاكَ اَبِىْ وَاُمِّىْ فَذَكَرَ حَدِيْثًا طَوِيْلًا ذَكَرَ فِيْهِ اَنَّهُ اَخَذَ حَفْنَةً مِّنْ مَاءٍ بِيَدَيْهِ جَمِيْعًا فَصَكَّ بِهِمَا وَجْهَهُ ثُمَّ الثَّانِيَةَ مِثْلَ ذٰلِكَ ثُمَّ الثَّالِثَةَ ثُمَّ اَلْقَمَ اِبْهَامَيْهِ مَا اَقْبَلَ مِنْ اُذُنَيْهِ ثُمَّ اَخَذَ كَفًّا مِّنْ مَاءٍ بِيَدِهِ فَصَكَّ بِهِمَا وَجْهَهُ ثُمَّ الثَّانِيَةَ مِثْلَ ذٰلِكَ ثُمَّ الثَّالِثَةَ ثُمَّ اَلْقَمَ اِبْهَامَيْهِ مَا اَقْبَلَ مِنْ اُذُنَيْهِ ثُمَّ اَخَذَ كَفًّا مِنْ مَاءٍ بِيَدِهِ الْيُمْنٰى

فَصَبَّهَا عَلٰى نَاصِيَتِهِ ثُمَّ اَرْسَلَهَا تَسْتَنُّ عَلٰى وَجْهِهِ ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُمْنٰى اِلَى الْمِرْفَقِ ثَلٰثًا وَالْيُسْرٰى مِثْلَ ذٰلِكَ ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ وَظُهُوْرَ اُذُنَيْهِ .

১৩০. ফাহাদ (র) ...... আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, একবার আমার কাছে আলী ইব্ন আবী তালিব (রা) এলেন। তিনি পানি প্রবাহিত (গোসল) করেছিলেন। তিনি একটি পানির পাত্র নিয়ে আসতে বললেন। এরপর তিনি বললেন, হে ইব্ন আব্বাস! আমি কি তোমাকে সেইরূপ উযূ করে দেখাব না, যেরূপ আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে উযূ করতে দেখেছি? বললাম, হ্যাঁ, আমার মাতাপিতা আপনার প্রতি উৎসর্গ হউক। তারপর তিনি এক সুদীর্ঘ হাদীস উল্লেখ করলেন, যাতে উল্লেখ রয়েছে যে, তিনি দুই হাত পানির কোষভরে নিজের চেহারায় ঢাললেন, পরে দ্বিতীয় বার এবং তৃতীয় বার অনুরূপ করলেন। তারপর উভয় বৃদ্ধাঙ্গুলি কানের সম্মুখভাগের মধ্যে ঢুকালেন। তারপর ডান হাতে এক কোষ পানি নিয়ে মাথার সম্মুখভাগে এবং পরে চেহরার উপর প্রবাহিত করে ছেড়ে দিলেন। এরপর ডান হাত কনুই পর্যন্ত তিনবার এবং বাম হাত অনুরূপভাবে ধৌত করলেন। তারপর মাথা এবং কানের পিছনের দিক মাসেহ্ করলেন।

পর্যালোচনা

একদল আলিম এই হাদীসের মর্ম গ্রহণ করেছেন এবং তাঁরা বলেছেন ঃ কানের সম্মুখ ভাগস্থ অংশের বিধান চেহরার বিধানের অন্তর্ভুক্ত। তা চেহারার সঙ্গে ধৌত হবে। আর এর পিছনের অংশ মাথার বিধানের অন্তর্ভুক্ত। তা মাথার সঙ্গে মাসেহ্ করা হবে।

পক্ষান্তরে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অপরাপর আলিমগণ তাঁদের বিরোধিতা করে বলেছেন ঃ কানের বিধান মাথার সাথে সম্পৃক্ত। মাথার সাথে এর সম্মুখভাগ এবং পিছনের অংশ মাসেহ্ করা হবে। তাঁরা এই বিষয়ে নিম্নোক্ত হাদীস দ্বারা প্রমাণ পেশ করেছেন ঃ

١٣١– حَدَّثَنَا رَبِيْعُ الْمُؤَذِّنُ قَالَ ثَنَا اَسَدُ قَالَ ثَنَا اِسْرَائِيْلُ عَنْ عَامِرِ بْنِ شَقِيْقٍ عَنْ شَقِيْقِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ اَنَّهُ تَوَضَّأَ فَمَسَحَ بِرَأْسِهِ وَاُذُنِهِ ظَاهِرَهُمَا وَبَاطِنَهُمَا وَقَالَ هٰكَذَا رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَتَوَضَّأُ .

১৩১. রবী‘ ইবনুল মুয়ায্যিন (র) .... উসমান ইব্ন আফ্ফান (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি উযূ করার সময় মাথা এবং পশ্চাৎ ও সম্মুখভাগসহ কান মাসেহ্ করে বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে অনুরূপ উযূ করতে দেখেছি।

١٣٢– حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّيْرَفِيُّ قَالَ ثَنَا اَبُوْ الْوَلِيْدِ قَالَ ثَنَا الدَّرَاوَرْدِيُّ قَالَ ثَنَا زَيْدُ بْنُ اَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ تَوَضَّأَ فَمَسَحَ بِرَأْسِهِ وَاُذُنَيْهِ .

১৩২. ইবরাহীম ইব্ন মুহাম্মদ সায়রাফী (র) .... ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ উযূ করেছেন এবং তিনি মাথা ও উভয় কান মাসেহ করেছেন।

١٣٣- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ شَيْبَةَ قَالَ ثَنَا يَحْيَ بْنُ يَحْي قَالَ ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ فَذَكَرَ بِاسْنَادِهِ مِثْلَهُ غَيْرَ اَنَّهُ قَالَ مَرَّةً وَّاحِدَةً .

১৩৩. আলী ইব্‌ন শায়বা (র) .... আবদুল আজিজ (র) থেকে অনুরূপ উল্লেখ করেছেন। তবে তিনি বলেছেন ঃ একবার মাসেহ করেছেন।

١٣٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَيْمُوْنٍ الْبَغْدَادِيُّ قَالَ ثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ ثَنَا جَرِيْرُ بْنُ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ مَيْسَرَةَ اَنَّهُ سَمِعَ الْمِقْدَامَ بْنِ مَعْدِيْكَرَبَ يَقُوْلُ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَتَوَضَّأُ فَلَمَّا بَلَغَ مَسْحَ رَأْسِهِ وَضَعَ كَفَّيْهِ عَلٰى مُقَدَّمِ رَأْسِهِ ثُمَّ مَرَّبِهِمَا حَتّٰى بَلَغَ الْقَفَا ثُمَّ رَدَّهُمَا حَتّٰى بَلَغَ الْمَكَانَ الَّذِيْ مِنْهُ بَدَأَ وَمَسَحَ بِاُذْنَيْهِ ظَاهِرَهُمَا وَبَاطِنَهُمَا مَرَّةً وَّاحِدَةً .

১৩৪. মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মায়মূন বাগদাদী (র) .... আবদুর রহমান ইব্‌ন মায়সারা (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি মিকাদম ইব্‌ন মা'দীকারব (রা)-কে বলতে শুনেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে উযূ করতে দেখেছি। যখন তিনি মাথা মাসেহ্ পর্যন্ত পৌঁছলেন তখন তিনি উভয় হাত মাথার সম্মুখভাগে রেখে পিছনের দিকে ঘাড়ের পিছন দিক পর্যন্ত নিয়ে গেলেন। এরপর হাত দু'টি আবার যে স্থান থেকে শুরু করেছিলেন সে স্থানে ফিরিয়ে নিয়ে আসেন। তারপর তাঁর দুই কান সম্মুখ ও পিছন উভয় ভাগ একবার মাসেহ্ করেন।

١٣٥- حَدَّثَنَا فَهْدٌ قَالَ ثَنَا ابْنُ اَبِيْ مَرْيَمَ قَالَ اَنَا ابْنُ لَهِيْعَةَ عَنْ اَبِي الْاَسْوَدِ عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيْمِ الْاَنْصَارِيِّ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّهُ رَأَىْ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ تَوَضَّأَ فَمَسَحَ رَأْسَهُ وَاُذُنَيْهِ دَاخِلَهُمَا وَخَارِجَهُمَا .

১৩৫. ফাহাদ (র) .... বর্ণনা করেন যে, আব্বাদ ইব্‌ন তামীম আনসারী (র) তার পিতা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে উযূ করতে দেখেছেন। তিনি মাথা এবং কানের ভিতর ও বাহির মাসেহ করেছেন।

١٣٦- حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِيْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُعَاذٍ قَالَ ثَنَا اَبِيْ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ قَالَ ثَنَا حَبِيْبُ الْاَنْصَارِيُّ قَالَ ابْنُ اَبِيْ دَاوُدَ وَهُوَ حَبِيْبُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيْمٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ زَيْدٍ جَدُّ حَبِيْبِ هٰذَا قَالَ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اُتِيَ بِوَضُوْءٍ فَدَلَكَ اُذُنَيْهِ حِيْنَ مَسَحَهُمَا .

১৩৬. ইব্‌ন আবী দাঊদ (র) .... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন যায়দ (রা) হাবীব আনসারীর দাদা থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ –কে দেখেছি। তাঁর নিকট উযূ করার জন্য পানি আনা হয়েছে। তিনি কান মাসেহ করার সময় ঘষে পরিষ্কার করেছেন।

١٣٧- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ ثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ مُوْسٰى بْنِ اَبِىْ عَائِشَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهٖ اَنَّ رَجُلاً اَتٰى نَبِىَّ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ كَيْفَ الطُّهُوْرُ فَدَعَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِمَاءٍ فَتَوَضَّأَ فَاَدْخَلَ اِصْبَعَيْهِ السَّبَّابَتَيْنِ اُذُنَيْهِ فَمَسَحَ بِاِبْهَامَيْهِ ظَاهِرَ اُذُنَيْهِ وَبِالسَّبَّابَتَيْنِ بَاطِنَ اُذُنَيْهِ .

১৩৭. আহমদ ইব্ন দাউদ (র) বর্ণনা করেন .... আমর ইব্ন শুআইব (রা) তার পিতা-পিতামহ (রা) সূত্রে বর্ণিত আছে যে, জনৈক ব্যক্তি নবী ﷺ-এর খিদমতে এসে বলল, উযূর পদ্ধতি কিরূপ ? রাসূলুল্লাহ্ ﷺ পানি চেয়ে এনে উযূ করলেন। তিনি শাহাদাত আঙ্গুল কানের মধ্যে ঢুকিয়ে বুড়ো আঙ্গুল দিয়ে কানের সম্মুখ অংশ এবং শাহাদাত আঙ্গুল দিয়ে কানের পিছনের ভাগ মাসেহ করলেন।

١٣٨- حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانٍ قَالَ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ سِنَانِ بْنِ رَبِيْعَةَ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ عَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ الْبَاهِلِىِّ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ تَوَضَّأَ فَمَسَحَ اُذُنَيْهِ مَعَ الرَّأْسِ وَقَالَ الْاُذُنَانِ مِنَ الرَّأْسِ .

১৩৮. নাস্‌র ইব্ন মারযূক (র) .... আবূ উমামা বাহিলী (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ উযূ করেছেন। তিনি মাথার সাথে কানও মাসেহ করেছেন এবং বলেছেন ঃ কান মাথার সাথে সম্পৃক্ত।

١٣٩- حَدَّثَنَا رَبِيْعُ الْمُؤَذِّنُ قَالَ ثَنَا اَسَدٌ قَالَ ثَنَا ابْنُ لَهِيْعَةَ قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَجْلاَنَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيْلٍ عَنِ الرُّبَيِّعِ ابْنَةِ مُعَوِّذِ بْنِ عَفْرَاءَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ تَوَضَّأَ عِنْدَهَا فَمَسَحَ رَأْسَهُ عَلٰى مَجَارِى الشَّعْرِ وَمَسَحَ صُدْغَيْهِ وَاُذُنَيْهِ ظَاهِرَهُمَا وَبَاطِنَهُمَا .

১৩৯. রবী‘ আল-মুয়াযযিন (র) .... রুবায়্যি‘ বিন্‌ত মু‘আববিয আফরা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তার নিকট উযূ করেছেন। তিনি চুল উঠার স্থান (সম্মুখভাগ) থেকে মাথা মাসেহ্ করেছেন এবং কানপট্টিসহ তাঁর দুই কানের সম্মুখ ভাগ এবং পশ্চাৎভাগ মাসেহ্ করেছেন।

١٤٠- حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُنْقِذٍ الْعُصْفُرِىُّ قَالَ ثَنَا اَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ الْمُقْرِىُّ قَالَ ثَنَا سَعِيْدُ بْنُ اَبِىْ اَيُّوْبَ قَالَ حَدَّثَنِىْ ابْنُ عَجْلاَنَ ثُمَّ ذَكَرَ بِاِسْنَادِهٖ مِثْلَهُ .

১৪০. ইবরাহীম ইব্ন মুনকিয আল উস্‌ফুরী (র) .... ইব্ন আজলান (র) থেকে অনুরূপ উল্লেখ করেছেন।

١٤١- حَدَّثَنَا اَبُو الْعَوَّامِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ الْمُرَادِىُّ قَالَ ثَنَا عَمِّىْ اَبُوْ الْاَسْوَدِ قَالَ حَدَّثَنِىْ بَكْرُ بْنُ مُضَرَ عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ فَذَكَرَ بِاِسْنَادِهٖ مِثْلَهُ .

১৪১. আবুল আওয়াম মুহাম্মদ ইব্ন আবদিল্লাহ্ (র) .... ইব্ন আজলান (র) থেকে অনুরূপ উল্লেখ করেছেন।

١٤٢- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ دَاوُدَ قَالَ اَبُوْ الْوَلِيْدِ قَالَ ثَنَا هَمَّامُ قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَجْلاَنَ فَذَكَرَ بِاِسْنَادِهِ مِثْلَهُ .

১৪২. আহমদ ইব্ন দাঊদ (র) .... মুহাম্মদ ইব্ন আজলান (র) থেকে অনুরূপ উল্লেখ করেছেন।

١٤٣- حَدَّثَنَا فَهْدٌ قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ اَنَا شَرِيْكُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الرُّبَيْعِ قَالَتْ اَتَانَا النَّبِيُّ ﷺ فَتَوَضَّأَ فَمَسَحَ ظَاهِرَاُذُنَيْهِ وَبَاطِنَهُمَا .

১৪৩. ফাহাদ (র) ... রুবায়্যি (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একবার আমার নিকট আসেন। তিনি উযূ করার কালে দুইকানের সম্মুখ ও পশ্চাৎভাগ মাসেহ্ করেন।

١٤٤- حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِى دَاوُدَ قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَالِ قَالَ ثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ ثَنَا رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الرُّبَيْعِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ .

১৪৪. ইব্ন আবী দাঊদ (র) .... রুবায়্যি (রা)-এর বরাতে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

ইমাম আবূ জা'ফর তাহাবী (র) বলেন ঃ এই সমস্ত হাদীস দ্বারা সাব্যস্ত হয় যে, কানের সম্মুখ ও পশ্চাৎ উভয় দিকের বিধান মাথার বিধানের অন্তর্ভুক্ত। এই বিষয়ে যেরূপ তাওয়াতুর (সন্দেহাতীতভাবে সূত্র পরম্পরা) এর সাথে রিওয়ায়াতসমূহ বর্ণিত আছে। এর পরিপন্থী রিওয়ায়াত এরূপ তাওয়াতুরের সাথে বর্ণিত নেই। হাদীসসমূহের বর্ণনার দিক থেকে এটিই হচ্ছে এই অনুচ্ছেদের বিশ্লেষণ।

ইমাম তাহাবী (র)-এর যুক্তিভিত্তিক প্রমাণ

অনুসন্ধানের দৃষ্টিতে আমরা লক্ষ্য করেছি যে, মুহ্‌রিমা নারীর পক্ষে ইহরাম বাঁধা অবস্থায় নিজের চেহারা আচ্ছাদিত করা জায়িয নয়। তবে সে নিজের মাথা আচ্ছাদিত করে রাখবে, এতে ফকীহ্‌গণের কোনরূপ মতবিরোধ নেই। আর সকলের ঐকমত্য রয়েছে যে, সে (মহিলা) কানের সম্মুখ ও পশ্চাৎ ভাগ আচ্ছাদিত করতে পারে। এতে প্রমাণ বহন করে যে, মাসেহের ব্যাপারে কানের বিধান হচ্ছে মাথার বিধান, চেহারার বিধান নয়।

দ্বিতীয় দলীল ঃ আমরা ফকীহ্‌গণকে লক্ষ্য করেছি যে, তাঁরা এই বিষয়ে মতবিরোধ করেন না যে, মাথা মাসেহের সাথে কানের পশ্চাৎভাগও মাসেহ্ করবে। বস্তুত তাদের বিরোধ হচ্ছে সম্মুখ ভাগ নিয়ে যা আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। যখন আমরা এই বিষয়ে গভীরভাবে দৃষ্টি দিচ্ছি তখন আমরা সেই সমস্ত অঙ্গগুলোকে দেখছি, উযূতে যার ফরয হওয়ার ব্যাপারে ফকীহ্‌গণের ঐকমত্য রয়েছে। আর তা হচ্ছে চেহরা, দুই হাত, দুই পা ও মাথা । চেহারা পূর্ণ রূপে ধৌত করতে হয়। অনুরূপভাগে দুইহাত এবং দুই পা। এই সমস্ত অঙ্গগুলোর কোন একটি অংশের বিধান অবশিষ্ট অঙ্গের বিধানের পরিপন্থী

নয়। বরং সমস্ত অঙ্গের বিধান এক ও অভিন্ন। হয় সমস্ত অঙ্গ ধৌত করা হবে অথবা পরিপূর্ণ অঙ্গের মাসেহ করতে হবে। ফকীহগণের এ ব্যাপারেও ঐকমত্য রয়েছে যে, কানের পশ্চাৎভাগের বিধান হচ্ছে মাসেহ। সুতরাং যুক্তির দাবি হচ্ছে এর সম্মুখভাগের বিধানও অনুরূপ হবে এবং অন্যান্য অঙ্গের মত পূর্ণ কানের একই বিধান হবে। এটিই হচ্ছে অনুচ্ছেদের যুক্তিনির্ভর দিক। এটিই হচ্ছে ইমাম আবূ হানীফা (র), ইমাম আবূ ইউসুফ (র) ও ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর অভিমত।

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর একদল সাহাবী অনুরূপ বক্তব্য প্রদান করেছেন ঃ

١٤٥- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ شَيْبَةَ قَالَ ثَنَا يَحْيَ بْنُ يَحْيَ قَالَ ثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ حُمَيْدٍ قَالَ رَأَيْتُ اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ تَوَضَّأَ فَمَسَحَ أُذُنَيْهِ ظَاهِرَهُمَا وَبَاطِنَهُمَا مَعَ رَأْسِهِ وَقَالَ اِنَّ ابْنَ مَسْعُوْدٍ كَانَ يَأْمُرُ بِالْاُذُنَيْنِ .

১৪৫. আলী ইব্‌ন শায়বা (র) .... হুমাইদ (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি আনাস ইব্‌ন মালিক (রা)-কে দেখেছি, তিনি উযূ করেছেন এবং মাথার সাথে কানের সম্মুখ ও পশ্চাৎভাগও মাসেহ করেছেন। তিনি বলেন ঃ ইব্‌ন মাসঊদ (রা) দুই কান মাসেহ্‌র হুকুম করতেন।

١٤٦- حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِيْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا ابْنُ أَبِيْ مَرْيَمَ قَالَ ثَنَا يَحْيَ بْنُ اَيُّوْبَ قَالَ حَدَّثَنِيْ حُمَيْدٌ فَذَكَرَ مِثْلَهُ .

১৪৬. ইব্‌ন আবী দাঊদ (র) .... হুমাইদ (র) থেকে অনুরূপ উল্লেখ করেছেন।

١٤٧- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ شَيْبَةَ قَالَ ثَنَا يَحْيَ بْنُ يَحْيَ قَالَ ثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ اَبِيْ حَمْزَةَ قَالَ رَأَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ تَوَضَّأَ فَمَسَحَ أُذُنَيْهِ ظَاهِرَهُمَا وَبَاطِنَهُمَا .

১৪৭. আলী ইব্‌ন শায়বা (র) .... আবূ হামজা (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি ইব্‌ন আব্বাস (রা)-কে দেখেছি, তিনি উযূ করেছেন এবং সম্মুখ ও পশ্চাৎভাগসহ নিজ কান মাসেহ করেছেন।

বিশ্লেষণ

বস্তুত এই ইব্‌ন আব্বাস (রা) যিনি আলী (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে সেই হাদীস বর্ণনা করেছেন, যা আমরা এই অনুচ্ছেদের শুরুতে রিওয়ায়াত করেছি। তাঁরই সূত্রে আতা ইব্‌ন ইয়াসার (র) নবী ﷺ থেকে যা রিওয়ায়াত করেছেন, তা আমরা এই অনুচ্ছেদের দ্বিতীয় অংশে উল্লেখ করেছি। তারপর তিনি এই (দ্বিতীয় রিওয়ায়াতের) উপর আমল করেছেন এবং আলী (রা) সূত্রে যে হাদীস নবী ﷺ থেকে রিওয়ায়াত করেছেন তা ছেড়ে দিয়েছেন। সুতরাং এটি প্রমাণ বহন করে যে, তাঁর নিকট আলী (রা) কর্তৃক বর্ণিত রিওয়ায়াতটি রহিত হয়ে যাওয়াটা প্রমাণিত।

١٤٨- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ قَالَ ثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ ثَنَا اَبِيْ عَنِ ابْنِ اِسْحَاقَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّهُ كَانَ يَقُوْلُ اَلْاُذُنَانِ مِنَ الرَّأْسِ فَامْسَحُوْهُمَا .

১৪৮. আলী ইব্‌ন মা'বাদ (র) .... ইব্‌ন উমার (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলতেন ঃ দুই কান মাথার সাথে সম্পৃক্ত, তাই উভয় কান মাসেহ্ কর।

١٤٩– حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ شَيْبَةَ قَالَ ثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ ثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ غَيْلَانَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُوْلُ الْاُذُنَانِ مِنَ الرَّأْسِ .

১৪৯. আলী ইব্‌ন শায়বা (র) .... গায়লান ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি ইব্‌ন উমার (রা)-কে বলতে শুনেছি যে, কান মাথার সাথে সম্পৃক্ত।

١٥٠– حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ اِسْحَاقَ الْحَضْرَمِيُّ قَالَ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ ثَنَا اَيُّوْبُ عَنْ نَافِعٍ اَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَمْسَحُ اُذُنَيْهِ ظَاهِرَهُمَا وَبَاطِنَهُمَا يَتَتَبَّعُ بِذٰلِكَ الْغُضُوْنَ .

১৫০. ইব্‌ন মারযূক (র) .... নাফি' (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন উমার (রা) কানের সম্মুখ ও পশ্চাৎভাগসহ মাসেহ্ করতেন; এমনকি তা করতেন কানের ভিতর পর্যন্ত।

٩– بَابُ فَرْضِ الرِّجْلَيْنِ فِيْ وَضُوْءِ الصَّلٰوةِ

৯. অনুচ্ছেদ ঃ সালাতের উযূতে পা ধোয়া ফরয হওয়া প্রসঙ্গে

١٥١– حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيْرٍ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ عَنِ النَّزَّالِ بْنِ سَبْرَةَ قَالَ رَأَيْتُ عَلِيًّا صَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ قَعَدَ لِلنَّاسِ فِي الرَّحْبَةِ ثُمَّ اُتِيَ بِمَاءٍ فَمَسَحَ بِوَجْهِهِ وَيَدَيْهِ وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ وَرِجْلَيْهِ وَشَرِبَ فَضْلَهُ قَائِمًا ثُمَّ قَالَ اِنَّ نَاسًا يَّزْعَمُوْنَ اَنَّ هٰذَا يَكْرَهُ وَاِنِّيْ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَصْنَعُ مِثْلَ مَاصَنَعْتُ وَهٰذَا وَضُوْءُ مَنْ لَّمْ يُحْدِثْ .

১৫১. ইব্‌ন মারযূক (র) ..... নাযাল ইব্‌ন সাবরা (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি আলী (রা) কে দেখেছি, তিনি যুহরের সালাত আদায় করেন। তারপর লোকদের জন্য মসজিদের আঙ্গিনায় বসলেন। কিছুক্ষণ পর পানি আনা হলে তিনি চেহারা এবং দুই হাত মাসেহ করেন। পরে মাথা ও দুই পা মাসেহ করেন এবং দাঁড়িয়ে এর অবশিষ্ট পানি পান করেন। তারপর বললেন ঃ লোকেরা ধারণা করে যে, এটি মাকরূহ। আর আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে এমনটি করতে দেখেছি, যেমনটি আমি করেছি। আর এটি হচ্ছে সেই ব্যক্তির উযূ, যে অপবিত্র নয় (যে ব্যক্তি উযূ ছাড়া নয়)।

ইমাম আবূ জা'ফর তাহাবী (র) বলেন ঃ আমাদের মতে এই হাদীসে পা মাসেহ করা ফরয হওয়ার কোন দলীল নেই। যেহেতু এতে ব্যক্ত হয়েছে যে, তিনি নিজের চেহারা মাসেহ্ করেছেন। আর প্রকৃতপক্ষে মাসেহ্ ছিল ধোয়া। অনুরূপভাবে সম্ভাবনা থাকছে যে, পায়ের মাসেহ্ও তেমনিভাবে (ধোয়া) ছিল।

١٥٢- حَدَّثَنَا فَهْدٌ قَالَ ثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ قَالَ ثَنَا عَبْدَةُ عَنِ ابْنِ اِسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ طَلْحَةَ بْنِ يَزِيْدَ بْنِ رُكَانَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ الْخَوْلَانِيِّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ دَخَلَ عَلَيَّ عَلِيٌّ وَقَدْ اَرَاقَ الْمَاءَ فَدَعَا بِوَضُوْءٍ فَجِئْنَاهُ بِاِنَاءٍ مِّنْ مَاءٍ فَقَالَ يَا ابْنَ عَبَّاسٍ اَلاَ اَتَوَضَّأُ لَكَ كَمَا رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَتَوَضَّأُ قُلْتُ بَلٰى فِدَاكَ اَبِيْ وَاُمِّيْ فَذَكَرَ حَدِيْثًا طَوِيْلاً قَالَ ثُمَّ اَخَذَ بِيَدَيْهِ جَمِيْعًا حَفْنَةً مِّنْ مَّاءٍ فَصَكَّ بِهَا عَلٰى قَدَمَيْهِ الْيُمْنٰى وَالْيُسْرٰى كَذٰلِكَ .

১৫২. ফাহাদ (র) .... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, একবার আলী (রা) আমার কাছে এলেন। তিনি পানি প্রবাহিত করে ছিলেন (গোসল করেছিলেন)। তিনি উযূ করার জন্য পানি চাইলেন। আমরা তাঁর জন্য পানির পাত্র আনলাম। তিনি বললেন, হে ইব্‌ন আব্বাস! আমি কি তোমাকে উযূ করে দেখাব না, যেমনিভাবে আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে উযূ করতে দেখেছি ? আমি বললাম, হাঁ। আমার মাতা-পিতা আপনার প্রতি উৎসর্গ হউক। তারপর দীর্ঘ হাদীস উল্লেখ পূর্বক বললেন ঃ তারপর তিনি দুই হাত মিলিত করে এককোষ পানি নিয়ে ডান পায়ে এরপরে অনুরূপভাবে বাম পায়ে পানি ঢেলে দিলেন।

١٥٣- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ شَيْبَةَ قَالَ ثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيٰى قَالَ ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ تَوَضَّأَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَاَخَذَ مِلْءَ كَفِّهِ مَاءً فَرَشَّ بِهِ عَلٰى قَدَمَيْهِ وَهُوَ مُتَنَعِّلٌ.

১৫৩. আলী ইব্‌ন শায়বা (র) .... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ উযূ করেছেন, পরে তিনি কোষভর্তি পানি নিয়ে দুই পায়ে ছিটিয়ে দিলেন, তখন তিনি জুতা পরিহিত অবস্থায় ছিলেন ।

١٥٤- حَدَّثَنَا اَبُوْ اُمَيَّةَ قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْاَصْبَهَانِيُّ قَالَ اَنَا شَرِيْكٌ عَنِ السُّدِّيِّ عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ عَنْ عَلِيٍّ اَنَّهُ تَوَضَّأَ فَمَسَحَ عَلٰى ظَهْرِ الْقَدَمِ وَقَالَ لَوْ لَا اَنِّيْ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَعَلَهُ لَكَانَ بَاطِنَ الْقَدَمِ اَحَقُّ مِنْ ظَاهِرِهِ .

১৫৪. আবূ উমাইয়া (র) .... আলী (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি একবার উযূ করেন, তিনি পায়ের উপর অংশে মাসেহ করে বললেন ঃ আমি যদি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে এরূপভাবে করতে না দেখতাম তাহলে (এরূপ করতাম না) (কেননা বাহ্যত) পায়ের উপর অংশ অপেক্ষা নিচের অংশই মাসেহের অধিক উপযোগী।

١٥٥- حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِيْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا اَحْمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ اللَّهَبِيُّ قَالَ ثَنَا ابْنُ اَبِيْ فُدَيْكٍ عَنِ ابْنِ اَبِيْ ذِئْبٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّهُ كَانَ اِذَا تَوَضَّأَ وَنَعْلَاهُ فِيْ قَدَمَيْهِ مَسَحَ ظُهُوْرَ قَدَمَيْهِ بِيَدَيْهِ وَيَقُوْلُ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَصْنَعُ هٰكَذَا .

১৫৫. ইব্‌ন আবী দাউদ (র) .... ইব্‌ন উমার (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি যখন উযূ করতেন এবং তাঁর জুতা জোড়া পায়ে থাকত, তখন তিনি হাত দ্বারা পায়ের উপর অংশ মাসেহ করতেন। আর বলতেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ অনুরূপ করতেন।

١٥٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ ثَنَا حَجَّاجُ بْنُ الْمِنْهَالِ قَالَ ثَنَا هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى قَالَ اَنَا اِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِى طَلْحَةَ قَالَ ثَنَا عَلِيُّ بْنُ يَحْيَى بْنِ خَلاَّدٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَمِّهِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ اَنَّهُ كَانَ جَالِسًا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَذَكَرَ الْحَدِيْثَ حَتّٰى قَالَ اِنَّهُ لاَ تَتِمُّ صَلٰوةُ اَحَدِكُمْ حَتّٰى يُسْبِغَ الْوُضُوْءَ كَمَا اَمَرَهُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ فَيَغْسِلُ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ اِلَى الْمِرْفَقَيْنِ وَيَمْسَحُ بِرَاْسِهِ وَرِجْلَيْهِ اِلَى الْكَعْبَيْنِ .

১৫৬. মুহাম্মদ ইব্‌ন খুযায়মা (র) .... রিফা'আ ইব্‌ন রাফি' (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, একবার তিনি নবী ﷺ-এর নিকট বসা ছিলেন। তারপর পূর্ণ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। শেষ পর্যন্ত তিনি বললেন ঃ কারো সালাত পূর্ণ হবে না যতক্ষণ না সেইভাবে উযূ পূর্ণ করবে, যেভাবে আল্লাহ্ তা'আলা নির্দেশ দিয়েছেন। সুতরাং নিজের চেহারা এবং হাত কনুই পর্যন্ত ধৌত করবে, মাথা মাসেহ করবে এবং পায়ের গিরা (টাখনু) পর্যন্ত (ধৌত) করবে।

١٥٧- حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْفَرَجِ قَالَ ثَنَا عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ قَالَ ثَنَا ابْنُ لَهِيْعَةَ عَنْ اَبِى الْاَسْوَدِ عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيْمٍ عَنْ عَمِّهِ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى الْقَدَمَيْنِ وَاَنَّ عُرْوَةَ كَانَ يَفْعَلُ ذٰلِكَ .

১৫৭. রাওহ ইব্‌নুল ফারাজ (র) .... আব্বাদ ইব্‌ন তামীম-এর পিতা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী ﷺ উযূ করেছেন এবং পা মাসেহ করেছেন। উরওয়া (রা) ও অনুরূপ করতেন।

একদল আলিম এই মত গ্রহণ করেছেন এবং তাঁরা বলেছেন ঃ অনুরূপভাবে পায়ের বিধান হচ্ছে তা মাসেহ্ করা হবে, যেমনিভাবে মাথা মাসেহ করা হয়। পক্ষান্তরে এই বিষয়ে অপরাপর আলিমগণ তাঁদের বিরোধিতা করে বলেছেন ঃ বরং তা ধোয়া হবে। তাঁরা এই বিষয়ে (নিম্নোক্ত) হাদীসসমূহ দ্বারা দলীল পেশ করেছেন ঃ

١٥٨- حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ ثَنَا الْفِرْيَابِيُّ قَالَ ثَنَا زَائِدَةُ بْنُ قُدَامَةَ قَالَ ثَنَا عَلْقَمَةُ بْنُ خَالِدٍ اَوْ خَالِدُ بْنُ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ قَالَ دَخَلَ عَلِيٌّ الرَّحْبَةَ ثُمَّ قَالَ لِغُلاَمِهِ ايْتِنِيْ بِطَهُوْرٍ فَاَتَاهُ بِمَاءٍ وَّطَسْتٍ فَتَوَضَّأَ فَغَسَلَ رِجْلَيْهِ ثَلْثًا ثَلْثًا وَقَالَ هٰكَذَا كَانَ طُهُوْرُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ .

১৫৮. হুসাইন ইব্‌ন নাস্‌র (র) .... আব্‌দ খায়র (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আলী (রা) (ইস্‌তিঞ্জার পর) আঙ্গিনায় প্রবেশ করে নিজের গোলামকে বললেন, আমার জন্য পানি

নিয়ে এস। সে পানি এবং গামলা নিয়ে আসল, তিনি উযূ করলেন এবং তিনবার করে পা ধৌত করে বললেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর উযূ অনুরূপ ছিল।

١٥٩- حَدَّثَنَا حُسَيْنُ قَالَ ثَنَا الْفِرْيَابِيُّ قَالَ ثَنَا اِسْرَائِيْلُ قَالَ ثَنَا اَبُوْ اِسْحَاقَ عَنْ اَبِيْ حَيَّةَ الْوَادِعِيِّ عَنْ عَلِيٍّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ .

১৫৯. হুসাইন (র) .... আলী (রা)-এর বরাতে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

١٦٠- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ شَيْبَةَ قَالَ ثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ ثَنَا اَبُو الْاَحْوَصِ عَنْ اَبِيْ اِسْحَاقَ فَذَكَرَ بِاِسْنَادِهِ مِثْلَهُ .

১৬০. আলী ইব্‌ন শায়বা (র) .... আবূ ইসহাক (র) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

١٦١- حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا اَبُوْ عَامِرٍ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَالِكِ بْنِ عُرْفُطَةَ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ خَيْرٍ قَالَ سَمِعْتُ عَلِيًا فَذَكَرَ بِاِسْنَادِهِ مِثْلَهُ .

১৬১. ইব্‌ন মারযূক (র) .... মালিক থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

١٦٢- حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيْدِ قَالَ ثَنَا اِسْحَاقُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ اَنَّهُ تَوَضَّأَ فَغَسَلَ رِجْلَيْهِ ثَلْثًا ثَلْثًا وَقَالَ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ تَوَضَّأَ هٰكَذَا .

১৬২. ইব্‌ন মারযূক (র) .... উসমান ইব্‌ন আফফান (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি একবার উযূ করলেন এবং তিনবার করে পা ধৌত করলেন। তারপর বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে অনুরূপ উযূ করতে দেখেছি।

١٦٣- حَدَّثَنَا يُوْنُسُ وَابْنُ اَبِيْ عَقِيْلٍ قَالاَ اَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ اَنَّ عَطَاءَ بْنَ يَزِيْدَ اللَّيْثِيَّ اَخْبَرَهُ اَنَّ حُمْرَانَ مَوْلٰى عُثْمَانَ اَخْبَرَهُ عَنْ عُثْمَانَ مِثْلَهُ .

১৬৩. ইউনুস (র) ও ইব্‌ন আবী আকীল (র) .... উসমান (রা)-এর আযাদকৃত গোলাম হুমরান (রা) উসমান (রা) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

١٦٤- حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ سِنَانٍ قَالَ ثَنَا صَفْوَانُ بْنُ عِيْسٰى قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِيْ مَرْيَمَ قَالَ دَخَلْتُ عَلٰى زَيْدِ بْنِ دَارَةَ بَيْتَهُ فَسَمِعَنِيْ وَاَنَا اُمَضْمِضُ فَقَالَ لِيْ يَا اَبَا مُحَمَّدٍ فَقُلْتُ لَبَّيْكَ فَقَالَ اَلاَ اُخْبِرُكَ عَنْ وُضُوْءِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قُلْتُ بَلٰى قَالَ رَأَيْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ عِنْدَ الْمَقَاعِدِ بِوَضُوْءٍ فَتَوَضَّأَ ثَلْثًا ثَلْثًا فَغَسَلَ رِجْلَيْهِ ثَلْثًا ثَلْثًا ثُمَّ قَالَ مَنْ اَحَبَّ اَنْ يَّنْظُرَ اِلٰى وُضُوْءِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَلْيَنْظُرْ اِلٰى وَضُوْئِيْ .

১৬৪. ইয়াযীদ ইব্ন সিনান (র) .... মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবী মারইয়াম (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি একবার যায়দ ইব্ন দারা (র)-এর ঘরে গেলাম। আমি কুল্লিরত অবস্থায় তিনি আমাকে (হাদীস) শুনিয়ে বললেন, হে আবূ মুহাম্মদ! আমি বললাম, আমি উপস্থিত। তিনি বললেন, আমি কি তোমাকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর উযূ সম্পর্কে বলব না? আমি বললাম, হ্যাঁ, অবশ্যই বলুন। তিনি বললেন, আমি উসমান ইব্ন আফফান (রা)-কে উযূ করার স্থানে দেখলাম। তিনি (উযূর জন্য) পানি চেয়ে আনলেন। তারপর প্রতিটি অঙ্গ তিনবার ধৌত করলেন। এর পরে বললেন ঃ যে ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর উযূ দেখতে ইচ্ছুক, সে যেন আমার উযূ দেখে নেয়।

١٦٥– حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ سِنَانٍ قَالَ ثَنَا اَبُوْ بَكْرٍ الْحَنَفِيُّ قَالَ ثَنَا كَثِيْرُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ ثَنَا الْمُطَّلِبُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ حَنْطَبِ الْمَخْزُوْمِيُّ عَنْ حُمْرَانَ بْنِ اَبَانٍ اَنَّ عُثْمَانَ تَوَضَّاَ فَغَسَلَ رِجْلَيْهِ ثَلٰثًا ثَلٰثًا وَقَالَ لَوْ قُلْتُ اِنَّ هٰذَا وَضُوْءَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ صَدَقْتُ .

১৬৫. ইয়াযীদ ইব্ন সিনান (র) .... হুমরান ইব্ন আবান (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, উসমান (রা) একবার উযূ করেন। তিনি তিন বার করে পা ধৌত করে বললেন ঃ আমি যদি বলি এটা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর উযূ তাহলে আমি সত্য কথাই বলব।

١٦٦– حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِيْ عَقِيْلٍ قَالَ اَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِي ابْنُ لَهِيْعَةَ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ عَمْرٍو الْمُعَافِرِيِّ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا عَبْدَ الرَّحْمٰنِ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ زَيْدٍ يَقُوْلُ سَمِعْتُ الْمُسْتَوْرِدَ بْنَ شَدَّادِ الْقَرْشِيَّ يَقُوْلُ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَدْلُكُ بِخِنْصِرِهِ مَا بَيْنَ اَصَابِعِ رِجْلَيْهِ .

১৬৬. ইব্ন আবী আকীল (র) .... মুসতাওরিদ ইব্ন শাদ্দাদ কারশী (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে দেখেছি, তিনি কনিষ্ঠাঙ্গুলী দ্বারা পায়ের আঙ্গুলির মাঝে ঘষছিলেন। আর এটা তো শুধুমাত্র ধৌত করার ব্যাপারে হয়ে থাকে। যেহেতু মাসেহ সেখান পর্যন্ত পৌঁছে না। মাসেহ তো বিশেষ করে পায়ের পিঠে (উপরের অংশে) হয়ে থাকে।

١٦٧– حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ اَبِيْ دَاوُدَ قَالاَ ثَنَا سَعِيْدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْوَاسِطِيُّ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَمْرِوبْنِ اَبِيْ عَمْرٍو عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِيْ رَافِعٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَتَوَضَّأُ فَغَسَلَ رِجْلَيْهِ ثَلٰثًا .

১৬৭. মুহাম্মদ ইব্ন খুযায়মা (র) ও ইব্ন আবী দাঊদ (র) .... বর্ণনা করেন যে, আমর ইব্ন উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন আবী রাফি' (র) তাঁর পিতা-পিতামহ (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে উযূ করতে দেখেছি। তিনি তিনবার পা ধৌত করেছেন।

١٦٨– حَدَّثَنَا يُوْنُسُ وَحُسَيْنُ بْنُ نَصْرٍ قَالاَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ قَالَ ثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عَمْرٍو عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيْلٍ عَنِ الرُّبَيِّعِ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَأْتِيْنَا فَيَتَوَضَّأُ لِلصَّلٰوةِ فَيَغْسِلُ رِجْلَيْهِ ثَلٰثًا ثَلٰثًا .

১৬৮. ইউনুস (র) ও হুসাইন ইব্‌ন নাস্‌র (র) .... রুবায়্যি (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদের নিকট আসতেন এবং সালাতের জন্য উযূ করতেন এবং তিনবার করে পা ধৌত করতেন।

١٦٩– حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ عُمَرَ الْحَوْضِىُّ قَالَ ثَنَا هَمَّامُ قَالَ ثَنَا عَامِرُ الْاَحْوَلُ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ تَوَضَّاَ فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ ثَلْثًا وَّغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلْثًا وَذِرَاعَيْهِ ثَلْثًا ثَلْثًا وَّمَسَحَ بِرَأْسِهِ وَوَضَّاَ قَدَمَيْهِ .

১৬৯. ইব্‌ন আবী দাঊদ (র) .... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ উযূ করেন। তিনি তিনবার কুলি করলেন, তিনবার নাকে পানি দিলেন; তিনবার চেহারা ধুলেন, দুই হাত তিন বার করে ধুলেন, মাথা মাসেহ্ করলেন এবং পা ধৌত করলেন।

١٧٠– حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ ثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ مُوْسٰى بْنِ اَبِىْ عَائِشَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهٖ اَنَّ رَجُلًا اَتَى النَّبِىَّ ﷺ فَسَاَلَهُ كَيْفَ الطُّهُوْرُ فَدَعَا بِمَاءٍ فَتَوَضَّاَ ثَلْثًا ثَلْثًا وَمَسَحَ بِرَاْسِهٖ وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ ثُمَّ قَالَ هٰكَذَا الْوُضُوْءُ فَمَنْ زَادَ عَلٰى هٰذَا اَوْنَقَصَ فَقَدْ اَسَاءَ وَظَلَمَ .

১৭০. আহমদ ইব্‌ন দাঊদ (র) .... বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন শু'আইব (র) তাঁর পিতা-পিতামহ (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, একবার জনৈক ব্যক্তি নবী ﷺ-এর খিদমতে উপস্থিত হয়ে জিজ্ঞাসা করল ঃ উযূর পদ্ধতি কি ? তিনি পানি চেয়ে এনে প্রতিটি অঙ্গ তিনবার করে ধুয়ে উযূ করলেন, মাথা মাসেহ্ করলেন এবং পা ধুলেন। তারপর বললেন ঃ উযূ (এর পদ্ধতি) এরূপ। সুতরাং যে ব্যক্তি এর অতিরিক্ত বা এর থেকে কম করবে সে খারাপ কাজ এবং যুলুম করল।

١٧١– حَدَّثَنَا يُوْنُسُ وَابْنُ اَبِىْ عَقِيْلٍ قَالَا اَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَنَّ مَالِكًا حَدَّثَهُ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْىَ الْمَازِنِىِّ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّهُ قَالَ لِعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَاصِمٍ هَلْ تَسْتَطِيْعُ اَنْ تُرِيَنِىْ كَيْفَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَتَوَضَّاُ فَدَعَا بِمَاءٍ فَتَوَضَّاَ وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ .

১৭১. ইউনুস (র) ও ইব্‌ন আবী আকীল (র) .... বর্ণনা করেন যে, আমর ইব্‌ন ইয়াহইয়া মাযিনী (র)-এর পিতা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন যায়দ ইব্‌ন আসিম-কে জিজ্ঞাসা করেন, আপনি কি আমাকে দেখাতে পারেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কিভাবে উযূ করেছেন? এতে তিনি পানি চেয়ে আনলেন, উযূ করলেন এবং দুই পা ধুলেন।

١٧٢– حَدَّثَنَا بَحْرُ قَالَ ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ اَبَا جُبَيْرٍ الْكِنْدِىَّ قَدِمَ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَاَمَرَ لَهُ بِوَضُوْءٍ فَقَالَ تَوَضَّاْ يَا اَبَا جُبَيْرٍ فَبَدَاَ بِفِيْهِ فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا تَبْدَاْ بِفِيْكَ فَاِنَّ الْكَافِرَ يَبْدَاُ بِفِيْهِ وَدَعَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِمَاءٍ فَتَوَضَّاَ ثَلْثًا ثَلْثًا ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهٖ وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ .

১৭২. বাহ্‌র (র) .... আবদুর রহমান ইব্‌ন জুবাইর ইব্‌ন নুফাইর (র) তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন যে, আবূ জুবাইর কিন্দী (রা) একবার রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর খিদমতে উপস্থিত হলেন। তিনি তাঁর জন্য (উযূর) পানি আনার নির্দেশ দিলেন, পরে বললেন ঃ হে আবূ জুবাইর! উযূ কর। তিনি মুখমণ্ডল থেকে (উযূ) আরম্ভ করলেন। এতে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁকে বললেন, মুখমণ্ডল থেকে আরম্ভ কর না। কেননা কাফির ব্যক্তিই মুখমণ্ডল থেকে আরম্ভ করে। তারপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ পানি চেয়ে এনে প্রতিটি অঙ্গ তিনবার করে ধৌত করে উযূ করেন। মাথা মাসেহ করেন এবং পা ধৌত করেন।

١٧٣- حَدَّثَنَا فَهْدٌ قَالَ ثَنَا أدَمُ قَالَ ثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ بِإِسْنَادِهِ قَالَ فَهْدٌ فَذَكَرْتُهُ لِعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ صَالِحٍ فَقَالَ سَمِعْتُهُ مِنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ .

১৭৩. ফাহাদ (র) ...... মু'আবিয়া (রা) থেকে অনুরূপ উল্লেখ করেছেন। বর্ণনাকারী ফাহাদ (র) বলেন ঃ আমি আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন সালিহ (র)-এর নিকট এ বিষয় উল্লেখ করলে তিনি বলেন ঃ আমি তা মুআবিয়া ইব্‌ন সালিহ (র) থেকে শুনেছি।

বস্তুত এই সমস্ত হাদীস রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে মুতাওয়াতির সনদ তথা বহু ধারাবাহিক সূত্র পরম্পরায় বর্ণিত আছে যে, তিনি সালাতের উযূতে পা ধৌত করেছেন। তাঁর থেকে এরূপ রিওয়ায়াতও বর্ণিত আছে, যা থেকে বুঝা যায় যে, দুই পায়ের বিধান হচ্ছে ধৌত করা।
এই সম্পর্কে বর্ণিত কিছু রিওয়ায়াত নিম্নরূপ ঃ

١٧٤- حَدَّثَنَا يُوْنُسُ وَابْنُ اَبِى عَقِيْلٍ قَالاَ اَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَنَّ مَالِكًا حَدَّثَهُ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِذَا تَوَضَّأَ الْعَبْدُ الْمُسْلِمُ اَوِ الْمُؤْمِنُ فَغَسَلَ وَجْهَهُ خَرَجَتْ مِنْ وَجْهِهِ كُلُّ خَطِيْئَةٍ نَظَرَ اِلَيْهَا بِعَيْنِهِ فَاِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ خَرَجَتْ مِنْ يَّدَيْهِ كُلُّ خَطِيْئَةٍ بَطَشَتْهَا يَدَاهُ فَاِذَا غَسَلَ رِجْلَيْهِ خَرَجَتْ كُلُّ خَطِيْئَةٍ مَشَتْ اِلَيْهَا رِجْلاَهُ .

১৭৪. ইউনুস (র) ও ইব্‌ন আবী আকীল (র) .... আবূ হুরায়রা (রা) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যখন কোন 'মুসলিম' অথবা বলেছেন, 'মু'মিন বান্দা উযূ করে আর সে তার মুখ ধোয় তখন তার চেহারা থেকে সব গুনাহ বের হয়ে যায়, যা সে তার দু'চোখ দিয়ে দেখে ছিল; যখন সে তার দু'হাত ধোয় তখন তার উভয় হাত থেকে সকল গুনাহ বের হয়ে যায়, যা সে হাত দিয়ে ধরেছিল; যখন সে তার দু'পা ধোয় তখন (তার উভয় পা থেকে) সকল গুনাহ বের হয়ে যায়, যার দিকে সে দু'পা দিয়ে হেঁটে গিয়েছিল।

١٧٥- حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ ثَنَا ابْنُ اَبِىْ مَرْيَمَ قَالَ اَنَا مُوْسَى بْنُ يَعْقُوْبَ قَالَ حَدَّثَنِىْ عَبَّادُ بْنُ اَبِىْ صَالِحٍ السَّمَّانُ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَاهُ يَقُوْلُ سَمِعْتُ اَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ

سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَتَوَضَّأُ فَيَغْسِلُ سَائِرَ رِجْلَيْهِ اِلاَّ خَرَجَ مَعَ قَطْرِ الْمَاءِ كُلُّ سَيِّئَةٍ مَشٰى بِهِمَا اِلَيْهَا .

১৭৫. হুসাইন ইব্‌ন নাস্‌র (র) .... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলতে শুনেছি ঃ কোন মুসলিম উযূ কালে যদি সমস্ত পা পূর্ণরূপে ধোয়, তো পানির ফোঁটার সাথে সেই সমস্ত গুনাহ বের হয়ে যায়, যার দিকে সে উভয় পা দিয়ে হেঁটে গিয়েছিল।

١٧٦- حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا الْحَمَّانِىُّ قَالَ ثَنَا قَيْسُ بْنُ الرَّبِيْعِ عَنِ الْاَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ عَبَّادٍ الْعَبْدِيِّ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ مَا اَدْرِىْ رَكَمْ حَدَّثَنِيْهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَزْوَاجًا وَّاَفْرَادًا مَا مِنْ عَبْدٍ يَتَوَضَّأُ فَيُحْسِنُ الْوُضُوْءَ فَيَغْسِلُ وَجْهَهُ حَتّٰى يَسِيْلَ الْمَاءُ عَلٰى ذَقَنِهِ ثُمَّ يَغْسِلُ ذِرَاعَيْهِ حَتّٰى يَسِيْلَ الْمَاءُ عَلٰى مِرْفَقَيْهِ وَيَغْسِلُ رِجْلَيْهِ حَتّٰى يَسِيْلَ الْمَاءُ مِنْ قِبَلِ كَعْبَيْهِ ثُمَّ يَقُوْمُ فَيُصَلِّىْ رَكْعَتَيْنِ اِلاَّ غَفَرَ اللّٰهُ لَهُ مَا سَلَفَ مِنْ ذَنْبِهِ .

১৭৬. ইব্‌ন আবী দাঊদ (র) ...... ছা'লাবা ইব্‌ন আব্বাদ আবাদী (র)-এর পিতা থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেছেন, তোমরা কি জান, আমাকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ পৃথকভাবে এবং সম্মিলিতভাবে বর্ণনা করেছেন ঃ বান্দা যদি উত্তমরূপে উযূ করে এবং নিজের চেহারাকে ধোয় যাতে পানি তার থুতনির উপর প্রবাহিত হয়; তারপর দুই হাত ধোয়, যাতে পানি তার কনুই-এর উপর প্রবাহিত হয়; দু'পা ধোয়, যাতে পানি তার পায়ের গিরার (টাখনোর) দিকে প্রবাহিত হয়ে যায়; এরপর দাঁড়িয়ে দু'রাকআত সালাত আদায় করে তাহলে আল্লাহ্ তা'আলা তার অতীত গুনাহ ক্ষমা করে দিবেন।

١٧٧- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَشِيْشٍ الْبَصَرِىُّ قَالَ ثَنَا اَبُو الْوَلِيْدِ قَالَ ثَنَا قَيْسُ فَذَكَرَ مِثْلَهُ بِاِسْنَادِهِ .

১৭৭. আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন হাশীশ বসরী (র) .... কায়স (র) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

١٧٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَجَّاجِ الْحَضْرَمِىُّ قَالَ ثَنَا عَلِىُّ بْنُ مَعْبَدٍ قَالَ ثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عَمْرٍو عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ اَبِىْ قِلاَبَةَ عَنْ شُرَحْبِيْلَ بْنِ السَّمْطِ اَنَّهُ قَالَ مَنْ يُحَدِّثُنَا عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ عَمْرُو بْنُ عَبَسَةَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اِذَا دَعَا الرَّجُلُ بِطَهُوْرِهِ فَغَسَلَ وَجْهَهُ سَقَطَتْ خَطَايَاهُ مِنْ وَجْهِهِ وَاَطْرَافِ لِحْيَتِهِ فَاِذَا

غَسَلَ يَدَيْهِ سَقَطَتْ خَطَايَاهُ مِنْ اَطْرَافِ اَنَامِلِهِ فَاِذَا مَسَحَ بِرَأْسِهِ سَقَطَتْ خَطَايَاهُ مِنْ اَطْرَافِ شَعْرِهِ فَاِذَا غَسَلَ رِجْلَيْهِ خَرَجَتْ خَطَايَا رِجْلَيْهِ مِنْ بُطُوْنِ قَدَمَيْهِ .

১৭৮. মুহাম্মদ ইব্‌ন হাজ্জাজ হাযরামী (র) .... শুরাহ্‌বীল ইব্‌ন ছাম্‌ত (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন ঃ আমাদেরকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে কে হাদীস বর্ণনা করবে ? আমার ইব্‌ন আবাসা (রা) বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন ঃ যখন কোন ব্যক্তি পানি চেয়ে এনে চেহারা ধোয়, চেহারা এবং দাড়ির প্রান্ত দিয়ে তার গুনাহসমূহ ঝরে যায়; যখন দু' হাত ধোয়, তখন আঙ্গুলের ডগার দিক দিয়ে তার গুনাহসমূহ ঝরে যায়; যখন মাথা মাসেহ করে তখন চুলের প্রান্ত দিয়ে তার গুনাহসমূহ ঝরে যায়; যখন দু' পা ধোয় তখন পায়ের নিচ দিয়ে তার গুনাহসমূহ ঝরে যায়।

١٧٩- حَدَّثَنَا بَحْرٌ قَالَ ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ ضَمْرَةَ بْنِ حَبِيْبٍ وَاَبِي يَحْيَى وَاَبِي طَلْحَةَ وَعَنْ اَبِي اُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبَسَةَ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ كَيْفَ الْوُضُوْءُ قَالَ اِذَا تَوَضَّأْتَ فَغَسَلْتَ يَدَيْكَ ثَلٰثًا خَرَجَتْ خَطَايَاكَ مِنْ بَيْنِ اَظْفَارِكَ وَاَنَامِلِكَ فَاِذَا مَضْمَضْتَ وَاسْتَنْشَقْتَ فِي مَنْخَرَيْكَ وَغَسَلْتَ وَجْهَكَ وَذِرَاعَيْكَ اِلَى الْمِرْفَقَيْنِ وَغَسَلْتَ رِجْلَيْكَ اِلَى الْكَعْبَيْنِ اغْتَسَلْتَ مِنْ عَامَّةِ خَطَايَاكَ .

১৭৯. বাহ্‌র (র) .... আমর ইব্‌ন আবাসা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! উযূর পদ্ধতি কি ? তিনি বললেন ঃ যখন তুমি উযূ করবে দু'হাত তিনবার ধুবে, নখ এবং আঙ্গুলের মধ্য দিয়ে তোমার গুনাসমূহ বের হয়ে যাবে; যখন তুমি কুলি করবে এবং নাকে পানি দিবে, চেহারা এবং দু'হাত কনুইসহ ধুবে, টাখনো পর্যন্ত দু'পা ধুবে তখন তুমি তোমার ব্যাপক গুনাহসমূহ ধুয়ে ফেলেছ।

বস্তুত এই সমস্ত হাদীসও প্রমাণ বহন করছে যে, দু'পা ধৌত করা ফরয। যেহেতু তা যদি মাসেহ করা ফরয হত তাহলে ধৌত করার দ্বারা সওয়াব পাওয়া যেত না।

তুমি কি দেখতে পাচ্ছ না যে, মাথার যে অংশ মাসেহ করা ফরয তা ধৌত করার দ্বারা ছওয়াব লাভ হয় না। যখন উভয় পা ধোয়ার দ্বারা ছওয়াব লাভ হয়, এতে প্রমাণিত হয় যে, তা ধৌত করাই ফরয। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে এই বিষয়েও হাদীস বর্ণিত আছে ঃ

١٨٠- حَدَّثَنَا فَهْدٌ قَالَ ثَنَا اَبُوْ نُعَيْمٍ قَالَ ثَنَا اِسْرَائِيْلُ عَنْ اَبِي اِسْحَاقَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِي كَرِبٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ رَأَى النَّبِيُّ ﷺ فِي قَدَمِ رَجُلٍ لَمْعَةً لَّمْ يَغْسِلْهَا فَقَالَ وَيْلٌ لِّلْاَعْقَابِ مِنَ النَّارِ .

১৮০. ফাহাদ (র) ...... জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, একবার রাসূলুল্লাহ্ ﷺ জনৈক ব্যক্তির পায়ের কিছু অংশ শুকনো দেখে ফেলেন, যা সে ধৌত করে নি। এতে তিনি বললেন ঃ গোড়ালির (যা ভিজেনি) জন্য রয়েছে জাহান্নামের শাস্তি।

١٨١– حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ اِسْمَاعِيْلَ قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ اَبِىْ اِسْحَاقَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِىْ كَرِبٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَيْلٌ لِّلْاَعْقَابِ مِنَ النَّارِ اَسْبِغُوا الْوُضُوْءَ .

১৮১. আবূ বাকরা (র) .... জাবির (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ গোড়ালির (যা ভিজেনি) জন্য রয়েছে জাহান্নামের শাস্তি। তোমরা পূর্ণরূপে উযূ কর।

١٨٢– حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا عَمْرُو بْنُ يُوْنُسَ قَالَ ثَنَا عِكْرَمَةُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ يَحْىَ بْنُ اَبِىْ كَثِيْرٍ قَالَ ثَنَا اَبُوْ سَلَمَةَ قَالَ ثَنَا سَالِمُ مَّوْلَى الْمَهْرِىُّ قَالَ سَمِعْتُ عَائِشَةَ تُنَادِىْ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ اَسْبِغِ الْوَضُوْءَ فَاِنِّىْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ وَيْلٌ لِّلْاَعْقَابِ مِنَ النَّارِ .

১৮২. আবূ বাক্‌রা (র) .... মিহরীর আযাদকৃত গোলাম সালিম (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি আয়েশা (রা) কর্তৃক আবদুর রহমান (রা)-কে এই বলে সজোরে নির্দেশ দিতে শুনেছি ঃ পূর্ণরূপে উযূ কর। যেহেতু আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, "গোড়ালির (যা ভিজেনি) জন্য রয়েছে জাহান্নামের শাস্তি।"

١٨٣– حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ عَاصِمٍ قَالَ ثَنَا ابْنُ عَجْلَانَ عَنِ الْمَقْبُرِىِّ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ اَنَّهُ سَمِعَ عَائِشَةَ تَقُوْلُ يَاعَبْدَ الرَّحْمٰنِ فَذَكَرَ مِثْلَهُ .

১৮৩. আবূ বাকরা (র) ...... আবূ সালামা থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি আয়েশা (রা)-কে বলতে শুনেছেন ঃ "হে আবদুর রহমান!" তারপর অনুরূপ উল্লেখ করেছেন।

١٨٤– حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا حَرْبُ بْنُ شَدَّادٍ عَنْ يَحْىَ بْنِ اَبِىْ كَثِيْرٍ عَنْ سَالِمِ الدَّوْسِىِّ عَنْ عَائِشَةَ مِثْلَهُ .

১৮৪. আবূ বাকরা (র) ....সালিম দাওসী আয়েশা (রা) থেকে অনুরূপ উল্লেখ করেছেন।

١٨٥– حَدَّثَنَا رَبِيْعُ الْجِيْزِىُّ قَالَ ثَنَا اَبُوْ زُرْعَةَ قَالَ اَنَا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ قَالَ اَنَا اَبُو الْاَسْوَدِ اَنَّ اَبَا عَبْدِ اللّٰهِ مَوْلَى شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ حَدَّثَهُ دَخَلَ عَلٰى عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِىِّ ﷺ وَعِنْدَهَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ اَبِىْ بَكْرٍ ثُمَّ مِثْلَهُ .

১৮৫. রবী'উল জীযী (র) ......শাদ্দাদ ইবনুল হাদ-এর আযাদকৃত গোলাম আবূ আবদুল্লাহ্ থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি একবার নবী ﷺ-এর সহধর্মিণী আয়েশা (রা)-এর নিকট যান। তখন তাঁর নিকট আবদুর রহমান ইব্ন আবূ বকর (রা) উপস্থিত ছিলেন। তারপর তিনি (পূর্বোক্ত হাদীসের) অনুরূপ উল্লেখ করেছেন।

١٨٦– حَدَّثَنَا فَهْدٌ قَالَ ثَنَا ابْنُ اَبِىْ مَرْيَمَ قَالَ اَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلاَلٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ سُهَيْلُ بْنُ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَيْلٌ لِّلْاَعْقَابِ مِنَ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ .

১৮৬. ফাহাদ (র) ...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ কিয়ামত দিবসে গোড়ালির (যা ভিজেনি) জন্য রয়েছে জাহান্নামের শাস্তি।

١٨٧– حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا وَهْبٌ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ اَبُو الْقَاسِمِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَيْلٌ لِّلْاَعْقَابِ مِنَ النَّارِ .

১৮৭. ইব্ন মারযূক (র) .... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আবুল কাসিম রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ গোড়ালির (যা ভিজেনি) জন্য রয়েছে জাহান্নামের শাস্তি।

١٨٨– حَدَّثَنَا ابْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ ثَنَا عَلِىُّ بْنُ الْجَعْدِ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ فَذَكَرَ مِثْلَهُ بِاِسْنَادِهِ .

১৮৮. ইব্ন খুযায়মা (র) .... শু'বা (র) থেকে অনুরূপ উল্লেখ করেছেন।

١٨٩– حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ ثَنَا يَحْىَ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنِى اللَّيْثُ عَنْ حَيْوَةَ بْنِ شُرَيْحٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ جَزْءٍ الزُّبَيْدِىِّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ وَيْلٌ لِّلْاَعْقَابِ وَبُطُوْنِ الْاَقْدَامِ مِنَ النَّارِ .

১৮৯. ইউনুস (র) .... আবদুল্লাহ্ ইব্ন হারিস ইব্ন জায্য়ায-যুবাইদী (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছি ঃ "গোড়ালি এবং পায়ের পাতা (যা ভিজেনি)-এর জন্য রয়েছে জাহান্নামের শাস্তি।"

١٩٠– حَدَّثَنَا رَبِيْعُ الْجِيْزِىُّ قَالَ ثَنَا اَبُو الْاَسْوَدِ قَالَ ثَنَا اللَّيْثُ وَابْنُ لَهِيْعَةَ قَالاَ ثَنَا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ الْحَارِثِ بْنِ جَزْءٍ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَذَكَرَ مِثْلَهُ .

১৯০. রবী'উল জীযী (র)....... আবদুল্লাহ ইব্ন হারিস ইব্ন জাযআ' (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন। তারপর তিনি পূর্বের অনুরূপ উল্লেখ করেছেন।

١٩١- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا اَبُو الْوَلِيْدِ قَالَ ثَنَا زَائِدَةُ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ هِلاَلِ بْنِ يَسَافٍ عَنْ اَبِى يَحْىٰ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَيْلٌ لِّلْاَعْقَابِ مِنَ النَّارِ .

১৯১. আহমদ ইব্ন দাঊদ (র)....... আবদুল্লাহ্ ইব্ন আমর (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ গোড়ালির (যা ভিজেনি) জন্য রয়েছে জাহান্নামের শাস্তি।

١٩٢- حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا وَهْبُ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ هِلاَلِ بْنِ يَسَافٍ عَنْ اَبِى يَحى عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ رَاٰى قَوْمًا تَوَضَّؤُا وَكَاَنَّهُمْ تَرَكُوْا مِنْ اَرْجُلِهِمْ شَيْئًا فَقَالَ وَيْلٌ لِّلْاَعْقَابِ مِنَ النَّارِ اَسْبِغُو الْوُضُوْءَ .

১৯২. ইব্ন মারযূক (র)...... আবদুল্লাহ্ ইব্ন আমর ((রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, একবার রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কিছু সংখ্যক লোককে উযূ করতে দেখলেন। তারা যেন পায়ের কিছু অংশ (ধোয়া ব্যতীত) ছেড়ে দিয়েছিল। এতে তিনি বললেন ঃ গোড়ালির (যা ভিজেনি) জন্য রয়েছে জাহান্নামের শাস্তি। তোমরা পূর্ণরূপে উযূ কর।

١٩٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ رَجَاءٍ قَالَ انَا زَائِدَةُ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ هِلاَلِ بْنِ يَسَافٍ عَنْ اَبِى يَحْىٰ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ سَافَرْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِنْ مَكَّةَ اِلَى الْمَدِيْنَةِ فَاَتى عَلىٰ مَاءٍ بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِيْنَةِ فَحَضَرَتِ الْعَصْرُ فَتَقَدَّمَ اُنَاسٌ فَانْتَهَيْنَا اِلَيْهِمْ وَقَدْ تَوَضَّؤُا وَاَعْقَابُهُمْ تَلُوْحُ لَمْ يَمَسَّهَا مَاءٌ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ وَيْلٌ لِّلْاَعْقَابِ مِنَ النَّارِ اَسْبِغُوا الْوُضُوْءَ .

১৯৩. মুহাম্মদ ইব্ন খুযায়মা (র)....... আবদুল্লাহ্ ইব্ন আমর (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন ঃ আমরা একবার রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সঙ্গে মক্কা থেকে মদীনা সফর করেছি। (এক পর্যায়ে) তিনি মক্কা এবং মদীনার মধ্যবর্তী একটি জলাশয়ের নিকট আসলেন। এদিকে আসরের ওয়াক্ত হয়ে গিয়েছে। কিছু লোক অগ্রসর হয়ে গিয়েছিল। যখন আমরা তাদের কাছে পৌঁছে দেখলাম তারা উযূ করে ফেলেছে এবং তাদের গোড়ালিসমূহ (শুক্নো থাকার কারণে) চমকাচ্ছে, যাতে পানি পৌঁছায়নি। এতে নবী ﷺ বললেন ঃ গোড়ালির (যা ভিজেনি) জন্য রয়েছে জাহান্নামের শাস্তি। তোমরা উযূকে পূর্ণ কর।

١٩٤- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا سَهْلُ بْنُ بَكَّارٍ قَالَ ثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ اَبِىْ بِشْرٍ عَنْ يُوْسُفَ بْنِ مَاهِكٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ تَخَلَّفَ عَنَّا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِىْ سَفْرَةٍ سَافَرْنَاهَا فَاَدْرَكْنَا وَقَدْ اَرْهَقَتْنَا صَلٰوةُ الْعَصْرِ وَنَحْنُ نَتَوَضَّأُ وَنَمْسَحُ عَلىٰ اَرْجُلِنَا فَنَادىٰ بِلاَلٌ وَيْلٌ لِّلْاَعْقَابِ مِنَ النَّارِ مَرَّتَيْنِ اَوْ ثَلْثًا .

১৯৪. আহমদ ইব্ন দাঊদ (র)........ আবদুল্লাহ ইব্ন আমর (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন ঃ একবার এক সফরে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদের থেকে (কিছুটা) পিছনে রয়ে গিয়েছিলেন। তারপর তিনি আমাদের কাছে এমন সময় পৌঁছালেন, যখন আসরের সালাতের ওয়াক্ত হয়ে গিয়েছে। আমরা উযূ করেছিলাম এবং পা মাসেহ্ করেছিলাম। এতে বিলাল (রা) দু'তিন বার ঘোষণা দিয়ে বললেন ঃ "গোড়ালির (যা ভিজেনি) জন্য রয়েছে জাহান্নামের শাস্তি।"

١٩٥- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ فَذَكَرَ مِثْلَهُ .

১৯৫. আবূ বাক্রা (র) .... আবূ আওয়ানা (র) থেকে অনুরূপ উল্লেখ করেছেন।

ইমাম আবূ জা'ফর তাহাবী (র) বলেন ঃ আবদুল্লাহ্ ইব্ন আম্র (রা) উল্লেখ করেছেন যে, তাঁরা (সাহাবীগণ পা) মাসেহ্ করতেন। তারপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁদেরকে উযূ পূর্ণ করার নির্দেশ দিলেন এবং তাঁদেরকে ভয় প্রদর্শনপূর্বক বললেন ঃ গোড়ালির (যা-ভিজেনি) জন্য রয়েছে জাহান্নামের শাস্তি। বস্তুত এটা প্রমাণ বহন করে যে, মাসেহের বিধান যা তাঁরা করতেন তাকে (পূর্বোল্লিখিত) পরবর্তী বিধান এসে রহিত করে দিয়েছে। আর এটাই হচ্ছে হাদীসের দিক দিয়ে এই অনুচ্ছেদের সঠিক বিশ্লেষণ।

ইমাম তাহাবী (র)-এর যুক্তিভিত্তিক প্রমাণ

বস্তুত সংশ্লিষ্ট বিষয়ের যুক্তিভিত্তিক বিশ্লেষণ হল যে, আমরা এই অনুচ্ছেদের পূর্বে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণিত সেই ব্যক্তির ছওয়াবের বিষয়টি উল্লেখ করেছি, যে উযূতে উভয় পা ধৌত করে। এতে সাব্যস্ত হল যে, এই দু'পা সেই সমস্ত অঙ্গসমূহের অন্তর্ভুক্ত যা ধৌত করা হয়। এ দু'টি মাথার ন্যায় নয়, যা মাসেহ্ করা হয়। এর ধৌতকারীর জন্য কোনরূপ ছওয়াব নেই। বস্তুত এই সমস্ত হাদীস থেকে প্রমাণিত বিষয়টিই ইমাম আবূ হানীফা (র), ইমাম আবূ ইউসুফ (র) ও ইমাম মুহাম্মদ (র) এর অভিমত।

وَامْسَحُوْا بِرُءُوْسِكُمْ وَاَرْجُلَكُمْ আল্লাহ্ তা'য়ালার বাণী وَاَرْجُلَكُمْ -এর ব্যাখ্যায় আলিমগণের মতভেদ রয়েছে। একদল আলিম এটিকে وَامْسَحُوْا بِرُءُوْسِكُمْ -এর সঙ্গে সংযুক্ত করে وَامْسَحُوْا بِرُءُوْسِكُمْ وَاَرْجُلِكُمْ (লাম অক্ষর যের দিয়ে) অভিন্ন অর্থে সীমাবদ্ধ করে দিয়েছেন। (অর্থাৎ এবং তোমাদের মাথা মাসেহ্ করবে এবং পায়ের গিরা পর্যন্ত মাসেহ্ করবে)। পক্ষান্তরে অপর একদল আলিম এটাকে (আল্লাহ্ তা'আলার বাণী) فَاغْسِلُوْا وُجُوْهَكُمْ وَاَيْدِيَكُمْ اِلَى الْمَرَافِقِ (তখন তোমরা তোমাদের মুখমন্ডল ও হাত কনুই পর্যন্ত ধৌত করবে) এর সঙ্গে সংযুক্ত করে তাঁরা وَاَرْجُلَكُمْ (লাম অক্ষরে যবর দিয়ে) পড়েছেন। যাতে পরস্পরের মধ্যে সামঞ্জস্য রক্ষা হয়। অর্থাৎ তোমরা তোমাদের মুখমন্ডল ধৌত করবে; তোমাদের হাত ধৌত করবে; তোমাদের পা ধৌত করবে। এতে পরস্পর সামঞ্জস্য রক্ষা করে وَاغْسِلُوْا উহ্য রয়েছে। সংশ্লিষ্ট বিষয়ে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এর সাহাবা ও তাঁদের পরবর্তী আলিমগণ মতবিরোধ করেছেন। এ বিষয়ে তাঁদের থেকে বর্ণিত কিছু হাদীস নিম্নরূপ ঃ

١٩٦- حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ عَنْ قَيْسٍ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ زِرٍّ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ مَسْعُوْدٍ قَرَأَ وَاَرْجُلَكُمْ بِالْفَتْحِ .

১৯৬. ইব্‌ন মারযূক (র) .... যিরর (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসউদ (রা) উক্ত আয়াতে وَاَرْجُلَكُمْ যবর সহকারে পড়েছেন।

١٩٧- حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ اِسْحَاقَ قَالَ ثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيْدٍ وَوُهَيْبُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ خَالِدِ الْحَذَّاءِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّهُ قَرَأَهَا كَذٰلِكَ-

১৯৭. ইব্‌ন মারযূক (র)....... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি তা অনুরূপ পড়েছেন।

١٩٨- حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا يَعْقُوْبُ قَالَ ثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ عَنْ يُوْسُفَ بْنِ مِهْرَانَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مِثْلَهُ .

১৯৮. ইব্‌ন মারযূক (র) ইউসুফ ইব্‌ন মিহরান (রা) ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

١٩٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ ثَنَا سَعِيْدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ سَمِعْتُ هِشَامًا يَّقُوْلُ اَنَا خَالِدُ الْحَذَّاءُ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّهُ قَرَأَهَا كَذٰلِكَ وَقَالَ عَادَ اِلَى الْغَسْلِ .

১৯৯. মুহাম্মদ ইব্‌ন খুযায়মা (র)....... ইকরিমা (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন ঃ ইব্‌ন আব্বাস (রা) তা অনুরূপ পড়েছেন এবং বলেছেন যে, এই কিরাআতে ধৌত করা বুঝানো হয়েছে।

٢٠٠- حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا يَعْقُوْبُ قَالَ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ قَيْسٍ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ رَجَعَ الْقِرَاءَةُ اِلَى الْغَسْلِ، وَقَرَأَ وَاَرْجُلَكُمْ وَنَصَبَهَا .

২০০. ইব্‌ন মারযূক (র)...... কায়স (র) থেকে এবং তিনি মুজাহিদ (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন ঃ (কুরআনের) কিরাআতে ধৌত করা বুঝানো হয়েছে এবং তিনি وَاَرْجُلَكُمْ যবর দিয়ে পড়েছেন।

٢٠١- حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا دَاوُدُ قَالَ ثَنَا حَمَّادُ فَذَكَرَ بِاِسْنَادِهِ مِثْلَهُ .

২০১. ইব্‌ন মারযূক (র) .... হাম্মাদ (র) থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

٢٠٢- حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا يَعْقُوْبُ قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ مِثْلَهُ .

২০২. ইব্‌ন মারযূক (র)...... হিশাম ইব্‌ন উরওয়া (র)-এর পিতা উরওয়া (র) থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

٢٠٣- حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا يَعْقُوْبُ قَالَ ثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ ثَنَا اَبُو التَّيَّاحِ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ مِثْلَهُ .

২০৩. ইব্‌ন মারযূক (র)...... আবুত তাইয়াহ (র) শাহর ইব্‌ন হাওশাব(রা) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٢٠٤- حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا يَعْقُوْبُ قَالَ ثَنَا حَمَّادُ عَنْ عَاصِمٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ نَزَلَ الْقُرْاٰنُ بِالْمَسْحِ وَالسُّنَّةُ بِالْغَسْلِ .

২০৪. ইব্‌ন মারযূক (র) .... শা'বী (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন ঃ কুরআন মজীদে (পা) মাসেহ্ করার বিধান অবতীর্ণ হয়েছে আর সুন্নাহতে ব্যক্ত হয়েছে (পা) ধৌত করার বিধান।

٢٠٥- حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا يَعْقُوْبُ قَالَ ثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ ثَنَا حُمَيْدُ الْاَعْرَجُ عَنْ مُجَاهِدٍ اَنَّهُ قَرَأَهَا وَاَرْجُلِكُمْ خَفَضَهَا .

২০৫. ইব্‌ন মারযূক (র) ...... মুজাহিদ (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি 'তা' অক্ষরে যেরসহ وَاَرْجُلِكُمْ পড়েছেন।

٢٠٦- حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ عَنْ قُرَّةَ عَنِ الْحَسَنِ اَنَّهُ قَرَأَهَا كَذٰلِكَ .

২০৬. ইব্‌ন মারযূক (র) ...... হাসান (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি তা অনুরূপ (যের দিয়ে) পড়েছেন।

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এর একদল সাহাবী থেকে বর্ণিত আছে যে, তাঁরা (পা) ধৌত করতেন। এই বিষয়ে বর্ণিত কিছু রিওয়ায়াত নিম্নরূপ ঃ

٢٠٧- حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ ثَنَا اَبُوْ نُعَيْمٍ قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَدِيٍّ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ قُلْتُ لِلْاَسْوَدِ اَكَانَ عُمَرُ يَغْسِلُ قَدَمَيْهِ فَقَالَ نَعَمْ كَانَ يَغْسِلُهُمَا غَسْلاً -

২০৭. হুসাইন ইব্‌ন নাসর (র) ...... ইবরাহীম (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি আসওয়াদ (র)-কে জিজ্ঞাসা করেছি ঃ উমার (রা) পা ধৌত করতেন? তিনি বললেন ঃ হ্যাঁ, তিনি তা উত্তমরূপে ধৌত করতেন।

٢٠٨- حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْفَرَجِ قَالَ ثَنَا يُوْسُفُ بْنُ عَدِيٍّ قَالَ ثَنَا اَبُوْ الْاَحْوَصِ عَنْ مُغِيْرَةَ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ تَوَضَّاَ عُمَرُ فَغَسَلَ قَدَمَيْهِ .

২০৮. রাওহ ইব্‌নুল ফারাজ (র)...... ইবরাহীম (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন ঃ একবার উমার (রা) উযূ করেন এবং তিনি পা ধৌত করেন।

٢٠٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ رَبِيْعَةَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ اَبِى حَمْزَةَ قَالَ رَأَيْتُ اَبْنَ عَبَّاسٍ يَغْسِلُ رِجْلَيْهِ ثَلْثًا ثَلْثًا .

২০৯. মুহাম্মদ ইব্‌ন খুযায়মা (র) .... আবূ হামযা (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন ঃ আমি ইব্‌ন আব্বাস (রা)-কে দেখেছি, তিনি পা তিনবার করে ধৌত করেছেন।

Contents

٢١٠- حَدَّثَنَا رَبِيْعُ الْجِيْزِىُّ قَالَ ثَنَا اَبُو الْاَسْوَدِ قَالَ اَنَا ابْنُ لَهِيْعَةَ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ غَزِيَّةَ عَنِ ابْنِ الْمُجْمِرِ قَالَ رَأَيْتُ اَبَا هُرَيْرَةَ يَتَوَضَّأُ مَرَّةً وَكَانَ اِذَا غَسَلَ ذِرَاعَيْهِ كَادَ اَنْ يُّبَلِّغَ نِصْفَ الْعَضُدِ وَرِجْلَيْهِ اِلَى نِصْفِ السَّاقِ فَقُلْتُ لَهُ فِىْ ذٰلِكَ فَقَالَ اُرِيْدُ اَنْ اُطِيْلَ غُرَّتِىْ اِنِّىْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اِنَّ اُمَّتِىْ يَاْتُوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ غُرًّا مُّحَجَّلِيْنَ مِنَ الْوُضُوْءِ وَلَا يَاْتِىْ اَحَدٌ مِّنَ الْاُمَمِ كَذٰلِكَ .

২১০. রবী'উল জীযী (র) .... ইব্নুল মুজমির (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন ঃ আমি একবার আবূ হুরায়রা (রা)-কে উযূ করতে দেখেছি। তিনি যখন হাত ধৌত করতেন তখন তা প্রায় বাহুর অর্ধাংশ পর্যন্ত পৌঁছে যেত এবং পা ধৌত করার সময় তা প্রায় পায়ের গোছার অর্ধাংশ পর্যন্ত পৌঁছে যেত। আমি এ বিষয়ে তাঁকে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন ঃ আমি এতে উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি করতে চাচ্ছি। আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলতে শুনেছি ঃ আমার উম্মত কিয়ামত দিবসে এরূপভাবে আসবে যে, উযূর দ্বারা তাদের উযূর অঙ্গগুলো চমকাতে থাকবে। অপর কোন উম্মত অনুরূপভাবে আসবে না।

٢١١- حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا يَعْقُوْبُ قَالَ ثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ اَبِىْ بِشْرٍ عَنْ مُجَاهِدٍ اَنَّهُ ذُكِرَ لَهُ الْمَسْحُ عَلَى الْقَدَمَيْنِ فَقَالَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَغْسِلُ رِجْلَيْهِ غَسْلًا وَاَنَا اَسْكُبُ عَلَيْهِ الْمَاءَ سَكْبًا .

২১১. ইব্ন মারযূক (র)....... মুজাহিদ (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তাঁর নিকট পা মাসেহ সম্পর্কে উল্লেখ করা হলে তিনি বললেন ঃ ইব্ন উমার (রা) উত্তমরূপে পা ধৌত করতেন এবং আমি তার উপর পানি ঢালতাম।

٢١٢- حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ اَبِىْ بِشْرٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عُمَرَ مِثْلَهُ .

২১২. ইব্ন মারযূক (র)...... মুজাহিদ (র) ইব্ন উমার (রা) থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

٢١٣- حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا اَبُوْ عَامِرٍ قَالَ ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الْمَاجِشُوْنَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّهُ كَانَ يَغْسِلُ رِجْلَيْهِ اِذَا تَوَضَّأَ .

২১৩. ইব্ন মারযূক (র)..... ইব্ন উমার (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি উযূকালে পা ধৌত করতেন।

٢١٤- حَدَّثَنَا فَهْدٌ قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ ثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ قُلْتُ لِعَطَاءٍ اَبَلَغَكَ عَنْ اَحَدٍ مِّنْ اَصْحَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَنَّهُ مَسَحَ عَلَى الْقَدَمَيْنِ قَالَ لَا .

২১৪. ফাহাদ (র)...... আবদুল মালিক (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন ঃ আমি একবার আতা (র)-কে জিজ্ঞেস করেছি যে, আপনার কাছে কোন সাহাবী পা মাসেহ্ করেছেন বলে কোন সংবাদ পৌঁছেছে কি? তিনি বললেন, না।

কোন ধারণাকারী ধারণা পোষণ করেছে যে, যুক্তির দাবি হল এই যে, সালাতের উযূতে পা মাসেহ্ করা ওয়াজিব। তার যুক্তি হল ঃ "আমি দেখছি এর বিধান মাথার বিধানের সঙ্গে অধিক সাদৃশ্যপূর্ণ। যেহেতু লক্ষ্য করেছি যে, যখন কোন ব্যক্তির কাছে পানি না থাকে তখন তার উপর তায়াম্মুম করা ফরয হয়ে যায়। সে চেহারা এবং হাতের তায়াম্মুম (মাসেহ্) করে, মাথা এবং পায়ের তায়াম্মুম করে না। যখন পানি না থাকে তখন চেহারা এবং হাত ধৌত করার ফরযকে অন্য ফরযে পরবর্তিত করে দেয়া হয়, আর তা হচ্ছে তায়াম্মুম। পক্ষান্তরে মাথা এবং পায়ের ফরয (ধৌত)-কে অন্য কোন ফরযে পরিবর্তিত করা হয় না। এতে সাব্যস্ত হল যে, পানি থাকা অবস্থায় পায়ের বিধান মাথার বিধানের অনুরূপ। চেহারা এবং হাতের অনুরূপ নয়।" এ বিষয়ে তার বিরুদ্ধে আমাদের দলীল হল নিম্নরূপ ঃ

আমরা লক্ষ্য করছি যে, পানি থাকা অবস্থায় কিছু বস্তু ধৌত করা ফরয হয়, তারপর পানি না থাকা অবস্থায় উক্ত ফরয অন্য কোন ফরযের দিকে স্থানান্তরিত হয় না, যেমন জুনুবী (যার উপর গোসল করা ফরয) পানি থাকা অবস্থায় সমস্ত শরীর ধৌত করা তার জন্য আবশ্যক। আর পানি না থাকলে তার জন্য (শুধু) চেহারা এবং হাতের তায়াম্মুম করা ওয়াজিব। চেহারা এবং হাত ব্যতীত সমস্ত শরীরের বিধানের ফরয হওয়া অন্য কোন বিকল্প ছাড়া রহিত হয়ে যায়।

সুতরাং তায়াম্মুমের দৃষ্টান্ত এই বিষয়ের দলীল হবে না যে, যার ফরয হওয়া কোন বিকল্পের দিকে স্থানান্তরিত না হলে পানি থাকা অবস্থায় এর মাসেহ্ ফরয হয়ে থাকে। অনুরূপভাবে পানি না পাওয়ার অবস্থায় পায়ের (ধৌত) ফরয হওয়া কোন বিকল্পের দিকে স্থানান্তরিত না হওয়া এই কারণে নয় যে, পানি থাকা অবস্থায় এর বিধান মাসেহ্ ছিল।

অতএব এতে বিরোধী পক্ষের যুক্তি বাতিল হয়ে গেল। যেহেতু সে তার বক্তব্য দ্বারা যা কিছু বিরোধী পক্ষের উপর অবধারিত বলে সাব্যস্ত করেছিল, তা তার নিজের উপর অবধারিত হয়ে পড়ে।

١٠- بَابُ الْوَضُوْءِ هَلْ يَجِبُ لِكُلِّ صَلٰوةٍ اَمْ لاَ

১০. অনুচ্ছেদ ঃ প্রত্যেক সালাতের জন্য উযূ করা ফরয কিনা

٢١٥- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ عَامِرٍ الْعَقَدِىُّ قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ يَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلٰوةٍ فَلَمَّا كَانَ الْفَتْحُ صَلَّى الصَّلَوَاتِ بِوُضُوْءٍ وَّاحِدٍ .

২১৫. আবূ বাকরা (র) ...... সুলায়মান ইব্‌ন বুরায়দা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী ﷺ প্রত্যেক সালাতের জন্য উযূ করতেন। কিন্তু মক্কা বিজয়ের দিন একই উযুতে একাধিক সালাত আদায় করেছিলেন।

٢١٦- حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا اَبُوْ عَاصِمٍ وَّاَبُوْ حُذَيْفَةَ قَالاَ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ صَلّٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ خَمْسَ صَلَوَاتٍ بِوُضُوْءٍ وَّاحِدٍ وَمَسَحَ عَلٰى خُفَّيْهِ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ صَنَعْتَ شَيْئًا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ لَمْ تَكُنْ تَصْنَعُهُ فَقَالَ عَمَدًا فَعَلْتُهُ يَا عُمَرُ .

২১৬. ইব্‌ন মারযূক (র)....... বুরায়দা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মক্কা বিজয়ের দিন একই উযূতে পাঁচ (ওয়াক্তের) সালাত আদায় করেছিলেন এবং চামড়ার মোজায় মাসেহ করেছিলেন। উমার (রা) তখন তাঁকে বললেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আপনি (আজকে) এমন একটি কাজ করলেন, যা পূর্বে কখনও করেননি। তিনি বললেন, হে উমার! ইচ্ছা করেই এমন করেছি।

٢١٧- حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا اَبُوْ حُذَيْفَةَ قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ قَالَ ثَنَا عَلْقَمَةُ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ اَنَّهُ كَانَ يَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلٰوةٍ .

২১৭. ইব্‌ন মারযূক (র) .... বুরায়দা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি প্রত্যেক সালাতের জন্য উযূ করতেন।

একদল আলিম এই মত গ্রহণ করেন যে, মুকীম তথা বাড়িতে অবস্থানকারী লোকদের উপরে প্রত্যেক সালাতের জন্য পৃথক উযূ করা ওয়াজিব। তাঁরা এ ব্যাপারে উল্লিখিত হাদীস দ্বারা প্রমাণ পেশ করেছেন। পক্ষান্তরে এই বিষয়ে অধিকাংশ আলিমগণ তাঁদের বিরোধিতা করে বলেছেন, উযূ শুধু নষ্ট হওয়ার কারণে ওয়াজিব হয়। সংশ্লিষ্ট বিষয়ে নবী (সা) থেকে নিম্নবর্ণিত রিওয়ায়াত তাঁদের মাযহাবের অনুকূলে রয়েছে ঃ

٢١٨- حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ اُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ وَابْنُ جُرَيْجٍ وَابْنُ سَمْعَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ ذَهَبَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِلٰى اِمْرَأَةٍ مِّنَ الْاَنْصَارِ وَمَعَهُ اَصْحَابُهُ فَقَرَّبَتْ لَهُمْ شَاةً مُّصْلِيَّةً فَاَكَلَ وَاَكَلْنَا ثُمَّ حَانَتِ الظُّهْرُ فَتَوَضَّأَ وَصَلّٰى ثُمَّ رَجَعَ اِلٰى فَضْلِ طَعَامِهِ فَاَكَلَ ثُمَّ حَانَتِ الْعَصْرُ فَصَلّٰى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ .

২১৮. ইউনুস (র) .... জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, একবার রাসূলুল্লাহ্ ﷺ জনৈকা আনসারী মহিলার বাড়িতে গেলেন। তাঁর সঙ্গে তাঁর সাহাবীগণও ছিলেন। তিনি তাঁদের সম্মুখে একটি ভুনা বকরী পেশ করলেন। তিনি আহার করলেন এবং আমরাও আহার করলাম। অতঃপর যুহরের (ওয়াক্ত) হয়ে গেল। তিনি উযূ করলেন এবং সালাত আদায় করলেন। এরপর অবশিষ্ট খানার জন্য ফিরে এলেন এবং তা খেলেন। এরপর আসরের ওয়াক্ত হলে তিনি (আসরের) সালাত আদায় করলেন; কিন্তু (নতুন) উযূ করেননি।

ইমাম আবূ জা'ফর তাহাবী (র) বলেন ঃ এই হাদীসে ব্যক্ত হয়েছে যে, তিনি যুহর এবং আসরের সালাত সেই একই উযূ দ্বারা আদায় করেছিলেন, যা তিনি যুহরের জন্য করেছিলেন। আবার তাঁর প্রত্যেক সালাতের জন্য উযূ করায়, যেমন ইব্ন বুয়ায়দা (র)-এর হাদীসে ব্যক্ত হয়েছে, হতে পারে তা ছিল ফযীলত তথা অধিক ছওয়াবের প্রত্যাশায়, ওয়াজিব হওয়ার কারণে নয়। কেউ যদি বলে যে, এতে (নতুন উযূতে) কি কোন রূপ ফযীলত রয়েছে, যা প্রত্যাশা করা যায়? তাকে বলা হবে, হ্যাঁ।

٢١٩- حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ اَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ زِيَادِ بْنِ اَنْعُمٍ عَنْ اَبِىْ غُطَيْفٍ الْهُذَلِىِّ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ الظُّهْرَ فَانْصَرَفَ فِىْ مَجْلِسٍ فِىْ دَارِهِ فَانْصَرَفْتُ مَعَهُ حَتّٰى اِذَا نُوْدِىَ بِالْعَصْرِ دَعَا بِوَضُوْءٍ فَتَوَضَّأَ ثُمَّ خَرَجَ وَخَرَجْتُ مَعَهُ فَصَلَّى الْعَصْرَ ثُمَّ رَجَعَ اِلٰى مَجْلِسِهِ وَرَجَعْتُ مَعَهُ حَتّٰى اِذَا نُوْدِىَ بِالْمَغْرِبِ دَعَا بِوَضُوْءٍ فَتَوَضَّأَ فَقُلْتُ لَهُ اَىُّ شَىْءٍ هٰذَا يَا اَبَا عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْوُضُوْءُ عِنْدَ كُلِّ صَلٰوةٍ فَقَالَ وَقَدْ فَطِنْتَ لِهٰذَا مِنِّىْ لَيْسَتْ بِسُنَّةٍ اِنْ كَانَ لَكَافٍ وُضُوْئِىْ لِصَلٰوةِ الصُّبْحِ صَلَوَاتِىْ كُلِّهَا مَا لَمْ اُحْدِثْ وَاِنِّىْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ تَوَضَّأَ عَلٰى طُهْرٍ كَتَبَ اللّٰهُ لَهُ بِذٰلِكَ عَشَرَ حَسَنَاتٍ فَفِىْ ذٰلِكَ رَغِبْتُ يَاابْنَ اَخِىْ .

২১৯. ইউনুস (র)........ আবূ গুতায়ফ হুযালী (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি একবার আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমার ইব্ন খাত্তাব (রা)-এর সঙ্গে যুহরের সালাত আদায় করেছি। তারপর তিনি ঘরের মজলিসে চলে গেলেন। আমিও তাঁর সঙ্গে গেলাম। যখন আসরের আযান দেয়া হল, তিনি উযূর জন্য পানি চাইলেন এবং উযূ করে বের হয়ে গেলেন এবং আমিও তাঁর সঙ্গে বের হলাম। তিনি আসরের সালাত আদায় করলেন। এরপর তিনি মজলিসে ফিরে এলেন এবং আমিও তাঁর সঙ্গে ফিরে এলাম। তারপর যখন মাগরিবের আযান দেয়া হল, তিনি উযূর জন্য পানি চাইলেন এবং উযূ করলেন। আমি তাঁকে বললাম, হে আবূ আবদুর রহমান, এটা কি, প্রত্যেক সালাতের জন্য উযূ? তিনি বললেন, তুমি অবশ্যই আমার (আচরণ) থেকে বুঝে ফেলেছ, তবে এটা সুন্নাত (মুআক্কাদা) নয়। আমার ফজরের সালাতের উযূ সকল সালাতের জন্য যথেষ্ট, যতক্ষণ পর্যন্ত আমি উযূ নষ্ট না করি। কিন্তু আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে শুনেছি, তিনি বলেছেন ঃ তাহারাত অবস্থায়ও যদি কেউ উযূ করে তবে আল্লাহ্ তাকে দশটি নেকী দিবেন। সুতরাং হে আমার ভ্রাতুষ্পুত্র, আমি ওটির জন্য আগ্রহী। অতঃপর হতে পারে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর এই আমল, যা ইব্ন বুরায়দা (র) তাঁর থেকে বর্ণনা করেছেন, উক্ত ফযীলত লাভের উদ্দেশ্যে ছিল; এই জন্য নয় যে, তা তাঁর উপর ওয়াজিব ছিল। আনাস ইব্ন মালিক (রা) ও উল্লেখিত বিষয়বস্তুর সমর্থনে হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন ঃ

٢٢٠- حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيْرٍ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ عَامِرٍ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ اُتِىَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِوَضُوْءٍ فَتَوَضَّأَ مِنْهُ فَقُلْتُ لِاَنَسٍ

اَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَتَوَضَّأُ عِنْدَ كُلِّ صَلٰوةٍ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ فَاَنْتُمْ قَالَ كُنَّا نُصَلِّى الصَّلَوَاتِ بِوُضُوْءٍ .

২২০. ইব্ন মারযূক (র)...... আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট পানি আনা হয়, তিনি তা থেকে উযূ করলেন। আমি আনাস (রা) কে জিজ্ঞাসা করলাম, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কি প্রত্যেক সালাতের জন্য উযূ করতেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ, আমি বল্লাম, আপনারা? তিনি বললেন, আমরা একই উযূতে একাধিক সালাত আদায় করতাম।

বিশ্লেষণ

বস্তুত এই আনাস (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সেই আমলের বিধান সম্পর্কে অবগত আছেন যা আমরা উল্লেখ করেছি। আর তিনি তা প্রত্যেক সালাতের জন্য ফরয মনে করেননি। এটাও হতে পারে যে, তিনি এমনটি তখন করতেন, যখন তা ওয়াজিব ছিল; তারপর তা রহিত হয়ে যায়। আমরা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে গভীরভাবে লক্ষ্য করেছি যে, এই বিষয়ে কোন হাদীস পাওয়া যায় কিনা, যা এই ব্যাখ্যার সমর্থন করে। (এ মর্মের হাদীস নিম্নরূপ ঃ)

٢٢١– حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا الْوَهْبِىُّ قَالَ ثَنَا ابْنُ اِسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْىَ بْنِ حَبَّانَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قُلْتُ لَهُ اَرَأَيْتَ تَوَضَّأَ ابْنُ عُمَرَ لِكُلِّ صَلٰوةٍ طَاهِرًا كَانَ اَوْ غَيْرَ طَاهِرٍ عَمَّ ذَاكَ قَالَ حَدَّثَتْنِيْهِ اَسْمَاءُ ابْنَةُ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ حَنْظَلَةَ بْنِ اَبِىْ عَامِرٍ حَدَّثَهَا اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَمَرَ بِالْوُضُوْءِ لِكُلِّ صَلٰوةٍ طَاهِرًا كَانَ وَغَيْرَ طَاهِرٍ فَلَمَّا شَقَّ ذٰلِكَ عَلَيْهِ اَمَرَ بِالسِّوَاكِ لِكُلِّ صَلٰوةٍ وَكَانَ عُمَرُ يَرٰى اَنَّ بِهٖ قُوَّةً عَلٰى ذٰلِكَ فَكَانَ لَا يَدَعُ الْوُضُوْءَ لِكُلِّ صَلٰوةٍ .

২২১. ইব্ন আবী দাঊদ (র)...... মুহাম্মদ ইব্ন ইয়াহইয়া (র) সূত্রে আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন উমার (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, তোমার কি ধারণা, আবদুল্লাহ ইব্ন উমার (রা) উযূ-বেউযূ সর্বাবস্থায় প্রত্যেক সালাতের জন্য উযূ করতেন? তিনি বললেন, যায়দ ইব্ন খাত্তাব এর কন্যা আসমা (রা) আমাকে বর্ণনা করেছেন যে, তাঁকে আবদুল্লাহ্ ইব্ন হানযালা ইব্ন আবী আমের (রা) বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ উযূ-বেউযূ (সর্বাবস্থায়) প্রত্যেক সালাতের জন্য উযূ করার নির্দেশ পেয়েছিলেন। যখন তাঁর উপর তা কষ্টকর হয়ে পড়ল তখন প্রত্যেক সালাতের জন্য মিসওয়াক করার নির্দেশ পান। ইব্ন উমার (রা) নিজের শক্তি-সামর্থ্য বিবেচনায় প্রত্যেক সালাতের জন্য উযূ করা পরিত্যাগ করতেন না।

সুতরাং এই হাদীসে ব্যক্ত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে প্রত্যেক সালাতের জন্য উযূ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছিল। তারপর তা রহিত হয়ে গিয়েছে। সুতরাং যা কিছু আমরা উল্লেখ করেছি এতে সাব্যস্ত হয়েছে যে, যতক্ষণ পর্যন্ত উযূ নষ্ট না হবে (প্রথম) উযূ যথেষ্ট বিবেচিত হবে।

কোন প্রশ্নকারী যদি প্রশ্ন উত্থাপন করে বলেন যে, এই হাদীসে তো প্রত্যেক সালাতের জন্য মিসওয়াক ওয়াজিব হওয়ার কথা ব্যক্ত হয়েছে। তাহলে তোমরা কিভাবে তা ওয়াজিব মনে করনা?

তোমরা এর কতেক অংশের উপর আমল করছ। অথচ তোমরা তো (নীতিগতভাবে) পূর্ণ হাদীসের উপর আমল করে থাক।

তাকে উত্তরে বলা হবে, হতে পারে প্রত্যেক সালাতের জন্য মিসওয়াকের নির্দেশ উম্মত ব্যতীত নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর বৈশিষ্ট্য। আবার হতে পারে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে তিনি এবং উম্মত সমান। বস্তুত এই বিষয়ের বাস্তবতা পর্যন্ত পৌঁছা তখন পর্যন্ত সম্ভব নয়, যতক্ষণ পর্যন্ত সম্যকরূপে অবহিত না হওয়া যাবে। আর আমরা এই বিষয়ে গভীরভাবে লক্ষ্য করেছি যে, এ সম্পর্কে কোন হাদীস পাই কিনা– যা আমাদেরকে পথ প্রদর্শন করবে।

٢٢٢– حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ قَالَ ثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ ثَنَا اَبِيْ عَنْ اَبِيْ اِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنِيْ عَمِّيْ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ يَسَارٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِيْ رَافِعٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَلِيٍّ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَوْلاَ اَنْ اَشُقَّ عَلٰى اُمَّتِيْ لاَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلٰوةٍ .

২২২. আলী ইব্‌ন মা'বাদ (র) ..... আলী (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ আমার উম্মতের জন্য কষ্টকর হবে এই আশংকা যদি না হত তাহলে আমি প্রত্যেক সালাতের সময় মিসওয়াক করতে তাদের নির্দেশ দিতাম।

٢٢٣– حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ قَالَ ثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يَسَارٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِيْ لَيْلٰى قَالَ ثَنَا اَصْحَابُ مُحَمَّدٍ ﷺ عَنْ نَبِيِّ اللّٰهِ ﷺ مِثْلَ ذٰلِكَ .

২২৩. আবূ বাকরা (র) ...... আবদুর রহমান ইব্‌ন আবী লায়লা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমাকে মুহাম্মদ ﷺ এর সাহাবীগণ অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٢٢٤– حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ خَلَفٍ الْغِفَارِىُّ قَالَ ثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ .

২২৪. ইব্‌ন মারযূক (র)....... ইব্‌ন উমার (রা)-এর বরাতে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

ইমাম আবূ জা'ফর তাহাবী (র) বলেন ঃ এই হাদীসটি গরীব পর্যায়ের। এটা আমি শুধু ইব্‌ন মারযূক (র) থেকে উদ্ধৃত করেছি।

٢٢٥– حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ قَالَ ثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ ثَنَا اَبِيْ عَنْ اَبِيْ اِسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ الْحَارِثِ التَّيْمِيِّ عَنْ اَبِيْ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِثْلَهُ .

২২৫. আলী ইব্‌ন মা'বাদ (র) .... যায়দ ইব্‌ন খালিদ (রা)-এর বরাতে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٢٢٦– حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ قَالَ ثَنَا يَعْقُوْبُ قَالَ ثَنَا اَبِىْ عَنْ اَبِىْ اِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنِىْ سَعِيْدُ الْمَقْبُرِىُّ عَنْ عَطَاءٍ مَّوْلٰى اُمِّ صُبَيَّةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ مِثْلَهُ .

২২৬. আলী ইব্‌ন মা'বাদ (র)....... আবু হুরায়রা (রা)-এর বরাতে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

٢٢٧– حَدَّثَنَا يُوْنُسُ وَابْنُ اَبِىْ عَقِيْلٍ قَالاَ اَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَوْ لاَ اَنْ اَشُقَّ عَلٰى اُمَّتِىْ لاَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ مَعَ كُلِّ صَلٰوةٍ .

২২৭. ইউনুস (র) ও ইব্‌ন আবী আকীল (র)....... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ আমার উম্মতের জন্য কষ্টকর হবে এই আশংকা না থাকলে আমি প্রত্যেক সালাতের সাথে মিসওয়াক করতে তাদের নির্দেশ দিতাম।

٢٢٨– حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ قَالَ ثَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَوْ لاَ اَنْ اَشُقَّ عَلٰى اُمَّتِىْ لاَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ مَعَ كُلِّ وَضُوْءٍ .

২২৮. ইব্‌ন মারযূক (র)....... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ আমার উম্মতের জন্য কষ্টকর হবে এই আশংকা যদি না হত তাহলে আমি প্রত্যেক উযূর সাথে মিসওয়াক করতে তাদের নির্দেশ দিতাম।

٢٢٩– حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ اَنَا اَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ لَوْ لاَ اَنْ اَشُقَّ عَلٰى اُمَّتِىْ لاَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ مَعَ كُلِّ وَضُوْءٍ .

২২৯. ইউনুস (র) .... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন। নবী করীম ﷺ বলেন, আমার উম্মতের জন্য কষ্টকর মনে না করলে তাদেরকে প্রত্যেক সালাতের সাথে মিসওয়াক করার নির্দেশ দিতাম।

٢٣٠– حَدَّثَنَا رَبِيْعُ الْمُؤَذِّنُ قَالَ ثَنَا اَسَدُ قَالَ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ ثَنَا حَجَّاجُ قَالَ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ سَعِيْدِ الْمَقْبُرِىِّ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِثْلَهُ .

২৩০. রবী'উল মুআয্যিন (র) ও মুহাম্মদ ইব্ন খুযায়মা (র) .... আবূ হুরায়রা (রা)-এর বরাতে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٢٣١- حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ ثَنَا الْفِرْيَابِيُّ قَالَ ثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يَرْفَعُهُ مِثْلَهُ .

২৩১. হুসাইন ইব্ন নাসর (র)....... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে মারফূ' হিসাবে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

বিশ্লেষণ

অতএব "আমার উম্মতের জন্য কষ্টকর হবে, এই আশংকা যদি না হত তাহলে আমি প্রত্যেক সালাতের সময় মিসওয়াক করতে তাদের নির্দেশ দিতাম"– রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর এই উক্তি দ্বারা সাব্যস্ত হল যে, তিনি তাদেরকে এর নির্দেশ দেননি এবং এটা (মিসওয়াক করা) তাদের উপর ওয়াজিব নয়। আর তা তাদের থেকে রহিত, বিশেষ করে এটাই প্রত্যেক সালাতের জন্য উযূর বিকল্প। এতে প্রমাণিত হল যে, তাদের উপর প্রত্যেক সালাতের জন্য উযূ ওয়াজিব ছিল না এবং তাদেরকে এর নির্দেশ দেয়া হয়নি। এই বিধান শুধুমাত্র নবী ﷺ-এর জন্য ছিল, সাহাবাগণের জন্য ছিল না। এই বিষয়ে তাঁর এবং সাহাবাগণের জন্য ভিন্ন ভিন্ন বিধান ছিল। এটাই এই অনুচ্ছেদের হাদীসসমূহের সঠিক মর্ম নির্ধারণের পন্থা। এতে প্রমাণিত হয় যে, প্রত্যেক সালাতের জন্য উযূ ওয়াজিব হওয়ার বিধান রহিত হয়ে গিয়েছে।

ইমাম তাহাবী (র)-এর যুক্তিভিত্তিক দলীল

বস্তুত যুক্তির আলোকে উক্ত বিধানের বিশ্লেষণ হল নিম্নরূপ ঃ আমরা লক্ষ্য করেছি যে, উযূ হল অপবিত্র (হাদাস) থেকে তাহারাত বা পবিত্রতা অর্জন করা। আমরা দেখতে ইচ্ছা করছি যে, হাদাসসমূহ থেকে তাহারাতের বিধান কিরূপ এবং কোন্ জিনিস তা ভঙ্গ করে দেয়? তো আমরা দেখি হাদাসের কারণে যে তাহারাত আবশ্যকীয় হয় তা দুইভাগে বিভক্ত। এর একটি হল গোসল, অপরটি উযূ। যে ব্যক্তি স্ত্রী সহবাস করে বা জুনুবী হয়ে যায়, তার উপর গোসল করা ওয়াজিব এবং যে ব্যক্তি পেশাব বা পায়খানা করে তার উপর উযূ করা ওয়াজিব। যে ওয়াজিব গোসলের উল্লেখ আমরা করেছি তা সময় অতিবাহিত হওয়ায় ভঙ্গ হয় না, তা শুধু হাদাস দ্বারা ভঙ্গ হয়ে থাকে। যখন সাব্যস্ত হল যে, স্ত্রী সহবাস এবং স্বপ্নদোষ থেকে তাহারাত অর্জন করার বিধান এরূপ তখন যুক্তির দাবি হচ্ছে, সমস্ত হাদাস থেকে তাহারাত অর্জন করা অনুরূপই হবে এবং গোসলের মতই সময় অতিবাহিত হওয়ার কারণে তা ভঙ্গ হবে না।

দ্বিতীয় দলীল ঃ আমরা লক্ষ্য করছি যে, সমস্ত ফকীহদের এই বিষয়ে ঐকমত্য রয়েছে যে, মুসাফির হাদাস (উযূ নষ্ট) না করলে সব কয়টি সালাত একই উযূ দ্বারা আদায় করতে পারে। পক্ষান্তরে তারা মুকীম (বাড়িতে অবস্থানকারী)-এর ব্যাপারে মতবিরোধ করেছেন। আমরা দেখি যে, স্ত্রী সহবাস, স্বপ্নদোষ, পায়খানা, পেশাব– মুকীমের জন্য এসবই হাদাস আর এতে তার উপর তাহারাত ওয়াজিব হয়। মুসাফির থেকে তা সংঘটিত হলে তার বিধান অনুরূপ হবে এবং তার উপর সেই তাহারাত অর্জন করা ওয়াজিব হবে, যা মুকীম হওয়ার সময় তার উপর ওয়াজিব হয়। আমরা অন্য আরেকটি

তাহারাত লক্ষ্য করেছি, যা সময় অতিবাহিত হওয়ার দ্বারা ভেঙ্গে যায়। তা হচ্ছে মোজার উপর মাসেহ করা। এতেও মুকীম এবং মুসাফিরের জন্য অভিন্ন বিধান। তাদের তাহারাত নির্দিষ্ট সময় অতিক্রান্ত হলে ভেঙ্গে যায়। যদিও সফর ও মুকীম অবস্থার মেয়াদে পার্থক্য রয়েছে।

বস্তুত যখন পূর্বোল্লিখিত বর্ণনা দ্বারা সাব্যস্ত হল যে, যে বস্তু মুকীমের তাহারাতকে ভেঙ্গে দেয় এর দ্বারা মুসাফিরের তাহারাতও ভেঙ্গে যায়। আর সময় অতিক্রান্ত হয়ে যাওয়ার পর মুসাফিরের তাহারাত ভঙ্গ হয় না; সুতরাং যুক্তির দাবি হচ্ছে যে, সময় অতিক্রান্ত হয়ে যাওয়ার দ্বারা মুকীমের তাহারাতও ভঙ্গ হবে না, আর এটা ইমাম আবূ হানীফা (র), ইমাম আবূ ইউসুফ (র) ও ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর অভিমত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর পরবর্তী এক দল (আলিম) উক্ত অভিমত পোষণ করেছেন ঃ

٢٣٢- حَدَّثَنَا ابْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ ثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ ثَنَا حَمَّادٌ عَنْ اَبِيْ عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ اَصْحَابَ اَبِيْ مُوْسَى الْاَشْعَرِيِّ تَوَضَّؤُا وَصَلُّوْا الظُّهْرَ فَلَمَّا حَضَرَتِ الْعَصْرُ قَامُوْا لِيَتَوَضَّؤُا فَقَالَ لَهُمْ مَالَكُمْ اَحْدَثْتُمْ فَقَالُوْا لَا فَقَالَ وَهُوَ الْوَضُوْءُ مِنْ غَيْرِ حَدَثٍ لَيُوْشِكُ اَنْ يَقْتُلَ الرَّجُلُ اَبَاهُ وَاَخَاهُ وَعَمَّهُ وَابْنَ عَمِّهِ يَتَوَضَّأُ مِنْ غَيْرِ حَدَثٍ .

২৩২. ইব্ন খুযায়মা (র)....... আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, একবার আবূ মূসা আশ্‘আরী (রা)-এর শিষ্যবৃন্দ উযূ করে যুহরের সালাত আদায় করেছেন। যখন আসরের ওয়াক্ত হল তাঁরা উযূ করার জন্য প্রস্তুত হলেন তখন আবূ মূসা আশ‘আরী (রা) তাঁদেরকে বললেন, কি ব্যাপার, তোমরা কি হাদাস (উযূ নষ্ট) করেছ? তাঁরা বললেন, না। তিনি বললেন, হাদাস ব্যতীত উযূ করা। কোন ব্যক্তি হাদাস ব্যতীত উযূ করলো, সে তো শীঘ্রই তার পিতা, ভাই, চাচা ও চাচাত ভাইকে হত্যা করে ফেলতে পারে!

٢٣٣- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ دَاؤُدَ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ عَامِرٍ قَالَ سَمِعْتُ اَنَسًا يَقُوْلُ كُنَّا نُصَلِّي الصَّلَوَاتِ كُلَّهَا بِوُضُوْءٍ وَّاحِدٍ مَّا لَمْ نُحْدِثْ .

২৩৩. আবূ বাক্রা (র)...... আমর ইব্ন আমের (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি আনাস (রা)-কে বলতে শুনেছি ঃ আমরা উযূ নষ্ট না হওয়া পর্যন্ত সব ক’টি সালাত একই উযূতে আদায় করতাম।

٢٣٤- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ دَاؤُدَ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ قَالَ اَخْبَرَنِيْ مَسْعُوْدُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ عِكْرَمَةَ اَنَّ سَعْدًا كَانَ يُصَلِّي الصَّلَوَاتِ كُلَّهَا بِوُضُوْءٍ وَّاحِدٍ مَالَمْ يُحْدِثْ .

২৩৪. আবূ বাক্রা (র)....... ইকরামা (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, সা’দ (রা) যতক্ষণ পর্যন্ত উযূ নষ্ট না করতেন সব ক’টি সালাত একই উযূতে আদায় করতেন।

٢٣٥- حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِالْوَارِثِ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ فَذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ غَيْرَ اَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ عِكْرِمَةَ وَزَادَ وَكَانَ عَلِىٌّ بْنُ اَبِى طَالِبٍ يَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلٰوةٍ وَيَتْلُوْ اِذَا قُمْتُمْ اِلَى الصَّلٰوةِ فَاغْسِلُوْا وُجُوْهَكُمْ وَاَيْدِيَكُمْ ....

২৩৫. ইব্ন মারযূক (র)...... শু'বা (র) থেকে অনুরূপ উল্লেখ করেছেন। তবে মধ্যবর্তী রাবী ইক্‌রামা-এর উল্লেখ করেননি। আর এটা সংযোগ করেছেন ঃ "আলী (রা) প্রত্যেক সালাতের জন্য উযূ করতেন এবং এ আয়াত তিলাওয়াত করতেন ঃ

اِذَا قُمْتُمْ اِلَى الصَّلٰوةِ فَاغْسِلُوْا وُجُوْهَكُمْ وَاَيْدِيَكُمْ

"যখন তোমরা সালাতের জন্য প্রস্তুত হবে তখন তোমরা তোমাদের মুখমন্ডল ও হাত ধৌত করবে" (সূরা ৫ ঃ আয়াত ৬)।

ইমাম আবূ জা'ফর তাহাবী (র) বলেন ঃ আমাদের মতে এই আয়াতে প্রত্যেক সালাতের জন্য উযূ করা ওয়াজিব হওয়ার কোন প্রমাণ নেই। যেহেতু এখানে সম্ভাবনা আছে যে, বেউযূ হওয়ার অবস্থায় সালাতের ইচ্ছা করা বুঝানো হয়েছে। আপনারা কি দেখতে পাচ্ছেন না যে, সমস্ত ফকীহ আলিমদের ঐকমত্য রয়েছে যে, মুসাফিরের জন্য এই বিধানই প্রযোজ্য এবং যতক্ষণ পর্যন্ত সে উযূ নষ্ট না করবে তার উপর উযূ করা ওয়াজিব নয়। যখন সাব্যস্ত হল যে, এই আয়াতে এটাই মুসাফিরের বিধান এবং তাকেও অনুরূপভাবে সম্বোধন করা হয়েছে, যেমনিভাবে মুকীমকে সম্বোধন করা হয়েছে। অতএব প্রমাণিত হল যে, আলোচ্য বিষয়ে মুকীমের বিধানও অনুরূপ হবে।

ইবনুল ফাগওয়া (র) বলেছেন ঃ তাঁরা (সাহাবা) যখন হাদাস করতেন তখন তারা উযূ না করা পর্যন্ত কথা বলতেন না; এ প্রসঙ্গে এই আয়াত অবতীর্ণ হয় ঃ "যখন তোমরা সালাতের জন্য প্রস্তুত হও...." শেষ পর্যন্ত। এতে ব্যক্ত হয়েছে যে, হাদাসের পরে সালাতের জন্য প্রস্তুত হওয়া বুঝানো হয়েছে।

٢٣٦- حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ وَبِشْرُ بْنُ عُمَرَ قَالاَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَسْعُوْدِ بْنِ عَلِيٍّ بِذٰلِكَ وَلَمْ يَذْكُرْ عِكْرِمَةَ .

২৩৬. ইব্ন মারযূক (র)....... শু'বা (র) মাসউদ ইব্ন আলী (রা) থেকে এটা রিওয়ায়াত করেছেন। কিন্তু তিনি ইক্‌রামা'র উল্লেখ করেননি।

٢٣٧- حَدَّثَنَا خُزَيْمَةَ قَالَ ثَنَا الْحَجَّاجُ قَالَ ثَنَا حَمَّادُ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ مُحَمَّدٍ اَنَّ شُرَيْحًا كَانَ يُصَلِّى الصَّلَوَاتِ كُلَّهَا بِوُضُوْءٍ وَّاحِدٍ .

২৩৭. ইব্ন খুযায়মা (র)........ মুহাম্মদ (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, কাযী শুরায়হ (র) সবক'টি সালাত একই উযূতে আদায় করতেন।

٢٣٨- حَدَّثَنَا خُزَيْمَةَ قَالَ ثَنَا الْحَجَّاجُ عَنْ يَّزِيْدَ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْحَسَنِ اَنَّهُ كَانَ يَرٰى بِذٰلِكَ بَاْسًا وَّاللّٰهُ اَعْلَمُ .

২৩৮. ইব্‌ন খুযায়মা (র)...... হাসান (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি এতে কোন অসুবিধা আছে বলে মনে করতেন না। আল্লাহ্ উত্তমরূপে জ্ঞাত আছেন।

١١- بَابُ الرَّجُلِ يَخْرُجُ مِنْ ذَكَرِهِ الْمَذِيُّ كَيْفَ يَفْعَلُ

১১. অনুচ্ছেদ ঃ কারো পুরুষাঙ্গ থেকে 'মযী' (শৃঙ্গারকালে নির্গত তরল পদার্থ) বের হলে কি করবে?

٢٣٩- حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ اَبِيْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا اُمَيَّةُ بْنُ بِسْطَامٍ قَالَ ثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ ثَنَا رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ عَنِ ابْنِ اَبِيْ نَجِيْحٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ اَيَاسِ بْنِ خَلِيْفَةَ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ اَنَّ عَلِيًّا اَمَرَ عَمَّارًا اَنْ يَّسْاَلَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الْمَذِيْ فَقَالَ يَغْسِلُ مَذَاكِيْرَهُ وَيَتَوَضَّأُ .

২৩৯. ইবরাহীম ইব্‌ন আবী দাঊদ (র)...... রাফি' ইব্‌ন খাদীজ (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, আলী (রা) আম্মার (রা)-কে নির্দেশ দিলেন, তিনি যেন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে 'মযী' সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন। উত্তরে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, পুরুষাঙ্গ ধৌত করবে এবং উযূ করবে।

ইমাম আবূ জা'ফর তাহাবী (র) বলেন ঃ একদল আলিম এ মত গ্রহণ করেন যে, যখন কারো 'মযী' বের হয় বা পেশাব করে তখন তার জন্য পুরুষাঙ্গ ধৌত করা ওয়াজিব। তাঁরা এই বিষয়ে উক্ত হাদীস দ্বারা দলীল পেশ করেছেন।

পক্ষান্তরে অপরাপর আলিমগণ তাঁদের বিরোধিতা করে বলেছেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর এই বাণী পুরুষাঙ্গ ধৌত করাকে ওয়াজিব করে না (বরং এর মর্ম হচ্ছে) মযী যাতে থেমে যায়, আর বের না হয়। তাঁরা বলেছেন ঃ এই বিধান মুসলিমদেরকে কুরবানীর পশু দুধেল হলে তার স্তনে পানি ছিটিয়ে দেয়ার ব্যাপারে যে নির্দেশ দেয়া হয়েছে, তার অনুরূপ। এর উদ্দেশ্য হল যেন তাতে দুধ থেমে যায়, বের না হয়। তাঁদের সংশ্লিষ্ট উক্তির সমর্থনে মুতাওয়াতির রিওয়ায়াতসমূহের কয়েকটি নিম্নরূপ ঃ

٢٤٠- حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِيْ دَاوُدَ وَابْنُ اَبِيْ عِمْرَانَ قَالاَ ثَنَا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ النَّاقِدُ قَالَ ثَنَا عُبَيْدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ حَبِيْبِ بْنِ اَبِيْ ثَابِتٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ عَلِيٌّ كُنْتُ رَجُلاً مَذَّاءً فَاَمَرْتُ رَجُلاً يَّسْاَلُ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ فِيْهِ الْوُضُوْءُ .

২৪০. ইব্‌ন আবী দাঊদ (র) ও ইব্‌ন আবী ইমরান (র)...... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আলী (রা) বলেছেন ঃ আমার প্রচুর মযী বের হত, আমি জনৈক ব্যক্তিকে নির্দেশ দিলাম সে যেন নবী ﷺ-কে (এর বিধান সম্পর্কে) জিজ্ঞাসা করে। তিনি বললেন, এতে উযূ করতে হবে।

٢٤١- حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ثَنَا سَعِيْدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ اَنَا هُشَيْمٌ قَالَ اَنَا الْاَعْمَشُ عَنْ مُنْذِرٍ اَبِى يَعْلَى الثَّوْرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَنَفِيَّةِ قَالَ سَمِعْتُهُ يُحَدِّثُ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ كُنْتُ اَجِدُ مَذْيًا فَاَمَرْتُ الْمِقْدَادَ اَنْ يَّسْاَلَ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ ذٰلِكَ وَاسْتَحْيَيْتُ اَنْ اَسْاَلَهُ لِاَنَّ ابْنَتَهُ عِنْدِيْ فَسَاَلَهُ فَقَالَ اِنَّ كُلَّ فَحْلٍ يَمْذِيْ فَاِذَا كَانَ الْمَنِيُّ فَفِيْهِ الْغُسْلُ وَاِذَا كَانَ الْمَذِيُّ فَفِيْهِ الْوُضُوْءُ .

২৪১. সালিহ ইব্‌ন আবদুর রহমান (র)...... আলী (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমার (প্রচুর) মযী বের হত, আমি মিকদাদ (রা)-কে নির্দেশ দিলাম তিনি যেন এই বিষয়ে নবী ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করেন। আমি স্বয়ং তাঁকে জিজ্ঞাসা করতে লজ্জাবোধ করছিলাম, যেহেতু তাঁর কন্যা (ফাতিমা রা) আমার (স্ত্রীরূপে) রয়েছেন। এরপর তিনি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন। এতে তিনি বললেন, প্রত্যেক পুরুষের মযী বের হয়ে থাকে। যদি 'মনী' (বীর্য) বের হয় তাতে গোসল করতে হবে আর 'মযী' বের হলে তাতে উযূ করতে হবে।

٢٤٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ رَجَاءٍ قَالَ ثَنَا زَائِدَةُ بْنُ قُدَامَةَ عَنْ اَبِيْ حُصَيْنٍ عَنْ اَبِى عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ كُنْتُ رَجُلاً مَّذَّاءً وَكَانَتْ عِنْدِيْ بِنْتُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَاَرْسَلْتُ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ تَوَضَّأْ وَّاغْسِلْهُ .

২৪২. মুহাম্মদ ইব্‌ন খুযায়মা (র)..... আলী (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি ছিলাম একজন প্রচুর মযী নির্গমনকারী পুরুষ এবং আমার নিকট রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কন্যা ছিলেন। আমি তাঁর নিকট (এই বিষয়ে জিজ্ঞাসা করার জন্য কাউকে) পাঠালাম। তিনি বললেন ঃ উযূ কর এবং তা ধৌত করে ফেল।

٢٤٣- حَدَّثَنَا صَالِحٌ قَالَ ثَنَا سَعِيْدٌ قَالَ ثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ اَنَا يَزِيْدُ بْنُ اَبِىْ زِيَادٍ قَالَ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِىْ لَيْلٰى عَنْ عَلِيٍّ قَالَ سُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ عَنِ الْمَذِيِّ فَقَالَ فِيْهِ الْوُضُوْءُ وَفِى الْمَنِيِّ الْغُسْلُ .

২৪৩. সালিহ (র)...... আলী (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, একবার নবী ﷺ-কে 'মযী' সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়। তিনি বললেন ঃ তাতে উযূ করতে হবে আর 'মনী' হলে গোসল করতে হবে।

٢٤٤- حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ ثَنَا الْفِرْيَابِيُّ قَالَ ثَنَا اِسْرَائِيْلُ قَالَ ثَنَا اَبُوْ اِسْحَاقَ عَنْ هَانِىْ بْنِ هَانِىْ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ كُنْتُ رَجُلاً مَّذَّاءً فَكُنْتُ اِذَا اَمْذَيْتُ اِغْتَسَلْتُ فَسَاَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ فِيْهِ الْوُضُوْءُ .

২৪৪. হুসাইন ইব্‌ন নাসর (র)..... আলী (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি ছিলাম একজন প্রচুর মযী নির্গমনকারী পুরুষ। আমার যখন মযী বের হত আমি গোসল করতাম। আমি নবী ﷺ-কে (এ বিষয়ে) জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন ঃ এতে উযূ করতে হবে।

٢٤٥– حَدَّثَنَا ابْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ رَجَاءٍ قَالَ اَنَا اِسْرَائِيْلُ ح وَحَدَّثَنَا رَبِيْعُ الْمُؤَذِّنُ قَالَ ثَنَا اَسَدٌ قَالَ ثَنَا اِسْرَائِيْلُ ثُمَّ ذَكَرَ بِاِسْنَادِهِ مِثْلَهُ .

২৪৫. ইব্‌ন খুযায়মা (র) ও রবী'উল মুয়ায্‌যিন (র) .... ইসরাঈল (র) থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

٢٤٦– حَدَّثَنَا ابْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ رَجَاءٍ قَالَ ثَنَا زَائِدَةُ قَالَ ثَنَا الرَّكِيْنُ بْنُ الرَّبِيْعِ الْفَزَارِىُّ عَنْ حُصَيْنِ بْنِ قَبِيْصَةَ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ كُنْتُ رَجُلاً مَذَّاءً فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ اِذَا رَأَيْتَ الْمَذِىَّ فَتَوَضَّأْ وَاغْسِلْ ذَكَرَكَ وَاِذَا رَأَيْتَ الْمَنِىَّ فَاغْتَسِلْ -

২৪৬. ইব্‌ন খুযায়মা (র)..... আলী (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি একজন প্রচুর মযী নির্গতকারী পুরুষ ছিলাম। (এই বিষয়ে) নবী ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন ঃ তুমি 'মযী' বের হতে দেখলে উযূ কর এবং তোমার বিশেষ অঙ্গ ধৌত করে ফেল। আর 'মনী' বের হতে দেখলে গোসল কর।

٢٤٧– حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ عَائِشِ بْنِ اَنَسٍ قَالَ سَمِعْتُ عَلِيًّا عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُوْلُ كُنْتُ رَجُلاً مَذَّاءً فَاَرَدْتُ اَنْ اَسْأَلَ النَّبِيَّ ﷺ فَاسْتَحْيَيْتُ مِنْهُ لِاَنَّ اِبْنَتَهُ كَانَتْ تَحْتِىْ فَاَمَرْتُ عَمَّارًا فَسَأَلَهُ فَقَالَ يَكْفِىْ مِنْهُ الْوُضُوْءُ .

২৪৭. আবূ বাক্‌রা (র)..... আইশ ইব্‌ন আনাস (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি আলী (রা)-কে মিম্বরের উপর বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন ঃ আমি একজন প্রচুর মযী নির্গমনকারী পুরুষ ছিলাম। আমি এই বিষয়ে নবী ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছা পোষণ করেছিলাম। এতে আমি লজ্জাবোধ করছিলাম। যেহেতু তাঁর কন্যা আমার স্ত্রীরূপে আমার নিকট রয়েছেন। এরপর আমি আম্মার (রা)-কে নির্দেশ দিলাম, তিনি যেন তাঁকে এই বিষয়ে জিজ্ঞাসা করেন। উত্তরে তিনি ﷺ বলেছেন ঃ এতে উযূ করলেই যথেষ্ট হবে।

ইমাম আবূ জাফ'র তাহাবী (র) বলেন ঃ আপনি কি দেখতে পাচ্ছেন না, যখন আলী (রা) নবী ﷺ থেকে সেই বিষয় উল্লেখ করেছেন, যা সেই অবস্থায় ওয়াজিব হয়। তখন তিনি সালাতের উযূ উল্লেখ করেছেন। এতে প্রমাণিত হল সালাতের উযূ ব্যতীত (পুরুষাঙ্গ ধৌত করার) যে নির্দেশ তিনি দিয়েছেন তা ভিন্ন কারণে ছিল, উযূ ওয়াজিব হওয়ার কারণে নয়। সাহল ইব্‌ন হুনাইফ (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকেও উক্ত বিষয়ের সমর্থনে হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন ঃ

٢٤٨– حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ مَرْزُوْقٍ وَّسُلَيْمَانُ بْنُ شُعَيْبٍ قَالاَ ثَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانٍ قَالَ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِسْحَاقَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ السَّبَّاقِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ اَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ عَنِ الْمَذِيِّ فَقَالَ فِيْهِ الْوُضُوْءُ .

২৪৮. নাসর ইব্‌ন মারযূক (র) ও সুলায়মান ইব্‌ন শু'আইব (র)...... সাহল ইব্‌ন হুনাইফ (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি একবার নবী ﷺ-কে 'মযী'র (বিধান) সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন। এতে তিনি বলেছেন ঃ তাতে উযূ করতে হবে।

বস্তুত তিনি খবর দিয়েছেন যে এতে উযূ ওয়াজিব হয়। আর এটা উযূর সঙ্গে অন্য কিছু ওয়াজিব হওয়াকে নাকচ করে দেয়।

যদি কোন প্রশ্নকারী প্রশ্ন উত্থাপন করেন যে, উমার ইব্‌নুল খাত্তাব (রা) থেকে এরূপ বর্ণিত আছে যা প্রথমোক্ত আলিমদের অভিমতের অনুকূলে রয়েছে। তাতে নিম্নরূপ উল্লেখ রয়েছে ঃ

٢٤٩– حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ عُمَرَ قَالَ اَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ اَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ عَنْ اَبِيْ عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ اَنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ رَبِيْعَةَ الْبَاهِلِيَّ تَزَوَّجَ اِمْرَأَةً مِّنْ بَنِيْ عَقِيْلٍ فَكَانَ يَاْتِيْنَهَا فَيُلاَعِبُهَا فَسَأَلَ عَنْ ذٰلِكَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَقَالَ اِذَا وَجَدْتَ الْمَاءَ فَاغْسِلْ فَرْجَكَ وَاُنْثَيَيْكَ وَتَوَضَّأْ وُضُوْءَكَ لِلصَّلٰوةِ .

২৪৯. আবূ বাকরা (র)...... আবূ উসমান নাহদী (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, সুলায়মান ইব্‌ন রবী'আ বাহিলী (র) বনূ আকীলের জনৈকা মহিলাকে বিবাহ করেন। তিনি তার কাছে আসতেন এবং তার সঙ্গে আমোদ প্রমোদ করতেন। তিনি এই বিষয়ে উমার ইব্‌নুল খাত্তাব (রা)-কে জিজ্ঞাসা করেন। তিনি বললেন, যদি তুমি পানি (মযী) দেখতে পাও তাহলে তুমি লজ্জাস্থান এবং অন্ডকোষ ধৌত করে ফেলবে এবং সালাতের উযূর ন্যায় উযূ করবে।

তাকে উত্তরে বলা হবে ঃ সম্ভবত এর কারণ তা-ই, যা আমরা রাফি' ইব্‌ন খাদীজ (রা) বর্ণিত হাদীস প্রসঙ্গে বর্ণনা করে এসেছি। পরবর্তী মনীষী আলিমদের এক দল থেকে এর অনুকূলে বর্ণিত আছে ঃ

٢٥٠– حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ اِسْمَاعِيْلَ قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ ح وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا هِلاَلُ بْنُ يَحْيَى بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ ثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ كِلاَهُمَا عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ مُوَرِّقٍ الْعِجْلِيِّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ هُوَ الْمَنِيُّ وَالْمَذِيُّ وَالْوَدِيُّ فَاَمَّا الْمَذِيُّ وَالْوَدِيُّ فَاِنَّهُ يَغْسِلُ ذَكَرَهُ وَيَتَوَضَّأُ وَاَمَّا الْمَنِيُّ فَفِيْهِ الْغُسْلُ .

২৫০. আবূ বাকরা (র) ...... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন ঃ মনী, মযী ও ওয়াদী (এর বিধান নিম্নরূপ) মযী এবং ওয়াদী বের হলে পুরুষাঙ্গ ধৌত করবে এবং উযূ করবে। কিন্তু 'মনী' বের হলে তাতে গোসল করতে হবে।

٢٥١- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ عَامِرٍ قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ اَبِىْ جَمْرَةَ قَالَ قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ اِنِّىْ اَرْكَبُ الدَّابَّةَ فَاَمْذِىْ فَقَالَ اغْسِلْ ذَكَرَكَ وَتَوَضَّأْ وُضُوْءَكَ لِلصَّلٰوةِ .

২৫১. আবূ বাক্রা (র)....... আবূ জামরা (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি একবার ইব্ন আব্বাস (রা)-কে বললাম ঃ আমি (সফরে) সাওয়ারীর উপর আরোহণ করি এবং (অনেক সময়) আমার মযী বের হয়ে যায় (এর বিধান কি?)। তিনি বললেন ঃ তোমার পুরুষাঙ্গ ধৌত করে ফেলবে এবং সালাতের উযূর ন্যায় উযূ করবে।

আপনারা কি দেখতে পাচ্ছেন না যখন ইব্ন আব্বাস (রা) মযী নির্গত হওয়ার দ্বারা যা ওয়াজিব হয় তার উল্লেখ করেছেন তখন বিশেষ করে উযূর কথা উল্লেখ করেছেন ? আর যখন আবূ জামরা (র)-কে নির্দেশ দিয়েছেন তখন উযূ করার সঙ্গে পুরুষাঙ্গ ধৌত করার নির্দেশও দিয়েছেন।

٢٥٢- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا وَهْبُ قَالَ ثَنَا الرَّبِيْعُ بْنُ صَبِيْحٍ عَنِ الْحَسَنِ فِى الْمَذِيِّ وَالْوَدِيِّ قَالَ يَغْسِلُ فَرْجَهُ وَيَتَوَضَّأُ وُضُوْءَهُ لِلْصَّلٰوةِ .

২৫২. আবূ বাকরা (র)..... হাসান বসরী (র) থেকে মযী এবং ওয়াদী'র বিধান সম্পর্কে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন ঃ নিজ লজ্জাস্থান ধৌত করে নিবে এবং সালাতের উযূর ন্যায় উযূ করে নিবে।

٢٥٢- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ عَامِرٍ قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ زِيَادِ بْنِ فَيَّاضٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ اِذَا اَمْذَى الرَّجُلُ غَسَلَ الْحَشْفَةَ وَتَوَضَّأَ وُضُوْءَهُ لِلصَّلٰوةِ .

২৫৩. আবূ বাকরা (র)..... সাঈদ ইব্ন যুবাইর (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন ঃ যখন কোন ব্যক্তির মযী বের হবে তখন পুরুষাঙ্গের অগ্রভাগ ধৌত করবে এবং সালাতের উযূর ন্যায় উযূ করে নিবে।

ইমাম আবূ জা'ফর তাহাবী (র) বলেন ঃ হাদীসের সঠিক মর্ম নির্ধারণে এটিই হচ্ছে এই অনুচ্ছেদের যথার্থ বিশ্লেষণ। আর এতে আমাদের বক্তব্য প্রমাণিত হয়েছে।

ইমাম তাহাবী (র)-এর যুক্তিভিত্তিক দলীল

বস্তুত যুক্তির নিরিখে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের বিশ্লেষণ হচ্ছে নিম্নরূপ ঃ আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, মযী নির্গত হওয়া হাদাস হিসাবে বিবেচিত। এরপর আমরা দেখতে প্রয়াস পাব যে, হাদাস বের হওয়ার কারণে কি ওয়াজিব হয়। আমরা দেখতে পাচ্ছি পেশাব-পায়খানা বের হওয়ার কারণে শরীরের সেই অংশ ধৌত করা ওয়াজিব যেখানে তা লেগেছে, অন্য কিছু ধৌত করা ওয়াজিব নয়। হ্যাঁ সালাতের জন্য তাহারাত অর্জন করা ভিন্ন ব্যাপার। অনুরূপভাবে রক্ত বের হওয়া যে কোন স্থান থেকে বের হোক না কেন, তাদের মতে যারা এটাকে হাদাস হিসাবে সাব্যস্ত করে। অতএব যুক্তির দাবি হচ্ছে যে, অনুরূপভাবে মযী বের হওয়া যা কিনা এক প্রকার হাদাস। এতেও শরীরের সেই অংশ ধৌত করা ওয়াজিব হবে না যাতে তা লাগেনি। হ্যাঁ সালাতের জন্য তাহারাতের বিষয়টি ভিন্ন ব্যাপার। সুতরাং আমাদের বর্ণনাকৃত যুক্তির নিরিখে সংশ্লিষ্ট বিষয়টি প্রমাণিত হল। এটি ইমাম আবূ হানীফা (র), ইমাম আবূ ইউসুফ (র) ও ইমাম মুহাম্মদ ইব্নুল হাসান (র)-এর অভিমত।

١٢- بَابُ حُكْمِ الْمَنِيِّ هَلْ هُوَ طَاهِرٌ اَمْ نَجِسٌ

১২. অনুচ্ছেদ ঃ 'মনী'র (বীর্যের) বিধান, তা পাক না নাপাক

٢٥٤- حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ هَمَّامِ بْنِ الْحَارِثِ اَنَّهُ كَانَ نَازِلاً عَلٰى عَائِشَةَ فَاحْتَلَمَ فَرَأَتْهُ جَارِيَةٌ لِعَائِشَةَ وَهُوَ يَغْسِلُ اَثَرَ الْجَنَابَةِ مِنْ ثَوْبِهِ اَوْ يَغْسِلُ ثَوْبَهُ فَاَخْبَرَتْ بِذٰلِكَ عَائِشَةَ فَقَالَتْ عَائِشَةُ لَقَدْ رَأَيْتُنِيْ وَمَا اَزِيْدُ عَلٰى اَنْ اَفْرُكَهُ مِنْ ثَوْبِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ .

২৫৪. ইব্ন মারযূক (র).... হাম্মাম ইব্ন হারিস (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি একবার আয়েশা (রা)-এর নিকট (মেহমানরূপে) অবস্থান করেছিলেন। তার স্বপ্নদোষ হয়ে যায়। এরপর আয়েশা (রা)-এর জনৈকা দাসী তাঁকে দেখলেন যে, তিনি কাপড় থেকে জানাবাত তথা বীর্যের দাগ ধৌত করছিলেন বা কাপড় ধৌত করছিলেন। দাসী তা আয়েশা (রা)-কে অবহিত করে। এতে আয়েশা (রা) বললেন ঃ আমার অভিজ্ঞতা হল এই যে, আমি নিজে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাপড় থেকে তা রগড়ে ঘষা ব্যতীত অতিরিক্ত কিছুই করিনি।

٢٥٥- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيْرٍ قَالَ شُعْبَةُ اَنَا عَنِ الْحَكَمِ فَذَكَرَ بِاِسْنَادِهِ مِثْلَهُ .

২৫৫. আবূ বাকরা (র)..... হাকাম (র) থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

٢٥٦- حَدَّثَنَا فَهْدٌ قَالَ ثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ قَالَ ثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عَمْرٍو عَنْ زَيْدِ بْنِ اَبِىْ اُنَيْسَةَ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ النَّخْعِيِّ عَنْ هَمَّامٍ عَنْ عَائِشَةَ نَحْوَهُ .

২৫৬. ফাহাদ (র)..... হাম্মাম (র) আয়েশা (রা) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٢٥٧- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا يَحْىَ بْنُ حَمَّادٍ قَالَ ثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ هَمَّامٍ فَذَكَرَ نَحْوَهُ .

২৫৭. আবূ বাক্রা (র) .... হাম্মাম (র) থেকে অনুরূপ উল্লেখ করেছেন।

٢٥٨- حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا يُوْسُفُ بْنُ عَدِيٍّ قَالَ اَنَا حَفْصٌ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْاَسْوَدِ بْنِ يَزِيْدَ وَهَمَّامٍ عَنْ عَائِشَةَ مِثْلَهُ .

২৫৮. ইব্ন আবী দাউদ (র) .... আয়েশা (রা) থেকে অনুরূপ উল্লেখ করেছেন।

٢٥٩- حَدَّثَنَا فَهْدٌ قَالَ ثَنَا عَلِيٌّ قَالَ ثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ عَنْ زَيْدٍ عَنِ الْاَعْمَشِ فَذَكَرَ مِثْلَهُ بِاِسْنَادِهِ .

২৫৯. ফাহাদ (র) .... আ'মাশ (র) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٢٦٠- حَدَّثَنَا ابْنِ اَبِى دَاوُدَ قَالَ ثَنَا يوسُفُ بْنِ عَدِيٍّ قَالَ اَنَا حَفْصٌ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْاَسْوَدِ بْنِ يَزِيْدَ وَهَمَّامُ عَنْ عَائِشَةَ مِثْلَهُ .

২৬০. ইব্‌ন আবী দাঊদ (র)..... আয়েশা (রা) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٢٦١- حَدَّثَنَا فَهْدٌ قَالَ ثَنَا الْحِمَّانِيُّ قَالَ ثَنَا شَرِيْكُ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ هَمَّامٍ عَنْ عَائِشَةَ مِثْلَهُ .

২৬১. ফাহাদ (র)..... হাম্মাম (র) আয়েশা (রা) থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

٢٦٢- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا الْمَسْعُوْدِىُّ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ هَمَّامٍ عَنْ عَائِشَةَ مِثْلَهُ غَيْرَ اَنَّهُ قَالَ لَقَدْ رَأَيْتُنِىْ وَمَا اَزِيْدُ عَلٰى اَنْ اَحُتُّهُ مِنَ الثَّوْبِ فَاِذَا جَفَّ دَلَكْتُهُ .

২৬২. আবূ বাক্‌রা (র).... হাম্মাম (র) আয়েশা (রা) থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন। তবে তিনি এতে বলেছেন, আয়েশা (রা) বলেছেন, আমি নিজে কাপড় থেকে তার রগড়ানো ব্যতীত অতিরিক্ত কিছু করিনি, যখন তা শুকিয়ে যেত তখন তা ঘষে ফেলতাম।

٢٦٣- حَدَّثَنَا اَبِىْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ اَسْمَاءَ قَالَ ثَنَا مَهْدِىُّ بْنُ مَيْمُوْنٍ قَالَ ثَنَا وَاصِلُ الْاَحْدَبُ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ النَّخْعِيِّ عَنِ الْاَسْوَدِ قَالَ لَقَدْ رَأَتْنِىْ عَائِشَةُ وَاَنَا اَغْسِلُ جَنَابَةً مِنْ ثَوْبِىْ فَقَالَتْ لَقَدْ رَأَيْتُنِىْ وَاِنَّهُ لَيُصِيْبُ ثَوْبَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَمَا يَزِيْدُ عَلٰى اَنْ يَّفْعَلَ بِهِ هٰكَذَاتَعْنِىْ يَفْرُكُهُ .

২৬৩. ইব্‌ন আবী দাঊদ (র).... আসওয়াদ (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আয়েশা (রা) আমাকে দেখেন, আমি আমার কাপড় থেকে বীর্যের দাগ ধৌত করছি। তিনি বললেন, আমি নিজে দেখেছি যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাপড়ে-এর দাগ লেগেছে, তখন তিনি এরূপ করা অর্থাৎ ঘর্ষণ করা ব্যতীত অতিরিক্ত কিছু করতেন না।

٢٦٤- حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا دُحَيْمُ قَالَ ثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ ثَنَا الْاَوْزَاعِىُّ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ اَفْرُكُهُ مِنْ ثَوْبِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ تَعْنِىْ الْمَنِىَّ .

২৬৪. ইব্‌ন আবী দাঊদ (র).... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাপড় থেকে মনী'র (দাগ) রগড়ে ঘষে পরিষ্কার করে দিতাম।

٢٦٥- حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ اَبِىْ هَاشِمٍ عَنْ اَبِىْ مِجْلَزٍ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ نَوْفَلٍ عَنْ عَائِشَةَ مِثْلَهُ .

২৬৫. ইব্‌ন আবী দাঊদ (রা)..... হারিস ইব্‌ন নওফাল (র) আয়েশা (রা) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٢٦٦- حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا ابْنُ اَبِى السَّرِيِّ قَالَ ثَنَا مُبَشِّرُ بْنُ اِسْمَاعِيْلَ قَالَ ثَنَا جَعْفَرُ بْنُ بُرْقَانَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ اَفْرُكُ الْمَنِيَّ مِنْ مِرْطِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَكَانَتْ مُرُوْطُنَا يَوْمَئِذٍ الصُّوْفُ .

২৬৬. ইব্‌ন আবী দাঊদ (র)..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর চাদর থেকে মনী ঘষে দিতাম। আর সে সময়ে আমাদের চাদরসমূহ ছিল পশমের।

٢٦٧- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحِيْمِ الْبَرْقِىُّ قَالَ ثَنَا الْحُمَيْدِىُّ قَالَ ثَنَا بِشْرُ بْنُ بَكْرٍ عَنِ الْاَوْزَاعِيِّ عَنْ يَحْىَ بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ اَفْرُكُ الْمَنِيَّ مِنْ ثَوْبِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اِذَا كَانَ يَابِسًا وَاَغْسِلُهُ اَوْ اَمْسَحُهُ اِذَا كَانَ رَطَبًا شَكَّ الْحُمَيْدِىُّ .

২৬৭. আহমদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ (র).... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাপড় থেকে মনী রগড়ে-ঘষে পরিষ্কার করে দিতাম, যদি তা শুকানো হত। আর তা আর্দ্র হলে ধৌত করে দিতাম বা 'মুছে দিতাম' (রাবী হুমায়দীর সন্দেহ)।

٢٦٨- حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا يُوْسُفُ بْنُ عَدِيٍّ قَالَ ثَنَا عَبْثَرُ بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ بُرْدٍ اَخِىْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِىْ زِيَادٍ عَنْ اَبِىْ شَقَّانَةِ النَّخْعِيِّ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ اَفْرُكُ الْمَنِيَّ مِنْ ثَوْبِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ .

২৬৮. ইব্‌ন আবী দাঊদ (র)..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাপড় থেকে মনী রগড়ে-ঘষে পরিষ্কার করে দিতাম।

ইমাম আবূ জা'ফর আহমদ ইব্‌ন মুহাম্মদ তাহাবী (র) বলেন ঃ কিছু সংখ্যক আলিম এই মত গ্রহণ করেছেন যে, মনী পাক (পবিত্র), যদি তা পানিতে পতিত হয় এতে পানি নাপাক করবে না এবং এর বিধান হচ্ছে নাকের ময়লার বিধানের অনুরূপ। তাঁরা এই বিষয়ে উল্লিখিত রিওয়ায়াতসমূহ দ্বারা প্রমাণ পেশ করেন।

পক্ষান্তরে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অপরাপর আলিমগণ তাদের বিরোধিতা করে বলেছেন ঃ বরং তা হচ্ছে নাপাক (অপবিত্র)। তাঁরা বলেছেন, এই সমস্ত হাদীসে তোমাদের স্বপক্ষে কোন প্রমাণ নেই। কারণ

এই সমস্ত হাদীস ঘুমানোর কাপড় সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে, সালাত আদায়ের কাপড় সম্পর্কে নয়। আমরা লক্ষ্য করেছি যে, পেশাব, পায়খানা ও রক্তযুক্ত নাপাক কাপড়ে ঘুমাতে কোন অসুবিধা নেই। কিন্তু তাতে সালাত আদায় করা জায়িয নয়। সুতরাং সম্ভবত মনীর বিধানও অনুরূপ। বস্তুত এই হাদীস আমাদের বিপক্ষে তখন প্রমাণ হত, যদি আমরা বলতাম যে, নাপাক কাপড়ে ঘুমানোও সঠিক নয়; আমরাতো তা জায়িয বলি এবং এই বিষয়ে তোমরা নবী ﷺ থেকে যা কিছু রিওয়ায়াত করেছ তা আমরাও সমর্থন করি। পরবর্তীতে আমরা বলছি যে, এরূপ কাপড়ে সালাত আদায় করা সঠিক বা জায়িয নেই। সুতরাং আমরা এই বিষয়ে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত হাদীসসমূহের বিরোধিতা করছি না। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যে কাপড়ে সালাত আদায় করতেন তাতে মনী লাগলে আয়েশা (রা) যা করতেন সেই সম্পর্কে আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত আছে ঃ

٢٦٩– حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ ثَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانٍ قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْمُبَارَكِ وَبِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُوْنٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ اَغْسِلُ الْمَنِيَّ مِنْ ثَوْبِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَيَخْرُجُ اِلَى الصَّلٰوةِ وَاِنْ يَقَعُ الْمَاءُ لَفِيْ ثَوْبِهِ .

২৬৯. ইউনুস (র)...... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাপড় থেকে মনী ধৌত করতাম। তারপর তিনি সালাতের জন্য বের হয়ে যেতেন এবং তাঁর কাপড়ে তখনও পানির চিহ্ন বিদ্যমান থাকত।

٢٧٠– حَدَّثَنَا اَبُوْ بِشْرٍ الرَّقِّيُّ قَالَ ثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنْ عَمْرٍو فَذَكَرَ بِاِسْنَادِهِ نَحْوَهُ .

২৭০. আবূ বিশর রকী (র)..... আমর (রা) থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

٢٧١– حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ شَيْبَةَ قَالَ ثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ قَالَ اَنَا عَمْرُو فَذَكَرَ بِاِسْنَادِهِ مِثْلَهُ .

২৭১. আলী ইব্ন শায়বা (র) .... আম্র সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

ইমাম আবূ জা'ফর তাহাবী (র) বলেন ঃ এভাবে আয়েশা (রা) নবী ﷺ-এর সালাত আদায়ের কাপড় থেকে মনী ধৌত করে ফেলতেন এবং যে কাপড়ে তিনি সালাত আদায় করতেন তা রগড়ে-ঘষে পরিষ্কার করতেন। উম্মু হাবীবা (রা) থেকে বর্ণিত হাদীস-এর অনুকূলে রয়েছে ঃ

٢٧٢– حَدَّثَنَا رَبِيْعُ الْجِيْزِيُّ قَالَ ثَنَا اِسْحَاقُ بْنُ بَكْرِ بْنِ مُضَرَ قَالَ حَدَّثَنِيْ اَبِيْ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيْعَةَ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِيْ حَبِيْبٍ عَنْ سُوَيْدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ خَدِيْجٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ اَبِيْ سُفْيَانَ اَنَّهُ سَأَلَ اُخْتَهُ اُمَّ حَبِيْبَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ هَلْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّيْ فِي الثَّوْبِ الَّذِيْ يُضَاجِعُكِ فِيْهِ فَقَالَتْ نَعَمْ اِذَا لَمْ يُصِبْهُ اَذًى .

২৭২. রবী'উল জীযী (র)...... মু'আবিয়া ইব্ন আবী সুফইয়ান (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি একবার তাঁর বোন উম্মুল মু'মিনীন উম্মু হাবীবা (রা)-কে জিজ্ঞাসা করেন ঃ নবী ﷺ কি সেই কাপড়ে সালাত আদায় করতেন, যাতে তোমার সঙ্গে শয্যা গ্রহণ করতেন ? তিনি বললেন, হ্যাঁ! যখন তাতে নাজাসাত (মনী) থাকত না।

٢٧٣- حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ اَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ لَهِيْعَةَ وَاللَّيْثُ عَنْ يَزِيْدَ فَذَكَرَ بِاسْنَادِهِ مِثْلَهُ .

২৭৩. ইউনুস (র).... ইয়াযীদ (র) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

আয়েশা (রা) থেকেও সংশ্লিষ্ট বিষয়ের অনুকূলে বর্ণিত আছে ঃ

٢٧٤- حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِي دَاوُدَ قَالَ ثَنَا الْمُقَدَّمِيُّ قَالَ ثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ عَنْ اَشْعَثَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ شَقِيْقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ يُصَلِّيْ فِيْ لُحُفِ نِسَائِهِ .

২৭৪. ইব্ন আবী দাঊদ (র).... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ স্ত্রীদের সঙ্গে শয্যা গ্রহণকালীন পোশাকে সালাত আদায় করতেন না।

٢٧٥- حَدَّثَنَا فَهْدٌ قَالَ ثَنَا اَحْمَدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ ثَنَا غُنْدَرُ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ اَشْعَثَ فَذَكَرَ بِاسْنَادِهِ مِثْلَهُ غَيْرَ اَنَّهُ قَالَ فِيْ لُحُفِنَا .

২৭৫. ফাহাদ (র) ..... আশ'আস (র) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে তিনি এতে اَنَّهُ -এর স্থলে فِيْ لُحُفِنَا বলেছেন।

ইমাম আবূ জা'ফর তাহাবী (র) বলেন ঃ আমরা যা কিছু উল্লেখ করলাম, তা থেকে প্রমাণিত হয় যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সেই কাপড়ে সালাত আদায় করতেন না, যা পরে তিনি ঘুমাতেন, যদি তাতে জানাবাত (বীর্য) থেকে কিছু লেগে থাকত। আরো প্রমাণিত হয় যে, আসওয়াদ (র) ও হাম্মাম (র) আয়েশা (রা)-এর বরাতে নবী ﷺ থেকে যা রিওয়ায়াত করেছেন তা ঘুমের পোশাক সম্পর্কে, সালাতের পোশাক সম্পর্কে নয়।

এই বিষয়ে প্রথমোক্ত মত পোষণকারীগণ দ্বিতীয় মত পোষণকারীদের বিরুদ্ধে নিম্নোক্ত রিওয়ায়াতসমূহ দ্বারা প্রমাণ পেশ করেন ঃ

٢٧٦- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ شَيْبَةَ قَالَ ثَنَا يَحْيَ بْنُ يَحيَ قَالَ اَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ خَالِدٍ عَنْ اَبِي مَعْشَرٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنِ الْاَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ اَفْرُكُ الْمَنِيَّ مِنْ ثَوْبِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ يَابِسًا بِاَصَابِعِيْ ثُمَّ يُصَلِّيْ فِيْهِ لاَ يَغْسِلُهُ .

২৭৬. আলী ইব্ন শায়বা (রা) ...... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাপড় থেকে শুকনো মনী অঙ্গুলী দ্বারা রগড়ে-ঘষে পরিষ্কার করে দিতাম। তারপর তিনি তাতে সালাত আদায় করতেন এবং তা ধৌত করতেন না।

٢٧٧- حَدَّثَنَا فَهْدٌ قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ اَنَا شَرِيْكُ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ هَمَّامٍ عَنْ عَائِشَةَ مِثْلَهُ .

২৭৭. ফাহাদ (র)..... হাম্মাম (র) আয়েশা (রা) থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

٢٧٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَجَّاجِ وَسُلَيْمَانُ بْنُ شُعَيْبٍ قَالاَ ثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْاَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ اَفْرُكُهُ مِنْ ثَوْبِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ ثُمَّ يُصَلِّىْ فِيْهِ .

২৭৮. মুহাম্মাদ ইব্নুল হাজ্জাজ (র) ও সুলায়মান ইব্ন শু'আইব (র)...... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাপড় থেকে তা ঘষে ফেলতাম। তারপর তিনি তাতে সালাত আদায় করতেন।

٢٧٩- حَدَّثَنَا رَبِيْعُ الْمُؤَذِّنُ قَالَ ثَنَا اَسَدُ قَالَ ثَنَا قَزَعَةُ بْنُ سُوَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ حُمَيْدُ الْاَعْرَجُ وَعَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اَبِىْ نَجِيْحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَائِشَةَ مِثْلَهُ .

২৭৯. রবী'উল মুয়ায্যিন (র)......মুজাহিদ (র) আয়েশা (রা) থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

٢٨٠- حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا اٰدَمُ بْنُ اَبِىْ اَيَاسٍ قَالَ ثَنَا عِيْسٰى بْنُ مَيْمُوْنٍ قَالَ ثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ مِثْلَهُ .

২৮০. নাস্র ইব্ন মারযূক (র) .....কাসিম ইব্ন মুহাম্মদ (র) আয়েশা (রা) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

বস্তুত তাঁরা বলেছেন ঃ এই সমস্ত হাদীসে ব্যক্ত হয়েছে যে, আয়েশা (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সালাতের কাপড় থেকেও মনী (বীর্য) রগড়ে-ঘষে ফেলতেন, যেমনিভাবে তা ঘষে ফেলতেন শয্যা গ্রহণের কাপড় থেকে।

ইমাম আবূ জা'ফর তাহাবী (র) বলেন ঃ আমাদের মতে এতেও (মনীর) তাহারাতের ব্যাপারে কোন প্রমাণ নেই। সম্ভবত তিনি তা এজন্য করেছেন, যেন এতে কাপড় পাক হয়ে যায়। আর মনী তো আসলেই নাপাক। যেমন জুতায় নাজাসাত লাগার ব্যাপারে বর্ণিত আছে ঃ

٢٨١- حَدَّثَنَا فَهْدٌ قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ قَالَ ثَنَا الْاَوْزَاعِىُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلاَنَ عَنْ سَعِيْدِ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا وَطِئَ اَحَدُكُمْ الْاَذٰى بِخُفِّهِ اَوْ بِنَعْلَيْهِ فَطَهُوْرُهُمَا التُّرَابُ .

২৮১. ফাহাদ (র) ...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যদি তোমাদের কেউ মোজা অথবা জুতা দ্বারা নাজাসাত পদদলিত করে তাহলে মাটি একে পাক করবে।

আবূ জা'ফর তাহাবী (র) বলেন ঃ মাটিই ঐ দু'টোকে পাক করার জন্য যথেষ্ট, (ধৌত করা জরুরী নয়)। এতে কিন্তু নাজাসাত স্বয়ং পাক হওয়ার উপর কোন প্রমাণ নেই। মনী সম্পর্কে আমরা যা কিছু রিওয়ায়াত করেছি তার বিধানও অনুরূপ। সম্ভবত তাঁদের মতে রগড়ে-ঘষে তা দূর করার দ্বারা কাপড় পাক হয়ে যাবে, কিন্তু তা স্বয়ং নাপাক। যেমনিভাবে জুতা থেকে নাজাসাত দূর করার দ্বারা তা পাক হয়ে যায়। অথচ নাজাসাত স্বয়ং নাপাক। সুতরাং মনী সম্পর্কে এই সমস্ত বর্ণিত হাদীস থেকে আমরা যা অবহিত হয়েছি তা হচ্ছে এই যে, কাপড়ে যা লাগবে তা শুকনো হওয়া অবস্থায় ঘর্ষণের দ্বারা পাক হয়ে যায় এবং এটা ধৌত করার প্রয়োজন থাকে না। এতে কিন্তু এর বিধান সম্পর্কীয় কোন রূপ প্রমাণ নেই যে, তা স্বয়ং পাক না নাপাক। একদল আলিম এই দিকে গিয়েছেন ঃ আয়েশা (রা) থেকে এরূপ হাদীসও বর্ণিত আছে, যাতে বুঝা যাচ্ছে এটা তাঁর নিকটও নাপাক। এ বিষয়ে তাঁরা নিম্নরূপ উল্লেখ করেছেন ঃ

٢٨٢– حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِيْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ ثَنَا يَحْيَ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّهَا قَالَتْ فِي الْمَنِيِّ اِذَا اَصَابَ الثَّوْبَ اِذَا رَأَيْتَهُ فَاغْسِلْهُ وَاِنْ لَّمْ تَرَهُ فَانْضَحْهُ .

২৮২. ইব্‌ন আবী দাঊদ (রা)..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি মনী সম্পর্কে বলেন ঃ যদি কাপড়ে মনী লেগে যায় এবং তুমি তা দেখতে পাও তবে ধৌত করে ফেলবে, আর যদি দেখতে না পাও তাহলে তাতে পানি ছিটিয়ে দিও।[১]

٢٨٣– حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا وَهَبُ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ فَذَكَرَ بِاِسْنَادِهِ مِثْلَهُ .

২৮৩. আবূ বাক্‌রা (র)......শু'বা (র) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٢٨٤– حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ شُعَيْبٍ قَالَ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ زِيَادٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ اَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ حَفْصٍ قَالَ سَمِعْتُ عَمَّتِيْ تُحَدِّثُ عَنْ عَائِشَةَ مِثْلَهُ .

২৮৪. সুলায়মান ইব্‌ন শু'আইব (র)..... আবূ বাকর ইব্‌ন হাফ্‌স (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি আমার চাচাকে শুনেছি, তিনি আয়েশা (রা) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٢٨٥– حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ قَالَ شُعْبَةُ فَذَكَرَ بِاِسْنَادِهِ مِثْلَهُ .

২৮৫. ইব্‌ন মারযূক (র)...... শু'বা (র) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

তিনি বলেন ঃ এটা (মনী) তাঁর (আয়েশারা) মতে নাপাক হওয়ার উপর প্রমাণ বহন করে। এই মতাবলম্বীকে বলা হবে, এই হাদীসে আপনার স্বপক্ষে কোন প্রমাণ নেই। যেহেতু যদি আয়েশা (রা)-এর মতে এর বিধান পেশাব-পায়খানা ও রক্তসহ অপরাপর সমস্ত নাজাসাতের ন্যায় হত তাহলে তিনি অবশ্যই সমস্ত কাপড় ধৌত করার নির্দেশ প্রদান করতেন, যদি নাজাসাতের স্থান জানা না থাকত। দেখ না যদি কাপড়ে পেশাব লেগে যায় এবং এর স্থান অস্পষ্ট হয় তখন শুধু পানি ছিটানোর দ্বারা তা পাক হয় না। বরং পুরো কাপড় ধৌত করা আবশ্যক হয়, যতক্ষণ না জানা যায় তা নাজাসাত

১. এখানে ছিটিয়ে দেয়া অর্থ অল্প অল্প করে পানি ঢেলে ধুয়ে ফেলা, যাতে নাপাকি দূর হয়ে যায়।

থেকে পাক হয়েছে। অতএব যখন আয়েশা (রা)-এর মতে মনী'র বিধান হল, যখন কাপড়ে এর লাগার স্থান জানা না থাকে (পানির) ছিটা মেরে দিবে। এতে সাব্যস্ত হল, তাঁর মতে এর বিধান অপরাপর নাজাসাতের (বিধান) থেকে ভিন্ন। সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সাহাবাগণ বিরোধ করেছেন। এ সম্পর্কে তাঁদের থেকে (নিম্নরূপ) বর্ণিত আছে ঃ

٢٨٦– حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ ثَنَا سَعِيْدُ قَالَ ثَنَا هُشَيْمُ قَالَ اَنَا حُصَيْنُ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّهُ كَانَ يَفْرُكُ الْجَنَابَةَ مِنْ ثَوْبِهِ .

২৮৬. সালিহ ইব্‌ন আবদুর রহমান (র)...... সা'দ (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি নিজের কাপড় থেকে জানাবাত (বীর্য)-কে রগড়ে-ঘষে পরিষ্কার করতেন।

বস্তুত এতে এই সম্ভাবনা আছে যে, তিনি এরূপ এই জন্য করতেন যে, এটা তাঁর মতে পাক এবং এই সম্ভাবনাও আছে যে, তিনি এরূপ এ জন্য করতেন যেমনিভাবে জুতা থেকে গোবর রগড়ে-ঘষে পরিষ্কার করা হয়, এই জন্য নয় যে, তা তাঁর মতে পাক।

٢٨٧– حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ اَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَنَّ مَالِكًا حَدَّثَهُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ حَاطِبٍ اَنَّهُ اعْتَمَرَ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فِىْ رُكْبٍ فِيْهِمْ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ وَ اَنَّ عُمَرَ عَرَّسَ بِبَعْضِ الطَّرِيْقِ قَرِيْبًا مِّنْ بَعْضِ الْمِيَاهِ فَاحْتَلَمَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَقَدْ كَادَ اَنْ يُّصْبِحَ فَلَمْ يَجِدْ مَاءً فِى الرُّكْبِ فَرَكِبَ حَتّٰى جَاءَ الْمَاءَ فَجَعَلَ يَغْسِلُ مَا رَاٰى مِنَ الْاِحْتِلَامِ حَتّٰى اَسْفَرَ فَقَالَ لَهُ عَمْرُو اَصْحَبْتَ وَمَعَنَا ثِيَابُ فَدَعْ ثَوْبَكَ فَقَالَ عُمَرُ بَلْ اَغْسِلُ مَا رَاَيْتُ وَاَنْضَحُ مَا لَمْ اَرَهُ .

২৮৭. ইউনুস (র)...... ইয়াহইয়া ইব্‌ন আবদুর রহমান ইব্‌ন হাতিব (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি একবার উমার ইব্‌নুল খাত্তাব (রা)-এর সঙ্গে সেই কাফেলায় উমরা পালন করেছেন, যাতে তাঁদের মধ্যে আমর ইব্‌নুল আ'স (রা) অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। উমার (রা) সফরের মাঝপথে এক পর্যায়ে কোন এক জলাশয়ের নিকটবর্তী স্থানে রাত যাপন করলেন। তাঁর স্বপ্নদোষ হয়ে গেল। সকাল হয়ে যাওয়ার নিকটবর্তী হয়ে পড়ল অথচ কাফেলায় পানি পাওয়া গেল না। তিনি সাওয়ার হয়ে পানির কাছে এলেন এবং স্বপ্ন দোষে দৃষ্ট বস্তু ধুতে লাগলেন। ততক্ষণে ফর্সা হয়ে গেল। আমর (রা) তাঁকে বললেন, আপনিতো সকাল করে ফেললেন, আমাদের কাছে কাপড় আছে, আপনার কাপড় রেখে দিন। উমার (রা) বললেন (না) বরং যা কিছু আমি দেখেছি তা ধৌত করব আর যা দেখিনি তাতে পানি ছিটিয়ে দিব।

٢٨٨– حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ اَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَنَّ مَالِكًا حَدَّثَهُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ زَيْدِ بْنِ الصَّلْتِ اَنَّهُ قَالَ خَرَجْتُ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ اِلَى الْجُرُفِ فَنَظَرَ فَاِذَا هُوَ قَدِ احْتَلَمَ وَلَمْ يَغْسِلْ فَقَالَ وَاللّٰهِ مَا اَرَانِىْ اِلَّا قَدِ احْتَلَمْتُ وَمَا شَعَرْتُ وَصَلَّيْتُ وَمَا اغْتَسَلْتُ فَاغْتَسَلَ وَغَسَلَ مَا رَاٰى فِىْ ثَوْبِهِ وَنَضَحَ مَا لَمْ يَرَهُ .

২৮৮. ইউনুস (র).......যায়দ ইব্ন সল্ত (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি একবার উমার ইব্নুল খাত্তাব (রা)-এর সঙ্গে 'যুরুফ' নামক স্থানের উদ্দেশ্যে বের হই। অকস্মাৎ তিনি অনুভব করলেন যে, তাঁর স্বপ্নদোষ হয়ে গিয়েছে। অথচ তিনি গোসল করেননি। তিনি বললেন, আল্লাহ্র কসম! আমার বিশ্বাস, আমার স্বপ্নদোষ হয়ে গিয়েছে, অথচ আমি টের পাইনি, আমি গোসল না করেই সালাত আদায় করে ফেলেছি। পরে তিনি গোসল করলেন, যা কিছু কাপড়ে দেখেন তা ধৌত করেছেন আর যা দেখেননি তাতে পানি ছিটিয়ে দিলেন।

ব্যাখ্যা

বস্তুত ইয়াহ্ইয়া ইব্ন আবদুর রহমান (র) উমার (রা) থেকে যে রিওয়ায়াত করেছেন তাতে বুঝা যাচ্ছে যে, তিনি সালাতের সময়ের স্বল্পতা হেতু যা কিছু আবশ্যক ছিল তাই করেছেন এবং তার সঙ্গীদের কেউ এ ব্যাপারে তার প্রতিবাদ করেননি। এতে বুঝা যাচ্ছে যে, তাঁরা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে তাঁর অনুসরণ করেছেন। পক্ষান্তরে তাঁর এ উক্তি "যা কিছু আমি দেখিনি তাতে পানি ছিটিয়ে দিব" এর দ্বারা হতে পারে তাঁর উদ্দেশ্য হচ্ছে, আমি না দেখে সন্দেহ করছি যে, হয়ত এতে মনী লেগেছে কিন্তু নিশ্চিত নই, তাই এ সন্দেহ দূরীভূত হয়ে এটা পানির আর্দ্রতা বলে নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত পানি ছিটিয়ে যাব।

٢٨٩- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ الْوَلِيْدِ قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ مُعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ فِي الْمَنِيِّ يُصِيْبُ الثَّوْبَ اِنْ رَأَيْتَهُ فَاغْسِلِ الثَّوْبَ كُلَّهُ .

২৮৯. আবূ বাকরা (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি কাপড়ে লেগে যাওয়া মনী'র বিষয়ে বলেছেন ঃ যদি তা দেখতে পাও, তবে ধৌত করে নাও, অন্যথায় সমস্ত কাপড় ধুয়ে ফেল। এতে প্রমাণিত হয় যে, তিনি তা নাপাক (অপবিত্র) মনে করতেন।

- حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ ثَنَا اَبُوْ نَعِيْمٍ قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ حَبِيْبٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ اِمْسَحُوْا بِاِذْخِرٍ .

২৯০. হুসাইন ইব্ন নাস্র (র)...... ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, এটাকে ইয্খির ঘাস দিয়ে রগড়ে নাও।

বস্তুত এতে বুঝা যাচ্ছে যে, তিনি তা পাক মনে করতেন।

٢٩١- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ شُعَيْبٍ قَالَ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ نَحْوَهُ .

২৯১. সুলায়মান ইব্ন শু'আইব (র) .. আতা (র) ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٢٩٢- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مِسْعَرٍ عَنْ جَبَلَةَ بْنِ سُحَيْمٍ قَالَ سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنِ الْمَنِيِّ يُصِيْبُ الثَّوْبَ قَالَ اِنْضِحْهُ بِالْمَاءِ

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنِّى لَاَعْرِفُ مَدِيْنَةً يَنْضِحُ الْبَحْرُ بِجَانِبِهَا يَعْنِى يَضْرِبُ الْبَحْرُ بِجَانِبِهَا .

২৯২. আবূ বাকরা (র)...... জাবালা ইব্ন সুহায়ম (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি ইব্ন উমার (রা)-কে কাপড়ে লেগে যাওয়া মনী সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছি। তিনি বলেছেন ঃ তাতে পানি ছিটিয়ে দাও। সম্ভবত তিনি পানি ছিটানোর দ্বারা ধৌত করা বুঝিয়েছেন। যেহেতু ছিটানো কখনও ধোয়ার অর্থে ব্যবহৃত হয়। (যেমন) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ আমি এরূপ একটি নগরী সম্পর্কে জ্ঞাত আছি, যার একপ্রান্তে সমুদ্রের ঢেউ আছড়ে পড়ে। আবার এও হতে পারে যে ইব্ন উমার (রা) অন্য কিছু বুঝিয়েছেন।

٢٩٣- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا اَبُو الْوَلِيْدِ قَالَ ثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ سُئِلَ جَابِرُ بْنُ سَمُرَةَ وَاَنَا عِنْدَهُ عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّىْ فِى الثَّوْبِ الَّذِىْ يُجَامِعُ فِيْهِ اَهْلَهُ قَالَ صَلِّ فِيْهِ اِلاَّ اَنْ تَرٰى فِيْهِ شَيْئًا فَتَغْسِلْهُ وَلاَ تَنْضِحْهُ فَاِنَّ النَّضْحَ لاَيَزِيْدُهُ اِلاَّ شَرًّا .

২৯৩. আবূ বাকরা (র)..... আবদুল মালিক ইব্ন উমাইর (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি একদা জাবির ইব্ন সামুরা (রা)-এর নিকট উপস্থিত ছিলাম, এমন সময় তাঁকে সেই ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়, যে এরূপ কাপড়ে সালাত আদায় করে; যা পরে সে তার স্ত্রীর সঙ্গে সহবাস করেছে। তিনি বললেন ঃ এতে সালাত আদায় করতে পার; তবে যদি এতে কোন কিছু (মনী) দেখতে পাও তা ধৌত করে ফেল; কিন্তু তাতে পানির ছিটা দিবে না। যেহেতু পানির ছিটায় মন্দকে (বীর্য)-কে ছড়িয়ে দেয়।

٢٩٤- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا اَبُو الْوَلِيْدِ قَالَ ثَنَا السِّرِّىُّ بْنُ يَحْىٰ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيْمِ بْنِ رَشِيْدٍ قَالَ سُئِلَ اَنَسُ بْنُ مَالِكٍ عَنْ قَطِيْفَةٍ اَصَابَتْهَا جَنَابَةٌ لاَيَدْرِىْ اَيْنَ مَوْضِعُهَا قَالَ اغْسِلْهَا .

২৯৪. আবূ বাক্‌রা (র)..... আবদুল করীম ইব্ন রশীদ (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, একবার আনাস ইব্ন মালিক (রা)-কে সেই চাদর সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়, যাতে বীর্য লেগেছে কিন্তু তা কোথায় লেগেছে তা জানা যায় না। তিনি বললেন ঃ তা ধুয়ে ফেল।

ইমাম তাহাবী (র)-এর যুক্তিভিত্তিক প্রমাণ ও বিশ্লেষণ

ইমাম আবূ জা'ফর তাহাবী (র) বলেন ঃ যখন সংশ্লিষ্ট বিষয়ে এই মতবিরোধ সৃষ্টি হয়েছে এবং রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে আমরা যা কিছু রিওয়ায়াত করেছি তাতে এর স্পষ্ট বিধান সম্পর্কে কোনরূপ প্রমাণ নেই, তাই যুক্তির নিরিখে আমরা তা বিবেচনা করছি। আমরা দেখি বীর্য নির্গত হওয়া সর্বাপেক্ষা 'গলীজ হাদাস'। কেননা এটা সর্বাপেক্ষা বড় তাহারাত (গোসল) কে ওয়াজিব করে। আমরা সেই সমস্ত বস্তুর সত্তাগতভাবে কিরূপ বিধান তা দেখার প্রয়াস পাব, যা বের হওয়া হাদাস

হিসাবে বিবেচিত। আমরা লক্ষ্য করেছি যে, পেশাব-পায়খানা নির্গত হওয়া হাদাস আর এ উভয়টি সত্তাগতভাবে নাপাক। অনুরূপভাবে হায়য ও ইসতিহাযা'র রক্ত, উভয়টি হাদাস এবং সত্তাগতভাবে উভয়টি নাপাক। যুক্তির দাবি মতে ধমনী থেকে প্রবাহমান রক্তের অবস্থাও অনুরূপ।

বস্তুত যখন আমাদের বর্ণনা দ্বারা সাব্যস্ত হল, এমন প্রত্যেক বস্তু যা নির্গত হওয়া হাদাস, তা সত্তাগতভাবে নাপাক। আর এটা সাব্যস্ত হয়ে গিয়েছে যে, বীর্য নির্গত হওয়া হাদাস। তাহলে এটাও সাব্যস্ত হয়ে গিয়েছে যে, তা সত্তাগতভাবে নাপাক। এতে এটাই যুক্তি। তবে তা শুক্‌নো অবস্থায় আমরা নবী ﷺ থেকে বর্ণিত হাদীসের আলোকে এর বৈধতার উপর আমল করে থাকি। আর এটা ইমাম আবূ হানীফা (র), ইমাম আবূ ইউসুফ (র) ও ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর অভিমত।

١٣- بَابُ الَّذِىْ يُجَامِعُ وَلاَ يُنْزِلُ

১৩. অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি সহবাস করে; কিন্তু বীর্যপাত হয় না

٢٩٥- حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ سِنَانٍ قَالَ ثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ قَالَ ثَنَا اَبِىْ قَالَ ثَنَا حُسَيْنُ الْمُعَلِّمُ عَنْ يَحْىَ بْنِ اَبِىْ كَثِيْرٍ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدِ الْجُهَنِيِّ اَنَّهُ سَأَلَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ عَنِ الرَّجُلِ يُجَامِعُ فَلاَ يُنْزِلُ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ الاَّ الطُّهُوْرُ ثُمَّ قَالَ سَمِعْتُهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ وَسَأَلْتُ عَلِيَّ بْنَ اَبِىْ طَالِبٍ وَالزُّبَيْرَ بْنَ الْعَوَّامِ وَطَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدِ اللّٰهِ وَاُبَىَّ بْنَ كَعْبٍ فَقَالُوْا ذٰلِكَ قَالَ وَاَخْبَرَنِىْ اَبُوْ سَلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنِىْ عُرْوَةُ اَنَّهُ سَاَلَ اَبَا اَيُّوْبَ فَقَالَ ذٰلِكَ .

২৯৫. ইয়াযীদ ইব্‌ন সিনান (র)...... যায়দ ইব্‌ন খালিদ আল-জুহানী (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি একবার উসমান ইব্‌ন আফ্‌ফান (রা)-কে সেই ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছেন, যে (স্ত্রী) সহবাস করে কিন্তু বীর্যপাত হয় না। তিনি বললেন ঃ তার জন্য তাহারাত (পবিত্রতা) অর্জন করা আবশ্যক। তারপর তিনি বলেছেন ঃ আমি এ বিষয়টি নবী ﷺ থেকে শুনেছি। বর্ণনাকারী বলেন ঃ আমি (এ বিষয়ে) আলী ইব্‌ন আবী তালিব (রা), যুবাইর ইব্‌নুল আওয়াম (রা), তালহা ইব্‌ন উবায়দুল্লাহ (রা) ও উবায় ইব্‌ন কা'ব (রা)-কে জিজ্ঞাসা করেছি, তাঁরা সকলে এটাই বলেছেন। রাবী বলেন ঃ আমাকে উরওয়া (র) বর্ণনা করেছেন যে, তিনি আবূ আয়্যূব (রা)-কে এ (বিষয়ে) জিজ্ঞাসা করেছেন। তিনিও এটাই বলেছেন।

٢٩٦- حَدَّثَنَا يَزِيْدُ قَالَ ثَنَا مُوْسَى بْنُ اسْمَاعِيْلَ قَالَ ثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ فَذَكَرَ بِاسْنَادِهِ مِثْلَهُ غَيْرَ اَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ عَلِيًّا وَلاَ سُؤَالَ عُرْوَةَ اَبَا اَيُّوْبَ .

২৯৬. ইয়াযীদ (র)...... আবদুল ওয়ারিস (র) থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন। তবে তিনি আলী (রা)-এর উল্লেখ করেননি এবং উরওয়া (র) কর্তৃক আবূ আয়্যূব (রা)-কে প্রশ্ন করার বিষয়টিও উল্লেখ করেননি।

٢٩٧- حَدَّثَنَا فَهْدٌ قَالَ ثَنَا الْحِمَّانِيُّ قَالَ ثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ حُسَيْنِ الْمُعَلِّمِ عَنْ يَحْيَى عَنْ اَبِى سَلَمَةَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ قَالَ سَأَلْتُ عُثْمَانَ عَنِ الرَّجُلِ يُجَامِعُ اَهْلَهُ ثُمَّ يَكْسِلُ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ غُسْلٌ فَأَتَيْتُ الزُّبَيْرَ بْنَ الْعَوَّامِ وَاُبَىَّ بْنَ كَعْبٍ فَقَالاَ مِثْلَ ذٰلِكَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ .

২৯৭. ফাহাদ (র)...... যায়দ ইব্ন খালিদ (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি একবার উসমান (রা)-কে সেই ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছি, যে তার স্ত্রীর সঙ্গে সহবাস করেছে তারপর দুর্বল হয়ে গিয়েছে (বীর্যপাত হয়নি)। তিনি বললেনঃ এর উপর গোসল নেই। তারপর আমি যুবাইর ইব্ন আওয়াম (রা) ও উবায় ইব্ন কা'ব (রা)-এর নিকট এলাম। তাঁরাও নবী ﷺ থেকে অনুরূপ বক্তব্য পেশ করেছেন।

٢٩٨- حَدَّثَنَا يَزِيدُ قَالَ ثَنَا مُوْسٰى بْنُ اِسْمَاعِيْلَ قَالَ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ ثَنَا الْحَجَّاجُ قَالَ ثَنَا حَمَّادٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِى اَيُّوْبَ الْاَنْصَارِيِّ عَنْ اُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَيْسَ فِى الْاِكْسَالِ اِلاَّ الطُّهُوْرُ .

২৯৮. ইয়াযীদ (র) ও ইব্ন খুযায়মা (র)...... উবায় ইব্ন কা'ব (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ স্ত্রী সহবাসে বীর্যপাত না হয়ে দুর্বল হলে পবিত্রতা অর্জন (উযূ) ছাড়া অন্য কিছুর প্রয়োজন নেই।

٢٩٩- حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ ثَنَا نُعَيْمٌ قَالَ اَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ حَدَّثَنِى اَبُوْ اَيُّوْبَ الْاَنْصَارِىُّ عَنْ اُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ سَأَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الرَّجُلِ يُجَامِعُ فَيُكْسِلُ قَالَ يَغْسِلُ مَا اَصَابَهُ وَيَتَوَضَّأُ وُضُوْءَهُ لِلصَّلٰوةِ .

২৯৯. হুসাইন ইব্ন নাসর (র)...... উবায় ইব্ন কা'ব (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি একবার রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে সেই ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছি, যে সহবাস করে তারপর দুর্বল হয়ে পড়ে (বীর্যপাত হয় না)। তিনি বললেন ঃ যা কিছু (নাজাস) লাগে তা সে ধুয়ে নিবে এবং সালাতের উযূ'র ন্যায় উযূ করবে।

٣٠٠- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ قَالَ ثَنَا عَمْرُو بْنُ دِيْنَارٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ عِيَاضٍ عَنْ اَبِى سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ قُلْتُ لِاِخْوَانِى مِنَ الْاَنْصَارِ اَنْزِلُوا الْاَمْرَ كَمَا يَقُوْلُوْنَ الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ اَرَأَيْتُمْ اَنْ اَغْتَسِلَ فَقَالُوْا لاَ وَاللّٰهِ حَتّٰى لاَيَكُوْنَ فِىْ نَفْسِكَ حَرَجٌ مِمَّا قَضَى اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ .

৩০০. আবূ বাক্রা (র) ...... আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি আমার আনসার ভাইদের বললাম, তোমরা তোমাদের সিদ্ধান্তে অটল থাক, যেমন তোমরা বলছ ঃ পানির (বীর্যের) কারণে পানি (গোসল) আবশ্যক। আমি গোসল করব এ ব্যাপারে তোমাদের অভিমত কি? তাঁরা বললেন, না, আল্লাহ্র কসম! (গোসল করবেনা) এটা এ জন্য যে, আপনার অন্তরে যেন আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলের সিদ্ধান্তের ব্যাপারে কোন সঙ্কীর্ণতাবোধ সৃষ্টি না হয়।

٣٠١ – حَدَّثَنَا يَزِيْدُ قَالَ ثَنَا وَهْبٌ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ ذَكْوَانَ اَبِيْ صَالِحٍ عَنْ اَبِيْ سَعِيْدٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ مَرَّ عَلٰى رَجُلٍ مِّنَ الْاَنْصَارِ فَدَعَاهُ فَخَرَجَ اِلَيْهِ وَرَأْسُهُ يَقْطُرُ مَاءً قَالَ لَعَلَّنَا اَعْجَلْنَاكَ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَاِذَا اُعْجِلْتَ اَوْ اُقْحِطْتَ اَىْ فَقَدَ مَاؤُكَ فَعَلَيْكَ الْوُضُوْءُ .

৩০১. ইয়াযীদ (র).... আবূ সাঈদ (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ জনৈক আনসারী ব্যক্তির নিকট দিয়ে অতিক্রম করেন। তিনি তাকে আহবান করলেন। সে এরূপ অবস্থায় বের হল যে, তার মাথা থেকে পানি টপকাচ্ছিল। তিনি বললেন, সম্ভবত আমি তোমাকে তাড়াহুড়ায় ফেলে দিয়েছি। সে বলল, জি হ্যাঁ! তিনি বললেন, যখন তোমার তাড়া হবে বা পানি না পাও- (বীর্যপাত না হয়) তখন উযূ কর।

٣٠٢ – حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ ثَنَا عَمِّيْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ اَنَّ ابْنَ شِهَابٍ اَخْبَرَهُ عَنْ اَبِيْ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِيْ سَعِيْدٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ .

৩০২. আহমদ ইব্ন আবদুর রহমান (র) ..... আবূ সাঈদ (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ পানির (বীর্যের) কারণে পানি (গোসল) আবশ্যক।

٣٠٣ – حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ قَالَ ثَنَا عَمْرُوْ بْنُ دِيْنَارٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ سُعَادٍ عَنْ اَبِيْ اَيُّوْبَ الْاَنْصَارِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ .

৩০৩. আবূ বাক্রা (র)..... আবূ আয়্যুব আনসারী (রা)-এর বরাতে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٣٠٤ – حَدَّثَنَا يَزِيْدُ قَالَ ثَنَا الْعَلَاءُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَلْقَمَةَ عَنْ اَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ بَعَثَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِلٰى رَجُلٍ مِّنَ الْاَنْصَارِ فَاَبْطَأَ فَقَالَ مَا حَبَسَكَ قَالَ كُنْتُ اَصَبْتُ مِنْ اَهْلِيْ فَلَمَّا جَاءَ رَسُوْلُكَ

اِغْتَسَلْتُ وَلَمْ اَحْدُثْ شَيْئًا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ وَالْغُسْلُ عَلٰى مَنْ اَنْزَلَ .

৩০৪. ইয়াযীদ (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, একবার রাসূলুল্লাহ্ ﷺ জনৈক আনসারী ব্যক্তিকে ডেকে পাঠালেন। সে আসতে বিলম্ব করল। তিনি বললেন, কি তোমাকে আটকে রেখেছে? সে বলল, আমি আমার স্ত্রীর সঙ্গে সহবাস করছিলাম। যখন আপনার দূত এসেছে তখন আমি গোসল করেছি, (যদিও বীর্য দেখতে পাইনি) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ পানির (বীর্যের) কারণে পানি (গোসল) আবশ্যক। আর গোসল করা সেই ব্যক্তির জন্য ওয়াজিব, যার বীর্যপাত হয়।

ইমাম আবূ জা'ফর তাহাবী বলেন ঃ একদল আলিম এ মত গ্রহণ করেছেন যে, যে ব্যক্তি (নারীর) যৌনাঙ্গে সহবাস করে এবং তার বীর্যপাত না হয় তার উপর গোসল করা ওয়াজিব নয়। তাঁরা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে উল্লিখিত হাদীসসমূহ দ্বারা প্রমাণ পেশ করেন। পক্ষান্তরে অপরাপর আলিমগণ এই বিষয়ে তাঁদের বিরোধিতা করে বলেছেন ঃ তার উপর গোসল করা ওয়াজিব, যদিও তার বীর্যপাত না হয়। তাঁরা নিম্নোক্ত হাদীসসমূহ দ্বারা প্রমাণ পেশ করেছেন ঃ

٣٠٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَجَّاجِ وَسُلَيْمَانُ بْنُ شُعَيْبٍ قَالاَ ثَنَا بِشْرُ بْنُ بَكْرٍ قَالَ ثَنَا الْاَوْزَاعِيُّ حَدَّثَنِيْ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّهَا سُئِلَتْ عَنِ الرَّجُلِ يُجَامِعُ فَلاَ يُنْزِلُ فَقَالَتْ فَعَلْتُهُ اَنَا وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَاغْتَسَلْنَا مِنْهُ جَمِيْعًا .

৩০৫. মুহাম্মদ ইব্‌ন হাজ্জাজ (র) ও সুলায়মান ইব্‌ন শু'আইব (র)...... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তাঁকে এমন ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়, যে সহবাস করেছে কিন্তু তার বীর্যপাত হয়নি। তিনি বলেছেন ঃ আমি এবং রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এমনটি করতাম, তারপর আমরা এর কারণে একত্রিতভাবে গোসল করতাম।

٣٠٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْبَحْرِ بْنِ مَطَرِ الْبَغْدَادِيُّ قَالَ ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ ثنا حَجَّاجُ قَالَ ثَنَا حَمَّادُ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ رَبَاحٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ اغْتَسَلَ .

৩০৬. মুহাম্মদ ইব্‌ন বাহ্‌র ইব্‌ন মাতার বাগদাদী (র) ও ইব্‌ন খুযায়মা (র)...... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন ঃ যখন উভয় খাত্‌না স্থান (যৌনাঙ্গ) মিলিত হত রাসূলুল্লাহ্ ﷺ গোসল করতেন।

٣٠٧- حَدَّثَنَا رَبِيْعُ الْمُؤَذِّنُ قَالَ ثَنَا اَسَدُ قَالَ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ ذَكَرَ اَصْحَابُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ اَيُوْجِبُ

الْغُسْلَ فَقَالَ اَبُوْ مُوْسٰى اَنَا اٰتِيْكُمْ بِعِلْمِ ذٰلِكَ فَنَهَضَ وَتَبِعْتُهُ حَتّٰى اَتٰى عَائِشَةَ فَقَالَ يَا اُمَّ الْمُؤْمِنِيْنَ اِنِّىْ اُرِيْدُ اَنْ اَسْأَلَكِ عَنْ شَيْءٍ وَاَنَا اَسْتَحْيِىْ اَنْ اَسْأَلَكِ فَقَالَتْ سَلْ فَاِنَّمَا اَنَا اُمُّكَ قَالَ اِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ اَيَجِبُ الْغُسْلَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ اغْتَسَلَ .

৩০৭. রবী'উল মুয়ায্যিন (র)..... সাঈদ ইব্ন মুসাইয়াব (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, সাহাবাগণ আলোচনা করেন যে, দুই খাত্না স্থান মিলিত হলে কি গোসল ফরয হয়? আবূ মূসা (রা) বললেন, এই বিষয়ে আমি তোমাদের নিকট ইল্ম তথা সমাধান নিয়ে আস্ছি। সুতরাং তিনি উঠে গেলেন, আমিও তাঁর পিছনে চললাম। তিনি আয়েশা (রা)-এর নিকট গিয়ে বললেন, হে উম্মুল মু'মিনীন! আমি আপনার নিকট একটি বিষয় জিজ্ঞাসা করতে চাচ্ছি, কিন্তু আপনাকে জিজ্ঞাসা করতে লজ্জাবোধ করছি। তিনি বললেন, জিজ্ঞাসা কর, আমি তো তোমার মা। তিনি বললেন ঃ যখন দুই খাত্না স্থান মিলিত হয় তখন কি গোসল ফরয হবে? তিনি বললেন ঃ যখন দুই খাত্না স্থান মিলিত হত রাসূলুল্লাহ্ ﷺ গোসল করতেন।

٣٠٨- حَدَّثَنَا اِبْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ ثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ ثَنَا حَمَّادٌ فَذَكَرَ بِاِسْنَادِهِ مِثْلَهُ .

৩০৮. ইব্ন খুযায়মা (র)..... হাম্মাদ (র) অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

٣٠٩- حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ عِيَاضُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الْقُرَشِىُّ وَابْنُ لَهِيْعَةَ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ الْمَكِّىِّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ اَخْبَرَنَا اُمُّ كُلْثُوْمٍ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ رَجُلاً سَأَلَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الرَّجُلِ يُجَامِعُ اَهْلَهُ ثُمَّ يُكْسِلُ هَلْ عَلَيْهِ مِنْ غُسْلٍ وَعَائِشَةُ جَالِسَةٌ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنِّىْ لَاَفْعَلُ ذٰلِكَ اَنَا وَهٰذِهِ ثُمَّ نَغْتَسِلُ .

৩০৯. ইউনুস (র).... জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমাকে উম্মু কুলসূম (রা) আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে এমন ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছে, যে তার স্ত্রীর সঙ্গে সহবাস করেছে, তারপর দুর্বল হয়ে গিয়েছে (বীর্যপাত হয়নি) তার উপর কি গোসল ফরয হবে? আয়েশা (রা) ও তখন উপবিষ্ট ছিলেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ আমি এবং ইনি (আয়েশা রা) এরূপ করি। তারপর আমরা গোসল করে থাকি।

ফকীহ আলিমগণ বলেছেন ঃ বস্তুত এই সমস্ত হাদীস থেকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সম্পর্কে জানা যাচ্ছে যে, তিনি সহবাস করে গোসল করতেন। যদিও বীর্যপাত না ঘটত। তাঁদেরকে বলা হবে ঃ এই সমস্ত হাদীস রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর আমল সম্পর্কে খবর দিচ্ছে। হতে পারে তিনি সেই আমল করেছেন যা তাঁর জন্য আবশ্যিক ছিল না। পক্ষান্তরে প্রথমোক্ত হাদীসমূহ ওয়াজিব এবং ওয়াজিব নয়– উভয় বিষয়েই খবর দিচ্ছে। সুতরাং এর উপর আমল করাই উত্তম বিবেচিত হবে।

দ্বিতীয় মত পোষণকারীগণ প্রথমোক্ত মত পোষণকারীদের বিরুদ্ধে নিম্নরূপ প্রমাণ পেশ করেন ঃ

এই বিষয়ে আমরা এ অনুচ্ছেদের প্রথম অংশে যে সমস্ত রিওয়ায়াত উদ্ধৃত করে এসেছি, তা দু'ভাগে বিভক্ত ঃ প্রথম প্রকার হল اَلْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ পানির (বীর্যের) কারণে পানি (গোসল)। অন্য কিছু নয়। অর্থাৎ শুধুমাত্র বীর্যপাতের অবস্থায় গোসল আবশ্যক হবে। দ্বিতীয় প্রকার হল রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি দুর্বল হয়ে যাবে তার উপর গোসল নেই, যতক্ষণ না বীর্যপাত হয়। আর এতে যে 'পানির' কারণে 'পানির' উল্লেখ রয়েছে, এ বিষয়ে ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, এর দ্বারা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর উদ্দেশ্য তা নয়, যা প্রথমোক্ত মত পোষণকারীগণ ধারণা করেন।

٣١٠– حَدَّثَنَا فَهْدٌ قَالَ ثَنَا اَبُوْ غَسَّانٍ قَالَ ثَنَا شَرِيْكٌ عَنْ دَاوُدَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَوْلُهُ الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ اِنَّمَا ذٰلِكَ فِىْ الْاِحْتِلَامِ اِذَا رَأَى اَنَّهُ يُجَامِعُ ثُمَّ لَمْ يُنْزِلْ فَلَا غُسْلَ عَلَيْهِ .

৩১০. ফাহাদ (র)...... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে "পানির কারণে পানি" বক্তব্য সম্পর্কে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, এটা স্বপ্নদোষ সম্পর্কে ব্যক্ত হয়েছে; যখন সে নিজেকে (স্বপ্নে) সহবাস করতে দেখে তারপর বীর্যপাত হয় নাই, তাহলে তার উপর গোসল করা ফরয নয়। বস্তুত এই ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলছেন যে, এ বক্তব্যের সেই অর্থ বা মর্ম নয়, যে মর্ম প্রথমোক্ত মতপোষণকারীগণ নিয়েছেন। সুতরাং তাঁর বক্তব্য তাঁদের বক্তব্যের সাথে সাংঘর্ষিক হয়ে গেল। আর যে রিওয়ায়াতে বলা হয়েছে যে, সেই অবস্থায় তার উপর গোসল ওয়াজিব নয় যতক্ষণ না বীর্যপাত হয় (সে প্রসঙ্গে বলা যায় যে,) নবী ﷺ থেকে এর পরিপন্থী হাদীসও বর্ণিত আছে ঃ

٣١١– حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا وَهْبٌ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ اَبِىْ رَافِعٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا قَعَدَ بَيْنَ شُعَبِهَا الْاَرْبَعِ ثُمَّ اجْتَهَدَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ .

৩১১. ইব্‌ন মারযূক (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যখন তার (নারী) শাখা চতুষ্টয়ের (দু'হাত, পায়ের দু'নলা) মধ্যবর্তী স্থানে বসে, তারপর প্রচেষ্টা চালায় তখন গোসল ফরয হয়ে যাবে।

٣١٢– حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ دَاوُدَ الْبَغْدَادِىُّ قَالَ ثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ ثَنَا هَمَّامٌ وَاَبَانُ عَنْ قَتَادَةَ فَذَكَرَ بِاسْنَادِهِ مِثْلَهُ .

৩১২. মুহাম্মদ ইব্‌ন আলী ইব্‌ন দাউদ বাগদাদী (র) .... কাতাদা (র) থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

٣١٣– حَدَّثَنَا فَهْدٌ قَالَ ثَنَا اَبُوْ نُعَيْمٍ قَالَ ثَنَا هِشَامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ اَبِىْ رَافِعٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ مِثْلَهُ .

৩১৩. ফাহাদ (র)..... আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٣١٤- حَدَّثَنَا فَهْدٌ قَالَ ثَنَا اَبُوْ نُعَيْمٍ قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا قَعَدَ بَيْنَ شُعَبِهَا الْاَرْبَعِ ثُمَّ اَلْزَقَ الْخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ .

৩১৪. ফাহাদ (র)..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যখন কেউ তার (স্ত্রীর) শাখা চতুষ্টয়ের (দু'হাত, পায়ের দু'নলা) মধ্যবর্তী স্থানে বসবে, তারপর পরস্পরের খাত্না‌র স্থান মিলিত করবে তখন গোসল ফরয হয়ে যাবে।

٣١٥- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ ثَنَا عَمِّيْ قَالَ ثَنَا ابْنُ لَهِيْعَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيْعَةَ عَنْ حَبَّانَ بْنِ وَاسِعٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِذَا جَاوَزَ الْخِتَانُ الْخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ .

৩১৫. আহমদ ইব্ন আবদুর রহমান (র)..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ মিলনকালে স্বামী-স্ত্রীর খাত্না করার স্থানটুকু অতিক্রম হলেই গোসল ফরয হয়।

ইমাম আবূ জা'ফর তাহাবী (র) বলেন ঃ এই সমস্ত রিওয়ায়াত প্রথমোক্ত বর্ণিত রিওয়ায়াত সমূহের পরিপন্থী। কিন্তু প্রথমোক্ত রিওয়ায়াত সমূহের কোনটিতে তা নাসিখ (রহিতকারী) হওয়ার কোনরূপ প্রমাণ নেই। সুতরাং আমরা এ বিষয়ে লক্ষ্য করে (নিম্নোক্ত রিওয়ায়াতসমূহ দেখতে পাই) ঃ

٣١٦- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ شَيْبَةَ قَالَ ثَنَا الْحِمَّانِيُّ قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يُوْنُسَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ اُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ اِنَّمَا كَانَ الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ فِيْ اَوَّلِ الْاِسْلَامِ فَلَمَّا اَحْكَمَ اللّٰهُ الْاَمْرَنُهِيَ عَنْهُ .

৩১৬. আলী ইব্ন শায়বা (রা)...... উবাই ইব্ন কা'ব (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন ঃ "বীর্যপাত ঘটলে গোসল ফরয হবে"—এই বিধান ছিল ইসলামের প্রাথমিক যুগে। পরে যখন আল্লাহ্ তা'আলা ইসলামকে প্রবল ও সুদৃঢ় করেছেন তখন তা নিষেধ (রহিত) করা হয়েছে।

٣١٧- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ ثَنَا عَمِّيْ قَالَ اَخْبَرَنِيْ عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ قَالَ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ حَدَّثَنِيْ بَعْضُ مَنْ اَرْضٰى عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ اَنَّ اُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ الْاَنْصَارِيَّ اَخْبَرَهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ جَعَلَ الْمَاءَ مِنَ الْمَاءِ رُخْصَةً فِيْ اَوَّلِ الْاِسْلَامِ ثُمَّ نُهِيَ عَنْ ذٰلِكَ وَاُمِرَ بِالْغُسْلِ .

৩১৭. আহমদ ইব্ন আবদুর রহমান (রা) ..... উবাই ইব্ন কা'ব (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বীর্যরূপ পানি বের হলে পর গোসলের (নির্দেশ)কে ইসলামের প্রাথমিক যুগের একটি বিশেষ অনুমতি(রুখসত) সাব্যস্ত করেছেন। পরে তা থেকে নিষেধ করেছেন এবং গোসলের নির্দেশ দিয়েছেন।

٣١٨- حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ سِنَانٍ وَابْنُ أَبِى دَاوُدَ قَالاَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِيْ عَقِيْلُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ قَالَ سَهْلُ بْنُ سَعْدِ السَّاعِدِىُّ قَالَ حَدَّثَنِى أُبَىُّ بْنُ كَعْبٍ ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ .

৩১৮. ইয়াযীদ ইব্ন সিনান (র) ও ইব্ন আবী দাঊদ (র)..... উবাই ইব্ন কা'ব থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

ইমাম আবূ জা'ফর তাহাবী (র) বলেন ঃ এই উবাই (রা) খবর দিচ্ছেন যে, আলোচ্য হাদীসটি-ই "পানির কারণে পানি" উক্তির রহিতকারী। তাঁর থেকে অন্য হাদীসও বর্ণিত আছে, যাতে এই রহিতকরণের স্বপক্ষে বক্তব্য রয়েছে ঃ

٣١٩- حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ شَيْبَةَ قَالَ ثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ قَالَ اَنَا يَحْىَ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ كَعْبٍ عَنْ مَحْمُوْدِ بْنِ لَبِيْدٍ اَنَّهُ سَأَلَ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ عَنِ الرَّجُلِ يُصِيْبُ اَهْلَهُ ثُمَّ يُكْسِلُ وَلاَيُنْزِلُ فَقَالَ زَيْدُ يَّغْتَسِلُ فَقُلْتُ لَهُ اِنَّ اُبَىَّ بْنَ كَعْبٍ كَانَ لاَ يَرى فِيْهِ الْغَسْلَ فَقَالَ زَيْدُ اِنَّ اُبَيًّا قَدْ نَزَعَ عَنْ ذٰلِكَ قَبْلَ اَنْ يَّمُوْتَ .

৩১৯. আলী ইব্ন শায়বা (র)..... মাহমুদ ইব্ন লবীদ (র) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি একবার যায়দ ইব্ন সাবিত (রা)-কে এমন ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন, যে তার স্ত্রীর সঙ্গে সহবাস করে তারপর দুর্বল হয়ে যায়, বীর্যপাত হয় না। যায়দ (রা) বললেন ঃ উক্ত ব্যক্তি গোসল করবে। আমি তাঁকে বললাম, উবাই ইব্ন কা'ব (রা) তার জন্য গোসল করাকে আবশ্যক মনে করেন না। যায়দ (রা) বললেন, উবাই (রা) তাঁর মৃত্যুর পূর্বে সে মত থেকে ফিরে এসেছেন।

٣٢٠- حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ اَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَنَّ مَالِكًا حَدَّثَهُ عَنْ يَحْىَ بْنِ سَعِيْدٍ فَذَكَرَ بِاِسْنَادِهِ مِثْلَهُ .

৩২০. ইউনুস (র)..... ইয়াহইয়া ইব্ন সাঈদ (র) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

ইমাম আবূ জা'ফর তাহাবী (র) বলেন ঃ এই উবাই (রা) এই বিষয়টি বলেছেন, অথচ নবী ﷺ থেকে তিনি এর পরিপন্থী হাদীসও বর্ণনা করেছেন। সুতরাং এটা আমাদের মতে জায়িয হবে না যতক্ষণ না তাঁর মতে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে এর রহিতকরণ সাব্যস্ত হবে।

٣٢١- حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ اَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَنَّ مَالِكًا حَدَّثَهُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ اَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَعُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ وَعَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِىِّ ﷺ كَانُوْا يَقُوْلُوْنَ اِذَا مَسَّ الْخِتَانُ الْخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ .

৩২১. ইউনুস (র).... সাঈদ ইব্ন মুসাইয়াব (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, উমার ইব্ন খাত্তাব (রা), উসমান ইব্ন আফফান (রা) ও উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা (রা) বলতেন ঃ যখন স্বামী-স্ত্রীর পরস্পরের খাত্না করার স্থান স্পর্শ করবে তখন গোসল করা ফরয হয়ে যাবে।

এই উসমান (রা) ও এটি বলছেন, অথচ তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে এর পরিপন্থী হাদীসও বর্ণনা করেছেন। এটা তার নিকট জায়িয হত না, যদি তাঁর নিকট রহিতকরণ সাব্যস্ত না হত।

٣٢٢- حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا حُمَيْدُ الصَّائِغُ قَالَ ثَنَا حَبِيْبُ بْنُ شِهَابٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ سَأَلْتُ اَبَا هُرَيْرَةَ مَا يُوْجِبُ الْغُسْلَ فَقَالَ اِذَا غَابَتِ الْمُدَوَّرَةُ .

৩২২. ইব্‌ন মারযুক (র).... হাবীব ইব্‌ন শিহাব (র)-এর পিতা শিহাব থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি আবূ হুরায়রা (রা)-কে জিজ্ঞাসা করেছি, কোন্ বস্তু গোসল করাকে ফরয করে? তিনি বললেন ঃ যখন পুরুষাঙ্গের গোলাকার (মাথা) অদৃশ্য হয়ে যায়।

অথচ এই অনুচ্ছেদে তারই সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে এর পরিপন্থী হাদীস বর্ণিত আছে। সুতরাং এটাও তার রহিত করণের প্রমাণ বহন করে।

٣٢٣- حَدَّثَنَا فَهْدٌ قَالَ ثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ قَالَ ثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عَمْرٍو عَنْ زَيْدِ بْنِ اَبِيْ اُنَيْسَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ الْجَمَلِيِّ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْاَنْصَارِ يُفْتُوْنَ اَنَّ الرَّجُلَ اِذَا جَامَعَ الْمَرْأَةَ وَلَمْ يُنْزِلْ فَلاَ غُسْلَ عَلَيْهِ وَكَانَ الْمُهَاجِرُوْنَ لاَ يُتَابِعُوْنَهُمْ عَلٰى ذٰلِكَ .

৩২৩. ফাহাদ (র).... সাঈদ ইব্‌ন মুসাইয়্যাব (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আনসারী কতিপয় (সাহাবী) ফাতওয়া প্রদান করতেন যে, যখন কোন ব্যক্তি স্ত্রীর সঙ্গে সহবাস করে এবং তার বীর্যপাত না ঘটে তাহলে তার উপর গোসল ফরয হবে না।

ইমাম তাহাবীর মন্তব্য

মুহাজির সাহাবীগণ এই বিষয়ে তাঁদের অনুসরণ করতেন না। বস্তুত এটাও এর রহিত হওয়ার প্রমাণ বহন করে। যেহেতু উসমান (রা) ও যুবাইর (রা) উভয়েই মুহাজিরদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন এবং তারা উভয়ে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে সেই বিষয়টি শুনেছেন, যা আমরা তাঁদেরই সূত্রে এই অনুচ্ছেদের শুরুতে রিওয়ায়াত করেছি। তারপর তাঁরা এর পরিপন্থী বক্তব্য প্রদান করেছেন। এটা তাঁদের থেকে কখনও জায়িয হত না যদি তাঁদের উভয়ের নিকট রহিতকরণ সাব্যস্ত না হত। এরপর বিষয়টি উমার ইব্‌ন খাত্তাব (রা) মুহাজিরীন ও আনসার সাহাবীগণের সম্মুখে স্পষ্টরূপে উপস্থাপন করলেন। তাঁর নিকট (গোসল ফরয না হওয়া) সাব্যস্ত হয়নি। এ জন্য তিনি লোকদেরকে গোসলের নির্দেশ দিয়েছেন। আর সংশ্লিষ্ট বিষয়ে কেউ তাঁর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেননি। বরং সকলে তার নির্দেশ মেনে নিয়েছেন। বস্তুত তাঁরা যে তাঁর অভিমতের দিকে ফিরে এসেছেন, এটি এর প্রমাণ (অর্থাৎ গোসল করা ফরয)।

٣٢٤- حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ ثَنَا اَبُوْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْمُقْرِئُ قَالَ ثَنَا ابْنُ لَهِيْعَةَ عَنْ يَزِيْدَ بْنَ بْنَ اَبِيْ حَبِيْبٍ عَنْ مَعْمَرِ بْنِ اَبِيْ حَبِيْبَةَ قَالَ سَمِعْتُ عُبَيْدَ بْنَ رِفَاعَةَ الْاَنْصَارِيَّ يَقُوْلُ كُنَّا فِيْ مَجْلِسٍ فِيْهِ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ فَتَذَاكَرْنَا الْغُسْلَ مِنَ الْاِنْزَالِ فَقَالَ زَيْدُ مَا عَلٰى اَحَدِكُمْ اِذَا جَامَعَ فَلَمْ يُنْزِلْ اِلاَّ اَنْ يَّغْسِلَ فَرْجَهُ وَيَتَوَضَّأَ

وَضُوْئَهُ لِلصَّلٰوةِ فَقَامَ رَجُلٌ مِّنْ اَهْلِ الْمَجْلِسِ فَاَتٰى عُمَرَ فَاَخْبَرَهُ بِذٰلِكَ فَقَالَ عُمَرُ لِلرَّجُلِ اِذْهَبْ اَنْتَ بِنَفْسِكَ فَأْتِنِيْ بِهِ حَتّٰى تَكُوْنَ اَنْتَ الشَّاهِدَ عَلَيْهِ فَذَهَبَ فَجَاءَ بِهِ وَعِنْدَ عُمَرَ نَاسٌ مِّنْ اَصْحَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِيْهِمْ عَلِيُّ بْنُ اَبِىْ طَالِبٍ وَّمُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ اَنْتَ عَدُوُّ نَفْسِكَ تُفْتِى النَّاسَ بِهٰذَا فَقَالَ زَيْدٌ اَمَ وَاللّٰهِ مَا ابْتَدَعْتُهُ وَلٰكِنِّىْ سَمِعْتُهُ مِنْ اَعْمَامِىْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ وَّمِنْ اَبِىْ اَيُّوْبَ الْاَنْصَارِىِّ فَقَالَ عُمَرُ لِمَنْ عِنْدَهُ مِنْ اَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ مَا تَقُوْلُوْنَ فَاخْتَلَفُوْا عَلَيْهِ فَقَالَ عُمَرُ يَا عِبَادَ اللّٰهِ فَمَنْ نَسْاَلُ بَعْدَكُمْ وَاَنْتُمْ اَهْلُ بَدْرٍ الْاَخْيَارُ فَقَالَ لَهُ عَلِيُّ بْنُ اَبِىْ طَالِبٍ فَاَرْسِلْ اِلٰى اَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ فَاِنَّهُ اِنْ كَانَ شَىْءٌ مِنْ ذٰلِكَ ظَهَرَتْ عَلَيْهِ وَاَرْسَلَ اِلٰى حَفْصَةَ فَسَاَلَهَا فَقَالَتْ لَا عِلْمَ لِىْ بِذٰلِكَ ثُمَّ اَرْسَلَ اِلٰى عَائِشَةَ فَقَالَتْ اِذَا جَاوَزَ الْخِتَانُ الْخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ فَقَالَ عُمَرُ عِنْدَ ذٰلِكَ لَا اَعْلَمُ اَحَدًا فَعَلَهُ ثُمَّ يَغْسِلُ اِلَّا جَعَلْتُهُ نَكَالًا .

৩২৪. সালিহ ইব্ন আবদুর রহমান (র)...... উবাইদ ইব্ন রিফায়া আনসারী (রা) বর্ণনা করেন, তিনি বলেন ঃ আমরা একবার যায়দ ইব্ন সাবিত (রা)-এর মজলিসে ছিলাম। আমরা বীর্যপাতের কারণে গোসল করা সম্পর্কে আলোচনা করলাম। যায়দ (রা) বললেন ঃ তোমাদের কেউ যদি বীর্যপাত করা ব্যতীত (স্ত্রী) সহবাস করে তাহলে তার জন্য এতটুকু আবশ্যক যে, নিজের লজ্জাস্থান ধৌত করবে এবং সালাতের উযূর ন্যায় উযূ করবে। জনৈক ব্যক্তি মজলিস থেকে উঠে গিয়ে উমার (রা)-কে এই বিষয় অবহিত করল। উমার (রা) উক্ত ব্যক্তিকে বললেন, তুমি নিজে গিয়ে তাঁকে (যায়দ) আমার নিকট নিয়ে এস, যেন তুমি তার উপর সাক্ষ্য দিতে পার। সে গেল এবং তাঁকে নিয়ে এল। আর সে সময়ে উমার (রা)-এর নিকট কতিপয় সাহাবী উপস্থিত ছিলেন। তাঁদের মধ্যে আলী ইব্ন আবী তালিব (রা) ও মু'আয ইব্ন জাবাল (রা)ও ছিলেন। উমার (রা) তাঁকে বললেন ঃ তুমি তো নিজের শত্রুতা করছ, লোকদেরকে এরূপ ফাতওয়া দিচ্ছ? যায়দ (রা) বললেন ঃ আল্লাহ্র কসম! আমি এটা নিজে নিজে উদ্ভাবন করিনি; বরং আমি তা আমার চাচাদের মধ্যে রিফায়া ইব্ন রাফি' (রা) ও আবূ আয়্যুব আন্সারী (রা) থেকে শুনেছি। উমার (রা) তাঁর নিকট উপস্থিত সাহাবীগণকে লক্ষ্য করে বললেন, এ বিষয়ে তোমরা কি বলছ? তাঁরা এতে মতবিরোধ করলেন। উমার (রা) বললেন, হে আল্লাহ্র বান্দাগণ! তোমাদের পরবর্তীতে আমি কাকে জিজ্ঞাসা করব, তোমরা হচ্ছ বদরযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সর্বোত্তম লোক। আলী ইব্ন আবী তালিব (রা) তাঁকে বললেন, উম্মুল মু'মিনীনদের নিকট কাউকে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করার জন্য পাঠান। যদি তাঁদের নিকট এ বিষয়ে কিছু (ইল্ম) থেকে থাকে, তাহলে তা আপনার জন্য প্রকাশ করে দিবেন। তারপর তিনি হাফ্সা (রা)-এর নিকট কাউকে পাঠালেন, এবং তাঁকে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে জিজ্ঞাসা করলেন। তিনি বললেন, এ বিষয়ে আমার কিছু জানা নেই। তারপর তিনি আয়েশা (রা)-এর নিকট (লোক) পাঠালেন। তিনি বললেন ঃ

মিলনকালে যখন স্বামী-স্ত্রীর পরস্পরের খাত্‌নার স্থান অতিক্রম করবে গোসল ফরয হয়ে যাবে। তখন উমার (রা) বললেন ঃ যদি আমি জানতে পারি যে, কেউ এরূপ করেছে তারপর সে গোসল করেনি, তাহলে আমি তাকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদান করব।

٣٢٥– حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُمَيْرٍ قَالَ ثَنَا ابْنُ اِدْرِيْسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِسْحَاقَ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا عَيَّاشُ بْنُ الْوَلِيْدِ قَالَ ثَنَا عَبْدُ الاَعْلٰى عَنِ ابْنِ اِسْحَاقَ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِىْ حَبِيْبٍ عَنْ مَعْمَرِ بْنِ اَبِىْ حَبِيْبَةَ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ رِفَاعَةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ اِنِّىْ لَجَالِسٌ عِنْدَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ اِذْ جَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ هٰذَا زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ يُفْتِى النَّاسَ فِى الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ بِرَأْيِهِ فَقَالَ عُمَرُ اَعْجِلْ عَلَىَّ بِهِ فَجَاءَ زَيْدُ فَقَالَ عُمَرُ قَدْ بَلَغَنِىْ مِنْ اَمْرِكَ اَنْ تُفْتِى النَّاسَ بِالْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ بِرَأْيِكَ فِىْ مَسْجِدِ النَّبِىِّ ﷺ فَقَالَ لَهُ زَيْدُ اَمَ وَاللّٰهِ يَا اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ مَا اَفْتَيْتُ بِرَأْيِىْ وَلٰكِنِّىْ سَمِعْتُ مِنْ اَعْمَامِىْ شَيْئًا فَقُلْتُ بِهِ فَقَالَ مِنْ اَىِّ اَعْمَامِكَ فَقَالَ مِنْ اُبَىِّ بْنِ كَعْبٍ وَاَبِىْ اَيُّوْبَ وَرِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ فَالْتَفَتَ اِلَىَّ عُمَرُ فَقَالَ مَا يَقُوْلُ هٰذَا الْفَتٰى قَالَ قُلْتُ اِنَّا كُنَّا لَنَفْعَلُهُ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ لاَ نَغْتَسِلُ قَالَ اَفَسَاَلْتُمُ النَّبِىَّ ﷺ عَنْ ذٰلِكَ فَقُلْتُ لاَ قَالَ عَلَىَّ بِالنَّاسِ فَاتَّفَقَ النَّاسُ اَنَّ الْمَاءَ لاَ يَكُوْنُ اِلاَّ مِنَ الْمَاءِ اِلاَّ مَا كَانَ مِنْ عَلِىٍّ وَمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ فَقَالاَ اِذَا جَاوَزَ الْخِتَانُ الْخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ فَقَالَ يَا اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ لاَ اَجِدُ اَحَدًا اَعْلَمَ بِهٰذَا مِنْ اَمْرِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِنْ اَزْوَاجِهِ فَاَرْسَلَ اِلٰى حَفْصَةَ فَقَالَتْ لاَ عِلْمَ لِىْ فَاَرْسَلَ اِلٰى عَائِشَةَ فَقَالَتْ اِذَا جَاوَزَ الْخِتَانُ الْخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ فَتَحَطَّمَ عُمَرُ وَقَالَ لَئِنْ اُخْبِرْتُ بِاَحَدٍ يَفْعَلُهُ لاَ يَغْتَسِلُ اِلاَّ نَهَكْتُهُ عُقُوْبَةً .

৩২৫. ইব্‌ন আবী দাউদ (র)..... উবাইদ ইব্‌ন রিফায়া (র)-এর পিতা রিফায়া (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি একবার উমার ইব্‌ন খাত্তাব (রা) এর নিকট বসা ছিলাম। এমন সময় জনৈক ব্যক্তি এসে বলল– হে আমীরুল মু'মিনীন! এই যায়দ ইব্‌ন ছাবিত (রা) জানাবাতের গোসলের ব্যাপারে লোকদেরকে নিজের মনগড়া ফাতওয়া দিচ্ছেন। উমার (রা) বললেন, তাঁকে খুব তাড়াতাড়ি আমার কাছে নিয়ে এসো। যায়দ (রা) এলে উমার (রা) তাঁকে বললেন, আমার নিকট সংবাদ পৌঁছেছে যে, তুমি মসজিদে নববীতে বসে জানাবাতের গোসল সম্পর্কে লোকদেরকে নিজের মনগড়া ফাতওয়া দিচ্ছ? যায়দ (রা) তাঁকে বললেন, হে আমীরুল মু'মিনীন! আল্লাহ্‌র কসম! আমি মনগড়া ফাতওয়া দিচ্ছি না। বরং আমি আমার চাচাদের থেকে যা কিছু শুনেছি, তাই বলছি। তিনি

বললেন, তোমার কোন্ চাচা? তিনি বললেন, উবাই ইব্ন কা'ব (রা), আবূ আয়্যূব (রা) ও রিফায়া ইব্ন রাফি' (রা)। এরপর উমার (রা) আমার (রিফায়ার) দিকে ফিরলেন এবং বললেন, এই যুবক কি বলছে? আমি বললাম, আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর যুগে এরূপ করতাম তারপর গোসল করতাম না। তিনি বললেন, তোমরা কি এ বিষয়ে নবী ﷺ-কে কিছু জিজ্ঞাসা করেছ? আমি বললাম 'না'। তিনি বললেন, লোকদেরকে আমার নিকট ডেকে আন। লোকেরা ঐকমত্য পোষণ করলেন যে, একমাত্র বীর্যপাতের কারণে গোসল (ফরয) হবে। তবে ব্যতিক্রম ছিলেন আলী (রা) ও মু'আয ইব্ন জাবাল (রা)। তাঁরা বললেন, মিলনকালে স্বামী-স্ত্রীর পরস্পরের খাত্নার স্থানটুকু অতিক্রম করলেই গোসল ফরয হয়ে যাবে। তিনি বললেন, হে আমীরুল মু'মিনীন! আমি এ বিষয়ে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর আমল সম্পর্কে তাঁর সহধর্মিনীগণ অপেক্ষা অন্য কাউকে অধিক জ্ঞাত মনে করি না। সুতরাং তিনি (উমার রা) হাফসা (রা) এর নিকট লোক পাঠালেন। তিনি বললেন, এ বিষয়ে আমার কিছু জানা নেই। তারপর আয়েশা (রা)-এর নিকট পাঠালে তিনি বললেন, মিলনকালে স্বামী-স্ত্রীর পরস্পরের খাত্নার স্থানটুকু অতিক্রম করলেই গোসল ফরয হয়ে যাবে। উমার (রা) রাগতস্বরে দৃঢ়ভাবে বললেন ঃ আমি যদি কারো ব্যাপারে জানতে পারি যে, সে এরূপ করেছে তারপর গোসল করে নি। তাহলে আমি তাকে অত্যন্ত কঠোর শাস্তি প্রদান করব।

٣٢٦- حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْفَرَجِ قَالَ ثَنَا يَحْىَ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِى مَعْمَرُ بْنُ اَبِىْ حَبِيْبَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَدِىِّ بْنِ الْخِيَارِ قَالَ تَذَاكَرَ اَصْحَابُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ عِنْدَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ الْغُسْلَ مِنَ الْجَنَابَةِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ اِذَا جَاوَزَ الْخِتَانُ الْخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ وَقَالَ بَعْضُهُمْ اِنَّمَا الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ فَقَالَ عُمَرُ قَدِ اخْتَلَفْتُمْ عَلَىَّ وَاَنْتُمْ اَهْلُ بَدْرٍ الاَخْيَارُ فَكَيْفَ بِالنَّاسِ بَعْدَكُمْ فَقَالَ عَلِىُّ بْنُ اَبِىْ طَالِبٍ يَا اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ اِنْ اَرَدْتَّ اَنْ تَعْلَمَ ذٰلِكَ فَاَرْسِلْ اِلٰى اَزْوَاجِ النَّبِىِّ ﷺ فَسَلْهُنَّ عَنْ ذٰلِكَ فَاَرْسَلَ اِلٰى عَائِشَةَ فَقَالَتْ اِذَا جَاوَزَ الْخِتَانُ الْخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ فَقَالَ عُمَرُ عِنْدَ ذٰلِكَ لاَ اَسْمَعُ اَحَدًا يَقُوْلُ الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ اِلاَّ جَعَلْتُهُ نَكَالاً .

৩২৬. রাওহ ইব্নুল ফারাজ (র)...... উবায়দুল্লাহ ইব্ন আদী ইব্নুল খিয়ার (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, উমার ইব্ন খাত্তাব (রা)-এর মজলিসে সাহাবীগণ জানাবাতের গোসল সম্পর্কে আলোচনা করলেন। তাঁদের কেউ বললেন, মিলনকালে স্বামী-স্ত্রীর পরস্পরের খাত্নার স্থানটুকু অতিক্রম করলেই গোসল ফরয হয়ে যাবে। আবার তাঁদের কেউ বললেন ঃ পানির কারণে পানি তথা বীর্যপাতের কারণে গোসল ফরয হয়। উমার (রা) বললেন, তোমরা আমার নিকট মতবিরোধ করছ, অথচ তোমরা বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সর্বোত্তম লোক? তোমাদের পরবর্তীদের কী অবস্থা হবে? আলী ইব্ন আবী তালিব (রা) বললেন, হে আমীরুল মু'মিনীন! আপনি যদি এ বিষয়ে অবগত হতে চান, তাহলে কাউকে নবী সহধর্মিণীগণের নিকট প্রেরণ করুন এবং এ বিষয়ে তাদের থেকে জিজ্ঞাসা করুন। পরে তিনি আয়েশা (রা)-এর নিকট লোক প্রেরণ করলেন। তিনি বললেন, মিলনকালে

স্বামী-স্ত্রীর পরস্পরের খাত্নার স্থানটুকু অতিক্রম করলেই গোসল ফরয হয়ে যাবে। তখন উমার (রা) বললেন, যদি আমি কাউকে বলতে শুনি যে, (শুধুমাত্র) বীর্যপাতের কারণে গোসল ফরয হয়, তাহলে আমি তাকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদান করব।

বিশ্লেষণ

এই হলেন উমার (রা) যিনি সাহাবাদের উপস্থিতিতে লোকদেরকে এ বিষয়ে একমত করেছেন এবং কোন প্রতিবাদকারী এ বিষয়ে তাঁর প্রতিবাদ করে নি। বস্তুত ইব্ন ইস্হাক (র)-এর রিওয়ায়াতে রিফায়া (রা)-এর উক্তি, যে লোকেরা বলেছে ঃ "পানির কারণে পানি তথা বীর্যপাতের কারণে গোসল ফরয হবে" সম্ভবত উমার (রা) তা গ্রহণ করেন নি। যেহেতু হতে পারে তাতে সেই সম্ভাবনা রয়েছে, যা কতেক সাহাবা গ্রহণ করেছেন এবং এটিরও সম্ভাবনা রয়েছে যেমনটি ইব্ন আব্বাস (রা) বলেছেন, (স্বপ্নদোষ অবস্থায় বীর্যপাতের শর্ত হওয়া)। যখন তাঁরা (বীর্যপাতের শর্তারোপকারীগণ) তাঁর (উমার রা) নিকট নিজেদের বক্তব্য প্রমাণ করতে সক্ষম হন নি তখন তিনি তাঁদের বক্তব্য পরিত্যাগ করত সেই বিষয়টি-ই গ্রহণ করেছেন, যা তাঁর এবং অবশিষ্ট সাহাবাগণের অভিমত ছিল। তাঁদের মধ্যে অপরাপর কিছু লোক থেকেও এর অনুকূলে রিওয়ায়াত বর্ণিত আছে ঃ

٣٢٧– حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ ثَنَا يَحْيَ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بُكَيْرٍ قَالَ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنِ الْحَجَّاجِ عَنْ اَبِىْ جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِىٍّ قَالَ اجْتَمَعَ الْمُهَاجِرُوْنَ اَنَّهُ مَا اَوْجَبَ عَلَيْهِ الْحَدُّ مِنَ الْجَلْدِ وَالرَّجْمِ اَوْجَبَ الْغُسْلَ اَبُوْ بَكْرٍ وَّعُمَرُ وَعُثْمَانُ وَعَلِىٌّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمْ .

৩২৭. মুহাম্মাদ ইব্ন খুযায়মা (রা)...... মুহাম্মদ ইব্ন আলী (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন যে, মুহাজির সাহাবীগণ এ বিষয়ে ঐকমত্য পোষণ করেছেন যে, যে কারণে দোররা মারা এবং রজম করার হদ্দ ওয়াজিব হয় তাতে গোসলও ওয়াজিব হয়। আবূ বাকর (রা), উমার (রা), উসমান (রা) ও আলী (রা) সেই সমস্ত মুহাজিরগণের অন্তর্ভুক্ত।

٣٢٨– حَدَّثَنَا يَزِيْدُ قَالَ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِىٍّ قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ فِى الرَّجُلِ يُجَامِعُ فَلَا يُنْزِلُ قَالَ اِذَا بَلَغْتَ ذٰلِكَ اغْتَسَلْتَ .

৩২৮. ইয়াযীদ (র)...... আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণনা করেন, যে ব্যক্তি স্ত্রী সহবাস করেছে এবং তার বীর্যপাত হয়নি তার সম্পর্কে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, যখন তুমি সে পর্যন্ত পৌঁছবে তখন গোসল কর।

٣٢٩– حَدَّثَنَا يَزِيْدُ قَالَ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ مِثْلَهُ .

৩২৯. ইয়াযীদ (র)...... আবদুল্লাহ (রা) থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

٣٣٠– حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ اَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَنَّ مَالِكًا حَدَّثَهُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ اِذَا خَلَفَ الْخِتَانُ الْخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ .

৩৩০. ইউনুস (র)...... ইব্‌ন উমার (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, মিলনকালে স্বামী-স্ত্রীর পরস্পরের খাত্‌নার স্থানটুকু পিছনে গেলেই গোসল করা ফরয হয়ে যায়।

٣٣١– حَدَّثَنَا رَوْحٌ قَالَ ثَنَا ابْنُ بُكَيْرٍ قَالَ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ زُهَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْاَسْوَدِ قَالَ كَانَ اَبِيْ يَبْعَثُنِيْ اِلٰى عَائِشَةَ قَبْلَ عَنْ اَحْتَلِمَ فَلَمَّا احْتَلَمْتُ جِئْتُ فَنَادَيْتُ فَقُلْتُ مَا يُوْجِبُ الْغُسْلَ فَقَالَتْ اِذَا الْتَقَتِ الْمُؤَاسِيْ .

৩৩১. রাওহ (র)....... আবদুল্লাহ ইব্‌ন আসওয়াদ (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমার পিতা আমাকে (প্রাপ্ত বয়স্ক) হওয়ার পূর্বে আয়েশা (রা)-এর নিকট পাঠাতেন। প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়ার পর তাঁর নিকট উপস্থিত হয়ে আওয়ায দিয়ে বললাম, কোন্ বস্তু গোসল করা ফরয করে? তিনি বললেন, যখন লজ্জাস্থানগুলো (পরস্পর) মিলিত হয়।

٣٣٢– حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ اَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَنَّ مَالِكًا حَدَّثَهُ عَنْ اَبِيْ النَّضْرِ عَنْ اَبِيْ سَلَمَةَ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ مَا يُوْجِبُ الْغُسْلَ فَقَالَتْ اِذَا جَاوَزَ الْخِتَانُ الْخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ .

৩৩২. ইউনুস (র)..... আবূ সালামা (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি একবার আয়েশা (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, কোন্ বস্তু গোসল করাকে ফরয করে? তিনি বললেন, মিলনকালে স্বামী-স্ত্রীর পরস্পরের খাত্‌নার স্থানটুকু অতিক্রম করলেই গোসল করা ফরয হয়ে যায়।

٣٣٣– حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ ثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ قَالَ ثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيْمِ عَنْ مَيْمُوْنِ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ .

৩৩৩. ইউনুস (র)..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, স্ত্রী সহবাসকালে যখন দুই খাত্‌নার স্থান পরস্পরে মিলিত হবে, গোসল ফরয হয়ে যাবে।

٣٣٤– حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ اَسْمَاءَ قَالَ ثَنَا جُوَيْرِيَةُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ اِذَا اخْتَلَفَ الْخِتَانُ الْخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ .

৩৩৪. আহমদ ইব্‌ন দাঊদ (র)..... আবদুল্লাহ্ থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, মিলনকালে যখন এক খাত্‌নার স্থান অপরটির পিছনে চলে যাবে, তখন গোসল ফরয হয়ে যাবে।

٣٣٥– حَدَّثَنَا اَحْمَدُ قَالَ ثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ زِرٍّ عَنْ عَلِيٍّ مِثْلَهُ .

৩৩৫. আহমদ (র)....... আলী (রা) থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

ইমাম তাহাবী (র)-এর যুক্তিভিত্তিক দলীল ও বিশ্লেষণ

ইমাম আবূ জা'ফর (তাহাবী র) বলেন ঃ আমরা যে সমস্ত রিওয়ায়াত বর্ণনা করেছি, তাতে সেই সমস্ত আলিমদের অভিমতের বিশুদ্ধতা প্রমাণিত হয়েছে, যারা দুই খাত্‌নার স্থান পরস্পর মিলিত হওয়ার কারণে গোসল করাকে ফরয মনে করেন। হাদীসসমূহের দিক দিয়ে এটা হচ্ছে এই অনুচ্ছেদের বর্ণনা। যুক্তির নিরিখে এর বর্ণনা ও বিশ্লেষণ নিম্নরূপ ঃ

বস্তুত আমরা ফকীহ আলিমদেরকে লক্ষ্য করেছি যে, এ বিষয়ে তাঁদের কোন মতবিরোধ নেই যে, যোনীপথে বীর্যপাত করা ব্যতীত স্ত্রী সহবাস করা হাদাস। একদল আলিম তো বলেছেন, এটা সর্বাপেক্ষা গলীয হাদাস। সুতরাং তাঁরা এতে সর্বাপেক্ষা উঁচু তাহারাতকে ওয়াজিব (ফরয) সাব্যস্ত করেছেন, আর তা হচ্ছে গোসল। অপর একদল আলিম বলেছেন, এটা হালকা পর্যায়ের হাদাসের ন্যায়। অতএব তাঁরা এতে হালকা পর্যায়ের তাহারাতকে ফরয সাব্যস্ত করেছেন, আর তা হচ্ছে উযূ। আমরা দুই খাত্‌নার স্থান পরস্পর মিলিত হওয়ার বিষয়টিকে গভীরভাবে লক্ষ্য করার প্রয়াস পাব। আসলে কি তা সর্বাপেক্ষা কঠোর কি না? যেন আমরা তাতে সর্বাপ্রেক্ষা কঠোর বস্তুকে ওয়াজিব সাব্যস্ত করতে পারি। আমরা সেই সমস্ত বস্তুকে পেয়েছি যা সহবাসের কারণে আবশ্যক হয়। তা হচ্ছে সিয়াম এবং হজ্জ বিনষ্ট হওয়া। তা হয় মিলনকালে দুই খাত্‌নার স্থান পরস্পর মিলিত হওয়ার কারণে, যদিও এর সাথে বীর্যপাত না ঘটুক। আর এটা হজ্জের মধ্যে দম (কুরবানী) এবং হজ্জ কাযা করাকে ওয়াজিব করে। এবং সিয়ামের মধ্যে কাযা ও কাফ্‌ফারাকে ওয়াজিব করে; তাঁদের মতানুযায়ী যারা এটাকে ওয়াজিব সাব্যস্ত করেন। যদি যোনীপথ ব্যতীত অন্যস্থান দিয়ে স্ত্রী সহবাস করে তাহলে তার উপর হজ্জের ব্যাপারে শুধু দম (কুরবানী) ওয়াজিব হবে এবং সিয়ামের ব্যাপারে বীর্যপাত ব্যতীত তার উপর কোন কিছু ওয়াজিব হবে না। আর এই সমস্ত কিছু তার জন্য হজ্জ এবং সিয়াম পালন অবস্থায় হারাম। কোন ব্যক্তি যদি কোন নারীর সঙ্গে যিনা (ব্যভিচার) করে তার উপর হদ (শাস্তি) প্রয়োগ করা হবে, যদিও বীর্যপাত না ঘটুক। যদি সন্দেহজনকভাবে এরূপ করে তাহলে এর দ্বারা তার থেকে হদ (শাস্তি) রহিত হয়ে যাবে এবং মাহ্‌র ওয়াজিব হবে।

আর যদি তার সঙ্গে যোনীপথ ব্যতীত অন্য স্থান দিয়ে সঙ্গম করে তাহ্‌লে এর কারণে তার উপর না হদ প্রয়োগ ওয়াজিব হবে, না মাহ্‌র। কিন্তু তাকে তা'যীর বা অন্য শাস্তি দেয়া হবে, যদি সেখানে সন্দেহের কোন ভিত্তি না থাকে। যখন কোন ব্যক্তি কোন নারীকে বিবাহ করে তার সাথে খালওয়াত (বৈধ সম্ভোগের নির্জনতা) ব্যতীত যোনীপথে সহবাস করে, তারপর তাকে তালাক দিয়ে দেয় তাহলে তার উপর মাহর আবশ্যক হবে, বীর্যপাত ঘটুক অথবা না ঘটুক এবং এই স্ত্রীলোকের উপর ইদ্দত পালনও ওয়াজিব হবে, এই আমল তাকে পূর্বে স্বামীর জন্য বৈধ করে দিবে। আর যদি তার সঙ্গে যোনীপথ ব্যতীত অন্য স্থানে সহবাস করা হয়, তবে তার উপর কোন কিছু ওয়াজিব হবে না। অবশ্য তালাকের অবস্থায় তাকে অর্ধেক মাহর প্রদান করা আবশ্যক, যদি তার জন্য মাহর নির্ধারণ করা হয়ে থাকে। আর মাহ্‌র নির্ধারণ করা না হলে কিছু সামান (কাপড় ইত্যাদি) প্রদান করতে হবে।

সুতরাং পূর্ববর্ণিত বস্তুগুলোতেও, যাতে বীর্যপাত ঘটেনি, সেই কঠোর বস্তু আবশ্যক হবে, যা বীর্যপাতের অবস্থায় সহবাসের দ্বারা আবশ্যক হয়। অর্থাৎ হদ প্রয়োগ হবে এবং মাহর ইত্যাদিও আবশ্যক হবে। সুতরাং যুক্তির দাবি হচ্ছে যে, অনুরূপভাবে এটা সর্বাপ্রেক্ষা কঠোর হাদাস হিসাবে বিবেচিত হবে এবং হাদাস অবস্থায় যে সর্বাপেক্ষা কঠোর বস্তু আবশ্যিক হয় তাতে তাই আবশ্যিক হবে, আর তা হচ্ছে গোসল।

সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আরেকটি দলীল

এ বিষয়ে আরেকটি দলীল হল যে, দুই খাত্নার স্থান পরস্পর মিলিত হওয়ার কারণে ওয়াজিব হওয়া বস্তুগুলোকে আমরা লক্ষ্য করেছি। (তাতে বুঝা যাচ্ছে) যদি এরপরে বীর্যপাত হয় তাহলে বীর্যপাতের কারণে অন্য দ্বিতীয় কোন বিধান ওয়াজিব হয় না। বিধান তো দুই খাত্নার স্থান পরস্পর মিলিত হওয়ার কারণে জারী হয়। আপনারা কি দেখতে পাচ্ছেন না, কোন ব্যক্তি যদি কোন নারীর সঙ্গে যিনা হিসাবে সহবাস করে এবং পরস্পরের খাত্নার স্থান মিলিত হয়ে যায় তাহলে এ কারণে তাদের উভয়ের উপর হদ ওয়াজিব হয়ে যায়। যদি সে তার উপরে (খাত্নার স্থান মিলিত হওয়ার পর) দীর্ঘ সময় পড়ে থাকে যার ফলশ্রুতিতে বীর্যপাত ঘটে যায় তাহলে সেই হদ ব্যতীত যা দুই খাত্নার স্থান পরস্পরে মিলিত হওয়ার কারণে ওয়াজিব হয়েছিল, অন্য কোন শাস্তি ওয়াজিব হবে না। আর যদি উক্ত সহবাস সন্দেহের ভিত্তিতে সংঘটিত হয়ে থাকে, তাহলে দুই খাত্নার স্থান পরস্পর মিলিত হওয়ার কারণে তার উপর মাহর ওয়াজিব হবে। তারপর তার উপরে দীর্ঘ সময় পড়ে থাকার কারণে যদি বীর্যপাত ঘটে যায়, তাহলে তার উপর এই বীর্যপাতের কারণে তা ব্যতীত কিছুই আবশ্যক হবে না, যা দুই খাত্নার স্থান পরস্পর মিলিত হওয়ার কারণে ওয়াজিব হয়েছিল।

অতএব এই সমস্ত অবস্থায় যা কিছু এমন ব্যক্তির উপর আবশ্যিক হবে, যে সহবাস করেছে এবং বীর্যপাতও হয়েছে; তা ঐ ব্যক্তির উপরেও আবশ্যিক হবে, যে সহবাস করেছে কিন্তু বীর্যপাত ঘটেনি। বস্তুত এখানে হুকুম আরোপিত হবে দুই খাত্নার স্থান পরস্পর মিলিত হওয়ার কারণে, পূর্ববর্তী বীর্যপাতের কারণে নয়। সুতরাং যুক্তির দাবি হচ্ছে, বীর্যপাতের সাথে সঙ্গমকারীর উপরে গোসল ওয়াজিব হয় দুই খাত্নার স্থান পরস্পরে মিলিত হওয়ার কারণে, পরবর্তী বীর্যপাতের কারণে নয়। এতে তাঁদের অভিমত প্রমাণিত হল, যাঁরা বলেন যে, স্ত্রী সহবাস গোসলকে ওয়াজিব (ফরয) করে, এর সাথে বীর্যপাত ঘটুক বা না ঘটুক। এটা ইমাম আবূ হানীফা (র), ইমাম আবূ ইউসুফ (র), ইমাম মুহাম্মদ (র)সহ সাধারণ আলিমগণের অভিমত।

সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আরো একটি দলীল ঃ এ বিষয়ে আরো একটি দলীল হল নিম্নরূপ ঃ

٣٣٦– حَدَّثَنَا فَهْدُ قَالَ ثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدَ قَالَ ثَنَا عُبَيْدُ اللّٰه عَنْ زَيْدٍ عَنْ جَابِرٍ هُوَ ابْنُ يَزِيْدَ عَنْ اَبِى صَالِحٍ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَخْطُبُ فَقَالَ اِنَّ نِسَاءَ الاَنْصَارِ يُفْتِيْنَ اَنَّ الرَّجُلَ اِذَا جَامَعَ فَلَمْ يُنْزِلْ فَاِنَّ عَلَى الْمَرْأَةِ الغُسْلُ وَلاَ غُسْلَ عَلَيْهِ وَاِنَّهُ لَيْسَ كَمَا اِفْتَيْنَ وَاِذَا جَاوَزَ الْخِتَانُ الْخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ .

৩৩৬. ফাহাদ (র)...... আবূ সালিহ (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি উমার ইব্ন খাত্তাব (রা)-কে খুত্বা (ভাষণ) দিতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, আনসারী নারীগণ এ মর্মে ফাতওয়া দিচ্ছে যে, কোন ব্যক্তি যদি স্ত্রী সঙ্গম করে এবং তার বীর্যপাত না ঘটে তাহলে এ অবস্থায় নারীর উপর গোসল করা ফরয, পুরুষের উপর গোসল ফরয নয়। অথচ বিষয়টি এরূপ নয়, যেমনটি তারা ফাতওয়া দিচ্ছে। বরং যখন মিলনকালে স্বামী-স্ত্রীর পরস্পরের খাত্নার স্থানটুকু অতিক্রম করলেই গোসল করা ফরয হয়ে যাবে।

ইমাম আবূ জা'ফর (তাহাবী র) বলেন ঃ এই হাদীসে ব্যক্ত হয়েছে যে, আনসারগণ বীর্যপাতের কারণে গোসলকে আবশ্যক মনে করতেন, তা সহবাসকারী পুরুষদের ব্যাপারে ছিল। সেই সমস্ত নারীদের ব্যাপারে নয়, যাদের সঙ্গে সহবাস করা হয়। আর পরস্পরে মেলামেশার কারণে নারীর উপর গোসল করা ফরয হয়, যদিও সেখানে বীর্যপাত না ঘটে। অথচ আমরা দেখতে পাচ্ছি বীর্যপাতের অবস্থায় গোসল ফরয হওয়ার ব্যাপারে পুরুষ এবং নারী'র বিধান অভিন্ন। অতএব যুক্তির দাবি হচ্ছে যে, পরস্পরের মেলামেশার কারণে বীর্যপাত না ঘটে থাকলেও গোসল ফরয হওয়ার ব্যাপারে পুরুষ ও নারীর বিধান অভিন্ন হওয়া বাঞ্ছনীয়।

١٤- بَابُ اَكْلِ مَاغَيَّرَتِ النَّارُ هَلْ يُوْجِبُ الْوُضُوْءَ اَمْ لاَ

১৪. অনুচ্ছেদ ঃ আগুনে পাকানো খাদ্য আহারে উযূ ওয়াজিব হয় কিনা?

٣٣٧- حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِي دَاوُدَ وَاحْمَدُ بْنُ دَاوُدَ قَالاَ ثَنَا اَبُوْ عُمَرَ الْحَوْضِيُّ قَالَ ثَنَا هَمَّامُ عَنْ مَطَرِ الْوَرَّاقِ قَالَ قُلْتُ عَمَّنْ اَخَذَ الْحَسَنُ الْوُضُوْءَ مِمَّا غَيَّرَتِ النَّارُ قَالَ اَخَذَهُ اَنَسُ عَنْ اَبِي طَلْحَةَ وَاَخَذَهُ اَبُوْ طَلْحَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ .

৩৩৭. ইব্‌ন আবী দাঊদ (র) ও আহমদ ইব্‌ন দাঊদ (র)...... হাম্মাম (র) মাতারুল ওয়াররাক (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম যে, হাসান বসরী (র) "আগুনে পাকানো খাদ্য আহারে উযূ আবশ্যক"— এই হাদীস কার কাছ থেকে (রিওয়ায়াত) করেছেন। তিনি বলেন, হাসান বসরী (র) এটা আনাস (রা) থেকে, তিনি আবূ তালহা (রা) থেকে, তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে (রিওয়ায়াত) করেছেন।

٣٣٨- حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْفَرَجِ قَالَ ثَنَا عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ قَالَ ثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الزُّهْرِيُّ قَالَ حَدَّثَنِيْ اَبِيْ عَنْ اَبِيْهِ وَهُوَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الْقَارِيُّ عَنْ اَبِيْ طَلْحَةَ صَاحِبِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَنَّهُ اَكَلَ ثَوْرَ اَقِطٍ فَتَوَضَّأَ مِنْهُ قَالَ عَمْرُو الثَّوْرُ الْقِطْعَةُ .

৩৩৮. রাওহ ইব্‌নুল ফারাজ (র)..... রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সাহাবী আবূ তালহা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি পনিরের টুকরো আহার করেছেন। তারপর উযূ করেছেন। আম্‌র (র) বলেন, (হাদীসে বর্ণিত) 'ছাওরুন; অর্থ টুকরো।

٣٣٩- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ عَامِرٍ قَالَ ثَنَا ابْنُ اَبِيْ ذِئْبٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ اَبِيْ بَكْرٍ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ ابْنِ ثَابِتٍ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ تَوَضَّؤُا مِمَّا غَيَّرَتِ النَّارُ .

৩৩৯. আবূ বাকরা (র)...... যায়দ ইব্ন সাবিত (রা) থেকে তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, সেই খাদ্য আহারে উযূ কর, যা আগুনে পাকানো হয়েছে।

٣٤٠- حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِى دَاوُدَ وَفَهْدُ قَالاَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنِى اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنِى عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ خَالِدِ بْنِ مُسَافِرٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ فَذَكَرَ بِاِسْنَادِهِ مِثْلَهُ .

৩৪০. ইব্ন আবী দাউদ (র) ও ফাহাদ (র)....... ইব্ন শিহাব (র) থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

٣٤١- حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ مَرْزُوْقٍ وَابْنُ اَبِىْ دَاوُدَ قَالاَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنِى اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِىْ عَقِيْلُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ فَذَكَرَ مِثْلَهُ بِاِسْنَادِهِ .

৩৪১. নাস্‌র ইব্ন মারযূক (র) ও ইব্ন আবী দাউদ (র)...... ইব্ন শিহাব (র) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٣٤٢- حَدَّثَنَا فَهْدُ وَّابْنُ اَبِىْ دَاوُدَ قَالاَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ صَالِحٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِىْ عَقِيْلُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ سَعِيْدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ اَنَّهُ سَأَلَ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ عَنْ ذٰلِكَ فَقَالَ عُرْوَةُ سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَذَكَرَ مِثْلَهُ .

৩৪২. ফাহাদ (র) ও ইব্ন আবী দাউদ (র)..... সাঈদ ইব্ন খালিদ ইব্ন আমর ইব্ন উসমান (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি একবার এ বিষয়ে উরওয়া ইব্ন যুবায়র (র)-কে জিজ্ঞাসা করেছেন, উরওয়া (র) বলেন, আমি আয়েশা (রা)-কে বলতে শুনেছি, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, তারপর তিনি অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

٣٤٣- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا حَرْبُ بْنُ شَدَّادٍ عَنْ يَحْىَ بْنِ اَبِىْ كَثِيْرٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ اَبُوْ سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ اَنَّ اَبَا سَعِيْدِ بْنِ سُفْيَانَ بْنِ الْمُغِيْرَةِ اَخْبَرَهُ اَنَّهُ دَخَلَ عَلٰى اُمِّ حَبِيْبَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ فَدَعَتْ لَهُ بِسَوِيْقٍ فَشَرِبَ ثُمَّ قَالَتْ يَا ابْنَ اَخِىْ تَوَضَّأْ قَالَ اِنِّىْ لَمْ اُحْدِثْ شَيْئًا فَقَالَ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ تَوَضَّؤُا مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ .

৩৪৩. আবূ বাকরা (র)..... আবূ সালামা ইব্ন আবদুর রহমান ইব্ন আউফ (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমাকে আবূ সাঈদ ইব্ন আবী সুফ্ইয়ান ইব্ন মুগীরা (র) বলেছেন যে, তিনি একবার উম্মুল মু'মিনীন উম্মু হাবীবা (রা)-এর নিকট যান। তখন তিনি তার জন্য ছাতুর শরবত দিতে

বললেন, তিনি তা পান করলেন। তারপর উম্মুল মু'মিনীন (রা) বললেন, হে ভাতিজা, উযূ করে নাও। তিনি বললেন, আমি তো উযূ নষ্ট করিনি। তিনি বললেন ঃ অবশ্যই রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, আগুনে স্পর্শকৃত খাদ্যবস্তু আহারে উযূ করবে।

٣٤٤- حَدَّثَنَا رَبِيعُ الْجِيزِىُّ قَالَ ثَنَا اِسْحَاقُ بْنُ بَكْرِ بْنِ مُضَرَ قَالَ ثَنَا اَبِىْ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيْعَةَ عَنْ بَكْرِ بْنِ سَوَادَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمِ بْنِ شِهَابٍ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِىْ سُفْيَانَ بْنِ سَعِيْدِ بْنِ الاَخْنَسِ عَنْ اُمِّ حَبِيْبَةَ مِثْلَهُ غَيْرَ اَنَّهُ قَالَ يَا ابْنَ اُخْتِىْ .

৩৪৪. রবী'উল জীযী (র)..... আবূ সুফইয়ান ইব্ন সাঈদ ইব্ন আখনাস (র) সূত্রে উম্মু হাবীবা (রা) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেন। তবে তিনি এতে বলেছেন, হে আমার ভাগ্নে!

٣٤٥- حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ دَاؤُدَ وَفَهْدٌ قَالاَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِىْ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ فَذَكَرَ مِثْلَهُ بِاِسْنَادِهِ .

৩৪৫. ইব্ন আবী দাউদ (র) ও ফাহাদ (র)...... ইব্ন শিহাব (র) থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

٣٤٦- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا سَعِيْدُ بْنُ عَامِرٍ قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ تَوَضَّؤُا مِمَّا غَيَّرَتِ النَّارُ وَلَوْ مِنْ ثَوْرِ اَقِطٍ .

৩৪৬. আবূ বাক্রা (র)..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, আগুনে পাক করা খাদ্য আহারে উযূ করতে হবে; যদিও তা পনিরের টুকরো হয়।

٣٤٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ ثَنَا حَجَّاجُ قَالَ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ تَوَضَّؤُا مِنْ ثَوْرِ اَقِطٍ -

৩৪৭. মুহাম্মদ ইব্ন খুযায়মা (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, পনিরের টুকরো আহারে উযূ কর।

٣٤٨- حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ دَاؤُدَ قَالَ ثَنَا الْمُقَدَّمِىُّ قَالَ ثَنَا عَبْدُ الاَعْلٰى عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ تَوَضَّؤُا مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ وَلَوْ مِنْ ثَوْرِ اَقِطٍ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَا اَبَا هُرَيْرَةَ فَاِنَّا نَدَّهِنُ بِالدُّهْنِ وَقَدْ سُخِّنَ بِالنَّارِ وَنَتَوَضَّأُ بِالْمَاءِ وَقَدْ سُخِّنَ بِالنَّارِ فَقَالَ يَا ابْنَ اَخِىْ اِذَا سَمِعْتَ الْحَدِيْثَ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَلاَ تَضْرِبْ لَهُ الاَمْثَالَ .

৩৪৮. ইব্ন আবী দাউদ (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, আগুনে প্রস্তুতকৃত খাদ্য আহারে উযূ কর, যদিও তা পনিরের টুকরো হয়।

এতে ইব্‌ন আব্বাস (রা) বললেন, হে আবূ হুরায়রা! আমরা আগুনে গরম করা তেল ব্যবহার করে থাকি এবং গরম পানি দিয়ে উযূ করে থাকি। আবূ হুরায়রা (রা) বললেন, হে ভাতিজা! রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণিত কোন হাদীস শুনলে আর উদাহরণ দিতে যেও না।

٣٤٩– حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ قَالَ ثَنَا بَكْرُ بْنُ مُضَرَ قَالَ ثَنَا الْحَارِثُ بْنُ يَعْقُوْبَ اَنَّ عِرَاكَ بْنَ مَالِكٍ اَخْبَرَهُ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ تَوَضَّئُوْا مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ .

৩৪৯. ইউনুস (র)..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলতে শুনেছি ঃ "আগুনে স্পর্শকৃত বস্তু আহারে উযূ করতে হবে"।

٣٥٠– حَدَّثَنَا رَبِيْعُ الْجِيْزِىُّ قَالَ ثَنَا اِسْحَاقُ بْنُ بَكْرٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ اَبِىْ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيْعَةَ عَنْ بَكْرِ بْنِ سَوَادَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيْزِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ قَارِظٍ قَالَ رَأَيْتُ اَبَا هُرَيْرَةَ يَتَوَضَّأُ عَلٰى ظَهْرِ الْمَسْجِدِ فَقَالَ اَكَلْتُ مِنْ اَثْوَارِ اَقِطٍ فَتَوَضَّأْتُ اِنِّىْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ تَوَضَّئُوْا مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ .

৩৫০. রবী'উল জীযী (র)..... ইবরাহীম ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন কারিয (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি একবার আবূ হুরায়রা (রা)-কে মসজিদের ছাদে উযূ করতে দেখেছি। এতে তিনি বললেন, আমি পনিরের কিছু টুকরো আহার করেছি, সুতরাং আমি উযূ করলাম। যেহেতু আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলতে শুনেছি ঃ "তোমরা আগুনে স্পর্শকৃত খাদ্য আহারে উযূ করবে"।

٣٥١– حَدَّثَنَا فَهْدٌ وَّابْنُ اَبِىْ دَاوُدَ قَالاَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنِى اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِىْ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ خَالِدٍ عَنْ شِهَابٍ فَذَكَرَ مِثْلَهُ بِاِسْنَادِهِ .

৩৫১. ফাহাদ (র) ও ইব্‌ন আবী দাঊদ (র)..... ইব্‌ন শিহাব (র) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٣٥٢– حَدَّثَنَا ابْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ ثَنَا مُسْلِمُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ ثَنَا اَبَانُ بْنُ يَزِيْدَ قَالَ ثَنَا يَحْيَ بْنُ اَبِىْ كَثِيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَمْرٍو الْاَوْزَاعِىِّ عَنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ حَنْطَبٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنْ رَّسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِثْلَهُ .

৩৫২. ইব্‌ন খুযায়মা (র)..... আবূ হুরায়রা (রা)এর বরাতে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

٣٥٣– حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ مَعْمَرٍ قَالَ ثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ حُسَيْنٍ الْمُعَلِّمِ عَنْ يَحْيٰ فَذَكَرَ مِثْلَهُ بِاِسْنَادِهِ .

৩৫৩. ইব্‌ন আবী দাঊদ (র)........ ইয়াহইয়া (র) থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

٣٥٤- حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِى دَاوُدَ قَالَ ثَنَا يَحْىَ بْنُ مَعِيْنٍ قَالَ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِىٍّ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ اَبِىْ الرَّبِيْعِ عَنِ الْقَاسِمِ مَوْلٰى مُعَاوِيَةَ قَالَ اَتَيْتُ الْمَسْجِدَ فَرَأَيْتُ النَّاسَ مُجْتَمِعِيْنَ عَلٰى شَيْخٍ يُحَدِّثُهُمْ قُلْتُ مَنْ هٰذَا قَالُوْا سَهْلُ بْنُ الْحَنْظَلِيَّةِ فَسَمِعْتُهُ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ اَكَلَ لَحْمًا فَلْيَتَوَضَّأْ .

৩৫৪. ইব্‌ন আবী দাঊদ (র)..... মু'আবিয়া (রা)-এর আযাদকৃত গোলাম কাসিম (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি একবার মসজিদে এলাম এবং লোকদেরকে এক বৃদ্ধের কাছে জমায়েত অবস্থায় দেখতে পেলাম। তিনি তাদেরকে হাদীস বর্ণনা করছিলেন। আমি বললাম, ইনি কে? লোকেরা বলল, তিনি সাহল ইব্‌ন হান্‌যালিয়্যা (রা)। আমি তাঁকে বলতে শুনলাম ঃ "রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি গোশ্‌ত আহার করে তার জন্য উযূ করা আবশ্যক।"

٣٥٥- حَدَّثَنَا ابْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ ثَنَا حَجَّاجُ قَالَ ثَنَا حَمَّادُ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ اَبِىْ قِلَابَةَ عَنْ رَجُلٍ مِّنْ اَصْحَابِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ كُنَّا نَتَوَضَّأُ مِمَّا غَيَّرَتِ النَّارُ وَنُمَضْمِضُ مِنَ اللَّبَنِ وَلَا نُمَضْمِضُ مِنَ التَّمْرِ .

৩৫৫. ইব্‌ন খুযায়মা (র)..... রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর জনৈক সাহাবী থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমরা আগুনে প্রস্তুতকৃত খাদ্য আহারে উযূ করতাম, দুধপান করার পর কুলি করতাম এবং খেজুর ভক্ষণের পরে কুলি করতাম না।

একদল আলিম এ মত গ্রহণ করেছেন যে, আগুনে পাকানো বস্তু আহারে উযূ করা আবশ্যক। তাঁরা এ বিষয়ে উল্লিখিত হাদীসসমূহ দ্বারা প্রমাণ পেশ করেন। পক্ষান্তরে অপরাপর আলিমগণ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে তাঁদের বিরোধিতা করেছেন। তাঁরা বলেছেন, এর কোন কিছুর কারণে উযূ করা আবশ্যিক নয়। তাঁরা এ বিষয়ে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণিত নিম্নোক্ত হাদীসসমূহ প্রমাণ স্বরূপ পেশ করেছেন ঃ

٣٥٦- حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ اَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَنَّ مَالِكًا حَدَّثَهُ ح وَحَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ ثَنَا الْقَعْنَبِىُّ قَالَ ثَنَا مَالِكُ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَكَلَ كَتِفَ شَاةٍ ثُمَّ صَلّٰى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ .

৩৫৬. ইউনুস (র) ও সালিহ ইব্‌ন আবদুর রহমান (র)..... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বকরীর কাঁধ (এর গোশ্‌ত) আহার করেছেন, তারপর সালাত আদায় করেছেন (কিন্তু) উযূ করেন নি।

٣٥٧- حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَالِ قَالَ ثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ ثَنَا رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ فَذَكَرَ نَحْوَهُ بِاِسْنَادِهِ .

৩৫৭. ইব্‌ন আবী দাঊদ (র)...... যায়দ ইব্‌ন আসলাম (র) থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

٣٥٨- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ قَالَ ثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ قَالَ اَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الزُّبَيْرِ الْحَنْظَلِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ نَحْوَهُ .

৩৫৮. আলী ইব্‌ন মা'বাদ (র)......আলী ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আব্বাস (র)-এর পিতার সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

٣٥٩- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى الصُّوْرِيُّ قَالَ ثَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ جَمِيْلٍ قَالَ ثَنَا ابْنُ ثَوْبَانَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ .

৩৫৯. আহমদ ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া সওরী (র)....... ইব্‌ন আব্বাস (রা)-এর বরাতে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٣٦٠- حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِي دَاوُدَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ عُمَرَ الْحَوْضِيُّ قَالَ ثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمُرَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ .

৩৬০. ইব্‌ন আবী দাউদ (র)...... ইব্‌ন আব্বাস (রা)-এর বরাতে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

٣٦١- حَدَّثَنَا ابْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ ثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ ثَنَا حَمَّادُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِي نُعَيْمٍ هُوَ وَهْبُ بْنُ كَيْسَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ اَكَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ خُبْزًا وَلَحْمًا ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ .

৩৬১. ইব্‌ন খুযায়মা (র)...... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ রুটি এবং গোশ্‌ত আহার করেছেন। তারপর তিনি অনুরূপ উল্লেখ করেছেন।

٣٦٢- حَدَّثَنَا رَبِيْعُ الْجِيْزِيُّ قَالَ ثَنَا اَبُوْ الاَسْوَدِ قَالَ ثَنَا ابْنُ لَهِيْعَةَ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِي حَبِيْبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَلْحَلَةَ الدَّوْلِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ اَنَّهُ دَخَلَ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَوْمًا فِي بَيْتِ مَيْمُوْنَةَ فَضَرَبَ عَلَى يَدَيَّ وَقَالَ عَجِبْتُ مِنْ نَّاسٍ يَتَوَضَّؤُنَ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ وَاللّٰهِ لَقَدْ جَمَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَوْمًا ثِيَابَهُ ثُمَّ اُتِيَ بِثَرِيْدٍ فَاَكَلَ مِنْهَا ثُمَّ قَامَ فَخَرَجَ اِلَى الصَّلٰوةِ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ .

৩৬২. রবী'উল জীযী (র)........ মুহাম্মদ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন আতা (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি একবার মায়মূনা (রা)-এর গৃহে ইব্‌ন আব্বাস (রা)-এর নিকট উপস্থিত হলেন। তিনি আমার হাতে হাত মেরে বললেন, লোকদের ব্যাপারে আমি আশ্চর্য হই যে, তারা আগুনে পাকানো আহারের জন্য উযূ করে। আল্লাহ্‌র কসম! একদিন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর কাপড় একত্রিত (ঠিক) করলেন। তারপর তাঁর কাছে 'ছারীদ' পেশ করা হল। তিনি তা থেকে আহার করলেন, এরপরে উঠে সালাতের জন্য বের হয়ে গেলেন; কিন্তু তিনি উযূ করেননি।

٣٦٣- حَدَّثَنَا يُوْنُسُ وَالرَّبِيْعُ الْمُؤَذِّنُ قَالاَ اَسَدُ ح وَحَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ اِدْرِيْسَ قَالَ ثَنَا اٰدَمُ بْنُ اَبِىْ اِيَاسٍ ح وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ دَاؤُدَ قَالُوْا ثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا عَوْنٍ مُحَمَّدَ بْنَ عُبَيْدِ اللّٰهِ الثَّقَفِىَّ يَقُوْلُ سَمِعْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ يُحَدِّثُ عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ خَرَجَ اِلَى الصَّلٰوةِ فَنَشَلْتُ لَهُ كَتِفًا فَاَكَلَ مِنْهَا ثُمَّ خَرَجَ فَصَلّٰى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ .

৩৬৩. ইউনুস (র), রবী'উল মুয়ায্যিন (র), বাক্র ইব্ন ইদ্রীস (র) ও আবূ বাক্রা (র)...... উম্মু সালামা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, একবার রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সালাতের জন্য বের হয়ে গেলেন। তারপর আমি তাঁর জন্য বকরীর কাঁধ (এর গোশ্ত) ভুনা করলাম। তিনি তা থেকে আহার করলেন এরপর বের হয়ে গিয়ে সালাত আদায় করলেন; কিন্তু উযূ করেননি।

٣٦٤- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ اِسْمَاعِيْلَ قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِىُّ عَنْ اَبِىْ عَوْنٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ شَدَّادٍ يَقُوْلُ سَأَلَ مَرْوَانُ اَبَا هُرَيْرَةَ عَنِ الْوُضُوْءِ مِمَّا غَيَّرَتِ النَّارُ فَاَمَرَهُ بِهِ ثُمَّ قَالَ كَيْفَ نَسْأَلُ اَحَدًا وَفِيْنَا اَزْوَاجُ النَّبِىِّ ﷺ فَاَرْسَلُوْا اِلٰى اُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِىِّ ﷺ فَسَأَلُوْهَا ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَ حَدِيْثِ شُعْبَةَ .

৩৬৪. আবূ বাক্রা (র)....... আবদুল্লাহ্ ইব্ন শাদ্দাদ (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, একবার মারওয়ান আবূ হুরায়রা (রা) কে আগুনে প্রস্তুতকৃত খাদ্য আহারের জন্য উযূ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন। তিনি তাকে উযূ করার নির্দেশ প্রদান করেন। তারপর তিনি বললেন, আমরা কি করে অন্য কাউকে জিজ্ঞাসা করব, অথচ আমাদের মাঝে নবী ﷺ-এর স্ত্রীগণ (উম্মুল মু'মিনীন) বিদ্যমান রয়েছেন। সুতরাং তাঁরা উম্মু সালামা (রা)-এর নিকট কিছু লোক পাঠালেন। তাঁরা তাঁকে (সংশ্লিষ্ট বিষয়ে) জিজ্ঞাসা করেন। তারপর তিনি শু'বা (র)-এর হাদীসের অনুরূপ উল্লেখ করেছেন।

٣٦٥- حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ قَالَ اَخْبَرَنِىْ ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يُوْسُفَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ قَرَّبْتُ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ جَنْبًا مَشْوِيًّا فَاَكَلَ مِنْهُ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ .

৩৬৫. ইব্ন মারযূক (র)...... উম্মু সালামা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি একবার একটি ভুনার পার্শ্ব রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সম্মুখে পেশ করলাম। তিনি তা থেকে আহার করলেন; কিন্তু উযূ করেন নি।

٣٦٦- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ دَاؤُدَ الطَّيَالِسِىُّ قَالَ ثَنَا زَائِدَةُ بْنُ قُدَامَةَ قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيْلٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ اُتِيْنَا وَمَعَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ

ﷺ بِطَعَامٍ فَاَكَلْنَا ثُمَّ قُمْنَا اِلَى الصَّلٰوةِ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ اَحَدٌ مِنَّا ثُمَّ تَعَشَّيْنَا بِبَقِيَّةِ الشَّاةِ ثُمَّ قُمْنَا اِلٰى صَلٰوةِ الْعَصْرِ وَلَمْ يَمُسَّ اَحَدٌ مِّنَّا مَاءً .

৩৬৬. আবূ বাক্রা (র)..... জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, একবার আমাদের সম্মুখে খাদ্য নিয়ে আসা হল এবং আমাদের সঙ্গে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ছিলেন। আমরা আহার করি। তারপর সালাতের জন্য আমরা উঠে পড়ি, কিন্তু আমাদের কেউ উযূ করেনি। এরপর আমরা বকরীর অবশিষ্ট অংশ বিকালে আহার করেছি। তারপর আমরা আসরের সালাতের জন্য উঠে গিয়েছি, আমাদের কেউ পানি স্পর্শ করেনি।

٣٦٧- حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ ثَنَا بْنُ مَعْبَدٍ قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَمْرٍو عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُحَمَّدٍ فَذَكَرَ بِاِسْنَادِهِ مِثْلَهُ .

৩৬৭. ইউনুস (রা)...... আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুহাম্মদ (র) থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

٣٦٨- حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِيْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَالِ قَالَ ثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ ثَنَا رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ دَعَتْنَا امْرَأَةٌ مِّنَ الْاَنْصَارِ فَذَبَحَتْ لَنَا شَاةً وَذَكَرَ الْحَدِيْثَ وَرَشَّتْ لَنَا صَوْرًا فَدَعَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِالطَّهُوْرِ فَاَكَلْنَا ثُمَّ صَلّٰى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ .

৩৬৮. ইব্ন আবী দাউদ (র)...... জাবির (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমাদেরকে জনৈকা আনসারী মহিলা দাওয়াত দেন। তিনি আমাদের জন্য একটি বকরী যবেহ করেন। তারপর রাবী হাদীসটি বর্ণনা করে বললেন, উক্ত মহিলা আমাদের জন্য খেজুর বাগানে চাটাইয়ে পানি ছিটিয়ে বিছানা বিছিয়ে দেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ উযূর জন্য পানি চাইলেন। এরপর আমরা আহার করলাম। তারপর তিনি সালাত আদায় করলেন এবং উযূ করেননি।

٣٦٩- حَدَّثَنَا رَبِيْعُ الْمُؤَذِّنُ قَالَ ثَنَا اَسَدٌ قَالَ ثَنَا عُمَارَةُ بْنُ زَاذَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ قَالَ دَخَلْتُ عَلٰى بَعْضِ اَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ فَقُلْتُ حَدِّثِيْنِيْ فِيْ شَيْءٍ مِّمَّا غَيَّرَتِ النَّارُ فَقَالَتْ قَلَّ مَا كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَأْتِيْنَا اِلاَّ قَلَّيْنَا لَهُ حَبَّةً تَكُوْنُ بِالْمَدِيْنَةِ فَيَأْكُلُ وَيُصَلِّيْ وَلاَ يَتَوَضَّأُ .

৩৬৯. রবী'উল মুয়াযযিন (র)....মুহাম্মদ ইব্ন মুনকাদির (র) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেন, আমি একবার নবী ﷺ-এর এক স্ত্রীর খিদমতে উপস্থিত হয়ে বললাম! আগুনে পাকানো বস্তু সম্পর্কে আমাকে হাদীস বর্ণনা করুন। তিনি বললেন, এমন দিন খুব কমই গিয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদের কাছে তাশরীফ এনেছেন আর আমরা তাঁর জন্য মদীনায় উৎপাদিত তরকারী ভুনা করে দেইনি। তিনি তা থেকে আহার করতেন এবং সালাত আদায় করতেন কিন্তু (আহারের পরে) উযূ করতেন না।

٣٧٠- حَدَّثَنَا ابْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ ثَنَا حَجَّاجُ قَالَ ثَنَا عُمَارَةُ بْنُ زَاذَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ قَالَ دَخَلْتُ عَلٰى فُلاَنَةٍ بَعْضِ اَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ قَدْ سَمَّاهَا وَنَسِيتُ قَالَتْ دَخَلَ عَلَيَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَعِنْدِي بَطْنٌ مُعَلَّقٌ فَقَالَ لَوْ طَبَخْتِ لَنَا مِنْ هٰذَا الْبَطْنِ كَذَا وَكَذَا قَالَتْ فَصَنَعْنَاهُ فَاكَلَ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ .

৩৭০. ইব্ন খুযায়মা (রা).... মুহাম্মদ ইব্ন মুনকাদির (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, আমি একবার নবী ﷺ-এর জনৈকা স্ত্রীর খিদমতে উপস্থিত হলাম। রাবী (উমারা র) বলেন, তিনি তাঁর নাম বলেছিলেন, কিন্তু আমি তা ভুলে গিয়েছি। এরপর (উম্মুল মু'মিনীন) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমার নিকট এসেছেন এবং আমার কাছে পেট (এর গোশ্ত) লটকানো ছিল। তিনি বললেন, তুমি যদি আমার জন্য এ পেটের অমুক অমুক অংশ পাকাতে (তাহ্লে ভাল হত)। তিনি বলেন, আমরা তা পাকালাম। তিনি তা থেকে আহার করলেন; কিন্তু উযূ করেননি।

٣٧١- حَدَّثَنَا ابْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ ثَنَا حَجَّاجُ قَالَ ثَنَا حَمَّادُ عَنْ عَمَّارِ بْنِ اَبِيْ عَمَّارٍ عَنْ اُمِّ حَكِيْمٍ قَالَتْ دَخَلَ عَلَيَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَاَكَلَ كَتِفًا فَاٰذَنَهُ بِلاَلٌ بِالاَذَانِ فَصَلّٰى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ .

৩৭১. ইব্ন খুযায়মা (রা)..... উম্মু হাকীম (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, একবার রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমার নিকট এলেন এবং কাঁধ (এর গোশ্ত) আহার করেন। এ সময় বিলাল (রা) তাঁকে আযানের দ্বারা (সালাতের ব্যাপারে) অবহিত করেন। তিনি সালাত আদায় করেন; কিন্তু উযূ করেননি।

٣٧٢- حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ وَرَبِيْعُ الْجِيْزِيْ وَصَالِحُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالُوْا ثَنَا الْقَعْنَبِيُّ قَالَ ثَنَا فَائِدُ مَوْلٰى عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ طَبَخْتُ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ بَطْنَ شَاةٍ فَاَكَلَ مِنْهَا ثُمَّ صَلّٰى الْعِشَاءَ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ .

৩৭২. ইব্ন মারযূক (র), রবী'উল জীযী (র) ও সালিহ্ ইব্ন আবদুর রহমান (র)..... উবায়দুল্লাহ (র)-এর দাদা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর জন্য বকরীর পেটের গোশ্ত পাক করলাম। তারপর তিনি তা থেকে আহার করলেন, তারপর ইশা'র সালাত আদায় করেন; কিন্তু উযূ করেননি।

٣٧٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ ثَنَا الْقَعْنَبِيُّ قَالَ ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ عَنْ عَمْرِو بْنِ اَبِيْ عَمْرٍو عَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ اَبِيْ رَافِعٍ عَنْ اَبِيْ رَافِعٍ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ نَحْوَهُ وَلَمْ يَذْكُرِ الْعِشَاءَ .

৩৭৩. মুহাম্মদ ইব্‌ন খুযায়মা (র)..... আবূ রাফি' (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেন। কিন্তু তিনি ইশা'র কথা উল্লেখ করেননি।

٣٧٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَجَّاجِ قَالَ ثَنَا اَسَدُ قَالَ ثَنَا سَعِيْدُ بْنُ سَالِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَبِيْ حُمَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ هِنْدُ بِنْتُ سَعِيْدِ بْنِ اَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ عَنْ عَمَّتِهَا قَالَتْ زَارَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ثُمَّ اَكَلَ عِنْدَنَا كَتِفَ شَاةٍ ثُمَّ قَامَ فَصَلّٰى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ .

৩৭৪. মুহাম্মদ ইব্‌ন হাজ্জাজ (র)...... আবূ সাঈদ খুদরী (রা)-এর ফুফু (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদের এখানে তাশরীফ আনলেন। তারপর তিনি আমাদের নিকট বকরীর ঘাড়ের গোশ্‌ত আহার করেন। এরপর উঠে সালাত আদায় করেন; কিন্তু উযূ করেননি।

٣٧٥- حَدَّثَنَا رَبِيْعُ الْجِيْزِيُّ قَالَ ثَنَا نَصْرُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ قَالَ ثَنَا ابْنُ لَهِيْعَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْحَارِثِ الزُّبَيْدِيِّ قَالَ اَكَلْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ طَعَامًا فِي الْمَسْجِدِ قَدْ شُوِيَ ثُمَّ اُقِيْمَتِ الصَّلٰوةُ فَمَسَحْنَا اَيْدِيْنَا بِالْحَصْبَاءِ ثُمَّ قُمْنَا نُصَلِّيْ وَلَمْ نَتَوَضَّأْ .

৩৭৫. রবী'উল জীযী (র)..... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন হারিস যুবায়দী (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমরা মসজিদে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সঙ্গে ভুনা করা গোশ্‌ত আহার করি। তারপর সালাত দাঁড়িয়ে গেলে আমরা কংকর দিয়ে হাত মুছে সালাতের জন্য দাঁড়িয়ে যাই; কিন্তু উযূ করিনি।

٣٧٦- حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِيْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الْاُوَيْسِيُّ قَالَ حَدَّثَنِيْ اِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ جَعْفَرُبْنُ عَمْرِو بْنِ اُمَيَّةَ اَنَّ اَبَاهُ قَالَ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَاْكُلُ ذِرَاعًا يَحْتَزُّ مِنْهَا فَدُعِيَ اِلَى الصَّلٰوةِ فَقَامَ فَطَرَحَ السِّكِّيْنَ فَصَلّٰى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ .

৩৭৬. ইব্‌ন আবী দাঊদ (র)..... জা'ফর ইব্‌ন আম্‌র ইব্‌ন উমাইয়া (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তাঁর পিতা (আম্‌র ইব্‌ন উমাইয়া রা) বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে দেখেছি, তিনি (বকরীর) বাহু ছুরি দিয়ে কেটে কেটে আহার করছেন। তারপর সালাতের জন্য ডাকা হলে ছুরি ফেলে দিয়ে দাঁড়িয়ে যান এবং সালাত আদায় করেন; কিন্তু উযূ করেননি।

٣٧٧- حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ اَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَنَّ مَالِكًا حَدَّثَهُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ مَوْلٰى بَنِيْ حَارِثَةَ اَنَّ سُوَيْدَ بْنَ النُّعْمَانِ حَدَّثَهُ اَنَّهُ خَرَجَ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ عَامَ خَيْبَرَ حَتّٰى اِذَا كَانَ بِالصَّهْبَاءِ وَهِيَ مِنْ اَدْنٰى خَيْبَرَ نَزَلَ فَصَلَّى الْعَصْرَ ثُمَّ دَعَا بِالْاَزْوَادِ فَلَمْ يُؤْتَ اِلاَّ بِالسَّوِيْقِ فَاَمَرَ بِهِ فَثُرِّيَ فَاَكَلَ وَاَكَلْنَا ثُمَّ قَامَ اِلَى الْمَغْرِبِ فَمَضْمَضَ وَمَضْمَضْنَا ثُمَّ صَلّٰى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ .

৩৭৭. ইউনুস (র)..... সুয়াইদ ইব্‌ন নো'মান (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, একবার তিনি খায়বার বিজয়ের বছর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সঙ্গে (সফরে) বের হন। যখন খায়বারের নিকটবর্তী সাহ্‌বা নামক স্থানে পৌঁছান তখন অবতরণ করে আসরের সালাত আদায় করেন। তারপর নাশতা চাইলে শুধু ছাতু পেশ করা হল এবং তাঁর নির্দেশে তা ভিজানো হল, তিনি আহার করলেন, আমরাও আহার করলাম। এরপর তিনি মাগরিবের সালাতের জন্য উঠলেন। তিনি কুলি করলেন, আমরাও কুলি করলাম। পরে তিনি সালাত আদায় করলেন; কিন্তু উযূ করেননি।

٣٧٨- حَدَّثَنَا ابْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ ثَنَا حَجَّاجُ قَالَ ثَنَا حَمَّادُ عَنْ يَحْيى فَذَكَرَ نَحْوَهُ بِإِسْنَادِهِ غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يَقُلْ وَهِيَ مِنْ أَدْنى خَيْبَرَ .

৩৭৮. ইব্‌ন খুযায়মা (র)..... ইয়াহইয়া (র) থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন, তবে তিনি "তা খায়বারের নিকটবর্তী" বাক্যটি বলেননি।

٣٧٩- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ قَالَ ثَنَا مَكِّيُّ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ ثَنَا الْجُعَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ اَنَّ عَمْرَو بْنَ عُبَيْدِ اللّٰهِ حَدَّثَهُ قَالَ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَكَلَ كَتِفًا ثُمَّ قَامَ فَصَلّٰى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ .

৩৭৯. আলী ইব্‌ন মা'বাদ (র)...... আমর ইব্‌ন উবায়দুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, একবার আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে দেখেছি, তিনি কাঁধ (ঘাড়ের গোশ্‌ত) আহার করেছেন। তারপর উঠে সালাত আদায় করেছেন; কিন্তু উযূ করেননি।

٣٨٠- حَدَّثَنَا بْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا بِشْرُ بْنُ عَمْرٍو قَالَ حَدَّثَنِيْ اِبْرَاهِيْمُ بْنُ اِسْمَاعِيْلَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ ثَابِتٍ وَغَيْرِهِ مِنْ مَشْيَخَةِ بَنِيْ عَبْدِ الْاَشْهَلِ عَنْ اُمِّ عَامِرِ بْنِ يَزِيْدَ اِمْرَأَةٍ مِمَّنْ بَايَعَتْ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَنَّهَا جَاءَتْ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ بِعِرْقٍ فِيْ مَسْجِدِ بَنِيْ عَبْدِ الْاَشْهَلِ فَعَرَّقَهُ ثُمَّ قَامَ فَصَلّٰى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ .

৩৮০. ইব্‌ন মারযূক (র)...... রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর পবিত্র হাতে বাই'আত গ্রহণকারিণী নারীদের থেকে একজন উম্মু আমের ইব্‌ন ইয়াযীদ (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি একবার রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর জন্য বনূ আবদুল আশ্‌হাল (গোত্রের) মসজিদে একটি গোশ্‌ত যুক্ত হাড় নিয়ে উপস্থিত হন। তিনি তা থেকে দাঁত দিয়ে ছিড়ে আহার করেন। তারপর উঠে সালাত আদায় করেন; কিন্তু উযূ করেননি।

মূল্যায়ণ

বস্তুত উল্লিখিত হাদীসসমূহে আগুনে পাকানো খাদ্য আহারে হাদাস তথা উযূ বিনষ্ট হওয়ার অস্বীকৃতি ব্যক্ত হয়েছে। যেহেতু রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তা থেকে উযূ করেননি। প্রথমোক্ত হাদীসমূহে যে উযূ করার নির্দেশ দিয়েছেন, হতে পারে তা সালাতের উযূ এবং এটার সম্ভাবনা আছে যে, এর উদ্দেশ্য ছিল হাত ধৌত করা, সালাতের উযূ নয়। তবে আমাদের বর্ণনা করা হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে যে, তিনি উযূ করেছেন। সুতরাং আমরা জানতে প্রয়াস পাব যে, তাঁর শেষ আমল কোন্‌টি? আমরা দেখতে পাচ্ছি ঃ

٣٨١– فَاذَا ابْنُ اَبِى دَاوُدَ وَاَبُوْ اُمَيَّةَ وَاَبُوْ زُرْعَةَ الدِّمَشْقِىُّ قَدْ حَدَّثُوْنَا قَالُوْا حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ عَبَّاسٍ قَالَ ثَنَا شُعَيْبُ بْنُ اَبِى حَمْزَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ كَانَ اٰخِرُ الْاَمْرَيْنِ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ تَرْكُ الْوُضُوْءِ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ

৩৮১. ইব্‌ন আবী দাঊদ (র), আবূ উমাইয়া (র) ও আবূ যুরআ' দামেশ্‌কী (র)...... জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর শেষ আমল ছিল আগুনে পাকানো বস্তু আহারের জন্য উযূ না করা।

٣٨٢– حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ ثَنَا حَجَّاجُ قَالَ ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَكَلَ ثَوْرَ اَقِطٍ فَتَوَضَّا ثُمَّ بَعْدَهُ كَتِفًا فَصَلّٰى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ .

৩৮২. মুহাম্মদ ইব্‌ন খুযায়মা (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ পনিরের টুকরো আহার করেছেন, তারপর উযূ করেছেন। এরপর কাঁধ (ঘাড়ের গোশ্‌ত) আহার করেছেন, তারপর সালাত আদায় করেছেন; কিন্তু উযূ করেননি।

রাসূলের শেষ আমল

অতএব আমরা যা কিছু উল্লেখ করেছি তাতে সাব্যস্ত হল যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর শেষ আমল ছিল আগুনে পাকানো খাদ্য আহারের জন্য উযূ না করা। আর যে সমস্ত হাদীস এর পরিপন্থী তা তাঁর পরবর্তী আমল দ্বারা রহিত হয়ে গিয়েছে। আর এটা সেই অবস্থায় প্রযোজ্য যদি তাঁর নির্দেশিত উযূ'র দ্বারা সালাতের উযূ উদ্দেশ্য হয়। আর যদি সালাতের উযূ উদ্দেশ্য না হয় তাহলে প্রথমোক্ত হাদীস দ্বারা আগুনে পাকানো বস্তু আহারে হাদাস (উযূ বিনষ্টকারী) সাব্যস্ত হবে না। সুতরাং এই সমস্ত হাদীসের সঠিক মর্ম নির্ধারণে আমরা যা কিছু বর্ণনা করেছি এতে প্রমাণিত হয়েছে যে, যে বস্তুকে আগুন স্পর্শ করে তা আহার করা হাদাস (উযূ বিনষ্টকারী) নয়। সাহাবাদের এক দলও উক্ত বিষয়টি বর্ণনা করেছেন ঃ

٣٨٣– حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ قَالَ رَبَاحُ بْنُ اَبِى مَعْرُوْفٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ ح وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا هِشَامُ عَنْ اَبِىْ الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ ح وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ اَبِى بِشْرٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ قَيْسٍ عَنْ جَابِرٍ ح وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ جَابِرٍ ح وَحَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو عَنْ جَابِرٍ ح وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا زَائِدَةُ قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيْلٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ اَكَلْنَا مَعَ اَبِىْ بَكْرِ الصِّدِّيْقِ خُبْزًا وَّلَحْمًا ثُمَّ صَلّٰى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ وَفِىْ حَدِيْثِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُحَمَّدٍ خَاصَّةً وَّاَكَلْنَا مَعَ عُمَرَ خُبْزًا وَّلَحْمًا ثُمَّ قَامَ اِلَى الصَّلٰوةِ وَلَمْ يَمَسَّ مَاءً .

৩৮৩. আবূ বাক্‌রা (র) ও ইউনুস (র)..... জাবির (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমরা আবূ বাক্‌র সিদ্দীক (রা)-এর সঙ্গে রুটি এবং গোশ্‌ত আহার করেছি, তারপর তিনি সালাত আদায় করেছেন এবং উযূ করেননি। আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মুহাম্মদ (র)-এর রিওয়ায়াতে বিশেষ করে (বর্ণিত) আছে ঃ "এবং আমরা উমার (রা)-এর সঙ্গে রুটি এবং গোশ্‌ত আহার করেছি তারপর তিনি সালাতের জন্য উঠে গিয়েছেন; কিন্তু পানি স্পর্শ করেনি।

٣٨٤- حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَالِ قَالَ ثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ ثَنَا رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرٍ عَنْ اَبِىْ بَكْرٍ وَّعُمَرَ مِثْلَهُ .

৩৮৪. ইব্‌ন আবী দাঊদ (র)...... জাবির (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি আবূ বাকর (রা) ও উমার (রা) থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

٣٨٥- حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَنَّ مَالِكًا حَدَّثَهُ عَنْ اَبِىْ نُعَيْمٍ وَّهْبِ بْنِ كَيْسَانَ اَنَّه سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ يَقُوْلُ رَأَيْتُ اَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيْقِ اَكَلَ لَحْمًا ثُمَّ صَلّٰى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ .

৩৮৫. ইউনুস (র)....... আবু নু'আইম ওহাব ইব্‌ন কায়সান (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা)-কে বলতে শুনেছেন ঃ "আমি আবূ বাকর সিদ্দীক (রা)-কে দেখেছি, তিনি গোশ্‌ত আহার করেছেন। তারপর সালাত আদায় করেছেন; কিন্তু উযূ করেননি।"

٣٨٦- حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ عُمَرَ الْحَوْضِىُّ قَالَ ثَنَا حَمَّامُ قَالَ ثَنَا قَتَادَةُ قَالَ لِىْ سُلَيْمَانُ بْنُ هِشَامٍ اِنَّ هٰذَا لاَ يَدَعُنَا يَعْنِىْ الزُّهْرِىَّ اَنْ نَاْكُلَ شَيْئًا اِلاَّ اَمَرَنَا اَنْ نَتَوَضَّأَ مِنْهُ فَقُلْتُ سَأَلْتُ عَنْهُ سَعِيْدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ فَقَالَ اِذَا اَكَلْتَهُ فَهُوَ طَيِّبٌ لَيْسَ عَلَيْكَ فِيْهِ وَضُوْءٌ فَاِذَا خَرَجَ فَهُوَ خَبِيْثٌ عَلَيْكَ فِيْهِ الْوُضُوْءُ فَقَالَ مَا اَرَاكُمَا اِلاَّ قَدِ اخْتَلَفْتُمَا فَهَلْ بِالْبَلَدِ مِنْ اَحَدٍ فَقُلْتُ نَعَمْ اَقْدَمُ رَجُلٍ فِىْ جَزِيْرَةِ الْعَرَبِ قَالَ مَنْ هُوَ قُلْتُ عَطَاءٌ فَاَرْسَلَ فَجِيْءَ بِهِ فَقَالَ اِنَّ هٰذَيْنِ قَدِ اخْتَلَفَا عَلَىَّ فَمَا تَقُوْلُ فَقَالَ حَدَّثَنَا جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ ثُمَّ ذَكَرَ عَنْ اَبِىْ بَكْرٍ الصِّدِّيْقِ مِثْلَهُ .

৩৮৬. ইব্‌ন আবী দাঊদ (র)..... কাতাদা (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমাকে সুলায়মান ইব্‌ন হিশাম (র) বলেছেন, এই ব্যক্তি অর্থাৎ ইমাম যুহরী (র) আমাদেরকে কোন বস্তু আহারের পর উযূর নির্দেশ না দিয়ে ছাড়েন না। আমি বললাম, আমি তো এ বিষয়ে সাঈদ ইব্‌ন মুসাইয়াব (র)-কে জিজ্ঞাসা করেছি, তিনি বলেছেন, যখন তুমি কোন বস্তু আহার কর সেটা পবিত্র, তাতে তোমার জন্য উযূ করা আবশ্যিক নয়। যখন তা বের হয়ে যায় সেটা নাপাক, তাতে তোমার জন্য উযূ করা আবশ্যিক। তিনি বললেন, দেখছি তো তোমরা উভয়ে মতবিরোধ করছ, শহরে কি (সিদ্ধান্ত দেয়ার মত) কেউ বিদ্যমান আছেন? আমি বললাম! হ্যাঁ, আরব উপ-দ্বীপের সর্বাপ্রেক্ষা প্রবীণ

মনীষী রয়েছেন। তিনি বললেন, কে তিনি? আমি বললাম, তিনি আতা (র)। তিনি তাঁকে ডেকে পাঠালেন, তিনি আসার পর বললেন, তাঁরা এ দু'জন আমার সম্মুখে মতবিরোধ করছে। আপনার এ বিষয়ে অভিমত কি? তিনি বললেন, আমাকে জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা) হাদীস বর্ণনা করেছেন। তারপর তিনি আবূ বাকর সিদ্দীক (রা) থেকে অনুরূপ উল্লেখ করেছেন।

٣٨٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَيْمُوْنٍ قَالَ ثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنِ الْاَوْزَاعِيِّ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ جَابِرٌ اَنَّهُ رَأَى اَبَا بَكْرٍ فَعَلَ ذٰلِكَ .

৩৮৭. মুহাম্মদ ইব্ন আবদিল্লাহ্ ইব্ন মায়মূন (র)....... জাবির (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি আবূ বাক্র (রা)-কে এরূপ করতে দেখেছেন।

٣٨٨- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ الْوَلِيْدِ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ حَمَّادٍ وَّمَنْصُوْرٍ وَّسُلَيْمَانَ وَمُغِيْرَةَ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ اَنَّ ابْنَ مَسْعُوْدٍ وَّعَلْقَمَةَ خَرَجَا مِنْ بَيْتِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ يُرِيْدَانِ الصَّلٰوةَ فَجِيْءَ بِقَصْعَةٍ مِنْ بَيْتِ عَلْقَمَةَ فِيْهَا ثَرِيْدٌ وَّلَحْمٌ فَاَكَلَا فَمَضْمَضَ ابْنُ مَسْعُوْدٍ وَغَسَلَ اَصَابِعَهُ ثُمَّ قَامَ اِلَى الصَّلٰوةِ .

৩৮৮. আবূ বাকরা (র)..... ইবরাহীম (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, একবার ইব্ন মাসউদ (রা) ও আলকামা (রা) আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসউদ (রা)--এর গৃহ থেকে সালাত আদায়ের উদ্দেশ্যে বের হন। এক পর্যায়ে আলকামা (র)-এর গৃহ থেকে একটি পেয়ালা উপস্থিত করা হল, যাতে ছারীদ এবং গোশ্ত ছিল। তাঁরা উভয়ে আহার করলেন। তারপর ইব্ন মাসউদ (রা) কুলি করলেন এবং অঙ্গুলী ধৌত করলেন। এরপর সালাতে দাঁড়িয়ে গেলেন।

٣٨٩- حَدَّثَنَا ابْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ ثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ ثَنَا حَمَّادٌ عَنِ الْحَجَّاجِ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ التَّيْمِيِّ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ لَاَنْ اَتَوَضَّاَ مِنَ الْكَلِمَةِ الْمُنْتِنَةِ اَحَبُّ اِلَيَّ مِنْ اَنْ اَتَوَضَّاَ مِنَ اللُّقْمَةِ الطَّيِّبَةِ .

৩৮৯. ইব্ন খুযায়মা (র)...... ইব্ন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমার নিকট পবিত্র লোকমা অপেক্ষা অপবিত্র (নোংরা) কথার কারণে উযূ করা অধিক পছন্দনীয়।

٣٩٠- حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَنَّ مَالِكًا حَدَّثَهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ وَصَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ اَنَّهُمَا اَخْبَرَاهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ الْحَارِثِ التَّيْمِيِّ عَنْ رَبِيْعَةَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْهُدَيْرِ اَنَّهُ تَعَشّٰى مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ثُمَّ صَلّٰى وَلَمْ يَتَوَضَّاْ -

৩৯০. ইউনুস (রা)..... রবীআ' ইব্ন আবদিল্লাহ ইব্ন হুদাইর (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি একবার উমার ইব্ন খাত্তাব (রা)-এর সঙ্গে রাতের খানা খান। এরপর তিনি সালাত আদায় করেছেন; কিন্তু উযূ করেননি।

٣٩١- حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ اَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَنَّ مَالِكًا حَدَّثَهُ عَنْ ضَمْرَةَ بْنِ سَعِيْدٍ الْمَازِنِيِّ عَنْ اَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ اَنَّ عُثْمَانَ اَكَلَ خُبْزًا وَّلَحْمًا وَّغَسَلَ يَدَيْهِ ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ .

৩৯১. ইউনুস (রা)....... আবান ইব্ন উসমান (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, উসমান (রা) একবার রুটি এবং গোশ্ত আহার করেন এবং হাত ধৌত করে তা দিয়ে চেহারা মুছেন। তারপর তিনি সালাত আদায় করেন; কিন্তু উযূ করেননি।

٣٩٢- حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِيْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا اَيُّوْبُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ اُوَيْسٍ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ عُتْبَةَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ حُسَيْنٍ قَالَ رَأَيْتُ عُثْمَانَ اُتِيَ بِثَرِيْدٍ فَأَكَلَ ثُمَّ تَمَضْمَضَ ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى لِلنَّاسِ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ-

৩৯২. ইব্ন আবী দাঊদ (র)....... উবাইদ ইব্ন হুসাইন (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি উসমান (রা)-কে দেখেছি যে, তাঁর নিকট ছারীদ (খাদ্য বিশেষ) আনা হয়েছে, তিনি তা আহার করেছেন। তারপর কুলি করেছেন, হাত ধৌত করেছেন এবং পরে দাঁড়িয়ে লোকদের নিয়ে সালাত আদায় করেছেন; কিন্তু উযূ করেননি।

٣٩٣- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا الْوَلِيْدُ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ اَبِيْ نَوْفَلِ بْنِ اَبِيْ عَقْرَبَ الْكِنَانِيِّ قَالَ رَأَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ اَكَلَ خُبْزًا وَّلَحْمًا حَتّٰى سَأَلَ الْوَدَكُ عَلٰى اَصَابِعِهٖ فَغَسَلَ يَدَهُ وَصَلَّى الْمَغْرِبَ .

৩৯৩. আবূ বাক্রা (রা)....... আবূ নাওফল ইব্ন আবী আকরাব কিনানী (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি ইব্ন আব্বাস (রা)-কে দেখেছি যে, তিনি চাপাতি এবং গোশ্ত আহার করেছেন। এমন কি চর্বি (র তৈলাক্ততা) তাঁর অঙ্গুলীতে গড়িয়ে পড়তে লাগল। তারপর তিনি হাত ধৌত করেছেন এবং মাগরিবের সালাত আদায় করেছেন।

٣٩٣- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ قَالَ ثَنَا اِسْرَائِيْلُ عَنْ طَارِقٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ اَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ اُتِيَ بِجَفْنَةٍ مِّنْ ثَرِيْدٍ وَّلَحْمٍ عِنْدَ الْعَصْرِ فَاَكَلَ مِنْهَا فَاُتِيَ بِمَاءٍ فَغَسَلَ اَطْرَافَ اَصَابِعِهٖ ثُمَّ صَلّٰى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ .

৩৯৪. আবূ বাক্রা (র)...... সাঈদ ইব্ন জুবাইর (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, একবার ইব্ন আব্বাস (রা)-এর নিকট আসরের সময় ছারীদের একটি পেয়ালা এবং গোশ্ত পেশ করা হয়। তিনি তা থেকে আহার করলেন। এরপর পানি আনা হলে তিনি অঙ্গুলীর প্রান্ত ধৌত করলেন। তারপর সালাত আদায় করেছেন; কিন্তু উযূ করেন নি।

٣٩٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ رَجَاءٍ قَالَ اَنَا زَائِدَةُ عَنْ اَبِىْ اِسْحَاقَ السَّبِيْعِىِّ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ دَخَلَ قَوْمٌ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَاَطْعَمَهُمْ طَعَامًا ثُمَّ صَلَّى بِهِمْ عَلٰى طَنْفَسَةٍ فَوَضَعُوْا عَلَيْهَا وُجُوْهَهُمْ وَجِبَاهَهُمْ وَمَا تَوَضَّؤُا .

৩৯৫. মুহাম্মদ ইব্‌ন খুযায়মা (র) .... সাঈদ ইব্‌ন জুবাইর (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, একবার কিছু লোক ইব্‌ন আব্বাস (রা) এর নিকট এল, তিনি তাদেরকে আহার করালেন। এরপর তিনি তাদেরকে নিয়ে একটি চাটাইয়ের উপরে সালাত আদায় করলেন, তারা চাটাইয়ের উপর চেহারা এবং মুখমণ্ডল রেখেছে; কিন্তু তাঁরা উযূ করে নি।

٣٩٦- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا الْمَسْعُوْدِىُّ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِىْ بُرْدَةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قَالَ ابْنُ عُمَرَ لِاَبِىْ هُرَيْرَةَ مَا تَقُوْلُ فِى الْوُضُوْءِ مِمَّا غَيَّرَتِ النَّارُ قَالَ تَوَضَّأُ مِنْهُ قَالَ فَمَا تَقُوْلُ فِى الدُّهْنِ وَالْمَاءِ الْمُسَخَّنِ يَتَوَضَّأُ مِنْهُ فَقَالَ اَنْتَ رَجُلٌ مِّنْ قُرَيْشٍ وَاَنَا رَجُلٌ مِنْ دَوْسٍ قَالَ يَا اَبَا هُرَيْرَةَ لَعَلَّكَ تَلْتَجِىْءُ اِلٰى هٰذِهِ الْاٰيَةِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُوْنَ .

৩৯৬. আবূ বাকরা (র)...... সাঈদ ইব্‌ন আবী বুরদা (র)-এর পিতা আবূ বুরদা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, একবার ইব্‌ন উমার (রা) আবূ হুরায়রা (রা)-কে আগুনে পাকানো বস্তু আহারের কারণে উযূ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন ঃ "এ বিষয় আপনার বক্তব্য কি"? তিনি বললেন ঃ এতে উযূ করবে। তিনি বললেন, (তাহলে) তেল এবং গরম পানি সম্পর্কে আপনার অভিমত কি? এর ব্যবহারে উযূ করা আবশ্যক হবে? তিনি বললেন, আপনি একজন কুরাইশ গোত্রের সন্তান আর আমি হলাম দাউস গোত্রের সন্তান। তিনি বললেন, হে আবূ হুরায়রা! সম্ভবত আপনি এ আয়াতের আশ্রয় গ্রহণ করছেন ঃ "বরং তারা ঝগড়াটে সম্প্রদায়"।

٣٩٧- حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْفَرَجِ قَالَ ثَنَا يُوْسُفُ بْنُ عَدِىٍّ قَالَ ثَنَا اَبُو الْاَحْوَصِ عَنْ حُصَيْنٍ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ قَالَ ابْنُ عُمَرَ لَا تَتَوَضَّأْ مِنْ شَىْءٍ تَأْكُلُهُ .

৩৯৭. রাওহ ইব্‌নুল ফারাজ (র)...... মুজাহিদ (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, ইব্‌ন উমার (রা) বলেছেন ঃ কোন বস্তু আহারের পরে উযূ করবে না (অর্থাৎ আবশ্যিক মনে করবে না)।

٣٩٨- حَدَّثَنَا ابْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ ثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ ثَنَا حَمَّادٌ عَنْ اَبِىْ غَالِبٍ عَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ اَنَّهُ اَكَلَ خُبْزًا وَلَحْمًا فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ وَقَالَ الْوُضُوْءُ مِمَّا يَخْرُجُ وَلَيْسَ مِمَّا يَدْخُلُ-

৩৯৮. ইব্‌ন খুযায়মা (র)..... আবূ উমামা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি একবার রুটি এবং গোশ্‌ত আহার করেন। তারপর সালাত আদায় করলেন; কিন্তু উযূ করলেন না। আর বল্‌লেন ঃ সেই বস্তু থেকে উযূ (আবশ্যিক) যা বের হয়, যা প্রবেশ করে তার দ্বারা উযূ (আবশ্যিক) হয় না।

ইমাম আবূ জা'ফর তাহাবী (র) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর এই সমস্ত মর্যাদাশীল সাহাবীগণ আগুনে পাকানো খাদ্য আহারে উযূ করা আবশ্যিক মনে করেতন না।

পক্ষান্তরে সাহাবীগণের অপর একদল থেকেও এরূপ রিওয়ায়াত বর্ণিত আছে, যাঁরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে রিওয়ায়াত করেছেন যে, তিনি আগুনে পাকানো বস্তু আহারের পর উযূর নির্দেশ দিয়েছেন। এ বিষয়ে কিছু হাদীস নিম্নরূপ ঃ

٣٩٩- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ شُعَيْبٍ قَالَ ثَنَا بِشْرُ بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ ثَنَا الاَوْزَاعِىُّ قَالَ حَدَّثَنِىْ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ اللَّيْثِىُّ قَالَ حَدَّثَنِىْ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ زَيْدٍ الْاَنْصَارِىُّ قَالَ حَدَّثَنِىْ اَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ بَيْنَا اَنَا وَاَبُوْ طَلْحَةَ الاَنْصَارِىُّ وَاُبَىُّ بْنُ كَعْبٍ أُتِيْنَا بِطَامٍ سَخَنٍ فَاَكَلْنَا ثُمَّ قُمْتُ اِلَى الصَّلٰوةِ فَتَوَضَّأْتُ فَقَالَ اَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ اَعِرَاقِيَةٌ ثُمَّ انْتَهَرَانِىْ فَعَلِمْتُ اَنَّهُمَا اَفْقَهُ مِنِّىْ .

৩৯৯. সুলায়মান ইব্ন শু'আইব (র)..... আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন ঃ একবার আমার, আবূ তালহা আনসারী (রা) ও উবাই ইব্ন কা'ব (রা) এর নিকট (আগুনে পাকানো) গরম খাদ্য পেশ করা হয়, আমরা আহার করলাম। তারপর আমি সালাতের জন্য উঠি এবং উযূ করি। তাদের একজন অপর সাথীকে বললেন, তিনি কি ইরাকের অধিবাসী? এরপর তাঁরা উভয়ে আমাকে তিরস্কার করলেন। তাতে আমি বুঝতে পারলাম যে, তাঁরা উভয়ে আমার চাইতে বড় ফকীহ্।

٤٠٠- حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَنَّ مَالِكًا حَدَّثَهُ عَنْ مُوْسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ زَيْدٍ الْاَنْصَارِىِّ اَنَّ اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ قَدِمَ مِنَ الْعِرَاقِ ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ وَزَادَ فَقَامَ اَبُوْ طَلْحَةَ وَاُبَىُّ فَصَلَّيَا وَلَمْ يَتَوَضَّا .

৪০০. ইউনুস (র)..... আবদুর রহমান যায়দ আনসারী (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, একবার আনাস ইব্ন মালিক (রা) ইরাক থেকে আগমন করেন। তারপর তিনি (প্রথমোক্ত হাদীসের) অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন এবং একথা অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন ঃ "আবূ তালহা (রা) এবং উবাই (রা) উভয়ে উঠে সালাত আদায় করেন; কিন্তু উযূ করেননি।"

٤٠١- حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا ابْنُ اَبِىْ مَرْيَمَ قَالَ اَنَا يَحْىَ بْنُ اَيُّوْبَ قَالَ حَدَّثَنِىْ اِسْمَاعِيْلُ بْنُ رَافِعٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ النَّيْلِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ زَيْدٍ الْاَنْصَارِىِّ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ اَكَلْتُ اَنَا وَاَبُوْ طَلْحَةَ وَاَبُوْ اَيُّوْبَ الْاَنْصَارِىُّ طَعَامًا قَدْ مَسَّتْهُ النَّارُ فَقُمْتُ لِاَنْ اَتَوَضَّأَ فَقَالاَ لِىْ اَتَتَوَضَّأُ مِنَ الطَّيِّبَاتِ لَقَدْ جِئْتَ بِهَا عِرَاقِيَّةً .

৪০১. ইব্ন আবী দাউদ (রা).... আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন ঃ আমি, আবূ তালহা (রা) ও আবূ আইয়ূব আনসারী (রা) আগুনে পাকানো খাদ্য আহার করি। আমি

উযূ করার জন্য দাঁড়ালে তাঁরা উভয়ে আমাকে বললেন তুমি কি পবিত্র বস্তু থেকে উযূ করছ? তুমি তো দেখছি এ ব্যাপারে ইরাকীদের অনুরূপ কাজ করছ।

ইমাম তাহাবীর বিশ্লেষণ ও মূল্যায়ণ

বস্তুত এই আবূ তালহা (রা) ও আবূ আইয়্যুব (রা) যাঁরা আগুনে পাকানো বস্তু আহারের পর সালাত আদায় করেছেন; কিন্তু উযূ করেননি। অথচ তাঁরা উভয়ে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে রিওয়ায়াত করেছেন যে, তিনি এতে উযূ করার নির্দেশ দিয়েছেন, যা আমরা এই অনুচ্ছেদে তাঁদের বরাতে রিওয়ায়াত করে এসেছি। সুতরাং এটা আমাদের মতে নবী ﷺ থেকে এ বিষয়ে তারা উভয়ে (প্রথমে) যে হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন, তা তাঁদের উভয়ের নিকট রহিত হয়ে যাওয়াটা সাব্যস্ত করে। আর এটা হচ্ছে হাদীসের বর্ণনাগত দিক দিয়ে এই অনুচ্ছেদের সঠিক উপস্থাপন ও বিশ্লেষণ।

যুক্তিভিত্তিক দলীল

যুক্তির নিরিখে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের বিশ্লেষণ নিম্নরূপ ঃ আমরা লক্ষ্য করছি যে, আগুনে স্পর্শ করা বস্তু আহার করলে উযূ বিনষ্ট হয় কি না, এ ব্যাপারের মতবিরোধ রয়েছে এবং এ বিষয়ে ঐকমত্য রয়েছে যে, আগুন স্পর্শ করার পূর্বে এগুলো আহার করলে উযূ বিনষ্ট হয় না। আমরা গভীরভাবে লক্ষ্য করার প্রয়াস পাব যে, আগুনের এরূপ কোন বিশেষ বিধান আছে কি না, যখন তা কোন বস্তুকে স্পর্শ করে তখন সেই বিধান ওই সৃষ্ট বস্তুর দিকে স্থানন্তরিত হয়ে যায়? আমরা লক্ষ্য করছি যে, খাঁটি পানি পবিত্র, যা দিয়ে একাধিক ফরয আদায় করা হয়ে থাকে। তারপর আমরা লক্ষ্য করেছি যে, যখন তা গরম করা হয় এবং তা সেই সমস্ত বস্তুর অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়, যাকে আগুন স্পর্শ করেছে, তখনও এর তাহারাতের সেই বিধানই প্রযোজ্য, যা তাকে আগুন স্পর্শ করার পূর্বে ছিল। আগুন এতে এরূপ কোন বিধান সৃষ্টি করেনি, যা এখন প্রথম বিধানের পরিপন্থী বিধানের দিকে স্থানান্তরিত হবে।

অবস্থা যখন এরূপ যা আমরা বর্ণনা করেছি, তখন যুক্তির দাবি হচ্ছে পবিত্র খাদ্য যা আগুন স্পর্শের পূর্বে ভক্ষণের দ্বারা উযূ বিনষ্ট হয় না; তাহলে তাকে আগুন স্পর্শ করার দ্বারাও এর বিধান পরিবর্তন করবে না। আগুনে স্পর্শ করার (পাকানোর) পরেও এর সেই বিধানই প্রযোজ্য হবে যা এর পূর্বে ছিল। বস্তুত এটা আমরা কিয়াস এবং যুক্তির নিরিখে বর্ণনা করেছি। আর এটা ইমাম আবূ হানীফা (র), ইমাম আবূ ইউসুফ (র) ও মুহাম্মদ ইব্‌নুল হাসান (র)-এর অভিমত।

কিছু সংখ্যক আলিম উট এবং বকরীর গোশ্‌তের মাঝে পার্থক্য করেছেন। তাঁরা উটের গোশ্‌ত আহার করার দ্বারা উযূকে ওয়াজিব সাব্যস্ত করেছেন এবং বকরীর গোশ্‌ত আহার করার দ্বারা উযূকে ওয়াজিব সাব্যস্ত করেননি।

٤٠٢- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ اِسْمَاعِيْلَ قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ قَالَ ثَنَا سِمَاكُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ اَبِىْ ثَوْرٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ سُئِلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُوْمِ الْاِبِلِ قَالَ نَعَمْ قِيْلَ اَفَنَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُوْمِ الْغَنَمِ قَالَ لاَ .

৪০২. আবূ বাক্‌রা (রা)..... জাবির ইব্‌ন সামুরা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছে যে, আমরা উটের গোশ্‌ত আহারের কারণে উযূ করব? তিনি বললেন ঃ হ্যাঁ। জিজ্ঞাসা করা হল, বকরীর গোশ্‌ত আহারের কারণে আমরা উযূ করব? তিনি বললেন, না।

٤٠٣- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ قَالَ ثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو قَالَ ثَنَا زَائِدَةُ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ اَبِى ثَوْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ .

৪০৩. আলী ইব্ন মা'বাদ (র)..... জাবির (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

٤٠٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ ثَنَا الْحَجَّاجُ ثَنَا حَمَّادُ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ جَدِّهِ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ اَنَّ رَجُلاً قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُوْمِ الْغَنَمِ قَالَ اِنْ شِئْتَ فَعَلْتَ وَاِنْ شِئْتَ لَمْ تَفْعَلْ قَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُوْمِ الْاِبِلِ قَالَ نَعَمْ .

৪০৪. মুহাম্মদ ইব্ন খুযায়মা (র).... জা'ফর (র)-এর পিতামহ জাবির ইব্ন সামুরা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, একবার জনৈক ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমি কি বকরীর গোশ্ত (আহারের কারণে) উযূ করব? তিনি বললেন ঃ তোমার ইচ্ছা হলে কর, আর ইচ্ছা না হলে, কর না। রাবী বলেন, সে বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল! উটের গোশ্ত (আহারের কারণে) উযূ করব? তিনি বললেন, হ্যাঁ।

٤٠٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ ثَنَا حَجَّاجُ قَالَ ثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَوْهَبٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ اَبِى ثَوْرٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ

৪০৫. মুহাম্মদ ইব্ন খুযায়মা (র)... জাবির ইব্ন সামুরা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

প্রতিপক্ষের দলীল

পক্ষান্তরে অপরাপর আলিমগণ এ বিষয়ে তাঁদের বিরোধিতা করে বলেছেন ঃ এর কোনটি আহারের কারণে সালাতের উযূ করা ওয়াজিব হবে না। এ বিষয়ে তাঁদের দলীল হল ঃ সম্ভবত উযূর দ্বারা নবী ﷺ-এর উদ্দেশ্য হচ্ছে হাত ধৌত করা। কিছু সংখ্যক আলিম যে উটের গোশ্ত এবং বকরীর গোশ্তের মাঝে পার্থক্য করেছেন তা এজন্য যে, উটের গোশ্ত মোটা এবং বেশি চর্বিযুক্ত হয়। সুতরাং আহারকারীর হাতে এর চর্বির আধিক্যের কারণে তা হাতে বহাল রাখার অনুমতি দেয়া হয়নি। পক্ষান্তরে যেহেতু বকরীর ক্ষেত্রে এটা বিদ্যমান থাকে না তাই এর জন্য উযূ না করা (হাত না ধৌত করা) মুবাহ তথা বৈধ রেখেছেন। আমরা প্রথম অনুচ্ছেদে জাবির (রা)-এর হাদীসে বর্ণনা করেছি যে, আগুনে পাকানো বস্তুর ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর শেষ আমল ছিল উযূ না করা। পক্ষান্তরে আগুনে পাকানো বস্তুর ব্যাপারে তাঁর প্রথম আমল ছিল উযূ করা। আর এতে উটের গোশ্ত ইত্যাদির বিধান অভিন্ন ছিল। তাহলে আগুনে পাকানো বস্তুর ব্যাপারে উযূ ছেড়ে দেয়ার দ্বারা উটের গোশ্তের কারণে উযূ ছেড়ে দেয়াও প্রমাণিত হল। হাদীস সমূহের বর্ণনার দিক থেকে এটা হচ্ছে এই অনুচ্ছেদের সঠিক বিশ্লেষণ।

ইমাম তাহাবী (র) এর যুক্তিভিত্তিক দলীল

আমরা লক্ষ্য করেছি যে, উট এবং বকরী উভয়ের বেচা-কেনা, দুধ পান করা ও গোশ্ত পাক হওয়ার ব্যাপার এক ও অভিন্ন। এগুলোর মধ্যে বিধানগত কোনরূপ পার্থক্য নেই। সুতরাং যুক্তির দাবি হচ্ছে

যে, এগুলোর গোশ্‌ত আহারের ব্যাপারে অভিন্ন বিধান হবে। সুতরাং যেমনিভাবে বকরীর গোশ্‌ত আহারের কারণে উযূ আবশ্যিক হয় না, অনুরূপভাবে উটের গোশ্‌ত আহারের কারণেও উযূ আবশ্যিক হবে না। এটা হচ্ছে ইমাম আবূ হানীফা (র), ইমাম আবূ ইউসুফ (র) ও ইমাম মুহাম্মদ ইব্‌নুল হাসান (র)-এর অভিমত।

١٥– بَابُ مَسِّ الْفَرَجِ هَلْ يَجِبُ فِيْهِ الْوُضُوْءُ اَمْ لاَ

১৫. অনুচ্ছেদ ঃ লজ্জাস্থান স্পর্শের কারণে উযূ ওয়াজিব হয় কিনা?

٤٠٦– حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مَهْدِىِّ قَالَ ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ اَنَا مَعْمَرُ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عُرْوَةَ اَنَّهُ تَذَاكَرَ هُوَ وَمَرْوَانُ الْوَضُوْءَ مِنْ مَسِّ الْفَرَجِ فَقَالَ مَرْوَانُ حَدَّثَنِىْ بُسْرَةُ بِنْتُ صَفْوَانَ اَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَاْمُرُ بِالْوُضُوْءِ مِنْ مَسِّ الْفَرَجِ فَكَانَ عُرْوَةُ لَمْ يَرْفَعْ بِحَدِيْثِهَا رَأْسًا فَاَرْسَلَ مَرْوَانُ اِلَيْهَا شُرَطِيًّا فَرَجَعَ فَاَخْبَرَهُمْ اَنَّهَا قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَاْمُرُ بِالْوُضُوْءِ مِنْ مَسِّ الْفَرَجِ .

৪০৬. আবূ বাক্‌রা (রা)...... উরওয়া (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, একবার তাঁর এবং মারওয়ান-এর মাঝে লজ্জাস্থান স্পর্শের কারণে উযূ (আবশ্যিক হওয়া না হওয়া)'র বিষয়ে আলোচনা হয়। মারওয়ান বললেন, আমাকে বুস্‌রা বিন্‌ত সাফওয়ান (রা) বর্ণনা করেছেন, তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে লজ্জাস্থান স্পর্শ করার কারণে উযূ করার নির্দেশ দিতে শুনেছেন। উরওয়া (র) তাঁর (বুসরা রা) হাদীসের ব্যাপারে মাথা উঠালেন না (গুরুত্ব দিলেন না) এতে মারওয়ান, তাঁর নিকট জনৈক সিপাহীকে পাঠালেন। সে ফিরে এসে তাঁকে বল্‌লেন যে, তিনি বলেছেন ঃ "আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে লজ্জাস্থান স্পর্শ করার কারণে উযূ করার নির্দেশ দিতে শুনেছি।"

একদল আলিম (উল্লিখিত) হাদীসের মর্ম গ্রহণ করেছেন এবং তারা লজ্জাস্থান স্পর্শ করার কারণে উযূ করাকে ওয়াজিব সাব্যস্ত করেন। পক্ষান্তরে এ বিষয়ে অপরাপর আলিমগণ তাঁদের বিরোধিতা করেছেন। তাঁরা বলেছেন ঃ এতে উযূর বিধান নেই (ওয়াজিব হবে না)। তাঁরা এ বিষয়ে প্রথমোক্ত মত পোষণকারীদের বিরুদ্ধে দলীল দিতে গিয়ে বলেছেন ঃ তোমাদের রিওয়ায়াতকৃত এই হাদীসের মধ্যে রয়েছে যে, উরওয়া (র) বুস্‌রা কর্তৃক বর্ণিত হাদীসের প্রতি মাথা উঠিয়ে তাকান নি (প্রমাণের উপযোগী মনে করেন নি), যদি এটা এজন্য যে, উরওয়া (র)-এর নিকট বুস্‌রা (রা) সেই সমস্ত রাবীদের অন্তর্ভুক্ত, যাদের হাদীস গ্রহণ করা হয় না। সুতরাং উরওয়া (র) অপেক্ষা কম মর্যাদাশালী রাবী কর্তৃক বুসরা (র) কে দুর্বল (রাবী) সাব্যস্ত করার দাবি হচ্ছে যে, তাঁর বর্ণিত রিওয়ায়াত রহিত বিবেচিত হবে।

এ ব্যাপারে অপরাপর (সাহাবী)গণও তাঁর (উরওয়া র) অনুসরণ করেছেন ঃ

٤٠٧– حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ زَيْدُ عَنْ رَبِيْعَةَ اَنَّهُ قَالَ لَوْ وَضَعْتُ يَدِىْ فِىْ دَمٍ اَوْ حَيْضَةٍ مَا نَقَضَ وَضُوْئِىْ فَمَسُّ الذَّكَرِ اَيْسَرُ اَمِ الدَّمُ اَمُ

الْحَيْضَةُ قَالَ وَكَانَ رَبِيْعَةُ يَقُوْلُ لَهُمْ وَيْحَكُمْ مِثْلَ هٰذَا يَأْخُذُ بِهِ اَحَدٌ وَنَعْمَلُ بِحَدِيْثِ بُسْرَةَ وَاللّٰهِ لَوْ اَنَّ بُسْرَةَ شَهِدَ عَلٰى هٰذِهِ النَّعْلِ لَمَا اَجَزْتُ شَهَادَتَهَا اِنَّمَا قِوَامُ الدِّيْنِ الصَّلٰوةُ وَاِنَّمَا قِوَامُ الصَّلٰوةِ الطُّهُوْرُ فَلَمْ يَكُنْ فِىْ صَحَابَةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مَنْ يُّقِيْمُ هٰذَا الدِّيْنَ اِلاَّ بُسْرَةُ .

৪০৭. ইউনুস (র)..... রবীআ' (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন ঃ যদি আমার হাত রক্ত কিংবা হায়যের রক্তে রেখে দেই তাহলে এতে আমার উযূ বিনষ্ট হবে না। তাহলে লজ্জাস্থান স্পর্শ করা হালকা না রক্ত কিংবা হায়যের রক্ত? রাবী বলেন, রবীআ' (র) তাদের বলতেন ঃ তোমাদের জন্য আক্ষেপ! কেউ কি এরূপ হাদীস গ্রহণ করেন? আমি বুসরা (রা)-এর হাদীস সম্পর্কে অবহিত রয়েছি, আল্লাহ্‌র কসম! যদি বুস্‌রা (রা) এই জুতা সম্পর্কে সাক্ষ্য প্রদান করে তাহলে তার এই সাক্ষ্যকে গ্রহণ করব না। যেহেতু দ্বীনের ভিত্তি হচ্ছে সালাত, আর সালাতের ভিত্তি হচ্ছে তাহারাত (উযূ)। বুস্‌রা (রা) ব্যতীত কি সাহাবাদের মধ্যে এমন ব্যক্তি ছিলেন না, যিনি এই দ্বীনকে কায়েম রাখবেন?

ইব্‌ন যায়দ (র) বলেন ঃ এরই উপর আমাদের মাশাইখ তথা মনীষীদেরকে পেয়েছি, তাঁদের কেউ লজ্জাস্থান স্পর্শ করার কারণে উযূকে আবশ্যিক মনে করতেন না। উরওয়া (র) তা এ জন্য গ্রহণ করেননি, যেহেতু মারওয়ান তাঁর নিকট এরূপ মর্যাদাবান ব্যক্তি ছিলেন না, যার থেকে এরূপ হাদীস গ্রহণ করা আবশ্যিক হয়। আর সিপাহী কর্তৃক মারওয়ানকে বুস্‌রা (র)-এর সংবাদ দেয়া নিজে তাঁর থেকে শোনা অপেক্ষা নিম্নতর। সুতরাং যখন উরওয়া (র) এর নিকট মারওয়ানের নিজের খবরই অগ্রহণযোগ্য, তখন সিপাহী কর্তৃক বুস্‌রা (রা) থেকে সংবাদ পরিবেশন অগ্রহণযোগ্য হওয়ার অধিকতর উপযোগী। উপরন্তু এই হাদীসটি ইমাম যুহ্‌রী (র) উরওয়া (র) থেকে নিজে শুনেন নি। তিনি এতে 'তাদ্‌লীস' (তথা প্রকৃত শায়খের নাম উল্লেখ না করে উপরস্থ শায়খের নামে হাদীস বর্ণনা করা, যাতে মনে হয় যে, তিনি নিজেই উপরস্থ শায়খ থেকে তা শুনেছেন- অথচ তাঁর নিকট থেকে তিনি শুনেন নি) করেছেন। তা এভাবে ঃ

٤٠٨- حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ ثَنَا شُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثِ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ قَالَ الْوُضُوْءُ مِنْ مَسِّ الذَّكَرِ قَالَ مَرْوَانُ اَخْبَرَتْنِيْهِ بُسْرَةُ بِنْتُ صَفْوَانَ فَاَرْسَلَ اِلٰى بُسْرَةَ فَقَالَتْ ذَكَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا يَتَوَضَّأُ مِنْهُ فَذَكَرَ مَسَّ الذَّكَرِ .

৪০৮. ইউনুস (র) শু'আইব ইব্‌ন লায়স তাঁর পিতা লায়স (র) ইব্‌ন শিহাব (র).... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আবী বাকর ইব্‌ন মুহাম্মদ (র) উরওয়া ইব্‌ন যুবাইর (র)...... মারওয়ান ইব্‌ন হাকাম থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন ঃ লজ্জাস্থান স্পর্শ করার কারণে উযূ করা আবশ্যিক। মারওয়ান বলেন ঃ আমাকে বুস্‌রা বিন্‌ত সফওয়ান (রা) এ সংবাদ দিয়েছেন। তিনি বুস্‌রা (রা) এর নিকট লোক পাঠালে তিনি বলেছেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যে সমস্ত কারণে উযূ করা হয় তা উল্লেখ করেছেন। তারপর লজ্জাস্থান স্পর্শ করার কথাও উল্লেখ করেছেন।

আবূ জা'ফর তাহাবী (র) বলেন ঃ এই রিওয়ায়াতটি ইমাম যুহ্রী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবী বাকর (র) থেকে, তিনি উরওয়া (র) থেকে বর্ণনা করেছেন। এতে এর মর্যাদা লাঘব হয়েছে। যেহেতু উরওয়া (র) থেকে আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবী বাকর (র)-এর রিওয়ায়াত, উরওয়া (র) থেকে যুহ্রী (র)-এর রিওয়ায়াতের সমতুল্য নয় এবং আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবী বাকর (র) হাদীস বিষয়ে হাদীস বিশারদদের নিকট মযবূত ও নির্ভরযোগ্য রাবী নন।

ইয়াহইয়া ইব্ন উসমান(র)..... ইব্ন উয়ায়না (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, যখন আমরা কাউকে অমুক অমুক ব্যক্তিদের থেকে, যাদের মধ্যে আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবী বাকরও অন্তর্ভুক্ত–কোন একজনের নিকট হাদীস লিখতে দেখতাম তখন আমরা তাকে নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করতাম। যেহেতু তারা হাদীস সম্পর্কে জ্ঞান রাখতেন না। আর তোমরা তো (প্রথমোক্ত মত পোষণকারী) এরূপ লোকদেরকেও দুর্বল সাব্যস্ত করছ, যাদের বিরুদ্ধে ইব্ন উয়ায়না (র) -এর সমালোচনার চাইতে অপেক্ষাকৃত হালকা অভিযোগ উত্থাপিত হয়।

অপরাপর আলিমগণ বলেন ঃ বস্তুত এ হাদীসে যুহরী (র) এবং উরওয়া (র)... এর মাঝখানে আবূ বাকর ইব্ন মুহাম্মদ (র) বিদ্যমান রয়েছেন।

٤٠٩– حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ شُعَيْبٍ قَالَ ثَنَا بِشْرُ بْنُ بَكْرٍ قَالَ حَدَّثَنِى الْاَوْزَاعِىُّ قَالَ اَخْبَرَنِى ابْنُ شِهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِى اَبُوْ بَكْرِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ عُرْوَةُ عَنْ بُسْرَةَ بِنْتِ صَفْوَانَ اَنَّهَا سَمِعَتِ النَّبِىَّ ﷺ يَقُوْلُ يَتَوَضَّأُ الرَّجُلُ مِنْ مَسِّ الذَّكَرِ .

৪০৯. সুলায়মান ইব্ন শু'আইব (র)..... বুস্রা বিন্ত সফওয়ান (র) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি নবী ﷺ-কে বলতে শুনেছেন ঃ কোন ব্যক্তি লজ্জাস্থান স্পর্শ করলে উযূ করবে। যদি তারা বলেন, হিশাম ইব্ন উরওয়া (র) ও তার পিতা উরওয়া (র) থেকে এই হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন। এই (রাবী) হিশাম সেই সমস্ত রাবীদের অন্তর্ভুক্ত নন, যাদের রিওয়ায়াত সম্পর্কে কোন বিতর্ক রয়েছে। তারপর তারা এ বিষয়ে নিম্নোক্ত হাদীসসমূহ উল্লেখ করেছেন ঃ

٤١٠– حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ عِمْرَانَ قَالَ ثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ التَّيْمِىُّ قَالَ اَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ سَاَلَنِىْ مَرْوَانُ عَنْ مَسِّ الذَّكَرِ فَقُلْتُ لاَ وُضُوْءَ فِيْهِ فَقَالَ مَرْوَانُ فِيْهِ الْوُضُوْءُ ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَ حَدِيْثِ اَبِىْ بَكْرَةَ الَّذِىْ فِىْ اَوَّلِ هٰذَا الْبَابِ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ مَهْدِىٍّ .

৪১০. ইব্ন আবী ইমরান (র)...... হিশাম ইব্ন উরওয়া (র)-এর পিতা উরওয়া (র) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, লজ্জাস্থান স্পর্শ করার বিষয়ে মারওয়ান আমাকে জিজ্ঞাসা করেছেন। আমি বললাম, এতে উযূ নেই। মারওয়ান বললেন, এতে উযূ (আবশ্যিক) আছে। তারপর পূর্বোল্লিখিত হুসাইন ইব্ন মাহদী (র)-এর সূত্রে আবূ বাক্‌রা (র)-এর হাদীসের অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

٤١١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ ثَنَا حَجَّاجُ قَالَ ثَنَا حَمَّادُ عَنْ هِشَامٍ فَذَكَرَ بِاِسْنَادِهِ مِثْلَهُ غَيْرَ اَنَّهُ قَالَ فَاَنْكَرَ ذَلِكَ عُرْوَةُ .

৪১১. মুহাম্মদ ইব্ন খুযায়মা (র)..... হিশাম (র) থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন। তবে তিনি এতে বলেছেন যে; উরওয়া (র) তা অস্বীকার করেছেন।

٤١٢- حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ ثَنَا يُوْسُفُ بْنُ عَدِيٍّ قَالَ ثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ هِشَامٍ فَذَكَرَ مِثْلَهُ بِاِسْنَادِهِ .

৪১২. হুসাইন ইব্ন নাসর (র)..... হিশাম (র) থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

٤١٣- حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ اَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْجُمَحِيُّ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ بُسْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اِذَا مَسَّ اَحَدُكُمْ ذَكَرَهُ فَلَا يُصَلِّيَنَّ حَتّٰى يَتَوَضَّأَ .

৪১৩. ইউনুস (র).... বুস্‌রা (রা) নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ যদি লজ্জাস্থান স্পর্শ করে তাহলে উযূ করা ব্যতীত যেন কখনও সালাত আদায় না করে।

٤١٤- حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِي دَاوُدَ قَالَ ثَنَا يَحْيَى بْنُ صَالِحٍ قَالَ ثَنَا ابْنُ اَبِي الزِّنَادِ عَنْ هِشَامٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ مَرْوَانَ عَنْ بُسْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ .

৪১৪. ইব্ন আবী দাঊদ (র)..... বুস্‌রা (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

উত্তরে তাকে বলা হবে ঃ হিশাম ইব্ন উরওয়া (র) ও এই হাদীসটি তাঁর পিতা উরওয়া (র) থেকে শুনেননি। বরং তিনিও আবূ বাকর (ইব্ন মুহাম্মদ র) থেকে নিয়েছেন। তারপর তিনি তাঁর পিতা থেকে 'তাদলীসের' সাথে রিওয়ায়াত করেছেন, আবূ বকরের পরিবর্তে (পিতার নাম উল্লেখ করেছেন)।

٤١٥- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ شُعَيْبٍ قَالَ ثَنَا الْخَصِيْبُ قَالَ ثَنَا هَمَّامُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ قَالَ حَدَّثَنِي اَبُوْ بَكْرِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ عَنْ عُرْوَةَ اَنَّهُ كَانَ جَالِسًا مَعَ مَرْوَانَ ثُمَّ ذَكَرَ الْحَدِيْثَ عَلَى مَا ذَكَرَهُ ابْنُ اَبِي عِمْرَانَ وَابْنُ خُزَيْمَةَ .

৪১৫. সুলায়মান ইব্ন শু'আইব (র)...... আবূ বাকর ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন আমর ইব্ন হায্‌ম (র) উরওয়া (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, একবার তিনি মারওয়ানের সঙ্গে বসা ছিলেন। তারপর তিনি হাদীসটি ইব্ন আবী ইমরান (র) ও ইব্ন খুযায়মা (র)-এর অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন। সুতরাং এই হাদীসটিও আবূ বাকর (র)-এর সাথে সম্পৃক্ত।

যদি তাঁরা বলেন যে, এই হাদীসটি উরওয়া (র) থেকে যুহ্‌রী (র) ও হিশাম (র) ব্যতীত অন্যরাও রিওয়ায়াত করেছেন। এই বিষয়ে তারা নিম্নরূপ উল্লেখ করেছেন ঃ

٤١٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَجَّاجٍ وَرَبِيْعُ الْمُؤَذِّنُ قَالاَ ثَنَا اَسَدُ قَالَ ثَنَا ابْنُ لَهِيْعَةَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ الْاَسْوَدِ اَنَّهُ سَمِعَ عُرْوَةَ يَذْكُرُ عَنْ بُسْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ .

৪১৬. মুহাম্মদ ইব্ন হাজ্জাজ (র) ও রবী'উল মুয়ায্যিন (র)..... আবুল আসওয়াদ (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি উরওয়া (র)কে বুস্রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করতে শুনেছেন।

উত্তরে তাদেরকে বলা হবে ঃ তোমরা এ বিষয়ে ইব্ন লাহীয়া (র) দ্বারা কিভাবে প্রমাণ পেশ করছ, অথচ প্রতিপক্ষ তোমাদের বিরুদ্ধে তাঁর বর্ণিত প্রমাণ পেশ করলে তোমরা তা গ্রহণযোগ্য মনে করনা? এতে আমার উদ্দেশ্য আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবী বাকর (র) ও ইব্ন লাহীয়া (র) এবং অন্যদের প্রতি দোষারোপ করা নয়; বরং প্রতিপক্ষের যুলুমকে (প্রকাশ) করা মাত্র। সুতরাং যুহ্রী (র) এবং উরওয়া (র) এর মধ্যবর্তী রাবীর কারণে যুহ্রী (র)-এর রিওয়ায়াতের দুর্বলতা সাব্যস্ত হয়ে গিয়েছে। এবং যুহ্রী (র) ও হিশাম (র)-এর রিওয়ায়াতের দুর্বলতা প্রমাণিত হয়েছে উরওয়া (র) ও বুস্রা (রা)-এর মধ্যবর্তী রাবীর কারণে। এ কারণেই উরওয়া (র) তা গ্রহণ করেননি এবং তার দিকে মনোনিবেশ করেননি। অথচ হাদীস-এর চাইতে কমের কারণেও রহিত হয়ে যায়। আর যদি তারা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে নিম্নোক্ত রিওয়ায়াত দ্বারা প্রমাণ পেশ করে ঃ

٤١٧- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ دَاؤُدَ قَالَ ثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ اَبِىْ كَثِيْرٍ اَنَّهُ سَمِعَ رَجُلاً يُحَدِّثُ فِىْ مَسْجِدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِذٰلِكَ .

৪১৭. আবূ বাকরা (র)..... ইয়াহ্ইয়া ইব্ন আবী কাসীর (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি জনৈক ব্যক্তিকে মসজিদে নববীতে এই হাদীসটি বর্ণনা করতে শুনেছেন।

তাদেরকে বলা হবে ঃ তোমাদের যালিম হওয়ার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, তোমরা এরূপ হাদীস দ্বারা প্রমাণ পেশ কর। তারা যদি এ বিষয়ে নিম্নোক্ত হাদীস দ্বারা প্রমাণ পেশ করে ঃ

٤١٨- حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ مَعْبَدٍ قَالَ ثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ سَعْدٍ قَالَ ثَنَا اَبِىْ عَنِ ابْنِ اِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ مَسَّ فَرْجَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ .

৪১৮. আলী ইব্ন মা'বাদ (র)..... যায়দ ইব্ন খালিদ (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলতে শুনেছি ঃ "যে ব্যক্তি নিজ লজ্জাস্থান স্পর্শ করবে, তার জন্য উযূ করা আবশ্যক।"

٤١٩- حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ دَاؤُدَ قَالَ ثَنَا عَيَّاشُ الرَّقَّامُ قَالَ ثَنَا عَبْدُ الْاَعْلٰى عَنِ ابْنِ اِسْحَاقَ فَذَكَرَ بِاِسْنَادِهِ مِثْلَهُ .

৪১৯. ইব্ন আবী দাঊদ (র)..... ইব্ন ইসহাক (র) থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

উত্তরে তাকে বলা হবে ঃ তুমি তো মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক (র)-কে কোন ব্যাপারেই প্রমাণ সাব্যস্ত কর না। না সেই সময়, যখন কেউ তাঁর সঙ্গে মতবিরোধ করে, যেমনটি এই হাদীসে ঘটেছে এবং না সেই সময়, যখন তিনি একাকী বর্ণনা করেন। উপরন্তু এই হাদীসটি 'মুন্‌কার' এবং সম্ভাবনা আছে যে, এটা ভুল। যেহেতু যখন মারওয়ান উরওয়া (র) কে লজ্জাস্থান স্পর্শ করার ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করেছেন তখন তিনি নিজস্ব মতামত ব্যক্ত করে উত্তর দিয়েছেন যে, এতে উযূ (আবশ্যিক) নয়। যখন মারওয়ান তাঁকে বুস্‌রা সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করলেন তখন তাকে উরওয়া (র) বললেন ঃ আমি এই হাদীসটি শুনিনি। আর এটা যায়দ ইব্ন খালিদের ইন্তিকালের অনেক দিন পরের ঘটনা। যদি যায়দ ইব্ন খালিদ (র) নবী ﷺ থেকে এই হাদীসটি উরওয়া (র)-এর নিকট বর্ণনা করতেন তাহলে তিনি (উরওয়া) বুস্‌রা কর্তৃক বর্ণিত হাদীসকে অস্বীকার করতেন না।

যদি এ বিষয়ে তারা নিম্নোক্ত হাদীস দ্বারা প্রমাণ পেশ করে ঃ

٤٢٠- حَدَّثَنَا رَبِيْعُ الْجِيْزِىُّ قَالَ ثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ اَبِىْ اُوَيْسٍ قَالَ ثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ اِسْمَاعِيْلَ بْنِ اَبِىْ حَبِيْبَةِ الاَشْهَلِىُّ عَنْ عُمَرَ بْنِ شُرَيْحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَائِشَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ بِذٰلِكَ .

৪২০. রবীউল জীযী (র)...... আয়েশা (রা)-এর বরাতে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٤٢١- حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا الْفَرْوِىُّ اِسْحَاقُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ ثَنَا اِبْرَاهِيْمُ فَذَكَرَ مِثْلَهُ بِاِسْنَادِهِ .

৪২১. ইব্ন আবী দাঊদ (র)..... ইবরাহীম (র) থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

উত্তরে তাদেরকে বলা হবে ঃ তোমরা নিজেদের প্রতিপক্ষকে তোমাদের বিরুদ্ধে ইব্ন শুরাইহ্ এর মত রাবীদের দ্বারা প্রমাণ পেশ করার অনুমতি দাও না, তাহলে তোমরা স্বয়ং কেন তার দ্বারা প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে প্রমাণ পেশ কর? উপরন্তু এই হাদীসটিও 'মুনকার'। যেহেতু যখন মারওয়ান উরওয়া (র)-কে এ বিষয়ে বুসরা'র রিওয়ায়াতটি সম্পর্কে সংবাদ দিলেন, তখন উরওয়া (র) সে সম্পর্কে ইতিপূর্বে অবগত ছিলেন না, না আয়েশা (রা) থেকে না অন্যদের থেকে। যদি তারা এ বিষয়ে নিম্নোক্ত রিওয়ায়াত দ্বারা প্রমাণ পেশ করে ঃ

٤٢٢- حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ سِنَانٍ قَالَ ثَنَا دُحَيْمُ بْنُ الْيَتِيْمِ قَالَ ثَنَا عَمْرُو بْنُ سَلَمَةَ عَنْ صَدَقَةَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ هِشَامِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ بِذٰلِكَ .

৪২২. ইয়াযীদ ইব্ন সিনান (র)..... ইব্ন উমার (রা)-এর বরাতে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

তাদেরকে বলা হবে ঃ এই সাদাকা ইব্ন আবদুল্লাহ্ স্বয়ং তোমাদের নিকট দুর্বল (রাবী)। তোমরা তার রিওয়ায়াতকে কিভাবে প্রমাণ হিসাবে গ্রহণ কর? এবং হিশাম ইব্ন যায়দ সেই সমস্ত আলিমদের অন্তর্ভুক্ত নয়, যাদের রিওয়ায়াত দ্বারা এরূপ পরিচয় প্রমাণিত হয়। যদি তারা এ বিষয়ে প্রমাণ পেশ করে (এবং নিম্নোক্ত হাদীস পেশ করে) ঃ

٤٢٣- حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ سِنَانٍ قَالَ ثَنَا عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ قَالَ ثَنَا الْعَلَاءُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ اَنَّهُ قَالَ مَنْ مَسَّ فَرْجَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ .

৪২৩. ইয়াযীদ ইব্ন সিনান (র)...... সালিম (র)-এর পিতা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি লজ্জাস্থান স্পর্শ করবে সে যেন অবশ্যই উযূ করে নেয়।

তাদেরকে বলা হবে ঃ তোমরা এই আলা (ইব্ন সুলায়মান) দ্বারা কিভাবে প্রমাণ পেশ করছ? অথচ তিনি তোমাদের নিকটও দুর্বল রাবী? তারা যদি সংশ্লিষ্ট বিষয়ে নিম্নোক্ত হাদীস দ্বারা প্রমাণ পেশ করেঃ

٤٢٤- حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ ثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيْسَى الْقَزَّازُ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنِ الْمُقْرِيِّ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ اَفْضٰى بِيَدِهِ اِلٰى ذَكَرِهِ لَيْسَ بَيْنَهُمَا سِتْرٌ وَّلَا حِجَابٌ فَلْيَتَوَضَّأْ .

৪২৪. ইউনুস (র)..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি নিজ হাত লজ্জাস্থান পর্যন্ত পৌছায় এবং উভয়ের মাঝে কোনরূপ আড়াল না থাকে সে যেন অবশ্যই উযূ করে নেয়।

তাদেরকে বলা হবে ঃ তোমাদের নিকট এই ইয়াযীদ 'মুনকারু-ল হাদীস'। তার কোন হাদীস-ই সঠিক হয়না। তোমরা তার দ্বারা কিভাবে প্রমাণ পেশ করছ? যদি তারা নিম্নোক্ত রিওয়ায়াত দ্বারা প্রমাণ পেশ করে ঃ

٤٢٥- حَدَّثَنَا يَزِيْدُ قَالَ ثَنَا دُحَيْمٌ قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ نَافِعٍ الصَّائِغُ قَالَ ثَنَا ابْنُ اَبِىْ ذِئْبٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ ثَوْبَانَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَ حَدِيْثِ يُوْنُسَ عَنْ مَعْنٍ .

৪২৫. ইয়াযীদ (র)...... জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি নবী ﷺ থেকে ইউনুস (র)...... মাআন (র)-এর হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

উত্তরে তাদেরকে বলা হবে ঃ হাদীসের হাফিযগণের মধ্যে যারাই এই হাদীস ইব্ন আবী যি'ব (র) থেকে রিওয়ায়াত করেছেন, তাঁরা এটাকে 'মুনকাতি' ও 'মাওকূফ' হিসাবে বর্ণনা করেছেন। তা থেকে কিছু বর্ণনা নিম্নরূপ ঃ

٤٢٦- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ عَامِرٍ قَالَ ثَنَا ابْنُ اَبِىْ ذِئْبٍ عَنْ عُقْبَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِذٰلِكَ .

৪২৬. আবূ বাক্‌রা (র)...... মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুর রহমান (র) সূত্রে নবী ﷺ থেকে এ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

ব্যাখ্যা

বস্তুত এই সমস্ত হাদীসের হাফিযগণ এ হাদীসটিকে মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুর রহমানের উপর 'মাওকূফ' হিসাবে বর্ণনা করেছেন। এবং তাঁরা এতে ইব্‌ন নাফি' (র)-এর বিরোধিতা করেছেন। অথচ ইব্‌ন নাফি' (র) তোমাদের নিকট এ বিষয়ে প্রমাণ স্বরূপ। পক্ষান্তরে (মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুর রহমান) তাদের বিরুদ্ধে প্রামাণ্য নয়। অতএব তোমরা এ বিষয়ে কিভাবে 'মুনকাতি' হাদীস দ্বারা প্রমাণ পেশ করছ, অথচ তোমরা 'মুনকাতি' হাদীসকে প্রামাণ্য বলে স্বীকার করনা ? যদি তারা নিম্নোক্ত হাদীস দ্বারা প্রমাণ পেশ করতে প্রয়াস পায় ঃ

٤٢٧– حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ وَيُوْنُسُ وَرَبِيْعُ الْجِيْزِىُّ قَالُوْا ثَنَا ابْنُ يُوْنُسَ عَنِ الْهَيْثَمِ بْنِ حُمَيْدٍ قَالَ اَخْبَرَنِى الْعَلَاءُ بْنُ الْحَارِثِ عَنْ مَكْحُوْلٍ عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ اَبِىْ سُفْيَانَ عَنْ اُمِّ حَبِيْبَةَ زَوْجِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ مَسَّ فَرْجَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ .

৪২৭. সালিহ ইব্‌ন আব্‌দির রহমান (র), ইউনুস, (র) ও রবীউল জীযী (র)...... উম্মুল মু'মিনীন উম্মু হাবীবা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে বলতে শুনেছি ঃ "যে ব্যক্তি নিজ লজ্জাস্থান স্পর্শ করে সে যেন অবশ্যই উযূ করে।

٤٢٨– حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ مُسْهِرٍ عَنِ الْهَيْثَمِ فَذَكَرَ بِاِسْنَادِهِ مِثْلَهُ .

৪২৮. ইব্‌ন আবী দাঊদ (র)..... হাইছাম (র) থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

উত্তরে তাদেরকে বলা হবে ঃ এ হাদীসটিও 'মুনকাতি'। যেহেতু মাকহূল (র) আম্বাসা ইব্‌ন আবী সুফইয়ান (র) থেকে কিছু শুনেননি।

ইব্‌ন আবী দাঊদ (র) বর্ণনা করেন যে, আমি আবূ মুস্‌হির (র)-কে বিষয়টি বলতে শুনেছি এবং তোমরা এরূপ বিষয়ে আবূ মুসহিরের বিষয়ে আবূ মুস্‌হিরের বক্তব্য দ্বারা প্রমাণ পেশ করে থাক। তাঁরা যদি নিম্নোক্ত রিওয়ায়াত সমূহ দ্বারা প্রমাণ পেশ করেন ঃ

٤٢٩– حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ ثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيْسَى عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْمُؤَمَّلِ الْمَخْزُوْمِىِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ اَنَّ بُسْرَةَ سَأَلَتِ النَّبِىَّ ﷺ فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ تَضْرِبُ بِيَدِهَا فَتُصِيْبُ فَرْجَهَا قَالَ تَتَوَضَّأُ يَا بُسْرَةُ .

৪২৯. ইউনুস (র)...... আমর ইব্‌ন শু'আইব স্বীয় পিতা-পিতামহ (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, বুস্‌রা (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে জিজ্ঞাসা করে বলেন যে, মহিলা তার হাত নাড়াচাড়া করে এবং তা তার লজ্জাস্থান স্পর্শ করে (এর বিধান কি?)। তিনি বললেন ঃ হে বুস্‌রা! উযূ করে নিবে।

٤٣٠- حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِى دَاوُدَ قَالَ ثَنَا الْخَطَّابُ بْنُ عُثْمَانَ الْفَوْزِىُّ قَالَ ثَنَا بَقِيَّةُ عَنِ الزُّبَيْدِيِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَيُّمَا رَجُلٍ مَّسَّ فَرْجَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ وَاَيُّمَا امْرَأَةٍ مَسَّتْ فَرْجَهُ فَلْتَتَوَضَّأْ .

৪৩০. ইব্‌ন আবী দাঊদ (রা)..... আমর ইব্‌ন শু'আইব তার পিতা-পিতামহ (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ কোন পুরুষ নিজ লজ্জা স্থান স্পর্শ করলে সে উযূ করবে এবং কোন নারী নিজ লজ্জাস্থান স্পর্শ করলে সেও উযূ করবে।

তাদেরকে বলা হবে ঃ তোমাদের ধারণা অনুযায়ী, আমর ইব্‌ন শু'আইব (র) তাঁর পিতা থেকে কিছু শুনেন নি। তিনি তাঁর সহীফা থেকে রিওয়ায়াত করেছেন। তোমাদের উক্তি মতে এটা 'মুনকাতি'। আর তোমাদের নিকট মুনকাতি প্রামাণ্য নয়। সুতরাং এই সমস্ত রিওয়ায়াত অগ্রহণযোগ্য বলে প্রমাণিত হল, যা দিয়ে সে সমস্ত আলিমগণ প্রমাণ পেশ করেন, যারা লজ্জাস্থান স্পর্শ করার কারণে উযূ করাকে ওয়াজিব সাব্যস্ত করেন।

বস্তুত রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে এর পরিপন্থীও বর্ণিত আছে ঃ তা থেকে কিছু হাদীস নিম্নরূপ ঃ

٤٣١- حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَابِرٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ اَفِيْ مَسِّ الذَّكَرِ وُضُوْءٌ قَالَ لاَ .

৪৩১. ইউনুস (র)...... কায়স ইব্‌ন তাল্‌ক্ (র) তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন। তিনি একবার নবী ﷺ কে জিজ্ঞাসা করেন, লজ্জাস্থান স্পর্শ করার কারণে উযূ (ওয়াজিব) হয়? তিনি বললেন, না।

٤٣٢- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَابِرٍ فَذَكَرَ بِاِسْنَادِهِ نَحْوَهُ .

৪৩২. আবূ বাক্‌রা (র)..... মুহাম্মদ ইব্‌ন জাবির (র) থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

٤٣٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَبَّاسِ الْؤُلُؤِىُّ قَالَ ثَنَا اَسَدٌ قَالَ ثَنَا اَيُّوْبُ عَنْ عُقْبَةَ ح وَحَدَّثَنَا بِشْرٍ الرَّقِّيُّ قَالَ ثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ ثَنَا اَيُّوْبُ بْنُ عُتَيْبَةَ عَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ .

৪৩৩. মুহাম্মদ ইব্‌ন আব্বাস লু'লুঈ (র) ও আবূ বিশ্‌র রকী (র)...... কায়স ইব্‌ন তাল্‌ক্ তাঁর পিতা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

٤٣٤- حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ ثَنَا يُوْسُفُ بْنُ عَدِىٍّ قَالَ ثَنَا مُلاَزِمُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بَدْرٍ السُّحَيْمِيِّ عَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ .

৪৩৪. হুসাইন ইব্‌ন নাসর (র)...... কায়স ইব্‌ন তালক তার পিতা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٤٣٥- حَدَّثَنَا اَبُوْ اُمَيَّةَ قَالَ ثَنَا الاَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ وَخَلَفُ بْنُ الْوَلِيْدِ وَاَحْمَدُ بْنُ يُوْنُسَ وَسَعِيْدُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ قَيْسٍ اَنَّهُ حَدَّثَهُ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ .

৪৩৫. আবূ উমাইয়া (র)..... কায়স (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি তাঁর পিতা সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

٤٣٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ ثَنَا حَجَّاجُ قَالَ ثَنَا مُلاَزِمُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بَدْرٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ اَنَّهُ سَأَلَهُ رَجُلُ فَقَالَ يَا نَبِيَّ اللّٰهِ مَا تَرٰى فِي مَسِّ الرَّجُلِ ذَكَرَهُ بَعْدَ مَا تَوَضَّأَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ هَلْ هُوَ اِلاَّ بَضْعَةُ مِنْكَ اَوْ مُضْغَةُ مِنْكَ .

৪৩৬. মুহাম্মদ ইব্ন খুযায়মা (র)....... কায়স ইব্ন তাল্ক্ তাঁর পিতা (রা) নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেন। জনৈক ব্যক্তি তাঁকে জিজ্ঞাসা করল, হে আল্লাহ্র নবী! উযূ করার পর কোন ব্যক্তি নিজ লজ্জাস্থান স্পর্শ করলে এ বিষয়ে আপনার অভিমত কি? তিনি বললেন ঃ এতো (লজ্জাস্থান) তোমার শরীরের একটি অংশ বই নয়।

পর্যালোচনা

বস্তুত এটা মুলাযিম (রাবীর) সহীহ (বিশুদ্ধ) ও সঠিক সনদসম্বলিত হাদীস। না এর সনদে কোন গোলমাল (ইয্তিরাব) আছে, না এর মূল পাঠে (মাতনে)। এটা আমাদের মতে সেই সমস্ত সনদগত 'ইযতিরাব' সম্বলিত রিওয়ায়াত সমূহ অপেক্ষা অধিক উত্তম, যা আমরা প্রথমে বর্ণনা করেছি।

আমাকে ইব্ন আবী ইমরান (র) বর্ণনা করেছেন..... আব্বাস ইব্ন আবদুল আযীম আম্বরী...... আলী ইব্নুল মাদিনী (র) বলেন ঃ

মুলাযিম (র)-এর এই হাদীস বুস্রা (রা)-এর হাদীস অপেক্ষা উত্তম। যদি বিষয়টি সনদ এবং এর দৃঢ়তার দিক দিয়ে লক্ষ্য করা হয় তাহলে মুলাযিম (রাবীর) এ হাদীসটি সনদের দিক দিয়ে সর্বোত্তম।

ইমাম তাহাবী (র)-এর যুক্তিভিত্তিক প্রমাণ ও বিশ্লেষণ

যদি বিষয়টি যুক্তির নিরিখে যাচাই করা হয় তাহলে আমরা লক্ষ্য করছি যে, লজ্জাস্থানকে কোন ব্যক্তি যদি হাতের পিঠ বা বাহু দিয়ে স্পর্শ করে এতে তার উপর উযূ করা ওয়াজিব না হওয়ার ব্যাপারে ফকীহ আলিমদের কোন মতবিরোধ নেই। তাই যুক্তির দাবি হচ্ছে যে, হাতের তালু দিয়ে তা স্পর্শ করলে অনুরূপভাবে উযূ করা ওয়াজিব হবে না। অথচ উরুও সতরের অন্তর্ভুক্ত। অতএব যখন সতর বিশিষ্ট অঙ্গের সাথে এর স্পর্শের কারণে তার উপর উযূকে ওয়াজিব করে না, তাহলে সতর নয় এরূপ অঙ্গের সাথে এর স্পর্শকরণে তার উপরে উযূ ওয়জিব না হওয়াটা অধিক যুক্তিসঙ্গত।

যারা এর দ্বারা উযূ ওয়াজিব হওয়ার মত গ্রহণ করেছেন তারা বলেছেন ঃ সাহাবীগণ হাতের তালু দ্বারা তা স্পর্শ করার দ্বারা উযূকে ওয়াজিব সাব্যস্ত করেছেন। তাঁরা এ বিষয়ে নিম্নোক্ত হাদীসসমূহ উল্লেখ করেছেন ঃ

٤٣٧- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ قَالَ اَنْبَأَنِى الْحَكَمُ قَالَ سَمِعْتُ مُصْعَبَ بْنَ اَبِى وَقَّاصٍ يَقُوْلُ كُنْتُ اُمْسِكُ الْمُصْحَفَ عَلٰى اَبِىْ فَمَسَسْتُ فَرْجِى فَاَمَرَنِى اَنْ اَتَوَضَّأَ .

৪৩৭. আবূ বাক্‌রা (র)..... মুস'আব ইব্‌ন সা'দ ইব্‌ন আবী ওয়াক্কাস (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন ঃ আমি আমার পিতার জন্য কুরআন শরীফ ধারণ করছিলাম। এরই মধ্যে আমি আমার লজ্জাস্থানকে স্পর্শ করেছি, এতে তিনি আমাকে উযূ করার নির্দেশ দিয়েছেন।

٤٣٨- حَدَّثَنَا سُلَيْمٰنُ بْنُ شُعَيْبٍ قَالَ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنِ زِيَادٍ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ وَابْنُ عَبَّاسٍ يَقُوْلاَنِ فِى الرَّجُلِ يَمَسُّ ذَكَرَهُ قَالاَ يَتَوَضَّأُ قَالَ شُعْبَةُ فَقُلْتُ لِقَتَادَةَ عَمَّنْ هٰذَا فَقَالَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ اَبِىْ رِبَاحٍ .

৪৩৮. সুলায়মান ইব্‌ন শু'আইব (র)..... কাতাদা (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, ইব্‌ন উমার (রা) ও ইব্‌ন আব্বাস (রা) এমন ব্যক্তির ব্যাপারে যে নিজ লজ্জাস্থান স্পর্শ করেছে, বলতেন, সে উযূ করবে। শু'বা (র) বলেন ঃ আমি কাতাদা (র) কে বললাম, এটা কার থেকে বর্ণিত? তিনি বললেন, আতা ইব্‌ন আবী রিবাহ (র) থেকে।

٤٣٩- حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّهُ رَاٰهُ صَلّٰى صَلٰوةً لَمْ يَكُنْ يُصَلِّيْهَا قَالَ فَقُلْتُ لَهُ مَا هٰذِهِ الصَّلٰوةُ قَالَ اِنِّىْ مَسَسْتُ فَرْجِىْ فَنَسِيْتُ اَنْ اَتَوَضَّأَ .

৪৩৯. ইউনুস (র)..... সালিম (র) তাঁর পিতা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি তাঁকে এরূপভাবে সালাত আদায় করতে দেখেছেন, যা ইতিপূর্বে কখনও আদায় করেননি। তিনি বলেন, আমি তাঁকে বললাম, এটা কিরূপ সালাত? তিনি বললেন, আমি লজ্জাস্থান স্পর্শ করেছি এবং উযূ করতে ভুলে গিয়েছি।

٤٤٠- حَدَّثَنَا ابْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ ثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ ثَنَا حَمَّادُ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِثْلَهُ .

৪৪০. ইব্‌ন খুযায়মা (র)..... ইব্‌ন উমার (রা) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٤٤١- حَدَّثَنَا ابْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ ثَنَا حَجَّاجُ قَالَ ثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ الْمُهَاجِرِ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ صَلَّيْنَا مَعَ ابْنِ عُمَرَ اَوْ صَلّٰى بِنَا ابْنُ عُمَرَ ثُمَّ سَارَ ثُمَّ اَنَاخَ جَمَلَهُ فَقُلْتُ يَا اَبَا عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اِنَّا قَدْ صَلَّيْنَا فَقَالَ اِنَّ اَبَا عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَدْ عَرَفَ ذٰلِكَ وَلٰكِنِّىْ مَسَسْتُ ذَكَرِىْ قَالَ فَتَوَضَّأَ وَاَعَادَ الصَّلٰوةَ .

৪৪১. ইব্‌ন খুযায়মা (র)...... মুজাহিদ (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, একবার আমরা ইব্‌ন উমার (রা) এর সঙ্গে সালাত আদায় করেছি অথবা বলেছেন, ইব্‌ন উমার (রা) আমাদেরকে নিয়ে সালাত আদায় করেছেন। তারপর তিনি সফরে রওয়ানা হন। এরপর তিনি তাঁর উট বসালেন। এতে আমি বললাম, হে আবূ আবদির রহমান! আমরা তো সালাত আদায় করে ফেলেছি। তিনি বললেন, আবূ আবদির রহমান তা অবগত আছে। কিন্তু আমি লজ্জাস্থান স্পর্শ করেছি। রাবী বলেন, তারপর তিনি উযূ করেছেন এবং পুনঃ সালাত আদায় করেছেন।

উত্তরে তাদেরকে বলা হবে ঃ যা তোমরা মুস'আব ইব্‌ন সা'দ ইব্‌ন আবী ওয়াক্কাস (র) থেকে রিওয়ায়াত করেছ, অথচ মুস'আব ইব্‌ন সা'দ পিতা (রা) সূত্রে এর পরিপন্থী রিওয়ায়াত বর্ণিত আছে, যা তাঁর থেকে হাকাম (র) রিওয়ায়াত করেছেন ঃ

٤٤٢- حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا اَبُوْ عَامِرٍ قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ اِسْمَاعِيْلَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ كُنْتُ اٰخُذُ عَلٰى اَبِيْ الْمُصْحَفَ فَاحْتَكَكْتُ فَاَصَبْتُ فَرْجِيْ فَقَالَ اَصَبْتَ فَرْجَكَ قُلْتُ نَعَمْ اِحْتَكَكْتُ فَقَالَ اَغْمِسْ يَدَكَ فِي التُّرَابِ وَلَمْ يَاْمُرْنِيْ اَنْ اَتَوَضَّأَ .

৪৪২. ইব্‌রাহীম ইব্‌ন মারযূক (র)..... মুস'আব ইব্‌ন সা'দ (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, একবার আমি আমার পিতার নিকট কুরআন শরীফ ধারণ করেছিলাম। তারপর চুলকাতে চুলকাতে লজ্জাস্থান স্পর্শ করেছি। তিনি বললেন, লজ্জাস্থান স্পর্শ করেছ? আমি বললাম, হ্যাঁ! আমি চুলকিয়ে ফেলেছি। তিনি বললেন, হাত মাটিতে ঘষে নাও, তিনি আমাকে উযূ করার নির্দেশ দেননি।

মুস'আব (র) থেকে এটাও বর্ণিত আছে যে, তাঁর পিতা তাঁকে হাত ধৌত করার নির্দেশ দিয়েছেন।

٤٤٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ رَجَاءٍ قَالَ ثَنَا زَائِدَةُ عَنْ اِسْمَاعِيْلَ بْنِ اَبِيْ خَالِدٍ عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَدِيٍّ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعِيْدٍ مِثْلَهُ غَيْرَ اَنَّهُ قَالَ فَقُمْ فَاغْسِلْ يَدَكَ .

৪৪৩. মুহাম্মদ ইব্‌ন খুযায়মা (র)..... মুস'আব ইব্‌ন সা'দ (র) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে তিনি এতে বলেছেন ঃ উঠ এবং হাত ধৌত কর।

ব্যাখ্যা

বস্তুত হাকেম (র) মুস'আব (র) থেকে রিওয়ায়াত করতে গিয়ে যে উযূর বিষয় উল্লেখ করেছেন সম্ভবত এর দ্বারা হাত ধৌত করা উদ্দেশ্য, যেমনিভাবে তা যুবাইর ইব্‌ন আদী তাঁরই সূত্রে রিওয়ায়াত করেছেন। ফলে উভয় রিওয়ায়াতের মাঝে বৈপরিত্য থাকে না।

সা'দ (রা) থেকে তাঁর এ উক্তি বর্ণিত আছে ঃ "এতে (লজ্জাস্থান স্পর্শে) উযূ নেই" ঃ

٤٤٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ رَجَاءٍ قَالَ اَنَا زَائِدَةُ عَنْ اِسْمَاعِيْلَ بْنِ اَبِيْ خَالِدٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ اَبِيْ حَازِمٍ قَالَ سُئِلَ سَعْدٌ عَنْ مَسِّ الذَّكَرِ فَقَالَ اِنْ كَانَ نَجِسًا فَاقْطَعْهُ لاَ بَأْسَ بِهِ .

৪৪৪. মুহাম্মদ ইব্ন খুযায়মা (রা)..... কায়স ইব্ন আবী হাযিম (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, সা'দ (রা)কে লজ্জাস্থান স্পর্শ করার বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন ঃ যদি তা নাপাক হয় তাহলে কেটে ফেল। (এটা স্পর্শ করাতে) কোন অসুবিধা নেই।

٤٤٥- حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ ثَنَا سَعِيْدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ اَنَا هُشَيْمُ قَالَ ثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ اَبِيْ حَازِمٍ قَالَ قَالَ رَجُلُ لِسَعْدٍ اَنَّهُ مَسَّ ذَكَرَهُ وَهُوَ فِي الصَّلٰوةِ فَقَالَ اِقْطَعْهُ اِنَّمَا هُوَ بَضْعَةٌ مِنْكَ .

৪৪৫. সালিহ ইব্ন আবদুর রহমান (র)..... কায়স ইব্ন হাযিম (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, জনৈক ব্যক্তি সা'দ (রা) কে জিজ্ঞাসা করল যে, সে সালাতরত অবস্থায় নিজের লজ্জাস্থান স্পর্শ করেছে? তিনি বললেন ঃ তা কেটে ফেল! তাতো তোমার শরীরের একটি অংশ বৈ নয়।

বস্তুত ইনি হচ্ছেন সা'দ (রা)। তাঁর সুস্পষ্ট রিওয়ায়াত সমূহ থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে, লজ্জাস্থান স্পর্শ করাতে উযূ ওয়াজিব হয় না।

বস্তুত এতে উযূ ওয়াজিব হওয়ার ব্যাপারে ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে যা বর্ণিত আছে, সেই ইব্ন আব্বাস (রা) থেকেই এর পরিপন্থী (রিওয়ায়াত) ও বর্ণিত আছে ঃ

٤٤٦- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ اِسْحَاقَ قَالَ ثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ ثَنَا عَطَاءُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مَا اُبَالِيْ اِيَّاهُ مَسَسْتُ اَوْ اَنْفِيْ .

৪৪৬. আবূ বাকরা (র)..... ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন ঃ আমি পরোয়া করিনা, আমি তা (লজ্জাস্থান) স্পর্শ করি, না আমার নাক।

٤٤٧- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ عَامِرٍ قَالَ ثَنَا ابْنُ اَبِيْ ذِئْبٍ عَنْ شُعْبَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مِثْلَهُ .

৪৪৭. আবূ বাক্রা (র)...... ইব্ন আব্বাস (রা)-এর আযাদকৃত গোলাম শু'বা (র) ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

٤٤٨- حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ ثَنَا سَعِيْدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ ثَنَا هُشَيْمُ قَالَ اَنَا الْاَعْمَشُ عَنْ حَبِيْبِ بْنِ اَبِيْ ثَابِتٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّهُ كَانَ لاَ يَرٰى فِيْ مَسِّ الذَّكَرِ وُضُوْءًا .

৪৪৮. সালিহ ইব্ন আবদুর রহমান (র)..... ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি লজ্জাস্থান স্পর্শ করার কারণে উযূ করাকে ওয়াজিব মনে করতেন না।

ইনি হচ্ছেন ইব্ন আব্বাস (রা)। তাঁর থেকে এর পরিপন্থীও বর্ণিত আছে, যা কাতাদা (র) আতা (র)-এর সূত্রে তাঁর থেকে রিওয়ায়াত করেছেন। বস্তুত তোমরা ইব্ন উমার (রা) ব্যতীত রাসূলুল্লাহ্

ﷺ-এর কোন সাহাবীকে পাবে না যে, তিনি এতে উযূ করার ফাতওয়া প্রদান করেছেন এবং অধিকাংশ সাহাবী এ বিষয়ে তাঁর (ইব্‌ন উমার রা) বিরোধিতা করেছেন।

٤٤٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَبَّاسِ قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْمُغِيْرَةِ قَالَ اَنَا مِسْعَرُ عَنْ قَابُوْسٍ عَنْ اَبِيْ ظَبْيَانَ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ مَا اُبَالِيْ اَنْفِيْ مَسَسْتُ اَوْ اُذُنِيْ اَوْ ذَكَرِيْ .

৪৪৯. মুহাম্মদ ইব্‌ন আব্বাস (র)...... আলী (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন ঃ আমি পরোয়া করিনা যে, আমি আমার নাক স্পর্শ করি বা কান অথবা লজ্জাস্থান।

٤٥٠- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ قَالَ ثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ قَيْسِ بْنِ السَّكَنِ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْعُوْدٍ مَا اُبَالِيْ ذَكَرِيْ مَسَسْتُ فِي الصَّلٰوةِ اَوْ اُذُنِيْ اَوْ اَنْفِيْ .

৪৫০. আবূ বাকরা (র)..... কায়স ইব্‌ন সাকান (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসউদ (রা) বলেছেন ঃ আমি এ বিষয়ের পরোয়া করিনা যে, সালাতের মধ্যে নিজের লজ্জাস্থানকে স্পর্শ করি বা কান অথবা নাক।

٤٥١- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اِدْرِيْسَ قَالَ ثَنَا ادَمُ بْنُ اَبِيْ اَيَاسٍ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ قَالَ ثَنَا اَبُوْ قَيْسٍ قَالَ سَمِعْتُ هُزَيْلاً تَحَدَّثَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ نَحْوَهُ .

৪৫১. আবূ বাক্‌র ইব্‌ন ইদরীস (র)....... হুযাইল (র) আবদুল্লাহ্ (ইব্‌ন মাসউদ রা) থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

٤٥٢- حَدَّثَنَا صَالِحُ قَالَ ثَنَا سَعِيْدُ قَالَ اَنَا هُشَيْمُ قَالَ اَنَا الْاَعْمَشُ عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ قَيْسِ بْنِ السَّكَنِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ مِثْلَهُ .

৪৫২. সালিহ (র)...... আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

٤٥٣- حَدَّثَنَا صَالِحُ قَالَ ثَنَا سَعِيْدُ قَالَ ثَنَا هُشَيْمُ قَالَ اَنَا سُلَيْمٰنُ الشَّيْبَانِيُّ عَنْ اَبِيْ قَيْسٍ فَذَكَرَ بِاِسْنَادِهِ مِثْلَهُ .

৪৫৩. সালিহ (র).... আবূ কায়স (র) থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

٤٥٤- اَخْبَرَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ اَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ قَالَ ثَنَا مِسْعَرُ عَنْ عُمَيْرِ بْنِ سَعِيْدٍ ح وَحَدَّثَنَا فَهْدُ قَالَ ثَنَا اَبُوْ نُعَيْمٍ قَالَ ثَنَا مِسْعَرُ عَنْ عُمَيْرِ بْنِ سَعِيْدٍ قَالَ كُنْتُ فِيْ مَجْلِسٍ فِيْهِ عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ فَذُكِرَ مَسُّ الذَّكَرِ فَقَالَ اِنَّمَا هُوَ بَضْعَةُ مِّنْكَ مِثْلَ اَنْفِيْ اَوْ اَنْفِكَ وَاِنَّ لِكَفِّكَ مَوْضِعًا غَيْرَهُ .

৪৫৪. আবূ বাক্রা (র) ও ফাহাদ (র) .... উমাইর ইব্ন সাঈদ (র) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেছেন ঃ আমি এক মজলিসে ছিলাম, যাতে আম্মার ইব্ন ইয়াসির (রা) উপস্থিত ছিলেন। তাতে লজ্জাস্থান স্পর্শ করার বিষয় আলোচিত হয়। তারপর তিনি বললেন তাতো (লজ্জাস্থান) তোমাদের শরীরের একটি অংশ বৈ নয়, যেমন আমার নাক অথবা বলেছেন তোমার নাক। তোমাদের হাতের তালুর জন্য কি অন্য কোন স্থান রয়েছে?

٤٥٥- اَخْبَرَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ عَامِرٍ قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ اِيَادِ بْنِ لَقِيْطٍ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ قَيْسٍ ح وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ شُعْبَةَ عَنْ مَنْصُوْرٍ قَالَ سَمِعْتُ سَدُوْسِيًّا يُحَدِّثُ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ قَيْسٍ ح وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ اِيَادِ بْنِ لَقِيْطٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ سَمِعْتُ حُذَيْفَةَ يَقُوْلُ مَا اُبَالِيْ اِيَّاهُ مَسَسْتُ ذَكَرِيْ اَوْ اَنْفِيْ .

৪৫৫. আবূ বাক্রা (র)..... বারা' ইব্ন কায়স (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি হুযায়ফা (রা)-কে বলতে শুনেছি ঃ "আমি এ বিষয়ে পরোয়া করিনা যে, তা (লজ্জাস্থান) স্পর্শ করি বা নিজের নাক (স্পর্শ করি)"।

٤٥٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ ثَنَا حَجَّاجُ قَالَ ثَنَا حَمَّادُ ح وَحَدَّثَنَا سُلَيْمٰنُ بْنُ شُعَيْبٍ قَالَ ثَنَا الْخَصِيْبُ قَالَ ثَنَا هَمَّامُ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْمُخَارِقِ بْنِ اَحْمَدَ عَنْ حُذَيْفَةَ نَحْوَهُ .

৪৫৬. মুহাম্মদ ইব্ন খুযায়মা (র) ও সুলায়মান ইব্ন শু'আইব (রা)...... হুযায়ফা (রা) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٤٥٧- حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا عَمْرُو بْنُ اَبِيْ رَزِيْنٍ قَالَ ثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانٍ عَنِ الْحَسَنِ خَمْسَةٍ مِنْ اَصْحَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِنْهُمْ عَلِيُّ بْنُ اَبِيْ طَالِبٍ وَعَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْعُوْدٍ وَحُذَيْفَةُ بْنُ الْيَمَانِ وَعِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ وَرَجُلٌ اٰخَرُ اَنَّهُمْ كَانُوْا لاَ يَرَوْنَ فِيْ مَسِّ الذَّكَرِ وُضُوْءًا .

৪৫৭. ইব্ন মারযূক (র)..... হাসান (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর পাঁচজন সাহাবী থেকে বর্ণনা করেছেন, যাঁদের মধ্যে আলী ইব্ন আবী তালিব (রা), আবদিল্লাহ্ ইব্ন মাসউদ (রা), হুযায়ফা ইব্ন ইয়ামান (রা), ইমরান ইব্ন হুসাইন (রা) ও অন্য একজন অন্তর্ভুক্ত রয়েছেন। তাঁরা সকলেই লজ্জাস্থান স্পর্শ করণে উযূ করা আবশ্যক মনে করতেন না।

٤٥٨- حَدَّثَنَا ابْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ ثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ ثَنَا حَمَّادٌ ح وَحَدَّثَنَا سُلَيْمٰنُ بْنُ شُعَيْبٍ قَالَ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ نَحْوَهُ .

৪৫৮. ইব্‌ন খুযায়মা (র) ও সুলায়মান ইব্‌ন শু'আইব (র)..... ইমরান ইব্‌ন হুসাইন (রা) থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

٤٥٩- حَدَّثَنَا صَالِحٌ قَالَ ثَنَا سَعِيْدٌ قَالَ ثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ اَنَا حُمَيْدُ الطَّوِيْلُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ مِثْلَهُ .

৪৫৯. সালিহ (র)..... ইমরান ইব্‌ন হুসাইন (রা) থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

ইমাম তাহাবীর মন্তব্য

বস্তুত যদি এরূপ বিষয়ে ইব্‌ন উমার (রা) এর অনুসরণ করা আবশ্যক মনে করা হয়, তাহলে ইব্‌ন উমার (রা) অপেক্ষা পূর্বোল্লিখিত সেই সকল সাহাবাদের অনুসরণও তার চাইতে অধিক জরুরী।

সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সাঈদ ইব্‌ন মুসাইয়াব (র) ও হাসান (র) থেকেও অনুরূপভাবে বর্ণিত আছে।

٤٦٠- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدُ بْنِ خَشِيْشٍ قَالَ ثَنَا مُسْلِمُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ ثَنَا هِشَامُ قَالَ ثَنَا قَتَادَةُ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ اَنَّهُ كَانَ لاَ يَرٰى فِيْ مَسِّ الذَّكَرِ وُضُوْءًا -

৪৬০. আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন খাশীশ (র).... সাঈদ ইব্‌ন মুসাইয়াব (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি লজ্জাস্থান স্পর্শ করণে উযূ আবশ্যক মনে করতেন না।

٤٦١- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ دَاؤُدَ قَالَ ثَنَا هِشَامُ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ مِثْلَهُ .

৪৬১. আবূ বাক্‌রা (র)..... হাসান (র) থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

٤٦٢- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ حَمْرَانَ قَالَ ثَنَا اَشْعَثُ عَنِ الْحَسَنِ اَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ مَسَّ الْفَرَجِ فَاِنْ فَعَلَهُ لَمْ يَرَ عَلَيْهِ وَضُوْءًا .

৪৬২. আবূ বাক্‌রা (র)... হাসান (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি লজ্জাস্থান স্পর্শ করাকে মাকরূহ মনে করতেন। কিন্তু কেউ যদি এরূপ করত তার জন্য তিনি উযূ করা আবশ্যক মনে করতেন না।

٤٦٣- حَدَّثَنَا صَالِحٌ قَالَ ثَنَا سَعِيْدٌ قَالَ ثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ اَنَا يُوْنُسُ عَنِ الْحَسَنِ اَنَّهُ كَانَ لاَ يَرٰى فِيْ مَسِّ الذَّكَرِ وُضُوْءًا .

৪৬৩. সালিহ (র)...... হাসান (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি লজ্জাস্থান স্পর্শ করণে উযূ করা আবশ্যক মনে করতেন না।

বস্তুত আমরা এ অভিমত-ই গ্রহণ করি। আর এটাই ইমাম আবূ হানীফা (র), ইমাম আবূ ইউসুফ (র) ও ইমাম মুহাম্মদ ইব্‌নুল হাসান (র)-এর অভিমত।

١٦- بَابُ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ كَمْ وَقْتُهُ لِلْمُقِيْمِ وَالْمُسَافِرِ

১৬. অনুচ্ছেদ ঃ চামড়ার মোজায় মাসেহ্ করার মেয়াদ মুকীম এবং মুসাফিরের ক্ষেত্রে

٤٦٤- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِيْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا ابْنُ أَبِيْ مَرْيَمَ قَالَ أَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوْبَ قَالَ حَدَّثَنِيْ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ رَزِيْنٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَزِيْدَ بْنِ أَبِيْ زِيَادٍ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ نُسَيٍّ عَنْ أُبَيِّ بْنِ عُمَارَةَ وَصَلَّى مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ عَمَارَةُ الْقِبْلَتَيْنِ أَنَّهُ قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ أَمْسَحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ قَالَ نَعَمْ قَالَ يَوْمًا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ نَعَمْ وَيَوْمَيْنِ قَالَ وَيَوْمَيْنِ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ نَعَمْ وَثَلٰثٌ قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ نَعَمْ حَتّٰى بَلَغَ سَبْعًا ثُمَّ قَالَ امْسَحْ مَا بَدَالَكَ .

৪৬৪. ইব্‌ন আবী দাঊদ (র)...... উবাই ইব্‌ন উমারা (রা) থেকে বর্ণনা করেন এবং উবাই ইব্‌ন উমারা (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সঙ্গে উভয় কিব্‌লা অভিমুখে সালাত আদায় করেছেন। তিনি বলেছেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমি কি চামড়ার মোজায় মাসেহ্ করব ? তিনি বললেন ঃ হ্যাঁ! বললেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! একদিন? তিনি বললেন ঃ হ্যাঁ, এবং দু'দিন বললেন, দু'দিন হে আল্লাহ্‌র রাসূল! তিনি বললেন ঃ হ্যাঁ! এবং তিন দিন? তিনি বললেন, তিনদিন হে আল্লাহ্‌র রাসূল! তিনি বললেন ঃ হ্যাঁ! এরূপে সাত (সংখ্যা) পর্যন্ত পৌঁছলেন। তারপর বললেন ঃ যতটুকু তুমি প্রয়োজন মনে কর মাসেহ্ কর।

٤٦٥- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِيْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا سَعِيْدُ بْنُ عُفَيْرٍ قَالَ أَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوْبَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ رَزِيْنٍ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ أَيُّوْبَ بْنِ قَطَنٍ عَنْ عُبَادَةَ عَنْ أُبَيِّ بْنِ عُمَارَةَ قَالَ وَكَانَ مِمَّنْ صَلَّى مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَلْقِبْلَتَيْنِ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ نَحْوَهُ .

৪৬৫. ইব্‌ন আবী দাঊদ (র)..... উবায় ইব্‌ন উমারা (রা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন। রাবী বলেন ঃ (উবায় ইব্‌ন উমারা রা) সেই সমস্ত সাহাবার অন্তর্ভুক্ত, যারা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সঙ্গে উভয় কিবলা অভিমুখে সালাত আদায় করেছেন।

٤٦٦- حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْفَرَجِ ثَنَا ابْنُ عُفَيْرٍ قَالَ ثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوْبَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ رَزِيْنٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَزِيْدَ بْنِ أَبِيْ زِيَادٍ عَنْ أَيُّوْبَ بْنِ قَطَنٍ عَنْ عُبَادَةَ عَنْ أُبَيِّ بْنِ عُمَارَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ نَحْوَهُ .

৪৬৬. রাওহ ইব্‌নুল ফারাজ (র)..... উবায় ইব্‌ন উমারা (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

একদল আলিম এ সমস্ত হাদীসে বর্ণিত মর্ম গ্রহণ করে বলেছেন ঃ চামড়ার মোজায় মাসেহ করার জন্য সফর এবং বাড়িতে কোন মেয়াদ নির্ধারিত নেই। এ মতকে উমার ইব্ন খাত্তাব (রা) থেকে বর্ণিত হাদীসও সুদৃঢ় করেছে। তারা এ-বিষয়ে নিম্নোক্ত হাদীস সমূহ উল্লেখ করেছেন ঃ

٤٦٧– حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ شُعَيْبٍ قَالَ ثَنَا بِشْرُ بْنُ بَكْرٍ قَالَ ثَنَا مُوسَى بْنُ عَلِيٍّ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ اَبْرَدْتُ مِنَ الشَّامِ اِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَخَرَجْتُ مِنَ الشَّامِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَدَخَلْتُ الْمَدِيْنَةَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَدَخَلْتُ عَلَى عُمَرَ وَعَلَىَّ خُفَّانِ جُرْمُقَانِيَانِ فَقَالَ لِىْ مَتَى عَهْدُكَ يَا عُقْبَةُ بِخَلْعِ خُفَّيْكَ فَقُلْتُ لَبِسْتُهُمَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَهٰذِهِ الْجُمُعَةُ فَقَالَ لِىْ اَصَبْتَ السُّنَّةَ .

৪৬৭. সুলায়মান ইব্ন শু'আইব (র)...... উকবা ইব্ন আমির (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি সিরিয়া থেকে উমার ইব্ন খাত্তাব (রা)-এর নিকট এসেছিলাম। আমি (এক) জুমুআ'র দিন সিরিয়া থেকে বের হয়ে (আরেক) জুমুআ'র দিনে মদীনা প্রবেশ করেছি। আমি মুজুরকানী মোজা পরিহিত অবস্থায় উমার (রা) এর নিকটে গেলাম। তিনি আমাকে বললেন, হে উক্বা! তোমার এ মোজা কখন খুলবে? বললাম, আমি তো এটা জুমুআ'র দিন পরেছি এবং আজো জুমু'আর দিন। তিনি আমাকে বললেন ঃ তুমি সুন্নাতকে পেয়ে গেছ।

٤٦٨– حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ اَبِى الْوَزِيْرِ قَالَ ثَنَا الْمُفَضَّلُ بْنُ فَضَالَةَ قَاضِىْ اَهْلِ مِصْرَ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِىْ حَبِيْبٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْحَكَمِ الْبَلَوِىِّ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ بِمِثْلِهِ .

৪৬৮. আবূ বাকরা (র).... উকবা ইব্ন আমির (রা) থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

٤٦٩– حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ اَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ عَمْرُو وَّابْنُ لَهِيْعَةَ وَاللَّيْثُ عَنْ يَزِيْدَ بْنَ اَبِىْ حَبِيْبٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْحَكَمِ الْبَلَوِىِّ اَنَّهُ سَمِعَ عَلِىَّ بْنَ رَبَاحٍ اللَّخْمِىَّ يُخْبِرُ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ فَذَكَرَمِثْلَهُ غَيْرَ اَنَّهُ قَالَ فَقَالَ اَصَبْتَ وَلَمْ يَقُلِ السُّنَّةَ .

৪৬৯. ইউনুস (র)...... উকবা ইব্ন আমির (রা) থেকে অনুরূপ উল্লেখ করেছেন। তবে তিনি বলেছেন ঃ উমার (রা) 'আমারতা' শব্দ বলেছেন, কিন্তু 'আস-সুন্নাতা' শব্দটি বলেননি।

তাঁরা বলেছেন ঃ উমার (রা) উকবা (রা)কে এ কথাটি বলা যে, "তুমি সুন্নাতকে পেয়ে গেছ" এতে বুঝা যাচ্ছে যে, তাঁর নিকট তা নবী ﷺ-এর সুন্নাত। কেননা সুন্নাত একমাত্র তাঁর থেকেই হয়ে থাকে।

পক্ষান্তরে এ বিষয়ে অপরাপর আলিমগণ তাদের বিরোধিতা করেছেন। তাঁরা বলেছেন ঃ বরং মুকীম ব্যক্তি তার মোজায় একদিন একরাত এবং মুসাফির ব্যক্তি তিনদিন তিনরাত মাসেহ্ করবে। তাঁরা বলেন, তোমরা উমার (রা)-এর যে উক্তি اَصَبْتَ السُّنَّةَ নকল করেছ, এতে এরূপ কোন দলীল

নেই, যাতে প্রমাণিত হয় যে, এতে নবী ﷺ-এর সুন্নাত উদ্দেশ্য। যেহেতু কখনো তাঁর আমলকে সুন্নাত বলা হয় এবং কখনো তাঁর খলীফাদের আমলকেও সুন্নাত বলা হয়। যেমন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ আমার এবং আমার হিদায়াতদানকারী-হিদায়াতপ্রাপ্ত খলীফাদের (সুন্নাতকে সুদৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরা) তোমাদের একান্ত কর্তব্য।

٤٧٠- حَدَّثَنَا بِهِ اَبُوْ اُمَيَّةَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ عَاصِمٍ عَنْ ثَوْرِ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ السَّلَامِ عَنِ الْعِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِيْ وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِيْنَ الْمَهْدِيِّيْنَ .

৪৭০. আবূ উমাইয়া (র)..... ইরবায ইব্ন সারিয়া (রা) নবী ﷺ-এর বরাতে উপরোক্ত হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন। সাঈদ ইব্ন মুসাইয়াব (র) রবীআ' (র)-কে মহিলাদের অঙ্গুলীর রক্তপণ (দিয়ত) সম্পর্কে বলেছেন ঃ হে ভ্রাতুষ্পুত্র এটা সুন্নাত। এর দ্বারা তিনি যায়দ ইব্ন সাবিত (রা)-এর উক্তিকে বুঝিয়েছেন।

সুতরাং সম্ভবত উমার (রা) যা কিছু উক্বা (রা) কে বলেছেন তা নিজের নিকট জায়িয হবে এবং তিনি খুলাফায়ে রাশিদীনের অন্তর্ভুক্ত। তাই তিনি নিজের সেই অভিমতকে সুন্নাত আখ্যায়িত করেছেন। উপরন্তু এ বিষয়ে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে মুতাওয়াতির রিওয়ায়াত সমূহ এসেছে যে, তিনি মুসাফির এবং মুকীমের জন্য মাসেহের মেয়াদ নির্ধারিত করেছেন, যা উবায় ইব্ন ইমারা (রা)-এর হাদীসের পরিপন্থী। সংশ্লিষ্ট বিষয়ে তাঁর থেকে বর্ণিত কিছু রিওয়ায়াত নিম্নরূপ ঃ

٤٧١- حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ ثَنَا الْفِرْيَابِيُّ قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ قَيْسٍ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُخَيْمِرَةَ عَنْ شُرَيْحِ بْنِ هَانِئٍ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ جَعَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ثَلَاثَةَ اَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ لِلْمُسَافِرِ وَيَوْمًا وَّلَيْلَةً لِلْمُقِيْمِ يَعْنِيْ الْمَسْحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ .

৪৭১. হুসাইন ইব্ন নাস্র (র)...... আলী (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ চামড়ার মোজায় মাসেহ্ সম্পর্কে মুসাফিরের জন্য তিনদিন তিনরাত এবং মুকীমের জন্য একদিন একরাত নির্ধারিত করেছেন।

٤٧٢- حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْفَرَجِ قَالَ ثَنَا يُوْسُفُ بْنُ عَدِيٍّ قَالَ ثَنَا اَبُو الْاَحْوَصِ عَنْ اَبِيْ اِسْحَاقَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُخَيْمِرَةَ عَنْ شُرَيْحِ بْنِ هَانِئٍ قَالَ رَأَيْتُ عَلِيًّا فَسَأَلْتُهُ عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ فَقَالَ كُنَّا نُؤْمَرُ اِذَا كُنَّا سَفَرًا اَنْ نَمْسَحَ ثَلَاثَةَ اَيَّامٍ وَّلَيَالِيَهُنَّ وَاِذَا كُنَّا مُقِيْمِيْنَ فَيَوْمًا وَّلَيْلَةً .

৪৭২. রাওহ্ ইব্নুল ফারাজ (র).... শুরায়হ ইব্ন হানী (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি আলী (রা) কে দেখেছি এবং তাঁকে চামড়ার মোজায় মাসেহ্ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছি। তিনি

বলেছেন ঃ আমাদেরকে মুসাফির হলে তিনদিন তিনরাত আর মুকীম হলে একদিন একরাত পর্যন্ত মাসেহ্ করার নির্দেশ দেয়া হত।

٤٧٣- حَدَّثَنَا رَبِيعُ الْمُؤَذِّنُ قَالَ ثَنَا اَسَدُ قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ طَلْحَةَ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ عَنْ شُرَيْحِ بْنِ هَانِيءٍ قَالَ اَتَيْتُ عَائِشَةَ فَقُلْتُ يَاأُمَّ الْمُؤْمِنِيْنَ مَا تَرِيْنَ فِى الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ فَقَالَتْ اِيْتِ عَلِيًّا فَهُوَ اَعْلَمُ بِذٰلِكَ مِنِّى كَانَ يُسَافِرُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ كُنَّا اِذَا كُنَّا سَفْرًا مَّعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَمَرَنَا اَنْ لاَّ نَنْزِعَ خِفَافَنَا ثَلاَثَةَ اَيَّامٍ وَّثَلاَثَ لَيَالٍ .

৪৭৩. রবী'উল মুয়ায্যিন (র)... উবায় ইব্ন হানী (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি একবার আয়েশা (রা) এর নিকট এসে বললাম, হে উম্মুল মু'মিনীন! চামড়ার মোজায় মাসেহ্ করার ব্যাপারে আপনার অভিমত কি? তিনি বললেন, আলী (রা) এর নিকট যাও, তিনি এই বিষয়ে আমার চাইতে অধিক জ্ঞান রাখেন। এবং তিনি রাসূল ﷺ-এর সঙ্গে সফর করতেন। সুতরাং আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন ঃ আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সঙ্গে সফর করতাম, তিনি আমাদেরকে তিনদিন তিনরাত মোজা না খোলার নির্দেশ দিতেন।

٤٧٣- حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ التَّيْمِيِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُوْنٍ عَنْ اَبِى عَبْدِ اللّٰهِ الْجَدَلِيِّ عَنْ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ اَنَّهُ جَعَلَ الْمَسْحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ لِلْمُسَافِرِ ثَلاَثَةَ اَيَّامٍ وَّلَيَالِيْهِنَّ وَلِلْمُقِيْمِ يَوْمًا وَّلَيْلَةً قَالَ وَلَوْ اَطْنَبَ لَهُ السَّائِلُ فِىْ مَسْأَلَتِهِ لَزَادَهُ .

৪৭৪. ইউনুস (র) .... বর্ণনা করেন যে, খুযায়মা ইব্ন সাবিত (রা) নবী ﷺ থেকে বর্ণিত হয়েছে ঃ তিনি চামড়ার মোজায় মাসেহের ব্যাপারে মুসাফিরের জন্য তিনদিন তিনরাত এবং মুকীমের জন্য একদিন একরাত পর্যন্ত নির্ধারণ করেছেন। রাবী বলেন ঃ যদি উক্ত বিষয়ে প্রশ্নকারী তাঁকে অধিক প্রশ্ন করতেন, তাহলে তিনিও উত্তরে তা বৃদ্ধি করতেন।

٤٧٥- حَدَّثَنَا رَبِيعُ الْمُؤَذِّنُ قَالَ ثَنَا يَحْىَ بْنُ حَسَّانٍ قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ وَجَرِيْرُ عَنْ مَنْصُوْرٍ فَذَكَرَ بِاِسْنَادِهِ مِثْلَهُ اِلاَّ اَنَّهُ قَالَ وَلَوِ اسْتَزَدْنَاهُ لَزَادَنَا .

৪৭৫. রবী'উল মুয়ায্যিন (র)..... মানসূর (র) থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন। তবে তিনি নিম্নোক্ত শব্দগুলো বলেছেন ঃ যদি আমরা (প্রশ্নে) বৃদ্ধি করতাম, তিনিও আমাদেরকে (উত্তরে) বৃদ্ধি করতেন।

٤٧٦- حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ اَبِى عَبْدِ اللّٰهِ الْجَدَلِيِّ عَنْ خُزَيْمَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ اِلاَّ اَنَّهُ لَمْ يَقُلْ وَلَوْ اسْتَزَدْنَاهُ لَزَادَنَا .

৪৭৬. ইব্‌ন মারযূক (র)..... খুযায়মা (রা) নবী ﷺ থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন। তবে তিনি নিম্নোক্ত শব্দগুলো বলেন নি ঃ "যদি আমরা তাঁকে অধিক প্রশ্ন করতাম, তিনিও উত্তরে আমাদেরকে অধিক বলতেন।"

٤٧٧- حَدَّثَنَا رَبِيْعُ الْمُؤَذِّنُ قَالَ ثَنَا يَحْيٰ قَالَ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ اِبْرَاهِيمَ فَذَكَرَ مِثْلَهُ بِاِسْنَادِهِ .

৪৭৭. রবী'উল মুয়ায্যিন (র)..... হাম্মাদ (র) ইবরাহীম (র) থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

٤٧٨- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ وَحَمَّادٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ فَذَكَرَ بِاِسْنَادِهِ مِثْلَهُ .

৪৭৮. আবূ বাক্‌রা (র)..... ইবরাহীম (র) থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

٤٧٩- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ وَاَبُوْعَامِرٍ قَالاَ ثَنَا هِشَامُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ فَذَكَرَ بِاِسْنَادِهِ مِثْلَهُ .

৪৭৯. আবূ বাক্‌রা (র)..... ইবরাহীম (র) থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

٤٨٠- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ شُعَيْبٍ قَالَ ثَنَا الْخَصِيْبُ قَالَ ثَنَا هَمَّامُ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ اَبِيْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا هُدْبَةُ قَالَ ثَنَا هَمَّامُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَبِيْ مَعْشَرٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ اَبِيْ عَبْدِ اللّٰهِ الْجَدَلِيِّ عَنْ خُزَيْمَةَ اَنَّهُ شَهِدَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ ذٰلِكَ .

৪৮০. সুলায়মান ইব্‌ন শু'আইব (র) ও ইব্‌ন আবী দাঊদ (র)...... খুযায়মা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি সাক্ষ্য দিয়েছেন যে, নবী ﷺ এরূপ বলেছেন।

٤٨١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ ثَنَا مُسْلِمُ قَالَ ثَنَا هِشَامُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ اَبِيْ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ خُزَيْمَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ .

৪৮১. মুহাম্মদ ইব্‌ন খুযায়মা (র)..... খুযায়মা (রা) নবী ﷺ থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

٤٨٢- حَدَّثَنَا ابْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ ثَنَا حَجَّاجُ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ قَالَ اَنَا الْحَكَمُ وَحَمَّادُ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ بِاِسْنَادِهِ مِثْلَهُ .

৪৮২. ইব্‌ন খুযায়মা (র).... ইব্‌রাহীম (র) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٤٨٣- حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِيْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ الْمُبَارَكِ قَالَ ثَنَا الصَّعِقُ بْنُ حَزْنٍ قَالَ ثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَكَمِ عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ الْاَسَدِيِّ عَنْ

عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ مُرَادٍ يُقَالُ صَفْوَانُ بْنُ عَسَّالٍ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّيْ اُسَافِرُ بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِيْنَةِ فَافْتِنِيْ عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ فَقَالَ ثَلَاثَةُ اَيَّامٍ لِلْمُسَافِرِ وَيَوْمٌ وَّلَيْلَةٌ لِّلْمُقِيْمِ .

৪৮৩. ইব্‌ন আবী দাঊদ (র)..... আবদিল্লাহ্ ইব্‌ন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন ঃ একবার আমি নবী ﷺ-এর সঙ্গে বসেছিলাম। এমন সময় মুরাদ গোত্রের সফওয়ান ইব্‌ন আস্‌সাল নামক ব্যক্তি এসে বললেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমি মক্কা এবং মদীনার মাঝে সফর করি। অতএব আমাকে চামড়ার মোজায় মাসেহ্ সম্পর্কে বিধান (সমাধান) জানিয়ে দিন। তিনি বললেন ঃ মুসাফিরের জন্য তিনদিন (তিনরাত) এবং মুকীমের জন্য একদিন একরাত (পর্যন্ত)।

٤٨٤– حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ زِرٍّ قَالَ اَتَيْتُ صَفْوَانَ بْنَ عَسَّالٍ فَقُلْتُ حَكَّ فِيْ نَفْسِيْ اَوْ فِيْ صَدْرِيْ الْمَسْحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ بَعْدَ الْغَائِطِ وَالْبَوْلِ فَهَلْ سَمِعْتَ مِنْ رَّسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِيْ ذٰلِكَ شَيْئًا قَالَ نَعَمْ كُنَّا اِذَا كُنَّا سَفْرًا اَوْ مُسَافِرِيْنَ اَمَرَنَا اَنْ لَّا نَنْزِعَ خِفَافَنَا ثَلَاثَةَ اَيَّامٍ وَّلَيَالِيْهِنَّ اِلَّا مِنْ جَنَابَةٍ وَّلٰكِنْ مِنْ غَائِطٍ وَّبَوْلٍ .

৪৮৪. ইউনুস (র).... যিরর ইব্‌ন হুবাইশ (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি সাফওয়ান ইব্‌ন আস্‌সাল (রা)-এর নিকট এসে বললাম, পেশাব-পায়খানার পরে চামড়ার মোজার উপর মাসেহ্ সম্পর্কে আমার অন্তরে অথবা বলেছেন আমার বক্ষে কিছু সন্দেহ সৃষ্টি হচ্ছে, আপনি কি এ বিষয়ে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে কিছু শুনেছেন? তিনি বললেন ঃ হ্যাঁ, মুসাফির হলে ফরয গোসল ব্যতীত তিনদিন তিনরাত পর্যন্ত চামড়ার মোজা না খুলতে আমাদেরকে নির্দেশ দেয়া হতো। এই নির্দেশ ছিল পেশাব-পায়খানার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

٤٨٥– حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَاصِمٍ فَذَكَرَ مِثْلَهُ بِاِسْنَادِهِ .

৪৮৫. ইব্‌ন মারযূক (র)..... আসিম (র) থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

٤٨٦– حَدَّثَنَا ابْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ ثَنَا حَجَّاجُ قَالَ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ بَهْدَلَةَ فَذَكَرَ بِاِسْنَادِهِ مِثْلَهُ .

৪৮৬. ইব্‌ন খুযায়মা (র)..... আসিম ইব্‌ন বাহদালা (র) থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

٤٨٧– حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا عَفَّانُ قَالَ ثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ قَالَ ثَنَا اَبُوْ رَوْقٍ عَطِيَّةُ بْنُ الْحَارِثِ قَالَ ثَنَا اَبُوْ الْغَرِيْفِ عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ خَلِيْفَةَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَسَّالٍ قَالَ بَعَثَنِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِيْ سَرِيَّةٍ فَقَالَ لِلْمُسَافِرِ ثَلَاثٌ وَّلِلْمُقِيْمِ يَوْمٌ وَّلَيْلَةٌ مَسْحًا عَلَى الْخُفَّيْنِ .

৪৮৭. ইব্ন মারযূক (র).... সাফওয়ান ইব্ন আস্সাল (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একবার আমাকে এক বাহিনীতে প্রেরণ করেন। তিনি বললেন ঃ চামড়ার মোজায় মুসাফির তিনদিন তিনরাত এবং মুকীম একদিন একরাত পর্যন্ত মাসেহ করবে।

٤٨٨– حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْوَزِيْرِ قَالَ ثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِىُّ عَنْ مُهَاجِرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِىْ بَكْرَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ مِثْلَهُ وَزَادَ اِذْ اَلْبَسْتَهُمَا عَلٰى طَهَارَةٍ .

৪৮৮. আবূ বাক্রা (র)..... আবদুর রহমান ইব্ন আবী বাক্রা (র) তাঁর পিতা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন। তবে তিনি এটা বৃদ্ধি করেছেন ঃ "যখন তুমি তা তাহারাত বা পবিত্রতার উপর পরিধান করবে।"

٤٨٩– حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ ثَنَا سَعِيْدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ اَنَا هُشَيْمُ قَالَ اَنَا دَاوُدُ بْنُ عَمْرٍو الْحَضْرَمِىُّ عَنْ بِشْرِ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ الْحَضْرَمِىِّ عَنْ اَبِىْ اِدْرِيْسَ الْخَوْلاَنِىِّ قَالَ ثَنَا عَوْفُ بْنُ مَالِكِ الاَشْجَعِىُّ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ مِثْلَهُ فِى التَّوْقِيْتِ خَاصَّةً وَزَادَ اَنَّهُ جَعَلَ ذٰلِكَ فِىْ غَزْوَةِ تَبُوْكَ .

৪৮৯. সালিহ ইব্ন আবদির রহমান (র).... আউফ ইব্ন মালিক আশ্যাঈ (রা) বিশেষ করে মাসেহের মেয়াদ নির্ধারণ প্রসঙ্গে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন। তবে তিনি এতে এটা অতিরিক্ত বলেছেন ঃ "তিনি তাবুক যুদ্ধে এ সময় নির্ধারণ করেছেন।"

٤٩٠– حَدَّثَنَا رَبِيْعُ الْمُؤَذِّنُ قَالَ ثَنَا يَحْىَ بْنُ حَسَّانٍ قَالَ ثَنَا هُشَيْمُ عَنْ دَاوُدَ فَذَكَرَ بِاِسْنَادِهِ مِثْلَهُ

৪৯০. রবী'উল মুয়ায্যিন (র).... দাঊদ (র) থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

٤٩١– حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا مَكِّىُّ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ ثَنَا دَاوُدُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَامِرٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الْمُغِيْرَةِ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَاهُ يَقُوْلُ كُنَّا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَذَهَبَ لِحَاجَتِهِ فَاَتَيْتُهُ بِمَاءٍ وَّعَلَيْهِ جُبَّةٌ شَامِيَّةٌ فَتَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ فَكَانَتْ سُنَّةً لِّلْمُسَافِرِ ثَلاَثَةُ اَيَّامٍ وَّلَيَالِيْهِنَّ وَلِلْمُقِيْمِ يَوْمٌ وَّلَيْلَةٌ .

৪৯১. ইব্ন মারযূক (র)..... উরওয়া ইব্ন মুগীরা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি তার পিতাকে বলতে শুনেছেন ঃ "একবার আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সঙ্গে ছিলাম। তিনি প্রয়োজনে (পায়খানা করার জন্য) চলে গেলেন। আমি তাঁর নিকট পানি নিয়ে এলাম। তাঁর পরিধানে একটি সিরিয়া দেশীয় জুব্বা ছিল। তিনি উযূ করলেন এবং চামড়ার মোজায় মাসেহ্ করলেন। সুতরাং (মাসেহ্) মুসাফিরের জন্য তিনদিন তিনরাত এবং মুকীমের জন্য একদিন একরাত সুন্নাত হিসাবে নির্ধারিত হয়েছে।

٤٩٢- حَدَّثَنَا فَهْدٌ قَالَ ثَنَا اَحْمَدُ بْنُ يُوْنُسَ قَالَ ثَنَا ابْنُ شِهَابٍ عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ اَرْطَاةَ عَنْ اَبِى اِسْحَاقَ عَنْ عَلِىِّ بْنِ رَبِيْعَةَ عَنْ عَلِىِّ بْنِ اَبِىْ طَالِبٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ فِىْ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ لِلْمُقِيْمِ يَوْمٌ وَّلَيْلَةٌ وَّلِلْمُسَافِرِ ثَلاَثَةُ اَيَّامٍ وَّلَيَالِيْهِنَّ .

৪৯২. ফাহাদ (র).... আলী ইব্‌ন আবী তালিব (রা) চামড়ার মোজায় মাসেহের মেয়াদ সম্পর্কে নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেন ঃ মুকীমের জন্য একদিন একরাত এবং মুসাফিরের জন্য তিনদিন তিনরাত পর্যন্ত।

বিশ্লেষণ

বস্তুত এ সমস্ত হাদীস রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে মুতাওয়াতির (সন্দেহাতীত সূত্র পরম্পরায়) ভাবে বর্ণিত আছে, যাতে চামড়ার মোজার উপর মাসেহ্ সম্পর্কে মুসাফিরের জন্য তিনদিন তিনরাত পর্যন্ত মেয়াদ নির্ধারিত। সুতরাং এই সমস্ত মুতাওয়াতির রিওয়ায়াত ছেড়ে দিয়ে উবায় ইব্‌ন ইমারা (রা)-এর হাদীসের ন্যায় অনুরূপ হাদীস গ্রহণ করা কারো জন্য বৈধ নয়।

তাঁরা যে উক্‌বা .... উমার (রা)-এর হাদীস দিয়ে প্রমাণ পেশ করেছেন তার জবাবে বলা যায় যে, উমার (রা) থেকে এর পরিপন্থী মুতাওয়াতির রিওয়ায়াতও বর্ণিত আছে ঃ

٤٩٣- حَدَّثَنَا رَبِيْعُ الْمُؤَذِّنُ قَالَ ثَنَا يَحْىَ بْنُ حَسَّانٍ قَالَ ثَنَا اَبُو الْاَحْوَصِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ قَالَ قُلْنَا لِبُنَانَةَ الْجُعْفِيِّ وَكَانَ اَجْرَأَ »نَا عَلَى عُمَرَ سَلْهُ عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ فَسَأَلَهُ فَقَالَ لِلْمُسَافِرِ ثَلاَثَةُ اَيَّامٍ وَّلَيَالِيْهِنَّ وَلِلْمُقِيْمِ يَوْمٌ وَّلَيْلَةٌ .

৪৯৩. রবী'উল মুয়ায্‌যিন (র).... সুওয়াইদ ইব্‌ন গাফালা (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমরা বুনানা জু'ফীকে বললাম এবং তিনি উমার (রা)-এর সম্মুখে কথা বলতে আমাদের অপেক্ষা অধিক সাহস রাখতেন, তাঁকে চামড়ার মোজার উপর মাসেহ্ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা কর। তিনি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন। জওয়াবে উমার (রা) বললেন ঃ মুসাফিরের জন্য তিনদিন তিনরাত এবং মুকীমের জন্য একদিন একরাত পর্যন্ত।

٤٩٤- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا مُؤَمَّلُ قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِىُّ قَالَ ثَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ اَنَّ بُنَانَةَ سَأَلَ عُمَرَ عَنْ ذٰلِكَ فَقَالَ اِمْسَحْ عَلَيْهِمَا يَوْمًا وَّلَيْلَةً .

৪৯৪. আবূ বাক্‌রা (র).... সুওয়াইদ ইব্‌ন গাফালা (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, বুনানা (র) উমার (রা) কে মোজার উপর মাসেহ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন। তিনি বলেছেন ঃ তাতে এক দিন একরাত মাসেহ্ কর।

٤٩٥- حَدَّثَنَا صَالِحُ قَالَ ثَنَا سَعِيْدُ قَالَ ثَنَا هُشَيْمُ قَالَ اَنَا مَالِكُ بْنُ مَغْوَلٍ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ قَالَ اَتَيْنَا عُمَرَ فَسَأَلَهُ بُنَانَةُ عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ فَقَالَ عُمَرُ لِلْمُسَافِرِ ثَلاَثَةُ اَيَّامٍ وَّلَيَالِيْهِنَّ وَلِلْمُقِيْمِ يَوْمُ وَّلَيْلَةُ .

৪৯৫. সালিহ (র).... সুওয়াইদ ইব্‌ন গাফালা (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমরা একবার উমার (রা)-এর নিকট উপস্থিত হলাম। এমন সময় বুনানা (র) তাঁকে চামড়ার মোজায় মাসেহ্ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন। উমার (রা) বললেন ঃ মুসাফিরের জন্য তিনদিন তিনরাত এবং মুকীমের জন্য একদিন একরাত।

٤٩٦- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ الاَسْوَدِ عَنْ بُنَانَةَ عَنْ عُمَرَ مِثْلَهُ .

৪৯৬. আবূ বাক্‌রা (র)..... বুনানা (র) উমার (রা) থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

٤٩٧- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْاَسْوَدِ عَنْ بُنَانَةَ عَنْ عُمَرَ مِثْلَهُ .

৪৯৭. আবূ বাক্‌রা (র)..... বুনানা (র) উমার (রা) থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

٤٩٨- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ عَامِرٍ قَالَ ثَنَا هِشَامُ عَنْ حَمَّادٍ فَذَكَرَ بِاِسْنَادِهِ مِثْلَهُ .

৪৯৮. আবূ বাক্‌রা (র)..... হাম্মাদ (র) থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

٤٩٩- حَدَّثَنَا اِبْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ ثَنَا مُسْلِمُ قَالَ ثَنَا هِشَامُ قَالَ ثَنَا حَمَّادُ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ الاَسْوَدِ عَنْ مِثْلَهُ .

৪৯৯. ইব্‌ন খুযায়মা (র)..... উমার (রা) থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

٥٠٠- حَدَّثَنَا فَهْدُ قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيْدٍ الاِصْبَهَانِيُّ قَالَ اَنَا حَفْصُ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ اَبِيْ عُثْمَانَ اَنَّ عُمَرَ قَالَ مَنْ اَدْخَلَ قَدَمَيْهِ وَهُمَا طَاهِرَتَانِ فَلْيَمْسَحْ عَلَيْهِمَا اِلَى مِثْلِ سَاعَتِهِ مِنْ يَوْمِهِ وَلَيْلَتِهِ .

৫০০. ফাহাদ (র).... আবূ উসমান (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, উমার (রা) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি পবিত্র অবস্থায় নিজের পা (মোজাতে) প্রবেশ করায়, সে ওই সময় থেকে একদিন একরাত অতিবাহিত হয়ে অনুরূপ সময় আসা পর্যন্ত তাতে মাসেহ্ করবে।

٥٠١- حَدَّثَنَا ابْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ ثَنَا حَجَّاجُ قَالَ ثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِى زِيَادٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ قَالَ كَتَبَ اِلَيْنَا عُمَرُ فِى الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ لِلْمُسَافِرِ ثَلاَثَةُ اَيَّامٍ وَّلَيَالِيْهِنَّ وَلِلْمُقِيْمِ يَوْمٌ وَّلَيْلَةٌ .

৫০১. ইব্ন খুযায়মা (র).... যায়দ ইব্ন ওয়াহাব (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন ঃ উমার (রা) মোজায় মাসেহের মেয়াদ সম্পর্কে আমাদেরকে লিখেছেন ঃ মুসাফিরের জন্য তিনদিন তিনরাত এবং মুকীমের জন্য একদিন একরাত পর্যন্ত।

বিশ্লেষণ

ইনি হচ্ছেন উমার (রা)। সংশ্লিষ্ট বিষয়ে তাঁর থেকেও এর অনুকূলে হাদীস বর্ণিত আছে, যা আমরা মুসাফির এবং মুকীমের জন্য মেয়াদ নির্ধারণে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে রিওয়ায়াত করেছি।

উক্বা (রা) এর হাদীসেও সম্ভাবনা আছে যে, তা হল উমার (রা)-এর বক্তব্য। যেহেতু তিনি অবহিত ছিলেন যে, উক্বা (রা) যে পথে এসেছেন, তার জন্য বিধান ছিল তায়াম্মুম করা। এজন্য তিনি তাকে জিজ্ঞাসা করেন ঃ যখন তোমার জন্য তায়াম্মুমের বিধান আরোপিত হয়েছে তাহলে, তুমি মোজা খুলবে কখন? তাই তিনি তাকে যে উত্তর দেয়ার ছিল, তাই দিয়েছেন। বস্তুত এই হাদীসের ব্যাখ্যাই সর্বোত্তম যেন এটা উমার (রা) থেকে বর্ণিত অন্য রিওয়ায়াতের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়, বৈপরিত্য সৃষ্টি না হয়। আমরা সামঞ্জস্য বিধানে যা কিছু উল্লেখ করেছি, তা উমার (রা) ব্যতীত অন্য সাহাবীদের থেকেও বর্ণিত আছে ঃ

٥٠٢- حَدَّثَنَا فَهْدُ قَالَ ثَنَا اَبُوْ غَسَّانٍ قَالَ ثَنَا زُهَيْرُ قَالَ ثَنَا اَبُوْ اِسْحَاقَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُخَيْمِرَةَ عَنْ شُرَيْحِ بْنِ هَانِىْءٍ قَالَ اَتَيْتُ عَائِشَةَ فَسَأَلْتُهَا عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ فَقَالَتْ ايْتِ عَلِيًّا فَانَّهُ اَعْلَمُهُمْ بِوُضُوْءِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يُسَافِرُ مَعَهُ فَاَتَيْتُهُ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ يَوْمٌ وَّلَيْلَةٌ لِّلْمُقِيْمِ وَثَلاَثَةُ اَيَّامٍ وَّلَيَالِيْهِنَّ لِلْمُسَافِرِ .

৫০২. ফাহাদ (র)..... শুরায়হ ইব্ন হানী (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, একবার আমি আয়েশা (রা)-এর কাছে এসে তাঁকে চামড়ার মোজায় মাসেহ্ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছি। তিনি-বললেন, আলী (রা)-এর নিকট যাও, কেননা তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর উযূ সম্পর্কে তাঁদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বেশি অবহিত এবং তিনি তাঁর সঙ্গে সফর করতেন। আমি তাঁর নিকট এসে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন ঃ মুকীমের জন্য একদিন একরাত এবং মুসাফিরের জন্য তিনদিন তিনরাত পর্যন্ত।

٥٠٣- حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ ثَنَا اَبُوْ نُعَيْمٍ قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ التَّيْمِيِّ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ سُوَيْدٍ قَالَ جَعَلَ عَبْدُ اللّٰهِ الْمَسْحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ ثَلاَثَةَ اَيَّامٍ لِلْمُسَافِرِ وَلِلْمُقِيْمِ يَوْمًا .

৫০৩. হুসাইন ইব্‌ন নাসর (রা).... হারিস ইব্‌ন সুওয়াইদ (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন ঃ আবদুল্লাহ্ (রা) চামড়ার মোজায় মাসেহের মেয়াদ মুসাফিরের জন্য তিনদিন তিনরাত এবং মুকীমের জন্য একদিন একরাত নির্ধারণ করেছেন।

٥٠٤- حَدَّثَنَا ابْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ ثَنَا حَجَّاجُ قَالَ ثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ الْمُغِيْرَةِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ قَالَ سَافَرْتُ مَعَ عَبْدِ اللّٰهِ فَكَانَ لاَ يَنْزِعُ خُفَّيْنِ ثَلاَثًا -

৫০৪. ইব্‌ন খুযায়মা (র).... আমর ইব্‌ন হারিস (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি একবার আবদুল্লাহ্ (রা) এর সঙ্গে সফর করেছি। তিনি তিনদিন পর্যন্ত মোজা খুলেন নাই।

٥٠٥- حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ مُوْسَى بْنِ سَلَمَةَ قَالَ سَأَلْتُ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ قَالَ لِلْمُسَافِرِ ثَلاَثَةُ اَيَّامٍ وَّلَيَالِيْهِنَّ وَلِلْمُقِيْمِ يَوْمُ وَّلَيْلَةُ .

৫০৫. ইব্‌ন মারযূক (র)..... মূসা ইব্‌ন সালাম (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি ইব্‌ন আব্বাস (রা)কে চামড়ার মোজায় মাসেহ্ করা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছি। তিনি বলেছেন ঃ মুসাফিরের জন্য তিনদিন তিনরাত এবং মুকীমের জন্য একদিন একরাত পর্যন্ত।

٥٠٦- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ الْوَلِيْدِ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ فَذَكَرَ بِاِسْنَادِهِ مِثْلَهُ .

৫০৬. আবূ বাক্‌রা (র)..... শু'বা (র) থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

٥٠٧- حَدَّثَنَا صَالِحُ قَالَ ثَنَا سَعِيْدُ قَالَ ثَنَا هُشَيْمُ قَالَ اَخْبَرَنِيْ غَيْلاَنُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُوْلُ ذٰلِكَ .

৫০৭. সালিহ (র).... গায়লান ইব্‌ন আবদিল্লাহ্ (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন ঃ আমি ইব্‌ন উমার (রা) কে এ বিষয়টি বলতে শুনেছি।

٥٠٨- حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِيْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا هَدْبَةُ قَالَ ثَنَا سَلاَمُ بْنُ مِسْكِيْنٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ عَنْ اَنَسٍ مِثْلَهُ .

৫০৮. ইব্‌ন আবী দাঊদ (র).... আবদুল আযীয (র) আনাস (রা) থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

٥٠٩- حَدَّثَنَا ابْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ ثَنَا حَجَّاجُ قَالَ ثَنَا حَمَّادُ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ قَطَنٍ عَنْ اَبِيْ زَيْدِ الاَنْصَارِيِّ عَنْ رَجُلٍ مِّنْ اَصْحَابِ النَّبِيِّ مِثْلَ ذٰلِكَ .

৫০৯. ইব্‌ন খুযায়মা (র).... আবূ যায়দ আনসারী (র) নবী ﷺ-এর জনৈক সাহাবী থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

٥١٠– حَدَّثَنَا ابْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ ثَنَا حَجَّاجُ قَالَ ثَنَا حَمَّادُ عَنْ يُوْنُسَ وَقَتَادَةَ عَنْ مُوْسَى بْنِ سَلَمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مِثْلَهُ .

৫১০. ইব্‌ন খুযায়মা (র)... মূসা ইব্‌ন সালামা (র) ইব্‌ন আব্বাস (র) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

বস্তুত সাহাবীগণের এই সমস্ত উক্তি সেই বিষয়ের অনুকূলে রয়েছে, যা আমরা মুসাফির এবং মুকীমের জন্য চামড়ার মোজায় মাসেহের মেয়াদ নির্ধারণের ব্যাপারে উল্লেখ করেছি। সুতরাং কারো জন্য এর বিরোধিতা করা জায়িয নয়। এটাই ইমাম আবূ হানীফা (র), ইমাম আবূ ইউসুফ (র), ইমাম মুহাম্মদ ইব্‌নুল হাসান (র)-এর অভিমত।

١٧– بَابُ ذِكْرِ الْجُنُبِ وَالْحَائِضِ وَالَّذِيْ لَيْسَ عَلَى وَضُوْءٍ وَقِرَاءَتِهِمُ الْقُرْاٰنَ

১৭. অনুচ্ছেদ ঃ অপবিত্র (জুনুবী) ব্যক্তি, ঋতুবতী মহিলা ও বে-উযূ ব্যক্তির কুরআন (শরীফ) পড়া প্রসঙ্গে

٥١١– حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ قَالَ ثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ حُصَيْنٍ اَبِيْ سَاسَانَ عَنِ الْمُهَاجِرِ بْنِ قُنْفُذٍ اَنَّهُ سَلَّمَ عَلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ يَتَوَضَّأُ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ وُضُوْئِهِ قَالَ اِنَّهُ لَمْ يَمْنَعْنِيْ اَنْ اَرُدَّ عَلَيْكَ اِلاَّ اَنِّيْ كَرِهْتُ اَنْ اَذْكُرَ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ اِلاَّ عَلَى طَهَارَةٍ .

৫১১. আলী ইব্‌ন মা'বাদ (র).... মুহাজির ইব্‌ন কুনফুয (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি একবার রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে উযূরত অবস্থায় সালাম করেন। তিনি তার উত্তর দেননি। তিনি উযূ শেষ করে বললেন ঃ আমাকে তোমার সালামের উত্তর দানে বিরত রেখেছে শুধু একটি বিষয়, আমি পবিত্রতা ব্যতীত আল্লাহ্ তা'আলার স্মরণ করা অপসন্দ করি।

٥١٢– حَدَّثَنَا ابْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ ثَنَا حَجَّاجُ قَالَ ثَنَا حَمَّادُ قَالَ اَنَا حُمَيْدُ وَغَيْرُهُ عَنِ الْحَسَنِ عَنِ الْمُهَاجِرِ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَبُوْلُ اَوْ قَالَ مَرَرْتُ بِهِ وَقَدْ بَالَ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ حَتَّى فَرَغَ مِنْ وَضُوْئِهِ ثُمَّ رَدَّ عَلَيَّ .

৫১২. মুহাম্মদ ইব্‌ন খুযায়মা (র).... মুহাজির (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, একবার নবী ﷺ পেশাব করছিলেন অথবা বলেছেন, আমি তাঁর নিকট দিয়ে যাচ্ছিলাম, তখন তিনি পেশাব করে ফেলেছেন। আমি তাঁকে সালাম করলাম। তিনি উযূ শেষ না করা পর্যন্ত আমার সালামের উত্তর দিলেন না। তারপর আমার (সালামের) উত্তর দিলেন।

বিশ্লেষণ

একদল আলিম (ফকীহ) এ মত গ্রহণ করে বলেছেন ঃ কারো জন্য আল্লাহ্ তা'আলা'র স্মরণ করা শুধুমাত্র ঐ অবস্থায় জায়িয, যে অবস্থায় সে সালাত আদায় করতে পারে। পক্ষান্তরে এ বিষয়ে অপরাপর আলিমগণ তাদের বিরোধিতা করে বলেছেন ঃ কোন ব্যক্তিকে সালাম দেয়া হয়, আর যদি সে উযূ ছাড়া হয়, তাহলে সে তায়াম্মুম করে তার সালামের উত্তর প্রদান করবে, যদিও সে শহরে অবস্থান করুক (যদিও তায়াম্মুমের জন্য অন্য কোন উযর নাও থাকে)। সালাম ব্যতীত (যিক্র ইত্যাদির) ব্যাপারে তাদের বক্তব্য প্রথমোক্ত মত পোষণকারীদের অনুরূপ। এ বিষয়ে তারা যে সমস্ত রিওয়ায়াত দিয়ে প্রমাণ দিয়েছেন তা থেকে কিছু নিম্নরূপ ঃ

٥١٣– حَدَّثَنَا بِهِ رَبِيْعُ الْمُؤَذِّنُ قَالَ ثَنَا اَسَدُ قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ ثَابِتٍ الْعَبْدِىُّ ح وَ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ نَصْرٍ وَّسُلَيْمَانُ بْنُ شُعَيْبٍ قَالاَ ثَنَا يَحْىَ بْنُ حَسَّانٍ قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ ثَابِتٍ قَالَ ثَنَا نَافِعُ قَالَ انْطَلَقْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ اِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فِىْ حَاجَةٍ لِاِبْنِ عُمَرَ فَقَضٰى حَاجَتَهُ فَكَانَ مِنْ حَدِيْثِهِ يَوْمَئِذٍ اَنَّهُ قَالَ مَرَّ رَجُلُ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِىْ سِكَّةٍ مِّنَ السِّكَكِ وَقَدْ خَرَجَ مِنْ غَائِطٍ اَوْ بَوْلٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ السَّلاَمَ حَتّٰى كَادَ الرَّجُلُ اَنْ يَّتَوَارٰى فِى السِّكَّةِ فَضَرَبَ بِيَدَيْهِ عَلَى الْحَائِطِ فَتَيَمَّمَ لِوَجْهِهِ ثُمَّ ضَرَبَ ضَرْبَةً اُخْرٰى فَتَيَمَّمَ لِذِرَاعَيْهِ قَالَ ثُمَّ رَدَّ عَلَيْهِ السَّلاَمَ وَقَالَ اَمَا اِنَّهُ لَمْ يَمْنَعْنِىْ اَنْ اَرُدَّ عَلَيْكَ السَّلاَمَ اِلاَّ اَنِّىْ كُنْتُ لَسْتُ بِطَاهِرٍ .

৫১৩. রবী'উল মুয়ায্যিন (র), হুসাইন ইব্ন নাসর (র) ও সুলায়মান ইব্ন শু'আইব (র) নাফি' (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি একবার উমার (রা)-এর কোন এক প্রয়োজনে তাঁর সঙ্গে ইব্ন আব্বাস (রা)-এর নিকট যাই। তিনি তাঁর প্রয়োজন পূরণ করেছেন। সেই দিন তিনি বলেন, জনৈক ব্যক্তি কোন এক গলিতে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট দিয়ে অতিক্রম করেন। তিনি পায়খানা বা পেশাব সেরে বের হয়ে ছিলেন, উক্ত ব্যক্তি তাঁকে সালাম করল। তিনি তার সালামের উত্তর দেননি। তারপর সেই ব্যক্তি কোন গলির আড়ালে চলে যাওয়ার উপক্রম হল। তিনি দেয়ালে হাত মেরে চেহারা (মাসেহ) করলেন তারপর দ্বিতীয়বার হাত মেরে হাত মাসেহ করে তায়াম্মুম শেষ করলেন। রাবী বলেন, তারপর তিনি তার সালামের উত্তর দিলেন এবং বললেন ঃ আমি তোমার সালামের উত্তর দানে এজন্য বিরত থেকেছি যে, আমি পবিত্র ছিলাম না।

٥١٤– حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ ثَنَا اَبُوْ اَحْمَدَ الزُّبَيْرِىُّ قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَجُلاً سَلَّمَ عَلَى النَّبِىِّ ﷺ وَهُوَ يَبُوْلُ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ حَتّٰى اَتٰى حَائِطًا فَتَيَمَّمَ .

৫১৪. ইব্ন আবী দাঊদ (র)..... ইব্ন উমার (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, একবার জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ পেশাবরত অবস্থায় সালাম করেন; কিন্তু তিনি তার সালামের উত্তর প্রদান করেন নি। তারপর তিনি দেয়ালের কাছে এসে তায়াম্মুম করলেন।

٥١٥- حَدَّثَنَا رَبِيْعُ الْمُؤَذِّنُ قَالَ ثَنَا شُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثِ قَالَ ثَنَا اللَّيْثُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيْعَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ هُرْمُزَ عَنْ عُمَيْرٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُوْلُ اَقْبَلْتُ اَنَا وَعَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يَسَارٍ مَوْلَى مَيْمُوْنَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ حَتّٰى دَخَلْنَا عَلٰى اَبِي الْجَهْمِ بْنِ الْحَارِثِ ابْنِ لِصِمَّةَ الاَنْصَارِيِّ فَقَالَ اَبُو الْجَهْمِ اَقْبَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنْ نَحْوِ بِيْرِ جَمَلٍ فَلَقِيَهُ رَجُلٌ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حَتّٰى اَقْبَلَ عَلَى الْجِدَارِ فَمَسَحَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ ثُمَّ رَدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ .

৫১৫. রবী'উল মুয়ায্যিন (র)..... ইব্ন আব্বাস (রা)-এর আযাদকৃত গোলাম উমাইর (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি ইব্ন আব্বাস (রা)কে বলতে শুনেছেন ঃ "আমি এবং উম্মুল মুমিনীন মায়মূনা (রা)-এর আযাদকৃত গোলাম আবদুল্লাহ্ ইব্ন ইয়াসার (রা) এলাম এবং আবুল জাহম ইব্ন হারিস ইব্ন সাম্মা আনসারী (রা)-এর নিকট উপস্থিত হলাম। আবুল জাহ্ম বললেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বী'রে জামালের দিক থেকে আসছিলেন। জনৈক ব্যক্তির তাঁর সাথে সাক্ষাত হলে সে তাঁকে সালাম করল। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ (তার) সালামের উত্তর দিলেন না। তারপর তিনি দেয়ালের দিকে গেলেন এবং চেহারা ও উভয় হাত মাসেহ্ (তায়াম্মুম) করলেন। তারপর তার সালামের উত্তর প্রদান করলেন।

٥١٦- حَدَّثَنَا اَبُوْ زُرْعَةَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَمْرٍو الدِّمَشْقِيُّ قَالَ ثَنَا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ النَّاقِدُ قَالَ ثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ سَعْدٍ قَالَ ثَنَا اَبِيْ عَنِ ابْنِ اِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الاَعْرَجِ عَنْ عُمَيْرٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَذَكَرَ مِثْلَهُ .

৫১৬. আবূ যুর'আ আবদুর রহমান ইব্ন আমর দামেশ্কী (র)..... ইব্ন আব্বাস (রা)-এর আযাদকৃত গোলাম উমায়র (র) থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

তাঁরা বলেছেন ঃ বস্তুত এই সমস্ত হাদীস দ্বারা আমাদেরকে অনুমতি দেয়া হয়েছে যে, যে ব্যক্তিকে সালাম দেয়া হবে এবং সে যদি (পবিত্র) না থাকে তাহলে সে তায়াম্মুম করে উত্তর প্রদান করবে, যেন তা সালামের উত্তর হতে পারে।

আর এটা সেই বিধানের অনুরূপ, যেমন কিছু সংখ্যক আলিম জানাযা এবং দুই ঈদের সালাতের জন্য তায়াম্মুমের অনুমতি দিয়ে থাকেন, যখন উযূর জন্য পানি খুঁজতে গেলে সেই সালাত ছুটে যাওয়ার আশংকা হয়। এ বিষয়ে তাঁরা নিম্নোক্ত হাদীসসমূহ উল্লেখ করেছেন ঃ

٥١٧- حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِيْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ قَالَ اَنَا هُشَيْمٌ عَنْ مُغِيْرَةَ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ وَعَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ عَطَاءٍ وَزَكَرِيَّا عَنْ عَامِرٍ وَيُوْنُسَ عَنِ الْحَسَنِ مِثْلَهُ .

৫১৭. সুলায়মান ইব্‌ন শু'আইব(র)..... আতা (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, ইব্‌ন আব্বাস (রা) কে এমন ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয় যার জানাযার সালাতের ব্যাপারে তাড়াহুড়া রয়েছ, অথচ সে বে-উযূ (তার বিধান কি?) তিনি বললেন ঃ সে তায়াম্মুম করবে এবং সালাতে জানাযা আদায় করবে।

٥١٨– حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ مِثْلَهُ .

৫১৮. ইব্‌ন আবী দাউদ (র).... আমের (র) ও ইউনুস (র), হাসান (র) থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

٥١٩– حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ مُوَمَّلُ قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُوْرٍعَنْ اِبْرَاهِيْمَ مِثْلَهُ .

৫১৯. আবূ বাক্‌রা (র).... ইবরাহীম (র) থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

٥٢٠– حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ ثَنَا اَبُوْ نُعَيْمٍ قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ مِثْلَهُ .

৫২০. হুসাইন ইব্‌ন নাস্‌র (র)..... ইবরাহীম (র) থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

٥٢١– حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ ثَنَا سَعِيْدُ قَالَ ثَنَا هُشَيْمُ عَنْ يُوْنُس عَنِ الْحَسَنِ وَمُغِيْرَةَ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ وَعَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ عَطَاءٍ نَحْوَهُ .

৫২১. সালেহ ইব্‌ন আবদির রহমান (র).... আতা (র) থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

٥٢٢– حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ وَابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالاَ ثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ عَنْ عَبَّادِ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ سَمِعْتُ الْحَسَنَ يَقُوْلُ ذٰلِكَ .

৫২২. আবূ বাক্‌রা (র) ও ইব্‌ন মারযূক (র).... আব্বাদ ইব্‌ন রাশিদ (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি হাসান (র)কে এ বিষয়টি বলতে শুনেছি।

٥٢٣– حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ اَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ مِثْلَهُ قَالَ وَقَالَ لِىَ اللَّيْثُ مِثْلَهُ .

৫২৩. ইউনুস (র)..... ইব্‌ন শিহাব (র) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন এবং তিনি বলেছেন, লায়স (র) আমাকে অনুরূপ বলেছেন।

٥٢٤– حَدَّثَنَا اَبُوْ بِشْرٍ الرَّقِّىُّ قَالَ ثَنَا شُجَاعُ بْنُ الْوَلِيْدِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُتْبَةَ عَنِ الْحَكَمِ مِثْلَهُ

৫২৪. আবূ বিশর আর-রকী (র).... হাকাম (র) থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

বিশ্লেষণ

সুতরাং যখন শহর সমূহে জানাযা এবং দুই ঈদের সালাত ছুটে যাওয়ার আশংকায় তায়াম্মুমের অনুমতি দেয়া হয়েছে, কেননা এগুলোর কাযা নেই। অনুরূপভাবে শহরসমূহে সালামের উত্তর দেয়ার জন্য আমাদেরকে তায়াম্মুমের অনুমতি দেয়া হয়েছে, যেন তা সালামকারীর উত্তর হতে পারে। কেননা যদি সে এমনটি না করে, তাহলে সে সময় সে সালামের উত্তর দিতে পারবে না। এবং তা তার থেকে ছুটে যাবে। আর যদি পরবর্তীতে উত্তর প্রদান করে তাহলে সেটি তার উত্তর হবে না। পক্ষান্তরে যা ছুটে যাওয়ার আশংকা নেই যেমন যিক্‌র, কুরআন তিলাওয়াত (ইত্যাদি) এগুলো কারো জন্য তাহারাত ব্যতীত পালন করা ঠিক হবে না।

সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অপরাপর আলিমগণ তাদের বিরোধিতা করেছেন, তাঁরা বলেছেন ঃ জানাবাত (গোসল ফরয হওয়া অবস্থায়) ইত্যাদি কোন অবস্থাতেই অসুবিধা নেই। কিন্তু কুরআন শরীফ জানাবাত এবং হায়য (অবস্থায়) ব্যতীত তিলাওয়াত করতে পারবে। জুনুবী এবং ঋতুবতী মহিলার জন্য কুরআন পড়া জায়িয নয়। এই বিষয়ে তারা নিম্নোক্ত হাদীস দ্বারা প্রমাণ পেশ করেছেন ঃ

٥٢٥– حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيْرٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَلَمَةَ قَالَ دَخَلْتُ عَلٰى عَلِيٍّ اَنَا وَرَجُلٌ مِّنَّا وَرَجُلٌ مِّنْ بَنِىْ اَسَدٍ فَبَعَثَهُمَا فِىْ وَجْهٍ ثُمَّ قَالَ اِنَّكُمَا عِلْجَانِ فَعَالِجَا عَنْ دِيْنِكُمَا قَالَ ثُمَّ دَخَلَ الْمَخْرَجَ ثُمَّ خَرَجَ فَاَخَذَ حَفْنَةً مِّنْ مَّاءٍ فَمَسَحَ بِهَا وَجَعَلَ يَقْرَأُ الْقُرْاٰنَ فَرَاٰنَا كَاَنَّا اَنْكَرْنَا عَلَيْهِ ذٰلِكَ فَقَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَخْرُجُ مِنَ الْخَلَاءِ فَيُقْرِئُنَا الْقُرْاٰنَ وَيَاْكُلُ مَعَنَا اللَّحْمَ وَلَمْ يَكُنْ يُحْجِزُهُ عَنْ ذٰلِكَ شَيْءٌ لَيْسَ الْجَنَابَةَ .

৫২৫. ইব্‌ন মারযুক (র)...... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন সালামা (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন ঃ একবার আমি, আমাদের গোত্রের এক ব্যক্তি এবং বনূ আসাদের একব্যক্তি আলী (র)-এর নিকটে যাই, তখন তিনি তাদের উভয়কে এক কাজে পাঠালেন। এরপর বললেন ঃ তোমরা দু'জন শক্তিশালী ব্যক্তি দ্বীনের সাহায্য কর। রাবী বলেন, তারপর তিনি বায়তুল খালা (টয়লেটে) গেলেন, পরে সেখান থেকে বের হলেন এবং পাত্র ভরে পানি নিয়ে এতে চেহারা মাসেহ্ করে কুরআন তিলাওয়াত শুরু করে দিলেন। তিনি আমাদেরকে লক্ষ্য করলেন যেন আমরা তা অপসন্দ করছি। তখন তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ 'বায়তুল খালা' থেকে বের হতেন এরপর আমাদেরকে কুরআন পড়াতেন (শিক্ষা দিতেন) এবং আমাদের সঙ্গে গোশ্‌ত আহার করতেন। তাকে জানাবাত ব্যতীত কোন বস্তু এ আমল থেকে বিরত রাখ্‌ত না।

٥٢٦– حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا اَبُوْ الْوَلِيْدِ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ قَالَ اَنَا عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ سَلَمَةَ فَذَكَرَ مِثْلَهُ غَيْرَ اَنَّهُ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَقْضِىْ حَاجَتَهُ فَيَقْرَءُ الْقُرْاٰنَ .

৫২৬. ইব্‌ন মারযূক (র)..... আমর ইব্‌ন মুররা (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন সালামা (র) কে অনুরূপ বর্ণনা করতে শুনেছি। তবে তিনি বলেছেন : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ পায়খানা থেকে ফিরে আসার পর কুরআন তিলাওয়াত করতেন।

٥٢٧- حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ نَصْرٍ وَّسُلَيْمَانُ بْنُ شُعَيْبٍ قَالاَ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ زِيَادٍ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ فَذَكَرَ بِاِسْنَادِهِ مِثْلَهُ .

৫২৭. হুসাইন ইব্‌ন নাসর (র) ও সুলায়মান ইব্‌ন শু'আইব (র).... শু'বা (র) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٥٢٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ ثَنَا حَجَّاجُ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ فَذَكَرَ بِاِسْنَادِهِ مِثْلَهُ .

৫২৮. মুহাম্মদ ইব্‌ন খুযায়মা (র).... শু'বা (র) থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

٥٢٩- حَدَّثَنَا فَهْدُ قَالَ ثَنَا عَمْرُو بْنُ حَفْصٍ قَالَ ثَنَا اَبِىْ قَالَ ثَنَا الْاَعْمَشُ قَالَ قَالَ عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَقْرَأُ الْقُرْاٰنَ عَلٰى كُلِّ حَالٍ اِلاَّ الْجَنَابَةَ -

৫২৯. ফাহাদ (র).... আলী (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ জানাবাত (গোসল ফরয হওয়া অবস্থা) ব্যতীত সর্বাবস্থায় কুরআন পড়তেন।

٥٣٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ يُوْنُسَ السُّوْسِىُّ قَالَ ثَنَا يَحْيَ بْنُ عِيْسٰى عَنِ ابْنِ اَبِىْ لَيْلٰى عَنْ عَمْرٍو عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُعَلِّمُنَا الْقُرْاٰنَ عَلٰى كُلِّ حَالٍ اِلاَّ الْجَنَابَةَ .

৫৩০. মুহাম্মদ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন ইউনুস সূসী (র)..... আলী (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ জানাবাত ব্যতীত সর্বাবস্থায় আমাদেরকে কুরআন শিক্ষা দিতেন।

ইমাম আবূ জা'ফর তাহাবী (র) বলেন : যা কিছু আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে রিওয়ায়াত করেছি, তা থেকে প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ্ তা'আলার যিক্‌র এবং অনুরূপভাবে কুরআন পড়া উযূ ব্যতীত মুবাহ তথা জায়িয আছে। আর জুনুবীকে (যার উপর গোসল ফরয তাকে) শুধুমাত্র কুরআন পড়া থেকে নিষেধ করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে এরূপ প্রমাণিত হয় যে, উযূ ছাড়া আল্লাহ্ তা'আলার যিক্‌র করা জায়িয আছে :

٥٣١- حَدَّثَنَا فَهْدُ قَالَ ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الرَّبِيْعِ قَالَ ثَنَا اَبُوْ الاَحْوَصِ عَنِ الاَعْمَشِ عَنْ شَمْرِ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ قَالَ ثَنَا اَبُوْ طَبِيَّةَ قَالَ سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ عَبَسَةَ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا مِنْ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَبِيْتُ طَاهِرًا عَلٰى ذِكْرِ اللّٰهِ فَيَتَعَارُّ مِنَ اللَّيْلِ يَسْأَلُ اللّٰهَ تَعَالٰى شَيْئًا مِنْ اَمْرِ الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ اِلاَّ اَعْطَاهُ اِيَّاهُ .

৫৩১. ফাহাদ (র)..... আমর ইব্ন আবাসা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ কোন ব্যক্তি যদি উযূর সাথে আল্লাহ্র যিকর করা অবস্থায় ঘুমিয়ে পড়ে তারপর রাতে উঠে আল্লাহ্ তা'আলার কাছে দুনিয়া-আখিরাতের কোন বিষয় প্রার্থনা করে তাহলে আল্লাহ্ তা'আলা তা তাকে দান করেন।

٥٣٢– حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا عَفَّانُ قَالَ ثَنَا حَمَّادُ قَالَ كُنْتُ اَنَا وَعَاصِمُ بْنُ بَهْدَلَةَ وَثَابِتُ فَحَدَّثَ عَاصِمُ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ عَنْ اَبِىْ ظَبْيَةَ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ مِثْلَهُ غَيْرَ اَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ قَوْلَهُ عَلَىٰ ذِكْرِ اللّٰهِ قَالَ ثَابِتُ قَدِمَ عَلَيْنَا فَحَدَّثَنَا هٰذَا الْحَدِيْثَ وَلاَ اَعْلَمُهُ اِلاَّ عَنْهُ يَعْنِىْ اَبَا ظَبْيَةَ قُلْتُ لِحَمَّادٍ عَنْ مُعَاذٍ قَالَ عَنْ مُعَاذٍ .

৫৩২. ইব্ন মারযূক (র)..... মু'আয ইব্ন জাবাল (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন। কিন্তু তিনি আল্লাহ্র যিকর" শব্দ উল্লেখ করেননি। সাবিত (র) বলেন, তিনি (আবূ যাব্ইয়া র) আমাদের নিকট এসে আমাদেরকে এই হাদীস বর্ণনা করেছেন এবং আবূ যাবইয়া (র) ব্যতীত এ বিষয়ে আমার জ্ঞান নাই। রাবী বলেন, আমি হাম্মাদ (র) কে জিজ্ঞাসা করেছি যে, তুমি কি মু'আয (রা) থেকে বর্ণনা করেছ? তিনি বললেন, হ্যাঁ, মু'আয (রা) থেকে।

٥٣٣– حَدَّثَنَا رَبِيْعُ الْجِيْزِىُّ قَالَ ثَنَا عَلِىُّ بْنُ مَعْبَدٍ قَالَ ثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عَمْرٍو عَنْ زَيْدِ بْنِ اَبِىْ اُنَيْسَةَ عَنْ عَاصِمٍ بْنِ اَبِى النَّجُوْدِ عَنْ شِمْرِ بْنِ عَطِيَّةَ فَذَكَرَ مِثْلَهُ بِاِسْنَادِهِ .

৫৩৩. রবী'উল জীযী (র).... শিমর ইব্ন আতিয়্যা (র) থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

বস্তুত এটাও নিদ্রার পরে। এতে স্পষ্টত ব্যক্ত হয়েছে যে, হাদাস পরবর্তী তাহারাত ব্যতীতও আল্লাহ্র যিকর করা জায়িয আছে। এ বিষয়ে আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত আছে ঃ

٥٣٤– حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ مَعْبَدٍ قَالَ ثَنَا مُعَلَّى بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ ثَنَا ابْنُ اَبِىْ زَائِدَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ خَالِدِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَذْكُرُ اللّٰهَ عَلَى كُلِّ اَحْيَانِهِ .

৫৩৪. আলী ইব্ন মা'বাদ (র).... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সর্বাবস্থায় আল্লাহ্র যিকর করতেন।

এই হাদীসে জানাবাতের অবস্থায় আল্লাহ্র যিক্র করার বৈধতা ব্যক্ত হয়েছে। কিন্তু এই হাদীসে এবং আবূ যাবইয়া (র) এর হাদীসে কুরআন তিলাওয়াতের কোন উল্লেখ নেই। আলী (রা) এর হাদীসে জানাবাত অবস্থায় কুরআন পড়া এবং আল্লাহ্র যিকর করার মধ্যে পার্থক্যের উল্লেখ রয়েছে। জানাবাত অবস্থায় কুরআন পড়ার নিষেধাজ্ঞা সম্পর্কেও নিম্নোক্ত হাদীস বর্ণিত আছে ঃ

٥٣٥- حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ قَالَ ثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ مُوْسىٰ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ يَقْرَأُ الْجُنُبُ وَلاَ الْحَائِضُ الْقُرْاٰنَ .

৫৩৫. ইব্‌ন আবী দাঊদ (র)..... ইব্‌ন উমার (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ জুনুবী (যাদের উপর গোসল ফরয তারা) এবং ঋতুবতী মহিলা কুরআন তিলাওয়াত করতে পারবে না।

٥٣٦- حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ ح وَحَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْفَرَجِ قَالَ ثَنَا ابْنُ بُكَيْرٍ قَالاَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ لَهِيْعَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ اَبِى الْكُنُوْدِ عَنْ مَالِكِ بْنِ عُبَادَةَ الْغَافِقِيِّ قَالَ اَكَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ جُنُبٌ فَاَخْبَرْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَجَرَّنِىْ اِلىٰ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ هٰذَا اَخْبَرَنِىْ اَنَّكَ اَكَلْتَ وَاَنْتَ جُنُبٌ قَالَ نَعَمْ اِذَا تَوَضَّأْتُ اَكَلْتُ وَشَرِبْتُ وَلٰكِنِّىْ لاَ اُصَلِّىْ وَلاَ اَقْرَأُ حَتّٰى اَغْتَسِلَ .

৫৩৬. ইব্‌ন আবী দাঊদ (র) ও রাওহ ইব্‌নুল ফারাজ (র).... মালিক ইব্‌ন উবাদা গাফেকী (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ জুনুবী অবস্থায় আহার করেছেন। আমি বিষয়টি উমার ইব্‌ন খাত্তাব (রা) কে বললাম, তিনি আমাকে টেনে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর খিদমতে নিয়ে গেলেন এবং বললেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! এই ব্যক্তি আমাকে বলেছে যে, আপনি জুনুবী অবস্থায় আহার করেছেন। তিনি বললেন, হ্যাঁ! যখন আমি উযূ করি তখন আহার করি এবং পান করি। কিন্তু যতক্ষণ না গোসল করি সালাতও আদায় করিনা এবং কুরআনও পড়িনা।

ব্যাখ্যা

বস্তুত এই দুই হাদীসে জুনুবী ব্যক্তির জন্য কুরআন পড়া নিষেধ করা হয়েছে এবং একটিতে ঋতুবতী মহিলার জন্যও তা নিষেধ করা হয়েছে। এই দুই হাদীস এবং আলী (রা)-এর হাদীসের বিষয়বস্তু দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে যে, জানাবাত ব্যতীত হাদাস অবস্থায় আল্লাহ্‌র যিকর এবং কুরআন পড়াতে কোন অসুবিধা নেই। পক্ষান্তরে জানাবাত এবং হায়যের অবস্থায় কুরআন পড়া বিশেষভাবে মাকরূহ (হারাম)।

আমরা গভীরভাবে লক্ষ্য করতে প্রয়াস পাব যে, এই সমস্ত হাদীসের মধ্যে সর্বশেষ কোন্‌টি, যেন আমরা এটাকে প্রথমোক্ত হাদীসের জন্য রহিতকারী সাব্যস্ত করতে পারি। সুতরাং আমরা এ বিষয়ে নিম্নোক্ত হাদীস লক্ষ্য করেছি ঃ

٥٣٧- فَاِذَا ابْنُ اَبِىْ دَاوُدَ قَدْ حَدَّثَنَا قَالَ ثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ قَالَ ثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ عَنْ شَيْبَانَ عَنْ جَابِرٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ اَبِىْ بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَلْقَمَةَ بْنِ الْفَغْوَاءِ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا اَهْرَقَ الْمَاءَ اِنَّمَا نُكَلِّمُهُ فَلاَ يُكَلِّمُنَا وَنُسَلِّمُ عَلَيْهِ فَلاَ يَرُدُّ عَلَيْنَا حَتّٰى نَزَلَتْ (يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِذَا قُمْتُمْ اِلَى الصَّلٰوةِ) .

৫৩৭. ইব্‌ন আবী দাঊদ (র).... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আলকামা ইব্‌ন ফাগওয়া তাঁর পিতা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন জানাবাত অবস্থায় থাকতেন তখন আমরা তাঁর সঙ্গে কথা বলতাম। তিনি আমাদের সঙ্গে কথা বলতেন না, আমরা তাঁকে সালাম করতাম; কিন্তু তিনি আমাদের উত্তর দিতেন না। তারপর এ আয়াত অবতীর্ণ হল ঃ

يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِذَا قُمْتُمْ اِلَى الصَّلٰوةِ (হে মু'মিনগণ, যখন তোমরা সালাতের জন্য প্রস্তুত হবে)।

আলোচনা ঃ

এই হাদীসে আলকামা (রা) নবী ﷺ থেকে বলেন যে, এ আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে নবী ﷺ এর নিকট জুনুবীর বিধান ছিল সে না তো কথা বলবে, না সালামের জওয়াব দিবে। তারপর আল্লাহ্ তা'আলা এই আয়াতের দ্বারা ওই বিধানকে রহিত করে দিয়েছেন এবং শুধুমাত্র এর দ্বারা সেই ব্যক্তির তাহারাত অর্জন করা আবশ্যক হবে। এতে প্রমাণিত হল যে, আবু জাহম (রা) এর হাদীস অনুরূপভাবে ইব্‌ন উমার (রা), ইব্‌ন আব্বাস (রা) ও মুহাজির (রা) বর্ণিত সব কয়টি হাদীস রহিত হয়ে গিয়েছে। আর আলী (রা) এর হাদীসে ব্যক্ত করা বিধান সেই সমস্ত হাদীসে ব্যক্ত করা বিধান অপেক্ষা পরবর্তীকালের। এ বিষয়ে নিম্নোক্ত হাদীস প্রমাণ বহন করে ঃ

٥٣٨– حَدَّثَنَا فَهْدٌ قَالَ ثَنَا اَبُوْ نُعَيْمٍ قَالَ ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ قَالَ سَمِعْتُ سَلَمَةَ بْنَ كُهَيْلٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَابْنُ عُمَرَ يَقْرَءَانِ الْقُرْاٰنَ وَهُمَا عَلٰى غَيْرِ وُضُوْءٍ .

৫৩৮. ফাহাদ (র).... সাঈদ ইব্‌ন জুবাইর (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, ঃ ইব্‌ন আব্বাস (রা) ও ইব্‌ন উমার (রা) উযূ ব্যতীত কুরআন তিলাওয়াত করতেন।

٥٣٩– حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ شُعَيْبٍ قَالَ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ زِيَادٍ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ فَذَكَرَ بِاِسْنَادِهِ نَحْوَهُ .

৫৩৯. সুলায়মান ইব্‌ন শু'আইব (র).... সালামা ইব্‌ন কুহায়ল (র) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٥٤٠– حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَجَّاجِ قَالَ ثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ ثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ ثَنَا حَمَّادٌ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ عِكْرَمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مِثْلَهُ .

৫৪০. মুহাম্মদ ইব্‌ন হাজ্জাজ (র) ও ইব্‌ন খুযায়মা (র)..... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

٥٤١- حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّيْرَفِيُّ قَالَ ثَنَا مُسْلِمُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ ثَنَا هَمَّامٌ قَالَ ثَنَا قَتَادَةُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّهُ كَانَ يَقْرَأُ حِزْبَهُ وَهُوَ مُحْدِثٌ .

৫৪১. ইবরাহীম ইব্‌ন মুহাম্মদ সায়রাফী (র)..... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি তাঁর ওয়াযীফা বে-উযূ অবস্থায়ও পড়তেন।

٥٤٢- حَدَّثَنَا ابْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ ثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ ثَنَا حَمَّادٌ قَالَ اَخْبَرَنِى الاَزْرَقُ بْنُ قَيْسٍ عَنْ رَجُلٍ يُقَالُ لَهُ اَبَانُ قَالَ قُلْتُ لاِبْنِ عُمَرَ اِذَا اَهْرَقْتُ الْمَاءَ اَذْكُرُ اللّٰهَ قَالَ اَىُّ شَىْءٍ اِذَا اَهْرَقْتَ الْمَاءَ قَالَ اِذَا بُلْتُ قَالَ نَعَمْ اَذْكُرُ اللّٰهَ .

৫৪২. ইব্‌ন খুযায়মা (র)..... আয্‌রাক ইব্‌ন কায়স (র) আবান নামক এক ব্যক্তি থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি ইব্‌ন উমার (রা)কে জিজ্ঞাসা করেছি, যখন আমি পানি প্রবাহিত করি তখন আল্লাহ্‌র যিকর করতে পারব? তিনি বললেন, পানি প্রবাহিত করার দ্বারা তোমার উদ্দেশ্য কি? তিনি বললেন, যখন আমি পেশাব করি। তিনি বললেনঃ হ্যাঁ আল্লাহ্‌র যিকর কর।

ইমাম তাহাবী (র)-এর যুক্তি

বস্তুত এই ইব্‌ন আব্বাস (রা) ও ইব্‌ন উমার (রা) নবী ﷺ থেকে রিওয়ায়াত করেছেন যে, তিনি হাদাস তথা উযূ ছাড়া অবস্থায় তায়াম্মুম ব্যতীত সালামের উত্তর দেননি। অথচ তাঁরা উভয়ে হাদাস অবস্থায় কুরআন তিলাওয়াত করেছেন। আমাদের মতে এটা ততক্ষণ পর্যন্ত জায়িয হত না, যতক্ষণ না তাঁদের দু'জনের নিকট রহিত করণ সাব্যস্ত হয়েছিল।

এ বিষয়ে কিছু সংখ্যক আলিম তাঁদের দু'জনের অনুসরণ করেছেন ঃ

٥٤٣- حَدَّثَنَا ابْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ ثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ ثَنَا حَمَّادٌ عَنْ حَمَّادٍ الْكُوْفِيِّ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ اَنَّ ابْنَ مَسْعُوْدٍ كَانَ يُقْرِئُ رَجُلاً فَلَمَّا انْتَهٰى اِلٰى شَاطِئِ الْفُرَاتِ كَفَّ عَنْهُ الرَّجُلُ فَقَالَ لَهُ مَا لَكَ قَالَ اَحْدَثْتُ قَالَ اقْرَأْ فَجَعَلَ يَقْرَأُ وَجَعَلَ يَفْتَحُ عَلَيْهِ .

৫৪৩. ইব্‌ন খুযায়মা (র).... ইবরাহীম (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, একবার ইব্‌ন মাসঊদ (রা) জনৈক ব্যক্তিকে কুরআন শিক্ষা দিচ্ছিলেন। যখন তিনি ফুরাতের তীরে পৌঁছালেন সেই ব্যক্তি থেমে গেল। তিনি তাকে বললেন, তোমার কি হয়েছে ? সে বল্‌ল, আমি উযূ বিনষ্ট করে ফেলেছি। তিনি বললেন, পড়, সে পড়তে লাগল এবং তিনি তাকে লোকমা দিতে থাকলেন (অর্থাৎ সংশোধন করতে থাকলেন)।

٥٤٤– حَدَّثَنَا ابْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ ثَنَا حَجَّاجُ قَالَ ثَنَا حَمَّادُ عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ سَلْمَانَ اَنَّهُ اَحْدَثَ فَجَعَلَ يَقْرَأُ فَقِيْلَ لَهُ اَتَقْرَأُ وَقَدْ اَحْدَثْتَ قَالَ نَعَمْ اِنِّي لَسْتُ بِجُنُبٍ .

৫৪৪. ইব্‌ন খুযায়মা (র)... সালমান (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি একবার উযূ নষ্ট করে ফেলেন, তারপর কুরআন পড়তে শুরু করেন। তাঁকে বলা হল, আপনি কুরআন পড়ছেন অথচ উযূ নষ্ট করে ফেলেছেন। তিনি বললেন, হ্যাঁ! আমি জুনুবী (যার উপর গোসল ফরয তেমন) নই।

٥٤٥– حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ شُعَيْبٍ قَالَ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ زِيَادٍ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَأَلْتُ قَتَادَةَ عَنِ الرَّجُلِ يَقْرَأُ الْقُرَاٰنَ وَهُوَ غَيْرُ طَاهِرٍ فَقَالَ سَمِعْتُ سَعِيْدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُوْلُ كَانَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ رُبَمَا قَرَأَ السُّوْرَةَ وَهُوَ غَيْرُ طَاهِرٍ .

৫৪৫. সুলায়মান ইব্‌ন শু'আইব (র).... শু'বা (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি কাতাদা (র) কে এমন ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছি, যে উযূ ব্যতীত কুরআন পড়ছে? তিনি বললেন, আমি সাঈদ ইব্‌ন মুসাইয়াব (র)-কে বলতে শুনেছি ঃ আবূ হুরায়রা (রা) অনেক সময় উযূ ছাড়াও সূরা পড়তেন।

٥٤٦– حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيْرٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ مِثْلَهُ .

৫৪৬. ইব্‌ন মারযূক (র)..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

٥٤٧– حَدَّثَنَا ابْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ ثَنَا حَجَّاجُ قَالَ ثَنَا حَمَّامُ عَنْ قَتَادَةَ فَذَكَرَ بِاِسْنَادِهِ مِثْلَهُ

৫৪৭. ইব্‌ন খুযায়মা(র)..... কাতাদা (র) থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

হাদীসের সঠিক মর্ম

বস্তুত যা কিছু আমরা রিওয়ায়াত করেছি এর সঠিক মর্ম নির্দ্ধারণ দ্বারা সাব্যস্ত হয়েছে যে, ইব্‌ন আব্বাস (রা) এবং তাঁর অনুসারীদের রিওয়ায়াত রহিত হয়ে গিয়েছে এবং আলী (রা) এর হাদীসের গ্রহণযোগ্যতা সাহাবাদের উক্তি সমূহ দ্বারা আরো সুদৃঢ় হয়েছে। আমরাও এটাকেই গ্রহণ করি এবং জুনুবী ও ঋতুবতী মহিলার জন্য পূর্ণ আয়াত পড়াকে মাক্‌রূহ (হারাম) মনে করি। তবে আমরা (শুধু উযূ ছাড়া ব্যক্তির জন্য এ ব্যাপারে কোন অসুবিধা মনে করি না, আর আল্লাহ্‌র যিক্‌র করার ব্যাপারে কারো জন্য কোন অসুবিধা মনে করিনা। উমার ইব্‌ন খাত্তাব (রা) থেকেও জুনুবীর জন্য কুরআন পড়া নিষিদ্ধ হওয়া সম্পর্কে বর্ণিত আছে, যা আমাদের বক্তব্যের অনুকূলে ঃ

٥٤٨– حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّيْرَفِيُّ قَالَ ثَنَا عَبْدُاللّٰهِ بْنُ رَجَاءٍ قَالَ ثَنَا زَائِدَةُ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ شَقِيْقٍ عَنْ عُبَيْدَةَ قَالَ كَانَ عُمَرُيُكْرَهُ اَنْ يَقْرَأَ الْقُرْاٰنَ وَهُوَ جُنُبٌ .

৫৪৮. ইবরাহীম ইব্ন মুহাম্মদ সায়রাফী (র).... উবায়দা (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন ঃ উমার (রা) জানাবাত অবস্থায় কুরআন পড়াকে মাকরূহ মনে করতেন।

٥٤٩– حَدَّثَنَا فَهْدٌ قَالَ ثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ قَالَ ثَنَا اَبِىْ قَالَ ثَنَا الْاَعْمَشُ فَذَكَرَ مِثْلَهُ بِاِسْنَادِهِ .

৫৪৯. ফাহাদ (র).... আ'মাশ (র) থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

ইমাম তাহাবী (র)-এর অভিমত

বস্তুত এটা আমাদের মতে ইব্ন আব্বাস (রা)-এর বক্তব্য অপেক্ষা উত্তম। যেহেতু এটা তার অনুকূলে রয়েছে, যা আমরা আলী ইব্ন আবী তালিব (রা), ইব্ন উমার (রা), আবূ মূসা (রা) ও মালিক ইব্ন উবাদা (রা)-এর হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে রিওয়ায়াত করেছি। আর এটাই ইমাম আবূ হানীফা (র), ইমাম আবূ ইউসুফ (র) ও ইমাম মুহাম্মদ ইব্নুল হাসান (র) এর অভিমত।

ইব্ন আব্বাস (রা) থেকেও এমন হাদীস বর্ণিত আছে, যা নাফি' (র)-এর রিওয়ায়াতের বিরুদ্ধে প্রমাণ বহন করে, যা তিনি মুহাম্মদ ইব্ন সাবিত (র)-এর হাদীসে ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। আমাদের এই গ্রন্থে ইতিপূর্বে এর আলোচনা করা হয়েছে।

٥٥٠– حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ خَرَجَ مِنَ الْخَلَاءِ فَطَعِمَ فَقِيْلَ لَهُ اَلاَ تَتَوَضَّأُ فَقَالَ اِنِّىْ لاَ اُرِيْدُ اَنْ اُصَلِّىَ فَاَتَوَضَّأُ .

৫৫০. ইউনুস (র).... ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ পায়খানা থেকে বের হওয়ার পর আহার করলেন। তাঁকে বলা হল, আপনি কি উযূ করবেন না? তিনি বললেন ঃ আমি তো সালাত আদায়ের ইচ্ছা পোষণ করছি না যে, উযূ করব।

٥٥١– حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ عَاصِمٍ قَالَ ثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ سَعِيْدُ بْنُ الْحُوَيْرِثِ فَذَكَرَ مِثْلَهُ بِاِسْنَادِهِ .

৫৫১. আবূ বাকরা (র)..... সাঈদ ইব্ন হুয়াইরিস (র) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٥٥٢– حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَالِ قَالَ ثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ ثَنَا رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَمْرِوبْنِ دِيْنَارٍ فَذَكَرَ مِثْلَهُ بِاِسْنَادِهِ .

৫৫২. ইব্ন আবী দাউদ (র).... আমর ইব্ন দীনার (র) থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

٥٥٣– حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَجَّاجِ قَالَ ثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ عَمْرٍو مِثْلَهُ بِاِسْنَادِهِ .

৫৫৩. মুহাম্মদ ইব্ন হাজ্জাজ (র).... আমর (র) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

বিশ্লেষণ

আপনারা কি দেখতে পাচ্ছেন না যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে যখন বলা হল ঃ আপনি কি উযূ করবেন না? তিনি বলেছেন ঃ আমি যখন সালাতের ইচ্ছা পোষণ করি তখন উযূ করি। সুতরাং তিনি ব্যক্ত করে দিয়েছেন যে, সালাতের জন্য উযূর ইচ্ছা পোষণ করা হয়ে থাকে, যিকরের জন্য নয়। অতএব এই রিওয়ায়াত সেই রিওয়ায়াত সমূহের পরিপন্থী, যা আমরা ইব্ন আব্বাস (রা) সূত্রে এই অনুচ্ছেদের শুরুতে রিওয়ায়াত করে এসেছি এবং এটা সর্বাপেক্ষা উত্তম। যেহেতু ইব্ন আব্বাস (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর ইন্তিকালের পরে এর উপর আমল করেছেন। বস্তুত এর উপর তার আমল করাতে প্রমাণ বহন করে যে, এটা রহিতকারী। যদি এ মতের বিরোধী কোন ব্যক্তি এর পরিপন্থী নিম্নোক্ত রিওয়ায়াত পেশ করে, যেমন ঃ

٥٥٤– حَدَّثَنَا فَهْدٌ قَالَ ثَنَا اَحْمَدُ بْنُ يُوْنُسَ قَالَ اَنَا زُهَيْرٌ قَالَ ثَنَا جَابِرٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْاَسْوَدِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَا اَتٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْخَلَاءَ اِلاَّ تَوَضَّأَ حِيْنَ يَخْرُجُ مِنْهُ وَضُوْءَهُ لِلصَّلٰوةِ .

৫৫৪. ফাহাদ (র).... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ পায়খানা থেকে বের হওয়ার পরে সালাতের উযূর ন্যায় উযূ করতেন।

তাঁরা বলেছেন ঃ বস্তুত এই হাদীস আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত হাদীসের রহিত হওয়ার প্রমাণ বহন করে। আপনারা রিওয়ায়াত করেছেন যে, "রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সর্বাবস্থায় আল্লাহ্র যিক্র করতেন।"

উত্তরে তাকে বলা হবে ঃ তাতে তোমাদের উল্লিখিত বিষয়ের কোন প্রমাণ নেই। যেহেতু সম্ভাবনা আছে যে, তিনি সর্বাবস্থায় অর্থাৎ তাহারাত (পবিত্র) ও হাদাস (উযূ ছাড়া) অবস্থায় আল্লাহ্র যিক্র করতেন। এভাবে আর হাদীস সমূহের মাঝে বৈপরিত্য থাকে না। এতদসত্ত্বেও ইব্ন আব্বাস (রা)-এর রিওয়ায়াত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ "আমি সালাতের ইচ্ছা পোষণকালে উযূ করি" তার পরিপন্থী। এতে প্রমাণিত হয় যে, তিনি শুধুমাত্র সালাতের ইচ্ছা পোষণকালে উযূ করতেন। সুতরাং এটারও সম্ভাবনা আছে যে, আয়েশা (রা) যে উল্লেখ করেছেন যে, তিনি পায়খানা থেকে বের হওয়ার পর উযূ করেছেন, তা ছিল তাঁর সালাতের ইচ্ছা পোষণ কালে, পায়খানা থেকে বের হওয়ার কারণে নয়। আবার এটাও হতে পারে, তিনি উল্লিখিত আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বেকার আমলের সংবাদ দিয়েছেন, আর খালিদ ইব্ন সালামা (র)-এর রিওয়ায়াতে রয়েছে তাঁর সেই আমলের সংবাদ, যা তিনি আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পরে করতেন। ফলে তাঁর (আয়েশা রা) থেকে বর্ণিত হাদীস এবং অন্যদের থেকে বর্ণিত হাদীসের মাঝে সামঞ্জস্য বিধান হয়ে যায়, কোনরূপ বৈপরিত্য থাকে না।

١٨– بَابُ حُكْمِ بَوْلِ الْغُلَامِ وَالْجَارِيَةِ قَبْلَ اَنْ يَاْكُلَا الطَّعَامَ

১৮. অনুচ্ছেদ ঃ দুগ্ধ পোষ্য ছেলে এবং মেয়ের পেশাবের বিধান

٥٥٥– حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ قَالَ ثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ اَبِيْ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَبِيْ حَرْبِ بْنِ اَبِي الْاَسْوَدِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَلِيٍّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ اَنَّهُ قَالَ فِي الرَّضِيْعِ يُغْسَلُ بَوْلُ الْجَارِيَةِ وَيُنْضَحُ بَوْلُ الْغُلَامِ .

৫৫৫. আহমদ ইব্‌ন দাউদ (র).... আলী (রা) এর বরাতে নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি দুগ্ধপোষ্য শিশুর ব্যাপারে বলেছেন ঃ দুগ্ধপোষ্য মেয়ের পেশাব ধৌত করতে হবে, আর দুগ্ধ পোষ্য ছেলের পেশাবে পানি ছিটিয়ে দিতে হবে।

٥٥٦- حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِيْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا اَبُو الْوَلِيْدِ قَالَ ثَنَا اَبُو الْاَحْوَصِ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ قَابُوْسَ بْنِ الْمُخَارِقِ عَنْ لُبَابَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ اَنَّ الْحُسَيْنَ بْنَ عَلِيٍّ بَالَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقُلْتُ اَعْطِنِيْ ثَوْبَكَ اَغْسِلْهُ فَقَالَ اِنَّمَا يُغْسَلُ مِنَ الْاُنْثٰى وَيُنْضَحُ مِنْ بَوْلِ الذَّكَرِ .

৫৫৬. ইব্‌ন আবী দাউদ (র).... লুবাবা বিন্‌ত হারিস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, একবার হুসাইন ইব্‌ন আলী (রা) নবী ﷺ-এর শরীরে পেশাব করে দেন। আমি বললাম, আপনার কাপড়খানা আমাকে দিন, তা ধৌত করে দিব। তিনি বললেন ঃ দুগ্ধপোষ্য মেয়ের পেশাব ধৌত করতে হয় এবং দুগ্ধপোষ্য ছেলের পেশাবে পানি ছিটিয়ে দিতে হয়।

٥٥٧- حَدَّثَنَا فَهْدٌ قَالَ ثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ قَالَ ثَنَا اَبُو الْاَحْوَصِ فَذَكَرَ مِثْلَهُ بِاِسْنَادِهِ .

৫৫৭. ফাহাদ (র).... আবুল আহওয়াস (র) থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

٥٥٨- حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ اَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ مَالِكٌ وَاللَّيْثُ وَعَمْرُو يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ اُمِّ قَيْسٍ بِنْتِ مِحْصَنٍ اَنَّهَا اَتَتْ بِابْنٍ لَهَا لَمْ يَاْكُلِ الطَّعَامَ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَاَجْلَسَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِىْ حَجْرِهِ فَبَالَ عَلٰى ثَوْبِهِ فَدَعَا بِمَاءٍ فَنَضَحَهُ لَمْ يَغْسِلْهُ .

৫৫৮. ইউনুস (র)..... উম্মু কায়স বিন্‌ত মিহসান (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি একবার তাঁর দুগ্ধপোষ্য পুত্রকে নিয়ে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর দরবারে উপস্থিত হলেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাকে কোলে বসালেন। তারপর সে তাঁর কাপড়ে পেশাব করে দিল। তিনি পানি চেয়ে এনে তাতে ছিটিয়ে দিলেন; কিন্তু তা ধৌত করেন নি।

٥٥٩- حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ فَذَكَرَ مِثْلَهُ بِاِسْنَادِهِ .

৫৫৯. ইউনুস (র)..... যুহ্‌রী (র) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٥٦٠- حَدَّثَنَا ابْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ رَجَاءٍ قَالَ اَنَا زَائِدَةُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اُتِيَ النَّبِيُّ ﷺ بِصَبِيٍّ يُحَنِّكُهُ وَيَدْعُوْ لَهُ فَبَالَ عَلَيْهِ فَدَعَا بِمَاءٍ فَنَضَحَهُ وَلَمْ يَغْسِلْهُ

৫৬০. ইব্‌ন খুযায়মা (র)...... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, একবার নবী ﷺ-এর নিকটে একটি শিশুকে নিয়ে আসা হয়, যেন তিনি তাকে 'তাহ্‌নীক' (খেজুর ইত্যাদি চিবিয়ে শিশুর মুখে দেয়া) এবং দু'আ করেন। সে তাঁর গায়ে পেশাব করে দিল। তিনি পানি চেয়ে এনে তাতে ছিটিয়ে দিলেন। কিন্তু তা ধৌত করেন নি।

ইমাম তাহাবী (র)-এর বিশ্লেষণ

ইমাম আবূ জা'ফর তাহাবীর (র) বলেন ঃ একদল আলিম দুগ্ধপোষ্য ছেলে এবং মেয়ের পেশাবের মাঝে পার্থক্য করে বলেছেন ঃ ছেলের পেশাব পাক এবং মেয়ের পেশাব নাপাক।

পক্ষান্তরে অপরাপর আলিমগণ এ বিষয়ে তাঁদের বিরোধিতা করে তাদের উভয়ের (ছেলে-মেয়ে) পেশাবকে অভিন্নভাবে নাপাক সাব্যস্ত করেছেন। তাঁরা বলেছেন, নবী-এর উক্তি "দুগ্ধপোষ্য ছেলের পেশাবে পানি ছিটিয়ে দাও" এতে সম্ভাবনা আছে যে, তিনি ছিটানো দ্বারা তাতে পানি প্রবাহিত করা বুঝিয়েছেন। আরবগণ একে ছিটানো দ্বারা ব্যক্ত করে। এ থেকেই নবী ﷺ-এর উক্তি এসেছে ঃ "আমি এরূপ একটি নগরী সম্পর্কে অবহিত আছি, সমুদ্রের ঢেউ যার তীরে আছড়িয়ে পড়ে।" বস্তুত এখানে النضح। দ্বারা ছিটানো বুঝানো হয়নি, বরং পানি এর তীরে মিলিত হয়ে যায়, একথা বুঝিয়েছেন।

ফকীহদের মত

ফকীহ আলিমগণ বলেছেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ উভয়ের মাঝে পার্থক্য এজন্য করেছেন যে, দুগ্ধপোষ্য ছেলের পেশাব নির্গত হওয়ার স্থান সংকীর্ণ হওয়ার কারণে একস্থানে পতিত হয়; পক্ষান্তরে মেয়ের পেশাব নির্গত হওয়ার স্থান প্রশস্ত হওয়ার কারণে বিক্ষিপ্তভাবে পতিত হয়। সুতরাং তিনি (সা) দুগ্ধপোষ্য ছেলের পেশাবের ব্যাপারে পানি ছিটানোর নির্দেশ দিয়েছেন এবং এতে তাঁর উদ্দেশ্য ছিল এক স্থানে পানি ঢালা। আর দুগ্ধপোষ্য মেয়ের পেশাবকে ধৌত করার দ্বারা তাঁর উদ্দেশ্য ধারাবাহিক পানি ঢালা। যেহেতু তা বিভিন্ন স্থানে পতিত হয়। এতে এমন সম্ভাবনা রয়েছে যা আমরা উল্লেখ করেছি।

কতেক পূর্ববর্তী মনীষীদের এরূপ উক্তি বর্ণিত আছে, যা এর সপক্ষে প্রমাণ বহন করে ঃ তা থেকে কিছু নিম্নরূপ ঃ

٥٦١– حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ ثَنَا حَجَّاجُ قَالَ ثَنَا حَمَّادُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ اَنَّهُ قَالَ الرَّشُّ بِالرَّشِّ وَالصَّبُّ بِالصَّبِّ مِنَ الاَبْوَالِ كُلِّهَا .

৫৬১. মুহাম্মদ ইব্‌ন খুযায়মা (র).... সাঈদ ইব্‌ন মুসাইয়াব (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন ঃ সমস্ত পেশাবে ছিটানোর সঙ্গে ছিটানো এবং প্রবাহিত করার সঙ্গে প্রবাহিত করা।

٥٦٢– حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ ثَنَا حَجَّاجُ قَالَ ثَنَا حَمَّادُ عَنْ حُمَيْدٍ عَنِ الْحَسَنِ اَنَّهُ قَالَ بَوْلُ الْجَارِيَةِ يُغْسَلُ غَسْلاً وَبَوْلُ الْغُلاَمِ يُتَتَبَّعُ بِالْمَاءِ .

৫৬২. মুহাম্মদ ইব্‌ন খুযায়মা (র).... হাসান (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, দুগ্ধপোষ্য মেয়ের পেশাব উত্তমরূপে ধৌত করতে হবে এবং দুগ্ধপোষ্য ছেলের পেশাবে ধারাবাহিকভাবে পানি ঢালতে হবে।

বিশ্লেষণ

আপনারা কি দেখতে পাচ্ছেন না যে, সাঈদ (র) শিশু এবং অন্যদের সমস্ত পেশাবের অভিন্ন বিধান সাব্যস্ত করেছেন। এর থেকে যা ছিটানো অবস্থায় হবে তা পানি ছিটানো দ্বারা পাক হয়ে যাবে। এবং যা প্রবাহিত হওয়ার অবস্থায় হবে তা পানি প্রবাহিত করার দ্বারা পাক হয়ে যাবে। এই অর্থ নয় যে, তাঁর নিকট কিছু (পেশাব) পাক এবং কিছু নাপাক। বরং তাঁর নিকট সমস্ত (পেশাব) নাপাক। তবে তিনি নির্গত হওয়ার স্থান সংকীর্ণ এবং প্রশস্ত হওয়ার কারণে এর অপবিত্রতা থেকে পবিত্রতা অর্জনের পদ্ধতিগত পার্থক্য বর্ণনা করেছেন।

তারপর আমরা ইচ্ছা পোষণ করেছি যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণিত হাদীস সমূহ দেখব, তাতে কি এরূপ কোন রিওয়ায়াত আছে, যা আমাদের উল্লিখিত ব্যাখ্যার স্বপক্ষে প্রমাণ বহন করে। এতে আমরা নিম্নোক্ত রিওয়ায়াতসমূহ লক্ষ্য করেছি ঃ

٥٦٣– فَاِذَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ يُوْنُسَ قَدْ حَدَّثَنَا قَالَ ثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُؤْتٰى بِالصِّبْيَانِ فَيَدْعُوْ لَهُمْ فَاُتِىَ بِصَبِيٍّ مَرَّةً فَبَالَ عَلَيْهِ فَقَالَ صُبُّوْا عَلَيْهِ الْمَاءَ صَبًّا .

৫৬৩. মুহাম্মদ ইব্ন আমর ইব্ন ইউনুস (র).... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর দরবারে শিশুদের আনা হত এবং তিনি তাদের জন্য দু'আ করতেন। একবার একটি শিশু আনা হয় এবং সে তাঁর গায়ে পেশাব করে দেয়। তিনি বললেন ঃ তোমরা এর উপর খুব ভালভাবে পানি ঢেলে দাও।

٥٦٤– حَدَّثَنَا رَبِيْعُ قَالَ ثَنَا اَسَدُ قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَازِمٍ فَذَكَرَ بِاِسْنَادِهِ مِثْلَهُ .

৫৬৪. রবী' (র)..... মুহাম্মদ ইব্ন হাযিম (র) থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

٥٦٥– حَدَّثَنَا رَبِيْعُ الْمُؤَذِّنُ قَالَ ثَنَا اَسَدُ قَالَ ثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ اُتِىَ بِصَبِيٍّ فَبَالَ عَلَيْهِ فَاَتْبَعَهُ الْمَاءَ وَلَمْ يَغْسِلْهُ .

৫৬৫. রবী'উল মুয়ায্যিন (র)..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী ﷺ-এর খিদমতে একটি শিশুকে নিয়ে আসা হয় সে তাঁর শরীরে পেশাব করে দেয়। তিনি তাতে পানি ঢেলে দিলেন এবং তা ধৌত করেননি।

٥٦٦– حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ اَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَنَّ مَالِكًا حَدَّثَهُ عَنْ هِشَامٍ فَذَكَرَ بِاِسْنَادِهِ مِثْلَهُ غَيْرَ اَنَّهُ لَمْ يَقُلْ وَلَمْ يَغْسِلْهُ .

৫৬৬. ইউনুস (র).... হিশাম (র) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। কিন্তু তিনি "তা ধৌত করেননি" শব্দমালা বলেন নি।

ব্যাখ্যা

বস্তুত পানি ঢালার বিধান তা-ই, যা ধৌত করার বিধান। তুমি কি দেখতে পাচ্ছ না, যদি কোন ব্যক্তির কাপড়ে পায়খানা লাগে, এরপর তাতে পানি ঢেলে দেয় এবং তা বিদূরিত হয়ে যায় তাহলে তার কাপড় পাক হয়ে যাবে। এই হাদীসটি যায়দা (র) হিশাম ইব্ন উরওয়া (র) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন ঃ তিনি পানি চেয়ে এনে তাতে ছিটিয়ে দেন। মালিক (র), আবূ মুআবিয়া (র) ও আবদা (র) হিশাম ইব্ন উরওয়া (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি পানি চেয়ে এনে তাতে ঢেলে দেন। এতে প্রমাণিত হয় যে, তাঁদের নিকট ছিটানো দ্বারা পানি ঢালা-ই বুঝানো হয়েছে।

٥٦٧- حَدَّثَنَا فَهْدٌ قَالَ ثَنَا اَحْمَدُ بْنُ يُوْنُسَ قَالَ ثَنَا قَالَ ثَنَا اَبُوْ شِهَابٍ عَنِ ابْنِ اَبِىْ لَيْلٰى عَنْ عِيْسٰى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِىْ لَيْلٰى عَنْ اَبِىْ لَيْلٰى قَالَ كُنْتُ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَجِيْءَ بِالْحَسَنِ فَبَالَ عَلَيْهِ فَاَرَادَ الْقَوْمُ اَنْ يُعَجِّلُوْهُ فَقَالَ ابْنِىْ ابْنِىْ فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ بَوْلِهِ صَبَّ عَلَيْهِ الْمَاءَ .

৫৬৭. ফাহাদ (র)..... আবদুর রহমান ইব্ন লায়লা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর খিদমতে উপস্থিত ছিলাম, এমন সময় হাসান (রা)-কে নিয়ে আসা হয়। তিনি তাঁর শরীরে পেশাব করেছেন। এতে লোকেরা (তাঁকে উঠানোর জন্য) তাড়াহুড়া করল। তিনি বললেন ঃ আমার বংশধর (দৌহিত্র) কে ছেড়ে দাও, আমার বংশধরকে (দৌহিত্র) ছেড়ে দাও। যখন তিনি পেশাব শেষ করলেন তখন তাতে পানি ঢেলে দিলেন।

٥٦٨- حَدَّثَنَا فَهْدٌ قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ اَنَا وَكِيْعٌ عَنِ ابْنِ اَبِىْ لَيْلٰى فَذَكَرَ مِثْلَهُ بِاِسْنَادِهِ

৫৬৮. ফাহাদ (র).... ইব্ন আবী লায়লা (র) থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

٥٦٩- حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا يَحْيَى بْنُ صَالِحٍ قَالَ ثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عِيْسٰى عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِىْ لَيْلٰى عَنْ اَبِيْهِ قَالَ كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَعَلٰى بَطْنِهِ اَوْ عَلٰى صَدْرِهِ حَسَنٌ اَوْ حُسَيْنٌ فَبَالَ عَلَيْهِ حَتّٰى رَأَيْتُ بَوْلَهُ اَسَارِيْعَ فَقُمْنَا اِلَيْهِ فَقَالَ دَعُوْهُ فَدَعَا بِمَاءٍ فَصَبَّهُ عَلَيْهِ .

৫৬৯. ইব্ন আবী দাঊদ (র) আবদুর রহমান ইব্ন আবী লায়লা তাঁর পিতা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, একবার আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট বসা ছিলাম। এমতাবস্থায় তাঁর কোলে অথবা বুকে হাসান (রা) অথবা হুসাইন (রা) ছিলেন। তিনি তাঁর উপর পেশাব করে দিলেন। এমনকি আমি দেখেছি তার পেশাব দ্রুত বয়ে যাচ্ছিল। আমি তাঁর দিকে উঠে দাঁড়ালাম। তিনি বললেন, তাকে ছেড়ে দাও। তারপর তিনি পানি চেয়ে এনে তার উপর ঢেলে দিলেন।

٥٧٠- حَدَّثَنَا فَهْدٌ قَالَ ثَنَا اَبُوْ غَسَّانٍ قَالَ ثَنَا شَرِيْكٌ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ قَابُوْسَ عَنْ اُمِّ الْفَضْلِ قَالَتْ لَمَّا وُلِدَ الْحُسَيْنُ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَعْطِنِيْهِ اَوِ ادْفَعْهُ اِلَيَّ فَلاَكْفُلْهُ اَوْ اُرْضِعُهُ بِلَبَنِيْ فَفَعَلَ فَاَتَيْتُهُ بِهِ فَوَضَعَهُ عَلٰى صَدْرِهٖ فَبَالَ عَلَيْهِ فَاَصَابَ اِزَارَهُ فَقُلْتُ لَهُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَعْطِنِيْ اِزَارَكَ اَغْسِلْهُ قَالَ اِنَّمَا يُصَبُّ عَلٰى بَوْلِ الْغُلاَمِ وَيُغْسَلُ بَوْلُ الْجَارِيَةِ .

৫৭০. ফাহাদ (র)..... উম্মুল ফযল (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, যখন হুসাইন (রা) জন্মগ্রহণ করেন, আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! তাঁকে আমাকে দান করুন, যেন আমি তার অভিভাবকত্ব গ্রহণ করতে পারি অথবা বলেছেন, আমি তাকে আমার দুগ্ধ পান করাতে পারি। তিনি অনুমতি দিলেন। তারপর আমি তাঁকে (একদিন) নিয়ে এলাম এবং তিনি তাকে তাঁর বুকে নিলেন, শিশুটি তখন পেশাব করেছে, যা তাঁর চাদরে লেগে যায়। আমি বললাম! হে আল্লাহ্র রাসূল! আপনার চাদরটি আমাকে দিন, আমি তা ধৌত করে দিব। তিনি বললেন ঃ দুগ্ধপোষ্য ছেলের পেশাবে পানি ঢেলে দিতে হবে এবং দুগ্ধপোষ্য মেয়ের পেশাব ধৌত করতে হবে।

ইমাম তাহাবী (র)-এর ব্যাখ্যা

ইমাম আবূ জা'ফর তাহাবী (র) বলেছেন ঃ উম্মুল ফযল (রা)-এর এই হাদীসে ব্যক্ত হয়েছে যে, দুগ্ধপোষ্য ছেলের পেশাবে পানি ঢেলে দিতে হবে। পক্ষান্তরে তাঁরই হাদীসে যা আমরা অনুচ্ছেদের শুরুভাগে উল্লেখ করেছি– ব্যক্ত হয়েছে যে, ছেলের পেশাবে পানি ছিটিয়ে দিতে হবে। যখন বিষয়টি এরূপ, যা আমরা উল্লেখ করেছি, তাহলে সাব্যস্ত হল যে, প্রথমোক্ত হাদীসে যে ছিটানোর কথা উল্লেখ রয়েছে তাতে পানি ঢেলে দেয়াই বুঝানো হয়েছে, যা এখানে উল্লেখ করা হয়েছে। এভাবে উভয় হাদীসে বৈপরিত্য থাকে না। আর আবূ লায়লা (রা) থেকে বর্ণিত হাদীসও এর বিরোধী নয়। তিনি নবী ﷺকে দেখছেন যে, তিনি পেশাবে পানি ঢেলেছেন। সুতরাং এই সমস্ত হাদীস দ্বারা সাব্যস্ত হল যে, দুগ্ধপোষ্য ছেলের পেশাবকেও ধৌত করার বিধান। তবে সেই ধৌত করার মধ্যে শুধু পানি প্রবাহিত করে দেয়াই যথেষ্ট এবং দুগ্ধপোষ্য মেয়ের পেশাবকেও ধৌত করার বিধান। তিনি উভয়ের মাঝে (বিধান বর্ণনা করতে গিয়ে) শাব্দিক পার্থক্য করেছেন, যদিও উভয়টি অর্থগতভাবে অভিন্ন। উক্ত পার্থক্যের কারণ পেশাব বের হওয়ার স্থান সংকীর্ণ এবং প্রশস্ত হওয়া, যা আমরা উল্লেখ করেছি। বস্তুত এটাই হচ্ছে হাদীস সমূহ বর্ণনার নিরিখে এই অনুচ্ছেদের বিশ্লেষণ।

ইমাম তাহাবী (র) এর যুক্তি-ভিত্তিক প্রমাণ

অতএব যুক্তির নিরিখে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের বর্ণনা নিম্নরূপ ঃ আমরা লক্ষ্য করছি যে, দুগ্ধপোষ্য ছেলে এবং মেয়ে আহার শুরু করার পর তাদের উভয়ের পেশাবের বিধান অভিন্ন। সুতরাং যুক্তির দাবি হচ্ছে যে, উভয়ে আহার শুরু করার পূর্বে (দুগ্ধপোষ্য অবস্থায়) ও উভয়টি অভিন্ন হবে। যেহেতু দুগ্ধপোষ্য মেয়ের পেশাব নাপাক, তাই দুগ্ধপোষ্য ছেলের পেশাবও নাপাক। আর এটাই ইমাম আবূ হানীফা (র), ইমাম আবূ ইউসুফ (র) ও ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর অভিমত।

١٩- بَابُ الرَّجُلِ لاَ يَجِدُ اِلاَّ نَبِيْذَ التَّمْرِ هَلْ يَتَوَضَّأُ بِهِ اَوْ يَتَيَمَّمُ

১৯. অনুচ্ছেদ ঃ যার নিকট শুধু খেজুরের নবীয (ভিজানো পানি) রয়েছে সে এর দ্বারা উযূ করবে, না তায়াম্মুম করবে

٥٧١- حَدَّثَنَا رَبِيْعُ الْمُؤَذِّنُ قَالَ ثَنَا اَسَدُ قَالَ ثَنَا ابْنُ لَهِيْعَةَ قَالَ ثَنَا قَيْسُ بْنُ الْحَجَّاجِ عَنْ حَنَشٍ الصَّنْعَانِيِّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ ابْنَ مَسْعُوْدٍ خَرَجَ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ لَيْلَةَ الْجِنِّ فَسَاَلَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَمَعَكَ يَا اِبْنَ مَسْعُوْدٍ مَاءٌ قَالَ مَعِى نَبِيْذٌ فِى اِدَاوَتِى فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اُصْبُبْ عَلَىَّ فَتَوَضَّأَ بِهِ وَقَالَ شَرَابٌ وَّطَهُوْرٌ .

৫৭১. রবী'উল মুয়ায্যিন (র)..... ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, উব্ন মাসঊদ (রা) জিন-রাতে (যে রাতে জিনদের দীনের দাওয়াত দেন) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সঙ্গে গিয়েছিলেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, হে ইব্ন মাসঊদ, তোমার নিকট পানি আছে? তিনি বললেন, আমার পাত্রে শুধু নবীয (খেজুর ভিজানো পানি) আছে। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, আমাকে ঢেলে দাও। তারপর তিনি এর দ্বারা উযূ করলেন এবং বললেন ঃ (এটা) পানীয় এবং পবিত্রকারী।

٥٧٢- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ عُمَرَ الْحَوْضِىُّ قَالَ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ اَخْبَرَنِى عَلِىُّ بْنُ زَيْدِ بْنِ جُدْعَانَ عَنْ اَبِى رَافِعٍ مَوْلٰى عُمَرَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ اَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ لَيْلَةَ الْجِنِّ وَاَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ احْتَاجَ اِلٰى مَاءٍ يَتَوَضَّأُ بِهِ وَلَمْ يَكُنْ مَعَهُ اِلاَّ النَّبِيْذُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ تَمْرَةٌ طَيِّبَةٌ وَمَّاءٌ طَهُوْرٌ فَتَوَضَّأَ بِهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ .

৫৭২. আবূ বাক্রা (র).... উমার (রা) এর আযাদকৃত গোলাম আবূ রাফি' (র) আবদুল্লাহ ইব্ন মাসঊদ (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি জিন-রাতে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সঙ্গে ছিলেন। একপর্যায়ে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ পানির প্রয়োজনীয়তা অনুভব করলেন, যাতে এর দ্বারা উযূ করতে পারেন। তাঁর সঙ্গে শুধুমাত্র (খেজুরের) নবীয ছিল রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ খেজুর পবিত্র, পানিও পাক। তারপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তা দিয়ে উযূ করলেন।

ইমাম তাহাবী (র)-এর ভাষ্য

ইমাম আবূ জা'ফর তাহাবী (র) বলেন ঃ একদল আলিম এ মত গ্রহণ করেছেন যে, কোন ব্যক্তি যদি সফরে খেজুরের নবীয (ভিজানো পানি) ব্যতীত কিছু না পায় তাহলে সে এর দ্বারা উযূ করবে। তাঁরা এই বিষয়ে এই সমস্ত হাদীস দ্বারা প্রমাণ পেশ করেছেন। এ মত যারা পোষণ করেছেন, ইমাম আবূ হানীফা (র) তাঁদের অন্যতম।

পক্ষান্তরে এ বিষয়ে অপরাপর আলিমগণ তাদের বিরোধিতা করে বলেছেন ঃ খেজুরের নবীয দ্বারা উযূ করবে না। কোন ব্যক্তি যদি অন্য কিছু না পায় তাহলে সে তায়াম্মুম করবে, এর দ্বারা উযূ করবেনা। এমত পোষণকারীদের মধ্যে ইমাম আবূ ইউসুফ (র) অন্যতম।

প্রথমোক্ত মত পোষণকারীদের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় দলের প্রমাণ ঃ আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসউদ (র) এর হাদীস যা আমরা অনুচ্ছেদের শুরুভাগে তাঁরই সূত্রে এরূপ যে পদ্ধতিতে উল্লেখ করেছি তা তাদের মতে প্রমাণ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না, যারা খবরে ওয়াহিদকে গ্রহণ করেন। যেহেতু রাবী সুস্পষ্টরূপে বর্ণনা করেন নি। মুতাওয়াতির পদ্ধতিতে বর্ণিত রিওয়ায়াত হলে তা গ্রহণযোগ্য হত। সুতরাং এই রিওয়ায়াত মুতাবিক আমল করা উভয় দলের নিকট বাধ্যতামূলক নয়। উপরন্তু আবূ উবায়দা ইব্ন আব্দিল্লাহ্ (র) থেকে যা বর্ণিত আছে, সে অনুযায়ী বুঝা যাচ্ছে যে, উক্ত রাতে আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসউদ (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এর সঙ্গে ছিলেন না।

٥٧٣– حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ قَالَ ثَنَا غُنْدَرُ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ قَالَ قُلْتُ لِاَبِىْ عُبَيْدَةَ اَكَانَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْعُودٍ مَّعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ لَيْلَةَ الْجِنِّ فَقَالَ لاَ .

৫৭৩. ইব্ন আ'বী দাঊদ (র).... আমর ইব্ন মুররা (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছে, আমি আবূ উবায়দা (র) কে বললাম, আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসউদ (রা) জিন-রাতে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সঙ্গে ছিলেন? তিনি বললেন, না (ছিলেন না)।

٥٧٤– حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوقٍ قَالَ ثَنَا وَهْبُ عَنْ شُعْبَةَ فَذَكَرَ مِثْلَهُ بِاِسْنَادِهِ .

৫৭৪. ইব্ন মারযূক (র).... ওহাব (র) শু'বা (র) থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

বিশ্লেষণ

যখন আবূ উবায়দা (র) তাঁর পিতা সেই রাতে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সঙ্গী হওয়ার বিষয়টি অস্বীকার করেছেন, আর এটা এরূপ বিষয়, যা এরূপ ব্যক্তিত্বের (পুত্রের) কাছে গোপন থাকতে পারে না। সুতরাং এ বিষয়ে অন্যদের রিওয়ায়াত বাতিল হয়ে গেল, যাতে বলা হয়েছে যে, নবী রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সেই রাতে উক্ত আমল করেছেন। যেহেতু তিনি (আবদুল্লাহ্ রা) তাঁর সঙ্গে ছিলেন।

যদি কোন প্রশ্ন উত্থাপনকারী প্রশ্ন উত্থান করে বলে যে, প্রথমোক্ত রিওয়ায়াতসমূহ এটা অপেক্ষা উত্তম। যেহেতু তা হচ্ছে 'মুত্তাসিল' এবং এটা হচ্ছে 'মুনকাতি'। কারণ আবূ উবায়দা (র) তাঁর পিতা থেকে কিছু শুনেন নি।

তাকে উত্তরে বলা হবে ঃ বস্তুত আমরা আবূ উবায়দা (র)-এর বক্তব্য দ্বারা এদিক দিয়ে প্রমাণ পেশ করিনি। বরং আমরা এর দ্বারা এজন্য প্রমাণ পেশ করেছি যে, তাঁর মত এরূপ ব্যক্তিত্ব যিনি জ্ঞানের দিক দিয়ে অগ্রণী, আবদুল্লাহ্ (রা)-এর সঙ্গে তাঁর নৈকট্য, এবং তাঁর সঙ্গে তিনি বিশেষ মেলামেশার সম্পর্ক রাখতেন। তাঁর কাছে এরূপ বিষয় গোপন থাকতে পারে না। আমরা এদিক দিয়ে তাঁর থেকে প্রমাণ পেশ করেছি, সেই দিক দিয়ে নয়, যেভাবে তোমরা প্রশ্ন উত্থান করেছ।

আমরা আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসঊদ (রা) থেকে তাঁর বক্তব্য মুত্তাসিল সনদের সাথেও রিওয়ায়াত করেছি, যা আবূ উবায়দা (র)-এর বক্তব্যের অনুকূলে রয়েছে।

٥٧٥ - حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِيْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ قَالَ ثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ خَالِدِ الْحَذَّاءِ عَنْ اَبِيْ مَعْشَرٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ لَمْ اَكُنْ مَّعَ النَّبِيِّ ﷺ لَيْلَةَ الْجِنِّ وَلَوَدِدْتُ اَنِّيْ كُنْتُ مَعَهُ .

৫৭৫. ইব্ন আবী দাঊদ (র)...... আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন ঃ আমি জিন-রাতে নবী ﷺ-এর সঙ্গে ছিলাম না। অথচ আমার আকাঙ্খা ছিল যে, আমি যদি তাঁর সঙ্গে থাকতাম!

٥٧٦ - حَدَّثَنَا رَبِيْعُ الْمُؤَذِّنُ قَالَ ثَنَا اَسَدُ قَالَ ثَنَا يَحْيَ بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ اَبِيْ زَائِدَةَ قَالَ ثَنَا دَاوُدَ بْنُ اَبِيْ هِنْدٍ عَنْ عَامِرٍ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ سَئَلْتُ ابْنَ مَسْعُوْدٍ هَلْ كَانَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ لَيْلَةَ الْجِنِّ اَحَدٌ فَقَالَ لَمْ يُصَحِّبْهُ مِنَّا اَحَدٌ وَلٰكِنْ فَقَدْنَاهُ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَقُلْنَا اسْتُطِيْرَ اَوِ اغْتِيْلَ فَتَفَرَّقْنَا فِى الشِّعَابِ وَالْاَوْدِيَةِ نَلْتَمِسُهُ وَبِتْنَا بِشَرِّ لَيْلَةٍ بَاتَ بِهَا قَوْمٌ نَقُوْلُ اسْتُطِيْرَ اَمْ اُغْتِيْلَ فَقَالَ اِنَّهُ اَتَانِيْ دَاعِيَ الْجِنِّ فَذَهَبْتُ اُقْرِئُهُمُ الْقُرْاٰنَ فَاَرَانَا اٰثَارَهُمْ .

৫৭৬. রবী'উল মুয়ায্যিন (র)..... আলকামা (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি ইব্ন মাসঊদ (রা) কে জিজ্ঞাসা করেছি যে, জিন-রাতে নবী ﷺ-এর সঙ্গে কেউ ছিল? তিনি বললেন ঃ আমাদের থেকে কেউ তাঁর সঙ্গে ছিলেন না। কিন্তু আমরা এক রাতে তাঁকে পাচ্ছিলাম না। এতে আমরা বললাম, সম্ভবত তাঁকে কেউ উড়িয়ে নিয়ে গেছে অথবা তাঁকে কোন ধোঁকা দেয়া হয়েছে। তারপর আমরা তাঁর খোঁজে গিরিপথে এবং উপত্যাকায় ছড়িয়ে পড়লাম এবং আমরা নিতান্ত খারাপ রাত অতিবাহিত করলাম। লোকেরা রাতব্যাপী বলতে লাগল যে, তাকে উড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে কিংবা তাঁকে ধোঁকা দেয়া হয়েছে। (এরপর তিনি ফিরে আসার পর) বললেন ঃ আমার নিকট জিনদের দূত এসেছিল, আমি তাদেরকে কুরআন শিক্ষা দেয়ার জন্য গিয়েছিলাম। তিনি আমাদেরকে তাদের নিদর্শনাদিও দেখিয়ে দেন।

ইমাম তাহাবী (র)-এর বিশ্লেষণ

বস্তুত এই আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসঊদ (রা) জিনরাতে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সঙ্গে থাকার বিষয়টি অস্বীকার করেছেন। যদি এ বিষয়টিকে সনদের বিশুদ্ধ পদ্ধতিতে গ্রহণ করা হয়, তাহলে এই হাদীসটি যাতে অস্বীকৃতি রয়েছে-এর সূত্র ও মূল পাঠের (মতনের) সুদৃঢ়তা এবং রাবীদের সাবাত (আদালাত ও স্মৃতিশক্তি)-এর কারণে সর্বোত্তমরূপে বিবেচিত। আর যদি যুক্তির নিরিখে লক্ষ্য করা হয়, তাহলে আমরা এক ঐকমত্যের নীতি দেখছি যে, কিশমিশের নবীয এবং সিরকা দ্বারা উযূ করা যাবে না। সুতরাং এরই ভিত্তিতে যুক্তির দাবি হচ্ছে যে, খেজুরের নবীয (এর বিধান) ও অনুরূপ হবে।

আলিমদের ঐকমত্য যে, পানি বিদ্যমান থাকা অবস্থায় খেজুরের নবীয দ্বারা উযূ করা যাবে না। যেহেতু তা পানি নয়। সুতরাং যখন পানি থাকা অবস্থায় তা পানির বিধান থেকে বহির্ভূত, তাহলে পানি না থাকা অবস্থায়ও অনুরূপ হবে। আর ইব্ন মাসঊদ (রা)-এর হাদীস, যাতে খেজুরের নবীয দ্বারা উযূ করার বিষয়টি উল্লিখিত আছে; তাতে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তা দ্বারা মুসাফির অবস্থায় নয় বরং মুকীম অবস্থায় উযূ করেছেন। যেহেতু তিনি মক্কা থেকে তাদের (জিনদেরকে দীনের দাওয়াতের) উদ্দেশ্যে বের হয়ে গিয়েছিলেন। তাই বলা হয়েছে যে, তিনি সেই স্থানে খেজুরের নবীয দ্বারা উযূ করেছেন, যা কিনা মক্কায় অবস্থানকারী ব্যক্তির বিধানের অন্তর্ভুক্ত। যেহেতু তিনি সালাত পূর্ণ আদায় করেছেন। সেখানে তাঁর নবীয ব্যবহার করা মক্কায় ব্যবহার করার বিধানের অনুরূপ। যদি এ হাদীস দ্বারা সাব্যস্ত হয় যে, নবীয সেই সমস্ত বস্তু থেকে, যা দিয়ে শহর এবং উপত্যকায় উযূ করা জায়িয, তাহলে সাব্যস্ত হবে যে, পানি বিদ্যমান ও অবিদ্যমান উভয় অবস্থায় এর দ্বারা উযূ করা জায়িয হবে।

তাঁরা (ফকীহগণ) যখন এটা পরিত্যাগ করার উপর ঐকমত্য পোষণ করেছেন এবং এর বিপরীতের উপর আমল রয়েছে। তাই তাঁরা এর দ্বারা শহরে উযূ করা জায়িয সাব্যস্ত করেন নি এবং না সেই স্থানে যা শহরের বিধানের অন্তর্ভুক্ত। তাই এতে তাদের সেই হাদীস পরিত্যাগ করা সাব্যস্ত হয়ে গেল এবং উক্ত নবীযের বিধান অপরাপর পানি সমূহের বিধান থেকে বের হয়ে গেল। এতে প্রমাণিত হল যে, এর দ্বারা কোন অবস্থাতেই উযূ করা জায়িয হবে না। আর এটা ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর অভিমত এবং আমাদের নিকট যুক্তির দাবিও তা-ই। আল্লাহ্ই সবিশেষ জ্ঞাত।

٢٠- بَابُ الْمَسْحِ عَلَى النَّعْلَيْنِ

২০. অনুচ্ছেদ ঃ চপ্পলের উপর মাসেহ্ করা

٥٧٧- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ وَاِبْرَاهِيْمُ بْنُ مَرْزُوْقٍ قَالاَ ثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ ثَنَا حَجَّاجُ قَالَ ثَنَا حَمَّادُ عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ عَنْ اَوْسِ بْنِ اَبِى اَوْسٍ قَالَ رَأَيْتُ اَبِى تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى نَعْلَيْنِ لَهُ فَقُلْتُ لَهُ اَتَمْسَحُ عَلَى النَّعْلَيْنِ فَقَالَ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَمْسَحُ عَلَى النَّعْلَيْنِ .

৫৭৭. আবূ বাক্রা (র), ইবরাহীম ইব্ন মারযূক (র) ও ইব্ন খুযায়মা (র)... আউস ইব্ন আবী আউস (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি আমার পিতাকে দেখেছি তিনি উযূ করেছেন এবং তাঁর চপ্পলের উপর মাসেহ করেছেন। আমি তাঁকে বললাম, আপনি কি চপ্পলের উপর মাসেহ্ করছেন? তিনি বললেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে দেখেছি তিনি চপ্পলের উপর মাসেহ করেছেন।

٥٧٨- حَدَّثَنَا فَهْدُ قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ اَنَا شَرِيْكُ عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ عَنْ اَوْسِ بْنِ اَبِى اَوْسٍ قَالَ كُنْتُ مَعَ اَبِى فِى سَفَرٍ وَّنَزَلْنَا بِمَاءٍ مِنْ مِيَاهِ الاَعْرَابِ فَبَالَ فَتَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى نَعْلَيْنِ فَقُلْتُ لَهُ اَتَفْعَلُ هٰذَا فَقَالَ مَا اَزِيْدُ عَلَى مَا رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَعَلَ .

৫৭৮. ফাহাদ (র)..... আউস ইব্‌ন আবী আউস (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি একবার এক সফরে আমার পিতার সঙ্গে ছিলাম। এক পর্যায়ে আমরা বেদুঈনদের কূপের সন্নিকটবর্তী অবতরণ করলাম। তিনি (পিতা) পেশাব করলেন তারপর উযূ করলেন এবং চপ্পলের উপর মাসেহ করলেন। আমি তাঁকে বললাম! আপনি এরূপ করছেন? তিনি বললেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে যা করতে দেখেছি তার উপর তোমার জন্য অতিরিক্ত করব না।

ইমাম আবূ জা'ফর তাহাবী বলেন ঃ একদল আলিম এই মত গ্রহণ করেছেন যে, চামড়ার মোজায় মাসেহ করার অনুরূপ চপ্পলের উপরও মাসেহ করা হবে। তাঁরা বলেছেন, আলী (রা) থেকে বর্ণিত হাদীস এমতকে শক্তিশালী করেছে। তাঁরা এ বিষয়ে নিম্নোক্ত হাদীসসমূহ পেশ করেছেন ঃ

৫৭৯– حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ وَوَهْبُ قَالاَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنْ اَبِى ظَبْيَانَ اَنَّهُ رَأَىٰ عَلِيًّا بَالَ قَائِمًا ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ فَتَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَىٰ نَعْلَيْهِ ثُمَّ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَخَلَعَ نَعْلَيْهِ ثُمَّ صَلَّى .

৫৭৯. আবূ বাক্‌রা (র).... আবূ যাব্‌ইয়ান (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি আলী (রা)কে দেখেছেন, তিনি দাঁড়িয়ে পেশাব করেছেন। তারপর পানি চেয়ে এনে উযূ করেছেন এবং নিজের চপ্পলের উপর মাসেহ করেছেন। এরপর মসজিদে প্রবেশ করেছেন এবং চপ্পল খুলে সালাত আদায় করেছেন।

পক্ষান্তরে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অপরাপর আলিমগণ তাঁদের বিরোধিতা করেছেন। তাঁরা বলেছেন, আমরা চপ্পলের উপর মাসেহ করাকে জায়িয মনে করিনা। এই সম্পর্কে তাদের দলীল হল নিম্নরূপ ঃ সম্ভবত রাসূলুল্লাহ্ ﷺ চপ্পলের উপর মাসেহ্ এজন্য করেছেন যে, এর নীচে মোজা ছিল এবং তাঁর উদ্দেশ্য ছিল মোজা মাসেহ্ করা, চপ্পল মাসেহ করা নয়। আর মোজা এরূপ বস্তু দ্বারা প্রস্তুত ছিল যদি তা চপ্পল ব্যতীত হত, তখনও এর উপর মাসেহ্ জায়িয হত। সুতরাং মাসেহের দ্বারা তাঁর উদ্দেশ্য মোজার উপর মাসেহ-ই ছিল। তিনি চপ্পল এবং মোজা উভয়ের উপর মাসেহ্ করেছেন, তাহারাতের জন্য ছিল– মোজার উপর মাসেহ্ আর চপ্পলের উপর ছিল অতিরিক্ত। নিম্নোক্ত হাদীসে এর বর্ণনা নিম্নরূপ ঃ

৫৮০– حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ مَعْبَدٍ قَالَ ثَنَا الْمُعَلَّى بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ ثَنَا عِيْسَى بْنُ يُوْنُسَ عَنْ اَبِى سِنَانٍ عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِى مُوْسٰى اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ مَسَحَ عَلَىٰ جَوْرَبَيْهِ وَنَعْلَيْهِ .

৫৮০. আলী ইব্‌ন মা'বাদ (র) ..... আবূ মূসা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ নিজের মোজায় এবং চপ্পলে মাসেহ করেছেন।

৫৮১– حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ وَابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالاَ ثَنَا اَبُوْ عَاصِمٍ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِىِّ عَنْ اَبِى قَيْسٍ عَنْ هُزَيْلِ بْنِ شُرَحْبِيْلَ عَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ بِمِثْلِهِ .

৫৮১. আবূ বাক্‌রা (র) ও ইব্‌ন মারযূক (র)..... মুগীরা ইব্‌ন শু'বা (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

সুতরাং আবূ মূসা (রা) ও মুগীরা (রা) নবী ﷺ এর চপ্পলের উপর মাসেহ করার স্বরূপ বর্ণনা করেছেন। এ বিষয়ে ইব্‌ন উমার (রা) থেকে অন্য পদ্ধতিও বর্ণিত আছে ঃ

৫৮২- حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا اَحْمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ اللَّهْبِىُّ قَالَ ثَنَا ابْنُ اَبِى فُدَيْكٍ عَنِ ابْنِ اَبِىْ ذِئْبٍ عَنْ نَافِعٍ اَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ اِذَا تَوَضَّأَ وَنَعْلاَهُ فِىْ قَدَمَيْهِ مَسَحَ عَلٰى ظُهُوْرِ قَدَمَيْهِ بِيَدَيْهِ وَيَقُوْلُ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَصْنَعُ هٰكَذَا .

৫৮২. ইব্‌ন আবী দাঊদ (র)..... নাফি' (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন উমার (রা) যখন উযূ করতেন তখন তাঁর চপ্পল পায়েই থাকত এবং হাতের দ্বারা পায়ের উপরিভাগ মাসেহ করতেন। আর বলতেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এমনটি করতেন।

ইমাম তাহাবী (র)-এর বিশ্লেষণ

বস্তুত ইব্‌ন উমার (রা) বলছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কখনও তাঁর চপ্পলে মাসেহ করতেন, কখনও পা মাসেহ করতেন। এতে সম্ভবত তিনি পায়ে যে মাসেহ করেছেন তা ছিল ফরয আর চপ্পলে মাসেহ ছিল অতিরিক্ত। অতএব আবূ আঊস (রা) এর হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে চপ্পলের উপর মাসেহ করার বিষয় উল্লিখিত আছে, এতে আবূ মূসা (রা) ও মুগীরা (রা) যা বর্ণনা করেছেন তারও সম্ভাবনা আছে এবং ইব্‌ন উমার (রা) যা বলেছেন তারও সম্ভাবনা আছে। যদি সেই সম্ভাবনা হয় যেমনটি আবূ মূসা (রা) ও মুগীরা (রা) বলেছেন, তাহলে আমাদের অভিমতও তা-ই। যেহেতু আমরা কাপড়ের মোজায় মাসেহ করাতে কোন অসুবিধা মনে করিনা, যদি তা মোটা হয়। ইমাম আবূ ইউসুফ (র) ও ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর অভিমত এটাই। ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর অভিমত কাপড়ের মোজায় মাসেহ্ জায়িয নয় যতক্ষণ না তা মোটা হয় এবং তাতে উপরে ও নীচে চামড়াযুক্ত হয়। তখন তা (চামড়ার) মোজার ন্যায় হবে। যদি ইব্‌ন উমার (রা) যা বলেছেন তেমনটি হয় তাহলে তাতে তো পায়ে মাসেহ করার বিষয় সাব্যস্ত হয়। এ বিষয়ে এর বিরোধী রিওয়ায়াতের ভিত্তিতে এর রহিত হওয়ার বিষয় পা (ধৌত করা) ফরয হওয়ার বর্ণনা সাব্যস্ত হয়েছে। তো-আঊস ইব্‌ন আবী আঊস (রা)-এর হাদীসের যে মর্মই হউক না কেন, আবূ মূসা (রা) ও মুগীরা (রা) যে মর্ম বর্ণনা করেছেন তাই উদ্দেশ্য হউক অথবা ইব্‌ন উমার (রা) কর্তৃক বর্ণিত সম্ভাবনাই উদ্দেশ্য হউক (উভয় অবস্থায়) চপ্পলের উপর মাসেহ্ করার বৈধতার কোন প্রমাণ নেই।

ইমাম তাহাবী (র)-এর যুক্তিভিত্তিক দলীল

যখন আঊস (রা)-এর হাদীসে সেই মর্মের সম্ভাবনা বিদ্যমান যা আমরা উল্লেখ করেছি। তাতে চপ্পলের উপর মাসেহ করার বৈধতার কোন প্রমাণ নেই। তাই আমরা বিষয়টি যুক্তির নিরিখে অনুসন্ধান করার প্রয়াস পাব, যেন আমরা এর বিধান সম্পর্কে অবহিত হতে পারি। আমরা কেউ মোজাকে দেখছি, যাতে মাসেহ্ করা জায়িয। যখন তা ছিঁড়ে যায় যাতে করে উভয় পা কিংবা উভয় পায়ের অধিকাংশ বেরিয়ে যায় তাহলে সমস্ত আলিমদের ঐকমত্য এই যে, তাতে মাসেহ করা যাবে

না। সুতরাং মোজার উপর মাসেহ্ করা সেই অবস্থায় জায়িয যখন তাতে পা অদৃশ্য থাকবে। যদি পা অদৃশ্য না থাকে তাহলে মাসেহ বাতিল হয়ে যাবে। আর চপ্পল দ্বারা পা অদৃশ্য হয় না। সুতরাং সাব্যস্ত হল যে, তা (চপ্পল) সেই মোজার অনুরূপ যা পা-কে অদৃশ্য করে না।

٢١- بَابُ الْمُسْتَحَاضَةِ كَيْفَ تَتَطَهَّرُ لِلصَّلٰوةِ

২১. অনুচ্ছেদ ঃ মুস্তাহাযা মহিলা কিভাবে সালাতের জন্য তাহারাত অর্জন করবে

٥٨٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ النُّعْمَانِ السَّقَطِيُّ قَالَ ثَنَا الْحُمَيْدِيُّ قَالَ ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ اَبِيْ حَازِمٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ ابْنُ الْهَادِ عَنْ اَبِيْ بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ اُمَّ حَبِيْبَةَ بِنْتِ جَحْشٍ كَانَتْ تَحْتَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ وَاَنَّهَا اسْتُحِيْضَتْ حَتّٰى لاَ تَطْهُرَ فَذُكِرَ شَاْنُهَا لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ لَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ وَلٰكِنَّهَا رَكْضَةٌ مِّنَ الرَّحْمِ لِتَنْظُرَ قَدْرَقُرُوْئِهَا الَّتِيْ تَحِيْضُ لَهَا فَلْتَتْرُكِ الصَّلٰوةَ ثُمَّ لِتَنْظُرَ مَا بَعْدَ ذٰلِكَ فَلْتَغْتَسِلْ عِنْدَ كُلِّ صَلٰوةٍ وَتُصَلِّيْ .

৫৮৩. মুহাম্মদ ইব্ন নো'মান সাক্তী (র).... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, উম্মু হাবীবা বিন্ত জাহ্শ (রা) আবদুর রহমান ইব্ন আউফ (রা) এর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ ছিলেন। তিনি এরূপ ইস্তিহাযায় আক্রান্ত হয়ে পড়েন যে, কোন সময়ই পাক হতেন না। তাঁর বিষয়টি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট উল্লেখ করা হলো। তিনি বললেন ঃ তা হায়য নয়; বরং তা রেহেম (গর্ভাশয়)-এর লাথি। তার জন্য আবশ্যক হল, হায়যের নির্ধারিত দিনগুলো লক্ষ্য করবে এবং সালাত পরিত্যাগ করবে। তারপর পরবর্তী দিনগুলোতে খেয়াল করে প্রত্যেক সালাতের জন্য গোসল করবে এবং সালাত আদায় করবে।

٥٨٤- حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِيْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا الْوَهْبِيُّ قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اِسْحٰقَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ اُمَّ حَبِيْبَةَ بِنْتَ جَحْشٍ كَانَتْ اسْتُحِيْضَتْ فِيْ عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَاَمَرَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِالْغُسْلِ لِكُلِّ صَلٰوةٍ فَاِنْ كَانَتْ لَتَغْتَمِسُ فِي الْمِرْكَنِ وَهُوَ مَمْلُوْءٌ مَاءً ثُمَّ تَخْرُجُ مِنْهُ وَاِنَّ الدَّمَ لَغَالِبُهُ ثُمَّ تُصَلِّيْ .

৫৮৪. ইব্ন আবী দাউদ (র).... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, উম্মু হাবীবা বিন্ত জাহ্শ (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর যুগে ইস্তিহাযায় আক্রান্ত হতেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁকে প্রত্যেক সালাতের জন্য গোসল করার নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি পানি ভর্তি বড় গামলায় ডুব দিতেন তারপর তা থেকে বের হতেন এবং রক্ত সেই পানির উপর প্রবল হত। এরপর সালাত আদায় করতেন।

প্রথম অভিমত ঃ ইমাম আবূ জা'ফর তাহাবী (র) বলেন ঃ একদল আলিম এ মত গ্রহণ করেছেন যে, ইস্তিহাযা আক্রান্ত মহিলা হায়যের নির্ধারিত দিনগুলোর সালাত ছেড়ে দিবে। তারপর প্রত্যেক

সালাতের সময় গোসল করবে। তাঁরা এ বিষয়ে এই সমস্ত হাদীসে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর উক্তি এবং উম্মু হাবীবা বিন্‌ত জাহ্‌শ (রা)-এর আমল দ্বারা প্রমাণ পেশ করেছেন। যা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর যুগে ঘটেছে।

٥٨٥– حَدَّثَنَا الرَّبِيْعُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْجِيْزِيُّ قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ قَالَ ثَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ اَخْبَرَنِي النُّعْمَانُ وَالْاَوْزَاعِيُّ وَاَبُوْ مَعْبَدٍ حَفْصُ بْنُ غَيْلَانَ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ اَخْبَرَنِي عُرْوَةُ وَعَمْرَةُ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اسْتُحِيْضَتْ اُمُّ حَبِيْبَةَ بِنْتُ جَحْشٍ فَاسْتَفْتَتْ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ لَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ هٰذِهِ لَيْسَتْ بِحَيْضَةٍ وَلٰكِنَّهُ عِرْقٌ فَتَقَهُ اِبْلِيْسُ فَاِذَا اَدْبَرَتِ الْحَيْضَةُ فَاغْتَسِلِيْ وَصَلِّيْ وَاِذَا اَقْبَلَتْ فَاتْرُكِيْ لَهَا الصَّلٰوةَ قَالَتْ عَائِشَةُ فَكَانَتْ اُمُّ حَبِيْبَةَ تَغْتَسِلُ لِكُلِّ صَلٰوةٍ وَكَانَتْ تَغْتَسِلُ اَحْيَانًا فِيْ مِرْكَنٍ فِيْ حُجْرَةِ اُخْتِهَا زَيْنَبَ وَهِيَ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ حَتّٰى اَنَّ حُمْرَةَ الدَّمِ لَتَعْلُوْ الْمَاءَ فَتُصَلِّيْ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَمَا مَنَعَهَا ذٰلِكَ مِنَ الصَّلٰوةِ .

৫৮৫. রবী' ইব্‌ন সুলায়মান আল-জীযী (র)..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, উম্মু হাবীবা বিন্‌ত জাহ্‌শ (রা) ইস্তিহাযায় আক্রান্ত হন। তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে এর সমাধান জিজ্ঞাসা করেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁকে বললেন ঃ এটা হায়য নয়, এতো শিরা থেকে বেরিয়ে আসা রক্ত, যা ইব্‌লীস খুলে দিয়েছে। যখন হায়যের দিনগুলো চলে যাবে তখন গোসল করে সালাত আদায় করবে আর যখন হায়যের নির্ধারিত দিনগুলো আসে তখন সে ক'দিন সালাত ছেড়ে দিবে। আয়েশা (রা) বলেন, উম্মু হাবীবা (রা) প্রত্যেক সালাতের সময় গোসল করতেন। কখনও তিনি তাঁর সহোদরা যয়নাব (রা)-এর গৃহে বড় গামলায় গোসল করতেন আর তিনি (যয়নব রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সহধর্মিণী ছিলেন। এমনকি রক্তের (লালিমা) পানির উপর প্রবল হয়ে যেত। তারপর তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সঙ্গে সালাত আদায় করতেন; কিন্তু তা তাঁকে সালাত থেকে বিরত রাখত না।

٥٨٦– حَدَّثَنَا الرَّبِيْعُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمُؤَذِّنُ قَالَ ثَنَا اَسَدٌ قَالَ ثَنَا ابْنُ اَبِيْ ذِئْبٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ وَعَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ اُمَّ حَبِيْبَةَ بِنْتَ جَحْشٍ اسْتُحِيْضَتْ سَبْعَ سِنِيْنَ فَسَأَلَتِ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ ذٰلِكَ فَاَمَرَهَا اَنْ تَغْتَسِلَ وَقَالَ اِنَّ هٰذِهِ عِرْقٌ وَلَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ فَكَانَتْ هِيَ تَغْتَسِلُ لِكُلِّ صَلٰوةٍ .

৫৮৬. রবী' ইব্‌ন সুলায়মানুল মুয়ায্‌যিন (র).... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, উম্মু হাবীবা বিন্‌ত জাহ্‌শ (রা) সাত বছর পর্যন্ত ইস্তিহাযায় ছিলেন। তাই তিনি এ বিষয়ে নবী ﷺ কে জিজ্ঞাসা করেন। তিনি তাঁকে গোসল করার নির্দেশ দিলেন এবং বললেন ঃ এটা তো শিরা থেকে বেরিয়ে আসা রক্ত, হায়য নয়। তাই তিনি প্রত্যেক সালাতের সময় গোসল করতেন।

٥٨٧- حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ ثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنِى اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ مِثْلَهُ قَالَ اللَّيْثُ لَمْ يَذْكُرِ ابْنُ شِهَابٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَمَرَ اُمَّ حَبِيْبَةَ اَنْ تَغْتَسِلَ عِنْدَ كُلِّ صَلٰوةٍ .

৫৮৭. ইউনুস (র).... উরওয়া (র) আয়েশা (রা) থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন। লায়স (র) বলেন, ইব্‌ন শিহাব (র) এটা উল্লেখ করেননি যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ উম্মু হাবীবা (রা)কে প্রত্যেক সালাতের সময় গোসল করার নির্দেশ দিয়েছিলেন।

٥٨٨- حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ يَحْيَى الْمُزَنِىُّ قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اِدْرِيْسَ قَالَ اَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعْدٍ سَمِعَ ابْنَ شِهَابٍ عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ عَائِشَةَ مِثْلَهُ .

৫৮৮. ইসমাঈল ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া মুযানী (র)... আয়েশা (রা) থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন। কিন্তু (বর্ণনাকারী ইবরাহীম ইব্‌ন সা'দ) লায়স (র)-এর উক্তি উল্লেখ করেননি।

٥٨٩- حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ قَالَ مُحَمَّدُ قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ مِثْلَهُ وَلَمْ يَذْكُرْ قَوْلَ اللَّيْثِ .

৫৮৯. ইসমাঈল (র)..... আয়েশা (রা) থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন। তবে তিনি লায়সের উক্তি উল্লেখ করেন নি।

ফকীহদের অভিমত

বস্তুত তাঁরা (ফকীহ আলিমগণ) বলেছেন ঃ দেখুন না! এই উম্মু হাবীবা (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর যুগে এমনটি করতেন, যেহেতু তিনি তাঁকে গোসলের নির্দেশ দিয়েছিলেন। সুতরাং তাঁর নিকট প্রত্যেক সালাতের সময় গোসল করা আবশ্যক ছিল। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর পরবর্তীতে আলী (রা) ও ইব্‌ন আব্বাস (রা) ও অনুরূপ অভিমত পোষণ করেছেন এবং তাঁরা এরূপই ফাতওয়া দিয়েছেন।

٥٩٠- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ شُعَيْبٍ قَالَ ثَنَا الْخَصِيْبُ بْنُ نَاصِحٍ قَالَ ثَنَا هَمَّامُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَبِىْ حَسَّانَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ اَنَّ امْرَاَةً اَتَتِ ابْنَ عَبَّاسٍ بِكِتَابٍ بَعْدَ مَا ذَهَبَ بَصَرُهُ فَدَفَعَهُ اِلَى ابْنِهِ فَتَرْتَرَ فِيْهِ فَدَفَعَهُ اِلَىَّ فَقَرَاْتُهُ فَقَالَ لِابْنِهِ اَلاَّ هَذْرَمْتَهُ كَمَا هَذْرَمَهُ الْغُلاَمُ الْمِصْرِىُّ فَاِذَا فِيْهِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ مِنْ امْرَاَةٍ مِّنَ الْمُسْلِمِيْنَ اَنَّهَا اسْتُحِيْضَتْ فَاسْتَفْتَتْ عَلِيًّا فَاَمَرَهَا اَنْ تَغْتَسِلَ وَتُصَلِّىَ فَقَالَ اَللّٰهُمَّ لاَ اَعْلَمُ الْقَوْلَ اِلاَّ مَا قَالَ عَلِىٌّ ثَلَٰثَ مَرَّاتٍ قَالَ قَتَادَةُ وَاَخْبَرَنِىْ عَزْرَةُ عَنْ سَعِيْدٍ اَنَّهُ قِيْلَ لَهُ اِنَّ الْكُوْفَةَ اَرْضٌ بَارِدَةٌ وَاِنَّهُ يَشُقُّ عَلَيْهَا الْغُسْلُ لِكُلِّ صَلٰوةٍ فَقَالَ لَوْشَاءَ اللّٰهُ لَابْتَلاَهَا بِمَا هُوَ اَشَدُّ مِنْهُ .

৫৯০. সুলায়মান ইব্ন শু'আইব (র).... সাঈদ ইব্ন জুবাইর (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, একবার জনৈকা মহিলা ইব্ন আব্বাস (রা) এর নিকট একটি পত্র নিয়ে আসে। তখন তাঁর দৃষ্টিশক্তি লোপ পেয়েছে। তিনি উক্ত পত্র তাঁর ছেলের হাতে দিলেন। ছেলেটি অতি দ্রুত তা পড়ে ফেললে তিনি পত্রটি আমাকে দিয়ে দিলেন। আমি তা পড়লাম। তিনি তাঁর ছেলেকে বললেন, তুমি এমনটি কেন পড়লে না যেমনটি এই মিসরী বালকটি পড়েছে। তাতে ছিল ঃ "বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহীম! জনৈকা মুসলিম নারীর পক্ষ থেকে। সে ইস্তিহাযায় আক্রান্ত, তাই সে আলী (রা) কে এর সমাধান সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছে। তিনি তাকে গোসল করে সালাত আদায়ের নির্দেশ দিলেন"। এরপর তিনি (ইব্ন আব্বাস রা) বললেন, হে আল্লাহ্! আমি আলী (রা) এ ব্যাপারে যা বলেছেন, তা ব্যতীত কিছু জানি না, একথা তিনি তিনবার বললেন। কাতাদা (র) বলেন ঃ আমার নিকট আয্‌রা (র) সাঈদ (র) সূত্রে রিওয়ায়াত করেছে যে, তাঁকে বলা হয়েছিল যে, কুফা (শহর) শীত প্রধান এলাকা। তাই তার জন্য প্রত্যেক সালাতের সময় গোসল করা কষ্টকর। তিনি বললেন ঃ যদি আল্লাহ্ চাইতেন তাহলে তাকে তার চাইতে কঠিনতর অবস্থার সম্মুখীন করতেন।

٥٩١– حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ شُعَيْبٍ قَالَ ثَنَا الْخَصِيْبُ قَالَ ثَنَا يَزِيْدُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ اَنَّ امْرَأَةً مِنْ اَهْلِ الْكُوْفَةِ اسْتُحِيْضَتْ فَكَتَبَتْ اِلَى عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ وَعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ وَعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الزُّبَيْرِ تَنَاشَدَهُمُ اللّٰهَ وَتَقُوْلُ اِنِّىْ امْرَأَةٌ مُّسْلِمَةٌ اَصَابَنِى بَلَاءٌ وَاِنَّمَا اسْتُحِضْتُ مُنْذُ سَنَتَيْنِ فَمَا تَرَوْنَ فِىْ ذٰلِكَ فَكَانَ اَوَّلُ مَنْ وَقَعَ الْكِتَابُ فِىْ يَدِهِ ابْنُ الزُّبَيْرِ فَقَالَ مَا اَعْلَمُ لَهَا اِلَّا اَنْ تَدَعَ قُرُوْءَهَا وَتَغْتَسِلَ عِنْدَ كُلِّ صَلٰوةٍ فَتَتَابَعُوْا عَلٰى ذٰلِكَ .

৫৯১. সুলায়মান ইব্ন শু'আইব (র).... সাঈদ ইব্ন জুবাইর (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, কুফার অধিবাসী জনৈকা মহিলা ইস্তিহাযায় আক্রান্ত হন। তিনি আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমার (রা), আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস (রা) ও আবদুল্লাহ্ ইব্ন জুবাইর (রা)-কে লিখলেন এবং তাঁদেরকে আল্লাহ্র কসম দিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, আমি একজন মুসলিম নারী, বিপদগ্রস্ত, দু'বছর পর্যন্ত ইস্তিহাযায় আক্রান্ত। এ বিষয়ে আপনাদের অভিমত কি? এ পত্র সর্ব প্রথম আবদুল্লাহ্ ইব্ন জুবাইর (রা)-এর হাতে আসে। তিনি বললেন, আমি শুধুমাত্র তার জন্য এতটুকু জানি যে, সে হায়যের নির্ধারিত দিনগুলো ছেড়ে দিয়ে (অবশিষ্ট দিনগুলোর জন্য) প্রত্যেক সালাতের সময় গোসল করবে এবং সালাত আদায় করবে। পরে তাঁরা সকলেই এর অনুসরণ করেন।

٥٩٢– حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ ثَنَا حَجَّاجُ قَالَ ثَنَا حَمَّادُ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ خَاصَّةً مِثْلَهُ غَيْرَ اَنَّهُ قَالَ تَدَعُ الصَّلٰوةَ اَيَّامَ حَيْضِهَا .

৫৯২. মুহাম্মদ ইব্ন খুযায়মা (র).... সাঈদ ইব্ন জুবাইর (র) বিশেষ করে ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন। তবে তিনি বলেছেন ঃ তার হায়যের নির্ধারিত দিনগুলোতে সালাত ছেড়ে দিবে।

দ্বিতীয় অভিমত

প্রথমোক্ত মত পোষণকারী (আলিম)গণ এই সমস্ত হাদীসের ভিত্তিতে ইস্তিহাযা আক্রান্ত মহিলার জন্য প্রত্যেক সালাতের সময় গোসল করা সাব্যস্ত করেছেন, যা আমরা উল্লেখ করেছি। পক্ষান্তরে এ বিষয়ে অপরাপর আলিমগণ তাঁদের বিরোধিতা করে বলেছেন, তার উপর যুহর এবং আসরের জন্য একই গোসল করা ওয়াজিব। এতে যুহরের সালাতকে শেষ ওয়াক্তে এবং আসরের সালাতকে প্রথম ওয়াক্তে আদায় করবে। মাগরিব এবং ইশার জন্য এক গোসল করবে এবং এতে উভয় সালাত আদায় করবে। প্রথমটিকে বিলম্বে আর দ্বিতীয়াটিকে তাড়াতাড়ি আদায় করবে। যেমনটি যুহর ও আসরে করেছে। আর ফজরের (সালাতের) জন্য পৃথক গোসল করবে। তাঁরা এ বিষয়ে নিম্নোক্ত হাদীস সমূহ দ্বারা দলীল পেশ করেছেন ঃ

٥٩٣- حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِى دَاوُدَ قَالَ ثَنَا نَعِيْمُ بْنُ حَمَّادٍ قَالَ ثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ قَالَ اَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِىُّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ قَالَتْ سَأَلَتِ النَّبِىَّ ﷺ اَنَّهَا مُسْتَحَاضَةٌ فَقَالَ لِتَجْلِسْ اَيَّامَ اَقْرَائِهَا ثُمَّ تَغْتَسِلُ وَتُؤَخِّرُ الظُّهْرَ وَتُعَجِّلُ الْعَصْرَ وَتَغْتَسِلُ وَتُصَلِّىْ وَتُؤَخِّرُ الْمَغْرِبَ وَتُعَجِّلُ الْعِشَاءَ وَتَغْتَسِلُ وَتُصَلِّىْ وَتَغْتَسِلُ لِلْفَجْرِ ٠

৫৯৩. ইব্ন আবী দাউদ (র) .... যায়নাব বিন্ত জাহ্শ (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি নবী ﷺ -কে জিজ্ঞাসা করেছেন যে, তিনি ইস্তিহাযা আক্রান্ত (তাঁর জন্য পবিত্রতা অর্জনের বিধান কি ?)। তিনি বললেন ঃ সে তার হায়যের নির্ধারিত দিনগুলোতে বসে থাকবে (সালাত আদায় করবে না)। তারপর গোসল করে যুহরের সালাতকে বিলম্বে পড়বে এবং আসরকে তাড়াতাড়ি পড়বে। আবার গোসল করে সালাত আদায় করবে, মাগরিবকে বিলম্বে এবং ইশাকে তাড়াতাড়ি পড়বে। আর ফজরের জন্য (পৃথক) গোসল করবে।

٥٩٤- حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ امْرَأَةً اسْتُحِيْضَتْ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ فَسَأَلُوْا النَّبِىَّ ﷺ ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَهُ اِلاَّ اَنَّهُ قَالَ قَدْرَ اَيَّامِهَا -

৫৯৪. ইউনুস (র).... আবদুর রহমান ইব্ন কাসিম (র) তাঁর পিতা থেকে রিওয়ায়াত করেন যে, জনৈকা মুসলিম মহিলা ইস্তিহাযায় আক্রান্ত হন। তখন লোকেরা নবী ﷺ-কে (এ বিষয়ে) জিজ্ঞাসা করে। এরপর তিনি অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন। তবে তিনি (এটাও বলেছেন ঃ "তার হায়যের নির্ধারিত দিনগুলো পরিমাণ" (সালাত ছেড়ে দিবে)।

٥٩٥- حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ امْرَأَةً اسْتُحِيْضَتْ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَاَمَرَتْ ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَهُ غَيْرَ اَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ تَرْكَهَا الصَّلاَةَ اَيَّامَ اَقْرَائِهَا وَلاَ اَيَّامَ حَيْضِهَا ٠

৫৯৫. ইবন মারযূক (র)..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, জনৈকা মহিলা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর যুগে ইস্তিহাযায় আক্রান্ত হয় এবং তাকে নির্দেশ দেয়া হয়। তারপর অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন। কিন্তু তাতে এ বাক্যটি উল্লেখ করেন নি যে, "তার হায়যের নির্ধারিত দিনগুলোর সালাত ছেড়ে দিবে"। ('হায়য' এবং 'আক্‌রা' কোন শব্দ-ই বলেন নি।)

٥٩٦– حَدَّثَنَا فَهْدٌ قَالَ ثَنَا الْحِمَّانِيُّ قَالَ ثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ سُهَيْلٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ اَسْمَاءَ ابْنَةِ عُمَيْسٍ قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ اَبِي حُبَيْشٍ اسْتُحِيْضَتْ مُنْذُ كَذَا وَكَذَا فَلَمْ تُصَلِّ فَقَالَ سُبْحَانَ اللّٰهِ هٰذَا مِنَ الشَّيْطَانِ لِتَجْلِسْ فِي مِرْكَنٍ فَاِذَا رَأَتْ صُفْرَةً فَوْقَ الْمَاءِ فَلْتَغْتَسِلْ لِلظُّهْرِ وَالْعَصْرِ غُسْلاً وَّاحِدًا ثُمَّ تَغْتَسِلْ لِلْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ غُسْلاً وَّاحِدًا وَتَتَوَضَّأُ فِيْمَا بَيْنَ ذٰلِكَ .

৫৯৬. ফাহাদ (র).... আসমা বিন্‌ত উমাইস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, একবার আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! ফাতিমা বিন্‌ত আবী হুবাইশ (রা) এত এত দিন থেকে ইস্তহাযায় আক্রান্ত, তিনি সালাত আদায় করেন নি। তিনি বললেন ঃ সুবহানাল্লাহ্! এটা শয়তানের পক্ষ থেকে (সংঘটিত)। তার জন্য উচিত বড় গামলায় বসে যাওয়া, যখন পানির উপর হরিদ্রাভ রং দেখবে তখন যুহর ও আসরের জন্য একবার গোসল করবে, তারপর মাগরিব ও ইশা'র জন্য একবার গোসল করবে এবং এর মাঝামাঝি উযূ করবে।

বিশ্লেষণ

তাঁর উক্তি-"এর মাঝামাঝি উযূ করবে"- বস্তুত এতে সম্ভাবনা আছে যে, যদি উযূ বিনষ্টকারী কোন হাদাস পাওয়া যায় তাহলে উযূ করবে এবং এটারও সম্ভাবনা আছে যে ফজরের জন্য উযূ করবে। কিন্তু এতে শু'বা (র) ও সুফইয়ান (র)-এর পূর্ববর্তী হাদীসের পরিপন্থী কোন দলীল নেই। তাঁরা বলেন, এই সমস্ত হাদীস যা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণিত, যেমনটি আমরা উল্লেখ করেছি যে, যুহর ও আসরকে এক গোসলের সাথে একত্রিত করবে এবং মাগরিব ও ইশাকে এক গোসলের সাথে একত্রিত করবে, আর ফজরের জন্য পৃথক গোসল করবে। এটাই আমরা গ্রহণ করি। বস্তুত এটা প্রথমোক্ত সেই সমস্ত হাদীস অপেক্ষা উত্তম যাতে প্রত্যেক সালাতের সময় গোসলের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। যেহেতু এরূপ হাদীসও বর্ণিত আছে, যাতে বুঝা যায় যে, এটা ওইগুলোর জন্য রহিতকারী। তাঁরা নিম্নোক্ত হাদীসসমূহ উল্লেখ করেছেন ঃ

٥٩٧– حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِي دَاوُدَ قَالَ ثَنَا الْوَهْبِيُّ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اِنَّمَا هِيَ سَهْلَةُ ابْنَةُ سُهَيْلِ بْنِ عَمْرٍو اُسْتُحِيْضَتْ وَاِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَأْمُرُهَا بِالْغُسْلِ عِنْدَ كُلِّ صَلٰوةٍ فَلَمَّا جَهَدَهَا ذٰلِكَ اَمَرَهَا اَنْ تَجْمَعَ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ فِيْ غُسْلٍ وَّالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ فِيْ غُسْلٍ وَّاحِدٍ وَتَغْتَسِلُ لِلصُّبْحِ .

৫৯৭. ইব্‌ন আবী দাঊদ (র).... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, সাহ্‌লা বিন্‌ত সুহাইল ইব্‌ন আমর (রা) ইস্তিহাযায় আক্রান্ত হন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁকে প্রত্যেক সালাতের জন্য গোসলের নির্দেশ দিতেন। কিন্তু যখন তা তার জন্য কষ্টকর হয়ে পড়ল তখন তিনি তাঁকে নির্দেশ দিলেন যে, যুহর ও আসরকে এক গোসলের সাথে একত্রিত করবে, মাগরিব ও ইশাকে এক গোসলের সাথে এবং ফজরের জন্য পৃথক গোসল করবে।

তাঁরা বলেন ঃ এটা প্রমাণ বহন করে যে, এই বিধান প্রথমোক্ত হাদীস সমূহে উল্লিখিত বিধানের জন্য রহিতকারী। যেহেতু তিনি এই নির্দেশ পরবর্তীতে প্রদান করেছেন। সুতরাং প্রথমোক্ত হাদীস সমূহ গ্রহণ করা অপেক্ষা পরবর্তী বিধান গ্রহণ করা উত্তম। তাঁরা বলেন ঃ এ বিষয়টি আলী (রা) ও ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকেও বর্ণিত আছে। তাঁরা নিম্নোক্ত হাদীসসমূহ উল্লেখ করেছেন ঃ

৫৯৮– حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِي دَاؤُدَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ مَعْمَرٍ قَالَ ثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جُحَادَةَ عَنْ اِسْمَاعِيْلَ بْنِ رَجَاءٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ جَاءَتْهُ امْرَأَةٌ مُسْتَحَاضَةٌ تَسْأَلُهُ فَلَمْ يُفْتِهَا وَقَالَ لَهَا سَلِيْ غَيْرِيْ قَالَ فَاَتَتْ ابْنَ عُمَرَ فَسَأَلَتْهُ فَقَالَ لَهَا لاَ تُصَلِّيْ مَا رَأَيْتِ الدَّمَ فَرَجَعَتْ اِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَاَخْبَرَتْهُ فَقَالَ رَحِمَهُ اللّٰهُ اِنْ كَادَ لَيُكْفِرُكِ قَالَ ثُمَّ سَأَلَتْ عَلِيَّ بْنَ اَبِيْ طَالِبٍ فَقَالَ تِلْكَ رِكْزَةٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ اَوْ قَرْحَةٌ فِى الرَّحِمِ اِغْتَسِلِيْ عِنْدَ كُلِّ صَلٰوتَيْنِ مَرَّةً وَّصَلِّيْ قَالَ فَلَقِيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ بَعْدُ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ مَا اَجِدُ لَكِ اِلاَّ مَا قَالَ عَلِيٌّ ۔

৫৯৮. ইব্‌ন আবী দাঊদ (র).... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, একবার তাঁর নিকট জনৈকা ইস্তিহাযা আক্রান্ত মহিলা উপস্থিত হয়ে তাঁকে জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন। তিনি তাকে ফাতওয়া দিয়ে বললেন, অন্যকে জিজ্ঞাসা কর। রাবী বলেন, তারপর সেই মহিলা ইব্‌ন উমার (রা) এর নিকট এসে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন। তিনি তাকে বললেন, যতক্ষণ পর্যন্ত রক্ত দেখবে সালাত আদায় করবে না। এরপর মহিলাটি ইব্‌ন আব্বাস (রা)-এর নিকট প্রত্যাবর্তন করলেন এবং তাকে বিষয়টি বললেন। তিনি বললেন, আল্লাহ্ তাঁর উপর রহমত করুন। তিনি তো তোমাকে 'কুফরী পর্যন্ত পৌঁছে দেয়ার উপক্রম করে ফেলেছেন। রাবী বলেন, তারপর সে আলী ইব্‌ন আবী তালিব (রা)কে জিজ্ঞাসা করল, তিনি বললেন, এটা শয়তানের পক্ষ থেকে লাথি অথবা বলেছেন, গর্ভাশয়ে আঘাত। প্রত্যেক দুই সালাতের জন্য একটি বার গোসল করে সালাত আদায় করবে। পরবর্তীতে সে ইব্‌ন আব্বাস (রা)-এর সঙ্গে সাক্ষাত করে তাঁকে জিজ্ঞাসা করল। তিনি বললেন, আমি তোমার জন্য সেটাই (বিধান) পাচ্ছি যা আলী (রা) ব্যক্ত করেছেন।

৫৯৯– حَدَّثَنَا ابْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ ثَنَا حَجَّاجُ قَالَ ثَنَا حَمَّادُ عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ قِيْلَ لاِبْنِ عَبَّاسٍ اِنَّ اَرْضَنَا اَرْضُ بَارِدَةٌ قَالَ تُؤَخِّرِ الظُّهْرَ وَتُعَجِّلِ الْعَصْرَ وَتَغْتَسِلُ لَهُمَا غُسْلاً وَّاحِدًا وَتُؤَخِّرُ الْمَغْرِبَ وَتُعَجِّلُ الْعِشَاءَ وَتَغْتَسِلُ لَهُمَا غُسْلاً وَّتَغْتَسِلُ لِلْفَجْرِ غُسْلاً ۔

৫৯৯. ইব্‌ন খুযায়মা (র)..... মুজাহিদ (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, একবার ইব্‌ন আব্বাস (রা)-এর নিকট বলা হল যে, আমাদের এলাকা শীত প্রধান এলাকা। তিনি বললেন, যুহরের সালাতকে পিছিয়ে এবং আসরের সালাত এগিয়ে নিয়ে উভয়ের জন্য একবার গোসল করবে, মাগরিবের সালাতকে পিছিয়ে এবং ইশার সালাতকে কিছুটা এগিয়ে নিয়ে উভয়ের জন্য একবার গোসল করবে, আর ফজরের সালাতের জন্য পৃথক গোসল করবে।

সুতরাং তাঁরা এই সমস্ত হাদীসের মর্ম গ্রহণ করেছেন। পক্ষান্তরে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অপরাপর আলিমগণ তাদের বিরোধিতা করেছেন। তাঁরা বলেছেন ঃ ইস্তিহাযা আক্রান্ত মহিলা তার হায়যের নির্ধারিত দিনগুলোর সালাত ছেড়ে দিবে। তারপর প্রত্যেক সালাতের গোসল এবং উযূ করে সালাত আদায় করবে। তাঁরা এ বিষয়ে নিম্নোক্ত হাদীসসমূহের মর্ম গ্রহণ করেছেন।

٦٠٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنُ يُوْنُسَ السُّوْسِيُّ قَالَ ثَنَا يَحْيَ بْنُ عِيْسَى قَالَ ثَنَا الْاَعْمَشُ عَنْ حَبِيْبِ بْنِ اَبِيْ ثَابِتٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ اَبِيْ حُبَيْشٍ اَتَتْ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّيْ اُسْتَحَاضُ فَلاَ يَنْقَطِعُ عَنِّيْ الدَّمُ فَاَمَرَهَا اَنْ تَدَعَ الصَّلٰوةَ اَيَّامَ اَقْرَائِهَا ثُمَّ تَغْتَسِلُ وَتَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلٰوةٍ وَتُصَلِّيْ وَاِنْ قَطَرَ الدَّمُ عَلَى الْحَصِيْرِ قَطْرًا .

৬০০. মুহাম্মদ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন ইউনুস সূসী (র).... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, ফাতিমা বিন্‌ত আবী হুবায়শ (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এর নিকট এসে বললেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমি ইস্তিহাযায় আক্রান্ত, ফলে আমার রক্ত বন্ধ হয় না। তিনি তাকে তার হায়যের নির্ধারিত দিনগুলোর সালাত ছেড়ে দেয়ার নির্দেশ প্রদান করেন। তারপর সে প্রত্যেক সালাতের জন্য গোসল এবং উযূ করে সালাত আদায় করবে। যদিও রক্তের ফোটা চাটাইয়ের উপরে নির্গত হয়।

٦٠١- حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يَزِيْدَ الْمُقْرِئُ قَالَ ثَنَا اَبُوْ حَنِيْفَةَ ح وَحَدَّثَنَا فَهْدٌ قَالَ ثَنَا اَبُوْ نُعَيْمٍ قَالَ ثَنَا اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ اَبِيْ حُبَيْشٍ اَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَتْ اِنِّيْ اُحِيْضُ الشَّهْرَ وَالشَّهْرَيْنِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ ذٰلِكَ لَيْسَ بِحَيْضٍ وَاِنَّمَا ذٰلِكَ عِرْقٌ مِنْ دَمِكِ فَاِذَا اَقْبَلَ الْحَيْضُ فَدَعِي الصَّلٰوةَ وَاِذَا اَدْبَرَ فَاغْتَسِلِيْ لِطُهْرِكِ ثُمَّ تَوَضَّئِيْ عِنْدَ كُلِّ صَلٰوةٍ .

৬০১. সালিহ ইব্‌ন আবদির রহমান (র) ও ফাহাদ (র).... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, ফাতিমা বিন্‌ত আবী হুবায়শ (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট এসে বললেন, আমার একমাস, দুইমাস হায়য (রক্ত) নির্গত হতে থাকে। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ এটাতো হায়য নয়, এতো তোমার শিরা থেকে বেরিয়ে আসা রক্ত। সুতরাং যখন তোমার হায়যের নির্ধারিত দিনগুলো আসে তখন সে ক'দিন সালাত ছেড়ে দিবে আর হায়যের দিনগুলো চলে গেলে তাহারাত অর্জনের জন্য গোসল করবে। তারপর প্রত্যেক সালাতের সময় উযূ করবে।

٦٠٢- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ شَيْبَةَ قَالَ ثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَىٰ قَالَ قَرَأْتُ عَلَىٰ شَرِيْكٍ عَنْ أَبِي الْيَقْظَانِ ح وَحَدَّثَنَا فَهْدٌ قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيْدِ بْنِ الاصْبَهَانِيُّ قَالَ أَنَا شَرِيْكُ عَنْ أَبِي الْيَقْظَانِ عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الْمُسْتَحَاضَةُ تَدَعُ الصَّلٰوةَ أَيَّامَ حَيْضِهَا ثُمَّ تَغْتَسِلُ وَتَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلٰوةٍ وَتَصُوْمُ وَتُصَلِّيْ .

৬০২. আলী ইব্‌ন শায়বা (র) ও ফাহাদ (র)..... আদী ইব্‌ন সাবিত (রা) তাঁর পিতা-পিতামহ (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি ইস্তিহাযা আক্রান্ত মহিলা সম্পর্কে বলেছেন ঃ সে তার হায়যের নির্ধারিত দিনগুলোর সালাত ছেড়ে দিবে। সে দিনগুলো অতিক্রান্ত হওয়ার পর সে গোসল করবে এবং প্রত্যেক সালাতের সময় উযূ করবে আর যথারীতি সিয়াম ও সালাত আদায় করতে থাকবে।

তাঁরা বলেন, আলী (রা) থেকেও অনুরূপ বর্ণিত আছে। তাঁরা নিম্নোক্ত হাদীস উল্লেখ করেছেন ঃ

٦٠٣- حَدَّثَنَا فَهْدٌ قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ أَنَا شَرِيْكُ عَنْ أَبِي الْيَقْظَانِ عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَلِيٍّ مِثْلَهُ يَعْنِيْ مِثْلَ حَدِيْثِهِ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ الَّذِيْ ذَكَرْنَاهُ فِي الْفَصْلِ الَّذِيْ قَبْلَ هٰذَا .

৬০৩. ফাহাদ (র) .... আদী ইব্‌ন সাবিত (র) তাঁর পিতা থেকে তিনি আলী (রা) থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন। অর্থাৎ সেই হাদীসের অনুরূপ, যা তিনি তাঁর পিতা-পিতামহ (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে রিওয়ায়াত করেছেন, আর আমরা তা এর পূর্বে উল্লেখ করেছি।

তিনি বলেন, যা কিছু আমরা এই অভিমত সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এবং আলী (রা) থেকে রিওয়ায়াত করেছি, সেগুলোর বিরুদ্ধে জনৈক প্রশ্ন উত্থাপনকারী প্রশ্ন উত্থাপন করে বলেছে যে, ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর হাদীস, যা তিনি হিশাম (র) সূত্রে উরওয়া (র) থেকে বর্ণনা করেছেন, তা বিশুদ্ধ নয়। যেহেতু হাদীসের হাফিযগণ হিশাম ইব্‌ন উরওয়া (র) থেকে এটাকে অন্যভাবে রিওয়ায়াত করেছেন। তাঁরা নিম্নরূপ উল্লেখ করেছেন ঃ

٦٠٤- حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ أَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِيْ عَمْرُو وَسَعِيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ وَمَالِكُ وَاللَّيْثُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ أَنَّهُ أَخْبَرَهُمْ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ فَاطِمَةَ ابْنَةَ أَبِيْ حُبَيْشٍ جَاءَتْ إِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَكَانَتْ تُسْتَحَاضُ فَقَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ إِنِّيْ وَاللّٰهِ مَا أَطْهَرُ أَفَادَعُ الصَّلٰوةَ أَبَدًا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِنَّمَا ذٰلِكَ عِرْقٌ وَلَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَاتْرُكِيْ الصَّلَاةَ وَإِذَا ذَهَبَ قَدْرُهَا فَاغْسِلِيْ عَنْكِ الدَّمَ ثُمَّ صَلِّيْ .

৬০৪. ইউনুস (র)...... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, একবার ফাতিমা বিন্‌ত আবী হুবায়শ (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর দরবারে এলেন। তিনি ছিলেন ইস্তিহাযায় আক্রান্ত একজন মহিলা। তিনি বললেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আল্লাহ্‌র কসম! আমি তো (রক্ত থেকে) পাক হইনা। তাই আমি সর্বদা সালাত ছেড়ে দিব কি? রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, এ রক্ত হায়যের নয়, বরং শিরা থেকে বেরিয়ে আসা রক্ত। সুতরাং যখন তোমার হায়যের নির্ধারিত দিনগুলো আসে তখন সে ক'দিন সালাত ছেড়ে দিবে আর হায়যের দিনগুলোর পরিমাণ সময় চলে গেলে তোমার রক্ত ধুয়ে নিবে এবং সালাত আদায় করবে।

٦٠٥– حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ اَبِى الزِّنَادِ عَنْ اَبِيْهِ وَهِشَامٍ كِلَيْهِمَا عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ مِثْلَهُ .

৬০৫. মুহাম্মদ ইব্‌ন আলী ইব্‌ন দাঊদ (র)...... আবদুর রহমান ইব্‌ন আবূয যিনাদ (র) তাঁর পিতা এবং হিশাম (র) উভয় থেকে, তিনি উরওয়া (র) থেকে, তিনি আয়েশা (রা), থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

সুতরাং হাদীসের হাফিযগণ এ হাদীসটি হিশাম ইব্‌ন উরওয়া (র) থেকে এভাবেই রিওয়ায়াত করেছেন, সেইরূপভাবে নয় যেমনটি ইমাম আবূ হানীফা (র) তা রিওয়ায়াত করেছেন। অতএব তাদের বিরুদ্ধে দলীল হল যে, হাম্মাদ ইব্‌ন সালামা (র) এই হাদীসটি হিশাম (র) থেকে রিওয়ায়াত করেছেন এবং এতে তিনি এরূপ একটি হরফ (শব্দ) বৃদ্ধি করেছেন, যা ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর অনুকূলে প্রমাণ বহন করে।

٦٠٦– حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ ثَنَا حَجَّاجُ بْنُ الْمِنْهَالِ قَالَ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَ حَدِيْثِ يُوْنُسَ عَنِ ابْنِ وَهْبٍ وَحَدِيْثِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ غَيْرَ اَنَّهُ قَالَ فَاِذَا ذَهَبَ قَدْرُهَا فَاغْتَسِلِى عَنْكِ الدَّمَ وَتَوَضَّئِىْ وَصَلِّىْ .

৬০৬. মুহাম্মদ ইব্‌ন খুযায়মা (র)...... আয়েশা (রা)-এর বরাতে নবী ﷺ থেকে সেই হাদীসের অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন, যা ইউনুস (র) ইব্‌ন ওহাব (র) থেকে এবং মুহাম্মদ ইব্‌ন আলী (র) সুলায়মান ইব্‌ন দাঊদ (র) থেকে রিওয়ায়াত করেছেন। তবে তিনি বলেছেন, যখন হায়যের দিনগুলো পরিমাণ অতিক্রান্ত হয়ে যাবে তখন তোমার রক্ত ধুয়ে উযূ করে সালাত আদায় করবে।

বস্তুত এ হাদীসে ব্যক্ত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁকে গোসলের সঙ্গে সঙ্গে উযূরও নির্দেশ দিয়েছেন। আর এটা সেই উযূ, যা প্রত্যেক সালাতের জন্য করা হয়ে থাকে। এটাই হচ্ছে ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর হাদীসের মর্ম। হিশাম ইব্‌ন উরওয়া (র)-এর রিওয়ায়াতে হাম্মাদ ইব্‌ন সালামা রাবীর মর্যাদা (এমনকি) তোমাদের মতে মালিক (র), লায়স (র) ও আমর ইব্‌ন হারিস (র) থেকে কোন অংশেই কম নয়।

সুতরাং আমরা যা কিছু উল্লেখ করেছি, তাতে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণিত মুস্তাহাযা মহিলার রিওয়ায়াতের বিশুদ্ধতা সাব্যস্ত হল। সে তার ইস্তিহাযা অবস্থায় প্রত্যেক সালাতের সময় উযূ করবে। তবে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে তাও বর্ণিত আছে, যা আমরা এই অনুচ্ছেদে ইতিপূর্বে আলোচনা করে এসেছি।

ইমাম তাহাবী (র)-এর যুক্তিভিত্তিক দলীল

আমরা এ বিষয়ে গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করার প্রয়াস পাব, যেন অবহিত হতে পারি যে, এর কোন্‌টির উপর আমল করা শ্রেয়। সুতরাং রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণিত রিওয়ায়াত, যা আমরা এই অনুচ্ছেদের শুরুতে বর্ণনা করেছি যে, তিনি উম্মু হাবীবা বিন্‌ত জাহশ (রা)-কে প্রত্যেক সালাতের জন্য গোসলের নির্দেশ দিয়েছেন। এটা এ হাদীসের দ্বারা রহিত হয়ে যাওয়াটা সাব্যস্ত হল, যা আমরা এই অনুচ্ছেদের দ্বিতীয় অংশে সাহলা বিন্‌ত সুহাইল (রা)-এর বিষয়ে ইব্‌ন আবী দাঊদ (র)...... ওয়াহবী (র)-এর সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে রিওয়ায়াত করেছি। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁকে প্রত্যেক সালাতের জন্য গোসলের নির্দেশ দিতেন। যখন তার উপর এটা কষ্টকর হয়ে পড়ল তখন তাঁকে এক গোসলে যুহর ও আসরের সালাত আর এক গোসলে মাগরিব ও ইশা'র সালাত একত্রিত করার এবং ফজরের সালাতের জন্য পৃথক গোসল করার নির্দেশ প্রদান করেছেন। অতএব তাঁর জন্য তাঁর এই নির্দেশ পূর্ববর্তী নির্দেশের জন্য রহিতকারী যে, প্রত্যেক সালাতের জন্য গোসল করবে। আমরা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বর্ণিত রিওয়ায়াতসমূহের মর্ম কিরূপ, তা গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করার প্রয়াস পাব।

আমরা দেখতে পাচ্ছি আবদুর রহমান ইব্‌ন কাসিম (র) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর যুগের ইস্তিহাযা আক্রান্ত মহিলার বিষয়ে তাঁর পিতা (রা) থেকে রিওয়ায়াত করেছেন। এ বিষয়ে আবদুর রহমান (র) থেকে ভিন্ন ভিন্ন বর্ণনা রয়েছে। ছাওরী (র) তাঁর থেকে, তিনি তার পিতা থেকে, তিনি যয়নাব বিন্‌ত জাহশ (রা) থেকে রিওয়ায়াত করেছেন যে, নবী ﷺ তাঁকে এ বিষয়ে নির্দেশ দিয়েছেন এবং তাঁকে হায়যের নির্ধারিত দিনগুলোর সালাত ছেড়ে দেয়ার জন্য বলেছেন। ইব্‌ন উয়ায়না (র) ও তা আবদুর রহমান (র) তাঁর পিতা সূত্রে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু তিনি যয়নাব (রা)-এর উল্লেখ করেননি। তবে তিনি হাদীসের শব্দগত অর্থে ছাওরী (র)-এর সাথে ঐকমত্য পোষণ করেছেন। আর তা হচ্ছে সে বিশেষভাবে ইস্তিহাযার দিনগুলোতে প্রত্যেক দুই সালাতকে এক গোসলে একত্রিত করা। এতে সাব্যস্ত হল যে, তাঁর হায়যের দিনগুলো নির্ধারিত ছিল। তারপর শু'বা (র) এলেন এবং তিনি তা আবদুর রহমান ইব্‌ন কাসিম (র) তাঁর পিতার সূত্রে আয়েশা (রা)-কে ছাওরী (র) ও ইব্‌ন উয়ায়না (র)-এর অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন। তবে তিনি 'হায়যের দিনগুলোর' উল্লেখ করেননি। এই বিষয়ে মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক (র) তাঁর অনুসরণ করেছেন। যখন হাদীসটি এরূপই বর্ণিত যেমনটি আমরা উল্লেখ করেছি যে, এতে তাঁরা মত পার্থক্য করেছেন। তাই আমরা তা সুস্পষ্টরূপে প্রকাশ করে দিয়েছি, যেন আমরা অবহিত হতে পারি যে, বিরোধ কোত্থেকে এসেছে। 'হায়যের দিনগুলোর' উল্লেখ যা কাসিম (র)...... যয়নাব (রা)-এর হাদীসে উক্ত হয়েছে, তা কিন্তু তাঁর সূত্রে বর্ণিত আয়েশা (রা) এর হাদীসে বিদ্যমান নেই। অতএব যয়নাব (রা) থেকে বর্ণিত তাঁর রিওয়ায়াতকে আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত তাঁর রিওয়ায়াত থেকে ভিন্নতর সাব্যস্ত করা আবশ্যক। তাই যয়নাব (রা)-এর হাদীস যাতে হায়যের উল্লেখ রয়েছে 'মুনকাতি-হাদীস', যা হাদীস বিশেষজ্ঞদের নিকট প্রমাণ্য নয়। যেহেতু তাঁরা 'মুনকাতি' হাদীস দ্বারা প্রমাণ পেশ করেন না। এ হাদীসটি মুনকাতি হয়েছে এজন্য যে, কাসিম (র)

যয়নাব (রা)-এর (সময়কাল) পান নাই; এমনকি সে যুগে তাঁর জন্মও হয়নি। কেননা উমার ইব্ন খাত্তাব (রা)-এর (খিলাফতের) যুগে তাঁর ইন্তিকাল হয়ে গিয়েছে। নবী (সা)-এর ওফাতের পরে তাঁর স্ত্রীদের মধ্যে সর্বপ্রথম তাঁরই ইন্তিকাল হয়েছে।

আয়েশা (রা)-এর হাদীস, যাতে হায়যের উল্লেখ নেই; তাতে শুধু রয়েছে যে, নবী ﷺ ইস্তিহাযা আক্রান্ত মহিলাকে এক গোসলে দুই সালাত একত্রিত করার নির্দেশ দিয়েছেন, যা ওই হাদীসে রয়েছে। কিন্তু এটা বর্ণনা করেননি যে, সে কোন্ মুস্তাহাযা মহিলা ছিল।

বস্তুত আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, ইস্তিহাযা কয়েক ধরনের হয়ে থাকে ঃ প্রথমত, ইস্তিহাযা আক্রান্ত এমন মহিলা যার সব সময় রক্ত ঝরতে থাকে এবং তার হায়যের দিনগুলো নির্ধারিত। তার বিষয়ে বিধান হচ্ছে, হায়যের নির্ধারিত দিনগুলোর সালাত ছেড়ে দিবে এবং তারপর গোসল করবে ও উযূ করবে (ও সালাত আদায় করবে)। দ্বিতীয়ত, ইস্তিহাযা আক্রান্ত এমন মহিলা যার সব সময় রক্ত ঝরতে থাকে, রক্ত বন্ধ হয় না এবং হায়যের দিনগুলো তার অনির্ধারিত (অজানা)। তার বিধান হচ্ছে, প্রত্যেক সালাতের জন্য গোসল করবে। যেহেতু তার জন্য এমন একটি সময় অতিবাহিত হয় না, যাতে সে হায়য বিশিষ্ট হওয়া বা হায়য থেকে পাক হওয়া বা ইস্তিহাযা আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা না থাকে। তাই সতর্কতা অবলম্বন করে তাকে গোসল করার নির্দেশ দেয়া হবে। তৃতীয়ত, ইস্তিহাযা আক্রান্ত এমন মহিলা, যার হায়যের দিনগুলো অনির্ধারিত (অজানা) থাকে, রক্ত সব সময় ঝরে না এবং এক সময় বন্ধ হয়ে যায় তারপর পুনরায় চলে আসে, সমস্ত দিন তার এ অবস্থা অব্যাহতভাবে চলতে থাকে। তাহলে সে লক্ষ্য করবে যে, রক্ত বন্ধ হওয়ার অবস্থায় যখন সে গোসল করবে তখন তার জন্য হায়য থেকে সেই পবিত্রতা লাভ হবে না, যার দ্বারা তার উপর গোসল ওয়াজিব হয়। সুতরাং সে এ অবস্থায় উক্ত গোসল দ্বারা যত সালাত ইচ্ছা করে আদায় করতে পারবে, যদি তা তার জন্য সম্ভব হয়।

অতএব আমরা যখন দেখতে পেলাম যে, মহিলা কখনও ওইসব বিভিন্ন অবস্থা থেকে কোন একটির সাথে ইস্তিহাযাগ্রস্ত হয় এবং প্রত্যেক অবস্থার বিধান ভিন্নতর অথচ মুস্তাহাযা শব্দটি সবগুলোকে অন্তর্ভুক্ত করে। আমরা কিন্তু আয়েশা (রা)-এর ওই হাদীসে সেই মহিলার ব্যাপারে, যার সম্পর্কে নবী (সা) উল্লেখিত নির্দেশ দিয়েছেন স্পষ্টত বর্ণনা পাইনা যে, সে কোন রকম মুস্তাহাযা ছিল। তাই আমাদের জন্য জায়িয হবে না আমরা কোন দলীল ব্যতীত একে কোন এক প্রকারের জন্য প্রয়োগ করা এবং অবশিষ্টকে ছেড়ে দেয়া। সুতরাং আমরা গভীরভাবে দেখেছি যে, এ সম্পর্কে আমরা কোন প্রমাণ পাই কিনা। আমরা নিম্নোক্ত হাদীসে দেখি ঃ

٦٠٧– فَاذَا بَكْرُ بْنُ ادْرِيْسَ قَدْ حَدَّثَنَا قَالَ ثَنَا اٰدَمُ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ قَالَ ثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ وَالْمُجَالِدُ بْنُ سَعِيْدٍ وَّبَيَانُ قَالُوْا سَمِعْنَا عَامِرَ الشَّعْبِيَّ يُحَدِّثُ عَنْ قَمِيْرٍ امْرَأَةِ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّهَا قَالَتْ فِىْ الْمُسْتَحَاضَةِ تَدَعُ الصَّلٰوةَ اَيَّامَ حَيْضِهَا ثُمَّ تَغْتَسِلُ غُسْلاً وَّاحِدًا وَّتَتَوَضَّأُ عِنْدَ كُلِّ صَلٰوةٍ .

৬০৭. বাকর ইব্ন ইদরীস (র)...... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি ইস্তিহাযা আক্রান্ত মহিলা সম্পর্কে বলেন, সে হায়যের নির্ধারিত দিনগুলোর সালাত ছেড়ে দিবে তারপর সে একবার গোসল করবে এবং প্রত্যেক সালাতের সময় উযূ করবে।

٦٠٨- حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ نَصْرٍ وَّعَلِيُّ بْنُ شَيْبَةَ قَالاَ ثَنَا اَبُوْ نَعِيْمٍ قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ فِرَاسٍ وَّبَيَانٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ فَذَكَرَ بِاِسْنَادِهِ مِثْلَهُ .

৬০৮. হুসাইন ইব্‌ন নাসর (র) ও আলী ইব্‌ন শায়বা (র)...... শা'বী (র) থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

ইমাম তাহাবীর বিশ্লেষণ

যখন আয়েশা (রা) থেকে সেই বিষয়টি বর্ণিত আছে, যা আমরা উল্লেখ করেছি যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর পরে তিনি এই ফাতওয়া দিতেন, মুস্তাহাযা মহিলার বিধান যা আমরা উল্লেখ করেছি যে, সে প্রত্যেক সালাতের জন্য গোসল করবে, আবার যা আমরা উল্লেখ করেছি যে, সে এক গোসলে দুই সালাত একত্রিত করবে, এবং আরো যা আমরা উল্লেখ করেছি যে, সে হায়যের নির্ধারিত দিনগুলোতে সালাত ছেড়ে দিবে তারপর প্রত্যেক সালাতের জন্য গোসল এবং উযূ করবে। বস্তুত এসব কিছু আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত আছে। সুতরাং তাঁর এই উত্তর দ্বারা সাব্যস্ত হল যে, এই বিধান অপর দুই বিধানের জন্য রহিতকারী। যেহেতু আমাদের মতে তাঁর সম্পর্কে এ ধারণা করা বৈধ নয় যে, তিনি রহিতকারী (হাদীস) ছেড়ে দিয়েছেন এবং মানসূখ (রহিত) হাদীস অনুযায়ী ফাতওয়া দিতেন। যদি এটা না হত তাহলে তাঁর রিওয়ায়াত রহিত হয়ে যেত। যখন সাব্যস্ত হল যে, এটাই রহিতকারী যা আমরা উল্লেখ করেছি। তাহলে এ অভিমতকে গ্রহণ করা আবশ্যক এবং এর পরিপন্থী বিধান জায়িয। রিওয়ায়াতসমূহের উল্লিখিত মর্মও হতে পারে আবার এতে অন্য সম্ভাবনাও আছে। সম্ভবত ফাতিমা বিন্‌ত আবী হুবায়শ (রা) সম্পর্কে যা কিছু রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণিত আছে তা এর পরিপন্থী হবে না যা তাঁর থেকে সাহলা বিন্‌ত সুহায়ল (রা)-এর ব্যাপারে বর্ণিত আছে। যেহেতু ফাতিমা বিন্‌ত আবী হুবায়শ (রা)-এর হায়যের দিনগুলো নির্ধারিত ছিল, সাহলা (রা)-এর দিনগুলো অজ্ঞাত ছিল। তবে তাঁর রক্ত কোন সময় বন্ধ হয়ে যেত এবং কোন সময় প্রত্যাবর্তন করত। এজন্য তাঁর এমন ধারণা থাকতে পারে যে, গোসলের পরেও হায়য থেকে পাক হননি। যার কারণে তিনি এক গোসল দ্বারা দুই সালাত আদায় করতেন।

যদি বিষয়টি এরূপ হয়ে থাকে তাহলে আমরা একই সঙ্গে উভয় হাদীসের মর্মই গ্রহণ করি। ফাতিমা (রা) বর্ণিত হাদীসের বিধান-এর উপর প্রয়োগ করি, যেরূপ আমরা ব্যাখ্যা করেছি। (অর্থাৎ হায়যের দিনগুলো নির্ধারিত হওয়া)। আর সাহলা (রা) বর্ণিত হাদীসের বিধান তাই হবে যা আমরা বর্ণনা করেছি। আর উম্মু হাবীবা (রা) বর্ণিত হাদীসটি বিরোধের সাথে বর্ণিত হয়েছে। কতেক রাবী আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁকে প্রত্যেক সালাতের সময় গোসল করার নির্দেশ দিয়েছেন এবং তাঁর হায়যের দিনগুলো উল্লেখ করেননি। হতে পারে তিনি তাঁকে এ বিধান এ জন্য প্রদান করেছেন যেন ওরই পানি তাঁর জন্য চিকিৎসা হিসাবে ব্যবহৃত হয়। যেহেতু তা (পানি) গর্ভাশয়ের রক্তকে খতম করে দেয় ফলে তা প্রবাহিত হয় না। কতেক রাবী এটাকে আয়েশা (রা) থেকে এভাবে রিওয়ায়াত করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁকে নির্দেশ দিয়েছেন যেন তিনি হায়যের নির্ধারিত দিনগুলোর সালাত ছেড়ে দেন তারপর প্রত্যেক সালাতের জন্য গোসল করেন। যদি বিষয়টি এরূপই হয়ে থাকে, তাহলে সম্ভবত এর দ্বারা তাঁর উদ্দেশ্য ছিল চিকিৎসা। আবার এটাও হতে পারে যে, এর দ্বারা আমাদের পূর্ব বর্ণিত সেই বিষয়টিই তাঁর উদ্দেশ্যে ছিল। যেহেতু তাঁর রক্ত সর্বদা প্রবাহিত হতে থাকত এবং প্রত্যেক সালাতের সময় হায়য থেকে পাক হওয়ার সম্ভাবনা হত আর

গোসল করার পর-ই সালাত আদায় করতে পারতেন। এরই ভিত্তিতে তাঁকে গোসলের নির্দেশ প্রদান করেছেন। যদি বিষয়টি এরূপই হয়, তাহলে আমরা সেই মহিলার ব্যাপারে যার রক্ত সর্বদা ঝরতে থাকে এবং হায়যের দিনগুলো অজ্ঞাত থাকে তার সম্পর্কে এই অভিমতই ব্যক্ত করি।

বস্তুত যখন এই সমস্ত হাদীসে এইরূপ সম্ভাবনা রয়েছে যা আমরা বর্ণনা করেছি। এবং রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর পরে আয়েশা (রা)-এর অভিমত আমরা সেই মর্মে রিওয়ায়াত করেছি যা আমরা বর্ণনা করেছি। এতে সাব্যস্ত হল যে, এটা সেই ইস্তিহাযাগ্রস্ত মহিলার বিধান যার (হায়যের) দিনগুলো জানা নেই এবং আরো সাব্যস্ত হল যে, যা কিছু এর পরিপন্থী উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা (রা) এর সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে মুস্তাহাযা সম্পর্কে বর্ণিত তা অন্য ইস্তিহাযা অথবা ঐ মুস্তাহাযা সম্পর্কে যার ইস্তিহাযা এই ইস্তিহাযার অনুরূপ। কিন্তু এতে যাই উদ্দেশ্য হউক না কেন ফাতিমা বিন্‌ত আবী হুবায়শ (রা)-এর ব্যাপারে যা বর্ণিত আছে তাই উত্তম। যেহেতু নবী ﷺ এর পরে আয়েশা (রা) তাই গ্রহণ করেছেন। অথচ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কর্তৃক এর অনুকূল বা পরিপন্থী যত উক্তি ছিল সবই তাঁর জানা ছিল। অনুরূপভাবে যা কিছু আমরা ইস্তিহাযাগ্রস্ত মহিলার ব্যাপারে আলী (রা) থেকে রিওয়ায়াত করেছি যে, সে প্রত্যেক সালাতের জন্য গোসল করবে এবং যা কিছু আমরা তাঁর থেকে রিওয়ায়াত করেছি যে, সে এক গোসলে দুই সালাত একত্রিত করবে। তাছাড়াও তাঁর থেকেই বর্ণিত আছে যে, সে হায়যের নির্ধারিত দিনগুলোতে সালাত ছেড়ে দিবে। তারপর প্রত্যেক সালাতের জন্য গোসল করবে এবং উযূ করবে। সুতরাং সংশ্লিষ্ট বিষয়ে তাঁর (আলী রা) উক্তিসমূহ বিভিন্ন রকম হয়েছে ইস্তিহাযা বিভিন্ন রকম হওয়ার কারণে যে সম্পর্কে তিনি ফাতওয়া দিয়েছেন।

যা কিছু তাঁরা উম্মু হাবীবা (রা) সম্পর্কে রিওয়ায়াত করেছেন যে, সে প্রত্যেক সালাতের সময় গোসল করবে, আমাদের মতে গোসলের উদ্দেশ্য ছিল চিকিৎসা। হাদীসসমূহ বর্ণনার ভিত্তিতে এটাই হচ্ছে এই অনুচ্ছেদের বিশ্লেষণ। আর এতে এই সমস্ত রিওয়ায়াত দ্বারাই প্রমাণ পেশ করা হয়।

অতঃপর সেই সমস্ত আলিমগণ মতবিরোধ করেছেন, যারা বলেছেন ইস্তিহাযাগ্রস্ত মহিলা প্রত্যেক সালাতের জন্য উযূ করবে। কেউ কেউ বলেছেন, প্রত্যেক সালাতের ওয়াক্তের জন্য উযূ করবে। ইমাম আবূ হানীফা (রা), ইমাম আবূ ইউসুফ (রা) ও ইমাম মুহাম্মদ ইব্‌নুল হাসান (র)-এর এটাই অভিমত। অপরাপর আলিমগণ বলেছেন, বরং প্রত্যেক সালাতের জন্য উযূ করবে। তারা এ বিষয়ে ওয়াক্তের উল্লেখ সম্পর্কে স্বীকৃতি দেন না।

আমরা দুই অভিমত থেকে বিশুদ্ধতমটিকে বের করার ইচ্ছা পোষণ করছি। আমরা দেখতে পাচ্ছি তাঁরা (আলিমগণ) এ বিষয়ে ঐকমত্য পোষণ করেছেন যে, যখন ইস্তিহাযাগ্রস্ত মহিলা এক সালাতের ওয়াক্তের জন্য উযূ করে এবং সালাত আদায় করার পূর্বেই ওয়াক্ত চলে যায়, এরপর উক্ত উযূ দ্বারা সালাত আদায় করতে চায় তাহলে সে এরূপ করতে পারবে না (জায়িয হবে না) যতক্ষণ না নতুন উযূ করবে। আমরা আরো লক্ষ্য করেছি যে, যদি যে কোন সালাতের ওয়াক্তে উযূ করে সালাত আদায় করে, তারপর উক্ত উযূ দ্বারা নফল সালাত আদায় করতে ইচ্ছা পোষণ করে তাহলে যতক্ষণ পর্যন্ত ওয়াক্ত থাকবে তা তার জন্য জায়িয আছে।

সুতরাং আমরা যা কিছু উল্লেখ করেছি তাতে প্রমাণিত হয় যে, তার উযূ ওয়াক্ত চলে যাওয়ার কারণে ভেঙ্গে যায় এবং ওয়াক্ত (প্রবেশের) দ্বারাই তার উপর উযূ ওয়াজিব হয়, সালাতের দ্বারা নয়। আরো দেখছি, তার যদি কয়েকটি সালাত কাযা হয়ে যায় এবং তা আদায় (কাযা) করতে চায় তাহলে সে

তা এক ওয়াক্তে এক উযূর দ্বারা করতে পারবে। যদি প্রত্যেক সালাতের জন্য উযূ ওয়াজিব হত তাহলে তার জন্য আবশ্যক হত ছুটে যাওয়া সালাতসমূহ থেকে প্রত্যেক সালাতের জন্য পৃথক উযূ করা যাতে সে ওই সমস্ত সালাত এক উযূর দ্বারা আদায় করতে পারে। এতে প্রমাণিত হল যে, তার উপর সালাত নয় বরং ওয়াক্তের কারণে উযূ ওয়াজিব হয়।

দ্বিতীয় দলীল ঃ আমরা লক্ষ্য করছি যে, হাদাসসমূহ দ্বারা তাহারাত (উযূ) নষ্ট হয়। ঐ সমস্ত হাদাস এর মধ্যে পায়খানা ও পেশাব অন্যতম। কিছু তাহারাত ওয়াক্ত বের হয়ে যাওয়ার কারণেও ভেঙ্গে যায় আর তা হচ্ছে চামড়ার মোজায় মাসেহ করার তাহারাত। মুসাফির ও মুকীমের মেয়াদ শেষ হয়ে যাওয়ার কারণে তা ভেঙ্গে যায়। বস্তুত এই সমস্ত তাহারাতের বিষয়ে সমস্ত আলিমদের ঐকমত্য রয়েছে। এগুলোকে ভঙ্গকারী বস্তুর মধ্যে আমরা সালাতকে দেখতে পাই না। এগুলোকে ভঙ্গ করে হয় হাদাস নয়ত ওয়াক্ত বের হয়ে যাওয়া। আর এটা সাব্যস্ত হল যে, মুস্তাহাযার তাহারাত এরূপ তাহারাত যা হাদাস অথবা হাদাস ব্যতীত অন্য বস্তু দ্বারা ভেঙ্গে যায়। একদল আলিম বলেছেন, এই হাদাস ব্যতীত অন্য বস্তু হচ্ছে ওয়াক্ত বের হয়ে যাওয়া। অপরাপর আলিমগণ বলেছেন, তা হচ্ছে সালাত থেকে অবসর হওয়া (শেষ করা)। আমরা এই ক্ষেত্র ব্যতীত কোথাও 'সালাত থেকে অবসর হওয়া'কে হাদাস হিসেবে দেখতে পাইনা। তবে 'ওয়াক্ত বের হওয়া'কে এই ক্ষেত্র ব্যতীতও হাদাস হিসাবে দেখতে পাই। তাই সর্বোত্তম পন্থা হচ্ছে, আমরা বিরোধপূর্ণ হাদাসের পরিবর্তে একে সেই হাদাসের অনুরূপ সাব্যস্ত করব, যার উপর ঐকমত্য পোষণ করা হয়েছে এবং এর জন্য কোন ভিত্তি রয়েছে। একে আমরা সেইরূপ সাব্যস্ত করব না, যার উপর ইমামদের ঐকমত্যও নেই এবং এর জন্য কোন ভিত্তিও নেই। সুতরাং এতে তাঁদের অভিমত প্রমাণিত সাব্যস্ত হল, যারা বলেছেন যে, সে (ইস্তিহাযাগ্রস্ত মহিলা) প্রত্যেক সালাতের ওয়াক্তের জন্য উযূ করবে। আর এটা হচ্ছে, ইমাম আবূ হানীফা (র), ইমাম আবূ ইউসূফ (র) ও ইমাম মুহাম্মদ ইব্নুল হাসান (র)-এর অভিমত।

٢٢- بَابُ حُكْمِ بَوْلِ مَايُؤْكَلُ لَحْمُهُ

২২. অনুচ্ছেদ ঃ হালাল পশুর পেশাবের বিধান

٦٠٩- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ بَكْرٍ قَالَ ثَنَا حُمَيْدُ عَنْ اَنَسٍ قَالَ قَدِمَ نَاسٌ مِّنْ عُرَيْنَةَ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ الْمَدِيْنَةَ فَاجْتَوَوْهَا فَقَالَ لَوْ خَرَجْتُمْ اِلٰى ذَوْدٍ لَّنَا فَشَرِبْتُمْ مِنْ اَلْبَانِهَا قَالَ وَذَكَرَ قَتَادَةُ اَنَّهُ قَدْ حَفِظَ عَنْهُ وَاَبْوَالِهَا .

৬০৯. আবূ বাকরা (র)...... আনাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, একবার উরায়না গোত্রের কিছু লোক মদীনায় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর দরবারে আসে। কিন্তু মদীনার আবহাওয়া তাদের উপযোগী না হওয়ায় তিনি তাদেরকে বললেন, যদি তোমরা আমাদের (সাদাকার) উটগুলোর দিকে চলে যেতে এবং এগুলোর দুধ পান করতে। রাবী বলেন, কাতাদা (রা) উল্লেখ করেছেন যে, তিনি আনাস (রা) থেকে 'পেশাব' শব্দটি স্মরণ রেখেছেন।

٦١٠– حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ خُشَيْشٍ قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ قَالَ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ وَّقَتَادَةَ وَحُمَيْدٍ عَنْ اَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ وَقَالَ مِنْ اَلْبَانِهَا وَاَبْوَالِهَا .

৬১০. আবদুল্লাহ ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন খুশায়শ (র)........ আনাস (রা)-এর বরাতে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন এবং বলেছেন, 'এগুলোর দুধ এবং পেশাব পান কর।'

বিশ্লেষণ

একদল আলিম মত গ্রহণ করেছেন যে, হালাল পশুর পেশাব পাক এবং এর বিধান উক্ত পশুর গোশতের অনুরূপ। এ অভিমত যারা পোষণ করেছেন, মুহাম্মদ ইব্‌নুল হাসান (র) তাদের মধ্যে অন্যতম। তাঁরা বলেছেন, যখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ওটা তাদের রোগের জন্য ওষুধরূপে সাব্যস্ত করেছেন তখন প্রমাণিত হল যে, এটা হালাল। যেহেতু যদি তা হারাম হত তাহলে তিনি ওটা তাদের জন্য চিকিৎসারূপে নির্ধারণ করতেন না। কারণ ওটা তো রোগ, শিফা (নিরাময়) নয়, যেমনটি আলকামা ইব্‌ন ওয়াইল ইব্‌ন হুজর (রা)-এর হাদীসে বলেছেন।

٦١١– حَدَّثَنَا رَبِيْعُ الْمُؤَذِّنُ قَالَ ثَنَا يَحْيَ بْنُ حَسَّانٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ اَبِيْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا اَبُو الْوَلِيْدِ قَالَ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ عَنْ طَارِقِ بْنِ سُوَيْدٍ الْحَضْرَمِيِّ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ بِاَرْضِنَا اَعْنَابًا نَعْتَصِرُهَا اَفَنَشْرَبُ مِنْهَا قَالَ لاَ فَرَاجَعْتُهُ فَقَالَ لاَفَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّا نَسْتَشْفِيْ بِهَا الْمَرِيْضَ قَالَ ذَاكَ دَاءٌ وَّلَيْسَ بِشِفَاءٍ .

৬১১. রবী'উল মুয়ায্‌যিন (র) ও ইব্‌ন আবী দাঊদ (র)...... তারিক ইব্‌ন সুওয়াঈদ হাযরামী (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি বললাম হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমাদের এলাকায় আঙ্গুর উৎপন্ন হয়, আমরা এর থেকে রস বের করি (মদ প্রস্তুত করি), আমরা কি এর থেকে পান করতে পারব? তিনি বললেন, না। আমি পুনরায় তাঁকে বললাম। তিনি বললেন, না। আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমরা এর দ্বারা রোগীর ওষুধ তথা চিকিৎসা করি। তিনি বললেন, ওটা ব্যাধি, শিফা (নিরাময়) নয়, যেমনটি আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসউদ এবং রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর অপরাপর সাহাবীগণ বলেছেন।

٦١٢– حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا وَهْبُ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ اَبِيْ اِسْحَاقَ عَنْ اَبِي الْاَحْوَصِ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ مَا كَانَ اللّٰهُ لِيَجْعَلَ فِيْ رِجْسٍ اَوْ فِيْمَا حَرَّمَ شِفَاءً .

৬১২. ইব্‌ন মারযূক (র)...... আবুল আহওয়াস (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আবদুল্লাহ্ (রা) বলেছেন, আল্লাহ্ তা'আলা নাপাক এবং হারাম বস্তুর মধ্যে শিফা রাখেননি।

٦١٣- حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ ثَنَا اَبُوْ نُعَيْمٍ قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ اَبِىْ وَائِلٍ قَالَ اشْتَكَى رَجُلٌ مِنَّا فَنُعِتَ لَهُ السُّكْرُ اَتَيْنَا عَبْدَ اللّٰهِ فَسَأَلْنَاهُ.فَقَالَ اِنَّ اللّٰهَ لَمْ يَجْعَلْ شِفَاءَكُمْ فِيْمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ .

৬১৩. হুসাইন ইব্‌ন নাসর (র)...... আবূ ওয়াইল (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, একবার আমাদের মধ্য থেকে এক ব্যক্তি অসুস্থ হয়ে পড়ে। তখন তাকে নেশা জাতীয় কোন বস্তুর কথা জানানো হল। তারপর আমরা আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসঊদ (রা)-এর নিকট গেলাম এবং আমরা তাঁকে (এ বিষয়ে) জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন, আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের উপর যা হারাম করেছেন তাতে শিফা রাখেননি।

٦١٤- حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا اَبُوْ عَاصِمٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْاَسْوَدِ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ قَالَتْ عَائِشَةُ اَللّٰهُمَّ لَا تَشْفِ مَنِ اسْتَشْفٰى بِالْخَمْرِ .

৬১৪. ইব্‌ন মারযূক (র)...... আতা (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আয়েশা (রা) দু'আ করে বলেছেন, হে আল্লাহ্! মদের দ্বারা চিকিৎসাকারীদের শিফা দিওনা।

তাঁরা বলেছেন, যখন এই সমস্ত হাদীস দ্বারা সাব্যস্ত হল যে, বান্দার উপর হারামকৃত বস্তুর দ্বারা শিফা অর্জিত হয় না। সুতরাং প্রথমোক্ত হাদীস, যাতে নবী ﷺ উটের পেশাবকে ওষুধ হিসাবে নির্ধারণ করেছেন। তাতে সাব্যস্ত হয় যে, তা পাক, হারাম নয়।

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে এ বিষয়ে নিম্নোক্ত হাদীসও বর্ণিত আছে ঃ

٦١٥- حَدَّثَنَا الرَّبِيْعُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمُؤَذِّنُ قَالَ ثَنَا اَسَدُ قَالَ ثَنَا ابْنُ لَهِيْعَةَ قَالَ ثَنَا ابْنُ هُبَيْرَةَ عَنْ حَنَشِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ فِىْ اَبْوَالِ الْاِبِلِ وَاَلْبَانِهَا شِفَاءٌ لِذَرْبَةِ بُطُوْنِهِمْ .

৬১৫. রবী' ইব্‌ন সুলায়মানুল মুয়ায্যিন (র)....... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, উটের পেশাব এবং দুধে তাদের পেটের পীড়ার জন্য শিফা রয়েছে।

তাঁরা (সেই আলিমগণ) বলেছেন, এ হাদীসেও সেই বিষয়ের প্রমাণ বিদ্যমান রয়েছে, যা আমরা বর্ণনা করেছি। পক্ষান্তরে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অপরাপর আলিমগণ তাদের বিরোধিতা করেছেন এবং তাঁরা বলেছেন, উটের পেশাব নাপাক, এর বিধান এর রক্তের অনুরূপ, এর দুধ ও গোশ্‌তের অনুরূপ নয়। উপরন্তু তাঁরা বলেন, তোমরা উরায়না গোত্রের লোকদের সম্পর্কে যে হাদীস রিওয়ায়াত করেছ, সেই বিধান ছিল বিশেষ জরুরী প্রয়োজনবশত। তাতে এ বিষয়ের কোন দলীল নেই যে, এটা বিশেষ জরুরী প্রয়োজন ব্যতীতও মুবাহ (হালাল)। কেননা আমরা অনেক বস্তু দেখতে পাচ্ছি, যা বিশেষ প্রয়োজনবশত মুবাহ (জায়িয) হয়ে থাকে; কিন্তু জরুরী প্রয়োজন ব্যতীত মুবাহ (জায়িয) হয় না। এ বিষয়ে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে রিওয়ায়াতসমূহ বর্ণিত আছে ঃ

٦١٦- حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ سَمِعْتُ يَزِيْدَ بْنَ هَارُوْنَ قَالَ اَنَا هَمَّامُ ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ خَشِيْشٍ قَالَ ثَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ الْمِنْهَالِ قَالَ ثَنَا هَمَّامُ قَالَ اَنَا قَتَادَةُ عَنْ اَنَسٍ اَنَّ الزُّبَيْرَ وَعَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ عَوْفٍ شَكَوْا اِلَى النَّبِيِّ ﷺ الْقُمَّلَ فَرَخَّصَ لَهُمَا فِيْ قَمِيْصِ الْحَرِيْرِ فِيْ غَزَاةٍ لَّهُمَا قَالَ اَنَسُ فَرَأَيْتُ عَلٰى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا قَمِيْصًا مِّنْ حَرِيْرٍ .

৬১৬. হুসাইন ইব্ন নাসর (র) ও আবদুল্লাহ ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন খাশীশ (র)...... আনাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, একবার এক যুদ্ধে যুবাইর (রা) ও আবদুর রহমান ইব্ন আউফ (রা) নবী ﷺ-এর দরবারে উকুন সম্পর্কে অভিযোগ উত্থাপন করলে তিনি তাদেরকে রেশমী জামা পরিধান করার অনুমতি প্রদান করেন। আনাস (রা) বলেন, আমি তাদের উভয়ের পরিধানে রেশমী জামা দেখেছি।

বিশ্লেষণ

বস্তুত রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সেই সমস্ত পুরুষদের জন্য রেশম পরিধান করা বৈধ সাব্যস্ত করেছেন, যাদের খোস-পাঁচড়া ছিল এবং ওটা ছিল তার চিকিৎসা। উক্ত রোগের কারণে তাদের জন্য রেশমের বৈধতা এ বিষয়ের কোনরূপ দলীল নয় যে, উক্ত রোগ ব্যতীতও রেশম বৈধ হবে। অনুরূপভাবে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ উরায়না গোত্রের লোকদের জন্য তাদের রোগের কারণে যে বস্তু হালাল করেছেন, এর দ্বারা এটা সাব্যস্ত হবে না যে, তা উক্ত রোগ ব্যতীতও হালাল হবে। রেশমী পোশাক পরিধান হারাম হওয়া জরুরী; প্রয়োজনের অবস্থায় এর হালাল হওয়ার পরিপন্থী নয়। অনুরূপভাবে জরুরী প্রয়োজনের অবস্থা ব্যতিরেক পেশাব হারাম হওয়ার দ্বারা এটা আবশ্যক নয় যে, ওটা জরুরী প্রয়োজনের সময়ও হারাম হবে। অতএব এতে প্রমাণিত হল যে, মদের ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর উক্তি "এটা ব্যাধি, শিফা নয়" এটা এই ভিত্তিতে ছিল যে, যেহেতু তারা এটাকে মদ মনে করেই এর থেকে শিফা অর্জন করতে চাইত এবং ওটা হারাম। অনুরূপভাবে আমাদের মতে আবদুল্লাহ্ (রা)-এর উক্তির মর্ম, আল্লাহ্ তা'আলা যে বস্তু তোমাদের উপর হারাম করেছেন তাতে তোমাদের শিফা রাখেনি। এর ভিত্তি ছিল এ যে, তারা মদের সম্মান করত এবং তারা এটাকে প্রকৃতিগতভাবে উপকারী মনে করত। তাই তিনি তাদেরকে বললেন, আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের উপর যে বস্তু হারাম করেছেন তাতে তোমাদের জন্য শিফা রাখেননি।

এই সমস্ত হাদীসের এটাই হচ্ছে বিশ্লেষণ। এই সমস্ত রিওয়ায়াত যখন সেই সম্ভাবনাও রাখছে যা আমরা উল্লেখ করেছি এবং তাতে পেশাব পাক হওয়ার ব্যাপারে কোনরূপ দলীল নেই, তাই আমরা আবশ্যক মনে করছি যে, গভীর চিন্তা ও যুক্তির নিরিখে অনুসন্ধান চালাব এবং দেখব যে, এর বিধান কি? যখন আমরা এ বিষয়ে গভীরভাবে লক্ষ্য করেছি তখন দেখতে পেয়েছি যে, সমস্ত আলিমগণ এ বিষয়ে ঐকমত্য পোষণ করেছেন যে, মানুষের গোশ্ত পাক এবং তাদের পেশাব হারাম ও নাপাক।

আর তাদের পেশাবের বিধান ঐকমত্যভাবে তাদের রক্তের অধীন, গোশ্তের বিধানের অধীন নয়। সুতরাং যুক্তির দাবি হল, অনুরূপভাবে উটের পেশাবের বিধান এর রক্তের সাথে সংশ্লিষ্ট হবে এর গোশ্তের সাথে নয়। যা কিছু আমরা উল্লেখ করেছি এতে প্রমাণিত হল যে, উটের পেশাব নাপাক। আর এটাই হচ্ছে যুক্তির দাবি এবং এটাই ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর অভিমত। সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পূর্ববর্তী মনীষী আলিমগণ মতবিরোধ করেছেন। এ বিষয়ে তাঁদের থেকে বর্ণিত কিছু রিওয়ায়াত নিম্নরূপ ঃ

٦١٧- حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ ثَنَا الْفِرْيَابِيُّ قَالَ ثَنَا اِسْرَائِيْلُ قَالَ ثَنَا جَابِرُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ لاَ بَأْسَ بِأَبْوَالِ الْاِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ اَنْ يُتَدَاوٰى بِهَا .

৬১৭. হুসাইন ইব্ন নাসর (র)..... মুহাম্মদ ইব্ন আলী (র) থেকে বর্ণনা করেন যে তিনি বলেছেন, উট, গরু ও বকরীর পেশাবকে ওষুধ হিসাবে ব্যবহার করতে কোন অসুবিধা নেই।

সম্ভবত তিনি এ অভিমত এ জন্য পোষণ করেছেন, যেহেতু এই পেশাব তাঁর মতে সমস্ত অবস্থায় হালাল ও পাক। যেমনটি মুহাম্মদ ইব্নুল হাসান (র) বলেছেন। আবার হতে পারে তিনি জরুরী প্রয়োজনের শর্তে এর দ্বারা শুধু চিকিৎসা বৈধ সাব্যস্ত করেছেন। এই জন্য নয় যে, এটা প্রকৃতিগতভাবে পাক এবং অপ্রয়োজনীয় অবস্থায়ও বৈধ।

٦١٨- حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ ثَنَا الْفِرْيَابِيُّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ كَانُوْا يَسْتَشْفُوْنَ بِاَبْوَالِ الْاِبِلِ لاَ يَرَوْنَ بِهَا بَأْسًا .

৬১৮. হুসাইন ইব্ন নাসর (র)....... ইবরাহীম (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, লোকেরা উটের পেশাব দ্বারা শিফা অর্জন করত এবং এতে কোন অসুবিধা মনে করত না।

বস্তুত এটাও সেই সম্ভাবনা রাখছে, যা মুহাম্মদ ইব্ন আলী (র)-এর উক্তিতে রয়েছে।

٦١٩- حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ ثَنَا الْفِرْيَابِيُّ قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيْمِ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ كُلُّ مَا اُكِلَتْ لَحْمُهُ فَلاَ بَأْسَ بِبَوْلِهِ .

৬১৯. হুসাইন ইব্ন নাসর (রা)...... আতা (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, হালাল পশুর পেশাবে কোনরূপ অসুবিধা নেই।

বস্তুত এটা এরূপ হাদীস যার অর্থ সুস্পষ্ট।

٦٢٠- حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ اِدْرِيْسَ قَالَ ثَنَا اٰدَمُ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ يُوْنُسَ عَنِ الْحَسَنِ اَنَّهُ كَرِهَ اَبْوَالَ الْاِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ اَوْ كَلاَمًا هٰذَا مَعْنَاهُ .

৬২০. বাকর ইব্ন ইদ্রীস (রা)....... হাসান (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি উট, গরু ও বকরীর পেশাবকে মাক্রূহ মনে করতেন। অথবা অনুরূপ অর্থ সম্বলিত বাক্য বলেছেন।

٢٣- بَابُ صِفَةِ التَّيَمُّمِ كَيْفَ هِيَ

২৩. অনুচ্ছেদ ঃ তায়াম্মুমের পদ্ধতি কিরূপ

٦٢١- حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِيْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا الْوَهْبِيُّ قَالَ ثَنَا ابْنُ اِسْحَاقَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عَمَّارٍ قَالَ كُنْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ حِيْنَ نَزَلَتْ اٰيَةُ التَّيَمُّمِ فَضَرَبْنَا ضَرْبَةً وَّاحِدَةً لِلْوَجْهِ ثُمَّ ضَرَبْنَا ضَرْبَةً لِلْيَدَيْنِ اِلَى الْمَنْكِبَيْنِ ظَهْرًا وَّبَطْنًا .

৬২১. ইব্‌ন আবী দাঊদ (র)...... আম্মার (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, যখন তায়াম্মুমের (বিধান সম্বলিত) আয়াত অবতীর্ণ হয় তখন আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সঙ্গে ছিলাম। আমরা একবার চেহারা (মাসেহের জন্য হাত) মারলাম তারপর আমরা (দ্বিতীয় বার) কাঁধ পর্যন্ত দুই হাতের উপর-নীচ (মাসেহের জন্য) মারলাম।

٦٢٢- حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِيْ دَاوُدَ وَمُحَمَّدُ بْنُ النُّعْمَانِ قَالاَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِبْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الاُوَيْسِيُّ قَالَ ثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ فَذَكَرَ بِاِسْنَادِهِ مِثْلَهُ .

৬২২. ইব্‌ন আবী দাঊদ (র) ও মুহাম্মদ ইব্‌ন নো'মান (র)..... ইব্‌ন শিহাব (র) থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

٦٢٣- حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِيْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ اَسْمَاءَ قَالَ اَنَا جُوَيْرِيَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّهُ اَخْبَرَهُ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَمَّارٍ قَالَ تَمَسَّحْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ بِالتُّرَابِ فَمَسَحْنَا وُجُوْهَنَا وَاَيْدِيَنَا اِلَى الْمَنَاكِبِ .

৬২৩. ইব্‌ন আবী দাঊদ (র)....... আম্মার (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সঙ্গে মাটি দ্বারা মাসেহ করেছি। আমরা আমাদের চেহারা ও দুই হাতের কাঁধ পর্যন্ত মাসেহ করেছি।

٦٢٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا سَعِيْدُ بْنُ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا مَالِكُ اَنَّ ابْنَ شِهَابٍ حَدَّثَهُ اَنَّ عُبَيْدَ اللّٰهِ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ اَخْبَرَهُ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَمَّارٍ مِثْلَهُ .

৬২৪. মুহাম্মদ ইব্‌ন আলী ইব্‌ন দাঊদ (র)...... আম্মার (রা) থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

٦٢٥- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ قَالَ ثَنَا عَمْرُو بْنُ دِيْنَارٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَمَّارٍ قَالَ تَيَمَّمْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ اِلَى الْمَنَاكِبِ .

৬২৫. আবূ বাকরা (র)...... আম্মার (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমরা নবী ﷺ-এর সঙ্গে কাঁধ পর্যন্ত তায়াম্মুম (মাসেহ) করেছি।

٦٢٦- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ شَيْبَةَ قَالَ ثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ قَالَ اَنَا ابْنُ اَبِيْ ذِئْبٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِيْ سَفَرٍ فَهَلَكَ عِقْدُ عَائِشَةَ فَطَلَبُوْهُ حَتّٰى اَصْبَحُوْا وَلَيْسَ مَعَ الْقَوْمِ مَاءٌ فَنَزَلَتِ الرُّخْصَةُ فِي التَّيَمُّمِ بِالصَّعِيْدِ فَقَامَ الْمُسْلِمُوْنَ فَضَرَبُوْا بِاَيْدِيْهِمْ اِلَى الاَرْضِ فَمَسَحُوْا بِهَا وُجُوْهَهُمْ وَظَاهِرَ اَيْدِيْهِمْ اِلَى الْمَنَاكِبِ وَبَاطِنَهَا اِلَى الْاَبَاطِ .

৬২৬. আলী ইব্‌ন শায়বা (রা)....... আম্মার ইব্‌ন ইয়াসির (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমরা একবার এক সফরে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সঙ্গে ছিলাম। আয়েশা (রা)-এর হার হারিয়ে যায়। লোকেরা তা তালাশ করতে করতে অবশেষে ভোর হয়ে গেল; অথচ লোকদের সঙ্গে পানি ছিল না। তখন মাটি দ্বারা তায়াম্মুম করার অনুমতি (সংক্রান্ত আয়াত) নাযিল হল। তখন মু'মিনগণ উঠে মাটিতে নিজেদের হাত মারলেন এবং এর দ্বারা চেহারা এবং হাতের উপর অংশ কাঁধ পর্যন্ত, নীচের অংশ বগল পর্যন্ত মাসেহ করেন।

٦٢٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ النُّعْمَانِ وَابْنُ اَبِيْ دَاوُدَ قَالاَ ثَنَا الاُوَيْسِيُّ قَالَ ثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِثْلَهُ .

৬২৭. মুহাম্মদ ইব্‌ন নো'মান (র) ও ইব্‌ন আবী দাউদ (র)..... আম্মার ইব্‌ন ইয়াসির (রা)-এর বরাতে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

বিশ্লেষণ

ইমাম আবূ জা'ফর তাহাবী (র) বলেন, একদল আলিম এমত গ্রহণ করেছেন এবং তাঁরা বলেছেন, তায়াম্মুমের পদ্ধতি এরূপই যে, একবার চেহারার জন্য, একবার কাঁধ ও বগল পর্যন্ত দুই বাহুর জন্য মারবে। পক্ষান্তরে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অপরাপর আলিমগণ তাঁদের বিরোধিতা করেছেন। তারা আবার দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে গেছেন। তাঁদের একদল বলেন, তায়াম্মুম হল, চেহারা ও কনুই পর্যন্ত হাতের জন্য। তাঁদের অপর দল বলেন, তায়াম্মুম (শুধু) চেহারা ও দুই হাতের কবজির জন্য। প্রথমোক্ত মত পোষণকারীদের বিরুদ্ধে এই দুই দল আলিমের প্রমাণ হল যে, আম্মার ইব্‌ন ইয়াসির (রা) এই কথা উল্লেখ করেননি যে, নবী ﷺ তাঁদেরকে এভাবে তায়াম্মুম করতে নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি তাদেরকে সাহাবীগণের আমল সম্পর্কে খবর দিয়েছেন। সুতরাং হতে পারে যখন আয়াত নাযিল হয় তখন তা পূর্ণরূপে নাযিল হয়নি। বরং শুধু এর এ অংশটি নাযিল হয়েছে ঃ فَتَيَمَّمُوْا صَعِيْدًا طَيِّبًا "তোমরা পাক মাটির দ্বারা তায়াম্মুম কর" এবং তাদের জন্য তায়াম্মুমের পদ্ধতি বর্ণনা করা হয়নি। তাঁদের মতে

তায়াম্মুমের সেই পদ্ধতিই হবে যেভাবে তারা করেছেন। না এর জন্য ওয়াক্ত নির্ধারিত করা হয়েছিল, না কোন বিশেষ অঙ্গ নির্ধারিত হয়েছিল। অবশেষে পরবর্তীতে নাযিল হয়েছে ঃ

فَامْسَحُوْا بِوُجُوْهِكُمْ وَاَيْدِيْكُمْ مِّنْهُ

"সুতরাং নিজ চেহারা ও হাত (পাক মাটি দ্বারা) মাসেহ কর।"

এ বিষয়ে আমাদের বক্তব্যের স্বপক্ষে প্রমাণ বহনকারী নিম্নোক্ত এ রিওয়ায়াতটিও উল্লেখযোগ্য ঃ

٦٢٨- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ ثَنَا عَمِّي عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ عَنِ ابْنِ لَهِيْعَةَ عَنْ اَبِي الْاَسْوَدِ حَدَّثَهُ سَمِعَ عُرْوَةَ يُخْبِرُهُ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اَقْبَلْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِنْ غَزْوَةٍ لَهُ حَتّٰى اِذَا كُنَّا بِالْمُعَرَّسِ قَرِيْبًا مِّنَ الْمَدِيْنَةِ نَعَسْتُ مِنَ اللَّيْلِ وَكَانَتْ عَلَيَّ قِلاَدَةٌ تُدْعَى السَّمَطُ تَبْلُغُ السُّرَّةَ فَجَعَلْتُ اَنْعُسُ فَخَرَجَتْ مِنْ عُنُقِيْ فَلَمَّا نَزَلْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ لِصَلٰوةِ الصُّبْحِ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ خَرَّتْ قِلاَدَتِيْ مِنْ عُنُقِيْ فَقَالَ اَيُّهَا النَّاسُ اِنَّ اُمَّكُمْ قَدْ ضَلَّتْ قِلاَدَتُهَا فَابْتَغُوْهَا فَابْتَغَاهَا النَّاسُ وَلَمْ يَكُنْ مَّعَهُمْ مَاءٌ فَاشْتَغَلُوْا بِابْتِغَائِهَا اِلٰى اَنْ حَضَرَتْهُمُ الصَّلٰوةُ وَوَجَدُوْا الْقِلاَدَةَ وَلَمْ يَقْدِرُوْا عَلٰى مَاءٍ فَمِنْهُمْ مَنْ تَيَمَّمَ اِلَى الْكَفِّ وَمِنْهُمْ مَنْ تَيَمَّمَ اِلَى الْمَنْكِبِ وَبَعْضُهُمْ عَلٰى جِلْدِهِ فَبَلَغَ ذٰلِكَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَاُنْزِلَتْ اٰيَةُ التَّيَمُّمِ .

৬২৮. আহমদ ইব্ন আবদির রহমান (র)....... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, একবার আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সঙ্গে এক যুদ্ধ থেকে প্রত্যাবর্তন করছিলাম। যখন আমরা মদীনার নিকটবর্তী 'মু'আররাস' নামক স্থানে পৌঁছলাম তখন রাতে আমার ঘুম এসে যায়। আমার গলায় একটি হার ছিল, যাকে 'সাম্‌ত' বলা হত, যা নাভি পর্যন্ত পৌঁছাত। আমি ঘুমাচ্ছিলাম এবং তা আমার গলা থেকে পড়ে যায়। যখন আমি ফজরের সালাতের জন্য রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সঙ্গে অবতরণ করি তখন আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমার হার গলা থেকে পড়ে গিয়েছে। তিনি বললেন, হে লোক সকল, তোমাদের মাতার হার হারিয়ে গেছে, তা তালাশ কর। লোকেরা তা তালাশ করল, অথচ তাদের সঙ্গে পানি ছিল না। তারা হার তালাশে ব্যস্ত হয়ে পড়ল অবশেষে সালাতের ওয়াক্ত হয়ে গেল। তারা হার তো পেলেন কিন্তু পানির সন্ধান পেলেন না। তাদের কেউ কবজি পর্যন্ত তায়াম্মুম করেন কেউ কাঁধ পর্যন্ত তায়াম্মুম করেন এবং কেউ তো পূর্ণ শরীরের উপর তায়াম্মুম করেন। যখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট বিষয়টির সংবাদ পৌঁছে তখন তায়াম্মুমের আয়াত নাযিল হয়।

বিশ্লেষণ

বস্তুত এ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, তায়াম্মুমের আয়াতের অবতরণ সেই তায়াম্মুমের পরে হয়েছে, যাতে মতবিরোধ রয়েছে। কেউ কাঁধ পর্যন্ত তায়াম্মুম করেছেন। এতে আমরা বুঝতে পেরেছি যে,

তাঁরা সেই সময় তায়াম্মুম করেছেন, যখন তাঁদের নিকট মূল তায়াম্মুম পূর্ব থেকে সাব্যস্ত ছিল। আর আয়েশা (রা)-এর উক্তি যে আল্লাহ্ তা'আলা তায়াম্মুমের আয়াত নাযিল করেছেন,' এর দ্বারা জানা যাচ্ছে, যা কিছু তাদের আমলের পরে নাযিল হয়েছে তা ছিল তায়াম্মুমের পদ্ধতি। আমাদের মতে আম্মার (রা)-এর হাদীসের মর্ম এটাই।

এ বিষয়ে তাঁরা যে আমল করেছেন এ আয়াত তা রহিত করে দেয়। এর স্বপক্ষে প্রমাণ বহনকারী নিম্নোক্ত রিওয়ায়াতটিও অন্যতম যে, আম্মার ইব্ন ইয়াসির (রা)-ই তা নবী ﷺ থেকে রিওয়ায়াত করেছেন। আর অন্যরা তাঁর সূত্রে সেই তায়াম্মুমের ব্যাপারে এর পরবর্তী আমলও রিওয়ায়াত করেছেন, যা এর পরিপন্থী। তা থেকে কিছু রিওয়ায়াত নিম্নরূপ ঃ

٦٢٩– حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ قَالَ ثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبْزٰى عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ عَمَّارَ بْنَ يَاسِرٍ سَأَلَ نَبِيَّ اللّٰهِ ﷺ عَنِ التَّيَمُّمِ فَاَمَرَهُ بِالْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ .

৬২৯. আলী ইব্ন মা'বাদ (র)....... সাঈদ ইব্ন আবদুর রহমান ইব্ন আব্যা (র) তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন যে, আম্মার ইব্ন ইয়াসির (রা) নবী ﷺ-কে তায়াম্মুমের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করেন। তিনি তাঁকে চেহারা ও দুই হাতের কবজি পর্যন্ত (মাসেহ করার) নির্দেশ প্রদান করেন।

٦٣٠– حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ دَاؤُدَ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ قَالَ سَمِعْتُ ذَرَّ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبْزٰى عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ رَجُلاً اَتٰى اِلٰى عُمَرَ فَقَالَ اِنِّيْ كُنْتُ فِيْ سَفَرٍ فَاَجْنَبْتُ فَلَمْ اَجِدِ الْمَاءَ فَقَالَ عُمَرُ لاَ تُصَلِّ فَقَالَ عَمَّارُ يَا اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ اَمَا تَذْكُرُ اَنِّيْ كُنْتُ اَنَا وَاِيَّاكَ فِيْ سَرِيَّةٍ فَاَجْنَبْنَا فَلَمْ نَجِدِ الْمَاءَ فَاَمَّا اَنْتَ فَلَمْ تُصَلِّ وَاَمَّا اَنَا فَتَمَرَّغْتُ فِي التُّرَابِ فَاَتَيْنَا النَّبِيَّ ﷺ فَاَخْبَرْنَاهُ فَقَالَ اَمَّا اَنْتَ فَكَانَ يَكْفِيْكَ وَقَالَ بِيَدَيْهِ فَضَرَبَ بِهِمَا وَنَفَخَ فِيْهِمَا وَمَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ .

৬৩০. আবূ বাক্রা (র)...... ইব্ন আবী আবদির রহমান ইব্ন আবযা তাঁর পিতা থেকে রিওয়ায়াত করেন যে, একবার জনৈক ব্যক্তি উমার (রা)-এর দরবারে এসে বলল, আমি এক সফরে ছিলাম, জুনুবী (অপবিত্র) হয়েছি কিন্তু আমি পানি পেলাম না। উমার (রা) বললেন, তুমি সালাত আদায় করো না। তখন আম্মার (রা) বললেন, হে আমীরুল মু'মিনীন! আপনার স্মরণ আছে কি? একবার আমি এবং আপনি এক যুদ্ধে ছিলাম আর আমরা জানাবাতগ্রস্ত হয়ে গিয়েছিলাম; কিন্তু পানি পাচ্ছিলাম না। তখন আপনি সালাত আদায় করলেন না। কিন্তু আমি মাটিতে গড়াগড়ি দিলাম। পরবর্তীতে যখন আমরা নবী ﷺ-এর নিকট এলাম এবং তাঁকে তা বর্ণনা করলাম, তিনি বললেন, তোমার জন্য এই যথেষ্ট ছিল– এ বলে তিনি হাত দ্বারা ইশারা করে মাটিতে মারলেন এবং উভয় হাতে ফুঁক দিলেন তারপর উভয় হাত দ্বারা আপন মুখমন্ডল ও দুই হাত কবজি পর্যন্ত মাসেহ করলেন।

ব্যাখ্যা

সুতরাং আম্মার (রা) তায়াম্মুমের উদ্দেশ্যে যে মাটিতে গড়াগড়ি দেন তাঁর এ আমল তায়াম্মুমের আয়াত নাযিল হওয়ার পরে হলেও আমাদের মতে তিনি এরূপ এ জন্য করেছেন (আল্লাহ্ ভালভাবে জ্ঞাত) তিনি জানাবাতের জন্য তায়াম্মুমকে হাদাসের তায়াম্মুম থেকে পৃথক মনে করতেন। অবশেষে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁকে শিক্ষা দিলেন, যে উভয় তায়াম্মুম অভিন্ন।

٦٣٦– حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا زَائِدَةُ وَشُعْبَةُ عَنْ حُصَيْنٍ عَنْ اَبِىْ مَالِكٍ عَنْ عَمَّارٍ اَنَّهُ قَالَ اِلَى الْمِفْصَلِ وَلَمْ يَرْفَعْهُ .

৬৩১. আবূ বাকরা (রা)....... আম্মার (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, তায়াম্মুম কনুই পর্যন্ত। তিনি হাদীসটি মারফূ হিসাবে বর্ণনা করেননি।

٦٣٢– حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَجَّاجِ قَالَ ثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ قَالَ ثَنَا عِيْسَى بْنُ يُوْنُس عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبْزٰى عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَمَّارٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَهُ اِنَّمَا يَكْفِيْكَ اَنْ تَقُوْلَ هٰكَذَا وَضَرَبَ الْاَعْمَشُ بِيَدَيْهِ الْاَرْضَ ثُمَّ نَفَخَهُمَا وَمَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ .

৬৩২. মুহাম্মদ ইব্ন হাজ্জাজ (র)...... আম্মার (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁকে বলেছেন, তোমার জন্য এরূপ করাই যথেষ্ট ছিল, এ বলে আ'মাশ (র) মাটির উপর হাত মারলেন, এর পর উভয় হাত ফুঁকলেন এবং উভয় হাত দ্বারা চেহারা ও দুই হাতের কবজি পর্যন্ত মাসেহ করলেন।

٦٣٣– حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ ثَنَا حَجَّاجُ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ قَالَ اَخْبَرَنِيْ الْحَكَمُ عَنْ ذَرٍّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبْزٰى عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَمَّارٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَهُ اِنَّمَا كَانَ يَكْفِيْكَ هٰكَذَا وَضَرَبَ شُعْبَةُ بِكَفَّيْهِ اِلَى الْاَرْضِ وَاَدْنَاهُمَا مِنْ فِيْهِ فَنَفَخَ فِيْهِمَا ثُمَّ مَسَحَ وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ .

৬৩৩. মুহাম্মদ ইব্ন খুযায়মা (র)...... আম্মার এই হাদীসের ইসনাদে এরূপই বর্ণনা করেছেন যে, আবদুর রহমান ইব্ন আব্যা (র) তাঁর পিতা থেকে রিওয়ায়াত করেছেন। অথচ যির (র) আবদুর রহমান থেকে (প্রত্যক্ষভাবে নয় বরং) তাঁর পুত্র সাঈদ (র)-এর সূত্রে তাঁর পিতা থেকে রিওয়ায়াত করেছেন।

٦٣٤– حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَلَمَةَ قَالَ سَمِعْتُ ذَرًّا يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبْزٰى عَنْ اَبِيْهِ نَحْوَهُ قَالَ سَلَمَةُ لَا اَدْرِىْ بَلَغَ الذِّرَاعَيْنِ اَمْ لَا .

৬৩৪. আবূ বাক্‌রা (র)..... সালামা (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি যির (র) থেকে শুনেছি, তিনি ইব্‌ন আব্‌দির রহমান ইব্‌ন আবযা– তাঁর পিতা থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন। সালাম (র) বলেন, আমার স্মরণ নেই, তিনি বাহু পর্যন্ত পৌঁছার কথা উল্লেখ করেছেন কিনা।

٦٣٥– حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ قَالَ اَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنْ اَبِىْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبْزٰى مِثْلَهُ وَزَادَ فَمَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ اِلٰى اَنْصَافِ الذِّرَاعِ .

৬৩৫. ইব্‌ন মারযূক (র)....... আবদুর রহমান ইব্‌ন আব্‌যা (র) থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন এবং তিনি এটা অতিরিক্ত রিওয়ায়াত করেছেন ঃ "এরপর তিনি উভয় হাত দ্বারা চেহারা ও কনুইয়ের অর্ধেক পর্যন্ত হাত মাসেহ করেন।

٦٣٦– حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا مُؤَمَّلُ قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ فَذَكَرَ بِاِسْنَادِهِ مِثْلَهُ .

৬৩৬. আবূ বাক্‌রা (র)...... সুফইয়ান (র) থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

বিশ্লেষণ

আম্মার (রা)-এর এই হাদীসে 'ইয্‌তিরাব' (গন্ডগোল) সৃষ্টি হয়েছে। তবে সমস্ত রাবীগণ একথা অস্বীকার করেছেন যে, তা কাঁধ এবং বগল পর্যন্ত পৌঁছবে। এতে সেই বিষয়ের অস্বীকৃতি সাব্যস্ত হল, যা তাঁর থেকে উবায়দুল্লাহ (র) তাঁর পিতা সূত্রে অথবা ইব্‌ন আব্বাস (রা)-এর হাদীসে বর্ণিত হয়েছে এবং শেষোক্ত দুই অভিমতের একটি সাব্যস্ত হয়ে গেল। এ বিষয়ে আমরা গভীরভাবে লক্ষ্য করেছি এবং দেখতে পেয়েছি যে, আবূ জুহায়ম (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে রিওয়ায়াত করেছেন যে, তিনি তাঁর চেহারা ও দুই হাতের কবজি পর্যন্ত তায়াম্মুম করেছেন।

ইমাম আবূ জা'ফর তাহাবী বলেন ঃ এটা তাদের স্বপক্ষে প্রমাণ বহন করে, যারা কবজি পর্যন্ত তায়াম্মুম করার বক্তব্য প্রদান করে। নাফি' (র) ইব্‌ন আব্বাস (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে রিওয়ায়াত করেছেন যে, তিনি কনুই পর্যন্ত তায়াম্মুম করেছেন। আমি এ দু'টি হাদীসই 'ঋতুবতী মহিলার কুরআন পড়া' অনুচ্ছেদে উল্লেখ করেছি।

٦٣٧– حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَجَّاجِ قَالَ ثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ قَالَ ثَنَا اَبُوْ يُوْسُفَ عَنِ الرَّبِيْعِ بْنِ بَدْرٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ اَبِىْ عَنْ جَدِّىْ عَنْ اَسْلَعَ التَّمِيْمِىِّ قَالَ كُنْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِىْ سَفَرٍ فَقَالَ لِىْ يَا اَسْلَعُ قُمْ فَارْحِلْ لَنَا قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَصَابَتْنِىْ بَعْدَكَ جَنَابَةٌ فَسَكَتَ عَنِّىْ حَتّٰى اَتَاهُ جِبْرَائِيْلُ بِاٰيَةِ التَّيَمُّمِ فَقَالَ لِىْ يَا اَسْلَعُ قُمْ فَتَيَمَّمْ صَعِيْدًا طَيِّبًا ضَرْبَتَيْنِ ضَرْبَةً لِوَجْهِكَ وَضَرْبَةً لِذِرَاعَيْكَ ظَاهِرَهُمَا وَبَاطِنَهُمَا فَلَمَّا انْتَهَيْنَا اِلَى الْمَاءِ قَالَ يَا اَسْلَعُ قُمْ فَاغْتَسِلْ .

৬৩৭. মুহাম্মদ ইব্ন হাজ্জাজ (র)..... আস্‌লা তামিমী (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, এক বার এক সফরে আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সঙ্গে ছিলাম। তিনি আমাকে বললেন, হে আস্‌লা! উঠ, আমাদের জন্য সওয়ারী প্রস্তুত কর। আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আপনার (নিকট থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার) পর আমি জানাবাতগ্রস্ত হয়ে পড়েছি, তিনি আমার ব্যাপারে নীরব থাকলেন। অবশেষে জিব্‌রাঈল (আ) তাঁর নিকট তায়াম্মুমের আয়াত নিয়ে উপস্থিত হলেন। তিনি আমাকে বললেন, হে আস্‌লা! উঠ, পাক মাটি দ্বারা তায়াম্মুম কর। এটা দুবার (মাটিতে) মারা ঃ একবার তোমার চেহারার জন্য, একবার তোমার দুই হাতের (কনুই পর্যন্ত) উপর নীচের জন্য। যখন আমরা পানি পর্যন্ত পৌছালাম তিনি বললেন, হে আস্‌লা! উঠ এবং গোসল কর।

ইমাম তাহাবী (র)-এর যুক্তিভিত্তিক প্রমাণ ও বিশ্লেষণ

বস্তুত যখন আলিমগণ তায়াম্মুমের পদ্ধতি নিয়ে মতবিরোধ করেছেন আর এ বিষয়ে এই সমস্ত রিওয়ায়াত ও বিরোধপূর্ণ, তাই আমরা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে যুক্তির দিকে প্রত্যাবর্তন করার প্রয়াস পাব, যেন আমরা এর দ্বারা এই সমস্ত অভিমত থেকে বিশুদ্ধ অভিমতটি বের করতে পারি। সুতরাং আমরা লক্ষ্য করেছি এবং উযূকে সেই সমস্ত অঙ্গের উপর পেয়েছি, যা আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর কিতাবে উল্লেখ করেছেন। আর তায়াম্মুম কতেক অঙ্গ থেকে বাদ দেয়া হয়েছে। তা মাথা এবং উভয় পা থেকে বাদ দেয়া হয়েছে। তাহলে দেখা যাচ্ছে তায়াম্মুম উযূর কতেক অঙ্গের উপর সংঘটিত হয়। সুতরাং এতে সেই ব্যক্তির অভিমত বাতিল হয়ে গেল, যিনি এটা (তায়াম্মুম)-কে কাঁধ পর্যন্ত বলেছেন। যেহেতু যখন এটা মাথা এবং পা থেকে বাদ দেয়া হয়েছে অথচ তা উযূর অঙ্গ; অতএব অধিক যুক্তি সঙ্গত হল যে, সেই সমস্ত অঙ্গের উপর তায়াম্মুম ওয়াজিব না হওয়া, যা উযূতে (ধৌত) করা হয় না।

তারপর দুই হাত কনুই পর্যন্ত মাসেহের বিষয়ে বিরোধ করা হয়েছে যে, এর তায়াম্মুম করা হবে কি না? আমরা দেখতে পাচ্ছি মাটির দ্বারা চেহারার তায়াম্মুম করা হয় যেমনিভাবে উযূতে তা পানি দ্বারা ধৌত করা হয়। মাথা এবং পা-কে দেখতে পাচ্ছি এর কোনটিরই তায়াম্মুম হয় না। তাহলে যে অঙ্গের কতেক অংশের তায়াম্মুম বাদ দেয়া হয়েছে, তার পুরা অঙ্গের তায়াম্মুমও বাদ হয়ে যায়। আর যে অংশের উপর তায়াম্মুম ওয়াজিব করা হয়েছে সেখানে উযূ এবং তায়াম্মুমের অভিন্ন বিধান রাখা হয়েছে, যেহেতু তায়াম্মুমকে উযূর বিকল্প সাব্যস্ত করা হয়েছে। সুতরাং যখন সাব্যস্ত হল যে, পানি থাকা অবস্থায় হাতের যে অংশকে ধৌত করা হয়, পানি না থাকা অবস্থায় তায়াম্মুমও সেই অংশেরই করা হবে। এতে প্রমাণিত হল যে, হাতের তায়াম্মুম কনুই পর্যন্ত। কিয়াস ও যুক্তির এটাই দাবি, যেমনিভাবে আমরা বর্ণনা করেছি। আর এটা ইমাম আবূ হানীফা (র), ইমাম আবূ ইউসুফ (র), ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর অভিমত।

ইব্ন উমার (রা) ও জাবির (রা) থেকে বিষয়টি বর্ণিত আছে ঃ

٦٣٨ - حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ ثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ عَبْدِ الْكَرِيْمِ الْجَزَرِيِّ عَنْ نَافِعٍ قَالَ سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنِ التَّيَمُّمِ فَضَرَبَ بِيَدَيْهِ إِلَى الْأَرْضِ وَمَسَحَ بِهِمَا يَدَيْهِ وَوَجْهَهُ وَضَرَبَ ضَرْبَةً أُخْرٰى فَمَسَحَ بِهِمَا ذِرَاعَيْهِ .

৬৩৮. ইউনুস (র)...... নাফি' (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি ইব্ন উমার (রা)-কে তায়াম্মুম সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছি। তিনি দুই হাত মাটিতে মেরে তা দ্বারা চেহারা এবং দুই হাত মাসেহ করেন, দ্বিতীয় বার মেরে দুই হাতের কনুই পর্যন্ত মাসেহ করেন।

٦٣٩- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ شَيْبَةَ قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الْكُنَّاسِيُّ قَالَ ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ اَبِيْ رَوَّادٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِثْلَهُ .

৬৩৯. আলী ইব্ন শায়বা (র)...... ইব্ন উমার (র) থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

٦٤٠- حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْفَرَجِ قَالَ ثَنَا سَعِيْدُ بْنُ كَثِيْرِ بْنِ عُفَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ يَحْيَى بْنُ اَيُّوْبَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِثْلَهُ .

৬৪০. রাওহ ইব্নুল ফারাজ (র)...... ইব্ন উমার (রা) থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

٦٤١- حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَنَّ مَالِكًا حَدَّثَهُ عَنْ نَافِعٍ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ اَقْبَلَ مِنَ الْجُرُفِ حَتّٰى اِذَا كَانَ بِالْمِرْبَدِ تَيَمَّمَ صَعِيْدًا طَيِّبًا فَمَسَحَ بِوَجْهِهِ وَيَدَيْهِ اِلَى الْمِرْفَقَيْنِ ثُمَّ صَلّٰى .

৬৪১. ইউনুস (র)...... নাফি' (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, একবার ইব্ন উমার (রা) 'জুরুফ' নামক স্থান থেকে রওয়ানা হয়ে 'মিরবাদ' নামক স্থানে পৌঁছে পাক মাটি দ্বারা তায়াম্মুম করলেন। তিনি (এতে) চেহারা ও কনুই পর্যন্ত দুই হাত মাসেহ করলেন। তারপর সালাত আদায় করেন।

٦٤٢- حَدَّثَنَا فَهْدٌ قَالَ ثَنَا اَبُوْ نُعَيْمٍ قَالَ ثَنَا عَزْرَةُ بْنُ ثَابِتٍ عَنْ اَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ اَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ اَصَابَتْنِيْ جَنَابَةٌ وَاِنِّيْ تَمَعَّكْتُ فِي التُّرَابِ فَقَالَ اَصِرْتَ حِمَارًا وَضَرَبَ بِيَدَيْهِ اِلَى الْاَرْضِ فَمَسَحَ وَجْهَهُ ثُمَّ ضَرَبَ بِيَدَيْهِ اِلَى الْاَرْضِ فَمَسَحَ بِيَدَيْهِ اِلَى الْمِرْفَقَيْنِ وَقَالَ هٰكَذَا التَّيَمُّمُ .

৬৪২. ফাহাদ (র)...... জাবির (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, তাঁর নিকট জনৈক ব্যক্তি উপস্থিত হয়ে বলল, আমি জানাবাতগ্রস্ত হয়ে পড়েছি এবং মাটিতে গড়াগড়ি দিয়েছি। তিনি বললেন, তুমি কি গাধা হয়ে গিয়েছ? এরপর তিনি দুই হাত মাটিতে মেরে চেহারা মাসেহ করেন। তারপর দুই হাত মাটিতে মেরে উভয় হাত কনুই পর্যন্ত মাসেহ করেন এবং বলেন, তায়াম্মুম এভাবে (করতে হয়)।

হাসান (বসরী র) থেকেও অনুরূপ বর্ণিত আছে ঃ

٦٤٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ ثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ ثَنَا حَمَّادٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ اَنَّهُ قَالَ ضَرْبَةٌ لِلْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ وَضَرْبَةٌ لِلذِّرَاعَيْنِ اِلَى الْمِرْفَقَيْنِ .

৬৪৩. মুহাম্মদ ইব্‌ন খুযায়মা (র)...... হাসান (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, একবার চেহারা ও দুই কবজির জন্য মারবে, আরেকবার কনুই পর্যন্ত দুই হাতের জন্য মারবে।

٦٤٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ ثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ ثَنَا اَبُو الْاَشْهَبِ عَنِ الْحَسَنِ مِثْلَهُ وَلَمْ يَقُلْ اِلَى الْمِرْفَقَيْنِ .

৬৪৪. মুহাম্মদ (র)...... হাসান (র) থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন। কিন্তু তিনি 'কনুই' পর্যন্ত শব্দ বলেননি।

٢٤- بَابُ غُسْلِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ

২৪. অনুচ্ছেদ ঃ জুমু'আর দিনে গোসল করা

٦٤٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مُحَرِّزٍ قَالَ ثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ ثَنَا اَبِيْ عَنِ ابْنِ اِسْحَاقَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ طَاؤُسٍ قَالَ قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ ذَكَرُوْا اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ اغْتَسِلُوْا يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاغْسِلُوْا رُؤُسَكُمْ وَاِنْ لَّمْ تَكُوْنُوْا جُنُبًا وَّاَصِيْبُوْا مِنَ الطِّيْبِ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ اَمَّا الْغُسْلُ فَنَعَمْ وَاَمَّا الطِّيْبُ فَلاَ اَعْلَمُهُ .

৬৪৫. মুহাম্মদ ইব্‌ন আলী ইব্‌ন মুহাররিয (র) তাউস (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি ইব্‌ন আব্বাস (রা)-কে বললাম যে, লোকেরা আলোচনা করে যে, নবী ﷺ বলেছেন, তোমরা জুমু'আর দিন গোসল কর এবং নিজ নিজ মাথা ধৌত কর। যদিও তোমরা জানাবাতগ্রস্ত না হও। আর সুগন্ধি ব্যবহার কর। ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, গোসল তো উত্তম কিন্তু সুগন্ধির বিষয়ে আমার জানা নেই।

٦٤٦- حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِيْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا اَبُو الْيَمَانِ قَالَ اَنَا شُعَيْبُ بْنُ اَبِيْ حَمْزَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ قَالَ طَاؤُسُ قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ .

৬৪৬. ইব্‌ন আবী দাউদ (র)....... যুহরী (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, তাউস (র) বলেন, আমি ইব্‌ন আব্বাস (রা)-কে বললাম। তারপর রাবী অনুরূপ উল্লেখ করেছেন।

٦٤٧- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ عَاصِمٍ قَالَ ثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ مَيْسَرَةَ عَنْ طَاؤُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مِثْلَهُ .

৬৪৭. আবূ বাকরা (র)...... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

٦٤٨- حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ اَبِيْ اِسْحَاقَ عَنْ يَحْيَى بْنِ وَثَّابٍ قَالَ سَمِعْتُ رَجُلاً سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ عَنِ الْغُسْلِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَالَ اَمَرَنَا بِهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ .

৬৪৮. ইব্‌ন মারযূক (র)...... ইয়াহইয়া ইব্‌ন ওয়াস্‌সাব (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি জনৈক ব্যক্তিকে ইব্‌ন উমার (রা)-এর নিকট জুমু'আর দিন গোসল করা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতে শুনেছি। জওয়াবে তিনি বলেছেন, আমাদেরকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ নির্দেশ দিয়েছেন।

٦٤٩– حَدَّثَنَا فَهْدُ قَالَ ثَنَا اَبُوْ نَعِيْمٍ قَالَ ثَنَا اِسْرَائِيْلُ عَنْ اَبِىْ اِسْحَاقَ عَنْ نَافِعٍ وَّعَنْ يَحْىَ بْنِ وَثَّابٍ قَالاَ سَمِعْنَا ابْنَ عُمَرَ يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ ذٰلِكَ .

৬৪৯. ফাহাদ (র)..... নাফি' (র) ও ইয়াহইয়া ইব্‌ন ওয়াস্‌সাব (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তাঁরা বলেছেন, আমরা ইব্‌ন উমার (রা)-কে বলতে শুনেছি "আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে তা (জুমু'আর দিনে গোসলের কথা) বলতে শুনেছি"।

٦٥٠– حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ اَنَّهُ سَمِعَ نَافِعًا يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِذٰلِكَ .

৬৫০. ইব্‌ন মারযূক (র)........ ইব্‌ন উমার (রা) এর বরাতে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

٦٥١– حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا اَبُوْ عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ حَدِيْثِ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ حَدِيْثِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ بِذٰلِكَ .

৬৫১. ইব্‌ন মারযূক (র)...... ইব্‌ন জুরায়জ (র) থেকে বর্ণনা করেন তিনি যুহরী (র) থেকে, তিনি সালিম ইব্‌ন আবদিল্লাহ (র) থেকে, তিনি আবদুল্লাহ (রা) থেকে এবং তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে এ বিষয়টি রিওয়ায়াত করেছেন।

٦٥٢– حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ اَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَنَّ مَالِكًا حَدَّثَهُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ بِذٰلِكَ .

৬৫২. ইউনুস (র) ..... ইব্‌ন উমার (রা)-এর বরাতে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে এ হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন।

٦٥٣– حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ رَّسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ بِذٰلِكَ .

৬৫৩. ইব্‌ন আবী দাঊদ (র)...... ইব্‌ন উমার (রা)-এর বরাতে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে এই হাদীস বর্ণনা করেছেন।

٦٥٤– حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ قَالَ ثَنَا اِبْرَاهِيْمُ ابْنُ اَبِى الْوَزِيْرِ قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِىْ عَنْ سَالِمٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِذٰلِكَ .

৬৫৪. আবূ বাক্‌রা (র)...... সালিম (র) তাঁর পিতা (ইব্‌ন উমার রা) থেকে, তিনি নবী ﷺ থেকে এই হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন।

٦٥٥– حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْجَارُوْدِ اَبُوْ بِشْرٍ الْبَغْدَادِيُّ قَالَ ثَنَا ابْنُ اَبِىْ مَرْيَمَ قَالَ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ ابْنُ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ بِذٰلِكَ .

৬৫৫. আবদুর রহমান ইব্‌ন জারূদ আবূ বিশর বাগদাদী (র)..... উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন আবদিল্লাহ ইব্‌ন উমার (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন।

٦٥٦– حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَيْمُوْنٍ قَالَ ثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ ثَنَا الاَوْزَاعِيُّ عَنْ يَحْىَ بْنِ اَبِىْ كَثِيْرٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ اَبُوْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُوْلُ اَلَمْ تَسْمَعُوا النَّبِىَّ ﷺ يَقُوْلُ اِذَا جَاءَ اَحَدُكُمْ الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ .

৬৫৬. মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদিল্লাহ ইব্‌ন মায়মূন (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি উমার (রা)-কে মিম্বারে বলতে শুনেছি ঃ তোমরা কি নবী ﷺ-কে বলতে শুন নি, "যখন তোমাদের কেউ জুমু'আর (সালাতের) জন্য আসে সে যেন অবশ্যই গোসল করে আসে।"

٦٥٧– حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ ثَنَا يَحْىَ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بُكَيْرٍ قَالَ ثَنَا الْمُفَضَّلُ بْنُ فَضَالَةَ عَنْ عَيَّاشِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الاَشَجِّ عَنْ نَافِعٍ مَوْلَى عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ حَفْصَةَ زَوْجِ النَّبِىِّ ﷺ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَنَّهُ قَالَ عَلٰى كُلِّ مُحْتَلِمٍ الرَّوَاحُ اِلَى الْجُمُعَةِ وَعَلٰى مَنْ رَاحَ اِلَى الْمَسْجِدِ الْغُسْلُ .

৬৫৭. মুহাম্মদ ইব্‌ন হুমায়দ (র).... উম্মুল মু'মিনীন হাফসা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, জুমু'আর (সালাতের) জন্য গমন করা প্রত্যেক প্রাপ্ত বয়স্কের অবশ্য কর্তব্য এবং মসজিদে গমনকারী প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য গোসল করা আবশ্যিক।

٦٥٨– حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْفَرَجِ قَالَ ثَنَا يَحْىَ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ وَيَزِيْدُ بْنُ مَوْهَبٍ وَعَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبَّادٍ الْبَصْرِيُّ قَالُوْا حَدَّثَنَا الْمُفَضَّلُ فَذَكَرَ مِثْلَهُ بِاِسْنَادِهِ .

৬৫৮. রাওহ ইব্‌নুল ফারাজ (র)..... মিফদাল (র) থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

٦٥٩- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ شَيْبَةَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ غَسَّانٍ قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ قَالَ ثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ اَبِيْ زَائِدَةَ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ شَيْبَةَ عَنْ طَلْقِ بْنِ حَبِيْبٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَأْمُرُ بِالْغُسْلِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ .

৬৫৯. আলী ইব্ন শায়বা (র)...... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ জুমু'আর দিন গোসলের নির্দেশ দিতেন।

٦٦٠- حَدَّثَنَا فَهْدُ قَالَ ثَنَا اَبُوْ نَعِيْمٍ قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ ثَوْبَانَ عَنْ رَجُلٍ مِنْ اَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ مِنَ الْاَنْصَارِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حَقٌّ عَلٰى كُلِّ مُسْلِمٍ اَنْ يَغْتَسِلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاَنْ يَتَطَيَّبَ مِنْ طِيْبٍ اِنْ كَانَ عِنْدَهُ .

৬৬০. ফাহাদ (র)...... রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর জনৈক আনসারী সাহাবী (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, জুমু'আর দিন গোসল করা এবং সুগন্ধি ব্যবহার করা যদি তার নিকট বিদ্যমান থাকে, প্রত্যেক মুসলিমের অবশ্য কর্তব্য।

٦٦١- حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِيْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ ثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ اَبِيْ هِنْدٍ ح وَحَدَّثَنَا فَهْدُ قَالَ ثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ خَالِدٍ عَنْ اَبِيْ دَاوُدَ عَنْ اَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الْغُسْلُ وَاجِبٌ عَلٰى كُلِّ مُسْلِمٍ فِيْ كُلِّ اُسْبُوْعٍ يَوْمًا وَّهُوَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ .

৬৬১. ইব্ন আবী দাউদ (র) ও ফাহাদ (র)....জাবির (রা)-এর বরাতে নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, প্রত্যেক মুসলিমের উপর সপ্তাহে একদিন গোসল করা ওয়াজিব, আর তা হচ্ছে জুমু'আর দিন।

٦٦٢- حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ اَبِيْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ يُبَلِّغُ بِهِ النَّبِيَّ ﷺ الْغُسْلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلٰى كُلِّ مُحْتَلِمٍ .

৬৬২. ইউনুস (র).... আবূ সাঈদ খুদরী (রা) নবী ﷺ থেকে মারফূ হাদীস রিওয়ায়াত করেন যে, জুমু'আর দিন গোসল করা প্রত্যেক প্রাপ্ত বয়স্কের উপর ওয়াজিব (আবশ্যিক)।

٦٦٣- حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ اَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَنَّ مَالِكًا حَدَّثَهُ عَنْ صَفْوَانَ فَذَكَرَ بِاِسْنَادِهِ مِثْلَهُ .

৬৬৩. ইউনুস (র)...... সফওয়ান (র) থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

٦٦٤- حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمنِ قَالَ ثَنَا سَعِيْدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ ثَنَا هُشَيْمُ قَالَ اَخْبَرَنَا يَزِيْدُ بْنُ اَبِى زِيَادٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِى لَيْلىٰ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ مِنَ الْحَقِّ عَلىٰ كُلِّ مُسْلِمٍ اَنْ يَّغْتَسِلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاَنْ يَّمُسَّ مِنْ طِيْبٍ اِنْ كَانَ عِنْدَ اَهْلِهِ فَاِنْ لَّمْ يَكُنْ عِنْدَهُمْ طِيْبُ فَاِنَّ الْمَاءَ طِيْبُ .

৬৬৪. সালিহ ইব্ন আবদির রহমান (র)..... বারা ইব্ন আযিব (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, প্রত্যেক মুসলিমের অবশ্য কর্তব্য যে সে জুমু'আর দিন গোসল করবে। আর যদি গৃহে সুগন্ধি বিদ্যমান থাকে ব্যবহার করবে। যদি তাদের নিকট সুগন্ধি না থাকে তাহলে পানিও (এক ধরনের) সুগন্ধি।

ব্যাখ্যা

ইমাম আবূ জা'ফর তাহাবী (র) বলেন, একদল আলিম জুমু'আর দিন গোসল ওয়াজিব (আবশ্যিক) হওয়ার মত গ্রহণ করেছেন। তারা এ বিষয়ে এই সমস্ত হাদীস দ্বারা প্রমাণ পেশ করেছেন। পক্ষান্তরে এ বিষয়ে অপরাপর আলিমগণ তাদের বিরোধিতা করে বলেছেন, জুমু'আর দিন গোসল করা ওয়াজিব নয়। বরং রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কিছু কারণে তাদেরকে গোসল করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। এ বিষয়ে ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত একটি কারণ ছিল নিম্নরূপ ঃ

٦٦٥- حَدَّثَنَا فَهْدُ قَالَ ثَنَا ابْنُ اَبِى مَرْيَمَ قَالَ اَنَا الدَّرَاوَرْدِىُّ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ ثَنَا الْقَعْنَبِىُّ قَالَ ثَنَا الدَّرَاوَرْدِىُّ قَالَ حَدَّثَنِىْ عَمْرُوْ بْنُ اَبِى عَمْرٍو عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنِ الْغُسْلِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ اَوَاجِبُ هُوَ قَالَ لاَ وَلٰكِنَّهُ طَهُوْرُ وَّخَيْرُ فَمَنِ اغْتَسَلَ فَحَسَنُ وَمَنْ لَّمْ يَغْتَسِلْ فَلَيْسَ عَلَيْهِ بِوَاجِبٍ وَسَاُخْبِرُكُمْ كَيْفَ بَدَأَ كَانَ النَّاسُ مُجْهُوْدِيْنَ يَلْبَسُوْنَ الصُّوْفَ وَيَعْمَلُوْنَ عَلىٰ ظُهُوْرِهِمْ وَكَانَ الْمَسْجِدُ ضَيِّقًا مُقَارِبَ السَّقْفِ اِنَّمَا هُوَ عَرِيْشُ فَخَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِىْ يَوْمٍ حَارٍ وَقَدْ عَرِقَ النَّاسُ فِىْ ذٰلِكَ الصُّوْفِ حَتّٰى ثَارَتْ رِيَاحُ حَتّٰى اٰذىٰ بَعْضُهُمْ بَعْضًا فَوَجَدَ النَّبِىُّ ﷺ تِلْكَ الرِّيَاحَ فَقَالَ اَيُّهَا النَّاسُ اِذَا كَانَ هٰذَا الْيَوْمُ فَاغْتَسِلُوْا وَلْيَمَسَّ اَحَدُكُمْ مِثْلَ مَا يَجِدُ مِنْ دُهْنِهِ وَطِيْبِهِ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ثُمَّ جَاءَ اللّٰهُ بِالْخَيْرِ وَلَبِسُوْا غَيْرَ الصُّوْفِ وَكُفُوْا الْعَمَلَ وَوُسِّعَ مَسْجِدُهُمْ .

৬৬৫. ফাহাদ (র) ও মুহাম্মদ ইব্ন খুযায়মা (রা)..... ইক্রামা (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, একবার ইব্ন আব্বাস (রা)-কে জুমু'আর দিন গোসল করা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়, এটা কি ওয়াজিব? তিনি বললেন, না, কিন্তু এটা পবিত্রকারী ও উত্তম। সুতরাং যদি কেউ গোসল করে তবে তা উত্তম; আর যদি গোসল না করে তবে তার উপর ওয়াজিব নয়। আমি তোমাদেরকে

অতি সত্ত্বর বলছি এর সূচনা কিভাবে হয়েছিল, (তখন) লোকেরা পরিশ্রম ও মেহনতের কাজ করত, পশমী কাপড় পরিধান করত এবং নিজেদের পিঠে বোঝা বহন করত। মসজিদ ছিল সংকীর্ণ, ছাদ ছিল নিকটবর্তী (নীচু), যেন তা এক প্রকার ছায়াদার শামিয়ানা। একবার রাসূলুল্লাহ্ ﷺ গরমের দিনে (গৃহ থেকে বের হয়ে মসজিদে) তাশরীফ আনলেন। আর লোকেরা ওই পশমী পোশাকে ঘর্মাক্ত হয়ে পড়েছিল এবং দুর্গন্ধ ছড়িয়ে পড়ছিল। ফলে তাদের একে অপর থেকে কষ্ট পাচ্ছিল। নবী ﷺ উক্ত দুর্গন্ধ অনুভব করে বললেন, হে লোক সকল! যখন এদিন হবে, গোসল করে নিবে, তৈল ও সুগন্ধি যা-ই পাবে ব্যবহার করবে। ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, পরবর্তীতে আল্লাহ্ তা'আলা সচ্ছলতা এনে দিলেন, লোকেরা পশম ব্যতীত অন্য পোশাক পরিধান করতে লাগল, পরিশ্রম ও মেহনত থেকেও কিছুটা অবসর হল এবং তাদের মসজিদও প্রশস্ত হয়ে গেল।

ব্যাখ্যা

বস্তুত এই ইব্ন আব্বাস (রা) বলেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ গোসল করার যে নির্দেশ দিয়েছিলেন তা তাদের উপর ওয়াজিব হিসাবে ছিল না, বরং তা ছিল বিশেষ কারণবশত। তারপর সেই কারণ বিদূরিত হয়ে যায় এবং গোসলের বিধানও রহিত হয়ে যায়। ইব্ন আব্বাস (রা) সেই সমস্ত রাবীদের অন্যতম, যাদের সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি গোসলের নির্দেশ দিতেন। আয়েশা (রা) থেকেও সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বর্ণিত আছে ঃ

٦٦٦– حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ ثَنَا اَنَسُ بْنُ عَيَاضٍ عَنْ يَحْىَ بْنِ سَعِيْدٍ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَجَّاجِ قَالَ ثَنَا عَلِىُّ بْنُ مَعْبَدٍ قَالَ ثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ عَنْ يَحْىَ قَالَ سَأَلْتُ عَمْرَةَ عَنْ غُسْلِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَذَكَرَتْ اَنَّهَا سَمِعَتْ عَائِشَةَ تَقُوْلُ كَانَ النَّاسُ عُمَّالَ اَنْفُسِهِمْ فَيَرُوْحُوْنَ بِهَيْئَاتِهِمْ فَقَالَ لَوِاغْتَسَلْتُمْ .

৬৬৬. ইউনুস (র) ও মুহাম্মদ ইব্ন হাজ্জাজ (র)...... ইয়াহইয়া (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি জুমু'আর দিনের গোসল সম্পর্কে আমরা (রা)-কে জিজ্ঞাসা করেছি। তিনি উল্লেখ করেন যে, তিনি আয়েশা (রা)-কে বলতে শুনেছেন ঃ লোকেরা কাজ-কর্মে ব্যস্ত থাকত, তারপর সেই অবস্থায়ই প্রত্যাবর্তন করত। এতে তিনি (রাসূল ﷺ) বললেন, যদি তোমরা গোসল করতে (কতইনা ভাল হত)। আয়েশা (রা) বলছেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁদেরকে সেই কারণে গোসলের প্রতি উৎসাহিত করেছেন, যা ইব্ন আব্বাস (রা) বর্ণনা করেছেন। তিনি তাদের উপর তা ওয়াজিব (আবশ্যিক) করেননি।

আয়েশা (রা)ও সেই সমস্ত রাবীদের অন্যতম, যার থেকে আমরা (এই অনুচ্ছেদের) প্রথমাংশে বর্ণনা করেছি যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ওই দিন গোসল করার নির্দেশ দিতেন। উমার ইব্ন খাত্তাব (রা) থেকে এরূপ হাদীস বর্ণিত আছে, যাতে বুঝা যাচ্ছে যে, তাঁর নিকট ওই বিধান ফরযের অবস্থান সম্পন্ন ছিল না ঃ

٦٦٧– حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ شَيْبَةَ قَالَ ثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ قَالَ اَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيْرِيْنَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ عُمَرَ بَيْنَمَا هُوَ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ اِذْ اَقْبَلَ رَجُلٌ فَدَخَلَ الْمَسْجِدَ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ اَلْاٰنَ حِيْنَ تَوَضَّأْتَ فَقَالَ مَازِدْتُّ حِيْنَ سَمِعْتُ

الْاَذَانِ عَلٰى اَنْ تَوَضَّأْتُ ثُمَّ جِئْتُ فَلَمَّا دَخَلَ اَمِيْرُ الْمُؤْمِنِيْنَ ذَكَرْتُهُ فَقُلْتُ يَا اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ اَنَا سَمِعْتُ مَا قَالَ قَالَ وَمَا قَالَ قُلْتُ مَا زِدْتُ عَلٰى اَنْ تَوَضَّأْتُ حِيْنَ سَمِعْتُ النِّدَاءَ ثُمَّ اَقْبَلْتُ فَقَالَ اَمَا اِنَّهُ قَدْ عَلِمَ اَنَّا اُمِرْنَا بِغَيْرِ ذٰلِكَ قُلْتُ وَمَا قَالَ الْغُسْلُ قُلْتُ اَنْتُمْ اَيُّهَا الْمُهَاجِرُوْنَ الْاَوَّلُوْنَ اَمِ النَّاسُ جَمِيْعًا قَالَ لَا اَدْرِيْ .

৬৬৭. আলী ইব্ন শায়বা (রা)...... ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, উমার (রা) একদিন জুমু'আর খুত্বা দিচ্ছিলেন, এমন সময় জনৈক ব্যক্তি এসে মসজিদে প্রবেশ করল। উমার (রা) তাকে বললেন, এ সময়! শুধু উযূ করে এসেছ? সে বলল, আমি আযান শুনার পরে উযূ অপেক্ষা অতিরিক্ত কিছু করতে পারিনি, তারপর আমি উপস্থিত হয়ে গিয়েছি। আমীরুল মু'মিনীন যখন (গৃহে) প্রবেশ করলেন আমি তাঁকে বললাম, হে আমীরুল মু'মিনীন! সে ব্যক্তি যা বলেছে আমি শুনেছি। তিনি বললেন, সে কি বলেছে? বললাম, সে বলেছে, যখন আমি আযান শুনেছি তখন উযূ অপেক্ষা অতিরিক্ত কিছু করতে পারিনি। তারপর এসে গেছি। তিনি বললেন, জেনে রেখ! সে নিশ্চয়ই অবহিত আছে যে, আমাদেরকে অন্য হুকুম দেয়া হয়েছে। আমি বললাম, তা-কি? তিনি বললেন, 'গোসল'। আমি বললাম, তা-কি শুধু আপনারা প্রথম হিজরতকারীদের জন্য, না অপরাপর সমস্ত লোকদের জন্য? তিনি বললেন, জানিনা।

٦٦٨- حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَنَّ مَالِكًا حَدَّثَهُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ دَخَلَ رَجُلٌ مِّنْ اَصْحَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ الْمَسْجِدَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَعُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَخْطُبُ فَقَالَ عُمَرُ اَيَّةُ سَاعَةٍ هٰذِهِ فَقَالَ يَا اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ انْقَلَبْتُ مِنَ السُّوْقِ فَسَمِعْتُ النِّدَاءَ فَمَا زِدْتُ عَلٰى اَنْ تَوَضَّأْتُ فَقَالَ عُمَرُ اَلْوُضُوْءُ اَيْضًا وَقَدْ عَلِمْتَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَأْمُرُ بِالْغُسْلِ قَالَ مَالِكٌ وَالرَّجُلُ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ .

৬৬৮. ইউনুস (র)...... সালিম ইব্ন আব্দিল্লাহ্ (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, জুমু'আর দিন সাহাবাদের এক ব্যক্তি মসজিদে প্রবেশ করলেন, উমার ইব্ন খাত্তাব (রা) (তখন) খুত্বা দিচ্ছিলেন। উমার (রা) বললেন, এটা কোন্ সময়? তিনি বললেন, হে আমীরুল মু'মিনীন! আমি বাজার থেকে ফিরেছি এবং আযান শুনেছি, তাই শুধু উযূ করেছি, অতিরিক্ত কিছু করিনি। উমার (রা) বললেন, শুধুমাত্র উযূ? অথচ তুমি অবহিত আছ যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ গোসলের নির্দেশ দিতেন। বর্ণনাকারী মালিক (র) বলেন, ওই ব্যক্তি (সাহাবী) উসমান ইব্ন আফ্ফান (রা) ছিলেন।

٦٦٩- حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِيْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ اَسْمَاءَ قَالَ ثَنَا جُوَيْرِيَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ اَبِيْهِ مِثْلَهُ غَيْرَ اَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ قَوْلَ مَالِكٍ اَنَّهُ عُثْمَانُ .

৬৬৯. ইব্‌ন আবী দাউদ (র)..... সালিম (র) তাঁর পিতা (আবদুল্লাহ্ রা) থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন। তবে তিনি মালিক (র)-এর উক্তি উদ্ধৃত করেননি যে, তিনি উসমান (রা) ছিলেন।

٦٧٠- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مَهْدِىٍّ قَالَ ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِثْلَهُ .

৬৭০. আবূ বাক্‌রা (রা)...... ইব্‌ন উমার (রা) থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

٦٧١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَيْمُوْنٍ قَالَ ثَنَا الْوَلِيْدُ عَنِ الْاَوْزَاعِىِّ عَنْ يَحْىَ بْنِ اَبِى كَثِيْرٍ عَنْ اَبِىْ كَثِيْرٍ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ ح وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا حَرْبُ بْنُ شَدَّادٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ يَحْىٰ قَالَ حَدَّثَنِىْ اَبُوْ سَلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنِىْ اَبُوْ هُرَيْرَةَ قَالَ بَيْنَمَا عُمَرُ يَخْطُبُ النَّاسَ اِذْ دَخَلَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ فَعَرَّضَ لَهُ عُمَرُ وَقَالَ مَا بَالُ رِجَالٍ يَتَأَخَّرُوْنَ بَعْدَ النِّدَاءِ ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ .

৬৭১. মুহাম্মদ ইব্‌ন আব্‌দিল্লাহ্ ইব্‌ন মায়মূন (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, উমার (রা), খুত্‌বা দিচ্ছিলেন, এমন সময় উসমান ইব্‌ন আফ্‌ফান (রা) মসজিদে প্রবেশ করেন। উমার (রা) তাঁর দিকে ইঙ্গিত করে বললেন, সেই সমস্ত লোকদের কী অবস্থা, যারা আযানের পরে বিলম্ব করে! তারপর অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

٦٢٧- حَدَّثَنَا فَهْدٌ قَالَ ثَنَا اَبُوْ غَسَّانٍ قَالَ ثَنَا جُوَيْرِيَةُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَجُلاً مِّنَ الْمُهَاجِرِيْنَ الْاَوَّلِيْنَ دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَعُمَرُ يَخْطُبُ فَنَادَاهُ عُمَرُ اَيَّةُ سَاعَةٍ هٰذِهِ فَقَالَ مَا كَانَ اِلاَّ الْوَضُوْءُ ثُمَّ الْاِقْبَالُ فَقَالَ عُمَرُ وَالْوُضُوْءُ اَيْضًا وَقَدْ عَلِمْتَ اَنَّا كُنَّا نُؤْمَرُ بِالْغُسْلِ .

৬৭২. ফাহাদ (র)....... ইব্‌ন উমার (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, একবার প্রথম হিজরতকারীদের অন্যতম ব্যক্তি মসজিদে প্রবেশ করেন। তখন উমার (রা) খুত্‌বা দিচ্ছিলেন। উমার (রা) তাঁকে আওয়ায দিয়ে বললেন, এটা কোন্ সময়? (আগমনকারী) উত্তর দিলেন, শুধু উযূ করেছি, তারপর এসে গেছি। উমার (রা) বললেন, শুধুমাত্র উযূ? অথচ তুমি অবহিত আছ আমাদেরকে গোসলের নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

বিশ্লেষণ

ইমাম আবূ জা'ফর তাহাবী (র) বলেন, (প্রথমোক্ত রিওয়ায়াত সমূহের পরিপন্থী) এ সমস্ত রিওয়াতে একাধিক বিষয় রয়েছে, যা গোসল ওয়াজিব হওয়াকে নাকচ করে দেয়। তার একটি হল যে, উসমান (রা) গোসল করেননি এবং উযূকেই যথেষ্ট মনে করেছেন। উমার (রা) তাঁকে বলেছেন, আপনি অবহিত আছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদেরকে গোসলের নির্দেশ দিতেন। কিন্তু উমার (রা) তাঁকে

Contents

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কর্তৃক গোসলের নির্দেশের ভিত্তিতে ফিরে যাওয়ার আদেশ দেননি। এটা প্রমাণ বহন করে যে, যে গোসলের নির্দেশ দেয়া হয়েছিল, তা তাঁদের মতে ওয়াজিব ছিল না। বরং তা ছিল সেই কারণে, যা ইব্ন আব্বাস (রা) ও আয়েশা (রা) উল্লেখ করেছেন, অথবা অন্য কোন কারণে ছিল। যদি তা না হত তাহলে উসমান (রা) গোসল করা পরিত্যাগ করতেন না এবং না উমার (রা) তাঁকে গোসলের জন্য প্রত্যাবর্তনের নির্দেশ না দিয়ে নীরব থাকতেন, আর ওটা সাহাবাদের উপস্থিততে সংঘটিত হয়েছে, যাঁরা বিষয়টি নবী ﷺ থেকে শুনেছেন, যেমনিভাবে উমার (রা) তা শুনেছেন এবং সাহাবাগণ এর সেই মর্মই বুঝেছেন যা তাঁর উদ্দেশ্য ছিল। সুতরাং তাঁরা না তাঁর কথা থেকে কিছু অস্বীকার করেছেন না এর পরিপন্থী নির্দেশ দিয়েছেন। এতে তাঁদের (সাহাবাদের) পক্ষ থেকে গোসল ওয়াজিব না হওয়ার উপর ইজমা (ঐকমত্য) প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে এরূপ রিওয়ায়াতসমূহও বর্ণিত আছে, যাতে প্রতীয়মান হয় যে, ওই গোসল পছন্দনীয় ও ফযীলত অর্জন করার নীতিতে ছিল ঃ

٦٧٣- حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا يَعْقُوْبُ الْحَضْرَمِيُّ قَالَ ثَنَا الرَّبِيْعُ بْنُ صَبِيْحٍ عَنِ الْحَسَنِ وَعَنْ يَزِيْدَ الرَّقَاشِيِّ عَنْ اَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ تَوَضَّأَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَبِهَا وَنِعْمَتْ وَمَنْ اغْتَسَلَ فَالْغُسْلُ حَسَنٌ .

৬৭৩. ইবরাহীম ইব্ন মারযূক (র)...... আনাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, জুমু'আর দিন যে ব্যক্তি উযূ করল সে কতই না ভাল ও সুন্দর কাজ করল। আর যে ব্যক্তি গোসল করল তবে তা তার জন্য উত্তম।

٦٧٤- حَدَّثَنَا فَهْدٌ قَالَ ثَنَا اَبُو الْوَلِيْدِ قَالَ ثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ غَيْرَ اَنَّهُ قَالَ وَمَنِ اغْتَسَلَ فَالْغُسْلُ اَفْضَلُ .

৬৭৪. ইব্ন মারযূক (র)...... সামুরা (রা)-এর বরাতে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন। তবে তিনি বলেছেন, যে ব্যক্তি গোসল করল তবে গোসল তার জন্য অধিকতর উত্তম।

٦٧٥- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ خَالِدِ الْبَغْدَادِيُّ قَالَ ثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ قَالَ اَنَا الرَّبِيْعُ بْنُ صَبِيْحٍ وَسُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ عَنْ يَزِيْدَ الرَّقَاشِيِّ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ -

৬৭৫. আহমদ ইব্ন খালিদ বাগদাদী (র)....... আনাস ইব্ন মালিক (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

٦٧٦- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ ثَنَا عُبَيْدُ بْنُ اِسْحَاقَ الْعَطَّارُ قَالَ اَنَا قَيْسُ بْنُ الرَّبِيْعِ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِيْ سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ .

৬৭৬. আহমদ ইব্ন খালিদ (র)..... জাবির (রা)-এর বরাতে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

٦٧٧- حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ دَاؤُدَ قَالَ ثَنَا خَالِدُ بْنُ خَلِىْ الْحِمْصِىُّ قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ الضَّحَّاكُ بْنُ حَمْزَةَ الاَمْلُوْكِىُّ عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ اَرْطَاةَ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ الْمُهَاجِرِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ اَبِى الْحَسَنِ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ مَنْ تَوَضَّأَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَبِهَا وَنِعْمَتْ وَقَدْ اَدَّى الْفَرَضَ وَمَنِ اغْتَسَلَ فَالْغُسْلُ اَفْضَلُ .

৬৭৭. ইব্‌ন আবী দাঊদ (র)...... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) নবী ﷺ থেকে রিওয়ায়াত করেন যে, তিনি বলেছেন ঃ "যে ব্যক্তি জুমু'আর দিন উযূ করল সে কতইনা ভাল ও সুন্দর কাজ করল এবং ফরয আদায় করল। আর যে ব্যক্তি গোসল করল তবে গোসল হল আরো উত্তম।"

বিশ্লেষণ

বস্তুত এই হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ স্পষ্টভাবে বর্ণনা করে দিয়েছেন যে, ফরয হল শুধু উযূ করা আর গোসল করা উত্তম। যেহেতু এতে ফযীলত লাভ হয়; এজন্য নয় যে, তা ফরয। যদি কোন প্রমাণ উপস্থাপনকারী ওটা ওয়াজিব হওয়ার উপরে আলী (রা), সা'দ (রা), আবূ কাতাদা (রা) ও আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত রিওয়ায়াত দ্বারা প্রমাণ পেশ করে। যেমন ঃ

٦٧٨- حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا وَهْبُ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِىْ زِيَادٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ كُنْتُ قَاعِدًا مَّعَ سَعْدٍ فَذَكَرَ الْغُسْلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَالَ ابْنُهُ فَلَمْ اَغْتَسِلْ فَقَالَ سَعْدٌ مَّا كُنْتُ اَرٰى مُسْلِمًا يَدَعُ الْغُسْلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ .

৬৭৮. ইব্‌ন মারযূক (র)...... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন হারিস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, একবার আমি সা'দ (রা)-এর সঙ্গে বসা ছিলাম। তিনি জুমু'আর দিন গোসল করা প্রসঙ্গ উল্লেখ করলেন। এতে তাঁর পুত্র বললেন, আমি তো গোসল করিনি। সা'দ (রা) বললেন, আমি কোন মুসলিমকে দেখিনি যে, সে জুমু'আর দিন গোসল পরিত্যাগ করে।

٦٧٩- حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ اِسْحَاقَ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ قَالَ اَخْبَرَنِىْ عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ عَنْ زَاذَانَ قَالَ سَأَلْتُ عَلِيًّا عَنِ الْغُسْلِ فَقَالَ اغْتَسِلْ اِذَا شِئْتَ فَقُلْتُ اِنَّمَا اَسْأَلُكَ عَنِ الْغُسْلِ الَّذِىْ هُوَ الْغُسْلُ قَالَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَيَوْمَ عَرَفَةَ وَيَوْمَ الْفِطْرِ وَيَوْمَ الْاَضْحٰى .

৬৭৯. ইব্‌ন মারযূক (র)...... যাযান (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, একবার আমি আলী (রা)-কে গোসল সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছি। তিনি বলেছেন, যখন ইচ্ছা হয় গোসল কর। আমি বললাম, আমি তো আপনাকে সেই গোসল সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করছি, যে গোসল (ছাওয়াবের কারণ)। তিনি বললেন, জুমু'আর দিন, আরাফার দিন, ঈদুল ফিতরের দিন ও ঈদুল আযহার দিন।

٦٨٠- حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو عَنْ طَاؤُس قَالَ سَمِعْتُ اَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ حَقٌّ لِلّٰهِ وَاجِبٌ عَلٰى كُلِّ مُسْلِمٍ فِىْ كُلِّ سَبْعَةِ اَيَّامٍ وَيَغْتَسِلُ وَيَغْسِلُ مِنْهُ كُلَّ شَيْءٍ وَيَمَسُّ طِيْبًا اِنْ كَانَ لِاَهْلِهِ .

৬৮০. ইউনুস (র)..... তাঊস (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি আবূ হুরায়রা (রা)-কে বলতে শুনেছি, আল্লাহ্ তা'আলার হক এবং প্রত্যেক মুসলমানের জন্য আবশ্যিক যে, সে প্রতি সপ্তাহে (একবার) গোসল করবে। নিজের শরীর থেকে সব কিছু ধুয়ে নিবে আর যদি নিজের ঘরে সুগন্ধি থাকে তবে তা ব্যবহার করবে।

٦٨١- حَدَّثَنَا رَبِيْعُ الْمُؤَذِّنُ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ قَالَ ثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِىْ حَبِيْبٍ اَنَّ مُصْعَبَ بْنَ ثَابِتٍ حَدَّثَهُ اَنَّ ثَابِتَ بْنَ اَبِىْ قَتَادَةَ حَدَّثَهُ اَنَّ اَبَا قَتَادَةَ قَالَ لَهُ اِغْتَسِلْ لِلْجُمُعَةِ فَقَالَ لَهُ قَدِ اغْتَسَلْتُ لِلْجَنَابَةِ .

৬৮১. রবীউল মুয়ায্যিন (র)..... সাবিত ইব্ন আবূ কাতাদা (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, আবূ কাতাদা (রা) তাঁকে বলেছেন, জুমু'আর জন্য গোসল করবে। তিনি উত্তরে বললেন, আমি জানাবাতের গোসল করে ফেলেছি।

٦٨٢- حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ ثَنَا سَعِيْدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدَةَ بْنِ اَبِىْ لُبَابَةَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبْزٰى اَنَّ اَبَاهُ كَانَ يُحَدِّثُ بَعْدَ مَا يَغْتَسِلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَيَتَوَضَّأُ وَلَا يُعِيْدُ الْغُسْلَ .

৬৮২. সালিহ ইব্ন আবদির রহমান (র)...... সাঈদ ইব্ন আব্দির রহমান ইব্ন আব্যা (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, জুমু'আর দিন গোসল করার পর যদি তাঁর পিতার উযূ নষ্ট হয়ে যেত তাহলে তিনি উযূ করতেন এবং পুনরায় গোসল করতেন না।

উক্ত প্রশ্নকারীকে বলা হবে ঃ আলী (রা) থেকে বর্ণিত রিওয়ায়াতে ফরয হওয়ার কোনরূপ প্রমাণ নেই। যেহেতু যাযান (র) যখন তাঁকে বললেন, আমি সেই গোসল সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করছি যেটা (প্রকৃত) 'গোসল' অর্থাৎ যাতে ফযীলত লাভ হয়। তখন তিনি বললেন, জুমু'আর দিন, ঈদুল ফিতরের দিন, কুরবানীর দিন ও আরাফার দিন। তিনি সেই দিনগুলোর একটিকে অপরটির সাথে মিলিত করে বলেছেন। জুমু'আর দিনের গোসলের সাথে যা উল্লেখ করেছেন (ঈদুল ফিতর, ঈদুল আযহা ইত্যাদি) যখন তা ফরয নয়, তাহলে জুমু'আর দিনের গোসলের বিধানও অনুরূপ হবে (ফরয নয়)।

আর সা'দ (রা) থেকে তাঁর যে উক্তি বর্ণিত হয়েছে যে, "আমি জুমু'আর দিন কোন মুসলমানকে গোসল পরিত্যাগকারী দেখলাম না।" এর মর্ম হচ্ছেঃ এতে অল্প কষ্টে অধিক ফযীলত লাভ হয়।

আর আবূ হুরায়রা (রা) থেকে তাঁর যে উক্তি বর্ণিত আছে ঃ "আল্লাহ্ তা'আলার হক এবং প্রত্যেক মুসলিমের জন্য ওয়াজিব (আবশ্যিক) যে, সে প্রতি সপ্তাহে (একদিন) গোসল করবে। বস্তুত এতে

তিনি ওটাকে "সে সুগন্ধি ব্যবহার করবে যদি তার গৃহে তা বিদ্যমান থাকে" তাঁর এ উক্তির সাথে মিলিত করে বলেছেন। সুতরাং যেভাবে সুগন্ধি ব্যবহার করা ফরয নয়, অনুরূপভাবে গোসলও (ফরয নয়)। উপরন্তু তিনি উমার (রা) থেকে সেই কথাও শুনেছেন, যা তিনি উসমান (রা)-কে বলেছেন, যা আমরা উল্লেখ করেছি। তাঁর উপস্থিতিতে উমার (রা) তাঁকে (উসমান রা) ফিরে যাওয়ার নির্দেশ দেননি। তিনি (আবূ হুরায়রা রা) এ বিষয়ে তাঁর বিরোধিতা করেননি। অতএব এটাও প্রমাণ বহন করে যে, তাঁর নিকটও এর (গোসলের) বিধান অনুরূপ (ওয়াজিব নয়)।

আর আবূ কাতাদা (রা)-এর যে উক্তি আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি, এর উদ্দেশ্য হল, জুমু'আর দিন ইচ্ছাকৃতভাবে জুমু'আর জন্য গোসল করবে, যেন এর ফযীলত লাভ হয়। পক্ষান্তরে আবদুর রহমান ইব্ন আবযা (রা) থেকে আমরা এর পরিপন্থী রিওয়ায়াতও বর্ণনা করেছি। বস্তুত সমস্ত কিছু যা আমরা এ অনুচ্ছেদে বর্ণনা করেছি, এটাই ইমাম আবূ হানীফা (র), ইমাম আবূ ইউসুফ (র) ও ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর অভিমত।

٢٥- بَابُ الْاِسْتِجْمَارِ

২৫. অনুচ্ছেদ ঃ ঢেলা ব্যবহার প্রসঙ্গ

٦٨٣- حَدَّثَنَا يُوْنُسُ اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَنَّ مَالِكًا حَدَّثَهُ ح وَحَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ زِيَادٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ اَبِىْ الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنِ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوْتِرْ .

৬৮৩. ইউনুস (র) ও হুসাইন ইব্ন নাস্র (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, কোন ব্যক্তি (ইস্তিঞ্জার জন্য) ঢেলা ব্যবহার করলে সে যেন বে-জোড় ব্যবহার করে।

٦٨٤- حَدَّثَنَا يُوْنُسُ اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَنَّ مَالِكًا حَدَّثَهُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ اَبِىْ اِدْرِيْسَ الْخَوْلَانِىِّ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِثْلَهُ .

৬৮৪. ইউনুস (র)...... আবূ হুরায়রা (রা)-এর বরাতে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

٦٨٥- حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا الْوَهْبِىُّ قَالَ ثَنَا ابْنُ اِسْحَاقَ قَالَ ثَنَا الزُّهْرِىُّ عَنْ عَائِذِ اللّٰهِ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مِثْلَهُ .

৬৮৫. ইব্ন আবী দাউদ (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলতে শুনেছি, তিনি অনুরূপ বলেছেন।

٦٨٦- حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ قَالَ ثَنَا مَالِكُ بْنُ اَنَسٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ اَبِىْ اِدْرِيْسَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِثْلَهُ .

৬৮৬. ইব্‌ন মারযূক (র)..... আবূ হুরায়রা (রা)-এর বরাতে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

٦٨٧- حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا ابْنُ اَبِىْ مَرْيَمَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ غَسَّانٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ ابْنُ عَجْلاَنَ عَنِ الْقَعْقَاعِ عَنْ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَاْمُرُنَا اِذَا اَتَى اَحَدُنَا الْغَائِطَ بِثَلاَثَةِ اَحْجَارٍ .

৬৮৭. ইব্‌ন আবী দাঊদ (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, যখন আমাদের কেউ পায়খানায় যেত, তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদেরকে তিন ঢেলা (দ্বারা ইস্তিঞ্জা) করার নির্দেশ দিতেন।

٦٨٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِىْ هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ اَبِىْ حَازِمٍ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ قُرْطٍ اَنَّهُ سَمِعَ عُرْوَةَ يَقُوْلُ حَدَّثَنِىْ عَائِشَةُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِذَا خَرَجَ اَحَدُكُمْ اِلَى الْغَائِطِ فَلْيَذْهَبْ بِثَلاَثَةِ اَحْجَارٍ يَسْتَنْظِفُ بِهَا فَاِنَّهَا سَتَكْفِيْهِ .

৬৮৮. মুহাম্মদ ইব্‌ন হুমায়দ (র)..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, যখন তোমাদের কেউ পায়খানার প্রয়োজনে বের হবে তখন তিনটি ঢেলা নিয়ে যাবে, যার দ্বারা পবিত্রতা অর্জন করবে। এটাই তার জন্য যথেষ্ট।

٦٨٩- حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُوْرٍ ح وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ الْوَلِيْدِ قَالَ شُعْبَةُ قَالَ قَرَأْتُ عَلٰى مَنْصُوْرٍ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا وَهْبُ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ هِلاَلِ بْنِ يَسَافٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ قَيْسٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ مَنِ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوْتِرْ .

৬৮৯. ইব্‌ন আবী দাঊদ (র), আবূ বাক্‌রা (র) ও ইব্‌ন মারযূক (র)...... সালামা ইব্‌ন কায়স (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, কোন ব্যক্তি ঢেলা ব্যবহার করলে সে যেন বে-জোড় ব্যবহার করে।

٦٩٠- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا صَفْوَانُ بْنُ عِيْسٰى قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَجْلاَنَ ح وَحَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُغِيْرَةِ الْكُوْفِىُّ قَالَ ثَنَا عَفَّانُ قَالَ ثَنَا وُهَيْبٌ عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ قَالَ الْقَعْقَاعُ بْنُ حَكِيْمٍ عَنْ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَاْمُرُنَا بِثَلاَثَةِ اَحْجَارٍ يَعْنِىْ فِى الْاِسْتِجْمَارِ .

৬৯০. আবূ বাক্‌রা (র) ও আলী ইব্‌ন আব্‌দির রহমান ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন মুগীরা কূফী (র)....... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদেরকে ইস্তিঞ্জায় তিন ঢেলা ব্যবহার করতে নির্দেশ দিতেন।

٦٩١– حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْفَرَجِ قَالَ ثَنَا يُوْسُفُ بْنُ عَدِيٍّ قَالَ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ خُزَيْمَةَ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ خُزَيْمَةَ عَنْ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِى الْاِسْتِجْمَارِ بِثَلَاثَةِ اَحْجَارٍ لَيْسَ فِيْهَا رَجِيْعٌ .

৬৯১. রাওহ ইব্‌নুল ফারাজ (র).... খুযায়মা ইব্‌ন সাবিত (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, ইস্তিঞ্জায় ঢেলা ব্যবহার হবে তিনটি, তাতে গোবর থাকবে না।

٦٩٢– حَدَّثَنَا فَهْدُ قَالَ ثَنَا جَنْدَلُ بْنُ وَالِقٍ قَالَ ثَنَا حَفْصُ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ سُلَيْمَانَ قَالَ نُهِيْنَا اَنْ نَكْتَفِى بِاَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةِ اَحْجَارٍ .

৬৯২. ফাহাদ (র)...... সুলায়মান (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমাদেরকে তিনটির কম ঢেলা ব্যবহারকে যথেষ্ট মনে করতে নিষেধ করা হয়েছে।

বিশ্লেষণ

একদল আলিম এ মত গ্রহণ করেছেন যে, তিনটির কম ঢেলা দিয়ে ইস্তিঞ্জা করা যথেষ্ট নয়। তাঁরা এ বিষয়ে উল্লিখিত এ সমস্ত রিওয়ায়াত দ্বারা প্রমাণ দিয়েছেন। পক্ষান্তরে অপরাপর আলিমগণ এ বিষয়ে তাঁদের বিরোধিতা করে বলেছেন, যতসংখ্য ঢেলা দিয়ে ইস্তিঞ্জা করে এর দ্বারা নাজাসাত দূর করবে, তিনটি হউক বা অধিক বা কম, বে-জোড় হউক বা জোড়– এতে তাহারাত অর্জন হয়ে যাবে। এ বিষয়ে তাঁদের দলীল হল নিম্নরূপ ঃ এ বিষয়ে নবী ﷺ কর্তৃক বে-জোড় ঢেলা ব্যবহারের নির্দেশ প্রদান করা সম্ভবত মুস্তাহাবের জন্য, এমন নয় যে, বে-জোড় না হলে তাহারাত অর্জন হবে না আবার এ সম্ভাবনাও রয়েছে যে, তিনি যে সংখ্যা নির্ধারণ করেছেন, এর দ্বারা উদ্দেশ্য যখন এর কম সংখ্যক দ্বারা তাহারাত অর্জন হবে না।

বস্তুত এ বিষয়ে আমরা গভীরভাবে দৃষ্টি দেয়ার প্রয়াস পাব যে, কোন রিওয়ায়াত পাই কি-না, যা এর স্বপক্ষে প্রমাণ বহন করে। আমরা দেখতে পাচ্ছি–

٦٩٣– فَاِذَا يُوْنُسُ قَدْ حَدَّثَنَا قَالَ ثَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ عِيْسَى بْنُ يُوْنُسَ قَالَ ثَنَا ثَوْرُ بْنُ يَزِيْدَ عَنْ حُصَيْنِ الْحُبْرَانِىِّ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنِ اكْتَحَلَ فَلْيُوْتِرْ مَنْ فَعَلَ فَقَدْ اَحْسَنَ وَمَنْ لَا فَلَا حَرَجَ وَمَنِ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوْتِرْ مَنْ فَعَلَ فَقَدْ اَحْسَنَ وَمَنْ تَخَلَّلَ فَلْيَلْفِظْ وَمَنْ لَاكَ بِلِسَانِهِ فَلْيَبْتَلِعْ مَنْ فَعَلَ هٰذَا فَقَدْ اَحْسَنَ وَمَنْ لَّا فَلَا حَرَجَ وَمَنْ اَتَى الْغَائِطَ فَلْيَسْتَتِرْ فَاِنْ لَّمْ يَجِدْ اِلَّا كَثِيْبًا يَجْمَعُهُ فَلْيَسْتَتِرْ بِهِ فَاِنَّ الشَّيْطَانَ يَتَلَاعَبُ بِمَقَاعِدِ بَنِىْ اٰدَمَ .

৬৯৩. ইউনুস (র) ...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি সুরমা ব্যবহার করে সে যেন বে-জোড় করে। যে ব্যক্তি এমনটি করে সে উত্তম কাজ করে আর যে ব্যক্তি এমনটি করেনি তবে তাতে কোনরূপ অসুবিধা নেই। যে ব্যক্তি ইস্তিঞ্জার জন্য ঢেলা ব্যবহার করে সে যেন বে-জোড় ব্যবহার করে। যে ব্যক্তি এমনটি করে সে উত্তম কাজ করে। যে ব্যক্তি খিলাল করবে সে যেন (তা থেকে) বেরিয়ে আসা (টুকরোগুলো) নিক্ষেপ করে দেয়। আর যে নিজের জিহবা দ্বারা বের করবে সে যেন তা গিলে ফেলে। যে ব্যক্তি এমনটি করে সে উত্তম কাজ করে। আর যে ব্যক্তি তা করেনি তার জন্য কোন অসুবিধা নেই। যে ব্যক্তি পায়খানায় যাবে সে যেন পর্দা করে নেয়। যদি বালি ব্যতীত কিছু না পায় তাহলে তা একত্রিত করে ঢিবি বানিয়ে এর দ্বারা আড়াল করে নিবে। যেহেতু শয়তান মানুষের নিতম্ব তথা লজ্জাস্থান নিয়ে খেলা করে।

٦٩٤– حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا اَبُوْ عَامِرٍ عَنْ ثَوْرِ بْنِ يَزِيْدَ قَالَ ثَنَا حُصَيْنُ الْحُمَيْرِيُّ قَالَ حَدَّثَنِيْ اَبُوْ سَعِيْدِ الْخَيْرُ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ بِمِثْلِهِ وَزَادَ مَنِ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوْتِرْ مَنْ فَعَلَ فَقَدْ اَحْسَنَ وَمَنْ لاَّ فَلاَ حَرَجَ .

৬৯৪. ইব্‌ন মারযূক (র)..... আবূ হুরায়রা (রা)-এর বরাতে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন। এতে তিনি এটা বৃদ্ধি করেছেন ঃ কোন ব্যক্তি ঢেলা ব্যবহার করলে বে-জোড় ব্যবহার করবে। যে ব্যক্তি এমনটি করল সে উত্তম কাজ করল, আর যে ব্যক্তি এরূপ করল না, তারও কোন অসুবিধা নেই।

এতে প্রমাণিত হয় যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ প্রথমোক্ত হাদীস সমূহে বে-জোড় ঢেলা ব্যবহারের যে নির্দেশ প্রদান করেছেন তা মুস্তাহাব হওয়ার কারণে, ফরয হিসাবে নয় যে, তাছাড়া চলবেই না। আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসঊদ (রা)-এর বরাতেও নবী ﷺ থেকে বর্ণিত আছে, যাতে উক্ত বিষয়টি তিনি বর্ণনা করেছেন ঃ

٦٩٥– حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ زُهَيْرٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ اَبُوْ اِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْاَسْوَدِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَاَتَى الْغَائِطَ فَقَالَ ائْتِنِيْ بِثَلاَثَةِ اَحْجَارٍ فَالْتَمَسْتُ فَلَمْ اَجِدْ اِلاَّ حَجَرَيْنِ وَرَوْثَةً فَاَلْقَى الرَّوْثَةَ وَاَخَذَ الْحَجَرَيْنِ وَقَالَ اِنَّهَا رِكْسٌ .

৬৯৫. আহমদ ইব্‌ন দাউদ (র)..... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসঊদ (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, একবার আমি নবী ﷺ-এর সঙ্গে ছিলাম। তিনি পায়খানায় গেলেন এবং বললেন, আমাকে তিনটি ঢেলা এনে দাও। আমি তালাশ করলাম এবং শুধু দুটি ঢেলা ও এক টুকরা গোবর পেলাম। তিনি গোবরের টুকরাটি ফেলে দিলেন এবং ঢেলা দুটি গ্রহণ করলেন। (গোবর সম্পর্কে) বললেন, এটি হল অপবিত্র।

٦٩٦– حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِيْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا زُهَيْرُ بْنُ عَبَّادٍ قَالَ ثَنَا يَزِيْدُ بْنُ عَطَاءٍ عَنْ اَبِيْ اِسْحَاقَ عَنْ عَلْقَمَةَ وَالْاَسْوَدِ قَالاَ قَالَ ابْنُ مَسْعُوْدٍ فَذَكَرَ نَحْوَهُ .

৬৯৬. ইব্‌ন আবী দাঊদ (রা)....... ইব্‌ন মাসঊদ (রা) থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

বিশ্লেষণ

এ হাদীস দ্বারা বুঝা যাচ্ছে যে, নবী ﷺ পায়খানার জন্য এরূপ স্থানে বসেছেন, যেখানে পাথর (ঢেলা) ছিল না। যেহেতু তিনি আবদুল্লাহ্ (রা)-কে বলেছেন, আমাকে তিনটি পাথর এনে দাও। যদি সেখানে এর থেকে কিছু বিদ্যমান থাকত তাহলে তিনি অন্যস্থান থেকে নেয়ার প্রয়োজনিয়তা অনুভব করতেন না। যখন আবদুল্লাহ্ (রা) তাঁর জন্য দুটি পাথর ও একটি গোবরের টুকরা নিয়ে এলেন, তখন তিনি গোবরের টুকরাটি ফেলে দিলেন এবং দুটি পাথর গ্রহণ করলেন। এটা তো দুই পাথর ব্যবহার করার প্রমাণ বহন করে। উপরন্তু এতে এটা বুঝা যাচ্ছে যে, যেখানে তিনটি পাথর যথেষ্ট সেখান দুটি পাথর কেও তিনি যথেষ্ট মনে করতেন। কেননা যদি তিনটি পাথরের কম সংখ্যক যথেষ্ট না হত তাহলে তিনি দুটিকে যথেষ্ট মনে করতেন না এবং আবদুল্লাহ (রা)-কে তৃতীয় পাথর তালাশ করার নির্দেশ প্রদান করতেন। তিনি তা না করায় প্রমাণিত হয় যে, দুটি পাথরই যথেষ্ট। হাদীসসমূহ বর্ণনার সঠিক মর্ম নির্ধারণে এটাই হচ্ছে এ অনুচ্ছেদের যথার্থ বিশ্লেষণ।

ইমাম তাহাবী (র)-এর যুক্তিভিত্তিক দলীল

বস্তুত যুক্তির নিরিখে আমরা লক্ষ্য করেছি যে, যখন পায়খানা ও পেশাব পানি দ্বারা একবার ধৌত করা হয় এবং এতে উভয়ের চিহ্ন বা দুর্গন্ধ বিদূরিত হয়ে যায় যাতে এর কোন কিছুই অবশিষ্ট না থাকে তাহলে উক্ত স্থান (পায়খানা ও পেশাবের স্থান) পবিত্র হয়ে যাবে। আর যদি (একবার ধৌত করার দ্বারা) পায়খানা-পেশাবের রং ও দুর্গন্ধ বিদূরিত না হয় তাহলে তা দ্বিতীয়বার ধৌত করার প্রয়োজন পড়বে। যদি দ্বিতীয়বার ধৌত করার দ্বারা তার রং ও দুর্গন্ধ দূর হয়ে যায় তাহলে এ অবস্থায়ও তা পাক হয়ে যাবে যেমনিভাবে একবার ধৌত করার দ্বারা পাক হয়ে যায়। যদি দু'বার ধৌত করার দ্বারাও এর রং ও দুর্গন্ধ দূর না হয় তাহলে পরবর্তী আরো অধিক বার ধৌত করা আবশ্যক, যতক্ষণ না (নাজাসাতের) রং ও দুর্গন্ধ বিদূরিত হয়। সুতরাং তা ধৌত করার যেটি উদ্দেশ্য, তা হচ্ছে ওই নাজাসাতসমূহ বিদূরিত হওয়া, যতবার ধৌত করার দ্বারাই তা দূর হয়। ধৌত করার কোন সংখ্যা বা পরিমাণ উদ্দেশ্য নয় যে, এর কমে যথেষ্ট হবে না।

অতএব অনুরূপভাবে পাথর দ্বারা ইস্তিঞ্জার বিষয়ে যুক্তির দাবি হচ্ছে এ ব্যাপারে পাথরের কোন নির্দিষ্ট পরিমাণ উদ্দেশ্য নয় যে, এর কমে ইস্তিঞ্জা যথেষ্ট হবে না। বরং সেই পরিমাণ পাথর যথেষ্ট, যা দ্বারা নাজাসাত দূর হয়ে যায়, কম হউক বা অধিক। এটাই যুক্তির দাবি। আর এটা ইমাম আবূ হানীফা (র), ইমাম আবূ ইউসুফ (র) ও ইমাম মুহাম্মদ ইব্‌নুল হাসান (র)-এর অভিমত।

٢٦- بَابُ الاسْتِجْمَارِ بِالْعِظَامِ

২৬. অনুচ্ছেদ ঃ হাড্ডি দ্বারা ইস্তিঞ্জা করা প্রসঙ্গে

٦٩٧- حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ اَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ يُوْنُسُ بْنُ يَزِيْدَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ اَبِيْ عُثْمَانَ بْنِ سَنَّةَ الْخُزَاعِيِّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى اَنْ يَّسْتَطِيْبَ اَحَدٌ بِعَظْمٍ اَوْ بِرَوْثَةٍ .

৬৯৭. ইউনুস (রা)..... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসঊদ (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হাড্ডি ও পশুর মল দিয়ে ইস্তিঞ্জা করতে নিষেধ করেছেন।

٦٩٨- حَدَّثَنَا فَهْدُ قَالَ ثَنَا جَنْدَلُ بْنُ وَالِقٍ قَالَ ثَنَا حَفْصُ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ سَلْمَانَ قَالَ نُهِيْنَا اَنْ نَسْتَنْجِىَ بِعَظْمٍ اَوْ رَجِيْعٍ .

৬৯৮. ফাহাদ (র)..... সালমান (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমাদেরকে হাড্ডি ও গোবর দ্বারা ইস্তিঞ্জা করতে নিষেধ করা হয়েছে।

٦٩٩- حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ اَخْبَرَنِى اِبْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِى عَمْرُوبْنُ الْحَارِثِ عَنْ مُوْسَى بْنِ اَبِى اِسْحَاقَ الْاَنْصَارِىِّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ رَجُلٍ مِّنْ اَصْحَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ عَنْ رَّسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَنَّهُ نَهٰى اَنْ يَّسْتَطِيْبَ اَحَدٌ بِعَظْمٍ اَوْ رَوْثَةٍ اَوْ جِلْدٍ .

৬৯৯. ইউনুস (র)..... রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর জনৈক সাহাবা সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণিত যে, তিনি লোকজনকে হাড়, পশুর মল ও চামড়া দ্বারা ইস্তিঞ্জা করতে নিষেধ করেছেন।

٧٠٠- حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ ثَنَا يَحْىَ بْنُ حَسَّانٍ قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلاَنَ ح وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا صَفْوَانُ قَالَ ثَنَا ابْنُ عَجْلاَنَ ح وَحَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ ثَنَا عَفَّانُ قَالَ ثَنَا وُهَيْبُ قَالَ ثَنَا ابْنُ عَجْلاَنَ عَنِ الْقَعْقَاعِ عَنْ اَبِى صَالِحٍ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى اَنْ يُّسْتَنْجٰى بِرَوْثٍ اَوْ رُمَّةٍ وَالرُّمَّةُ الْعِظَامُ .

৭০০. হুসাইন ইব্‌ন নাসর (র), আবূ বাক্‌রা (র) ও আলী ইব্‌ন আবদুর রহমান (র) ...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ পশুর মল ও হাড্ডি দ্বারা ইস্তিঞ্জা করতে নিষেধ করেছেন। الرُّمَّةُ অর্থ হাড্ডি।

٧٠١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ وَّهِشَامُ الرُّعَيْنِىُّ قَالَ ثَنَا اَصْبَغُ بْنُ الْفَرَجِ قَالَ ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِى حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ عَنْ شُرَيْحٍ عَنْ عَيَّاشِ بْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ شِيَيْمَ بْنَ بَيْتَانٍ اَخْبَرَهُ اَنَّهُ سَمِعَ رُوَيْفِعَ بْنَ ثَابِتٍ الْاَنْصَارِىَّ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَهُ يَا رُوَيْفِعِ بْنَ ثَابِتٍ لَعَلَّ الْحَيٰوةَ سَتَطُوْلُ بِكَ فَاَخْبِرِ النَّاسَ اَنَّ مَنِ اسْتَنْجٰى بِرَجِيْعِ دَابَّةٍ اَوْ عَظْمٍ فَاِنَّ مُحَمَّدًا مِّنْهُ بَرِىءٌ .

৭০১. মুহাম্মদ ইব্ন হুমায়দ ইব্ন হিশাম রুয়ায়নী (র)...... রুওয়ায়ফা' ইব্ন সাবিত আনসারী (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁকে বলেছেন, হে রুওয়ায়ফা' ইব্ন সাবিত! সম্ভবত তোমার জীবন দীর্ঘতর হবে, তুমি লোকদেরকে সংবাদ দিয়ে দিবে, যে ব্যক্তি পশুর মল বা হাড় দ্বারা ইস্তিঞ্জা করবে মুহাম্মদ ﷺ তার প্রতি অসন্তুষ্ট।

বিশ্লেষণ

ইমাম আবূ জা'ফর তাহাবী (র) বলেন ঃ এক দল আলিম এ মত গ্রহণ করেছেন যে, হাড় দ্বারা ইস্তিঞ্জা করবে না এবং তারা হাড় দ্বারা ইস্তিঞ্জাকারীর জন্য যে ব্যক্তি ইস্তিঞ্জা করে না তার ন্যায় বিধান সাব্যস্ত করেছেন। তারা এ বিষয়ে এই সমস্ত (উল্লেখিত) হাদীস দ্বারা প্রমাণ পেশ করেছেন। পক্ষান্তরে এ বিষয়ে অপরাপর আলিমগণ তাদের বিরোধিতা করেছেন। তাঁরা বলেছেন, হাড় দ্বারা ইস্তিঞ্জা করা থেকে এজন্য নিষেধ করা হয়নি যে, এর দ্বারা ইস্তিঞ্জা করা পাথর ইত্যাদি দ্বারা ইস্তিঞ্জার ন্যায় নয়, বরং এর থেকে এ জন্য নিষেধ করা হয়েছে, যেহেতু এটাকে জিনদের খাবার করা হয়েছে। তাই মানুষকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যেন তারা তাদের জন্য তা নাপাক না করে। বিষয়টি নিম্নরূপ বর্ণনা করা হয়েছে ঃ

٧٠٢- حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ ثَنَا يُوْسُفُ بْنُ عَدِيٍّ قَالَ ثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ اَبِي هِنْدٍ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ تَسْتَنْجُوْا بِعَظْمٍ وَّلاَ رَوْثٍ فَاِنَّهُمَا اَزْوَادُ اِخْوَانِكُمُ الْجِنِّ .

৭০২. হুসাইন ইব্ন নাসর (র)...... আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, তোমরা গোবর এবং হাড় দ্বারা ইস্তিঞ্জা করবে না। কারণ এগুলো তোমাদের ভাই জিনদের খাবার।

٧٠٣- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ قَالَ ثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ اَبِي هِنْدٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ اَنَّهُ قَالَ سَأَلَتِ الْجِنُّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فِي اٰخِرِ لَيْلَةٍ لَقِيَهُمْ فِي بَعْضِ شِعَابِ مَكَّةَ الزَّادَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كُلُّ عَظْمٍ يَقَعُ فِي اَيْدِيْكُمْ قَدْ ذُكِرَ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ اَوْفَرَ مَا يَكُوْنُ لَحْمًا وَّالْبَعْرُ يَكُوْنُ عَلَفًا لِّدَوَابِّكُمْ فَقَالَ اِنَّ بَنِي اٰدَمَ يُنَجِّسُوْنَهُ عَلَيْنَا فَعِنْدَ ذٰلِكَ قَالَ لاَ تَسْتَنْجُوْا بِرَوْثِ دَابَّةٍ وَّلاَ بِعَظْمٍ اِنَّهُ زَادُ اِخْوَانِكُمْ مِنَ الْجِنِّ .

৭০৩. আলী ইব্ন মা'বাদ (র)..... ইব্ন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, জিনেরা যখন শেষ রাতে মক্কার কোন এক ঘাটিতে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সাথে সাক্ষাত করে তখন তারা তাঁকে নিজেদের খাবার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, প্রত্যেক হাড় যা তোমাদের হাতে পতিত হয়, যার উপর আল্লাহ্র নাম নেয়া হয়েছে, তা গোশ্ত দ্বারা পূর্ণ হয়ে যায়। আর গোবর হল তোমাদের জন্তুদের খাবার। তারা বলল, মানুষ তা আমাদের জন্য নাপাক করে দেয়।

তখন তিনি (মানুষকে) বললেন, তোমরা পশুর মল এবং হাড় দ্বারা ইস্তিঞ্জা করবে না। কারণ তা তোমাদের ভাই জিনদের খাবার।

٧٠٤- حَدَّثَنَا رَبِيْعُ الْجِيْزِىُّ قَالَ ثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الاَزْرَقِىُّ قَالَ ثَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْىَ بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ جَدِّهِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ اتَّبَعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَخَرَجَ فِىْ حَاجَةٍ لَّهُ وَكَانَ لاَ يَلْتَفِتُ فَدَنَوْتُ مِنْهُ فَاسْتَأْنَسْتُ وَتَنَحْنَحْتُ فَقَالَ مَنْ هٰذَا فَقُلْتُ اَبُوْ هُرَيْرَةَ فَقَالَ يَا اَبَا هُرَيْرَةَ اِبْغِنِىْ اَحْجَارًا اَسْتَطِيْبُ بِهِنَّ وَلاَ تَأْتِنِىْ بِعَظْمٍ وَّلاَ بِرَوْثٍ قَالَ فَاَتَيْتُهُ بِاَحْجَارٍ اَحْمِلُهَا فِىْ مُلاَءَةٍ فَوَضَعْتُهَا اِلٰى جَنْبِهِ ثُمَّ اَعْرَضْتُ عَنْهُ فَلَمَّا قَضٰى حَاجَتَهُ اتَّبَعْتُهُ فَسَأَلْتُهُ عَنِ الاَحْجَارِ وَالْعَظْمِ وَالرَّوْثَةِ فَقَالَ اِنَّهُ جَاءَنِىْ وَفْدُ نَصِيْبِيْنَ مِنَ الْجِنِّ وَنِعْمَ الْجِنُّ هُمْ فَسَأَلُوْنِى الزَّادَ فَدَعَوْتُ اللّٰهَ لَهُمْ اَنْ لاَّ يَمُرُّوْا بِعَظْمٍ وَّلاَ بِرَوْثَةٍ اِلاَّ وَجَدُوْا عَلَيْهِ طَعَامًا .

৭০৪. রবী'উল জীযী (র)..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, একবার আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এর পিছনে পিছনে যেতে লাগলাম। তিনি তাঁর কোন এক কাজে বের হয়েছিলেন এবং তিনি (চলার পথে) এদিক-ওদিক তাকাতেন না। আমি তাঁর নিকটবর্তী হলাম এবং তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য গলা খাঁকারি দিলাম। তিনি বললেন, এ-কে ? আমি বললাম, আবূ হুরায়রা! বললেন, হে আবূ হুরায়রা! আমার জন্য কিছু পাথর তালাশ করে নিয়ে এস, তা দিয়ে আমি ইস্তিঞ্জা করব। কিন্তু হাড় এবং পশুর মল আনবে না। আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, আমি তাঁর নিকট চাদরে বহন করে কিছু পাথর নিয়ে এলাম এবং তাঁর এক পাশে রেখে দিলাম। এরপর আমি তাঁর কাছ থেকে সরে পড়লাম। তিনি যখন তাঁর প্রয়োজন সারলেন, আমি তাঁর পিছনে অনুসরণ করলাম এবং তাঁকে পাথরসমূহ, হাড় ও পশুর মল সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন, আমার নিকট 'নাসিবীন' এলাকার জিনদের প্রতিনিধি দল এসেছে, তারা কতইনা ভাল জিন। আমাকে তারা তাদের খাবার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছে, আমি তাদের জন্য আল্লাহ্র দরবারে দু'আ করেছি, তারা যে হাড় বা যে পশুর মলের নিকট দিয়ে অতিক্রম করবে তারা তাতে খাবার পাবে।

٧٠٥- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ ثَنَا عَمْرُو بْنُ يَحىَ فَذَكَرَ بِاِسْنَادِهِ مِثْلَهُ .

৭০৫. আহমদ ইব্ন দাউদ (র)..... আম্র ইব্ন ইয়াহইয়া (র) থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

বিশ্লেষণ

এই সমস্ত হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হল যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ জিনদের কারণে হাড় দিয়ে ইস্তিঞ্জা করতে নিষেধ করেছেন। এ জন্য নয় যে, তা পাক করে না, যেমনিভাবে পাথর (ঢেলা) পাক করে। এই সমস্ত মত যা আমরা পোষণ করেছি যে, হাড়ের দ্বারা ইস্তিঞ্জা করলে পবিত্রতা অর্জন হয়, ইমাম আবূ হানীফা (র), ইমাম আবূ ইউসুফ (র) ও ইমাম মুহাম্মদ ইবনুল হাসান (র)-এর অভিমত।

٢٧- بَابُ الْجُنُبِ يُرِيْدُ النَّوْمَ اَوِ الْاَكْلَ اَوِ الشُّرْبَ اَوِ الْجِمَاعَ

২৭. অনুচ্ছেদ ঃ জানাবাতগ্রস্ত ব্যক্তির জন্য ঘুম, পানাহার বা স্ত্রী মিলনের বিধান প্রসঙ্গে

٧٠٦- حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا اَبُوْ عَامِرٍ قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ عَاصِمٍ قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ اَبِىْ اِسْحَاقَ عَنِ الْاَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ اَنَّهُ كَانَ يَنَامُ وَهُوَ جُنُبٌ وَّلَا يَمَسُّ الْمَاءَ .

৭০৬. ইব্‌ন মারযূক (র)...... আয়েশা (রা)-এর বরাতে নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি জুনুবী অর্থাৎ গোসল ফরয অবস্থায় পানি স্পর্শ না করেও কোন কোন সময় ঘুমিয়ে পড়তেন।

٧٠٧- حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ ثَنَا اَبُو الْاَحْوَصِ قَالَ ثَنَا اَبُوْ اِسْحَاقَ عَنِ الْاَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا رَجَعَ مِنَ الْمَسْجِدِ صَلّٰى مَا شَاءَ اللّٰهُ ثُمَّ مَالَ اِلٰى فِرَاشِهِ وَاِلٰى اَهْلِهِ فَاِنْ كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ قَضَاهَا ثُمَّ يَنَامُ كَهَيْاَتِهِ وَلَا يَمَسُّ الْمَاءَ .

৭০৭. ইব্‌ন আবী দাউদ (র) ..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন মসজিদ থেকে প্রত্যাবর্তন করতেন তখন আল্লাহ্ তা'লার ইচ্ছামত সালাত আদায় করতেন। তারপর নিজ বিছানা ও পরিজনের উদ্দেশ্যে এগিয়ে যেতেন। যদি তাঁর সহবাসের প্রয়োজন হত, তা পূর্ণ করতেন। এরপর সেই অবস্থায়-ই ঘুমিয়ে পড়তেন এবং পানি স্পর্শ করতেন না।

٧٠٨- حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَيْفٍ قَالَ ثَنَا عَلِىُّ بْنُ مَعْبَدٍ قَالَ ثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِىْ اِسْحَاقَ عَنِ الْاَسْوَدِ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَجْنُبُ ثُمَّ يَنَامُ وَلَا يَمَسُّ مَاءً حَتّٰى يَقُوْمَ بَعْدَ ذٰلِكَ فَيَغْتَسِلُ .

৭০৮. মালিক ইব্‌ন আব্‌দিল্লাহ ইব্‌ন সায়ফ (র) ...... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ জানাবাতগ্রস্ত হতেন, তারপর পানি স্পর্শ না করে ঘুমিয়ে পড়তেন। পরবর্তীতে উঠে গোসল করতেন।

٧٠٩- حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ ثَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ فَذَكَرَ مِثْلَهُ بِاِسْنَادِهِ .

৭০৯. সালিহ ইব্‌ন আবদির রহমান (র)...... আবূ বাকর ইব্‌ন আইয়্যাশ (র) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٧١٠- حَدَّثَنَا صَالِحُ قَالَ ثَنَا سَعِيْدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ اَنَا هُشَيْمٌ قَالَ اَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ اَبِىْ خَالِدٍ عَنْ اَبِىْ اِسْحَاقَ فَذَكَرَ مِثْلَهُ بِاِسْنَادِهِ .

৭১০. সালিহ (র)...... আবূ ইস্হাক (র) থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

٧١١- حَدَّثَنَا صَالِحُ قَالَ ثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ قَالَ ثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عَمْرٍو عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِي اِسْحَاقَ فَذَكَرَ مِثْلَهُ بِاِسْنَادِهِ .

৭১১. সালিহ (র)...... আবূ ইসহাক (র) থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

ব্যাখ্যা

একদল আলিম এই মত গ্রহণ করেছেন। তাঁদের মধ্যে ইমাম আবূ ইউসূফ (র) অন্যতম। তাঁরা বলেছেন, জানাবাতগ্রস্ত ব্যক্তি উযূ করা ব্যতীত ঘুমিয়ে পড়াতে আমরা কোন অসুবিধা মনে করি না। যেহেতু উযূ করা তাকে জানাবাত অবস্থা থেকে তাহারাত অবস্থার দিকে নিয়ে যেতে পারে না। পক্ষান্তরে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অপরাপর আলিমগণ তাঁদের বিরোধিতা করে বলেছেন, ঘুমানোর পূর্বে তার জন্য সালাতের উযূর ন্যায় উযূ করা উচিত। তাঁরা বলেন, এ হাদীসটিতে ভুল রয়েছে, যেহেতু এটি একটি সংক্ষিপ্ত হাদীস। এটিকে আবূ ইসহাক (র) এক দীর্ঘ হাদীস থেকে সংক্ষিপ্ত করেছেন আর তিনি এর সংক্ষিপ্ত করণে ভুল করছেন। আর তা এভাবে ঃ

٧١٢- حَدَّثَنَا فَهْدٌ قَالَ ثَنَا اَبُوْ غَسَّانٍ قَالَ ثَنَا زُهَيْرٌ قَالَ ثَنَا اَبُوْ اِسْحَاقَ قَالَ اَتَيْتُ الْاَسْوَدَ بْنَ يَزِيْدَ وَكَانَ لِيْ اَخًا وَّصَدِيْقًا فَقُلْتُ يَا اَبَا عَمْرٍو حَدِّثْنِيْ مَاحَدَّثَتْكَ عَائِشَةُ أُمُّ الْمُؤْمِنِيْنَ عَنْ صَلٰوةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَنَامُ اَوَّلَ اللَّيْلِ وَيُحْيِيْ اٰخِرَهُ ثُمَّ اِنْ كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ قَضٰى حَاجَتَهُ ثُمَّ يَنَامُ قَبْلَ اَنْ يَّمَسَّ مَاءً فَاِذَا كَانَ عِنْدَ النِّدَاءِ الْاَوَّلِ وَثَبَ وَمَا قَالَتْ قَامَ فَاَفَاضَ عَلَيْهِ الْمَاءَ وَمَا قَالَتْ اِغْتَسَلَ وَاَنَا اَعْلَمُ مَا تُرِيْدُ وَاِنْ كَانَ جُنُبًا تَوَضَّأَ وُضُوْءَ الرَّجُلِ لِلصَّلٰوةِ .

৭১২. ফাহাদ (র)...... আবূ ইসহাক (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি একবার আসওয়াদ ইব্ন ইয়াযীদ (র)-এর নিকট এলাম আর তিনি আমার ভাই এবং বন্ধু ছিলেন। আমি বললাম, হে আবূ আমর! আমাকে সেই হাদীস বর্ণনা করুন, যা উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সালাত সম্পর্কে আপনাকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বললেন, উম্মুল মু'মিনীন (রা) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ রাতের প্রথম অংশে ঘুমাতেন আর এর শেষ অংশে (ইবাদাতের সাথে) জাগ্রত থাকতেন। তারপর যদি তাঁর (সহবাসের) কোন প্রয়োজন হত তাহলে তা পূর্ণ করতেন। এবং পানি স্পর্শ করা ব্যতীত ঘুমাতেন। যখন প্রথম আযান হত, দ্রুত 'লাফিয়ে উঠতেন'। আয়েশা (রা) 'উঠে দাঁড়াতেন' শব্দটি বলেননি। তারপর নিজের উপর পানি ঢালতেন। আয়েশা (রা) 'গোসল করতেন' শব্দটি বলেননি। আর আমি অবহিত আছি যে, তিনি (আয়েশা রা) কি বুঝাতে চেয়েছেন! যদি তিনি জানাবাতগ্রস্ত হতেন তাহলে সেইভাবে উযূ করতেন, যেমনিভাবে মানুষ সালাতের জন্য উযূ করে থাকে।

বিশ্লেষণ

বস্তুত এই আসওয়াদ ইব্‌ন ইয়াযীদ (র) তাঁর এ হাদীসে (যা আমরা পূর্ণরূপে উল্লেখ করেছি) স্পষ্টত বর্ণনা করেছেন যে, তিনি যদি জানাবাতগ্রস্ত হতেন এবং ঘুমানোর ইচ্ছা পোষণ করতেন তাহলে সালাতের উযূর ন্যায় উযূ করতেন। উম্মুল মু'মিনীন (রা)-এর উক্তি "যদি তাঁর (সহবাসের) প্রয়োজন হত তাহলে তা পুরা করতেন, তারপর পানি স্পর্শ করার পূর্বে ঘুমাতেন" এতে সম্ভবত সেই পানির কথা বুঝিয়েছেন, যার দ্বারা তিনি গোসল করতেন। উযূর উপর প্রয়োগ হবে না।

উক্ত বিষয়টি আবূ ইসহাক (র) ব্যতীত অন্য রাবীগণও আসওয়াদ (র) সূত্রে আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি (সা) সালাতের উযূর ন্যায় উযূ করতেন। তা নিম্নরূপ ঃ

٧١٣– حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْاَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا اَرَادَ اَنْ يَّنَامَ اَوْ يَأْكُلَ وَهُوَ جُنُبٌ يَّتَوَضَّأُ .

৭১৩. ইব্‌ন মারযূক (র)....... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ জানাবাতগ্রস্ত অবস্থায় যখন ঘুমাতে বা খেতে চাইতেন তখন তিনি উযূ করতেন।

এরপর আসওয়াদ (র) থেকে তার নিজস্ব অভিমত সম্পর্কেও অনুরূপ বর্ণিত আছে ঃ

٧١٤– حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْفَرَجِ قَالَ ثَنَا يُوْسُفُ بْنُ عَدِيٍّ قَالَ ثَنَا اَبُو الْاَحْوَصِ عَنْ مُغِيْرَةَ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ قَالَ الْاَسْوَدُ اِذَا اَجْنَبَ الرَّجُلُ فَاَرَادَ اَنْ يَّنَامَ فَلْيَتَوَضَّأْ .

৭১৪. রাওহ ইব্‌নুল ফারাজ (র)...... ইবরাহীম (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আসওয়াদ (র) বলেছেন, কোন ব্যক্তি জানাবাতগ্রস্ত অবস্থায় ঘুমাতে চাইলে সে যেন উযূ করে।

ইমাম তাহাবী (র)-এর অভিমত

আমাদের মতে এটা অসম্ভব ব্যাপার যে, আয়েশা (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এর বিষয়ে তাঁর নিকট (আওয়াদের) বর্ণনা করেছেন যে, তিনি ঘুমাতেন এবং পানি স্পর্শ করতেন না। তারপর তিনি (আয়েশা রা) নিজে লোকদেরকে পরবর্তীতে উযূর নির্দেশ দিতেন। কিন্তু সংশ্লিষ্ট বিষয়ে হাদীস সেটি-ই, যা ইবরাহীম (র) রিওয়ায়াত করেছেন। আসওয়াদ (র) ব্যতীত রাবীগণও আয়েশা (রা) থেকে এর অনুকূলে রিওয়ায়াত করেছেন, নিম্নরূপ ঃ

٧١٥– حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ اَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِى يُوْنُسُ وَاللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا اَرَادَ اَنْ يَّنَامَ وَهُوَ جُنُبٌ تَوَضَّأَ وُضُوْءَهُ لِلصَّلٰوةِ .

৭১৫. ইউনুস (র)...... আবূ সালামা ইব্‌ন আবদির রহমান (র)...... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন জানাবাতগ্রস্ত অবস্থায় ঘুমাতে ইচ্ছা করতেন তখন তিনি সালাতের উযূর ন্যায় উযূ করতেন।

٧١٦- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا هِشَامُ بْنُ اَبِى عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ يَحْىَ بْنِ اَبِى كَثِيْرٍ عَنْ اَبِى سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِثْلَهُ .

৭১৬. আবূ বাক্‌রা (র).... আবূ সালামা (র) সূত্রে আয়েশা (রা) থেকে, তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

٧١٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَيْمُوْنٍ قَالَ ثَنَا الْوَلِيْدُ عَنِ الْاَوْزَاعِيِّ عَنْ يَحْىَ فَذَكَرَ بِاِسْنَادِهِ مِثْلَهُ .

৭১৭. মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদিল্লাহ্ ইব্‌ন মায়মূন (র)...... ইয়াহ্ইয়া (র) থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

٧١٨- حَدَّثَنَا رَبِيْعُ الْمُؤَذِّنُ قَالَ ثَنَا بِشْرُ بْنُ بَكْرٍ قَالَ ثَنَا الْاَوْزَاعِىُّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِثْلَهُ .

৭১৮. রবী'উল মুয়ায্‌যিন (র)...... আয়েশা (রা)-এর বরাতে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

٧١٩- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ شَيْبَةَ قَالَ ثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ قَالَ اَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ اَبِى سَلَمَةَ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِثْلَهُ وَزَادَ وَيَغْسِلُ فَرْجَهُ .

৭১৯. আলী ইব্‌ন শায়বা (র)...... আবূ হুরায়রা (রা)-এর বরাতে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে তিনি এতটুকু অতিরিক্ত বলেছেন, তিনি নিজের লজ্জাস্থান ধৌত করতেন।

٧٢٠- حَدَّثَنَا رَبِيْعُ الْمُؤَذِّنُ قَالَ ثَنَا اَسَدٌ قَالَ ثَنَا ابْنُ لَهِيْعَةَ قَالَ ثَنَا اَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ اَنَّ اَبَا عَمْرٍو مَوْلَىٰ عَائِشَةَ اَخْبَرَهُ عَنْ عَائِشَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِثْلَ حَدِيْثِ الزُّهْرِيِّ عَنْ اَبِى سَلَمَةَ .

৭২০. রবী'উল মুয়ায্‌যিন (র)...... জাবির (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, আয়েশা (রা)-এর আযাদকৃত গোলাম আবূ আমির (র) আয়েশা (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে যুহরী (র)...... আবূ সালামা (র)-এর হাদীসের অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

সুতরাং আসওয়াদ (র) ব্যতীত এসব অন্য রাবীগণ, যারা আয়েশা (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে সেই হাদীসের অনুকূলে রিওয়ায়াত করেছেন, যা ইবরাহীম (র) আসওয়াদ (র) থেকে তিনি আয়েশা (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে রিওয়ায়াত করেছেন।

আয়েশা (রা) থেকে তাঁর উক্তিও অনুরূপ বর্ণিত আছে ঃ

٧٢١- حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ اَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَنَّ مَالِكًا حَدَّثَهُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّهَا كَانَتْ تَقُوْلُ اِذَا اَصَابَ اَحَدُكُمُ الْمَرْأَةَ ثُمَّ اَرَادَ اَنْ يَّنَامَ فَلاَ يَنَامُ حَتّٰى يَتَوَضَّأَ وُضُوْءَهُ لِلصَّلٰوةِ ـ

৭২১. ইউনুস (র)..... হিশাম ইব্ন উরওয়া (র) তাঁর পিতা উরওয়া (র) সূত্রে আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলতেন, যখন তোমাদের কোন ব্যক্তি নিজ স্ত্রীর নিকট গমন (সহবাস) করে তারপর ঘুমাতে ইচ্ছা করে তাহলে সালাতের উযূর অনুরূপ উযূ না করা পর্যন্ত ঘুমাবে না।

٧٢٢- حَدَّثَنَا يَزِيْدُ قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ اَنَا هِشَامُ قَالَ اَخْبَرَنِىْ اَبِىْ عَنْ عَائِشَةَ مِثْلَهُ وَزَادَ فَانَّهُ لاَ يَدْرِىْ لَعَلَّ نَفْسَهُ تُصَابُ فِىْ نَوْمِه .

৭২২. ইয়াযীদ (র)..... হিশাম (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমাকে আমার পিতা (উরওয়া) আয়েশা (রা) থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন। তবে তিনি এটা বৃদ্ধি করেছেন ঃ " সে জানেনা, হয়ত ঘুমের অবস্থায়-ই তার রূহ বেরিয়ে যাবে।"

মূল্যায়ণ

সুতরাং এটা অসম্ভব যে, আয়েশা (রা)-এর নিকট রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে এর পরিপন্থী (বিধান) বিদ্যমান থাকবে, তারপর তিনি এরূপ ফাতওয়া দিবেন। বস্তুত আমরা যা কিছু উল্লেখ করেছি এতে আবূ ইসহাক (র)-এর আসওয়াদ (র) থেকে রিওয়ায়াতের অসারতা এবং ইবরাহীম (র) এর আসওয়াদ (র) থেকে রিওয়ায়াতের বিশুদ্ধতা প্রমাণিত হয়েছে।

আর আবূ ইস্হাক (র)-এর সেই বাক্য যে, "তিনি পানি স্পর্শ করেননি" এর দ্বারা সম্ভবত গোসল করা বুঝানো হয়েছে। ইমাম আবূ হানীফা (র) থেকেও এ বিষয়ে কিছু রিওয়ায়াত বর্ণিত আছে।

٧٢٣- حَدَّثَنَا بْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا مُعَاذُ ابْنُ فَضَالَةَ قَالَ ثَنَا يَحْىَ بْنُ اَيُّوْبَ عَنْ اَبِىْ حَنِيْفَةَ وَمُوْسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ اَبِىْ اِسْحَاقَ الْهَمْدَانِىْ عَنْ اَبِىْ الْاَسْوَدِ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّهَا قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُجَامِعُ ثُمَّ يَعُوْدُ وَلاَ يَتَوَضَّأُ وَيَنَامُ وَلاَيَغْتَسِلُ ـ

৭২৩. ইব্ন মারযূক (র)...... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সহবাস করতেন তারপর পুনঃ সহবাস করতেন, উযূ করতেন না এবং ঘুমাতেন, গোসল করতেন না।

বস্তুত এতে সহবাস পরবর্তী ঘুমানোর পূর্বে যে কাজটি না করার উল্লেখ করা হয়েছে সেটি হচ্ছে গোসল এবং তা উযূ করার পরিপন্থী নয়। ইব্ন উমার (র) সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণিত আছে ঃ

٧٢٤- حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ زَيْدٍ الْفَرَائِضِىُّ قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ عَنِ الْاَوْزَاعِىِّ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ عُمَرَ قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَيَنَامُ اَحَدُنَا وَهُوَ جُنُبٌ قَالَ نَعَمْ وَ يَتَوَضَّأُ .

৭২৪. আলী ইব্‌ন যায়দ ফারায়েযী (র)…. ইব্‌ন উমার (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! জানাবাতগ্রস্ত অবস্থায় আমাদের কোন ব্যক্তি ঘুমাতে পারবে? তিনি বললেন, হ্যাঁ! তবে উযূ করে নিবে।

٧٢٥– حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ شَيْبَةَ قَالَ ثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ قَالَ اَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اِسْحَاقَ عَنْ ابْنِ عُمَرَعَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِثْلَهُ وَزَادَ وُضُوْءَهُ لِلصَّلٰوةِ .

৭২৫. আলী ইব্‌ন শায়বা (র)…… ইব্‌ন উমার (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন এবং এতে এ বাক্যটি বৃদ্ধি করেছেন ঃ সালাতের উযূর অনুরূপ উযূ।

٧٢٦– حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ سِنَانٍ قَالَ ثَنَا سَعِيْدُ بْنُ سُفْيَانَ الْجَحْدَرِىُّ قَالَ ثَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِثْلَهُ .

৭২৬. ইয়াযীদ ইব্‌ন সিনান (র)….. ইব্‌ন উমার (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

٧٢٧– حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيْرٍ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِثْلَهُ وَزَادَ وَاغْسِلْ ذَكَرَكَ .

৭২৭. ইব্‌ন মারযূক (র)….. ইব্‌ন উমার (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন এবং এতে এ বাক্যটি অতিরিক্ত বলেছেন ঃ "এবং তোমার লজ্জা স্থানকে ধৌত করে নাও"।

٧٢٨– حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا اَبُوْ حُذَيْفَةَ ح وَحَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ شَيْبَةَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ نَعِيْمٍ ح وَحَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ ثَنَا الْفِرْيَابِىُّ ثُمَّ اَجْمَعُوْا جَمِيْعًا فَقَالُوْا عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِيْنَارٍ فَذَكَرَبِاسْنَادِهِ مِثْلَهُ .

৭২৮. ইব্‌ন মারযূক (র), আলী ইব্‌ন শায়বা (র) ও হুসাইন ইব্‌ন নাসর (র)…… আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন দীনার (র) থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

٧٢٩– حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ اَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَنَّ مَالِكًا حَدَّثَهُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِيْنَارٍ فَذَكَرَ مِثْلَهُ بِاِسْنَادِهِ .

৭২৯. ইউনুস (র)…… আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন দীনার (র) থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

আম্মার ইব্‌ন ইয়াসির (রা) ও আবূ সাঈদ (রা) সূত্রেও নবী ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণিত আছে ঃ

٧٣٠– حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا مُؤَمَّلُ قَالَ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ عَطَاءِ الْخُرَاسَانِىْ عَنْ يَحْىَ بْنِ يَعْمَرَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ قَالَ رَخَّصَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِلْجُنُبِ اِذَا اَرَادَ اَنْ يَنَامَ اَوْ يَشْرَبَ اَوْ يَاْكُلَ اَنْ يَتَوَضَّأَ وَضُوْءَهُ لِلصَّلٰوةِ .

৭৩০. আবূ বাকরা (র)..... আম্মার ইব্ন ইয়াসির (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ জানাবাতগ্রস্ত ব্যক্তির জন্য অনুমতি প্রদান করেছেন যখন সে ঘুমানোর বা পানাহারের ইচ্ছা করে তখন সালাতের উযূর অনুরূপ উযূ করবে।

٧٣١ - حَدَّثَنَا رَبِيعُ الْجِيزِيُّ قَالَ ثَنَا ابْنُ اَبِى مَرْيَمَ قَالَ اَنَا ابْنُ لَهِيْعَةَ وَيَحْىَ بْنُ اَيُّوْبَ وَنَافِعُ بْنُ يَزِيْدَ نَحْوَ ذٰلِكَ عَنِ ابْنِ الْهَادِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ خَبَّابٍ عَنْ اَبِى سَعِيْدٍ الْخُدْرِىِّ اَنَّهُ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَصَبْتُ اَهْلِىْ وَاُرِيْدُ النَّوْمَ قَالَ تَوَضَّأْ وَارْقُدْ .

৭৩১. রবী'উল জীযী (র) আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমি আমার স্ত্রীর সঙ্গে সঙ্গম করি তারপর ঘুমাতে ইচ্ছা করি (এর বিধান কি?)। তিনি বললেন, উযূ করে ঘুমিয়ে পড়।

ব্যাখ্যা

জানাবাতগ্রস্ত ব্যক্তির ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে মুতাওয়াতির সূত্রে হাদীসসমূহ এসেছে, যখন সে ঘুমাতে ইচ্ছা করে তখন সেই আমল করবে, যা আমরা উল্লেখ করেছি (অর্থাৎ উযূ করে ঘুমাবে)। তাঁর পরবর্তীতে সাহাবীগণের এক জমাতও অনুরূপ বলেছেন। তাঁদের মধ্যে আয়েশা (রা) অন্যতম। ইতিপূর্বে আমরা তাঁর সূত্রে তাঁর নিজস্ব অভিমত উল্লেখ করেছি। যায়দ ইব্ন সাবিত (রা) থেকেও অনুরূপ বর্ণিত আছে ঃ

٧٣٢– حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ اَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِى ابْنُ لَهِيْعَةَ عَنِ ابْنِ هُبَيْرَةَ عَنْ قَبِيْصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ اِذَا تَوَضَّأَ الْجُنُبُ قَبْلَ اَنْ يَّنَامَ فَقَدْ بَاتَ طَاهِرًا .

৭৩২. ইউনুস (র).... যায়দ ইব্ন সাবিত (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, জানাবাতগ্রস্ত ব্যক্তি যখন ঘুমাবার পূর্বে উযূ করে নিবে তখন সে পবিত্র অবস্থায় রাত অতিবাহিত করল।

ব্যাখ্যা

ইনি হচ্ছেন যায়দ ইব্ন সাবিত (রা), যিনি বলছেন, ঘুমাবার পূর্বে যদি উযূ করে ঘুমায় তাহলে সে ওই ব্যক্তির ন্যায় (বিবেচিত হবে) যে ঘুমাবার পূর্বে গোসল করেছে, সেই ছাওয়াবের দিক দিয়ে যা পবিত্র অবস্থায় রাত অতিবাহিত কারীর জন্য লেখা হয়।

আমরা হাকাম (র) .... ইবরাহীম (র) আসওয়াদ (র) ..... আয়েশা (রা)-এর হাদীস উল্লেখ করেছি, যাতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন জানাবাত অবস্থায় খেতে ইচ্ছা করতেন তখন উযূ করে নিতেন। আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকেও এর অনুকূলে বর্ণিত আছে। একদল আলিম এ মত গ্রহণ করেছেন। তাঁরা বলেছেন, জানাবাতগ্রস্ত ব্যক্তির জন্য উযূ করা ব্যতীত আহার করা উচিত নয়। পক্ষান্তরে এ বিষয়ে অপরাপর আলিমগণ তাদের বিরোধিতা করে বলেছেন, আহার করাতে কোন অসুবিধা নেই, যদিও উযূ না করে। এ ব্যাপারে তাঁদের দলীল হল নিম্নরূপ ঃ

٧٣٣- حَدَّثَنَا فَهْدٌ قَالَ اَخْبَرَنِي سُحَيْمُ الْحَرَّانِيُّ قَالَ ثَنَا عِيسَى بْنُ يُوْنُسَ قَالَ ثَنَا يُوْنُسُ بْنُ يَزِيْدَ الاَيْلِيُّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا اَرَادَ اَنْ يَّأْكُلَ وَهُوَ جُنُبٌ غَسَلَ كَفَّيْهِ .

৭৩৩. ফাহাদ (র)..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ জানাবাত অবস্থায় যখন আহার করতে ইচ্ছা পোষণ করতেন তখন উভয় হাত ধৌত করে নিতেন।

বিশ্লেষণ

বস্তুত যা কিছু আমরা উল্লেখ করেছি এটা আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। অথচ, তাঁর (আয়েশা রা) থেকে এর পরিপন্থী বর্ণনাও রয়েছে, যা আমরা তাঁরই সূত্রে রিওয়ায়াত করেছি যে, তিনি (সা) সালাতের উযূর অনুরূপ উযূ করতেন। যেহেতু তাঁর থেকে বর্ণিত রিওয়ায়াত পরস্পর বিরোধী হয়ে গেল, তাই আমাদের মতে এ সম্ভাবনা বিদ্যমান রয়েছে যে, (আল্লাহই উত্তমরূপে জ্ঞাত) তাঁর এই উযূ সেই সময়কার, যা আমরা অন্য অনুচ্ছেদে উল্লেখ করেছি যে, যখন তিনি (বীর্য) দেখতে পেতেন, কথা বলতেন না। তাই কথা বলার জন্য উযূ করতেন, এরপর বিস্মিল্লাহ পড়তেন, আহার করতেন। তারপর এ বিধান রহিত হয়ে যায়। তখন তিনি পরিচ্ছন্নতা অর্জনের জন্য হাত ধুতেন এবং উযূ করা ত্যাগ করেছেন। অনুরূপভাবে ঘুমাবার সময় তাঁর (সা) উযূ করাটা সম্ভবত এ জন্য যেন যিকিরের অবস্থায় ঘুমাতে পারেন। তারপর তা রহিত হয়ে যায় এবং জুনুবী ব্যক্তির জন্য আল্লাহ্র যিক্র করা বৈধ হয়ে যায়। সুতরাং সেই কারণ অবশিষ্ট থাকেনি, যার জন্য তিনি উযূ করেছেন।

আমরা অন্যস্থানে ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে রিওয়ায়াত করেছি যে, একবার রাসূলুল্লাহ্ ﷺ পায়খানা থেকে বের হলেন, তখন তাঁকে বলা হল, আপনি কি উযূ করবেন না? তিনি বললেন, আমি যখন সালাত আদায় করতে ইচ্ছা করি তখন উযূ করি। সুতরাং তিনি বলছেন, তিনি (ফরয) উযূ একমাত্র সালাত আদায়ের জন্য করেন। উপরন্তু এতে জুনুবীর জন্য যখন সে ঘুম বা পানাহারের ইচ্ছা পোষণ করে উযূ আবশ্যকীয় নয় বলে প্রমাণিত হল। ওটি রহিত হওয়ার প্রমাণসমূহ থেকে একটি হচ্ছে ইব্ন উমার (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত রিওয়ায়াত, যা আমরা উল্লেখ করেছি যে, তিনি উমার (রা)-এর উত্তরে বলেছেন। তারপর তাঁর থেকে বর্ণিত আছে, তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর পরবর্তীতে নিম্নরূপ বলেছেন ঃ

٧٣٤- حَدَّثَنَا ابْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ ثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ ثَنَا حَمَّادٌ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ اِذَا اَجْنَبَ الرَّجُلُ وَاَرَادَ اَنْ يَّأْكُلَ اَوْ يَشْرَبَ اَوْ يَنَامَ غَسَلَ كَفَّيْهِ وَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَغَسَلَ وَجْهَهُ وَذِرَاعَيْهِ وَغَسَلَ فَرْجَهُ وَلَمْ يَغْسِلْ قَدَمَيْهِ .

৭৩৪. ইব্ন খুযায়মা (র) ..... ইব্ন উমার (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, কোন ব্যক্তি যখন জানাবাতগ্রস্ত হয় এবং সে পানাহার বা ঘুমাতে ইচ্ছা করে তাহলে নিজের দুই হাত কবজি পর্যন্ত ধুবে, কুলি করবে, নাকে পানি দিবে, চেহারা, কনুই পর্যন্ত দুই হাত ও লজ্জাস্থান ধুবে। কিন্তু পা ধুবে না।

সুতরাং এটা অসম্পূর্ণ উযূ। অথচ এটা জ্ঞাত ব্যাপার যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এ অবস্থায় পূর্ণ উযূর নির্দেশ দিয়েছেন। অতএব এটা তখনই হতে পারে যে, তাঁর মতে তা (উযূ) রহিত হয়ে যাওয়াটা সাব্যস্ত

হয়। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে এমন ব্যক্তির ব্যাপারে বর্ণিত আছে যে, নিজ স্ত্রীর সঙ্গে একবার সঙ্গম করার পর পুনঃ ইচ্ছা করে।

٧٣٥- حَدَّثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ ثَنَا يَحْىَ بْنُ حَسَّانٍ قَالَ ثَنَا اَبُو الْاَحْوَصِ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ اَبِى الْمُتَوَكِّلِ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِىِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا اَتَى اَحَدُكُمْ اَهْلَهُ ثُمَّ اَرَادَ اَنْ يَّعُوْدَ فَلْيَتَوَضَّأْ .

৭৩৫. বাহ্‌র ইব্‌ন নাস্‌র (র)..... আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, কোন ব্যক্তি যখন তার স্ত্রীর সঙ্গে সঙ্গম করে তারপর পুনঃ তা করতে ইচ্ছা পোষণ করে তাহলে সে যেন উযূ করে নেয়।

٧٣٦- حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ سِنَانٍ قَالَ ثَنَا يُوْسُفُ بْنُ يَعْقُوْبَ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَاصِمٍ ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ بِاِسْنَادِهِ .

৭৩৬. ইয়াযীদ ইব্‌ন সিনান (র)..... আসিম (র) থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

ব্যাখ্যা

হতে পারে (রাসূল ﷺ) এই বিধান সেই সময় দিয়েছেন যখন জুনুবী উযূ করা ব্যতীত আল্লাহ্‌র যিকর করতে পারত না। তাই তিনি উযূ করার নির্দেশ দিয়েছেন যেন সে পুনঃ সঙ্গমের সময় বিস্‌মিল্লাহ পড়তে পারে। যেমনিভাবে অন্য হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ নির্দেশ দিয়েছেন। তারপর তিনি তাঁদের (সাহাবা)-কে জানাবাত অবস্থায় আল্লাহ্‌র যিকরের অনুমতি প্রদান করেছেন। সুতরাং এ বিধান রহিত হয়ে গিয়েছে।

আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ স্ত্রী সহবাস করতেন তারপর তিনি পুনঃসহবাস করলে উযূ করতেন না। বিষয়টি আমরা অন্য অনুচ্ছেদে বর্ণনা করেছি। সুতরাং এটা আমাদের মতে ওই বিধানের জন্য রহিতকারী।

কোন প্রশ্নকারী যদি প্রশ্ন করে যে, তাঁর থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি নিজ স্ত্রীদের নিকট যেতেন এবং যখন তাঁদের একজনের সঙ্গে সহবাস করতেন তখন গোসল করতেন। উক্ত প্রশ্নকারী এ বিষয়ে নিম্নোক্ত হাদীস উল্লেখ করেছেন–

٧٣٧- حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ وَاَبُوْ الْوَلِيْدِ قَالاَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ح وَحَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ شُعَيْبٍ قَالَ ثَنَا يَحْىَ بْنُ حَسَّانٍ قَالَ ثَنَا حَمَّادُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِىْ رَافِعٍ عَنْ عَمَّتِهٖ سَلْمٰى عَنْ اَبِىْ رَافِعٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ كَانَ اِذَا طَافَ نِسَائَهُ فِىْ يَوْمٍ فَجَعَلَ يَغْتَسِلُ عِنْدَ هٰذِهٖ وَعِنْدَ هٰذِهٖ فَقِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ لَوْ جَعَلْتَهُ غُسْلاً وَّاحِدًا فَقَالَ هٰذَا اَزْكٰى وَاَطْهَرُ وَاَطْيَبُ .

৭৩৭. ইব্‌ন মারযূক (র) ও সুলায়মান ইব্‌ন শুয়াইব (র)..... আবূ রাফি (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন একদিনে (সমস্ত বা কতেক) স্ত্রীদের নিকট যেতেন তখন তিনি ইনার নিকট গোসল করতেন এবং উনার নিকট গোসল করতেন, (অর্থাৎ তিনি প্রত্যেকের নিকট গোসল

করতেন)। বলা হল, হে আল্লাহ্র রাসূল! যদি আপনি একইবার গোসল করতেন (তাহলে কি অসুবিধা?) তিনি বললেন, এটা অধিকতর পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতা।

প্রশ্নকারীকে বলা হবে ঃ এতে এরূপ শব্দ রয়েছে, যাতে বুঝা যাচ্ছে যে, গোসল ওয়াজিব নয়। আর তা হচ্ছে তাঁর উক্তি ঃ "অধিকতর পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতা"। তাঁর (সা) থেকে এরূপও বর্ণিত আছে যে, তিনি একই গোসল দ্বারা সকল স্ত্রীদের নিকট গমন করতেন।

٧٣٨- حَدَّثَنَا يُوْنُسُ وَبَحْرٌ قَالاَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانٍ قَالَ ثَنَا عِيْسَى بْنُ يُوْنُسَ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ اَبِيْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ قَالَ ثَنَا عِيْسَى بْنُ يُوْنُسَ عَنْ صَالِحِ بْنِ اَبِيْ الْاَخْضَرِ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ اَنَسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ طَافَ عَلٰى نِسَائِهِ بِغُسْلٍ وَّاحِدٍ .

৭৩৮. ইউনুস (র), বাহর (র) ও ইব্ন আবী দাঊদ (র)....... আনাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একই গোসল দ্বারা তাঁর সকল স্ত্রীদের নিকট গমন করতেন।

٧٣٩- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ قَالَ ثَنَا قَبِيْصَةُ بْنُ عُقْبَةَ قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ .

৭৩৯. আলী ইব্ন শায়বা (রা) ... আনাস (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

٧٤٠- حَدَّثَنَا فَهْدٌ قَالَ ثَنَا اَبُوْ نُعَيْمٍ قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ فَذَكَرَ بِاِسْنَادِهِ مِثْلَهُ .

৭৪০. ফাহাদ (র)..... সুফইয়ান (র) থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

٧٤١- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ قَالَ ثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيٰى قَالَ ثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ اَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ .

৭৪১. আলী ইব্ন শায়বা (র)..... আনাস (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

٧٤٢- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ التَّيْمِيُّ قَالَ اَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ اَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ .

৭৪২. আহমদ ইব্ন দাঊদ (র) ও মুহাম্মদ ইব্ন খুযায়মা (র)...... আনাস (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

٧٤٣- حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِيْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ قَالَ ثَنَا بَقِيَّةُ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِثْلَهُ .

৭৪৩. ইব্ন আবী দাঊদ (র) ..... আনাস ইব্ন মালিক (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

كِتَابُ الصَّلٰوةِ

অধ্যায় ঃ সালাত

Contents

كِتَابُ الصَّلٰوةِ

অধ্যায় ঃ সালাত

١- بَابُ الْاَذَانِ كَيْفَ هُوَ

১. অনুচ্ছেদ ঃ আযানের পদ্ধতি

٧٤٤- حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ مَعْبَدٍ وَعَلِىُّ بْنُ شَيْبَةَ قَالاَ ثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ ح وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ عَاصِمٍ قَالَ ثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ عُثْمَانُ بْنُ السَّائِبِ قَالَ اَبُوْ عَاصِمٍ فِىْ حَدِيْثِهِ قَالَ اَخْبَرَنِىْ اَبِىْ وَاُمُّ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ اَبِىْ مَحْذُوْرَةَ يَعْنِىْ عَنْ اَبِىْ مَحْذُوْرَةَ قَالَ رَوْحُ فِىْ حَدِيْثِهِ عَنْ اُمِّ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ اَبِىْ مَحْذُوْرَةَ عَنْ اَبِىْ مَحْذُوْرَةَ قَالَ عَلَّمَنِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْاَذَانَ كَمَا تُؤَذِّنُوْنَ الْاٰنَ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ اَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ حَيَّ عَلَى الصَّلٰوةِ حَيَّ عَلَى الصَّلٰوةِ حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَقَالَ رَوْحُ فِىْ حَدِيْثِهِ اَخْبَرَنِىْ عُثْمَانُ هٰذَا الْخَبَرَ كُلَّهُ عَنْ اُمِّ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ اَبِىْ مَحْذُوْرَةَ اَنَّهَا سَمِعَتْ ذٰلِكَ مِنْ اَبِىْ مَحْذُوْرَةَ وَقَالَ اَبُوْ عَاصِمٍ فِىْ حَدِيْثِهِ قَالَ وَاَخْبَرَنِىْ هٰذَا الْخَبَرَ كُلَّهُ عُثْمَانُ بْنُ السَّائِبِ عَنْ اَبِيْهِ وَعَنْ اُمِّ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ اَبِىْ مَحْذُوْرَةَ اَنَّهَا سَمِعَتْ ذٰلِكَ مِنْ اَبِىْ مَحْذُوْرَةَ .

৭৪৪. আলী ইব্ন মা'বাদ (র), আলী ইব্ন শায়বা (র) ও আবূ বাক্রা (র)..... আবূ মাহযূরা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমাকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সেইভাবে আযান শিক্ষা দিয়েছেন, যেরূপ তোমরা এখন আযান দিচ্ছ ঃ

اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ اَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ حَيَّ عَلَى الصَّلٰوةِ حَيَّ عَلَى الصَّلٰوةِ حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ ـ

রাবী রাওহ (র) তাঁর হাদীসে বলেন, আমাকে উসমান (র) আবদুল মালিক ইব্ন আবী মাহযূরা (র)-এর মাতা থেকে এই সমস্ত খবর দিয়েছেন আর তিনি তা আবূ মাহযূরা (রা) থেকে শুনেছেন। আবূ আসিম রাবী (র) তাঁর হাদীসে বলেন, আমাকে এই সমস্ত খবর উসমান ইব্ন সাইব (র) তার পিতা এবং আবদুল মালিক ইব্ন আবী মাহযূরা (র) এর মাতা থেকে দিয়েছেন যে, তাঁরা উভয়ে তা আবূ মাহযূরা (রা) থেকে শুনেছেন।

٧٤٥- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ قَالاَ ثَنَا رَوْحٌ قَالَ ثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ اَبِيْ مَحْذُوْرَةَ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ مُحَيْرِيْزٍ حَدَّثَهُ وَكَانَ يَتِيْمًا فِيْ حَجْرِ اَبِيْ مَحْذُوْرَةَ قَالَ اَخْبَرَنِيْ اَبُوْ مَحْذُوْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَهُ قُمْ فَاَذِّنْ بِالصَّلٰوةِ فَقُمْتُ بَيْنَ يَدَيْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَاَلْقٰى عَلَيَّ التَّاْذِيْنَ هُوَ بِنَفْسِهِ ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَ التَّاْذِيْنِ الَّذِيْ فِي الْحَدِيْثِ الْاَوَّلِ .

৭৪৫. আলী ইব্ন শায়বা (র) ও আলী ইব্ন মা'বাদ (র)....... আবদুল্লাহ ইব্ন মুহাইরীয (র) বর্ণনা করেন যে, তিনি ইয়াতীম ছিলেন এবং আবূ মাহযূরা (রা) এর তত্ত্বাবধানে লালিত হয়েছেন। তিনি বলেন, আবূ মাহযূরা (রা) আমাকে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁকে বলেছেন, উঠ, সালাতের জন্য আযান দাও। আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সম্মুখে দাঁড়ালাম। তিনি স্বয়ং আমাকে আযান (শব্দগুলো) শিক্ষা দিলেন। তারপর তিনি সেই আযানের অনুরূপ উল্লেখ করেছেন, যা প্রথমোক্ত হাদীসে ব্যক্ত হয়েছে।

ইমাম তাহাবীর অভিমত

ইমাম আবূ জা'ফর তাহাবী (র) বলেন, একদল আলিম এই মত গ্রহণ করেছেন। তাঁরা বলেছেন, আযান এরূপই দেয়া হবে। পক্ষান্তরে অপরাপর আলিমগণ (আযানের) দুই স্থানে তাঁদের বিরোধিতা করেছেন ঃ প্রথমটি আযানের শুরুতে। তারা বলেন, আযানের শুরুতে চারবার اَللّٰهُ اَكْبَرُ (আল্লাহু আকবার) বলা হবে। তাঁরা এ বিষয়ে নিম্নোক্ত হাদীস দ্বারা প্রমাণ পেশ করেন ঃ

٧٤٦- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ وَعَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ وَاللَّفْظُ لِاَبِيْ بَكْرَةَ قَالاَ ثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ الصَّفَّارُ قَالَ ثَنَا هَمَّامُ بْنُ يَحْيٰى قَالَ ثَنَا عَامِرُ الْاَحْوَلُ قَالَ حَدَّثَنِيْ مَكْحُوْلٌ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ مُحَيْرِيْزٍ حَدَّثَهُ اَنَّ اَبَامَحْذُوْرَةَ حَدَّثَهُ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ عَلَّمَهُ الْاَذَانَ تِسْعَ عَشْرَةَ كَلِمَةً اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ ثُمَّ ذَكَرَ بَقِيَّةَ الْاَذَانِ عَلٰى مَا فِي الْحَدِيْثِ الْاَوَّلِ .

৭৪৬. আবূ বাকরা (র) ও আলী ইব্‌ন আব্‌দির রহমান (র)..... বর্ণনা করেন যে, আবূ মাহযূরা (রা) বর্ণনা করেন যে, নবী ﷺ তাঁকে উনিশটি বাক্য বিশিষ্ট আযান শিক্ষা দিয়েছেন। চারবার اَللّٰهُ اَكْبَرُ (আল্লাহু আকবার)। তারপর অবশিষ্ট আযান অনুরূপ উল্লেখ করেছেন, যেমনটি প্রথমোক্ত হাদীসে ব্যক্ত হয়েছে।

٧٧٤- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ قَالَ ثَنَا مُوْسَى بْنُ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا هَمَّامٌ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ الْعَوْقِيُّ قَالَ ثَنَا هَمَّامُ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ اَبِى دَاوُدَ قَالَ ثَنَا اَبُو الْوَلِيْدِ وَاَبُوْ عُمَرَ الْحَوْضِيُّ قَالاَ ثَنَا هَمَّامُ ثُمَّ ذَكَرُوْا مِثْلَهُ بِاِسْنَادِهِ .

৭৪৭. আলী ইব্‌ন মা'বাদ (র), মুহাম্মদ ইব্‌ন খুযায়মা (র) ও ইব্‌ন আবূ দাঊদ (র)..... হাম্মাম (র) থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

ইমাম তাহাবীর যুক্তিভিত্তিক দলীল

বস্তুত এই হাদীসে ব্যক্ত হয়েছে যে, তিনি আযানের শুরুতে اَللّٰهُ اَكْبَرُ (আল্লাহু আকবার) চারবার বলতেন। আমাদের (ইমাম আবূ জা'ফর তাহাবী র) মতে যুক্তির নিরিখে এই অভিমতটি অধিকতর বিশুদ্ধ। যেহেতু আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, আযানের কতেক বাক্য দুস্থানে আসে এবং কতেক বাক্য শুধু এক স্থানে আসে, পুনঃ আসে না। যে বাক্যগুলো শুধু এক স্থানে আসে, পুনঃ আসে না তা হচ্ছে, حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ এবং حَيَّ عَلَى الصَّلٰوةِ এর প্রত্যেকটি দু'বার বলা হয়। শাহাদাতের বাক্য দু'স্থানে আসে, আযানের শুরুতে ও শেষে। শুরুতে দু'বার আসে, বলা হয় ঃ

اَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ দু'বার অতঃপর শেষে একবার لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ বলা হয়, তা দু'বার আসে না। সুতরাং আযানের যে বাক্যগুলো দু'বার আসে তা দ্বিতীয়বার প্রথমবার অপেক্ষা অর্ধেক হয়ে আসে। 'আল্লাহু আকবার'ও দু'স্থানে আসে, আযানের শুরুতে এবং حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ -এর পরে। আর এটা তাদের ঐকমত্য যে, حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ -এর পরে 'আল্লাহু আকবার' দু'বার বলা হবে। অতএব এই যুক্তি মোতাবিক যা আমরা বর্ণনা করেছি শুরুতে দ্বিগুণ হওয়া বাঞ্ছনীয়। যেমনটি শাহাদাতের বাক্য যা আমরা উল্লেখ করেছি। তাহলে শুরুর তাকবীর (আল্লাহু আকবার) শেষের তাকবীর অপেক্ষা দ্বিগুণ হওয়া বাঞ্ছনীয়। তাই যখন শেষে এ বাক্যগুলো আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার (দু'বার) বলা হয়, তাহলে শুরুতে এর দ্বিগুণ চারবার اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ হওয়াটা বাঞ্ছনীয়। আর এটাই হচ্ছে বিশুদ্ধ যুক্তি এবং ইমাম আবূ হানীফা (র), ইমাম আবূ ইউসূফ (র) ও ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর এটাই অভিমত। তবে ইমাম আবূ ইউসুফ (র) থেকে এ বিষয়ে প্রথমোক্ত অভিমতের অনুরূপও বর্ণিত আছে। দ্বিতীয় স্থান যাতে তাঁরা বিরোধ করেছেন তা হচ্ছে (আযানে) 'তারজী' (ফিরিয়ে বলা) করা। একদল 'তারজী'র পক্ষে মতামত ব্যক্ত করেছেন, অপর দল তা ছেড়ে দিয়েছেন। এ বিষয়ে তাঁদের প্রমাণ হচ্ছে নিম্নরূপ ঃ

٧٤٨- حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ دَاوُدَ عَنِ الاَعْمَشِ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِى لَيْلٰى اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنِ زَيْدٍ رَاٰى رَجُلاً نَزَلَ مِنَ السَّمَاءِ عَلَيْهِ

ثَوْبَانِ اَخْضَرَانِ اَوْ بُرْدَانِ اَخْضَرَانِ فَقَامَ عَلَىٰ جَذْمِ حَائِطٍ فَنَادٰى اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ فَذَكَرَ الْاَذَانَ عَلٰى مَا فِىْ حَدِيْثِ اَبِىْ مَحْذُوْرَةَ غَيْرَ اَنَّهُ لَمْ يَذْكُرِ التَّرْجِيْعَ فَاَتَى النَّبِىَّ ﷺ فَاَخْبَرَهُ فَقَالَ لَهُ نِعْمَ مَا رَأَيْتَ عَلِّمْهُ بِلاَلاً .

৭৪৮. ইব্‌ন মারযূক (র)...... আবদুর রহমান ইব্‌ন লায়লা (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন যায়দ (রা) আকাশ থেকে এক ব্যক্তিকে অবতীর্ণ হতে দেখেছেন, যার শরীরে দুটি সবুজ কাপড় বা দু'টি সবুজ চাদর ছিল। তিনি দেয়ালের উপর দাঁড়িয়ে গেলেন এবং আওয়াজ দিলেন ঃ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ তিনি আযান সেইরূপ উল্লেখ করলেন যেরূপ আবূ মাহযূরা (রা) উল্লেখ করেছেন। কিন্তু 'তারজী'র উল্লেখ করেননি। তারপর তিনি নবী ﷺ-এর দরবারে এসে তাঁকে বললেন, তিনি তাকে বললেন, তুমি অত্যন্ত উত্তম স্বপ্ন দেখেছ, তা বিলাল (রা)-কে শিখিয়ে দাও।

٧٤٩- حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ شَيْبَةَ قَالَ ثَنَا يَحْىَ بْنُ يَحْىَ النِّيْسَابُوْرِىُّ قَالَ ثَنَا وَكِيْعٌ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِىْ لَيْلٰى قَالَ حَدَّثَنِىْ اَصْحَابُ مُحَمَّدٍ ﷺ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ زَيْدِ الْاَنْصَارِىَّ رَاٰى الْاَذَانَ فِى الْمَنَامِ فَاَتَى النَّبِىَّ ﷺ فَاَخْبَرَهُ فَقَالَ عَلِّمْهُ بِلاَلاً فَقَامَ بِلاَلٌ فَاَذَّنَ مَثْنٰى مَثْنٰى .

৭৪৯. আলী ইব্‌ন শায়বা (রা)..... আবদুর রহমান ইব্‌ন আবূ লায়লা (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমাকে সাহাবীগণ বর্ণনা করেছেন যে, আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন যায়দ আনসারী (রা) স্বপ্নে আযান (এর বাক্যগুলো) দেখেছেন। তারপর নবী ﷺ-এর দরবারে এসে তাঁকে বললেন, তিনি বললেন, এটা বিলাল (রা)-কে শিখিয়ে দাও। সুতরাং বেলাল (রা) দাঁড়ালেন এবং তিনি আযানের বাক্যগুলো দুই দুইবার উচ্চারণ করে আযান দিলেন।

বিশ্লেষণ

বস্তুত এই আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন যায়দ (রা) তার হাদীসে 'তারজী'র উল্লেখ করেননি। তাই তিনি আযানের মধ্যে 'তারজী'র ব্যাপারে আবূ মাহযূরা (রা)-এর সাথে ভিন্নমত পোষণ করেছেন। সম্ভবত আবূ মাহযূরা (রা) যে 'তারজী'র উল্লেখ করেছেন, তা ছিল এ জন্য যে, তিনি তাঁর আওয়াজকে ওই পরিমাণ উঁচু করেননি, যা নবী (সা) তাঁর থেকে চাচ্ছিলেন। তাই তাঁকে নবী ﷺ বললেন, পুনঃ বল এবং আওয়াজ উঁচু কর। এ হাদীসের শব্দ এরূপই। যখন এ সম্ভাবনা বিদ্যমান থাকছে, তাই গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করা আবশ্যক হয়ে পড়ছে, যেন আমরা এর দ্বারা উভয় মতামত থেকে বিশুদ্ধ মত বের করে আনতে সক্ষম হই। আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, اَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ এবং اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ যেখানে 'তারজী' সম্পর্কে বিরোধ রয়েছে, এটা ব্যতীত (বাকী বাক্যগুলোর মধ্যে) তারজী নেই। অতএব যুক্তির দাবি হচ্ছে, যে বিষয়ে বিরোধ রয়েছে এটাকে ওই বস্তুর উপর কিয়াস করা হবে যার ব্যাপারে সকলের ঐকমত্য রয়েছে। অনুরূপভাবে এর 'শাহাদাত' ব্যতীত অবশিষ্ট আযানে 'তারজী' না হওয়ার উপর তাঁদের ঐকমত্য রয়েছে। এই ঐকমত্যের

ভিত্তিতেই শাহাদাতের ব্যাপারে 'তারজী' হওয়ার বিরুদ্ধে সিদ্ধান্ত দিয়ে দেয়া হবে। 'তারজী' না হওয়ার বিষয়ে আমরা যা বর্ণনা করেছি, ইমাম আবূ হানীফা (র), ইমাম আবূ ইউসূফ (র) ও ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর এটাই অভিমত।

٢- بَابُ الْاِقَامَةِ كَيْفَ هِيَ

২. অনুচ্ছেদ ঃ ইকামতের পদ্ধতি

٧٥٠- حَدَّثَنَا مُبَشِّرُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ مُبَشِّرِ بْنِ مُكَسِّرٍ قَالَ ثَنَا اَبُوْ عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ خَالِدٍ اَلْحَذَّاءِ عَنْ اَبِيْ قِلاَبَةَ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ اُمِرَ بِلاَلٌ اَنْ يُّشَفِّعَ الْاَذَانُ وَيُوْتَرَ الْاِقَامَةُ .

৭৫০. মুবাশ্‌শির ইব্‌নুল হাসান ইব্‌ন মুবাশশির (র)..... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন যে, আযানের (বাক্যগুলো) দুইবার বলতে এবং ইকামতের (বাক্যগুলো) একবার করে বলতে বিলাল (রা)-কে নির্দেশ দেয়া হয়েছিল।

٧٥١- حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِيْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ وَحَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ فَذَكَرَ بِاِسْنَادِهِ مِثْلَهُ .

৭৫১. ইব্‌ন আবী দাউদ (র)..... শু'বা (র) ও হাম্মাদ ইব্‌ন যায়দ (র) থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

٧٥٢- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ شُعَيْبٍ قَالَ ثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ خَالِدٍ فَذَكَرَ بِاِسْنَادِهِ مِثْلَهُ .

৭৫২. সুলায়মান ইব্‌ন শু'আইব (র)...... খালিদ (র) থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

٧٥٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ ثَنَا حَجَّاجُ بْنُ الْمِنْهَالِ قَالَ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ وَحَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ خَالِدٍ فَذَكَرَ بِاِسْنَادِهِ مِثْلَهُ .

৭৫৩. মুহাম্মদ ইব্‌ন খুযায়মা (র)...... খালিদ (র) থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

٧٥٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيْسَى بْنِ فُلَيْحِ بْنِ سُلَيْمَانَ قَالَ ثَنَا سَعِيْدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ ثَنَا هُشَيْمُ عَنْ خَالِدٍ فَذَكَرَ بِاِسْنَادِهِ مِثْلَهُ .

৭৫৪. মুহাম্মদ ইব্‌ন ঈসা ইব্‌ন ফুলায়হ ইব্‌ন সুলায়মান (র)..... খালিদ (র) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٧٥٥- حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الْهَرَوِىُّ قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ دِيْنَارٍ الطَّاحِىْ قَالَ ثَنَا خَالِدُ الْحَذَّاءُ عَنْ اَبِىْ قِلاَبَةَ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانُوْا قَدْ اَرَادُوْا اَنْ يَّضْرِبُوْا بِالنَّاقُوْسِ وَاَنْ يَّرْفَعُوْا نَارًا لِاِعْلاَمِ الصَّلٰوةِ حَتّٰى رَاٰى ذٰلِكَ الرَّجُلُ تِلْكَ الرُّؤْيَا فَاُمِرَ بِلاَلٌ اَنْ يُّشَفِّعَ الْاَذَانَ وَيُوْتِرَ الْاِقَامَةَ .

৭৫৫. ইব্‌ন আবী দাঊদ (র)..... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, সাহাবীগণ সালাতের আহবানের জন্য ঘন্টা এবং অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করার ব্যবস্থা প্রবর্তন করার ইচ্ছা পোষণ করলেন। অবশেষে ওই ব্যক্তি (আবদুল্লাহ ইব্‌ন যায়দ রা) সেই স্বপ্ন দেখেছেন। তারপর বিলাল (রা)-কে আযানের (বাক্যগুলো) দুইবার বলার এবং ইকামতের (বাক্যগুলো) একবার করে বলার নির্দেশ দেয়া হয়েছিল।

٧٥٦- حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا عَلِىُّ بْنُ مَعْبَدٍ قَالَ ثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عَمْرٍو الْجَزَرِىُّ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ اَبِىْ قِلاَبَةَ عَنْ اَنَسٍ قَالَ اُمِرَ بِلاَلٌ اَنْ يُّشَفِّعَ الاَذَانَ وَيُوْتِرَ الاِقَامَةَ .

৭৫৬. নাসর ইব্‌ন মারযূক (র)..... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, বিলাল (রা)-কে আযান (এর বাক্যগুলো) দুইবার করে বলার এবং ইকামত (এর বাক্যগুলো) একবার করে বলার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

ইমাম তাহাবীর বিশ্লেষণ

ইমাম আবূ জা'ফর তাহাবীর (র) বলেনঃ একদল আলিম এ মত গ্রহণ করেছেন এবং তাঁরা বলেছেন, ইকামত এরূপই, প্রতিটি বাক্য একবার একবার করে বলা হবে। পক্ষান্তরে অপরাপর আলিমগণ এর একটি বাক্যে তাঁদের বিরোধিতা করে বলেছেন যে, তবে মুয়াযযিনের উক্তি قَدْقَامَتِ الصَّلٰوةُ এটা দু'বার বলা উচিত। তারা এ বিষয়ে নিম্নোক্ত রিওয়ায়াতসমূহ দ্বারা প্রমাণ পেশ করেছেন ঃ

٧٥٧- حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ سِمَاكِ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ اَبِىْ قِلاَبَةَ عَنْ اَنَسٍ قَالَ اُمِرَ بِلاَلُ اَنْ يُّشَفِّعَ الْاَذَانَ وَيُوْتِرَ الْاِقَامَةَ اِلاَّ الْاِقَامَةَ .

৭৫৭. ইব্‌ন আবী দাঊদ (র)..... আনাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, বিলাল (রা)-কে আযান (এর বাক্যগুলো) দু'বার করে বলার এবং قَدْقَامَتِ الصَّلٰوةُ ব্যতীত ইকামত (এর বাক্যগুলো) একবার করে বলার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

٧٥٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ الْعَوْفِىُّ قَالَ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ خَالِدٍ عَنْ اَبِىْ قِلاَبَةَ عَنْ اَنَسٍ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ

بْنُ اسْمَاعِيْلَ قَالَ ثَنَا اسْمَاعِيْلُ قَالَ ثَنَا خَالِدٌ عَنْ اَبِيْ قِلاَبَةَ عَنْ اَنَسٍ قَالَ اُمِرَ بِلاَلٌ اَنْ يُّشْفِعَ الْاَذَانَ وَيُوْتِرَ الْاِقَامَةَ قَالَ اِسْمَاعِيْلُ فَحَدَّثْتُ بِهِ اَيُّوْبَ فَقُلْتُ لَهُ وَاَنْ يُّوْتِرَ الْاِقَامَةَ قَالَ اِلاَّ الْاِقَامَةَ .

৭৫৮. মুহাম্মদ ইব্ন খুযায়মা (র)...... আনাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, বিলাল (রা)-কে আযান দু'বার করে বলার এবং ইকামত একবার করে বলার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। রাবী ইসমাঈল (র) বলেন, আমি এ বিষয়টি আয়্যুব (র)-কে বর্ণনা করতে গিয়ে তাঁকে বলেছি, ইকামত (এর বাক্যগুলো) একবার করে বলা হবে? তিনি বললেন ঃ قَدْقَامَتِ الصَّلٰوةُ ব্যতীত।

٧٥٩- حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ اَبِيْ جَعْفَرٍ الْفَرَّاءِ عَنْ مُسْلِمٍ مُؤَذِّنٍ كَانَ لِاَهْلِ الْكُوْفَةِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ الْاَذَانُ عَلٰى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ وَالْاِقَامَةُ مَرَّةً مَرَّةً غَيْرَ اَنَّهُ اِذَا قَالَ قَدْ قَامَتِ الصَّلٰوةُ قَالَهَا مَرَّتَيْنِ فَعَرَفْنَا اَنَّهَا الْاِقَامَةُ فَيَتَوَضَّأُ اَحَدُنَا ثُمَّ يَخْرُجُ .

৭৫৯. ইব্ন মারযূক (র)....... কূফা বাসীদের মুয়ায্যিন মুসলিম (র) ইব্ন উমার (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, নবী ﷺ-এর যুগে আযান (এর বাক্যগুলো) দুবার দু'বার এবং ইকামত (এর বাক্যগুলো) একবার একবার করে ছিল। তবে তিনি যখন ঃ قَدْقَامَتِ الصَّلٰوةُ বললেন এটা দু'বার বললেন। এতে আমরা বুঝতে পারলাম যে, এটা ইকামত। সুতরাং আমাদের মধ্য থেকে কেউ উযূ করত তারপর (গৃহ থেকে তাড়াতাড়ি) বের হয়ে যেত।

ইমাম তাহাবীর যুক্তিভিত্তিক প্রমাণ

তাঁরা এ বিষয়ে কিয়াস তথা যুক্তি দ্বারাও প্রমাণ পেশ করেছেন। তাঁরা বলেছেন, আমরা লক্ষ্য করেছি যে, আযানের মধ্যে যে বাক্যগুলো পুনঃউচ্চারিত হয়ে আসে তা দ্বিতীয়বার দ্বিগুণ হয়না বরং শুরুর মুকাবিলায় অর্ধেক হয় এবং ইকামতের দ্বারা শুরু হয়না বরং তা আযানের পরে হয়। অতঃপর যুক্তির দাবি হচ্ছে যে, এর সে সমস্ত বাক্যাবলী যা আযানের মধ্যে রয়েছে তা জোড় হবে না আর যা আযানের মধ্যে নেই তা জোড় হবে। সুতরাং قَدْقَامَتِ الصَّلٰوةُ ব্যতীত সমস্ত ইকামত (এর বাক্যগুলো আযানের মধ্যে পাওয়া যায়। তাই قَدْقَامَتِ اَلصَّلٰوةُ ব্যতীত ইকামতের সমস্ত বাক্যগুলো একবার একবার হওয়া বাঞ্ছনীয়, আর قَدْقَامَتِ الصَّلٰوةُ পুনরাবৃত্তি হবে। যেহেতু তা আযানের মধ্যে নেই।

পক্ষান্তরে অপরাপর আলিমগণ এ বিষয়ে তাঁদের বিরোধিতা করে বলেছেন যে, আযানের অনুরূপ ইকামতের সমস্ত বাক্যগুলো দু'বার দু'বার করে হবে এবং এ উভয়টি অভিন্নরূপে বিবেচিত। তবে এর শেষে قَدْقَامَتِ الصَّلٰوةُ দুইবার বলা হয়। আর তাঁরা বলেন, বিলাল (রা) থেকে তোমরা যা কিছু রিওয়ায়াত করেছ তাঁর থেকে এর পরিপন্থী বিষয়ও বর্ণিত আছে, যা আমরা অতি সত্ত্বর বর্ণনা করব ইনশাআল্লাহ্।

٧٦٠- حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ دَاوُدَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِيْ لَيْلٰى اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ زَيْدٍ رَاٰى رَجُلاً نَزَلَ مِنَ

السَّمَاءِ عَلَيْهِ ثَوْبَانِ اَخْضَرَانِ اَوْ بُرْدَانِ اَخْضَرَانِ فَقَامَ عَلٰى جَذْمِ حَائِطٍ فَاَذَّنَ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ عَلٰى مَا ذَكَرْنَا فِى الْبَابِ الْاَوَّلِ ثُمَّ قَعَدَ ثُمَّ قَامَ فَقَامَ مِثْلَ ذَالِكَ فَاَتَى النَّبِىَّ ﷺ فَاَخْبَرَهُ فَقَالَ نِعْمَ مَا رَأَيْتَ عَلِّمْهَا بِلَالاً .

৭৬০. ইবরাহীম ইব্ন মারযূক (র)...... আবদুর রহমান ইব্ন আবী লায়লা (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, আবদুল্লাহ্ ইব্ন যায়দ (রা) এক ব্যক্তিকে আকাশ থেকে অবতীর্ণ হতে দেখেছেন। তাঁর উপর দু'টি সবুজ কাপড় বা দু'টি সবুজ চাদর ছিল। উক্ত ব্যক্তি দেয়ালের প্রান্তে দাঁড়িয়ে এই বলে আযান দিলেন ঃ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ (আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার) যেমনটি আমরা পূর্বের অনুচ্ছেদে বর্ণনা করেছি। তারপর বসে গেলেন এরপর দাঁড়ালেন এবং (আযানের) অনুরূপ ইকামত বললেন। এরপর তিনি (আবদুল্লাহ ইব্ন যায়দ রা) নবী ﷺ এর খিদমতে এসে তাঁকে এ সম্পর্কে বললেন। তিনি বললেন ঃ তুমি অত্যন্ত উত্তম স্বপ্ন দেখেছ। (যাও) এ বাক্যগুলো বিলাল (রা)-কে শিখিয়ে দাও।

٧٦١- حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ شَيْبَةَ قَالَ ثَنَا يَحْىَ بْنُ يَحْىَ النَّيْسَابُوْرِىُّ قَالَ ثَنَا وَكِيْعٌ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ابْنِ اَبِى لَيْلٰى قَالَ اَخْبَرَنِىْ اَصْحَابُ مُحَمَّدٍ ﷺ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنِ زَيْدِ الْاَنْصَارِىَّ رَأٰى فِى الْمَنَامِ الْاَذَانَ فَاَتَى النَّبِىَّ ﷺ فَاَخْبَرَهُ فَقَالَ عَلِّمْهُ بِلَالاً فَاَذَّنَ مَثْنٰى مَثْنٰى وَاَقَامَ مَثْنٰى مَثْنٰى وَقَعَدَ قَعْدَةً .

৭৬১. আলী ইব্ন শায়বা (র) .... আবদুর রহমান ইব্ন আবী লায়লা (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন আমাকে সাহাবীগণ খবর দিয়েছেন যে আবদুল্লাহ ইব্ন যায়দ আনসারী (রা) স্বপ্নে আযান (এর বাক্যগুলো) দেখেছেন। অনন্তর তিনি নবী ﷺ এর খিদমতে এসে তাঁকে খবর দিলেন। তিনি বললেন ঃ বিলাল (রা)-কে এটা শিখিয়ে দাও। তিনি দুই দুইবার করে আযান এবং দুই দুইবার করে দিয়ে বসে গেলেন।

٧٦٢- حَدَّثَنَا فَهْدُ قَالَ ثَنَا عَلِىُّ بْنُ مَعْبَدٍ قَالَ ثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو عَنْ زَيْدِ بْنِ اَبِىْ اُنَيْسَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِىْ لَيْلٰى قَالَ حَدَّثَنَا اَصْحَابُنَا فَذَكَرَ نَحْوَهُ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ لَوْ لَا اَنِّىْ اَتَّهِمُ نَفْسِىْ لَظَنَنْتُ اَنِّىْ رَأَيْتُ ذٰلِكَ وَاَنَا يَقْظَانُ غَيْرُ نَائِمٍ ثُمَّ قَالَ وَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ اَنَا وَاللّٰهِ لَقَدْ طَافَ بِىَ الَّذِىْ طَافَ بِعَبْدِ اللّٰهِ فَلَمَّا رَأَيْتُهُ قَدْ سَبَقَنِىْ سَكَتُّ .

৭৬২. ফাহাদ (র)..... আবদুর রহমান ইব্ন আবী লায়লা (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমাকে আমার সাথীগণ বর্ণনা করেছেন। এরপর তিনি প্রথমোক্তের ন্যায় উল্লেখ করে বলেন ঃ আবদুল্লাহ (ইব্ন যায়দ রা) বলেন ঃ যদি আমার নিজের (সত্তার) প্রতি ভর্ৎসনার আশংকা না করতাম, তাহলে আমি বলতাম যে, আমি এটা ঘুমন্ত নয়, জেগে থাকা অবস্থায় দেখেছি। রাবী

Contents

বলেন, উমার ইব্‌ন খাত্তাব (রা) বলেছেন ঃ আল্লাহর কসম! (আজ রাত) আমার নিকটও সেই ব্যক্তি এসেছে, যে আবদুল্লাহ (রা)-এর কাছে এসেছে। যখন আমি দেখলাম, তিনি আমার উপর অগ্রগামী হয়েছেন তখন আমি চুপ রয়ে গেলাম।

সুতরাং এ হাদীসে ব্যক্ত হয়েছে যে, বিলাল (রা) আবদুল্লাহ ইব্‌ন যায়দ (রা)-এর শিখানোর দ্বারা আযান দিয়েছেন। আর তাঁকে নবী ﷺ এ বিষয়ের নির্দেশ দিয়েছেন এবং তিনি ইকামত (এর বাক্যগুলো) ও দুই দুইবার বলেছেন। সুতরাং এই হাদীসটি প্রথমোক্ত হাদীসের পরিপন্থী। তারপর বিলাল (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ (ইন্তিকালের) পরে আযান (এর বাক্যগুলো) দুই দুইবার করে এবং ইকামত (এর বাক্যগুলো) দুই দুইবার করে বলতেন। অতএব এটাও আনাস (রা) যা রিওয়ায়াত করেছেন তা নাকচ হওয়ার প্রমাণ বহন করে।

٧٦٣– حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ دَاوُدَ بْنِ مُوْسٰى قَالَ ثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ كَاسِبٍ قَالَ ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْاَسْوَدِ عَنْ بِلَالٍ اَنَّهُ كَانَ يُثْنِي الْاَذَانَ وَيُثْنِي الْاِقَامَةَ .

৭৬৩. আহমদ ইব্‌ন দাউদ ইব্‌ন মূসা (র)...... বিলাল (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি আযান (এর বাক্যগুলো) দুই দুইবার করে এবং ইকামত (এর বাক্যগুলো) দুই দুইবার করে বলতেন।

٧٦٤– حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ قَالَ ثَنَا شَرِيْكُ ح وَحَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْفَرَجِ قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ لُوَيْنَ قَالَ ثَنَا شَرِيْكُ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ قَالَ سَمِعْتُ بِلَالاً يُؤَذِّنُ مَثْنٰى وَيُقِيْمُ مَثْنٰى .

৭৬৪. মুহাম্মদ ইব্‌ন খুযায়মা (রা)....... সুওয়াইদ ইব্‌ন গাফালা (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি বিলাল (রা)-কে শুনেছি, তিনি আযান (এর বাক্যগুলো) দুই দুইবার করে এবং ইকামত (এর বাক্যগুলো) দুই দুইবার করে বলেছেন।

ইনি হচ্ছেন বিলাল (রা)। ইকামতের বিষয়ে তাঁর থেকে ওই বিষয় বর্ণিত আছে, যা আনাস (রা)-এর রিওয়ায়াতের পরিপন্থী। আর আবূ মাহযূরা (রা)-এর হাদীসে ব্যক্ত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁকে ইকামত (এর বাক্যগুলো) দুই দুইবার করে শিখিয়েছেন।

٧٦٥– حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ وَعَلِيُّ بْنُ شَيْبَةَ قَالَا ثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ قَالَ ثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ اَخْبَرَنِي عُثْمَانُ بْنُ السَّائِبِ عَنْ اَبِيْهِ وَاُمِّ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ اَبِي مَحْذُوْرَةَ قَالَتْ سَمِعْتُ اَبَا مَحْذُوْرَةَ ح وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ عَاصِمٍ قَالَ ثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ اَخْبَرَنِي عُثْمَانُ بْنُ السَّائِبِ عَنْ اَبِيْهِ وَاُمِّ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ اَبِي مَحْذُوْرَةَ اَنَّهُمَا سَمِعَا اَبَا مَحْذُوْرَةَ يَقُوْلُ عَلَّمَنِي رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْاِقَامَةَ مَثْنٰى مَثْنٰى اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ حَيَّ عَلَى الصَّلٰوةِ حَيَّ عَلَى الصَّلٰوةِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ

حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ قَدْ قَامَتِ الصَّلٰوةُ قَدْ قَامَتِ الصَّلٰوةُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ لَا اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ غَيْرَ اَنَّ اَبَا بَكْرَةَ لَمْ يَذْكُرْ فِىْ حَدِيْثِهِ قَدْ قَامَتِ الصَّلٰوةُ .

৭৬৫. আলী ইব্‌ন মা'বাদ (র), আলী ইব্‌ন শায়বা (রা) ও আবূ বাকরা (র) ..... আবূ মাহ্‌যূরা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে ইকামত (এর বাক্যগুলো) দুই দুইবার করে শিক্ষা দিয়েছেন ঃ

اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ اَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ حَيَّ عَلَى الصَّلٰوةِ حَيَّ عَلَى الصَّلٰوةِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ قَدْ قَامَتِ الصَّلٰوةُ قَدْ قَامَتِ الصَّلٰوةُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ لَا اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ ـ

তবে আবূ বাকরা (র) তাঁর হাদীসে قَدْ قَامَتِ الصَّلٰوةُ শব্দের উল্লেখ করেননি।

٧٦٦- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ وَعَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالاَ حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ ثَنَا هَمَّامُ قَالَ حَدَّثَنِيْ عَامِرُ الْاَحْوَلُ قَالَ حَدَّثَنِيْ مَكْحُوْلُ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنِ مُحَيْرِيْزٍ حَدَّثَهُ اَنَّ اَبَا مَحْذُوْرَةَ حَدَّثَهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَلَّمَهُ الْاِقَامَةَ سَبْعَ عَشَرَةَ كَلِمَةً اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَ حَدِيْثِ رَوْحٍ سَوَاءً .

৭৬৬. আবূ বাকরা (র) ও আলী ইব্‌ন আবদির রহমান (র)...... আবদুল্লাহ ইব্‌ন মুহাইরীয (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তার নিকট আবূ মাহ্‌যূরা (রা) বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁকে ইকামতের সতেরটি বাক্য শিক্ষা দিয়েছেন ঃ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ তারপর রাবী রাওহ (র)-এর হাদীসের অনুরূপ অভিন্নভাবে উল্লেখ করেছেন।

٧٦٧- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ قَالَ ثَنَا مُوْسَى بْنُ دَاؤُدَ قَالَ ثَنَا هَمَّامُ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ قَالَ ثَنَا هَمَّامُ عَنْ عَامِرِ الْاَحْوَلِ عَنْ مَكْحُوْلٍ عَنِ ابْنِ مُحَيْرِيْزٍ عَنْ اَبِىْ مَحْذُوْرَةَ عَنْ رَّسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِثْلَهُ .

৭৬৭. আলী ইব্‌ন মা'বাদ (র) ... আবূ মাহ্‌যূরা (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٧٦٨- حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ دَاؤُدَ قَالَ ثَنَا اَبُو الْوَلِيْدِ وَاَبُوْ عُمَرَ وَالْحَوْضِيُّ قَالاَ ثَنَا هَمَّامُ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ ثَنَا حَجَّاجُ قَالَ ثَنَا عَامِرُ الْاَحْوَلُ قَالَ ثَنَا مَكْحُوْلُ اَنَّ ابْنَ مُحَيْرِيْزٍ حَدَّثَنَا اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا مُحْذُوْرَةَ يَقُوْلُ عَلَّمَنِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْاِقَامَةَ سَبْعَ عَشَرَ كَلِمَةً .

৭৬৮. ইব্‌ন আবী দাঊদ (র) ও মুহাম্মদ ইব্‌ন খুযায়মা (র)...... আবূ মাহযূরা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমাকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইকামতের সতেরটি বাক্য শিক্ষা দিয়েছেন।

হাদীসগুলোর সঠিক মর্ম

বস্তুত এই সমস্ত হাদীসের সঠিক মর্ম অনুযায়ী আবশ্যিকভাবে প্রমাণিত হয় যে, ইকামত আযানের অনুরূপ। যেমনিভাবে আমরা উল্লেখ করেছি। যেহেতু বিলাল (রা)-কে এ বিষয়ে যা নির্দেশ দেয়া হয়েছিল তাতে মতবিরোধ রয়েছে। তারপর ওই ইকামতের বাক্যগুলোতে দুই দুইবার বলা সাব্যস্ত হয়েছে। এ বিষয়ে রিওয়ায়াত মুতাওয়াতির হিসাবে এসেছে। সুতরাং বুঝা গেল যে, তাঁকে এরই নির্দেশ দেয়া হয়েছিল। আর আবূ মাহযূরা (রা)-এর হাদীসেও দুই দুইবার বলার বিষয়টি প্রমাণিত আছে। সুতরাং ইকামত এর বাক্যগুলো দুই দুইবার বলা সাব্যস্ত হল।

ইমাম তাহাবী (র)-এর যুক্তিভিত্তিক দলীল ও বিশ্লেষণ

সংশ্লিষ্ট বিষয়ের যুক্তিভিত্তিক বিশ্লেষণ হল যে, যারা ইকামতের বাক্যগুলোকে এক একবার করে বলার বক্তব্য প্রদান করেন, তাদের দলীল হল যা আমরা এই অনুচ্ছেদে উল্লেখ করেছি যে, আযানের কতেক বাক্যে পুনরুল্লেখ আছে এবং কতেক বাক্যে পুনরুল্লেখ নেই। আর এর দ্বারাই প্রমাণ পেশ করা হয় যেমনটি তারা উল্লেখ করেছেন যে, যে বাক্য দুস্থানে উল্লেখ করা হয় তা প্রথম স্থানে দুই দুইবার এবং দ্বিতীয় স্থানে একবার করে আসে। আর যা দুই স্থানে আসেনা তা একবার করে হবে। কিন্তু ইকামত আযান খতম হওয়ার পরে বলা হয়, সুতরাং এর জন্য পৃথক বিধান প্রযোজ্য হবে। আমরা লক্ষ্য করেছি যে, لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ -এর উপর ইকামত শেষ হয় আর আযানও এর উপর সমাপ্ত হয়। অতএব যুক্তির দাবি হচ্ছে, ইকামতের অবশিষ্ট অংশও আযানের অনুরূপ হবে। তবে এই দলীলের উপর প্রশ্ন হয় যে, আমরা লক্ষ্য করছি, যে বাক্যের উপর ইকামত সমাপ্ত হয় তা অর্ধেক হয় না। তাই সম্ভবত এর উদ্দেশ্য ছিল অর্ধেক হওয়া। কিন্তু যখন তা অর্ধেক হয় না তাহলে এর বিধান সেই সমস্ত বস্তুর ন্যায় হবে, যা ভাগ হয় না। আর অবিভাজ্য বস্তুর অংশ বিশেষ যখন ওয়াজিব হয় তখন তার সাথে গোটা বস্তুই ওয়াজিব হয়ে যায়। অতএব আযান এবং ইকামত উভয়টিই لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ উক্তির উপর শেষ হয়, তাই তা কোন এক পক্ষের অনুকূলে প্রমাণ বহন করে না। তারপর আমরা এ বিষয়ে গভীরভাবে লক্ষ্য করেছি এবং তাঁদেরকে দেখতে পেয়েছি যে, এ কথায় তাঁদের কোনরূপ বিরোধ নেই যে, ইকামতের মধ্যে حَيَّ عَلَى الصَّلٰوةِ এবং حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ -এর পরে اَللّٰهُ اَكْبَرُ দুই বার বলা হয়। এখানে এই বাক্যগুলো অনুরূপভাবে নেয়া হবে যেমনিভাবে আযানের মধ্যে এ স্থানে নেয়া হয় এবং আযানের মুকাবিলায় এখানে অর্ধেক নেয়া হয় না। সুতরাং যখন ইকামতের মধ্যে এই বাক্যগুলো আযানের মধ্যে বিদ্যমান সেই সমস্ত বাক্যগুলোর অর্ধেক হয় না, তাহলে অনুরূপভাবে ইকামতের অবশিষ্ট বাক্যগুলোও আযানের মতই অভিন্ন হওয়া বাঞ্ছনীয় এবং এর থেকে কোন কিছু ছেড়ে দেয়া যাবে না। এতে প্রমাণিত হল যে, ইকামত (এর বাক্যগুলো) দুই দুইবার করে (বলা হবে)। ইমাম আবূ হানীফা (র), ইমাম আবূ ইউসুফ (র) ও ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর এটাই অভিমত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কতেক সাহাবা থেকেও এ বিষয়টি বর্ণিত আছে ঃ

٧٦٩– حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا عَبْدُ الْحَمِيْدِ بْنُ صَالِحٍ قَالَ ثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ اِسْمَاعِيْلَ بْنِ مُجَمِّعِ بْنِ جَارِيَةَ عَنْ عُبَيْدٍ مَوْلٰى سَلَمَةَ بْنِ الْاَكْوَعِ اَنَّ سَلَمَةَ بْنَ الْاَكْوَعِ كَانَ يُثَنِّى الْاِقَامَةَ .

৭৬৯. ইব্ন আবী দাঊদ (র)...... সালামা ইব্ন আক্ওয়া' (রা)-এর আযাদকৃত গোলাম উবায়দ (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, সালামা ইব্ন আকওয়া' (রা) ইকামত (এর বাক্যগুলো) দুই দুইবার করে বলতেন।

٧٧٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ قَالَ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ اِبْرَاهِيمَ قَالَ كَانَ ثَوْبَانُ يُؤَذِّنُ مَثْنٰى وَيُقِيمُ مَثْنٰى مَثْنٰى .

৭৭০. মুহাম্মদ ইব্ন খুযায়মা (র) ..... হাম্মাদ ইব্ন ইবরাহীম (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, ছাওবান (রা) আযান (এর বাক্যগুলো) দুই দুইবার করে এবং ইকামত (এর বাক্যগুলো) দুই দুইবার করে বলতেন।

٧٧١- حَدَّثَنَا ابْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ ثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ ثَنَا شَرِيكٌ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا مَحْذُوْرَةَ يُؤَذِّنُ مَثْنٰى مَثْنٰى وَيُقِيمُ مَثْنٰى .

৭৭১. ইব্ন খুযায়মা (র) ..... আবদুল আযীয ইব্ন রুফায় (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি আবূ মাহযূরা (রা) থেকে শুনেছি, তিনি আযান (এর বাক্যগুলো) দুই দুইবার করে এবং ইকামত (এর বাক্যগুলো) দুই দুইবার করে বলতেন।

সংশ্লিষ্ট বিষয়ে মুজাহিদ (র) থেকে নিম্নরূপ বর্ণিত আছে ঃ

٧٧٢- حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ سِنَانٍ قَالَ ثَنَا يَحْيَ بْنُ سَعِيْدٍ الْقَطَّانُ قَالَ ثَنَا قَطَرُ بْنُ خَلِيْفَةَ عَنْ مُجَاهِدٍ فِى الْاِقَامَةِ مَرَّةً مَرَّةً اِنَّمَا هُوَ شَيْءٌ اسْتَخَفَّهُ الْاُمَرَاءُ .

৭৭২. ইয়াযীদ ইব্ন সিনান (র) ..... মুজাহিদ (র) থেকে ইকামত (এর বাক্যগুলো) একবার একবার করে বলার ব্যাপারে বর্ণনা করেন যে, তা হচ্ছে এরূপ বস্তু যা আমীর উমরাগণ সংশ্লিষ্টকরণের নিমিত্ত গ্রহণ করেছেন। মুজাহিদ (র) বলেছেন ঃ এটা হল 'বিদআত' আর আসল ব্যাপার হল তা দুই দুইবার করে বলা।

٣- بَابُ قَوْلِ الْمُؤَذِّنِ فِى اَذَانِ الصُّبْحِ اَلصَّلٰوةُ خَيْرٌ مِّنَ النَّوْمِ

৩. অনুচ্ছেদ ঃ মু'আয্যিন কর্তৃক ফজরের আযানে اَلصَّلٰوةُ خَيْرٌ مِّنَ النَّوْمِ (ঘুমের চাইতে সালাত উত্তম) বলা

ইমাম আবূ জা'ফর তাহাবী (র) বলেন ঃ এক দল আলিম ফজরের আযানে اَلصَّلٰوةُ خَيْرٌ مِّنَ النَّوْمِ বলা মাকরূহ বলেছেন। তাঁরা এ বিষয়ে আবদুল্লাহ্ ইব্ন যায়দ (রা)-এর আযান সম্পর্কীয় সেই হাদীস দ্বারা প্রমাণ পেশ করেছেন, যাতে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নির্দেশে তিনি বিলাল (রা)-কে আযান শিক্ষা দিয়েছেন। পক্ষান্তরে এ বিষয়ে অপরাপর আলিমগণ তাদের বিরোধিতা করেছেন এবং তাঁরা বলেছেন যে, ফজরের আযানে حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ-এর পরে ওই বাক্যটি বলা মুস্তাহাব। এ বিষয়ে তাঁদের প্রমাণ হলো যে, যদিও আবদুল্লাহ্ ইব্ন যায়দ (রা)-এর হাদীসে এই কথাটি নেই, কিন্তু পরবর্তীতে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এই বাক্যটি আবূ মাহ্যূরা (রা)-কে শিক্ষা দিয়েছেন এবং ফজরের আযানে তা অন্তর্ভুক্ত করার জন্য তাঁকে নির্দেশ দিয়েছেন।

٧٧٣- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ قَالَ ثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ قَالَ ثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ اَخْبَرَنِي عُثْمَانُ بْنُ السَّائِبِ عَنْ اُمِّ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ اَبِي مَحْذُوْرَةَ عَنْ اَبِي مَحْذُوْرَةَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ عَلَّمَهُ فِي الْاَذَانِ الْاَوَّلِ مِنَ الصُّبْحِ اَلصَّلٰوةُ خَيْرٌ مِّنَ النَّوْمِ اَلصَّلٰوةُ خَيْرٌ مِّنَ النَّوْمِ-

৭৭৩. আলী ইব্‌ন মা'বাদ (র) ..... আবূ মাহযূরা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী ﷺ তাঁকে ফজরের প্রথম আযানে اَلصَّلٰوةُ خَيْرٌ مِّنَ النَّوْمِ (বাক্য দুইবার বলা) শিক্ষা দিয়েছেন।

٧٧٤- حَدَّثَنَا عَلِيٌّ قَالَ ثَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ خَالِدِ بْنِ يَزِيْدَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ رُفَيْعٍ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا مَحْذُوْرَةَ قَالَ كُنْتُ غُلاَمًا صَبِيًّا فَقَالَ لِي رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قُلْ اَلصَّلٰوةُ خَيْرٌ مِّنَ النَّوْمِ اَلصَّلٰوةُ خَيْرٌ مِّنَ النَّوْمِ .

৭৭৪. আলী (র) ..... আবদুল আযীয ইব্‌ন রুফায় (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি আবূ মাহযূরা (রা)-কে বলতে শুনেছি ঃ আমি কিশোর ছিলাম। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে বললেন ঃ اَلصَّلٰوةُ خَيْرٌ مِّنَ النَّوْمِ - اَلصَّلٰوةُ خَيْرٌ مِّنَ النَّوْمِ বাক্য দুইবার বল।

আবূ জা'ফর তাহাবী (র) বলেন ঃ যখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এই বাক্যগুলো আবূ মাহযূরা (রা)-কে শিক্ষা দিয়েছেন, তাহলে উক্ত বাক্য আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন যায়দ (রা)-এর হাদীসে বিষয়বস্তু অতিরিক্ত হবে এবং এর ব্যবহার (আমল) আবশ্যিক হবে। আর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর ইন্তিকালের পরে তাঁর সাহাবাগণও তা ব্যবহার করেছেন।

٧٧٥- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ شَيْبَةَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ نُعَيْمٍ قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلاَنَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ فِي الْاَذَانِ الْاَوَّلِ بَعْدَ الْفَلاَحِ اَلصَّلٰوةُ خَيْرٌ مِّنَ النَّوْمِ اَلصَّلٰوةُ خَيْرٌ مِّنَ النَّوْمِ .

৭৭৫. আলী ইব্‌ন শায়বা (র) ..... ইব্‌ন উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, প্রথম আযানে حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ-এর পরে اَلصَّلٰوةُ خَيْرٌ مِّنَ النَّوْمِ ـ اَلصَّلٰوةُ خَيْرٌ مِّنَ النَّوْمِ বাক্য (দুইবার বলার প্রচলন) ছিল।

٧٧٦- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ شَيْبَةَ قَالَ ثَنَا يَحْيٰى قَالَ اَنَا هُشَيْمٌ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ اَبِي دَاوُدَ قَالَ ثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ قَالَ اَنَا هُشَيْمٌ عَنْ اَبِي عَوْنٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ اَنَسٍ قَالَ كَانَ التَّثْوِيْبُ فِيْ صَلٰوةِ الْغَدَاةِ اِذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ قَالَ اَلصَّلٰوةُ خَيْرٌ مِّنَ النَّوْمِ مَرَّتَيْنِ .

৭৭৬. আলী ইব্‌ন শায়বা (র) ও ইব্‌ন আবী দাঊদ (র) ..... আনাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, ফজরের সালাতের 'তাছবীব' (আযানের পর পুনরাহবান) হল যে, মু'আয্যিন حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ -এর পরে اَلصَّلٰوةُ خَيْرٌ مِّنَ النَّوْمِ দুইবার বলবে।

বস্তুত এই ইব্‌ন উমার (রা) ও আনাস (রা) উভয়েই ওই বাক্য সম্পর্কে খবর দিচ্ছেন যে, মু'আয্‌যিন ফজরের আযানে ওই বাক্যসহ আযান দিতেন। এতে আমরা যা উল্লেখ করেছি তা সাব্যস্ত হল। আর ইমাম আবূ হানীফা (র), ইমাম আবূ ইউসুফ (র) ও ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর এটাই অভিমত।

٤- بَابُ التَّاذِيْنِ لِلْفَجْرِ اَىُّ وَقْتٍ هُوَ بَعْدَ طُلُوْعِ الْفَجْرِ اَوْ قَبْلَ ذٰلِكَ

৪. অনুচ্ছেদ ঃ ফজরের আযান কখন দেয়া হবে, ফজর উদয়ের পরে না পূর্বে

٧٧٧- حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ سِنَانٍ قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِىُّ قَالَ ثَنَا مَالِكُ عَنِ بْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ بِلاَلاً يُنَادِىْ بِلَيْلٍ فَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا حَتّٰى يُنَادِىَ ابْنُ اُمِّ مَكْتُوْمٍ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ وَكَانَ رَجُلاً اَعْمٰى لاَيُنَادِىْ حَتّٰى يُقَالَ لَهُ اَصْبَحْتَ اَصْبَحْتَ .

৭৭৭. ইয়াযীদ ইব্‌ন সিনান (র) ..... সালিম (র) তাঁর পিতা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ বিলাল (রা) রাতেরবেলা আযান দেয়। সুতরাং তোমরা পানাহার কর যতক্ষণ ইব্‌ন উম্মু মাকতূম আযান না দেয়। ইব্‌ন শিহাব (র) বলেন, তিনি একজন অন্ধ ব্যক্তি (সাহাবী) ছিলেন, তিনি ততক্ষণ পর্যন্ত আযান দিতেন না যতক্ষণ না তাঁকে বলা হত সকাল হয়ে গিয়েছে, সকাল হয়ে গিয়েছে।

٧٧٨- حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَنَّ مَالِكًا حَدَّثَهُ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ سَالِمٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ مِثْلَهُ وَلَمْ يَذْكُرِ ابْنَ عُمَرَ .

৭৭৮. ইউনুস (র) ..... সালিম (র) সূত্রে নবী ﷺ অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন। তিনি (এতে) ইব্‌ন উমার (রা)-এর উল্লেখ করেননি।

٧٧٩- حَدَّثَنَا يَزِيْدُ قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِىْ ابْنُ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ مِثْلَهُ .

৭৭৯. ইয়াযীদ (র) ..... ইব্‌ন উমার (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

٧٨٠- حَدَّثَنَا يَزِيْدُ قَالَ ثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنِ الزُّهْرِىِّ فَذَكَرَ مِثْلَهُ بِاِسْنَادِهِ .

৭৮০. ইয়াযীদ (র) ..... যুহ্‌রী (র) থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

٧٨١- حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا اَبُو الْيَمَانِ قَالَ اَنَا شُعَيْبُ بْنُ اَبِىْ حَمْزَةَ عَنِ الزُّهْرِىِّ قَالَ قَالَ سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ سَمِعْتُ عَبْدَ اللّٰهِ يَقُوْلُ اِنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ اِنَّ بِلاَلاً يُنَادِىْ بِلَيْلٍ فَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا حَتّٰى يُنَادِىَ اِبْنُ اُمِّ مَكْتُوْمٍ .

৭৮১. ইব্‌ন আবী দাঊদ (র) ..... আবদুল্লাহ্ (ইব্‌ন উমার রা) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেছেন, নবী ﷺ বলেছেন ঃ বিলাল (রা) রাতে আযান দেয়। সুতরাং তোমরা পানাহার কর যতক্ষণ না ইব্‌ন উম্মু মাকতূম আযান দেয়।

٧٨٢- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَنْصُوْرٍ الْبَالِسِيُّ قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ عَنِ الاَوْزَاعِيِّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ .

৭৮২. হাসান ইব্‌ন আবদিল্লাহ্ ইব্‌ন মানসূর বালিসী (র) ..... সালিম (র)-এর পিতা ইব্‌ন উমার (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٧٨٣- حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيْرٍ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ .

৭৮৩. ইব্‌ন মারযূক (র) ..... ইব্‌ন উমার (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

٧٨٤- حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ اَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَنَّ مَالِكًا حَدَّثَهُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِيْنَارٍ فَذَكَرَ بِاِسْنَادِهِ مِثْلَهُ .

৭৮৪. ইউনুস (র) ..... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন দীনার (র) থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

٧٨٥- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ شَيْبَةَ قَالَ ثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ قَالَ ثَنَا مَالِكُ وَشُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِيْنَارٍ فَذَكَرَ بِاِسْنَادِهِ مِثْلَهُ غَيْرَ اَنَّهُ قَالَ حَتّٰى يُنَادِيَ بِلاَلُ اَوِ ابْنُ اُمِّ مَكْتُوْمٍ شَكَّ شُعْبَةُ .

৭৮৫. আলী ইব্‌ন শায়বা (র) ..... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন দীনার থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে তিনি বলেছেন ঃ যতক্ষণ বিলাল (রা), ইব্‌ন উম্মু মাকতূম আযান দেয়, অথবা এতে শু'বা (র) সন্দেহ করেছেন।

٧٨٦- حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِيْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا مُسَدَّدُ قَالَ ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ عَنْ رَّسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِثْلَهُ وَلَمْ يَشُكَّ قَالَتْ وَلَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا الاَّ مِقْدَارُ مَا يَنْزِلُ هٰذَا وَيَصْعَدُ هٰذَا .

৭৮৬. ইব্‌ন আবী দাঊদ (র) ..... আয়েশা (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে এতে (বিলাল রা এবং উম্মু মাকতূম রা-এর ব্যাপারে) সন্দেহ করা হয় না। আয়েশা (রা) বলেন ঃ তাদের উভয়ের (আযানের) মাঝে এতটুকু বিরতি থাকত যে, ইনি (বিলাল রা আযান দেয়ার স্থান থেকে) অবতরণ করতেন এবং তিনি (উম্মু মাকতূম রা) আরোহণ করতেন।

৭৮৭- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ قَالَ ثَنَا رَوْحٌ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ خُبَيْبَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ يُحَدِّثُ عَنْ عَمَّتِهِ أُنَيْسَةَ أَنَّ نَبِيَّ اللّٰهِ ﷺ قَالَ إِنَّ بِلاَلاً أَوِابْنَ أُمِّ مَكْتُومٍ يُنَادِي بِلَيْلٍ فَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا حَتّٰى يُنَادِيَ بِلاَلُ أَوِابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ فَكَانَ إِذَا نَزَلَ هٰذَاوَأَرَادَ هٰذَا أَنْ يَّصْعَدَ تَعَلَّقُوْا بِهِ وَقَالُوْا كَمَا أَنْتَ حَتّٰى نَتَسَحَّرَ .

৭৮৭. আলী ইব্ন মা'বাদ (র) ..... উনায়সা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী ﷺ বলেছেন ঃ বিলাল (রা) অথবা, বলেছেন ইব্ন উম্মু মাকতূম (রা) রাতে আযান দেয়। সুতরাং তোমরা পানাহার কর যতক্ষণ না বিলাল (রা) অথবা বলেছেন ইব্ন উম্মু মাকতূম (রা) আযান দেয়। যখন ইনি অবতরণ করতেন অথবা বলেছেন, তিনি (দ্বিতীয় মু'আযযিন) উপরে আরোহণ করতে ইচ্ছা করতেন তখন সাহাবীগণ তাঁকে ধরে ফেলতেন এবং বলতেন, থাম; সাহরী হতে দাও।

৭৮৮- حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا وَهْبُ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ فَذَكَرَ مِثْلَهُ بِإِسْنَادِهِ وَزَادَ وَكَانَتْ قَدْ حَجَّتْ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ وَلَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا إِلاَّ مِقْدَارُ مَا يَصْعَدُ هٰذَا وَيَنْزِلُ هٰذَا .

৭৮৮. ইব্ন মারযূক (র) ..... শু'বা (র) থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন এবং তিনি একথাটি বৃদ্ধি করেছেন ঃ উনায়সা (রা) নবী ﷺ-এর সঙ্গে হজ্জ করেছিলেন। ওই দুইজনের (আযানের) মাঝখানে শুধু এতটুকু বিরতি থাকত যে, ইনি আরোহণ করতেন এবং উনি অবতরণ করতেন।

৭৮৯- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِيْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ قَالَ ثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ مَنْصُوْرِ بْنِ زَاذَانَ عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ عَمَّتِهِ أُنَيْسَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِنَّ ابْنَ أُمِّ مَكْتُوْمٍ يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ فَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا حَتّٰى تَسْمَعُوْا نِدَاءَ بِلاَلٍ .

৭৮৯. ইব্ন আবী দাঊদ (র) ..... উনায়সা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ ইব্ন উম্মু মাকতূম (রা) রাতে আযান দেয়। সুতরাং তোমরা পানাহার কর যতক্ষণ না বিলাল (রা)-এর আযান শুনতে পাও।

৭৯০- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ قَالَ ثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ سُوَادَةَ الْقُشَيْرِيَّ وَكَانَ إِمَامَهُمْ قَالَ سَمِعْتُ سَمُرَةَ بْنَ جُنْدُبٍ يَقُوْلُ إِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لاَ يَغُرَّنَّكُمْ نِدَاءُ بِلاَلٍ وَّلاَ هٰذَا الْبَيَاضُ حَتّٰى يَبْدُوَ الْفَجْرُ أَوْ يَنْفَجِرَ الْفَجْرُ .

৭৯০. আলী ইব্ন মা'বাদ (র) ..... শু'বা (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি ছুয়াদা কুশায়রী (র) থেকে শুনেছি এবং তিনি তাদের ইমাম ছিলেন। তিনি বলেন, আমি সামুরা ইব্ন জুন্দুব (রা) কে বলতে শুনেছি, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ বিলাল (রা)-এর আযান যেন তোমাদেরকে বিভ্রান্ত না করে এবং না এই শুভ্রতা, যতক্ষণ না ফজর উদ্ভাসিত হয়।

٧٩١- حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا وَهْبُ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَوَادَةَ الْقُشَيْرِيِّ عَنْ سَمُرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ .

৭৯১. ইব্‌ন মারযূক (র) ..... সামূরা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

ইমাম আবূ জা'ফর তাহাবী (র) বলেন ঃ একদল আলিম এ মত গ্রহণ করেছেন যে, ফজরের জন্য ওয়াক্ত হওয়ার পূর্বেই আযান দেওয়া হবে। তাঁরা এ বিষয়ে উল্লিখিত এই সমস্ত হাদীস দ্বারা প্রমাণ পেশ করেছেন। যারা এ মত গ্রহণ করেছেন, ইমাম আবূ ইউসুফ (র) তাঁদের অন্যতম।

পক্ষান্তরে এ বিষয়ে অপরাপর আলিমগণ তাঁদের বিরোধিতা করে বলেছেন, ফজরের জন্যও ওয়াক্ত আসার পরে আযান দেয়া হবে, যেমনিভাবে অন্যান্য সালাত সমূহের জন্য ওয়াক্ত আসার পরে আযান দেয়া হয়। এ বিষয়ে তাঁরা প্রমাণ দিতে গিয়ে বলেছেন যে, বিলাল (রা) যে আযান রাতে দিতেন, তা সালাতের জন্য ছিলনা। তাঁরা নিম্নোক্ত হাদীসসমূহ উল্লেখ করেছেন ঃ

٧٩٢- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ وَاَبُوْ بِشْرٍ الرَّقِّيُّ قَالاَ حَدَّثَنَا شُجَاعُ بْنُ الْوَلِيْدِ وَاللَّفْظُ لاِبْنِ مَعْبَدٍ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ يُوْنُسَ قَالَ ثَنَا اَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ ح وَحَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا نُعَيْمُ قَالَ ثَنَا اِبْنُ الْمُبَارَكِ ح وَحَدَّثَنَا فَهْدٌ قَالَ ثَنَا اَبُوْ غَسَّانٍ قَالَ ثَنَا زُهَيْرُ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ عَنْ اَبِيْ عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لاَ يَمْنَعَنَّ اَحَدَكُمْ اَذَانُ بِلاَلٍ مِّنْ سُحُوْرِهِ فَاِنَّهُ يُنَادِيْ اَوْ يُؤَذِّنُ لِيَرْجِعَ غَائِبُكُمْ وَلِيَنْتَبِهَ نَائِمُكُمْ وَقَالَ لَيْسَ الْفَجْرُ اَوِ الصُّبْحُ هٰكَذَا وَهٰكَذَا وَجَمَعَ اِصْبَعَيْهِ وَفَرَّقَهُمَا وَفِيْ حَدِيْثِ زُهَيْرٍ خَاصَّةً وَرَفَعَ زُهَيْرُ يَدَهُ وَخَفَضَهَا حَتّٰى يَقُوْلَ هٰكَذَا وَمَدَّ زُهَيْرُ يَدَيْهِ عَرَضًا .

৭৯২. আলী ইব্‌ন মা'বাদ (র), আবূ বিশর রকী (র), মুহাম্মদ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন ইউনুস (র), নাসর ইব্‌ন মারযূক (র) ও ফাহাদ (র) ..... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসঊদ (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ তোমাদের কাউকে যেন বিলাল (রা)-এর আযান সাহরী থেকে বাধা না দেয়। যেহেতু তিনি এ জন্য আযান দেন যেন তোমাদের মধ্যে যারা অনুপস্থিত তারা ফিরে আসে এবং তোমাদের যারা ঘুমন্ত তারা জাগরিত হয়। ফজর অথবা সুব্‌হ এরূপ এবং এরূপ নয়। তিনি দু'অঙ্গুলীকে একত্রিত করলেন তারপর তা পৃথক করলেন। জুহায়র (র) এর রিওয়ায়াতে বিশেষভাবে রয়েছে এবং জুহায়র (র) তাঁর হাত উঠিয়েছেন এবং নিচু করেছেন। অবশেষে বললেন, এরূপভাবে! জুহায়র (র) তাঁর দুই হাত বিস্তৃতভাবে প্রসারিত করলেন।

বস্তুত নবী ﷺ বলেছেন, বিলাল (রা) এর উক্ত আযান ছিল এজন্য যে ঘুমন্ত (ব্যক্তি) যেন জাগরিত হয় এবং অনুপস্থিত ব্যক্তি যেন ফিরে আসে, সালাতের জন্য ছিল না। ইব্‌ন উমার (রা) থেকেও বর্ণিত আছে ঃ

٧٩٣- حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ سِنَانٍ قَالَ ثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمَاعِيْلَ قَالَ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ ثَنَا حَجَّاجُ قَالَ ثَنَا حَمَّادُ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ بِلاَلاً اَذَّنَ قَبْلَ طُلُوْعِ الْفَجْرِ فَاَمَرَهُ النَّبِىُّ ﷺ اَنْ يَّرْجِعَ فَنَادٰى اَلاَ اِنَّ الْعَبْدَ قَدْ نَامَ فَرَجَعَ فَنَادٰى اَلاَ اِنَّ الْعَبْدَ قَدْ نَامَ .

৭৯৩. ইয়াযীদ ইব্‌ন সিনান (র) ও মুহাম্মদ ইব্‌ন খুযায়মা (র) ..... ইব্‌ন উমার (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, একবার বিলাল (রা) ফজর উদয় হওয়ার পূর্বে আযান দিয়ে ফেলেছিলেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁকে আযান পুনঃ দেয়ার জন্য নির্দেশ দিলেন। তিনি আওয়াজ দিলেন ঃ শুন, আল্লাহ্‌র বান্দা (বিলাল রা) ঘুমিয়ে পড়েছিল, আবার আওয়াজ দিলেন শুন, আল্লাহ্‌র বান্দা (বিলাল রা) ঘুমিয়ে পড়েছিল (তাই সময়টা ঠিক ধরতে পারে নি)।

বস্তুত এই ইব্‌ন উমার (রা) নবী ﷺ থেকে সেই বিষয়টিই রিওয়ায়াত করেছেন, যা আমরা উল্লেখ করেছি। তিনি তাঁদের মধ্যে অন্যতম, যারা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে রিওয়ায়াত করেছেন যে, তিনি বলেছেন ঃ বিলাল (রা) রাতে আযান দেয়। সুতরাং তোমরা পানাহার কর যতক্ষণ না ইব্‌ন উম্মু মাকতূম (রা) আযান দেয়। এতে সাব্যস্ত হল যে, তাঁর সেই আযান যা ফজর উদয় হওয়ার পূর্বে হত তাঁর জন্য তা জায়িয ছিল এবং তা সালাতের জন্য ছিল না। আর যে আযান ফজরের পূর্বে দেয়ার কারণে আপত্তি করেছেন তা ছিল সালাতের জন্য। ইব্‌ন উমার (রা) হাফসা (রা) থেকেও রিওয়ায়াত করেছেন, তা নিম্নরূপ ঃ

٧٩٤- حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ ثَنَا عَلِىُّ بْنُ مَعْبَدٍ قَالَ ثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عَمْرٍو عَنْ عَبْدِ الْكَرِيْمِ الْجَزَرِىِّ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ اِذَا اَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ بِالْفَجْرِ قَامَ فَصَلّٰى رَكْعَتَىِ الْفَجْرِ ثُمَّ خَرَجَ اِلَى الْمَسْجِدِ وَحَرَّمَ الطَّعَامَ وَكَانَ لاَ يُؤَذِّنُ حَتّٰى يُصْبِحَ .

৭৯৪. ইউনুস (র) ..... হাফসা বিন্‌ত উমার (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, মুআয্‌যিন যখন ফজরের আযান দিত তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ দাঁড়িয়ে যেতেন এবং ফজরের দু'রাকাত (সুন্নাত) পড়তেন তারপর মসজিদের উদ্দেশ্যে বের হয়ে যেতেন এবং আহার করা হারাম ঘোষণা করতেন। আর ফজরের পূর্বে আযান হত না।

ইমাম তাহাবীর বিশ্লেষণ

ইনি হচ্ছেন ইব্‌ন উমার (রা) যিনি হাফসা (রা) থেকে খবর দিচ্ছেন যে মুআয্‌যিনগণ সালাতের জন্য ফজর উদয় হওয়ার পরে-ই আযান দিতেন। নবী ﷺ বিলাল (রা)-কে পুনরায় আযান দেয়ার নির্দেশ দিয়েছেন যে, তিনি ঘোষণা করবেন, আল্লাহ্‌র বান্দা (বিলাল রা) ঘুমিয়ে পড়েছিল। এতে বুঝা যাচ্ছে যে, তাদের অভ্যাস হচ্ছে, তারা ফজরের পূর্বে আযানকে আযান হিসাবে জানতেন না। যদি তারা সেটাকে আযান হিসাবে জানতেন তাহলে এই ঘোষণার মুখাপেক্ষী হতেন না। আমাদের মতে ওই

ঘোষণার উদ্দেশ্য ছিল (আল্লাহ্ই উত্তমরূপে জ্ঞাত) যে, তিনি তাদেরকে সতর্ক করে দিবেন যে, ওই আযানের পর রাত (বাকী রয়েছে) যেন যে ব্যক্তি রাতে সালাত আদায় করতে চায়, সে তা আদায় করতে পারে এবং সেই সমস্ত বস্তু থেকে বিরত না থাকে, যা থেকে সিয়াম পালনকারী বিরত থাকে। আবার এটারও সম্ভাবনা আছে যে, বিলাল (রা) তাঁর ধারণা ফজর উদয় হয়ে গিয়েছে ভেবে সেই সময় আযান দিতেন যদিও দৃষ্টি শক্তির দুর্বলতার কারণে সঠিক সময় নির্ধারিত করতে সক্ষম হতেন না। এ সম্পর্কে দলীল হল নিম্নরূপ ঃ

٧٩٥– حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا اَحْمَدُ بْنُ اَشْكَابٍ ح وَحَدَّثَنَا فَهْدٌ قَالَ ثَنَا شِهَابُ بْنُ عَبَّادٍ الْعَبْدِىُّ قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِىْ عَرُوْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ يَغُرَّنَّكُمْ اَذَانُ بِلاَلٍ فَاِنَّ فِىْ بَصَرِهٖ شَيْئًا .

৭৯৫. ইব্ন আবী দাঊদ (র) ও ফাহাদ (র) ..... আনাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ বিলাল (রা)-এর আযান যেন তোমাদেরকে বিভ্রান্ত না করে, যেহেতু তার দৃষ্টি শক্তিতে কিছুটা দুর্বলতা রয়েছে।

ব্যাখ্যা

এতে বুঝা যাচ্ছে যে, বিলাল (রা) ফজর হয়েছে বলে ধারণা পোষণ করতেন, কিন্তু দৃষ্টিশক্তির দুর্বলতার কারণে তা ভুল হয়ে যেত। তাই রাসূলুল্লাহ্ ﷺ লোকদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন যেন তারা তাঁর আযানের উপর আমল না করে। যেহেতু দৃষ্টিশক্তির দুর্বলতার কারণে ভুল করা তার অভ্যেসে পরিণত হয়েছে।

٧٩٦– حَدَّثَنَا الرَّبِيْعُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْجِيْزِىُّ قَالَ ثَنَا اَبُو الاَسْوَدِ قَالَ ثَنَا اِبْنُ لَهِيْعَةَ عَنْ سَالِمٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ اَبِىْ عُثْمَانَ اَنَّهُ حَدَّثَهُ عَنْ عَدِىِّ بْنِ حَاتِمٍ عَنْ اَبِىْ ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِبِلاَلٍ اِنَّكَ تُؤَذِّنُ اِذَا كَانَ الْفَجْرُ سَاطِعًا وَّلَيْسَ ذٰلِكَ الصُّبْحُ اِنَّمَا الصُّبْحُ هٰكَذَا مُعْتَرِضًا .

৭৯৬. রবী 'ইব্ন সুলায়মান আল্ জীযী (র) ..... আবূ যির (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, বিলাল (রা) বলেছেন ঃ তুমি সেই সময় আযান দিয়ে থাক যখন প্রভাতের আলো (দিগন্তে) প্রলম্বিত হয়ে উপরের দিকে উঠতে থাকে। এটা কিন্তু প্রভাত নয়; বরং প্রভাত এভাবে (দিগন্তে) চওড়াভাবে প্রসারিত হয়।

বিশ্লেষণ

তিনি তাঁকে এই হাদীসে বলছেন যে, তিনি সেই বস্তু উদয় হওয়ার উপর আযান দেন, যাকে তিনি ফজর মনে করেন; কিন্তু তা বাস্তবে ফজর নয়। আমরা আয়েশা (রা) থেকে রিওয়ায়াত করেছি যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ বিলাল (রা) রাতে আযান দেয়। সুতরাং তোমরা পানাহার কর যতক্ষণ না ইব্ন উম্মু মাকতূম (রা) আযান দেয়। তিনি (আয়েশা রা) বলেন, উভয়ের মাঝে শুধু এতটুকু ব্যবধান থাকত যে, ইনি (আযানের জন্য) আরোহণ করতেন এবং উনি (আযানের স্থান থেকে) অবতরণ করতেন।

যেহেতু তাঁদের উভয়ের আযানের মাঝে এতটুকু নৈকট্য ছিল, যা আমরা উল্লেখ করেছি। তাই সাব্যস্ত হল যে, তাঁরা উভয়ে অভিন্ন সময় অর্থাৎ ফজর উদয় হওয়ার ইচ্ছা করতেন। বিলাল (রা) দৃষ্টিশক্তিতে অসুবিধার কারণে তাতে ভুল করতেন এবং ইব্ন উম্মু মাকতূম (রা) সঠিক সময়ে আযান দিতেন। যেহেতু তিনি ততক্ষণ পর্যন্ত আযান দিতেন না যতক্ষণ না জমাতের লোকজন বলত 'সকাল করে ফেলেছে' 'সকাল করে ফেলেছে'। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর (ইন্তিকালের) পরে আয়েশা (রা) থেকে নিম্নরূপ বর্ণিত আছে ঃ

٧٩٧– حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا وَهْبُ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ اَبِىْ اِسْحَاقَ عَنِ الْاَسْوَدِ قَالَ قُلْتُ يَا اُمَّ الْمُؤْمِنِيْنَ مَتٰى يُوْتِرِيْنَ قَالَتْ اِذَا اَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ .

৭৯৭. ইব্ন মারযূক (র) ..... আসওয়াদ (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি বললাম, হে উম্মুল মু'মিনীন! আপনি বিত্র এর সালাত কখন আদায় করেন? তিনি বললেন, যখন মু'আয্যিন আযান দেয়।

বিশ্লেষণ

আসওয়াদ (র) বললেন, মুআয্যিনগণ সুবহ হওয়ার পরে আযান দিতেন এবং তাঁদের এই আযান মসজিদে নববীতে হত। কারণ আয়েশা (রা) থেকে আসওয়াদ (র) এর এই শ্রবণ মদীনায় হয়েছে আর উম্মুল মু'মিনীন (রা) নবী ﷺ থেকে সেই বিষয়টি শ্রবণ করেছেন যা আমরা তাঁর থেকে রিওয়ায়াত করেছি। সুতরাং সাহাবীগণ কর্তৃক ফজরের পূর্বে আযান পরিত্যাগ করার বিরুদ্ধে কোন প্রতিবাদ হয়নি এবং অন্যরাও এর প্রতিবাদ করেন নি। এতে প্রতীয়মান হয় যে, বিলাল (রা) এর উক্ত আযান দ্বারা উদ্দেশ্য ছিল ফজরের আযান। আর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর উক্তি "পানাহার কর যতক্ষণ না ইব্ন উম্মু মাকতূম (রা) আযান দেয়" তা ছিল সঠিক ফজর উদয় হওয়ার ভিত্তিতে।

যখন এই সমস্ত রিওয়ায়াত সেইভাবে বর্ণিত আছে যেভাবে আমরা উল্লেখ করেছি। হাফসা (রা)-এর হাদীসে রয়েছে যে, তাঁরা ফজর উদয় হওয়া পর্যন্ত আযান দিতেন না। যদি বিষয়টি এরূপই হয়ে থাকে তাহলে সেই মত বাতিল হয়ে গেল, যা ইমাম আবূ ইউসুফ (র) গ্রহণ করেছেন। আর যদি বিষয়টি অন্যরূপ হয় এবং তারা ইচ্ছাকৃতভাবে ফজরের পূর্বে আযান দিয়ে থাকেন, তাহলে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে ইব্ন মাসঊদ (রা) বর্ণিত হাদীসে যেমনটি স্পষ্টরূপে বর্ণনা করে দেয়া হয়েছে যে, উক্ত আযান সালাতের জন্য ছিল না। ইব্ন উম্মু মাকতূম (রা)-এর ফজর উদয় হওয়ার পর আযান দেয়াতে প্রতীয়মান হয় যে, তা সেই সালাতের আযানের ওয়াক্ত ছিল। যদি তা আযানের ওয়াক্ত না হত তাহলে সেই ওয়াক্তে আযান জায়িয হতনা। যখন তা জায়িয হয়েছে তখন সাব্যস্ত হয়েছে যে, সেই ওয়াক্ত আযানের ওয়াক্ত ছিল। আর এর পূর্বে বিলাল (রা)-এর আযানকে অগ্রবর্তী করাতে সেই সম্ভাবনা রয়েছে, যা আমরা উল্লেখ করেছি (অনুপস্থিতের উপস্থিতি ও নিদ্রিত ব্যক্তির জাগরণ)।

ইমাম তাহাবী (র)-এর যুক্তিভিত্তিক দলীল ও বিশ্লেষণ

তারপর আমরা সংশ্লিষ্ট বিষয়টিকে যুক্তির নিরিখেও বিবেচনা করেছি, যেন উভয় অভিমতের বিশুদ্ধতমটি নিরূপণ করতে সক্ষম হই। আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, ফজর ব্যতীত অপরাপর সালাতের জন্য সময় আসার পরেই আযান দেয়া হয়। তারা ফজরের মধ্যে মতভেদ করেছেন। এক দল আলিম বলেন, এর জন্য ওয়াক্ত আসার পূর্বে আযান দেয়া হবে। অপরদল আলিম বলেন, বরং এর আযান ওয়াক্ত আসার পরে দেয়া হবে। সুতরাং আমরা যা বর্ণনা করেছি এর ভিত্তিতে যুক্তির দাবি হচ্ছে, এর

জন্য আযানও অনুরূপ হবে যেমনিভাবে অপরাপর সালাতের জন্য হয়। যখন তা অপরাপর সালাতের ওয়াক্ত আসার পরে হয় তাহলে ফজরের জন্য অনুরূপভাবে হবে। এটাই হচ্ছে যুক্তি এবং এটা ইমাম আবূ হানীফা (র), ইমাম মুহাম্মদ (র) ও সুফইয়ান ছাওরী (র)-এর অভিমত।

٧٩٨- حَدَّثَنِيْ ابْنُ اَبِيْ عِمْرَانَ قَالَ ثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ قَالَ سَمِعْتُ سُفْيَانَ بْنَ سَعِيْدٍ وَّقَالَ لَهُ رَجُلٌ اِنِّيْ أُؤَذِّنُ قَبْلَ طُلُوْعِ الْفَجْرِ لِاَكُوْنَ اَوَّلَ مَنْ يَّقْرَعُ بَابَ السَّمَاءِ بِالنِّدَاءِ فَقَالَ سُفْيَانُ لاَ حَتّٰى يَنْفَجِرَ الْفَجْرُ .

৭৯৮. ইব্ন আবী ইমরান (র) ..... সুফইয়ান ইব্ন সাঈদ (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তাঁকে জনৈক ব্যক্তি বলল ঃ আমি ফজর উদয় হওয়ার পূর্বে আযান দেই, যেন আমি সর্ব প্রথম ব্যক্তি হই, যে আসমানের দরোজার কড়া নাড়বে। সুফইয়ান (র) বললেন, না, (এরূপ করবে না) যতক্ষণ না ফজর উদ্ভাসিত হয়।

এ বিষয়ে আলকামা (র) থেকেও কিছু বর্ণিত আছে ঃ

٧٩٩- حَدَّثَنَا فَهْدٌ قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيْدِ بْنِ الْاَصْبَهَانِيُّ قَالَ اَنَا شَرِيْكٌ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ شَيَّعْنَا عَلْقَمَةَ اِلٰى مَكَّةَ فَخَرَجَ بِلَيْلٍ فَسَمِعَ مُؤَذِّنًا يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ فَقَالَ اَمَا هٰذَا فَقَدْ خَالَفَ سُنَّةَ اَصْحَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ لَو كَانَ نَائِمًا كَانَ خَيْرًا لَّهُ فَاِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ اَذَّنَ .

৭৯৯. ফাহাদ (র) ..... ইবরাহীম (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, একবার আমরা আলকামা (রা)কে মক্কা অভিমুখে বিদায় সম্বর্ধনা জানালাম। তিনি রাতে বের হলেন, তখন এক মুআয্যিনকে রাতে আযান দিতে শুনেন। তিনি বললেন, এই (মুআয্যিন) ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সাহাবীগণের সুন্নাতের বিরোধিতা করেছে। সে যদি ঘুমিয়ে থাকত, তার জন্য উত্তম হত। যখন ফজর উদয় হত তখন আযান দিত।

বস্তুত আলকামা (র) বলেন যে, ফজর উদয় হওয়ার পূর্বে আযান দেয়া রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সাহাবীগণের সুন্নাত-এর পরিপন্থী।

٥- بَابُ الرَّجُلَيْنِ يُؤَذِّنُ اَحَدُهُمَا وَيُقِيْمُ الْاٰخَرُ .

৫. অনুচ্ছেদ ঃ একজন কর্তৃক আযান এবং অপরজন কর্তৃক ইকামত দেয়া প্রসঙ্গে

٨٠٠- حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ اَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ زِيَادِ بْنِ اَنْعُمٍ عَنْ زِيَادِ بْنِ نُعَيْمٍ اَنَّهُ سَمِعَ زِيَادَ بْنَ الْحَارِثِ الصُّدَائِيَّ قَالَ اَتَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَلَمَّا كَانَ اَوَّلَ الصُّبْحِ اَمَرَنِيْ فَاَذَّنْتُ ثُمَّ قَامَ اِلَى الصَّلٰوةِ فَجَاءَ بِلاَلٌ لِيُقِيْمَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اَخَا صُدَاءٍ اَذَّنَ وَمَنْ اَذَّنَ فَهُوَ يُقِيْمُ .

৮০০. ইউনুস (র) ..... যিয়াদ ইব্নুল হারিছ সুদাঈ (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, একদিন আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর দরবারে উপস্থিত হলাম। যখন সুবহের সূচনা হল, তিনি আমাকে নির্দেশ দিলেন, আমি আযান দিলাম। তারপর সালাতের জন্য দাঁড়ালেন। বিলাল (রা) ইকামত বলার জন্য এলেন, এতে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ সুদাঈ ভাই আযান দিয়েছে, আর যে আযান দেয় সে-ই ইকামত দিবে।

٨٠١- حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا اَبُوْ عَاصِمٍ عَنْ سُفْيَانَ قَالَ اَخْبَرَنِىْ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ زِيَادٍ عَنْ زِيَادِ بْنِ نُعَيْمٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْحَارِثِ الصُّدَائِىِّ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ مِثْلَهُ .

৮০১. ইব্ন মারযূক (র) ..... আবদুল্লাহ্ ইব্নুল হারিছ সুদাঈ (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

ইমাম আবূ জা'ফর তাহাবী (র) বলেন ঃ একদল আলিম এই হাদীসের মর্ম গ্রহণ করেছেন এবং তাঁরা বলেছেন, যে ব্যক্তি সালাতের জন্য আযান দেয়, অন্যের জন্য ইকামত দেয়া উচিত নয়। পক্ষান্তরে এ বিষয়ে অপরাপর আলিমগণ তাঁদের বিরোধিতা করেছেন। তাঁরা বলেছেন, যে ব্যক্তি সালাতের জন্য আযান দেয় অন্যের জন্য ইকামত বলায় কোনরূপ অসুবিধা নেই। তাঁরা এ বিষয়ে নিম্নোক্ত হাদীস দ্বারা প্রমাণ পেশ করেছেন ঃ

٨٠٢- حَدَّثَنَا اَبُوْ اُمَيَّةَ قَالَ ثَنَا الْمُعَلَّى بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ عَنْ اَبِى الْعُمَيْسِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ حِيْنَ اُرِىَ الْاَذَانُ اَمَرَ النَّبِىُّ ﷺ بِلَالًا فَاَذَّنَ ثُمَّ اَمَرَ عَبْدَ اللّٰهِ فَاَقَامَ .

৮০২. আবূ উমাইয়া (র) ..... আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন আবদিল্লাহ্ ইব্ন যায়দ তাঁর পিতা-পিতামহ (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, যখন তাঁকে (স্বপ্নে) আযান (এর বাক্যগুলো) দেখানো হয়, তখন নবী ﷺ বিলাল (রা)কে (আযান দিতে) নির্দেশ দিলেন, তিনি আযান দিলেন। তারপর তিনি আবদুল্লাহ্ (রা)-কে (ইকামত দিতে) নির্দেশ দিলেন, তিনি ইকামত দিলেন।

٨٠٣- حَدَّثَنَا فَهْدٌ قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيْدِ بْنِ الْاَصْبَهَانِىُّ قَالَ ثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ عَنْ اَبِى الْعُمَيْسِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ اَتَيْتُ النَّبِىَّ ﷺ فَاَخْبَرْتُهُ كَيْفَ رَأَيْتُ الْاَذَانَ فَقَالَ اَلْقِهِنَّ عَلٰى بِلَالٍ فَاِنَّهُ اَنْدٰى صَوْتًا مِنْكَ فَلَمَّا اَذَّنَ بِلَالٌ نَدِمَ عَبْدُ اللّٰهِ فَاَمَرَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ يُّقِيْمَ .

৮০৩. ফাহাদ (র) ..... আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন আবদিল্লাহ্ ইব্ন যায়দ তাঁর পিতা-পিতামহ (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি একবার নবী (সা)-এর দরবারে এসে আমাকে কিভাবে আযান দেখানো হয়েছে তা তাঁকে জানালাম। তিনি বললেন, এ বাক্যগুলো বিলাল (রা)কে শিক্ষা দাও। যেহেতু সে তোমার অপেক্ষা উঁচু আওয়াজের অধিকারী। যখন বিলাল (রা) আযান দিয়ে ফেললেন, তখন আবদুল্লাহ্ (রা) লজ্জা বোধ করলেন। তাই রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁকে ইকামত বলার নির্দেশ দিলেন।

বিশ্লেষণ

বস্তুত যখন এই দুই হাদীস পরস্পর বিরোধী হল। তাই আমরা যুক্তির নিরিখের এই বিষয়ের বিধান অনুসন্ধানের প্রয়াস পাব, যেন উভয় অভিমত থেকে বিশুদ্ধতমটি নিরূপণ করতে সক্ষম হই। এই বিষয়ে আমরা গভীরভাবে দৃষ্টি দেয়ার পর একটি সর্বজন স্বীকৃত মূলনীতি পেয়েছি যে, দুই ব্যক্তির জন্য আংশিকভাবে একই আযান বলা সঠিক নয় যে, তাদের প্রত্যেক আযানের কিছু অংশ করে বলল। সুতরাং এ কথার সম্ভাবনা রয়েছে যে, আযান ও ইকামতও অনুরূপ হবে যে, তা একই ব্যক্তি বলবে। আবার এটারও সম্ভাবনা আছে যে, এ উভয়টা দুই ভিন্ন বস্তুর ন্যায় হবে। তাহলে এতে কোন অসুবিধা নেই যে, এ দু'টার প্রত্যেকটার জন্য পৃথক ব্যক্তি হবে। এ বিষয়ে আমরা গভীরভাবে লক্ষ্য করেছি এবং দেখতে পেয়েছি যে, সালাতের জন্য কিছু (কারণ) রয়েছে, যা এর পূর্বে হয়ে থাকে। আযান ও ইকামত ও সালাতের দিকে আহবানকারী 'কারণ' হিসাবে বিবেচিত। আর এটা সমস্ত সালাতের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

আমরা জুমু'আ (এর সালাত)কে দেখছি। এর পূর্বে খুত্বা হয়ে থাকে, যা আবশ্যক। তাই সালাত খুত্বাকেও অন্তর্ভুক্ত করে। অতএব কোন ব্যক্তি খুত্বা ব্যতীত জুমু'আ (এর সালাত) আদায় করলে তার সালাত বাতিল হয়ে যাবে। যতক্ষণ না সালাতের পূর্বে খুত্বা পাওয়া যায়। আমরা দেখছি যে, খতীব ব্যতীত অন্য ব্যক্তি ইমাম হওয়া আবশ্যক নয়। যেহেতু এ দু'টির (খুত্বা ও সালাত) প্রত্যেকটি অপরটিকে অন্তর্ভুক্ত করে। সুতরাং যখন এ দু'টি হওয়া আবশ্যক, তাহলে উভয়টিকে কায়েম করার জন্য একই ব্যক্তি শ্রেয়।

আমরা দেখছি যে, ইকামতকেও সালাতের 'কারণ' সাব্যস্ত করা হয়েছে। আর এ ব্যাপারে তাঁদের (ফকীহ) 'ইজমা' (ঐকমত্য) রয়েছে যে, ইমাম ব্যতীত অন্য ব্যক্তিও এটাকে কায়েম করতে পারে, এতে কোনরূপ অসুবিধা নেই। তাই যেভাবে এটাকে ইমাম ব্যতীত অন্য ব্যক্তি কায়েম করবে অথচ এটা আযান অপেক্ষা সালাতের অধিক নিকটবর্তী। সুতরাং এতে কোন অসুবিধা নেই যে, মুআয্যিন ব্যতীত অন্য ব্যক্তি এর দায়িত্ব বহন করবে। এটাই হচ্ছে যুক্তি এবং ইমাম আবূ হানীফা (র), ইমাম আবূ ইউসুফ (র) ও মুহাম্মদ ইবনুল হাসান (র)-এর এটাই অভিমত।

٦- بَابُ مَا يَسْتَحِبُّ لِلرَّجُلِ اَنْ يَقُوْلَهُ اِذَا سَمِعَ الْاَذَانَ

৬. অনুচ্ছেদ ঃ আযান শুনে যা বলা মুসতাহাব

٨٠٤- حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ اَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ مَالِكٌ وَيُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيْدِ اللَّيْثِىِّ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِىِّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اِذَا سَمِعْتُمُ الْمُؤَذِّنَ وَفِىْ حَدِيْثِ مَالِكٍ النِّدَاءَ فَقُوْلُوْا مِثْلَ مَا يَقُوْلُ وَفِىْ حَدِيْثِ مَالِكٍ مَا يَقُوْلُ الْمُؤَذِّنُ .

৮০৪. ইউনুস (র) ..... আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে বলতে শুনেছি ঃ তোমরা যখন মুআযযিনকে (আযান দিতে) শুনবে। মালিক (র)

এর হাদীসে اَلنِّدَاءُ-শব্দ এসেছে (অর্থাৎ যখন আযান শুনবে) তখন সে যা বলছে তোমরাও তা বলবে। মালিক (র) এর হাদীসে এসেছে ঃ মুআযযিন যা বলছে (তোমরাও তা বলবে)।

٨٠٥- حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ عَنْ يُوْنُسَ فَذَكَرَ مِثْلَهُ .

৮০৫. ইব্ন মারযূক (র)...... ইউনুস (র) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٨٠٦- حَدَّثَنَا رَبِيْعُ الْجِيْزِىُّ قَالَ ثَنَا اَبُوْ زُرْعَةَ قَالَ اَنَا حَيْوَةُ قَالَ اَنَا كَعْبُ بْنُ عَلْقَمَةَ اَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ جُبَيْرٍ مَوْلٰى نَافِعِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو الْقُرْشِيِّ يَقُوْلُ اَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ يَقُوْلُ اَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اِذَاسَمِعْتُمُ الْمُؤَذِّنَ فَقُوْلُوْا مِثْلَ مَا يَقُوْلُ ثُمَّ صَلُّوْا عَلَىَّ فَاِنَّهُ مَنْ صَلّٰى عَلَىَّ صَلٰوةً صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا ثُمَّ سَلُوْا اللّٰهَ تَعَالٰى لِىَ الْوَسِيْلَةَ فَاِنَّهَا مَنْزِلٌ فِى الْجَنَّةِ لاَ يَنْبَغِى لِاَحَدٍ اِلاَّ لِعَبْدٍ مِنْ عِبَادِ اللّٰهِ وَاَرْجُوْ اَنْ اَكُوْنَ اَنَا هُوَ فَمَنْ سَاَلَ اللّٰهَ لِىَ الْوَسِيْلَةَ حَلَّتْ لَهُ الشَّفَاعَةُ .

৮০৬. রবী' আল-জীযী (র) ..... আবদুল্লাহ্ ইব্ন আমর ইব্ন 'আস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে বলতে শুনেছেন ঃ "তোমরা যখন মুআয্যিন কে (আযান দিতে) শুনবে, তখন সে যা বলবে তোমরাও তা বলবে। তারপর আমার প্রতি দরূদ প্রেরণ করবে। কেননা যে ব্যক্তি আমার উপর (একবার) দরূদ পাঠ করে, আল্লাহ্ তা'আলা এজন্য তার উপর দশবার রহমত অবতীর্ণ করেন। এরপর আল্লাহ্ তা'আলার নিকট আমার জন্য 'ওয়াসীলা'র প্রার্থনা করবে, আর তা হচ্ছে জান্নাতের একটি মঞ্জিল (স্থান), যা আল্লাহ্র বান্দাদের মধ্যে একজন ব্যতীত আর কেউ এর যোগ্য হবে না। আমি আশা পোষণ করছি, সে বান্দা আমি-ই হব। সুতরাং যে ব্যক্তি আমার জন্য আল্লাহ্র নিকট 'ওয়াসীলা'র প্রার্থনা করবে তার জন্য (আমার) শাফায়াত বৈধ হয়ে যাবে।

٨٠٧- حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ دَاوُدَ وَاَحْمَدُ بْنُ دَاوُدَ قَالاَ حَدَّثَنَا اَبُوْ الْوَلِيْدِ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ اَبِىْ بِشْرٍ عَنْ اَبِى الْمَلِيْحِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ اُمِّ حَبِيْبَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ اِذَاسَمِعَ الْمُؤَذِّنَ يَقُوْلُ مِثْلَ مَا يَقُوْلُ حَتّٰى يَسْكُتَ .

৮০৭. ইব্ন মারযূক (র), ইব্ন আবী দাঊদ (র) ও আহমদ ইব্ন দাঊদ (র).... উম্মু হাবীবা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন মুআয্যিনকে (আযান দিতে) শুনতেন তখন মুআয্যিন যা বলত, তিনি তা-ই বলতেন, যতক্ষণ না চুপ হয়ে যেত।

٨٠٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الاَنْصَارِىُّ قَالَ حَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو اللَّيْثِىُّ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ كُنَّا عِنْدَ مُعَاوِيَةَ فَاَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ فَقَالَ

مُعَاوِيَةُ سَمِعْتُ النَّبِىَّ ﷺ يَقُوْلُ اِذَا سَمِعْتُمُ الْمُؤَذِّنَ يُؤَذِّنُ فَقُوْلُوْا مِثْلَ مَقَالَتِهِ اَوْ كَمَا قَالَ .

৮০৮. মুহাম্মদ ইব্‌ন খুযায়মা (র) ..... মুহাম্মদ ইব্‌ন আমর লায়সী (র) তাঁর পিতা-পিতামহ থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, একবার আমরা মু'আবিয়া (রা)-এর নিকট ছিলাম এবং মুআয্‌যিন আযান দিল। মু'আবিয়া (রা) বললেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে বলতে শুনেছি ঃ "যখন তোমরা মুআয্‌যিনকে (আযান দিতে) শুনবে তখন তার বাক্যের অনুরূপ, অথবা বলেছেন, যেরূপ সে বলবে তোমরাও তা বলবে"।

ইমাম তাহাবীর অভিমত

ইমাম আবূ জা'ফর তাহাবী (র) বলেন ঃ একদল আলিম এই সমস্ত হাদীসের মর্ম গ্রহণ করেছেন এবং তাঁরা বলেছেন আযান শ্রবণকারীর জন্য উচিত সেও অনুরূপ বলবে, যেভাবে মুআয্‌যিন বলে, যতক্ষণ না আযান শেষ করে।

পক্ষান্তরে এ বিষয়ে অপরাপর আলিমগণ তাদের বিরোধিতা করে বলেছেন, তার জন্য حَىَّ عَلَى الصَّلٰوةِ - حَىَّ عَلَى الْفَلاَحِ বলার কোন অর্থ নেই। যেহেতু মুআয্‌যিন তা এজন্য বলে যে, সে ওই (বাক্য) দ্বারা লোকদেরকে সালাত এবং সফলতার দিকে আহবান করে। এবং শ্রবণকারী তো এই বাক্যগুলো লোকদেরকে আহবান করার নিমিত্ত বলে না, বরং সে যিকর হিসাবে তা বলে, আর এটা যিকরের শব্দের অন্তর্ভুক্ত নয়। সুতরাং তার জন্য এর স্থলে সেই সমস্ত শব্দাবলী নির্ধারণ করা শ্রেয়, যা নবী ﷺ থেকে অপরাপর হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। এবং তা হচ্ছে ঃ لاَحَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ اِلاَّ بِاللّٰهِ

এ বিষয়ে তাদের দলীল হল, সম্ভবত তাঁর উক্তি, "মুআয্‌যিনের অনুরূপ তোমরা বল, যতক্ষণ না সে চুপ হয়ে যায়"-এর মর্ম হচ্ছে, তার অনুরূপ বল, যা সে আযানের শুরুতে তাকবীর ঃ اَللّٰهُ اَكْبَرُ এবং শাহাদত اَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ বলেছে। অবশেষে সে চুপ হয়ে যায়। তার অনুরূপ বলার দ্বারা তাকবীর এবং শাহাদত-ই বুঝানো হয়েছে। আবূ হুরায়রা (রা)-এর হাদীসে এ উদ্দেশ্যের কথাই স্পষ্টভাবে বিবৃত হয়েছে ঃ

٨٠٩- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُحَمَّدٍ الشَّافِعِىُّ قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ رُجَاءٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ اِسْحَاقَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ح وَحَدَّثَنَا اَحْمَدُ قَالَ ثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ ثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اِسْحَاقَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اِذَا تَشَهَّدَ الْمُؤَذِّنُ فَقُوْلُوْا مِثْلَ مَا يَقُوْلُ .

৮০৯. আহমদ ইব্‌ন দাউদ (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেছেন ঃ যখন মুআয্‌যিন শাহাদাত (এর বাক্যগুলো) বলবে তখন মুআয্‌যিন যা বলছে তোমরাও তা বলবে।

নবী ﷺ থেকে হাদীসে যা বর্ণিত আছে যে, সে সময় لَاحَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ اِلاَّ بِاللّٰهِ বলা হবে এবং তা বলার জন্য যে উৎসাহ দিয়েছেন, তা নিম্নরূপ ঃ

٨١٠– حَدَّثَنَا اِبْنُ اَبِىْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا اِسْحَاقُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْفَرْوِىُّ قَالَ ثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ غَزِيَّةَ عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ فَقَالَ اَحَدُكُمْ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ ثُمَّ قَالَ اَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ فَقَالَ اَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ ثُمَّ قَالَ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ فَقَالَ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ ثُمَّ قَالَ حَىَّ عَلَى الصَّلٰوةِ فَقَالَ لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ اِلاَّ بِاللّٰهِ ثُمَّ قَالَ حَىَّ عَلَى الْفَلاَحِ فَقَالَ لاَحَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ اِلاَّ بِاللّٰهِ ثُمَّ قَالَ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ فَقَالَ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ ثُمَّ قَالَ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ فَقَالَ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ مِنْ قَلْبِهِ دَخَلَ الْجَنَّةَ .

৮১০. ইব্ন আবী দাঊদ (র) ..... উমার ইব্ন খাত্তাব (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যখন মুআয্যিন বলবে ঃ اَللّٰهُ اَكْبَرُ ـ اَللّٰهُ اَكْبَرُ তখন তোমাদের কেউ (উত্তরে) বলবে ঃ اَللّٰهُ اَكْبَرُ ـ اَللّٰهُ اَكْبَرُ এর পর মুআয্যিন যখন বলবে ঃ اَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ তখন সে বলবে اَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ মুআয্যিন যখন বলবে ঃ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ সে বলবে ঃ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ মুআয্যিন বলবে حَىَّ عَلَى الصَّلٰوةِ সে বলবে ঃ لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ اِلاَّ بِاللّٰهِ যখন মুআয্যিন বলবে ঃ حَىَّ عَلَى الْفَلاَحِ সে বলবে ঃ لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ اِلاَّ بِاللّٰهِ এর পর যখন মুআয্যিন বলবে ঃ اَللّٰهُ اَكْبَرُ ـ اَللّٰهُ اَكْبَرُ সে বলবে ঃ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ যখন মুআয্যিন বলবে ঃ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ সে বলবে ঃ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ যে ব্যক্তি অন্তরে দৃঢ় বিশ্বাসের সাথে তা বলবে (আযানের অনুরূপ জবাব দিবে) সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।

٨١١– حَدَّثَنَا اِبْنُ اَبِىْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا سَعِيْدُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ شَرِيْكٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ عَلِىِّ بْنِ حُسَيْنٍ عَنْ اَبِىْ رَافِعٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا سَمِعَ الْمُؤَذِّنَ فَقَالَ مِثْلَ مَا قَالَ وَاِذَا قَالَ حَىَّ عَلَى الصَّلٰوةِ حَىَّ عَلَى الْفَلاَحِ قَالَ لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ اِلاَّ بِاللّٰهِ .

৮১১. ইব্ন আবী দাঊদ (র) ..... আবূ রাফি' (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন মুআয্যিনকে (আযান দিতে) শুনতেন, তখন সে যা বলত তিনিও তা-ই বলতেন। মুআয্যিন যখন حَىَّ عَلَى الصَّلٰوةِ حَىَّ عَلَى الْفَلاَحِ বলত, তখন তিনি لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ اِلاَّ بِاللّٰهِ বলতেন।

٨١٢- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا هِشَامُ بْنُ اَبِى عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ يَحْيَى بْنِ اَبِىْ كَثِيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ الْقُرْشِيِّ عَنْ عِيْسَى بْنِ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ قَالَ كُنَّا عِنْدَ مُعَاوِيَةَ بْنِ اَبِىْ سُفْيَانَ فَاَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ فَقَالَ مُعَاوِيَةُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ فَقَالَ اَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ فَقَالَ مُعَاوِيَةُ اَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ فَقَالَ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ فَقَالَ مُعَاوِيَةُ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ حَتّٰى بَلَغَ حَيَّ عَلَى الصَّلٰوةِ حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ فَقَالَ لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ اِلاَّ بِاللّٰهِ قَالَ يَحْيَى وَحَدَّثَنِىْ رَجُلٌ اَنَّ مُعَاوِيَةَ لَمَّا قَالَ ذٰلِكَ قَالَ هٰكَذَا سَمِعْنَا نَبِيَّكُمْ ﷺ يَقُوْلُ.

৮১২. আবূ বাকরা (র) ..... ঈসা ইব্ন তালহা ইব্ন উবায়দুল্লাহ্ (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, একবার আমরা মু'আবিয়া ইব্ন আবী সুফইয়ান (রা) এর নিকট ছিলাম। মুআয্যিন আযান দিতে গিয়ে বললেন ঃ اَللّٰهُ اَكْبَرُ ـ اَللّٰهُ اَكْبَرُ মু'আবিয়া (রা) বললেন ঃ اَللّٰهُ اَكْبَرُ ـ اَللّٰهُ اَكْبَرُ মুআয্যিন বললেন ঃ اَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ মু'আবিয়া (রা) বললেন ঃ اَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ মুআয্যিন বললেন ঃ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ মু'আবিয়া (রা) বললেন ঃ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ অবশেষে মু'আয্যিন حَيَّ عَلَى الصَّلٰوةِ حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ পর্যন্ত পৌঁছলে তিনি বললেন ঃ لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ اِلاَّ بِاللّٰهِ ইয়াহইয়া (র) বলেন, আমাকে জনৈক ব্যক্তি বর্ণনা করল যে, মু'আবিয়া (রা) যখন এই বাক্যগুলো বললেন, তখন তিনি বললেন ঃ তোমাদের নবী ﷺকে অনুরূপ বলতে শুনেছি।

٨١٣- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا سَعِيْدُ بْنُ عَامِرٍ قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ اَنَّ مُعَاوِيَةَ قَالَ مِثْلَ ذٰلِكَ ثُمَّ قَالَ هٰكَذَا قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ .

৮১৩. আবূ বাকরা (র) ..... মুহাম্মদ ইব্ন আমর (র) তাঁর পিতা-পিতামহ (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, মু'আবিয়া (রা) অনুরূপ বলেছেন। তারপর তিনি বলেছেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ অনুরূপ বলেছেন।

٨١٤- حَدَّثَنَا يُوْنُسُ بْنُ عَبْدِ الْاَعْلٰى قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ اَيْضًا يَعْنِىْ دَاوُدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَلْقَمَةَ قَالَ كُنْتُ جَالِسًا اِلٰى جَنْبِ مُعَاوِيَةَ فَذَكَرَ مِثْلَهُ ثُمَّ قَالَ مُعَاوِيَةُ هٰكَذَا سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ .

৮১৪. ইউনুস ইব্ন আবদুল আ'লা (র) ..... আবদুল্লাহ্ ইব্ন আলকামা (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি একবার মু'আবিয়া (রা)-এর পাশে বসা ছিলাম। তার পর তিনি অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। এর পর মু'আবিয়া (রা) বলেছেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে অনুরূপ বলতে শুনেছি।

٨١٥- حَدَّثَنَا اَبُوْ بِشْرٍ الرَّقِّيُّ قَالَ ثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ عَمْرُو بْنُ يَحْيَى الْاَنْصَارِيُّ اَنَّ عِيْسَى بْنَ مُحَمَّدٍ اَخْبَرَهُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ وَقَّاصٍ فَذَكَرَ نَحْوَهُ .

৮১৫. আবূ বিশর রকী (র) ..... আবদুল্লাহ্ ইব্ন ওয়াক্কাস (রা) থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে এটাও বর্ণিত আছে যে, তিনি আযানের সময় এ শব্দমালা বলতেন এবং তা বলার নির্দেশ দিতেন ঃ

٨١٦- حَدَّثَنَا الرَّبِيْعُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمُؤَذِّنُ قَالَ ثَنَا شُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثِ قَالَ ثَنَا اللَّيْثُ عَنِ الْحَكِيْمِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ اَبِيْ وَقَّاصٍ عَنْ سَعْدٍ عَنْ رَّسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَنَّهُ قَالَ مَنْ قَالَ حِيْنَ يَسْمَعُ الْمُؤَذِّنَ وَاَنَا اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَاشَرِيْكَ لَهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ رَضِيْتُ بِاللّٰهِ رَبًّا وَّبِالْاِسْلَامِ دِيْنًا غُفِرَ لَهُ ذَنْبُهُ .

৮১৬. রবী' ইব্ন সুলায়মানুল মুআয্যিন (র) ..... সা'দ (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, যে ব্যক্তি মুআয্যিনকে (আযান দিতে) শুনে বলবে ঃ

وَاَنَا اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَاشَرِيْكَ لَهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ رَضِيْتُ بِاللّٰهِ رَبًّا وَّبِالْاِسْلَامِ دِيْنًا ـ

"আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ্ ব্যতীত আর কোন ইলাহ নেই এবং তিনি এক, তাঁর কোন শরীক নেই, মুহাম্মদ ﷺ তাঁর বান্দা ও রাসূল। আমি স্বতস্ফূর্তভাবে আল্লাহ্কে রব, ইসলামকে আমার দীন মেনে নিয়েছি।" তার সকল গুনাহ মাফ করে দেয়া হবে।

٨١٧- حَدَّثَنَا يُوْنُسُ بْنُ عَبْدِ الْاَعْلٰى قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ قَالَ ثَنَا اللَّيْثُ فَذَكَرَ بِاِسْنَادِهِ مِثْلَهُ .

৮১৭. ইউনুস ইব্ন আবদিল আ'লা (র) ..... লায়স (র) থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

٨١٨- حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْفَرَجِ قَالَ ثَنَا سَعِيْدُ بْنُ كَثِيْرِ بْنِ عُفَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ يَحْيَى بْنُ اَيُّوْبَ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ الْمُغِيْرَةِ عَنِ الْحَكِيْمِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ قَيْسٍ فَذَكَرَ مِثْلَهُ بِاِسْنَادِهِ وَزَادَ اَنَّهُ قَالَ مَنْ قَالَ حِيْنَ يَسْمَعُ الْمُؤَذِّنَ يَتَشَهَّدُ .

৮১৮. রাওহ ইব্নুল ফারাজ (র) ..... হাকীম ইব্ন আবদিল্লাহ্ ইব্ন কায়স (র) থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন। তাঁর রিওয়ায়াতে এ শব্দগুলো অতিরিক্ত আছে ঃ "যে ব্যক্তি মুআয্যিনকে শুনে শাহাদত এর বাক্যগুলো বলবে"।

٨١٩– حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ النُّعْمَانِ السَّقَطِيُّ قَالَ ثَنَا يَحْيَ بْنُ يَحْيَ النَّيْسَابُوْرِيُّ قَالَ ثَنَا اَبُوْ عُمَرَ الْبَزَّارُ عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَقُوْلُ اِذَا سَمِعَ النِّدَاءَ فَيُكَبِّرُ الْمُنَادِيْ فَيُكَبِّرُ ثُمَّ يَشْهَدُ اَنْ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ فَيَشْهَدُ عَلٰى ذٰلِكَ ثُمَّ يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ اَعْطِ مُحَمَّدًا الْوَسِيْلَةَ وَاجْعَلْ فِيْ عِلِّيِّيْنَ دَرَجَتَهُ وَفِي الْمُصْطَفِيْنَ مَحَبَّتَهُ وَفِي الْمُقَرَّبِيْنَ دَارَهُ اِلاَّ وَجَبَتْ لَهُ شَفَاعَةُ النَّبِيِّ ﷺ يَوْمَ الْقِيَامَةِ .

৮১৯. মুহাম্মদ ইব্‌ন নো'মান সাকাতী (র) ..... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসঊদ (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যে কোন মুসলিম আযানদাতার আযান শুনে তাকবীরের (উত্তরে) তাকবীর বলবে, মুআয্‌যিন اَشْهَدُ اَنْ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ বললে এরই মাধ্যমে উত্তর দিবে। তারপর বলবে ঃ

اَللّٰهُمَّ اَعْطِ مُحَمَّدًا الْوَسِيْلَةَ وَاجْعَلْ فِيْ عِلِّيِّيْنَ دَرَجَتَهُ وَفِي الْمُصْطَفِيْنَ مَحَبَّتَهُ وَفِي الْمُقَرَّبِيْنَ دَارَهُ -

"হে আল্লাহ্! মুহাম্মদ ﷺ কে ওসীলা দান কর, তাঁর মর্যাদা ইল্লিয়্যীন-এ নির্ধারণ কর, মনোনীত লোকদের মধ্যে তাকে ভালবাসা দান কর, নৈকট্যশীলদের মধ্যে তাঁর আবাস নির্ধারণ কর" তাহলে ওই ব্যক্তির জন্য কিয়ামতের দিন নবী ﷺ-এর শাফায়াত (সুপারিশ) ওয়াজিব হয়ে যাবে।

٨٢٠– حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَمْرٍو الدِّمَشْقِيُّ قَالَ ثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَيَّاشٍ قَالَ ثَنَا شُعَيْبُ بْنُ اَبِيْ حَمْزَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَاسَمِعَ الْمُؤَذِّنَ قَالَ اَللّٰهُمَّ رَبَّ هٰذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلٰوةِ الْقَائِمَةِ اَعْطِ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا الْوَسِيْلَةَ وَابْعَثْهُ الْمَقَامَ الْمَحْمُوْدَ الَّذِيْ وَعَدْتَّهُ .

৮২০. আবদুর রহমান ইব্‌ন আমর দামেশকী (র) ..... জাবির ইব্‌ন আবদিল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন মুআয্‌যিনের (আযান) শুনতেন তখন নিম্নোক্ত দু'আ পড়তেন ঃ

اَللّٰهُمَّ رَبَّ هٰذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلٰوةِ الْقَائِمَةِ اَعْطِ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا الْوَسِيْلَةَ وَابْعَثْهُ الْمَقَامَ الْمَحْمُوْدَ الَّذِيْ وَعَدْتَّهُ -

"হে আল্লাহ্! এই পূর্ণাঙ্গ আহ্বান ও শাশ্বত সালাতের তুমিই প্রভু। সায়্যিদুনা (আমাদের মহান সরদার) হযরত মুহাম্মদ ﷺ -কে 'ওসীলা' (জান্নাতের সর্বোত্তম মর্যাদা) দান করুন। তাঁকে তোমার ওয়াদাকৃত মাক্কামে মাহমূদে (শাফাআতের সর্বোচ্চ প্রশংসিত মাকামে) অধিষ্ঠিত কর"।

٨٢١- حَدَّثَنَا فَهْدُ قَالَ ثَنَا اَبُوْ نَعِيمٍ الطَّحَّانُ قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اِسْحَاقَ عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ اَبِى بَكْرٍ عَنْ اُمِّهَا قَالَتْ عَلَّمَتْنِى اُمُّ سَلَمَةَ وَقَالَتْ عَلَّمَنِى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ يَااُمَّ سَلَمَةَ اِذَا كَانَ عِنْدَ اَذَانِ الْمَغْرِبِ فَقُوْلِىْ اَللّٰهُمَّ هٰذَا عِنْدَ اِسْتِقْبَالِ لَيْلِكَ وَاسْتِدْبَارِ نَهَارِكَ وَاَصْوَاتِ دُعَاتِكَ وَحُضُوْرِ صَلَاتِكَ اِغْفِرْلِىْ .

৮২১. ফাহাদ (র) ..... হাফসা বিন্‌ত আবী বাকর মাতা থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমাকে উম্মু সালামা (রা) শিক্ষা দিয়েছেন, তিনি বলেছেন, আমাকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ শিক্ষা দিয়েছেন, তিনি বলেছেন ঃ হে উম্মু সালামা! যখন মাগরিবের আযানের সময় হবে তখন (এ বাক্যগুলো) বল ঃ

اَللّٰهُمَّ هٰذَا عِنْدَ اِسْتِقْبَالِ لَيْلِكَ وَاسْتِدْبَارِ نَهَارِكَ وَاَصْوَاتِ دُعَاتِكَ وَحُضُوْرِ صَلَاتِكَ اِغْفِرْلِىْ -

"হে আল্লাহ্! তোমার (নির্দেশে) রাতের আগমন, দিনের পৃষ্ঠপ্রদর্শন, তোমার দিকে আহবানকারীদের ধ্বনিসমূহ এবং তোমার সালাতের উপস্থিতদের সময়, আমাকে ক্ষমা কর।"

এই সমস্ত হাদীস দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, আযানের সময় যা কিছু বলা হয় তা দ্বারা তিনি যিকর উদ্দেশ্য নিয়েছেন। সুতরাং حَىَّ عَلَى الصَّلٰوةِ حَىَّ عَلَى الْفَلَاحِ ব্যতীত সমস্ত আযান (আল্লাহ্‌র) যিকর। আর এ দু'টি হচ্ছে আহবান। তাই আযানের মধ্যে যা যিকর হিসাবে বিবেচিত শ্রবণকারীরও সেই সমস্ত শব্দাবলী বলা বাঞ্ছনীয় এবং তাতে যে বাক্য সালাতের দিকে আহবানকারী হিসাবে বিবেচিত এর স্থলে অন্য যিকরের (শব্দ পড়া) আফযাল ও উত্তম হবে।

একদল আলিম বলেছেন যে, "তোমরা যখন মুআয্‌যিন যা বলছে তোমরাও তা বলবে" রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর এ উক্তি দ্বারা ওয়াজিব (আবশ্যক) হওয়াই বুঝানো হয়েছে। পক্ষান্তরে এ বিষয়ে অপরাপর আলিমগণ তাদের বিরোধিতা করে বলেছেন যে, এটা মুস্তাহাব, ওয়াজিব নয়। এ বিষয়ে তাঁদের দলীল হল নিম্নরূপ ঃ

٨٢٢- حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُعَاذِ بْنِ مُعَاذٍ قَالَ ثَنَا اَبِىْ قَالَ ثَنَا سَعِيْدُ بْنُ اَبِى عَرُوْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَبِى الْاَحْوَصِ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِى بَعْضِ اَسْفَارِهِ فَسَمِعَ مُنَادِيًا وَّهُوَ يَقُوْلُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلَى الْفِطْرَةِ فَقَالَ اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ خَرَجَ مِنَ النَّارِ قَالَ فَابْتَدَرْنَاهُ فَاِذَا هُوَ صَاحِبُ مَاشِيَةٍ اَدْرَكَتْهُ الصَّلٰوةُ فَنَادٰى بِهَا .

৮২২. ইব্‌ন আবী দাঊদ (র) ..... আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, একবার আমরা নবী ﷺ এর সঙ্গে কোন এক সফরে ছিলাম। তিনি মুআয্‌যিনকে اَللّٰهُ اَكْبَرُ ـ اَللّٰهُ اَكْبَرُ বলতে শুনেছেন। এতে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ সে ফিতরতের (ইসলামের) উপর রয়েছে। সে যখন বলল ঃ اَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ সে জাহান্নাম থেকে বের হয়ে গিয়েছে। আমরা অত্যন্ত দ্রুত তার দিকে তাকালাম, দেখলাম সে একজন উটের রাখাল, তার সালাতের সময় হয়েছে, তাই সে এর জন্য আযান দিয়েছে। বস্তুত এখানে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মুআয্‌যিনকে আযান দিতে শুনেছেন। কিন্তু তিনি মুআয্‌যিন যা বলেছে (উত্তরে) অন্য বাক্য বলেছেন। এতে বুঝা যাচ্ছে, তাঁর বাণী ঃ "তোমারা যখন মুআয্‌যিনের আযানের আওয়ায শুনবে, তখন মুআয্‌যিন যা বলছে তোমরাও তা বলবে"-এর দ্বারা 'ওয়াজিব' উদ্দেশ্য নয়, বরং মুস্তাহাব, কল্যাণ ও ফযীলত অর্জন করা উদ্দেশ্য, যেমনিভাবে তিনি (সা) লোকদেরকে সালাত ইত্যাদির পরে দু'আ সমূহ শিক্ষা দিয়েছেন এবং তা বলার নির্দেশ দিয়েছে।

٧- بَابُ مَوَاقِيْتِ الصَّلٰوةِ

৭. অনুচ্ছেদ ঃ সালাতের ওয়াক্ত

٨٢٣- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ اِسْمَاعِيْلَ قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِى رَبِيْعَةَ عَنْ حَكِيْمِ بْنِ حَكِيْمِ بْنِ عَبَّادِ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَحَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ اَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ يَحْىَ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْحَارِثِ الْمَخْزُوْمِىِّ عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَحَدَّثَنَا رَبِيْعُ الْمُؤَذِّنُ قَالَ ثَنَا اَسَدٌ قَالَ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ اَبِى الزِّنَادِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عَيَّاشِ بْنِ اَبِىْ رَبِيْعَةَ عَنْ حَكِيْمِ بْنِ حَكِيْمٍ عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَمَّنِىْ جِبْرَائِيْلُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ مَرَّتَيْنِ عِنْدَ بَابِ الْبَيْتِ فَصَلّٰى بِىَ الظُّهْرَ حِيْنَ مَالَتِ الشَّمْسُ وَصَلّٰى بِىَ الْعَصْرَ حِيْنَ صَارَ ظِلُّ كُلِّ شَىْءٍ مِثْلَهُ وَصَلّٰى بِىَ الْمَغْرِبَ حِيْنَ اَفْطَرَ الصَّائِمُ وَصَلّٰى بِىَ الْعِشَاءَ حِيْنَ غَابَ الشَّفَقُ وَصَلّٰى بِىَ الْفَجْرَ حِيْنَ حَرُمَ الطَّعَامُ وَالشَّرَابُ عَلَى الصَّائِمِ وَصَلّٰى بِىَ الظُّهْرَ مِنَ الْغَدِ حِيْنَ صَارَ ظِلُّ كُلِّ شَىْءٍ مِثْلَهُ وَصَلّٰى بِىَ الْعَصْرَ حِيْنَ صَارَ ظِلُّ كُلِّ شَىْءٍ مِثْلَيْهِ وَصَلّٰى بِىَ الْمَغْرِبَ حِيْنَ اَفْطَرَ الصَّائِمُ وَصَلّٰى بِىَ الْعِشَاءَ حِيْنَ مَضٰى ثُلُثُ اللَّيْلِ وَصَلّٰى بِىَ الْغَدَاةَ عِنْدَ مَا اَسْفَرَ ثُمَّ الْتَفَتَ اِلَىَّ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ الْوَقْتُ فِيْمَا بَيْنَ هٰذَيْنِ الْوَقْتَيْنِ هٰذَا وَقْتُ الْاَنْبِيَاءِ مِنْ قَبْلِكَ .

৮২৩. আবূ বাক্‌রা (র) .... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ জিবরাঈল (আ) বায়তুল্লাহ্‌র দরজার কাছে দুই দিন আমার ইমামত করেছেন। আমাকে যুহরের সালাত পড়িয়েছেন যখন সূর্য ঢলে পড়লো। আসরের সালাত পড়িয়েছেন যখন প্রত্যেক বস্তুর ছায়া তার সম পরিমাণ হয়ে পড়েছিল ঃ মাগরিবের সালাত পড়িয়েছেন যখন রোযাদার ইফতার করে, ইশার সালাত পড়িয়েছেন যখন 'শাফাক' বা সূর্যাস্তের পর শেষ লালিমার পরবর্তী শুভ্রতা মিলিয়ে যায়, ফজরের সালাত পড়িয়েছেন যখন রোযাদারের জন্য পানাহার হারাম হয়ে যায়।

তিনি দ্বিতীয় দিন আমাকে যুহরের সালাত পড়িয়েছেন যখন প্রতিটি বস্তুর ছায়া তার সমপরিমাণ হয়ে পড়লো; আসরের সালাত পড়িয়েছেন যখন প্রতিটি বস্তুর ছায়া তার দ্বিগুণ হয়ে গিয়েছিল, মাগরিবের সালাত পড়িয়েছেন যখন রোযাদার ইফতার করে; ইশার সালাত পড়িয়েছেন যখন রাত্রির তিনভাগের এক ভাগ অতিক্রান্ত হল; এরপর ফজরের সালাত পড়িয়েছেন যখন তা ভালভাবে ফর্সা হয়ে গেল।

তারপর তিনি (জিবরীল আ) আমার দিকে ফিরে বললেন ঃ হে মুহাম্মদ ﷺ ! এ দু'য়ের মাঝের ওয়াক্তই হল (সালাতের) ওয়াক্ত। এ হল আপনার পূর্ববর্তী নবীগণের সালাতের ওয়াক্ত।

٨٢٤– حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِى دَاوُدَ قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ لَهِيْعَةَ قَالَ ثَنَا بُكَيْرُ بْنُ الْاَشَجِّ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ سَعِيْدِ بْنِ سُوَيْدٍ السَّاعِدِيِّ سَمِعَ اَبَا سَعِيْدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَمَّنِىْ جِبْرَائِيْلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِى الصَّلٰوةِ فَصَلَّى الظُّهْرَ حِيْنَ زَاغَتِ الشَّمْسُ وَصَلَّى الْعَصْرَ حِيْنَ قَامَتْ قَائِمَةٌ وَّصَلَّى الْمَغْرِبَ حِيْنَ غَابَتِ الشَّمْسُ وَصَلَّى الْعِشَاءَ حِيْنَ غَابَ الشَّفَقُ وَصَلَّى الصُّبْحَ حِيْنَ طَلَعَ الْفَجْرُ ثُمَّ اَمَّنِىْ فِى الْيَوْمِ الثَّانِى فَصَلَّى الظُّهْرَ وَفَىْءُ كُلِّ شَىْءٍ مِثْلَهُ وَصَلَّى الْعَصْرَ وَالْفَىْءُ قَامَتَانِ وَصَلَّى الْمَغْرِبَ حِيْنَ غَابَتِ الشَّمْسُ وَصَلَّى الْعِشَاءَ الْاٰخِرَةَ اِلٰى ثُلُثِ اللَّيْلِ الْاَوَّلِ وَصَلَّى الصُّبْحَ حِيْنَ كَادَتِ الشَّمْسُ اَنْ تَطْلُعَ ثُمَّ قَالَ الصَّلٰوةُ فِيْمَا بَيْنَ هٰذَيْنِ الْوَقْتَيْنِ .

৮২৪. ইব্‌ন আবী দাঊদ (র)...... আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ জিবরাঈল (আ) আমার সালাতে ইমামত করেছেন। তিনি যুহরের সালাত আদায় করেছেন যখন সূর্য ঢলে পড়েছিল, আসরের সালাত আদায় করেছেন যখন পর্যন্ত সূর্য খাড়া ছিল; মাগরিবের সালাত আদায় করেছেন যখন সূর্য ডুবে যায়; ইশা'র সালাত আদায় করেছেন যখন 'শাফাক' বা সূর্য অস্তমিত হওয়ার পর শেষ লালিমার পরবর্তী শুভ্রতা মিলিয়ে যায়; ফজরের সালাত আদায় করেছেন যখন ভোর হয়ে গিয়েছিল।

তারপর দ্বিতীয় দিন তিনি আমার ইমামত করেছেন। যুহরের সালাত আদায় করেছেন যখন প্রতিটি বস্তুর ছায়া তার সমপরিমাণ হয়, আসরের সালাত আদায় করেছেন যখন প্রতিটি বস্তুর ছায়া তার দ্বিগুণ হয়, মাগরিবের সালাত আদায় করেছেন যখন সূর্য ডুবে যায়; ইশার সালাত আদায় করেছেন

যখন রাত্রির প্রথম এক-তৃতীয়াংশ অতিক্রান্ত হল, ফজরের সালাত আদায় করেছেন যখন সূর্য উদয় হওয়ার উপক্রম হল। তারপর বললেন ঃ এ দু'য়ের মাঝের ওয়াক্তই হল (সালাতের) ওয়াক্ত।

٨٢٥- حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ قَالَ ثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوْسَى الشَّيْبَانِىُّ قَالَ مَحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ هٰذَا جِبْرَائِيْلُ يُعَلِّمُكُمْ اَمْرَ دِيْنِكُمْ ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ غَيْرَ اَنَّهُ قَالَ فِى الْعِشَاءِ الْاٰخِرَةِ وَصَلاَّهَا فِى الْيَوْمِ الثَّانِىْ حِيْنَ ذَهَبَتْ سَاعَةٌ مِّنَ اللَّيْلِ .

৮২৫. ইব্‌ন আবী দাঊদ (র)..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, ইনি হচ্ছেন, জিবরাঈল (আ) যিনি তোমাদেরকে তোমাদের দ্বীনের বিষয়ে শিক্ষা দেন। তারপর অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন। তবে তিনি ই'শার সালাতের ব্যাপারে বলেছেন ঃ তিনি দ্বিতীয় দিন তা আদায় করেছেন যখন রাতের কিছু অংশ অতিবাহিত হয়ে গিয়েছিল।

٨٢٦- حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا حَامِدُ بْنُ يَحْىٰ قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْحَارِثِ قَالَ ثَنَا ثَوْرُ بْنُ يَزِيْدَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوْسٰى عَنْ عَطَاءِ بْنِ اَبِىْ رِبَاحٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ سَأَلَ رَجُلٌ نَبِىَّ اللّٰهِ ﷺ عَنْ وَقْتِ الصَّلٰوةِ فَقَالَ صَلِّ مَعِىْ فَصَلّٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الصُّبْحَ حِيْنَ طَلَعَ الْفَجْرُ ثُمَّ صَلَّى الظُّهْرَ حِيْنَ زَاغَتِ الشَّمْسُ ثُمَّ صَلَّى الْعَصْرَ حِيْنَ كَانَ فَىْءُ الْاِنْسَانِ مِثْلَهُ ثُمَّ صَلَّى الْمَغْرِبَ حِيْنَ وَجَبَتِ الشَّمْسُ ثُمَّ صَلَّى الْمَغْرِبَ قَبْلَ غَيْبُوْبَةِ الشَّفَقِ ثُمَّ صَلَّى الْعِشَاءَ فَقَالَ بَعْضُهُمْ ثُلُثُ اللَّيْلِ وَقَالَ بَعْضُهُمْ شَطْرُ اللَّيْلِ .

৮২৬. ইব্‌ন আবী দাঊদ (র)..... জাবির ইব্‌ন আবদিল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, একবার এক ব্যক্তি নবী ﷺ কে সালাতের ওয়াক্ত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করল। তিনি বললেন, আমার সঙ্গে সালাত আদায় কর। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ফজরের সালাত আদায় করলেন যখন সুবহে সাদিকের উন্মেষ ঘটে। তারপর সূর্য হেলে পড়ার সাথে সাথে যুহরের সালাত আদায় করলেন। এরপর আসরের সালাত আদায় করলেন যখন মানুষের ছায়া তার সমপরিমাণ হল। তরপর মাগরিবের সালাত আদায় করলেন যখন সূর্য অস্তমিত হল। এরপর শাফাক অদৃশ্য হওয়ার পূর্বে ই'শার সালাত আদায় করলেন। তারপর ফজরের সালাত ফর্সা করে আদায় করলেন। তারপর (দ্বিতীয় দিন) যুহরের সালাত আদায় করলেন যখন মানুষের ছায়া তার সমপরিমাণ হল, আসরের সালাত আদায় করলেন যখন মানুষের ছায়া দ্বিগুণ হল; মাগরিবের সালাত 'শাফাক' অদৃশ্য হওয়ার পূর্বে আদায় করলেন। তারপর ই'শার সালাত এমন সময় আদায় করলেন যে কেউ কেউ বললেন ঃ রাতের এক তৃতীয়াংশ অতিবাহিত হওয়ার পর, আবার কেউ কেউ বলেন অর্ধেক রাতের পর (আদায় করেছেন)।

٨٢٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ ثَنَاحَجَّاجُ بْنُ الْمِنْهَالِ قَالَ ثَنَا هَمَّامُ قَالَ سَمِعْتُ عَطَاءَ بْنَ اَبِى رَبَاحٍ قَالَ حَدَّثَنِى رَجُلٌ مِّنْهُمْ اَنَّ رَجُلاً اَتَى النَّبِىَّ ﷺ فَسَأَلَهُ عَنْ مَوَاقِيْتِ الصَّلٰوةِ وَاَمَرَهُ اَنْ يَّشْهَدَالصَّلٰوةَ مَعَهُ فَصَلَّى الصُّبْحَ فَعَجَّلَ ثُمَّ صَلَّى الْعِشَاءَ فَعَجَّلَ ثُمَّ صَلَّى الصَّلَوَاتِ كُلِّهَا مِنَ الْغَدِ فَاَخَّرَ ثُمَّ قَالَ لِلرَّجُلِ مَا بَيْنَ صَلاَتِى فِى هٰذَيْنِ الْوَقْتَيْنِ وَقْتُ كُلِّهِ . .

৮২৭. মুহাম্মদ ইব্‌ন খুযায়মা (র)..... আতা ইব্‌ন আবী রিবাহ (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমাকে এক ব্যক্তি বর্ণনা করেছেন যে, একবার জনৈক ব্যক্তি নবী ﷺ-এর নিকট এসে সালাতের ওয়াক্ত সম্পর্কে জানতে চাইল। তিনি তাকে নিজের সঙ্গে সালাতে উপস্থিত থাকার নির্দেশ দিলেন। তিনি ফজরের সালাত জলদি আদায় করলেন, এরপর যুহরের সালাত আদায় করলেন, তখন জলদি করলেন; আসরের সালাতও জলদি আদায় করলেন; তারপর মাগরিবের সালাত জলদি আদায় করলেন; তারপর ই'শার সালাতও জলদি আদায় করলেন।

এরপর দ্বিতীয় দিন তিনি সমস্ত সালাত বিলম্বে আদায় করলেন। তারপর ওই ব্যক্তিকে বললেন ঃ আমাদের এ দু'য়ের মাঝের ওয়াক্তই হল সমস্ত সালাতের পূর্ণ ওয়াক্ত।

٨٢٨- حَدَّثَنَا فَهْدُ قَالَ ثَنَا اَبُوْ نُعَيْمٍ قَالَ ثَنَا بَدْرُ بْنُ عُثْمَانَ قَالَ حَدَّثَنِى اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِى مُوْسٰى عَنْ اَبِيْهِ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اَتَاهُ سَائِلُ فَسَأَلَهُ عَنْ مَوَاقِيْتِ الصَّلٰوةِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ شَيْئًا فَاَمَرَ بِلاَلاً فَاَقَامَ الْفَجْرَ حِيْنَ انْشَقَّ الْفَجْرُ وَالنَّاسُ لاَ يَكَادُ يَعْرِفُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا ثُمَّ اَمَرَهُ فَاَقَامَ الظُّهْرَحِيْنَ زَالَتِ الشَّمْسُ وَالْقَائِلُ يَقُوْلُ انْتَصَفَ النَّهَارُ اَولَمْ وَكَانَ اَعْلَمَ مِنْهُمْ ثُمَّ اَمَرَهُ فَاَقَامَ الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ ثُمَّ اَمَرَهُ فَاَقَامَ الْمَغْرِبَ حِيْنَ وَقَعَتِ الشَّمْسُ ثُمَّ اَمَرَهُ فَاَقَامَ الْعِشَاءَ حِيْنَ غَابَ الشَّفَقُ ثُمَّ اَخَّرَ الْفَجْرَ مِنَ الْغَدِ حَتّٰى كَانَ قَرِيْبًا مِّنَ الْعَصْرِ ثُمَّ اَمَرَهُ فَاَقَامَ الْعِشَاءَ حِيْنَ غَابَ الشَّفَقُ ثُمَّ اَخَّرَ الظُّهْرَحَتّٰى كَانَ ثُلُثُ اللَّيْلِ اْلاَوَّلِ ثُمَّ اَصْبَحَ فَدَعَا السَّائِلَ فَقَالَ الْوَقْتُ فِيْمَا بَيْنَ هٰذَيْنِ .

৮২৮. ফাহাদ (র)..... আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবী মূসা (র) তাঁর পিতা আবূ মূসা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, (একদা) এক ব্যক্তি তাঁর নিকট এসে সালাতের ওয়াক্ত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করল। তিনি তার কোন উত্তর না দিয়ে বিলাল (রা)কে সালাতের প্রস্তুতির জন্য আদেশ করলেন। তিনি প্রভাতের সময় ফজরের ইকামত বললেন। লোকেরা (তখন অন্ধকারের কারণে) একে অপরকে চিনতে পারছিল না। যখন সূর্য ঢলে পড়লো তখন তিনি বিলালকে নির্দেশ দিলেন এবং তিনি যুহরের ইকামত বললেন। কেউ বলছিলেন (এই মাত্র) দ্বিপ্রহর হল না হয়নি? অথচ

তিনি ﷺ তাদের চাইতে অধিক জ্ঞাত ছিলেন। পুনরায় তাঁকে আদেশ করলেন, এবং তিনি সূর্য ঊর্ধাকাশে থাকতেই আসরের ইকামত বললেন। পুনরায় তাঁকে আদেশ করলেন এবং তিনি সূর্য অস্তমিত হওয়ার পরই মাগরিবের ইকামত বললেন। এরপর তাঁকে আদেশ করলেন এবং 'শাফাক' অদৃশ্য হয়ে যাওয়ার পর ই'শার সালাতের ইকামত বললেন। পরদিন ফজরের সালাত এত বিলম্বে আদায় করলেন যে, সালাত শেষে প্রত্যাবর্তনের সময় কেউ (সন্দেহ করে) বললো, সূর্যোদয় হয়ে গেছে অথবা সূর্যোদয়ের উপক্রম হয়ে গেছে। পরে যুহরের সালাতকে এত বিলম্বে আদায় করলেন যে, আসরের সময়ের নিকটবর্তী হয়ে গিয়েছিল। এরপর আসরের সালাতকে এত বিলম্বে আদায় করলেন যে, প্রত্যাবর্তনের সময় (সন্দিহান হয়ে) কেউ বলল, সূর্য রক্তিম বর্ণ হয়ে গেছে। পুনরায় মাগরিবের সালাতকে এত বিলম্ব করে আদায় করলেন যে, 'শাফাক' অদৃশ্য হওয়ার উপক্রম হয়ে গিয়েছিল। তিনি ই'শার সালাতকে রাতের প্রথম এক তৃতীয়াংশ পর্যন্ত বিলম্ব করে আদায় করলেন। তারপর সকালে প্রশ্নকারীকে ডেকে বললেন ঃ এ দু'য়ের মাঝের ওয়াক্তই হল সালাতের ওয়াক্ত।

٨٢٩- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا مُوسٰى قَالَ ثَنَا اِسْمَاعِيلُ بْنُ سَالِمٍ قَالَ ثَنَا اِسْحَاقُ بْنُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيُّ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ اَنَّ رَجُلاً سَأَلَهُ عَنْ وَقْتِ الصَّلٰوةِ فَقَالَ صَلِّ مَعَنَا قَالَ فَلَمَّا زَالَتِ الشَّمْسُ اَمَرَ بِلاَلاً فَاَذَّنَ ثُمَّ اَمَرَهُ فَاَقَامَ الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ بَيْضَاءُ مُرْتَفِعَةٌ نَقِيَّةٌ ثُمَّ اَمَرَهُ فَاَقَامَ الْمَغْرِبَ حِيْنَ غَابَتِ الشَّمْسُ ثُمَّ اَمَرَهُ فَاَقَامَ الْعِشَاءَ حِيْنَ غَابَ الشَّفَقُ ثُمَّ اَمَرَهُ فَاَقَامَ الْفَجْرَ حِيْنَ طَلَعَ الْفَجْرُ فَلَمَّا كَانَ فِي الْيَوْمِ الثَّانِيْ اَمَرَهُ فَاَذَّنَ لِلظُّهْرِ فَاَبْرَدَ بِهَا فَاَنْعَمَ اَنْ يُّبْرِدَ بِهَا وَصَلَّى الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ اَخَّرَهَا فَوْقَ الَّذِيْ كَانَ وَصَلَّى الْمَغْرِبَ قَبْلَ اَنْ يَّغِيْبَ الشَّفَقُ وَصَلَّى الْعِشَاءَ بَعْدَ مَا ذَهَبَ ثُلُثُ اللَّيْلِ وَصَلَّى الْفَجْرَ فَاَسْفَرَ بِهَا ثُمَّ قَالَ اَيْنَ السَّائِلُ عَنْ وَقْتِ الصَّلٰوةِ فَقَالَ الرَّجُلُ اَنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَقَالَ وَقْتُ صَلاَتِكُمْ فِيْمَا بَيْنَ مَا رَأَيْتُمْ .

৮২৯. আহমদ ইব্‌ন দাঊদ (র)...... সুলায়মান ইব্‌ন্ বুরায়দা (র) তাঁর পিতা বুরায়দা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেন যে, একবার জনৈক ব্যক্তি তাঁকে সালাতের ওয়াক্ত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করল। তিনি বললেন, তুমি আমাদের সাথে সালাত আদায় কর। পরে তিনি সূর্য যখন ঢলে পড়লো বিলালকে আযানের নির্দেশ দিলেন। এরপর তাঁকে নির্দেশ দিলেন, তিনি আসরের সালাতের ইকামত বললেন আর সূর্য তখন ছিল ঊর্ধ্বাকাশে উজ্জ্বল ও স্বচ্ছ। পরে তাঁকে মাগরিবের নির্দেশ দিলেন যখন সূর্য অস্তমিত হল। তাঁকে ইশার নির্দেশ দিলেন, তিনি ইশার ইকামত বললেন, যখন 'শাফাক' অর্থাৎ দিগন্তের লালিমার পরবর্তী শুভ্রতা মিলিয়ে গেল। এরপর তাঁকে নির্দেশ দিলেন তিনি ফজরের ইকামত বললেন, যখন সুবহে সাদিকের উন্মেষ ঘটে গেল।

পরবর্তী দিন তিনি বিলালকে নির্দেশ দিলেন, তিনি যুহরের আযান দিলেন যখন সূর্যের প্রখর তেজ প্রশমিত ও খুবই শীতল হল। আসরের সালাত তখন আদায় করেছেন যখন সূর্য উর্ধ্বাকাশে ছিল, তবে

পূর্বদিনের অপেক্ষা বিলম্ব করেছেন। 'শাফাক' অদৃশ্য হয়ে যাওয়ার পূর্বে মাগরিবের সালাত আদায় করেছেন। রাতের এক তৃতীয়াংশ অতিক্রান্ত হয়ে যাওয়ার পর ইশার সালাত আদায় করেছেন। ফজরের সালাতকে ফর্সা করে আদায় করেন। তারপর বললেন ঃ সালাতের ওয়াক্ত সম্পর্কে জিজ্ঞাসাকারী ব্যক্তি কোথায়? ঐ ব্যক্তি বলল ঃ এই যে, আমি হে আল্লাহ্‌র রাসূল! তিনি বললেন ঃ তোমাদের সালাতের ওয়াক্ত এর উভয়ের মধ্যবর্তী সময়, যা তোমরা দেখেছ।

বিশ্লেষণ

বস্তুত এই সমস্ত রিওয়ায়াতে ফজরের সালাত সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে যা কিছু বর্ণিত আছে, এতে তাঁরা (ইমামগণ) মতভেদ করেননি যে, প্রথম দিন তিনি তা সুবহে সাদিকের উন্মেষ ঘটার পর আদায় করেছেন আর তা হচ্ছে এর প্রথম ওয়াক্ত। দ্বিতীয় দিন তা আদায় করেছেন যখন সূর্য উদয় হয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়ে গিয়েছিল। আর এতে মুসলমানদের ঐকমত্য রয়েছে যে, ফজরের সালাতের প্রথম ওয়াক্ত হল যখন সুবহে সাদিকের উন্মেষ ঘটে, আর তার শেষ ওয়াক্ত হল যখন সূর্য উদয় হয়।

পক্ষান্তরে যুহরের সালাতের ব্যাপারে তাঁর থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি তা আদায় করেছেন যখন সূর্য হেলে পড়েছিল এবং এতে মুসলমানদের ঐকমত্য রয়েছে যে, ওটা এর প্রথম ওয়াক্ত। কিন্তু এর শেষ ওয়াক্ত সম্পর্কে ইব্‌ন আব্বাস (রা), আবূ সাঈদ (রা), জাবির (রা) ও আবূ হুরায়রা (রা) তাঁর থেকে রিওয়ায়াত করেছেন যে, তিনি তা দ্বিতীয় দিন আদায় করেছেন, যখন প্রতিটি বস্তুর ছায়া তার সমপরিমাণ হল। এতে এ কথার সম্ভাবনা আছে যে, প্রতিটি বস্তুর ছায়া তার সমপরিমাণ হওয়ার পরও যুহরের ওয়াক্ত অবশিষ্ট থাকে। আবার একবারও সম্ভাবনা আছে যে, প্রতিটি বস্তুর ছায়া তার সমপরিমাণ হওয়ার নিকটবর্তী হয়ে গিয়েছিল। আর এটা অভিধানিকভাবে বৈধ। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

وَاِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ اَجَلَهُنَّ فَاَمْسِكُوْهُنَّ بِمَعْرُوْفٍ اَوْ سَرِّحُوْهُنَّ بِمَعْرُوْفٍ ٠

"যখন তোমরা স্ত্রীকে তালাক দাও এবং তারা ইদ্দত পূর্তির 'নিকটবর্তী' হয় তখন তোমরা হয় যথাবিধি তাদেরকে রেখে দিবে অথবা বিধিমত মুক্ত করে দিবে" (সূরা ২ ঃ ২৩১)।

বস্তুত এটা উদ্দেশ্য নয় যে, ইদ্দত পূর্তির পরে তাকে রেখে দেওয়া হবে বা মুক্ত করে দেওয়া হবে। যেহেতু সে ইদ্দত পূর্তির পরে পৃথক হয়ে গেছে এবং তাকে আটকে রাখা তার উপর হারাম করা হয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা বিষয়টি অন্যস্থানে এভাবে বর্ণনা করেছেন ঃ ইরশাদ করেন ঃ

وَاِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ اَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوْهُنَّ اَنْ يَّنْكِحْنَ اَزْوَاجَهُنَّ ٠

"তোমরা যখন স্ত্রীদেরকে তালাক দাও এবং তাদের ইদ্দতকাল পূর্ণ করে, (তারা যদি বিধিমত পরস্পর সম্মত হয়) তবে স্ত্রীগণ নিজেদের স্বামীদেরকে বিবাহ করতে চাইলে তোমরা তাদেরকে বাধা দিওনা" (সূরা ২ ঃ ২৩২)।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন যে, ইদ্দত পূর্ণ হওয়ার পর তাদের জন্য বিবাহ করা হালাল (বৈধ)। এতে সাব্যস্ত হল যে পূর্বোক্ত আয়াতে স্বামীদেরকে তাদের ব্যাপারে যা কিছু ইখতিয়ার প্রদান করা হয়েছে তা তখন যখন ইদ্দত পূর্ণ হওয়ার নিকটবর্তী হবে, পূর্ণ হওয়ার পরে নয়।

অনুরূপভাবে যা কিছু রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণিত আছে এবং আমরা উল্লেখ করেছি যে, তিনি ﷺ দ্বিতীয় দিন যুহরের সালাত আদায় করেছেন যখন প্রতিটি বস্তুর ছায়া তার সমপরিমাণ হল। এতে একথার সম্ভাবনা রয়েছে যে, প্রতিটি বস্তুর ছায়া তার সমপরিমাণ হয়ে যাওয়ার নিকটবর্তী হয়ে পড়েছিল সুতরাং ছায়া যখন তার সমপরিমাণ হয়ে যাবে তখন যুহরের ওয়াক্ত বের হয়ে যাবে (ওয়াক্ত থাকবে না)।

সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আমরা যা কিছু বর্ণনা করেছি এর দলীল হল নিম্নরূপ ঃ যারা নবী ﷺ থেকে এ বিষয়টি রিওয়ায়াত করেছেন, তারা সেই সমস্ত রিওয়ায়াতে এটাও বর্ণনা করেছেন যে, তিনি ﷺ প্রথম দিন আসরের সালাত তখন আদায় করেছেন, যখন প্রতিটি বস্তুর ছায়া তার সমপরিমাণ হয়ে গিয়েছিল। তারপর বলেছেন ঃ এ দু'য়ের মাঝে হল ওয়াক্ত। অতএব ঐ দু'য়ের মাঝে ওয়াক্ত হওয়াটা অসম্ভব ব্যাপার, যখন কিনা ওই দুই সালাতকে একই সময়ে আদায় করেছেন। কিন্তু আমাদের মতে এর সেই মর্ম প্রযোজ্য হবে (নিকটবর্তী হওয়া) যা আমরা উল্লেখ করেছি। আল্লাহই অধিক জ্ঞাত।

এর উপর আবূ মূসা (রা) এর হাদীসের বিষয়বস্তুও প্রমাণ বহন করে ঃ আর তা হল এই যে, তিনি তাঁর ﷺ দ্বিতীয় দিনের সালাতের ব্যাপারে খবর দিতে গিয়ে বলেছেন, তারপর তিনি যুহরের সালাতকে বিলম্বে আদায় করেছেন, যাতে আসরের নিকটবর্তী হয়ে গিয়েছিল। তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সেই (দ্বিতীয়) দিন এই সালাত আসরের ওয়াক্ত প্রবেশ হওয়ার নিকটবর্তী সময়ে আদায় করেছেন, আসরের ওয়াক্তে নয়। এতে সাব্যস্ত হল যে, যখন তাঁরা সকলে এই সমস্ত রিওয়ায়াতের মধ্যে ঐকমত্য পোষণ করেছেন যে, প্রতিটি বস্তুর ছায়া যখন তার সমপরিমাণ হয়ে যাবে (সমান হওয়ার পরে) তখন সেটা আসরের ওয়াক্ত হিসাবে বিবেচিত। তাহলে এটা যুহরের ওয়াক্ত হওয়া অসম্ভব ব্যাপার, যেহেতু তিনি ﷺ বলেছেন ঃ প্রত্যেক সালাতের ওয়াক্ত সেটা যা তাঁর দুই দিনের সালাতের মাঝে রয়েছে। এর স্বপক্ষে নিম্নোক্ত রিওয়ায়াতও প্রমাণ বহন করে ঃ

٨٣٠- حَدَّثَنَا رَبِيْعُ الْمُؤَذِّنُ قَالَ ثَنَا اَسَدُ قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ لِلصَّلٰوةِ اَوَّلاً وَاٰخِرًا وَاِنَّ اَوَّلَ وَقْتِ الظُّهْرِ حِيْنَ تَزُوْلُ الشَّمْسُ وَاِنَّ اٰخِرَ وَقْتِهَا حِيْنَ يَدْخُلُ وَقْتُ الْعَصْرِ .

৮৩০. রবী'উল মুআয্যিন (র)..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ সালাতের জন্য রয়েছে শুরু এবং শেষ। সূর্য হেলে পড়ার সাথে শুরু হয় যুহরের ওয়াক্ত আর তা শেষ হয় আসরের ওয়াক্ত যখন আসে। এতে প্রমাণিত হল যে, আসরের ওয়াক্ত তখন হবে যখন যুহরের ওয়াক্ত বের হয়ে যাবে (শেষ হওয়ার পর)।

আসরের সালাতের ওয়াক্ত

সালাতে আসর সম্পর্কে যা কিছু তাঁর (সা) থেকে বর্ণিত আছে, এতে কোন মতভেদ নেই যে, তিনি প্রথম দিন তা সেই সময়ে আদায় করেছেন, যা আমরা উল্লেখ করেছি (প্রতিটি বস্তুর ছায়া যখন তার সমপরিমাণ হয়েছে)। সুতরাং সাব্যস্ত হলো যে, এটাই এর প্রথম ওয়াক্ত এবং তাঁর থেকে এটাও বর্ণিত আছে যে, দ্বিতীয় দিন তিনি তা তখন আদায় করেছেন, যখন প্রতিটি বস্তুর ছায়া তার দ্বিগুণ হয়ে গিয়েছিল। তারপর তিনি বলেছেন ঃ এ দু'য়ের মাঝে (সালাতের) ওয়াক্ত। এতে একথারও সম্ভাবনা আছে যে, এটা এর শেষ ওয়াক্ত যে, যদি এটা শেষ হয়ে যায় তাহলে সালাতে আসর ছুটে

যায়। আবার একথারও সম্ভাবনা আছে যে, এটা এরূপ ওয়াক্ত যে, এর থেকে সালাতকে বিলম্ব করা উচিত নয়, যাতে ওয়াক্ত শেষ হয়ে যায়। আর যে ব্যক্তি এর পরবর্তীতে সালাত আদায় করবে যদিও সে এর ওয়াক্ত মত আদায় করেছে কিন্তু সে সংকীর্ণকারী হিসাবে গণ্য হবে। কেননা তার সালাত ফযীলতপূর্ণ ওয়াক্ত থেকে ছুটে গিয়েছে। যদিও তখনও তা ফউত (কাযা) হয়নি।

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে এটাও বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেছেন, "মানুষ সালাত আদায় করে এবং তার থেকে তা ফউত হয়না। কিন্তু তার থেকে সেই ওয়াক্ত ফউত হয়ে যায়, যা তার জন্য তার পরিবার ও সম্পদ অপেক্ষা উত্তম। এতে সাব্যস্ত হল যে, বিশেষ ওয়াক্তে সালাত আদায় করা অবশিষ্ট ওয়াক্তে আদায় করা অপেক্ষা উত্তম। আবার একথারও সম্ভাবনা আছে যে, এরূপ ওয়াক্ত যা থেকে আসরকে বিলম্ব করা উচিত নয়, যার কারণে সেই ওয়াক্ত বের হয়ে যায়, যেই ওয়াক্তে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ দ্বিতীয় দিনে আদায় করেছেন। যা কিছু আমরা এখানে উল্লেখ করেছি এর পক্ষে নিম্নোক্ত রিওয়ায়াত প্রমাণ বহন করে ঃ

٨٣١- حَدَّثَنَا رَبِيْعُ الْمُؤَذِّنُ قَالَ ثَنَا اَسَدٌ قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفُضَيْلِ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ لِلصَّلٰوةِ اَوَّلاً وَّاٰخِرًا وَاِنَّ اَوَّلَ وَقْتِ الْعَصْرِ حِيْنَ يَدْخُلُ وَقْتُهَا وَاِنَّ اٰخِرَ وَقْتِهَا حِيْنَ تَصْفَرُّ الشَّمْسُ .

৮৩১. রবীউল মুআয্যিন (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ সালাতের জন্য রয়েছে শুরু এবং শেষ। আসরের ওয়াক্ত আসার সাথে শুরু হয় আসরের ওয়াক্তে আর তা শেষ হয় সূর্য কিরণ হলদে হয়ে গেলে।

٨٣٢- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ شُعَيْبٍ قَالَ ثَنَا الْخَصِيْبُ بْنُ نَاصِحٍ قَالَ ثَنَا حَمَّامُ بْنُ يَحْىٰ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ وَقْتُ الْعَصْرِ مَا لَمْ تَصْفَرَّ الشَّمْسُ .

৮৩২. সুলায়মান ইব্ন শু'আইব (র)...... আবদুল্লাহ্ ইব্ন আমর (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী ﷺ বলেছেন ঃ আসরের ওয়াক্ত হলো যতক্ষণ পর্যন্ত সূর্য-কিরণ হলদে হয়ে না যায়।

٨٣٣- حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا اَبُوْ عَامِرٍ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَبِىْ اَيُّوْبَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ شُعْبَةُ حَدَّثَنِيْهِ ثَلٰثَ مِرَارٍ فَرَفَعَهُ مَرَّةً وَلَمْ يَرْفَعْهُ مَرَّتَيْنِ فَذَكَرَ مِثْلَهُ .

৮৩৩. ইব্ন মারযূক (র)..... আবদুল্লাহ্ ইব্ন আমর (রা) থেকে বর্ণনা করেন, শু'বা (র) বলেন ঃ আমাকে কাতাদা (র) সূত্রে আবূ আয়্যুব (র) তিনবার হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। একবার মারফূ হিসাবে দু'বার অন্যভাবে। তারপর তিনি পূর্বের অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

ব্যাখ্যা

বস্তুত এই হাদীসে ব্যক্ত হয়েছে যে, আসরের শেষ ওয়াক্ত হল যখন সূর্য-কিরণ হলদে হয়ে যায় আর এটা তখন হয়ে থাকে যখন ছায়া দ্বিগুণ হয়ে যায়। এটা প্রমাণ বহন করে যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ প্রথমোক্ত হাদীস সমূহে যে ওয়াক্তের কথা বলেছেন তার উদ্দেশ্য ছিল ফযীলতের ওয়াক্ত, সেই ওয়াক্ত নয় যখন তা শেষ হয়ে যায়, সালাত ফউত হয়ে যায়। এই ব্যাখ্যা অনুযায়ী এই সমস্ত হাদীসের সঠিক মর্ম নিরূপিত হয়ে যায় এবং পারস্পরিক বৈপরিত্য থাকে না। তবে একদল আলিম এ মত গ্রহণ করেছেন যে, এর শেষ ওয়াক্ত সূর্য অস্তমিত হওয়া পর্যন্ত। তাঁরা এ বিষয়ে নিম্নোক্ত রিওয়ায়াত দ্বারা প্রমাণ পেশ করেছেন; যা আমাদেরকে ইব্ন মায়যূক (র) বর্ণনা করেছেন ঃ

٨٣٤– حَدَّثَنَا اِبْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيْرٍ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ اَبِى صَالِحٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ اَدْرَكَ رَكْعَةً مِّنْ صَلٰوةِ الصُّبْحِ قَبْلَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ فَقَدْ اَدْرَكَ الصَّلٰوةَ وَمَنْ اَدْرَكَ رَكْعَتَيْنِ مِنْ صَلٰوةِ الْعَصْرِ قَبْلَ اَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ اَدْرَكَ .

৮৩৪. ইব্ন মারযূক (র)..... আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন ঃ সূর্য উঠার আগে কেউ যদি ফজরের সালাতের এক রাক'আত পায় তবে সে ফজর-এর (সালাত) পেয়ে গেল। আর কেউ যদি সূর্য ডোবার আগে আসরের দু'রাক'আত পায় তবে সে (আসরের সালাত) পেয়ে গেল।

٨٣٥– حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ قَالَ ثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ قَالَ ثَنَا سَعِيْدُ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنْ رَّسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِثْلَهُ .

৮৩৫. আলী ইব্ন মা'বাদ (র).... আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٨٣٦– حَدَّثَنَا اِبْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ قَالَ ثَنَا مَالِكُ بْنُ اَنَسٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ وَبِشْرِ بْنِ سَعِيْدٍ وَّعَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ اَدْرَكَ رَكْعَةً مِّنَ الصُّبْحِ قَبْلَ اَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَقَدْ اَدْرَكَ الصُّبْحَ وَمَنْ اَدْرَكَ رَكْعَةً مِّنَ الْعَصْرِ قَبْلَ اَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ اَدْرَكَ الْعَصْرَ .

৮৩৬. ইব্ন মারযূক (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন ঃ সূর্য উঠার আগে কেউ যদি ফজরের (সালাতের) এক রাক'আত পায় তবে সে ফজরের. (সালাত) পেয়ে গেল। আর কেউ যদি সূর্য ডোবার আগে আসরের এক রাক'আত পায় সে আসর-এর (সালাত) পেয়ে গেল।

٨٣٧– حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ اَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِي يُوْنُسُ بْنُ يَزِيْدَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ .

৮৩৭. ইউনুস (র)..... আয়েশা (রা) সূত্রে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

ব্যাখ্যা

তাঁরা (ফকীহ আলিমগণ) বলেছেন ঃ এই সমস্ত হাদীস মুতাবিক যা আমরা উল্লেখ করেছি, কোন ব্যক্তি আসরের কিছু অংশ পেলেই আসরকে পেয়ে যায়, তা'হলে সাব্যস্ত হলো যে, এর শেষ ওয়াক্ত সূর্য অস্তমিত হওয়া (পর্যন্ত)। যাঁরা এইমত পোষণ করেছেন তাঁদের মধ্যে ইমাম আবূ হানীফা (র), ইমাম আবূ ইউসুফ (র) ও ইমাম মুহাম্মদ (র)ও রয়েছেন।

আর যাদের মতে এর শেষ ওয়াক্ত সূর্যের (রং) পরিবর্তন হওয়া পর্যন্ত, তাঁদের দলীল হল রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণিত সেই হাদীস, যাতে তিনি সূর্য অস্তমিত হওয়ার সময়ে সালাত থেকে নিষেধ করেছেন। তা থেকে কিছু হাদীস নিম্নরূপ ঃ

٨٣٨– حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ شُعَيْبٍ قَالَ ثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ قَالَ ثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ زِرٍّ قَالَ قَالَ لِيْ عَبْدُ اللّٰهِ كُنَّا نُنْهِيُ عَنِ الصَّلٰوةِ عِنْدَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ وَعِنْدَ غُرُوْبِهَا وَنِصْفِ النَّهَارِ .

৮৩৮. সুলায়মান ইব্‌ন শু'আইব (র)..... যির (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমাকে আবদুল্লাহ্ (রা) বলেছেন ঃ আমাদেরকে সূর্যোদয়, সূর্যাস্ত ও ঠিক দ্বিপ্রহরের সময় সালাত (আদায়) থেকে নিষেধ করা হত।

٨٣٩– حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ سِنَانٍ قَالَ ثَنَا حَبَّانُ بْنُ هِلَالٍ قَالَ ثَنَا هَمَّامُ قَالَ ثَنَا قَتَادَةُ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى عَنِ الصَّلٰوةِ اِذَا طَلَعَ قَرْنُ الشَّمْسِ اَوْ غَابَ قَرْنُ الشَّمْسِ .

৮৩৯. ইয়াযীদ ইব্‌ন সিনান (র).... যায়দ ইব্‌ন সাবিত (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সূর্যের শিং (প্রান্ত) যখন উদিত হয় অথবা সূর্যের শিং (প্রান্ত) যখন অস্তমিত হয় তখন সালাত থেকে নিষেধ করেছেন।

٨٤٠– حَدَّثَنَا اِبْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا اَبُوْ عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ قَالَ ثَنَا مُوْسَى بْنُ عَلِيِّ بْنِ رَبَاحٍ اللَّخْمِيُّ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ قَالَ ثَلٰثُ سَاعَاتٍ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَنْهَانَا اَنْ نُصَلِّيَ فِيْهِنَّ وَاَنْ نَقْبُرَ فِيْهِنَّ مَوْتَانَا حِيْنَ تَطْلُعَ الشَّمْسُ بَازِغَةً حَتّٰى تَرْتَفِعَ وَحِيْنَ تَقُوْمُ قَائِمُ الظَّهِيْرَةِ حَتّٰى تَمِيْلَ وَحِيْنَ تَضَيَّفُ الشَّمْسُ لِلْغُرُوْبِ حَتّٰى تَغْرُبَ .

৮৪০. ইব্‌ন মারযূক (র)..... উক্‌বা ইব্‌ন আমির জুহানী (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন ঃ তিনটি সময়ে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদের সালাত আদায় করতে ও মৃত ব্যক্তিকে দাফন করতে নিষেধ করেছেন ঃ (১) যখন সূর্য আলোক উজ্জ্বল হয়ে উদয় হয়, ঊর্ধ্বাকাশে না উঠা পর্যন্ত। (২) যখন দ্বিপ্রহর হয়, পশ্চিম আকাশে সূর্য ঢলে না পড়া পর্যন্ত। (৩) আর যখন সূর্য অস্ত যাওয়ার উপক্রম হয়, সম্পূর্ণ অস্ত না যাওয়া পর্যন্ত।

٨٤١- حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْفَرَجِ قَالَ ثَنَا اَبُوْ مُصْعَبٍ قَالَ ثَنَا الدَّرَاوَرْدِيُّ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لاَ تَحَرَّوْا بِصَلاَتِكُمْ طُلُوْعَ الشَّمْسِ وَلاَ غُرُوْبَهَا وَاِذَا بَدَا حَاجِبُ الشَّمْسِ فَاَخِّرُوا الصَّلٰوةَ حَتّٰى تَبْرُزَ وَاِذَا غَابَ حَاجِبُ الشَّمْسِ فَاَخِّرُوا الصَّلٰوةَ حَتّٰى تَغِيْبَ .

৮৪১. রাওহ ইব্‌নুল ফারাজ (র)..... সালিম ইব্‌ন আবদিল্লাহ্ (র) তাঁর পিতা আবদুল্লাহ্ (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন ঃ তোমরা সূর্যোদয় এবং সূর্যাস্তের সময় সালাত আদায়ের ইচ্ছা করবে না। আর যখন সূর্যের উপরিভাগ উদিত হয় তখন পূর্ণ আলোকিত না হওয়া পর্যন্ত সালাত আদায় বিলম্ব কর এবং যখন সূর্যের এক পার্শ্ব অস্তমিত হয় তখন পূর্ণ অস্ত না যাওয়া পর্যন্ত সালাত আদায় করা থেকে বিরত থাকবে।

٨٤٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ يُوْنُسَ قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ نُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ .

৮৪২. মুহাম্মদ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন ইউনুস (র)..... ইব্‌ন উমার (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

٨٤٣- حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ اَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَنَّ مَالِكًا حَدَّثَهُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ رَّسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لاَ يَتَحَرّٰى اَحَدُكُمْ فَيُصَلِّيْ عِنْدَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ وَلاَ عِنْدَ غُرُوْبِهَا .

৮৪৩. ইউনুস (র)..... ইব্‌ন উমার (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ যেন সূর্যোদয় এবং সূর্যাস্তের সময় সালাত আদায়ের ইচ্ছা না করে।

٨٤٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ ثَنَا مُعَلَّى بْنُ اَسَدٍ قَالَ ثَنَا وُهَيْبُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ طَاؤُسٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ وَهَمَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ اِنَّمَا نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ يَتَحَرّٰى طُلُوْعَ الشَّمْسِ اَوْ غُرُوْبَهَا .

৮৪৪. মুহাম্মদ ইব্‌ন খুযায়মা (র)..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, উমার ইব্‌ন খাত্তাব (রা)-এর ভুল হয়ে গেছে (তিনি হাদীসের কিছু অংশ ভুলবশত ছেড়ে দিয়েছেন এবং তিনি আসরের দু'রাক'আত পড়তে নিষেধ করেছেন) অথচ বাস্তবতা হল, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সূর্যোদয় এবং সূর্যাস্তের সময় সালাত আদায়ের ইচ্ছা থেকে নিষেধ করেছেন।

٨٤٥- حَدَّثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِى مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنِى اَبُوْ يَحْىٰ وَضَمْرَةُ بْنُ حَبِيْبٍ وَاَبُوْ طَلْحَةَ عَنْ اَبِى اُمَامَةَ الْبَاهِلِىِّ قَالَ حَدَّثَنِى عَمْرُو بْنُ عَبَسَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ فَاِنَّهَا تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَىِ الشَّيْطَانِ وَهِىَ سَاعَةُ صَلٰوةِ الْكُفَّارِ فَدَعِ الصَّلٰوةَ حَتّٰى تَرْتَفِعَ وَيَذْهَبَ شُعَاعُهَا ثُمَّ الصَّلٰوةُ مَحْضُوْرَةٌ مَشْهُوْدَةٌ اِلٰى اَنْ يَّنْتَصِفَ النَّهَارُ فَاِنَّهَا سَاعَةٌ تُفْتَحُ فِيْهَا اَبْوَابُ جَهَنَّمَ وَتُسْجَرُ فَدَعِ الصَّلٰوةَ حَتّٰى يَفْنَى الْفَيْءُ ثُمَّ الصَّلٰوةُ مَحْضُوْرَةٌ مَشْهُوْدَةٌ اِلٰى غُرُوْبِ الشَّمْسِ فَاِنَّهَا تَغْرُبُ بَيْنَ قَرْنَىِ الشَّيْطَانِ وَهِىَ سَاعَةُ صَلٰوةِ الْكُفَّارِ .

৮৪৫. বাহর ইব্ন নাসর (র)..... আম্‌র ইব্ন আবাসা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যখন সূর্য উদিত হয় তখন তা শয়তানের দুই শিংয়ের মাঝখান দিয়ে উদিত হয়, আর তা কাফিরদের সালাত তথা ইবাদতের সময়। কাজেই ঐ সময় সালাত আদায় করা থেকে বিরত থাক, যতক্ষণ না সূর্য উপরে উঠে এবং তার উদয়কালীন আলোকরশ্মি দূরীভূত হয়। তারপর (যুহরের) সালাতে ফিরিশতাগণ শামিল হন এবং প্রত্যক্ষ করেন দ্বিপ্রহর পর্যন্ত। কেননা তা এমন একটি সময় যে সময়ে, জাহান্নামের দরজা খুলে দেয়া হয় এবং আলো প্রজ্জ্বলিত করা হয়। তখন ছায়া ঝুঁকে না পড়া পর্যন্ত সালাতে ফেরেশতাগণ শামিল হন এবং প্রত্যক্ষ করেন সূর্যাস্ত পর্যন্ত, কেননা তখন সূর্য শয়তানের দুই শিংয়ের মাঝখানে অস্ত যায় আর তা কাফিরদের সালাতের (ইবাদতের) সময়।

٨٤٦- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ وَابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالاَ ثَنَا وَهْبٌ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ قَالَ سَمِعْتُ الْمُهَلَّبَ بْنَ اَبِىْ صُفْرَةَ يُحَدِّثُ عَنْ سَمُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ تُصَلُّوْا عِنْدَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ وَلاَ عِنْدَ غُرُوْبِهَا فَاِنَّهَا تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَىِ الشَّيْطَانِ اَوْ عَلٰى قَرْنَىِ الشَّيْطَانِ وَتَغْرُبُ بَيْنَ قَرْنَىِ الشَّيْطَانِ اَوْ عَلٰى قَرْنَىِ الشَّيْطَانِ .

৮৪৬. আবূ বাকরা (র) ও ইব্ন মারযূক (র)..... সামুরা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ তোমারা সূর্যোদয় এবং সূর্যাস্তের সময় সালাত আদায় করবে না। কেননা তখন তা শয়তানের দুই শিংয়ের মাঝখান দিয়ে উদিত হয় এবং শয়তানের দুই শিংয়ের মাঝখান দিয়ে অস্ত যায়।

বিশ্লেষণ

ফকীহ আলিমগণ বলেছেন ঃ যেহেতু রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সূর্যাস্তের সময় সালাত আদায় থেকে নিষেধ করেছেন, তাই এতে সাব্যস্ত হল যে, এটা সালাতের ওয়াক্ত নয় এবং তা আসার সাথে সাথেই আসরের ওয়াক্ত বের (শেষ) হয়ে যায়।

তাদের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় পক্ষের আলিমদের দলীল হল যে, এ হাদীসে সূর্যাস্তের সময় সালাত আদায়ের নিষিদ্ধতা বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু অন্য রিওয়ায়াতে বর্ণিত আছে যে, যে ব্যক্তি সূর্য ডোবার আগে আসরের এক রাক'আত পেল সে আসরের (সালাত) পেয়ে গেল।

সুতরাং এই হাদীস দ্বারা সাব্যস্ত হল, এই সময়টিতে আসরের সালাত শুরু করা যেতে পারে। অতএব প্রথমোক্ত হাদীসে আরোপিত নিষেধাজ্ঞা অন্য অর্থে প্রয়োগ করা হবে, যা অপর হাদীসে বৈধ করা হয়েছে, যেন উভয় হাদীসে পারস্পরিক বৈপরিত্য সৃষ্টি না হয়। অতএব এই সমস্ত রিওয়ায়াতের এটাই সর্বোত্তম ব্যাখ্যা, যার ফলে হাদীসগুলো পরস্পরের সাথে সাংঘর্ষিক থাকে না।

ইমাম তাহাবী (র)-এর যুক্তিভিত্তিক দলীল

আমাদের মতে যুক্তির নিরিখে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের বিশ্লেষণ হল নিম্নরূপ ঃ আমরা যুহর এবং অবশিষ্ট সমস্ত সালাতের ওয়াক্ত সমূহের ব্যাপারে লক্ষ্য করেছি যে, তাতে সমস্ত নফল এবং সমস্ত কাযা সালাত আদায় করা জায়িয আছে। অনুরূপভাবে এ বিষয়ে ঐকমত্য রয়েছে যে, আসর ও ফজরের ওয়াক্তেও কাযা সালাত আদায় করা জায়িয আছে, এতে শুধুমাত্র নফল আদায়ের ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। সুতরাং প্রত্যেক সেই ওয়াক্ত যা সালাতের ওয়াক্ত হওয়ার ব্যাপারে ঐকমত্য রয়েছে, তাতে কাযা সালাত আদায় করার ব্যাপারেও সকলের ঐকমত্য রয়েছে। যখন সাব্যস্ত হল, সমস্ত সালাতের এই গুণাগুণ স্বীকৃত বিষয় এবং এটাও সাব্যস্ত হল যে, সূর্যাস্তের সময় ঐকমত্যভাবে কোন কাযা সালাত আদায় করা জায়িয নয়। এতে ফরয সালাত সমূহের ওয়াক্ত সমূহের গুণাগুণ থেকে এর বিধান বের হয়ে গেল এবং সাব্যস্ত হল, এই ওয়াক্তে কোন সালাত আদায় করা যাবে না। যেমন দ্বিপ্রহর এবং সূর্যোদয়ের সময় (আদায় করা যায় না)।

আর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কর্তৃক সূর্যাস্তের সময় সালাত আদায়ের প্রতি নিষেধাজ্ঞা, "যে ব্যক্তি সূর্যাস্তের পূর্বে আসরের সালাতের এক রাক'আত পেল সে আসরের সালাত পেয়ে গেল" তাঁর এই উক্তির জন্য রহিতকারী, এটা সেই প্রমাণ সমূহের ভিত্তিতে, যা আমরা সুস্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা সহকারে বর্ণনা করে এসেছি।

বস্তুত আমাদের মতে এটাই কিয়াম ও যুক্তি। আর এটা ইমাম আবূ হানীফা (র), ইমাম আবূ ইউসুফ (র) ও ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর অভিমত।

মাগরিবের ওয়াক্ত সম্পর্কে প্রথমোক্ত সমস্ত হাদীসসমূহে ব্যক্ত হয়েছে যে, তিনি ﷺ তা সূর্যাস্তের সাথে সাথে আদায় করেছেন। পক্ষান্তরে কিছু সংখ্যক আলিম এর পরিপন্থী মত পোষণ করে বলেছেন ঃ মাগরিবের প্রথম ওয়াক্ত হল যখন তারকারাজি উদিত হয়। তাঁরা এ বিষয়ে নিম্নোক্ত রিওয়ায়াত দ্বারা প্রমাণ পেশ করেন ঃ

٨٤٧– حَدَّثَنَا فَهْدٌ قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ صَالِحٍ قَالَ اَخْبَرَنِى اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ خَيْرِ بْنِ نُعَيْمٍ عَنْ اَبِىْ هُبَيْرَةَ الشَّيْبَانِىِّ عَنْ اَبِىْ تَمِيْمٍ الْجَيْشَانِىِّ عَنْ اَبِىْ بَصْرَةَ الْغِفَارِىِّ قَالَ صَلّٰى بِنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ صَلٰوةَ الْعَصْرِ بِالْمُخَمَّصِ فَقَالَ اِنَّ هٰذِهِ الصَّلٰوةَ عُرِضَتْ عَلٰى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ فَضَيَّعُوْهَا فَمَنْ حَافَظَ عَلَيْهَا مِنْكُمْ اُوْتِىَ اَجْرَهُ مَرَّتَيْنِ وَلَا صَلٰوةَ بَعْدَهَا حَتّٰى يَطْلُعَ الشَّاهِدُ .

৮৪৭. ফাহাদ (র)..... আবূ বস্‌রা গিফারী (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, একদা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ. 'মুখাম্মাস' নামক স্থানে আমাদের নিয়ে আসরের সালাত আদায় করলেন, তারপর তিনি বললেন ঃ এই সালাত তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মতগণের নিকট পেশ করা হয়েছিল। কিন্তু তারা এর মর্যাদা রক্ষা করেনি। তোমাদের মধ্য থেকে যে ব্যক্তি উক্ত সালাত যথাযথ আদায় করবে তাকে দ্বিগুণ ছওয়াব দেয়া হবে। তার (আসরের) পর "শাহিদ' (তারাকারাজি) উদয়ের পূর্ব পর্যন্ত আর কোন সালাত নেই।

٨٤٨– حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ قَالَ ثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ ثَنَا اَبِىْ عَنِ ابْنِ اِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنِى يَزِيْدُ بْنُ اَبِىْ حَبِيْبٍ عَنْ خَيْرِ بْنِ نَعِيْمٍ الْحَضْرَمِيِّ ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ بِاِسْنَادِهِ غَيْرَ اَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ بِالْمَخْمِصِ وَقَالَ لاَ صَلٰوةَ بَعْدَهَا حَتّٰى يُرَى الشَّاهِدُ وَالشَّاهِدُ النَّجْمُ .

৮৪৮. আলী ইব্‌ন মা'বাদ (র)..... খায়র ইব্‌ন নাঈম হাযরামী (র) থেকে তিনি স্বীয় ইসনাদে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন। তবে তিনি 'মুখাম্মাস' শব্দটি উল্লেখ করেন নি এবং বলেছেন ঃ তারপর 'শাহিদ' না দেখা যাওয়া পর্যন্ত আর কোন সালাত নেই। 'শাহিদ' (অর্থ) তারকারাজি।

ব্যাখ্যা

তাঁরা বলেন ঃ তারকারাজি উদিত হওয়া এর (মাগরিবের) প্রথম ওয়াক্ত। আর আমাদের মতে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর উক্তি ঃ "যতক্ষণ পর্যন্ত তারাকারাজি দেখা না যাবে আর কোন সালাত নেই।" সম্ভবত এটা তাঁর সর্বশেষ বক্তব্য, যেমনটি লায়স (র) উল্লেখ করেছেন। আর 'শাহিদ' অর্থ হল রাত। কিন্তু লায়স (র) ব্যতীত অন্য এক রাবী 'শাহিদের' অর্থ করেছেন তারকারাজি এটা তাঁর নিজস্ব অভিমত; নবী ﷺ থেকে বর্ণিত নয়।

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে মুতাওয়াতির সূত্রে বর্ণিত আছে যে, তিনি মাগরিবের সালাত তখন আদায় করতেন যখন সূর্য পর্দার আড়াল (অস্তমিত) হয়ে যেত।

٨٤٩– حَدَّثَنَا فَهْدُ قَالَ ثَنَا عَمْرُو بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ قَالَ ثَنَا اَبِىْ قَالَ ثَنَا الاَعْمَشُ عَنْ عُمَارَةَ عَنْ اَبِىْ عَطِيَّةَ قَالَ دَخَلْتُ اَنَا وَمَسْرُوْقٌ عَلٰى عَائِشَةَ فَقَالَ مَسْرُوْقٌ يَا اُمَّ الْمُؤْمِنِيْنَ رَجُلاَنِ مِنْ اَصْحَابِ مُحَمَّدٍ ﷺ كِلاَهُمَا لاَ يَاْلُوْا عَنِ الْخَيْرِ اَمَّا اَحَدُهُمَا فَيُعَجِّلُ الْمَغْرِبَ وَيُعَجِّلُ الاِفْطَارَ وَالاٰخَرُ يُؤَخِّرُ الْمَغْرِبَ حَتّٰى يَبْدُوَ النُّجُوْمُ وَيُؤَخِّرُ الاِفْطَارَ يَعْنِىْ اَبَا مُوْسٰى قَالَتْ اَيُّهُمَا يُعَجِّلُ الصَّلٰوةَ وَالاِفْطَارَ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ قَالَتْ عَائِشَةُ كَذٰلِكَ كَانَ يَفْعَلُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ .

৮৪৯. ফাহাদ (র)..... আবূ আতিয়্যা (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, একবার আমি এবং মাসরূক (র) আয়েশা (রা)-এর নিকট গেলাম। মাসরূক বললেন, হে উম্মুল মু'মিনীন! মুহাম্মদ

Contents

ﷺ-এর দু'জন সাহাবী যারা কল্যাণের ব্যাপারে ত্রুটি করেন না, তাঁদের একজন মাগরিবের সালাত জলদি আদায় করেন এবং ইফতারও জলদি করেন। অপরজন তারাকারাজি প্রকাশিত হওয়া পর্যন্ত মাগরিবের সালাতকে বিলম্বে আদায় করেন এবং ইফতারও বিলম্বে করেন। এর দ্বারা তিনি আবূ মূসা (র) কেই বুঝাচ্ছিলেন। আয়েশা (রা) বললেন, সালাত এবং ইফতারে তাঁদের মধ্যে কে জলদি করেন? তিনি বললেন, আবদুল্লাহ্ (রা)। আয়েশা (রা) বললেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ অনুরূপ করতেন।

٨٥٠- حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِىْ يَزِيْدُ بْنُ اَبِىْ حَبِيْبٍ عَنْ اُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ قَالَ اَخْبَرَنِىْ بَشِيْرُ بْنُ اَبِىْ مَسْعُوْدٍ عَنْ اَبِىْ مَسْعُوْدٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُصَلِّى الْمَغْرِبَ اِذَا وَجَبَتِ الشَّمْسُ .

৮৫০. ইব্ন আবী দাঊদ (র)..... আবূ মাসঊদ (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন সূর্য অস্ত যেত তখন মাগরিবের সালাত আদায় করতেন।

٨٥١- حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا وَهْبٌ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعْدِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُصَلِّى الْمَغْرِبَ اِذَا وَجَبَتِ الشَّمْسُ .

৮৫১. ইব্ন মারযূক (র)..... জাবির ইব্ন আবদিল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সূর্য অস্ত যেতেই মাগরিবের সালাত আদায় করতেন।

٨٥٢- حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ مَعْبَدٍ قَالَ ثَنَا مَكِّىُّ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ ثَنَا يَزِيْدُ بْنُ اَبِىْ عُبَيْدٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْاَكْوَعِ قَالَ كُنَّا نُصَلِّى الْمَغْرِبَ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اِذَا تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ .

৮৫২. আলী ইব্ন মা'বাদ (র)..... সালামা ইব্ন আক্ওয়া (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, যখন সূর্য পর্দার আড়ালে চলে যেত তখন আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সঙ্গে মাগরিবের সালাত আদায় করতাম।

সংশ্লিষ্ট বিষয়ে নবী ﷺ-এর পরবর্তী মনীষীদের থেকেও (হাদীস) বর্ণিত আছে ঃ

٨٥٣- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ شُعَيْبٍ قَالَ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ زِيَادٍ قَالَ ثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ قَالَ قَالَ عُمَرُ صَلُّوْا هٰذِهِ الصَّلٰوةَ يَعْنِىْ الْمَغْرِبَ وَالْفِجَاجُ مُسْفِرَةٌ .

৮৫৩. সুলায়মান ইব্ন শু'আইব (র)..... সুওয়াইদ ইব্ন গাফালা (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, উমার (রা) বলেছেন ঃ তোমরা এই মাগরিবের সালাত সেই সময়ে আদায় কর, যখন রাস্তায় ফর্সা অবশিষ্ট থাকে।

٨٥٤– حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا وَهْبُ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عِمْرَانَ فَذَكَرَ مِثْلَهُ بِاِسْنَادِهِ .

৮৫৪. ইব্‌ন মারযূক (র).... ইমরান (র) থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

٨٥٥– حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ ثَنَا حَجَّاجُ قَالَ ثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ عِمْرَانَ فَذَكَرَ مِثْلَهُ .

৮৫৫. মুহাম্মদ ইব্‌ন খুযায়মা (র)..... ইমরান (র) থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

٨٥٦– حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِيْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ عُمَرُ الْحَوْضِىُّ قَالَ ثَنَا يَزِيْدُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِيْرِيْنَ عَنِ الْمُهَاجِرِ اَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَتَبَ اِلَى اَبِىْ مُوْسٰى اَنْ صَلِّ الْمَغْرِبَ حِيْنَ تَغْرُبُ الشَّمْسُ .

৮৫৬. ইব্‌ন আবী দাঊদ (র)..... মুহাজির (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, একবার উমার ইব্‌ন খাত্তাব (রা) আবূ মূসা (রা)-এর নিকট এই মর্মে পত্র লিখলেন যে, যখন সূর্য অস্তমিত হয় তখনই মাগরিবের সালাত আদায় কর।

٨٥٧– حَدَّثَنَا مَرْزُوْقُ قَالَ ثَنَا وَهْبُ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ طَارِقِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ اَنَّ عُمَرَ كَتَبَ اِلٰى اَهْلِ الْجَابِيَةِ اَنْ صَلُّوْاالْمَغْرِبَ قَبْلَ اَنْ تَبْدُوَ النُّجُوْمُ .

৮৫৭. ইব্‌ন মারযূক (র)..... সাঈদ ইব্‌ন মুসায়্যাব (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, একবার উমার (রা) 'জাবিয়া' অধিবাসীদেরকে লিখলেন যে, তারাকারাজি প্রকাশিত হওয়ার পূর্বে মাগরিবের সালাত আদায় করে নিবে।

٨٥٨– حَدَّثَنَا فَهْدُ قَالَ ثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ قَالَ ثَنَا اَبِىْ عَنِ الْاَعْمَشِ قَالَ ثَنَا اِبْرَاهِيْمُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ يَزِيْدَ قَالَ صَلّٰى عَبْدُ اللّٰهِ بِاَصْحَابِهِ صَلٰوةَ الْمَغْرِبِ فَقَامَ اَصْحَابُهُ يَتَرَاوَنَ الشَّمْسَ فَقَالَ مَا تَنْظُرُوْنَ قَالُوْا نَنْظُرُ اَغَابَتِ الشَّمْسُ فَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ هٰذَا وَاللّٰهِ الَّذِىْ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ وَقْتُ هٰذِهِ الصَّلٰوةِ ثُمَّ قَرَاَ عَبْدُ اللّٰهِ اَقِمِ الصَّلٰوةَ لِدُلُوْكِ الشَّمْسِ اِلٰى غَسَقِ الَّيْلِ وَاَشَارَ بِيَدِهٖ اِلَى الْمَغْرِبِ فَقَالَ هٰذَا غَسَقُ اللَّيْلِ وَاَشَارَ بِيَدِهٖ اِلَى الْمَطْلَعِ فَقَالَ هٰذَا دُلُوْكُ الشَّمْسِ قِيْلَ حَدَّثَكُمْ عَمَّارُ اَيْضًا قَالَ نَعَمْ .

৮৫৮. ফাহাদ (র).... আবদুর রহমান ইব্‌ন ইয়াযীদ (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন ঃ একবার আবদুল্লাহ্ (রা) তাঁর সাথীদেরকে নিয়ে মাগরিবের সালাত আদায় করলেন। তখন তাঁর

সাথীরা উঠে সূর্য দেখা যায় কিনা তা লক্ষ্য করতে লাগলেন। তিনি বললেন, তোমরা কি দেখছ? তাঁরা বললেন, আমরা দেখছি সূর্য অস্তমিত হয়েছে কিনা? আবদুল্লাহ্ (রা) বললেন, আল্লাহ্‌র কসম! যিনি ব্যতীত কোন মা'বুদ নেই, এটাই এই সালাতের ওয়াক্ত। তারপর আবদুল্লাহ্ (রা) (প্রমাণ হিসেবে নিম্নোক্ত আয়াত) তিলাওয়াত করলেন ঃ

اَقِمِ الصَّلٰوةَ لِدُلُوْكِ الشَّمْسِ اِلٰى غَسَقِ الَّيْلِ

"সূর্য হেলে পড়ার পর থেকে রাতের ঘন অন্ধকার পর্যন্ত সালাত কায়েম করবে" (সূরা ১৭ ঃ ৭৮)। তিনি হাত দিয়ে মাগরিবের দিকে ইশারা করে বললেন, এটা হচ্ছে, রাতের অন্ধকার। আবার উদয়স্থলের দিকে হাতে ইশারা করে বললেন, এটা হল সূর্যের হেলে পড়া। বলা হল, তোমাদেরকে আম্মারা (র) ও কি রিওয়ায়াত করেছেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ।

٨٥٩- حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْفَرَجِ قَالَ ثَنَا يُوْسُفُ بْنُ عَدِيٍّ قَالَ ثَنَا الْاَحْوَصُ عَنْ مُغِيْرَةَ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ قَالَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ يَزِيْدَ صَلَّى ابْنُ مَسْعُوْدٍ بِاَصْحَابِهِ الْمَغْرِبَ حِيْنَ غَرَبَتِ الشَّمْسُ ثُمَّ قَالَ هٰذَا وَالَّذِىْ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ وَقْتُ هٰذِهِ الصَّلٰوةِ .

৮৫৯. রাওহ ইব্‌নুল ফারাজ (র)..... আবদুর রহমান ইব্‌ন ইয়াযীদ (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, একবার আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ (রা) সূর্যাস্তের সময় তাঁর সাথীদের নিয়ে মাগরিবের সালাত আদায় করলেন। তারপর তিনি বললেন ঃ সেই আল্লাহ্‌র কসম! যিনি ব্যতীত কোন মা'বুদ নেই। এই সালাতের ওয়াক্ত এটাই।

٨٦٠- حَدَّثَنَا فَهْدٌ قَالَ ثَنَا عُمَرُ قَالَ ثَنَا اَبِىْ عَنِ الْاَعْمَشِ قَالَ حَدَّثَنِىْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُرَّةَ عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ مِثْلَهُ .

৮৬০. ফাহাদ (র).... আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

٨٦١- حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا الْوَهْبِىُّ قَالَ ثَنَا الْمَسْعُوْدِىُّ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ يَزِيْدَ عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ اَنَّهُ قَالَ حِيْنَ غَرَبَتِ الشَّمْسُ وَالَّذِىْ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ اِنَّ هٰذِهِ السَّاعَةَ لَمِيْقَاتُ هٰذِهِ الصَّلٰوةِ ثُمَّ قَرَأَ عَبْدُ اللّٰهِ تَصْدِيْقَ ذٰلِكَ مِنْ كِتَابِ اللّٰهِ اَقِمِ الصَّلٰوةَ لِدُلُوْكِ الشَّمْسِ اِلٰى غَسَقِ اللَّيْلِ قَالَ وَدُلُوْكُهَا حِيْنَ تَغِيْبُ وَغَسَقُ اللَّيْلِ يَظْلِمُ فَالصَّلٰوةُ بَيْنَهُمَا .

৮৬১. ইব্‌ন আবী দাউদ (র)..... ইব্‌ন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি একবার সূর্যাস্তের সময় বলেছেন ঃ সেই আল্লাহ্‌র কসম, যিনি ব্যতীত কোন মা'বুদ নেই, এই সময়টিই এই সালাতের ওয়াক্ত। তারপর আবদুল্লাহ্ (রা) এ কথার সমর্থনে কুরআন শরীফের (নিম্নোক্ত) আয়াত তিলাওয়াত করলেন ঃ اَقِمِ الصَّلٰوةَ لِدُلُوْكِ الشَّمْسِ اِلٰى غَسَقِ الَّيْلِ

“সূর্য হেলে পড়ার পর থেকে রাতের ঘন অন্ধকার পর্যন্ত সালাত কায়েম করবে”) বললেন ঃ ঢলে পড়ার দ্বারা সূর্যাস্ত উদ্দেশ্য (এটা ইব্‌ন মাসঊদ রা-এর নিজস্ব অভিমত, অনুবাদক) আর রাতের ঘন অন্ধকার দ্বারা অন্ধকার নেমে আসার সময়কে বুঝানো হয়েছে। সুতরাং সালাত এ দু'য়ের মাঝখানে।

٨٦٢. حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِى دَاوُدَ قَالَ ثَنَا خَطَّابُ بْنُ عُثْمَانَ قَالَ ثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ لَبِيْبَةَ قَالَ قَالَ لِىْ اَبُوْ هُرَيْرَةَ مَتٰى غَسَقُ اللَّيْلِ قَالَ اِذَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ قَالَ فَاحْدِرِ الْمَغْرِبَ فِىْ اَثَرِهَا ثُمَّ احْدِرْهَا فِىْ اَثْرِهَا .

৮৬২. ইব্‌ন আবী দাঊদ (র)..... আবদুর রহমান ইব্‌ন লাবীবা (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমাকে একবার আবূ হুরায়রা (রা) জিজ্ঞাসা করলেন ঃ 'রাতের ঘন অন্ধকার কখন হয়? বললেন, যখন সূর্য অস্তমিত হয়। আবূ হুরায়রা (রা) বললেন, এর পরপরই মাগরিবকে জলদি কর, এরপরে একে জলদি কর।

٨٦٣– حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ شُعَيْبٍ قَالَ ثَنَا اَسَدٌ قَالَ ثَنَا ابْنُ اَبِىْ ذِئْبٍ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ رَأَيْتُ عُمَرَ وَعُثْمَانَ يُصَلِّيَانِ الْمَغْرِبَ فِىْ رَمَضَانَ اِذَا اَبْصَرَا اِلَى اللَّيْلِ الْاَسْوَدِ ثُمَّ يُفْطِرَانِ بَعْدُ .

৮৬৩. সুলায়মান ইব্‌ন শু'আইব (র).... হুমাইদ ইব্‌ন আব্‌দির রহমান (র) থেকে বর্ণনা করেন যে তিনি বলেছেন, আমি উমার (রা) ও উসমান(রা)-কে দেখেছি, তাঁরা রামাদান মাসে মাগরিবের সালাত সেই সময় আদায় করতেন যখন তাঁরা রাতের অন্ধকার দেখতেন। তারপর তাঁরা (সিয়ামের) ইফতার করতেন।

বিশ্লেষণ

বস্তুত ইনারা হলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সাহাবীগণ, যারা এ বিষয়ে কোন মতভেদ করেনি যে, মাগরিবের প্রথম ওয়াক্ত হল সূর্যাস্তের পরপরই। যুক্তির দাবিও এটাই। কেননা আমরা দেখছি, দিনের আগমন ফজরের সালাতের ওয়াক্ত। অনুরূপভাবে রাতের আগমন মাগরিবের সালাতের ওয়াক্ত। আর এটা ইমাম আবূ হানীফা (র), ইমাম আবূ ইউসুফ (র) ও ইমাম মুহাম্মদ (র) সহ অধিকাংশ ফকীহ আলিমদের অভিমত।

মাগরিবের ওয়াক্ত শেষ হওয়ার ব্যাপারেও (আলিমগণ) মতভেদ করেছেন। একদল আলিম বলেছেন, যখন 'শাফাক' অদৃশ্য হয়ে যাবে আর সেটা হল (সূর্যাস্তের পর দিগন্তে) লাল আভা, তখন এর ওয়াক্ত (শেষ হয়ে যাবে। এই মত পোষণকারীদের মধ্যে ইমাম আবূ ইউসুফ (র) ও ইমাম মুহাম্মদ (র) অন্যতম।

কতেক আলিম বলেছেন ঃ যখন 'শাফাক' অদৃশ্য হয়ে যাবে তখন এর ওয়াক্ত শেষ হয়ে যাবে। আর 'শাফাক' হল দিগন্তে শুভ্র আভা যা লাল আভার পরবর্তী শুভ্র আভা। এই অভিমত পোষণকরীদের মধ্যে ইমাম আবূ হানীফা (র) অন্যতম।

আমাদের মতে এতে যুক্তি হল এই যে, এ বিষয়ে সকলে একমত যে, শুভ্র আভার পূর্বে যে লালিমা দিগন্তে বিস্তৃত হয় তা মাগরিবের ওয়াক্ত। তাদের মতভেদ হল, নীলমা পরবর্তী শুভ্রতার ব্যাপারে। কতেক আলিম বলেছেন, এর বিধান লালিমার অনুরূপ। কতেক আলিম বলেছেন, এর বিধান লালিমার বিধানের পরিপন্থী।

বস্তুত যখন আমরা এ বিষয়ে গভীরভাবে লক্ষ্য করেছি তখন দেখতে পেয়েছি যে, ফজরের পূর্বে লালিমা প্রকাশিত হয়, পরবর্তীতে এর পরে ফজরের শুভ্রতার উন্মেষ ঘটে, সে সময়ে এ লালিমা ও শুভ্রতা উভয় ফজরের সালাতের ওয়াক্ত হিসাবে বিবেচিত। যখন এ দু'টি চলে যাবে তখন ফজরের ওয়াক্ত শেষ হয়ে যাবে। সুতরাং যুক্তির দাবি হল যে, মাগরিবের সালাতেও শুভ্রতা ও লালিমা উভয়টি একই সালাতের ওয়াক্ত হিসাবে বিবেচিত হবে এবং উভয়ের বিধান হবে অভিন্ন। যখন এ দু'টি (অদৃশ্য) হয়ে যাবে যার জন্য এ দু'টিই ওয়াক্ত ছিল।

আর ইশার সালাত ঃ ইশার ওয়াক্ত সম্পর্কে ওই সমস্ত হাদীসে ব্যক্ত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তা প্রথমদিনে 'শাফাক' অদৃশ্য হওয়ার পরে আদায় করেছেন। তবে জাবির ইব্ন আব্দিল্লাহ্ (রা) উল্লেখ করেছেন যে, তিনি ﷺ তা 'শাফাক' অদৃশ্য হওয়ার পূর্বে আদায় করেছেন। আমাদের মতে সম্ভবত (আল্লাহ্ই অধিক জ্ঞাত) এতে জাবির (রা) 'শাফাক' দ্বারা শুভ্রতা বুঝিয়েছেন। আর অন্যরা লালিমা বুঝিয়েছেন। সুতরাং অর্থ হবে ঃ তিনি তা লালিমা অদৃশ্য হওয়ার পরে এবং শুভ্রতা অদৃশ্য হওয়ার পূর্বে আদায় করেছেন। এই ব্যাখ্যা অনুযায়ী এই সমস্ত হাদীসের সঠিক মর্ম নিরূপিত (বিশুদ্ধ) হয়ে যাবে এবং পারস্পরিক বৈপরিত্য থাকবে না। এটাও সাব্যস্ত হবে যা আমরা উল্লেখ করেছি এবং যার সমর্থনে তাঁদের কেউ কেউ বলেছেন যে, লালিমা অদৃশ্য হওয়া পর্যন্ত মাগরিবের ওয়াক্ত।

পক্ষান্তরে ইশা'র শেষ ওয়াক্ত সম্পর্কে ইব্ন আব্বাস (রা), আবূ সাঈদ খুদরী (রা) ও আবূ মূসা (রা) উল্লেখ করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তা রাতের (প্রথম) এক-তৃতীয়াংশ পর্যন্ত বিলম্ব করে আদায় করেছেন। জাবির ইব্ন আব্দিল্লাহ্ (রা) বলেছেন ঃ তা তিনি এমন ওয়াক্তে আদায় করেছে যে, কতেক বলেছেন, তা রাতের এক তৃতীয়াংশ, কতেক বলেছেন, অর্ধ রাত। সম্ভাবনা রয়েছে যে, তিনি রাতের এক তৃতীয়াংশ অতিক্রান্ত হওয়ার পূর্বে তা আদায় করেছেন। সুতরাং এক তৃতীয়াংশ অতিক্রান্ত হওয়া এর শেষ ওয়াক্ত। আবার এটারও সম্ভাবনা আছে যে, এক তৃতীয়াংশের পরে তা আদায় করেছেন, তৃতীয়াংশ অতিক্রান্ত হাওয়ার পরেও এর (শেষ) ওয়াক্ত অবশিষ্ট রয়েছে।

বস্তুত যখন এর সম্ভাবনা বিদ্যমান রয়েছে, তাই আমরা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বর্ণিত রিওয়ায়াতকে লক্ষ্য করেছি ঃ

٨٦٤- حَدَّثَنَا رَبِيْعُ الْمُؤَذِّنُ قَالَ ثَنَا اَسَدُ بْنُ مُوْسٰى قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضِيْلِ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ لِلصَّلٰوةِ اَوَّلاً وَّاٰخِرًا وَاِنَّ اَوَّلَ وَقْتِ الْعِشَاءِ حِيْنَ يَغِيْبُ الْاُفُقُ وَاِنَّ اٰخِرَ وَقْتِهَا حِيْنَ يَنْتَصِفُ اللَّيْلُ وَاِنَّ اَوَّلَ وَقْتِ الْفَجْرِ حِيْنَ يَطْلُعُ الْفَجْرُ وَاِنَّ اٰخِرَ وَقْتِهَا حِيْنَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ .

৮৬৪. রবী'উল মুআয্যিন (র)..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ সালাতের জন্য রয়েছে শুরু এবং শেষ। 'শাফাক' (দিগন্তের আলোর রেশ)

মিলিয়ে যাওয়ার সাথে সাথে শুরু হয় ইশার ওয়াক্ত আর তা শেষ হয় অর্ধ রাতে। সুবহে সাদিকের উন্মেষের সাথে শুরু হয় ফজরের ওয়াক্ত আর তা শেষ হয় সূর্য উঠার সাথে।

٨٦٥- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ شُعَيْبٍ قَالَ ثَنَا الْخَصِيْبُ قَالَ ثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَبِىْ اَيُّوْبَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ وَقْتُ الْعِشَاءِ اِلٰى نِصْفِ اللَّيْلِ .

৮৬৫. সুলায়মান ইব্‌ন শু'আইব (র)..... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আম্‌র (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন ঃ অর্ধ রাত পর্যন্ত ই'শার ওয়াক্ত।

٨٦٦- حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا اَبُوْ عَامِرٍ الْعَقْدِىُّ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَبِىْ اَيُّوْبَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ شُعْبَةُ حَدَّثَنِيْهِ ثَلٰثَ مَرَّاتٍ فَرَفَعَهُ مَرَّةً وَلَمْ يَرْفَعْهُ مَرَّتَيْنِ فَذَكَرَ مِثْلَهُ

৮৬৬. ইব্‌ন মারযূক (র)..... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আম্‌র (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, শু'বা (র) বলেছেন, তিনি আমাকে এই হাদীসটি তিনবার বর্ণনা করেছেন। একবার মারফূ হিসাবে, দুবার (মারফূ ব্যতীত) অন্যভাবে। তারপর তিনি অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

এই সমস্ত হাদীস দ্বারা সাব্যস্ত হল যে, রাতের এক-তৃতীয়াংশের পরেও ইশার ওয়াক্ত রয়েছে। সংশ্লিষ্ট বিষয়ে এরূপ রিওয়ায়াত বর্ণিত আছে, যা এর সমর্থনে প্রমাণ বহন করে ঃ

٨٦٧- حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ سِنَانٍ قَالَ ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عُمَرَ بْنِ شَقِيْقٍ قَالَ ثَنَا جَرِيْرُ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ مَكَثْنَا ذَاتَ لَيْلَةٍ نَنْتَظِرُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ لِلْعِشَاءِ الْاٰخِرَةِ فَخَرَجَ اِلَيْنَا حِيْنَ ذَهَبَ ثُلُثُ اللَّيْلِ اَوْ بَعْدَهُ وَلَا نَدْرِىْ اَشَىْءٌ شَغَلَهُ فِىْ اَهْلِهِ اَوْ غَيْرُ ذٰلِكَ فَقَالَ حِيْنَ خَرَجَ اِنَّكُمْ لَتَنْتَظِرُوْنَ صَلٰوةً مَّا يَنْتَظِرُهَا اَهْلُ دِيْنٍ غَيْرِكُمْ وَلَوْ لَا اَنْ يَّثْقُلَ عَلٰى اُمَّتِىْ لَصَلَّيْتُ بِهِمْ هٰذِهِ السَّاعَةَ ثُمَّ اَمَرَ الْمُؤَذِّنَ فَاَقَامَ الصَّلٰوةَ وَصَلّٰى .

৮৬৭. ইয়াযীদ ইব্‌ন সিনান (র)..... ইব্‌ন উমার থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন। একবার রাতে আমরা 'ইশার সালাতের জন্য রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর অপেক্ষা করছিলাম। তারপর রাতের এক তৃতীয়াংশ বা আরো বেশি অতিক্রান্ত হওয়ার পর তিনি আমাদের নিকট বের হয়ে আসলেন। আমাদের জানা নেই গৃহের কোন কাজ তাকে ব্যস্ত রেখেছিল, না অন্য কোন বিষয় ছিল। তিনি বের হয়ে বললেন ঃ তোমরা এমন একটি সালাতের অপেক্ষা করছ যে, তোমাদের ব্যতীত অন্য কোন ধর্মের অনুসারীরা তার অপেক্ষা করে না। তিনি আরো বললেন ঃ আমার উম্মতের পক্ষে কঠিন না হলে এমন সময়েই আমি তাদের নিয়ে (ইশার সালাত) আদায় করতাম। তারপর মুআয্‌যিনকে নির্দেশ দিলেন, তিনি সালাতের ইকামত বললেন এবং রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সালাত আদায় করলেন।

٨٦٨- حَدَّثَنَا فَهْدُ قَالَ ثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ قَالَ ثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ زَائِدَةَ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ اَبِىْ سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ جهَّزَ رَسُوْلُ اللّٰه ﷺ جَيْشًا حَتّٰى اذَا انْتَصَفَ اللَّيْلُ اَوْ بَلَغَ ذَاكَ خَرَجَ اِلَيْنَا فَقَالَ صَلَّى النَّاسُ وَرَقَدُوْا وَاَنْتُمْ تَنْتَظِرُوْنَ هٰذِهِ الصَّلٰوةَ اَمَا اِنَّكُمْ لَنْ تَزَالُوْا فِىْ صَلٰوةٍ مَاانْتَظَرْتُمُوْهَا .

৮৬৮. ফাহাদ (র)..... জাবির (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, একবার রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এক বাহিনী প্রস্তুত করছিলেন। অবশেষে যখন অর্ধেক রাত হয়ে গেল বা অর্ধেক রাত হতে লাগল, তিনি আমাদের নিকট বের হয়ে এলেন এবং বললেন, লোকেরা সালাত আদায় করে ঘুমিয়ে পড়েছে আর তোমরা এই (ইশার) সালাতের অপেক্ষা করছ। শুনে রাখ! তোমরা যতক্ষণ পর্যন্ত সালাতের জন্য অপেক্ষা করছ, ততক্ষণ পর্যন্ত তোমরা সালাতের মধ্যে আছ (বলে গণ্য হবে)।

٨٦٩- حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا اَبُو الْيَمَانِ قَالَ اَخْبَرَنَا شُعَيْبُ بْنُ اَبِىْ حَمْزَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ اَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ اَعْتَمَّ رَسُوْلُ اللّٰه ﷺ لَيْلَةً بِالْعَتَمَةِ حَتّٰى نَادَاهُ عُمَرُ فَقَالَ نَامَ النَّاسُ وَالصِّبْيَانُ فَخَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰه ﷺ فَقَالَ مَا يَنْتَظِرُهَا اَحَدٌ مِّنْ اَهْلِ الْاَرْضِ غَيْرُكُمْ لاَ يُصَلِّى يَوْمَئِذٍ اِلاَّ بِالْمَدِيْنَةِ قَالَتْ وَكَانُوْا يُصَلُّوْنَ الْعَتَمَةَ فِيْمَا بَيْنَ اَنْ يَّغِيْبَ غَسَقُ اللَّيْلِ اِلٰى ثُلُثِ اللَّيْلِ .

৮৬৯. ইব্‌ন আবী দাঊদ (র)..... উরওয়া (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, আয়েশা (রা) বলেছেন ঃ একদা রাতে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ই'শার সালাতে অনেক বিলম্ব করে ফেললেন, অবশেষে উমার (রা) তাঁকে সম্বোধন করে বললেন ঃ লোকেরা ও শিশুগণ ঘুমিয়ে পড়েছে। তারপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ (সালাতের জন্য) বের হলেন এবং বললেন ঃ তোমরা ব্যতীত পৃথিবীর কেউই এই সালাতের জন্য অপেক্ষা করে না। তখন মদীনা ব্যতীত কোথাও এভাবে (জামা'আতে) সালাত আদায় করা হত না। উম্মুল মু'মিনীন (রা) বলেন, তাঁরা (সাহাবীগণ) রাতের অন্ধকার নেমে আসার পর থেকে রাতের এক-তৃতীয়াংশ পর্যন্ত ইশার সালাত আদায় করতেন।

٨٧٠- حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ مَعْبَدٍ قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰه بْنُ بَكْرٍ قَالَ اَنَا حُمَيْدُ الطَّوِيْلُ عَنْ اَنَسٍ قَالَ اُخِّرَ رَسُوْلُ اللّٰه ﷺ الْعَتَمَةَ اِلٰى قَرِيْبٍ عَنْ شَطْرِ اللَّيْلِ فَلَمَّا صَلّٰى اَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ فَقَالَ اِنَّ النَّاسَ قَدْ صَلُّوْا وَنَامُوْا وَرَقَدُوْا وَلَمْ تَزَالُوْا فِىْ صَلٰوةٍ مَّا انْتَظَرْتُمُوْهَا .

৮৭০. আলী ইব্‌ন মা'বাদ (র) .... আনাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে,তিনি বলেছেন, একবার রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইশার সালাত প্রায় অর্ধরাত পর্যন্ত বিলম্ব করে আদায় করলেন এবং সালাতের পরে তিনি আমাদের অভিমুখী হয়ে বললেন ঃ অন্যান্য লোক সালাত আদায় করে ঘুমিয়ে পড়েছে। তোমরা

যতক্ষণ পর্যন্ত সালাতের জন্য অপেক্ষা করবে, ততক্ষণ পর্যন্ত সালাতের মধ্যেই আছ (বলে গণ্য হবে)।

٨٧١– حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثنَا عَفَّانُ قَالَ اَنَا حَمَّادُ قَالَ اَنَا ثَابِتُ اَنَّهُمْ سَأَلُوْا اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ اَكَانَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ خَاتَمٌ قَالَ نَعَمْ ثُمَّ اَخَّرَ الْعِشَاءَ ذَاتَ لَيْلَةٍ حَتّٰى كَادَ يَذْهَبُ شَطْرُ اللَّيْلِ اَوْ اِلٰى شَطْرِ اللَّيْلِ ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ .

৮৭১. ইব্ন মারযূক (র)...... সাবিত (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তাঁরা একবার আনাস (রা) কে জিজ্ঞাসা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর জন্য আংটি ছিল? (ব্যবহার করতেন?) তিনি বললেন, হ্যাঁ। তারপর বললেন, একরাতে তিনি ইশার সালাত প্রায় অর্ধরাত পর্যন্ত বিলম্ব করলেন। তারপর তিনি পূর্বের অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

বিশ্লেষণ

বস্তুত এই সমস্ত হাদীসে ব্যক্ত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইশার সালাত রাতের এক-তৃতীয়াংশ অতিক্রান্ত হওয়ার পর আদায় করেছেন। এতে সাব্যস্ত হল যে, রাতের এক তৃতীয়াংশ অতিক্রান্ত হলেই ইশার ওয়াক্ত শেষ হয়ে যায় না। কিন্তু আমাদের মতে এর মর্ম হল এবং আল্লাহ্-ই উত্তমভাবে জ্ঞাত যে, ইশার উত্তম ওয়াক্ত যাতে তা আদায় করা বাঞ্ছনীয়, আর তা হল 'শাফাক' অদৃশ্য হওয়া থেকে নিয়ে রাতের এক তৃতীয়াংশ পর্যন্ত এবং এটা সেই ওয়াক্ত যাতে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এই সালাত আদায় করতেন। যেমনটি আমরা আয়েশা (রা)-এর হাদীসে উল্লেখ করেছি। এরপরে অর্ধরাত অতিক্রান্ত হওয়া পর্যন্ত বিলম্ব করা পূর্বাপেক্ষা কম ফযীলতের অধিকারী। এই ব্যাখ্যা অনুযায়ী এই সমস্ত হাদীসের পারস্পরিক বৈপরিত্য থাকে না।

তারপর আমরা লক্ষ্য করতে প্রয়াস পাব যে, অর্ধ রাতের পরেও এর ওয়াক্ত কিছুটা অবশিষ্ট থাকে কিনা? সুতরাং আমরা এই বিষয়ে নিম্নোক্ত রিওয়ায়াত পেয়েছি ঃ

٨٧٢– فَاِذَا يُوْنُسُ قَدْ حَدَّثَنَا قَالَ اَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَنَا يَحْيَى بْنُ اَيُّوْبَ وَعَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ وَاَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيْلِ قَالَ سَمِعْتُ اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُوْلُ اَخَّرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الصَّلٰوةَ ذَاتَ لَيْلَةٍ اِلٰى شَطْرِ اللَّيْلِ ثُمَّ انْصَرَفَ فَاَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ بَعْدَ مَا صَلّٰى بِنَا فَقَالَ قَدْ صَلَّى النَّاسُ وَرَقَدُوْا وَلَمْ تَزَالُوْا فِىْ صَلٰوةٍ مَّا انْتَظَرْتُمُوْهَا .

৮৭২. ইউনুস (রা).... হুমায়দ তবীল (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি আনাস (রা)-কে বলতে শুনেছি ঃ একবার এক রাতে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ (ইশার) সালাত অর্ধরাত পর্যন্ত বিলম্ব করলেন। তারপর সালাত শেষে আমাদের অভিমুখী হয়ে বললেন ঃ অন্যান্য লোক সালাত আদায় করে ঘুমিয়ে পড়েছে। তোমরা যতক্ষণ পর্যন্ত সালাতের অপেক্ষা করবে ততক্ষণ পর্যন্ত সালাতের মধ্যেই আছ (বলে গণ্য হবে)।

٨٧٣- حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ قَالَ ثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ اَنَسٍ مِثْلَهُ .

৮৭৩. নাসর ইব্‌ন মারযূক (র).... আনাস (রা) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٨٧٤- حَدَّثَنَا فَهْدُ قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِى يَحْىَ بْنُ اَيُّوْبَ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ اَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ .

৮৭৪. ফাহাদ (র).... আনাস (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

ব্যাখ্যা

বস্তুত এই সমস্ত হাদীসে ব্যক্ত হয়েছে যে, তিনি ﷺ এই (ইশার) সালাত অর্ধরাত অতিক্রান্ত হওয়ার পর আদায় করেছেন। এতে প্রমাণিত হয় যে, অর্ধরাত অতিক্রান্ত হওয়ার পরও ইশার ওয়াক্ত অবশিষ্ট থাকে।

সংশ্লিষ্ট বিষয়ে তাঁর থেকে এরূপ রিওয়ায়াতও বর্ণিত আছে, যা (উল্লেখিত রিওয়ায়াত) অপেক্ষা অধিক প্রমাণ বহন করে ঃ

٨٧٥- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ وَّاَبُوْ بِشْرٍ الرَّقِيُّ قَالاَ ثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ اَخْبَرَنِى الْمُغِيْرَةُ بْنُ حَكِيْمٍ عَنْ اُمِّ كُلْثُوْمٍ بِنْتِ اَبِىْ بَكْرٍ اَنَّهَا اَخْبَرَتْهُ عَنْ عَائِشَةَ اُمِّ الْمُؤْمِنِيْنَ اَنَّهَا قَالَتْ اِعْتَمَّ النَّبِيُّ ﷺ ذَاتَ لَيْلَةٍ حَتّٰى ذَهَبَ قَامَةُ اللَّيْلِ حَتّٰى نَامَ اَهْلُ الْمَسْجِدِ ثُمَّ خَرَجَ فَصَلّٰى وَقَالَ اِنَّهُ لَوَقْتُهَا لَوْ لاَ اَنْ اَشُقَّ عَلٰى اُمَّتِىْ .

৮৭৫. আলী ইব্‌ন মা'বাদ (র) ও আবূ বিশর রকী (র)..... উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন ঃ নবী ﷺ এক রাতে ইশার সালাত এত বিলম্ব করে আদায় করলেন যে, রাতের অনেক অংশ অতিক্রান্ত হয়ে গেছে, আর মসজিদে অবস্থানকারী (মুসল্লী)-গণ ঘুমিয়ে পড়েছে। এরপর তিনি বের হয়ে সালাত আদায় করে বললেন ঃ যদি আমার উম্মতের পক্ষে কষ্টকর হবে বলে মনে না করতাম, তবে এটাই ছিল এর (মুস্তাহাব) ওয়াক্ত।

ব্যাখ্যা

এই হাদীসে ব্যক্ত হয়েছে যে, তিনি রাতের অধিকাংশ সময় অতিক্রান্ত হওয়ার পর (ইশার) সালাত আদায় করেছেন এবং বলেছেন ঃ এটা ওয়াক্ত। এই সমস্ত হাদীসের সঠিক মর্মানুযায়ী ই'শার প্রথম ওয়াক্ত 'শাফাক' অদৃশ্য হয়ে যাওয়া থেকে সমস্ত রাত অতিক্রান্ত হওয়া পর্যন্ত। কিন্তু এর তিনটি ভাগ রয়েছে ঃ ১. এর ওয়াক্ত শুরু হওয়া থেকে নিয়ে রাতের এক তৃতীয়াংশ অতিক্রান্ত হওয়া পর্যন্ত উত্তম (আফযাল) ওয়াক্ত, ২. এর পর থেকে অর্ধরাত পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত, এটা প্রথম ওয়াক্ত অপেক্ষা কিছুটা কম ফযীলতপূর্ণ, ৩. অর্ধরাতের পর (সালাত আদায়ের) ফযীলত প্রথমোক্ত দু'ওয়াক্ত অপেক্ষা আরো কম।

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সাহাবীগণের থেকেও এর ওয়াক্ত সম্পর্কে এরূপ রিওয়ায়াত বর্ণিত আছে, যা এর স্বপক্ষে প্রমাণ বহন করে, যা আমরা উল্লেখ করেছি ঃ

٨٧٦– حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ ثَنَا حَجَّاجُ قَالَ ثَنَا حَمَّادُ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ اَسْلَمَ اَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَتَبَ اَنَّ وَقْتَ الْعِشَاءِ الْاٰخِرَةِ اِذَا غَابَ الشَّفَقُ اِلٰى ثُلُثِ اللَّيْلِ وَلاَ تُؤَخِّرُوْهَا ذٰلِكَ اِلاَّ مِنْ شُغْلٍ وَلاَ تَنَامُوْا قَبْلَهَا فَمَنْ نَامَ قَبْلَهَا فَلاَ نَامَتْ عَيْنَاهُ قَالَهَا ثَلاَثًا .

৮৭৬. মুহাম্মদ ইব্ন খুযায়মা (র)..... আসলাম (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, উমার ইব্ন খাত্তাব (রা) লিখেছেন যে, ইশার (সালাতের) ওয়াক্ত 'শাফাক' অদৃশ্য হওয়া থেকে রাতের এক তৃতীয়াংশ (অতিক্রান্ত) হওয়া পর্যন্ত। কোন ব্যস্ততা ব্যতীত তাকে বিলম্ব করবে না এবং এর পূর্বে ঘুমিয়ে পড়বে না। কেউ যদি এর পূর্বে ঘুমায়, তার দুই চোখ যেন (কোনদিন) না ঘুমায়। তিনি এটা তিনবার বলেছেন।

ইনি হলেন উমার (রা), তাঁর থেকে নিম্নোক্ত রিওয়ায়াতও বর্ণিত আছে ঃ

٨٧٧– حَدَّثَنَا ابْنُ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ عُمَرَ الْحَوْضِىُّ قَالَ ثَنَا ابْنُ يَزِيْدَ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِيْرِيْنَ عَنِ الْمُهَاجِرِ اَنَّ عُمَرَ كَتَبَ اِلٰى اَبِىْ مُوْسٰى اَنْ صَلِّ صَلٰوةَ الْعِشَاءِ مِنَ الْعِشَاءِ اِلٰى نِصْفِ اللَّيْلِ اَىَّ حِيْنٍ شِئْتَ .

৮৭৭. ইব্ন দাউদ (র)..... মুহাম্মদ ইব্ন সীরীন (র) মুহাজির (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, উমার (রা) একবার আবূ মূসা (রা)-এর উদ্দেশ্যে লিখলেন ঃ ইশার সালাতের ওয়াক্ত আরম্ভ হওয়া থেকে অর্ধরাত পর্যন্ত যখন ইচ্ছা ইশার সালাত আদায় করতে পার।

٨٧٨– حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا وَهْبُ قَالَ ثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيْرِيْنَ عَنِ الْمُهَاجِرِ مِثْلَهُ .

৮৭৮. আবূ বাক্রা (র).... মুহাম্মদ ইব্ন সীরীন (র) মুহাজির (র) থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

٨٧٩– حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ شَيْبَةَ قَالَ ثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ قَالَ اَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَوْنٍ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنِ الْمُهَاجِرِ مِثْلَهُ وَزَادَ وَلاَ اَدْرِىْ ذٰلِكَ اِلاَّ نِصْفًا لَكَ .

৮৭৯. আলী ইব্ন শায়বা (র)..... মুহাম্মদ (র) মুহাজির (র) থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন। তবে তিনি "আমি তা তোমার জন্য অর্ধেক মনে করি" বাক্যটি অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন।

এই রিওয়ায়াত দ্বারা সাব্যস্ত হল যে, তিনি (রা), তাঁকে অনুমতি প্রদান করেছেন যে, অর্ধরাত পর্যন্ত সালাত আদায় করতে পার। তিনি একে অর্ধেক সাব্যস্ত করেছেন।

এ বিষয়ে তাঁর থেকে নিম্নোক্ত রিওয়ায়াতও বর্ণিত আছে ঃ

٨٨٠- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ اَحْمَدَ قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِىُّ عَنْ حَبِيْبِ بْنِ اَبِىْ ثَابِتٍ عَنْ نَافِعٍ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ كَتَبَ عُمَرُ اِلَى اَبِىْ مُوْسَى اَنْ صَلِّ الْعِشَاءَ اَىَّ اللَّيْلِ شِئْتَ وَلاَ تَغْفُلْهَا .

৮৮০. আবূ বাক্রা (রা).... নাফি‘ ইব্‌ন জুবাইর (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, একবার উমার (রা) আবূ মূসা (রা)-কে এ মর্মে লিখলেন যে, ইশার সালাত রাতের যে কোন অংশে আদায় করতে পার (কিন্তু), এর থেকে গাফিল হবে না।

ব্যাখ্যা

এ রিওয়ায়াতে ব্যক্ত হয়েছে যে, তিনি পূর্ণ রাতকে এর ওয়াক্ত সাব্যস্ত করেছেন, কিন্তু "এর থেকে গাফিল হবে না" যে বলেছেন, আমাদের মতে এর কারণ হল যে, অর্ধরাত পর্যন্ত তা পরিত্যাগ করা (বিলম্ব করা) অলসতার নামান্তর, আর রাতের এক তৃতীয়াংশ অতিক্রান্ত হওয়া পর্যন্ত তা (বিলম্ব) করা এর প্রতি অলসতা প্রদর্শন নয়; বরং তা সেই ফযীলত অর্জনকারী, যা ওয়াক্তের প্রথমভাগে সালাত আদায়ে প্রত্যাশা করা হয় এবং "এ দু'ওয়াক্তের মাঝে উভয় বস্তুর অর্ধেক" বলার তাৎপর্য হল তা প্রথম ওয়াক্তের হিসাবে ফযীলত কম এবং দ্বিতীয় ওয়াক্ত থেকে অধিক। এটাও সেই বিষয় বস্তুর অনুকূলে রয়েছে, যা আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর বিষয়ে উল্লেখ করেছি।

সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আবূ হুরায়রা (রা) থেকেও নিম্নোক্ত উক্তি বর্ণিত আছে ঃ

٨٨١- حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنِ يُوْسُفَ قَالَ ثَنَا اللَّيْثُ ح وَحَدَّثَنَا رَبِيْعُ الْمُؤَذِّنُ قَالَ ثَنَا شُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثِ قَالَ ثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِىْ حَبِيْبٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ جُرَيْجٍ اَنَّهُ قَالَ لِاَبِىْ هُرَيْرَةَ مَا اِفْرَاطُ صَلٰوةِ الْعِشَاءِ قَالَ طُلُوْعُ الْفَجْرِ .

৮৮১. ইউনুস (র) ও রবীউল মু'আয্‌যিন (র)... উবায়দ ইব্‌ন জুরায়জ (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি আবূ হুরায়রা (রা) কে জিজ্ঞাসা করেছেন, ইশার সালাতে ত্রুটি কি ? তিনি বললেন, ফজর উদয় হওয়া (পর্যন্ত বিলম্ব করা)।

ব্যাখ্যা

বস্তুত এই আবূ হুরায়রা (রা) ওই ত্রুটিকে, যার দ্বারা এটা ফউত হয়ে যায় ফজর উদিত হওয়া (পর্যন্ত বিলম্ব করাকে) সাব্যস্ত করেছেন। আমরা তাঁরই সূত্রে নবী ﷺ থেকে রিওয়ায়াত করেছি যে, যখন তাঁকে সালাতের ওয়াক্ত সমূহ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছে তখন তিনি দ্বিতীয় দিন রাতের কিছু অংশ অতিক্রান্ত হওয়ার পর ইশার সালাত আদায় করেছেন এবং তাঁরই হাদীস নবী ﷺ থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেছেন ঃ ইশার (সালাতের) ওয়াক্ত অর্ধরাত পর্যন্ত। এতে সাব্যস্ত হল যে, এর ওয়াক্ত ফজর উদিত হওয়া পর্যন্ত। কিন্তু এর কিছু অংশ অপর অংশ অপেক্ষা উত্তম।

বস্তুত এই সমস্ত উক্তি যা আমরা এ অনুচ্ছেদে বর্ণনা করেছি ইমাম আবূ হানীফা (র), ইমাম আবূ ইউসুফ (র) ও মুহাম্মদ (র)-এর অভিমত। কিন্তু আমরা যা কিছু যুহরের ওয়াক্ত সম্পর্কে বর্ণনা

করেছি, যাতে তাঁরা মতভেদ করেছেন (এটা ব্যতিক্রম)। ইমাম আবূ হানীফা (র) বলেছেন ঃ তা হল প্রতিটি বস্তুর ছায়া তার দ্বিগুণ হওয়া পর্যন্ত, আবূ ইউসুফ (র) ও তাঁর থেকে এরূপ বর্ণনা করেছেন, তা নিম্নরূপ ঃ

٨٨٢- حَدَّثَنِيْ ابْنُ اَبِيْ عِمْرَانَ عَنِ ابْنِ الثَّلْجِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ اَبِيْ حَنِيْفَةَ اَنَّهُ قَالَ فِيْ ذٰلِكَ اٰخِرُ وَقْتِهَا اِذَا صَارَ الظِّلُّ مِثْلَهُ وَهُوَ قَوْلُ اَبِيْ يُوْسُفَ وَمُحَمَّدٍ وَبِهِ نَاْخُذُ .

৮৮২. আহমদ ইব্‌ন আবদিল্লাহ্ ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন খালিদ কিন্দী (র)..... আবূ ইউসুফ (র) সূত্রে ইমাম আবূ হানীফা (র) থেকে এরূপ বর্ণনা করেছেন আবার ইব্‌ন আবী ইমরান (র)..... আবূ হানীফা (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি এ বিষয়ে বলেছেন ঃ এর শেষ ওয়াক্ত সেটা যখন প্রতিটি বস্তুর ছায়া তার সমপরিমাণ হয়। ইমাম আবূ ইউসুফ (র) ও ইমাম মুহাম্মদ (র) এর এটাই অভিমত এবং আমরাও এটাই গ্রহণ করেছি।

٨- بَابُ الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلاَتَيْنِ كَيْفَ هُوَ

৮. অনুচ্ছেদ ঃ দুই (ওয়াক্তের) সালাত একত্রে আদায় করার বিধান কি?

٨٨٣- حَدَّثَنَا فَهْدُ قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِمْرَانَ بنِ اَبِيْ لَيْلٰى حَدَّثَنِيْ اَبِيْ عَنِ ابْنِ اَبِيْ لَيْلٰى عَنْ اَبِيْ قَيْسٍ الْاَوْدِيِّ عَنْ هُذَيْلِ بْنِ شُرَحْبِيْلَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَجْمَعُ بَيْنَ الصَّلاَتَيْنِ فِي السَّفَرِ .

৮৮৩. ফাহাদ (র) ..... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসঊদ (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী ﷺ সফর অবস্থায় দুই সালাতকে একত্রে আদায় করতেন।

٨٨٤- حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ اَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَنَّ مَالِكًا حَدَّثَهُ عَنْ اَبِي الزُّبَيْرِ الْمَكِّيِّ عَنْ اَبِي الطُّفَيْلِ اَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ اَخْبَرَهُ اَنَّهُمْ خَرَجُوْا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ عَامَ تَبُوْكٍ فَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَجْمَعُ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ .

৮৮৪. ইউনুস (র)..... আবূ তুফায়ল (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, মু'আয ইব্‌ন জাবাল (রা) তাঁকে বলেছেন যে, তাবুকের যুদ্ধে সাহাবায়ে কিরাম (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সঙ্গে রওয়ানা হলেন। পরে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যুহর এবং আসরের সালাত একত্রে আদায় করলেন। আবার মাগরিব ও ইশা একত্রে আদায় করলেন।

٨٨٥- حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ سِنَانٍ قَالَ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ قَالَ ثَنَا قُرَّةُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ اَبِي الزُّبَيْرِ قَالَ ثَنَا اَبُوالطُّفَيْلِ قَالَ ثَنَا مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ فَذَكَرَ مِثْلَهُ قَالَ قُلْتُ مَا حَمَلَهُ عَلٰى ذٰلِكَ قَالَ اَرَادَ الاَّ يَحْرُجَ اُمَّتَهُ .

৮৮৫. ইয়াযীদ ইব্ন সিনান (র)..... মু'আয ইব্ন জাবাল (রা) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। আমি বললাম, তিনি এরূপ কেন করতেন? তিনি বললেন, উম্মতের যেন কোন অসুবিধা না হয় তা-ই তিনি চাচ্ছিলেন।

٨٨٦– حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ ثَنَا اَسَدُ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ زَيْدٍ يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ صَلَّى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ثَمَانِيًا جَمِيْعًا وَّسَبْعًا جَمِيْعًا .

৮৮৬. ইউনুস (র)..... ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আট রাক'আত (যুহর ও আসর) একত্রে এবং সাত রাক'আত (মাগরিব ও ইশা) একত্রে আদায় করেছেন।

٨٨٧– حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ يَحْيَى قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اِدْرِيْسَ قَالَ اَخْبَرَنَا سُفْيَانُ قَالَ عَمْرُو بْنُ دِيْنَارٍ قَالَ اَنَا جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ اَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُوْلُ صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ بِالْمَدِيْنَةِ ثَمَانِيًا جَمِيْعًا وَّسَبْعًا جَمِيْعًا قُلْتُ لِاَبِي الشَّعْثَاءِ اَظُنُّهُ اَخَّرَ الظُّهْرَ وَعَجَّلَ الْعَصْرَ وَاَخَّرَ الْمَغْرِبَ وَعَجَّلَ الْعِشَاءَ قَالَ وَاَنَا اَظُنُّ ذٰلِكَ .

৮৮৭. ইসমাঈল ইব্ন ইয়াহইয়া (র)..... ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি মদীনাতে নবী ﷺ-এর সঙ্গে আট রাক'আত (যুহর ও আসর) একত্রে এবং সাত রাক'আত (মাগরিব ও ইশা) একত্রে আদায় করেছি। আমর ইব্ন দীনার (র) বলেন, আমি আবূশ শা'সা (জাবির ইব্ন যায়দ র)-কে বললাম, আমার ধারণা মতে তিনি যুহরের সালাতকে বিলম্ব করে শেষ ওয়াক্তে ও আসরের সালাতকে জলদি করে প্রথম ওয়াক্তে, আবার মাগরিবকে বিলম্ব করে শেষ ওয়াক্তে ও ইশাকে জলদি করে প্রথম ওয়াক্তে আদায় করেছেন। তিনি বললেন, আমার ধারণাও তাই।

٨٨٨– حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ اَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ مَالِكُ عَنْ اَبِي الزُّبَيْرِ الْمَكِّيِّ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ صَلَّى بِنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيْعًا وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ جَمِيْعًا فِي غَيْرِ خَوْفٍ وَّلَاسَفَرٍ .

৮৮৮. ইউনুস (র)..... ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সফর ও ভয়-ভীতি ব্যতীত আমাদেরকে নিয়ে যুহর ও আসর একত্রে আদায় করেছেন এবং মাগরিব ও ইশা একত্রে আদায় করেছেন।

٨٨٩– حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ سِنَانٍ قَالَ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ قَالَ ثَنَا قُرَّةُ عَنْ اَبِي الزُّبَيْرِ فَذَكَرَ بِاِسْنَادِهِ مِثْلَهُ قُلْتُ مَا حَمَلَهُ عَلٰى ذٰلِكَ قَالَ اَرَادَ اَنْ لَّايُحْرِجَ اُمَّتَهُ .

৮৮৯. ইয়াযীদ ইব্ন সিনান (র)..... আবূ যুবাইর (র) থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন। তিনি বলেন, আমি আবূ যুবাইর (র)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, তিনি এমনটি কেন করেছেন? তিনি বললেন ঃ উম্মতের যেন কোন অসুবিধা না হয়, তা-ই তিনি চাচ্ছিলেন।

٨٩٠- حَدَّثَنَا اَبُوْ بِشْرٍ الرَّقِّيُّ قَالَ ثَنَا حَجَّاجُ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ فَذَكَرَ بِاِسْنَادِهِ مِثْلَهُ .

৮৯০. আবূ বিশর রকী‘ (র).... আবূ যুবাইর (র) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٨٩١- حَدَّثَنَا رَبِيعُ الْجِيْزِيُّ قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيْ قَالَ ثَنَا دَاؤُدُ بْنُ قَيْسٍ الْفَرَّاءُ عَنْ صَالِحٍ مَوْلَى التَّوْءَمَةِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مِثْلَهُ غَيْرَ اَنَّهُ قَالَ فِىْ غَيْرِ سَفَرٍ وَّلاَ مَطَرٍ .

৮৯১. রবী‘উল জীযী (র)..... ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন। তবে তিনি "সফর এবং বৃষ্টি ব্যতীত" বাক্যটি বলেছেন।

٨٩٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ ثَنَا حَجَّاجُ قَالَ ثَنَا حَمَّادُ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُدَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ شَقِيْقٍ اَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ اَخَّرَ صَلٰوةَ الْمَغْرِبِ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَقَالَ رَجُلُ الصَّلٰوةُ فَقَالَ لاَ اُمَّ لَكَ اَتُعَلِّمُنَا بِالصَّلٰوةِ وَقَدْ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ رُبَّمَا جَمَعَ بَيْنَهُمَا بِالْمَدِيْنَةِ .

৮৯২. মুহাম্মদ ইব্ন খুযায়মা (র).... আবদুল্লাহ্ ইব্ন শাকীক (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, একরাতে ইব্ন আব্বাস (রা) মাগরিবের সালাত বিলম্ব করে আদায় করলেন। এতে জনৈক ব্যক্তি বলে উঠলো, সালাত, সালাত। তিনি বললেন, তোমার জানা নেই, তুমি কি আমাদেরকে সালাত শিখাচ্ছ? নবী ﷺ মদীনাতে প্রায়শ দুই সালাতকে একত্রে আদায় করেছেন।

٨٩٣- حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ سِنَانٍ وَفَهْدُ قَالاَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِىْ نَافِعُ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ عَجَّلَ السَّيْرَ ذَاتَ لَيْلَةٍ وَكَانَ قَدِ اسْتُصْرِخَ عَلٰى بَعْضِ اَهْلِهِ ابْنَةِ اَبِىْ عُبَيْدٍ فَسَارَ حَتّٰى هَمَّ الشَّفَقُ اَنْ يَّغِيْبَ وَاَصْحَابُهُ يُنَادُوْنَهُ لِلصَّلٰوةِ فَاَبٰى عَلَيْهِمْ حَتّٰى اِذَا اَكْثَرُوْا عَلَيْهِ قَالَ اِنِّىْ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَجْمَعُ بَيْنَ هَاتَيْنِ الصَّلٰوتَيْنِ الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ وَاَنَا اَجْمَعُ بَيْنَهُمَا .

৮৯৩. ইয়াযীদ ইব্ন সিনান (র) ও ফাহাদ (র).... নাফি‘ (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, এক রাতে আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমার (রা) দ্রুত সফর করলেন। তিনি সংবাদ পেলেন যে, তার এক স্ত্রী যিনি আবূ উবায়দ-এর কন্যা, মুমূর্ষু অবস্থায় রয়েছেন। তিনি চললেন এবং 'শাফাক' (লালিমা) অদৃশ্য হতে লাগল। তাঁর সাথীগণ তাঁকে সালাতের জন্য আওয়ায দিতে লাগল, কিন্তু তিনি তাদের প্রতি গ্রাহ্য করলেন না। অবশেষে তারা যখন তাঁর উপর অত্যধিক তাগিদ করতে লাগলেন তখন তিনি বললেন ঃ

আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে এই দুই সালাত–মাগরিব এবং ইশা একত্রে আদায় করতে দেখেছি, আমিও এ দু'টি একত্রে আদায় করব।

٨٩٤– حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ اَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَنَّ مَالِكًا حَدَّثَهُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا عَجَّلَ السَّيْرَ جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ .

৮৯৪. ইউনুস (র).... ইব্ন উমার (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর যখন সফরে কোন ত্বরা থাকত তখন তিনি মাগরিব ও ইশার সালাত একত্রে আদায় করতেন।

٨٩٥– حَدَّثَنَا فَهْدٌ قَالَ ثَنَا الْحَمَّانِيُّ ثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَجْمَعُ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ اِذَا جَدَّ بِهِ السَّيْرُ .

৮৯৫. ফাহাদ (র).... সালিম (র) তাঁর পিতা (ইব্ন উমার রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর যখন সফরে কোন ত্বরা থাকত তখন তিনি মাগরিব ও ইশার সালাত একত্রে আদায় করতেন।

٨٩٦– حَدَّثَنَا فَهْدٌ قَالَ ثَنَا الْحَمَّانِيُّ قَالَ ثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ ابْنِ نَجِيْحٍ عَنْ اِسْمَاعِيْلَ بْنِ اَبِىْ ذُوَيْبٍ قَالَ كُنْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ فَلَمَّا غَرَبَتِ الشَّمْسُ هَبْنَا اَنْ نَقُوْلَ لَهُ الصَّلٰوةُ فَسَارَ حَتّٰى ذَهَبَتْ فَحْمَةُ الْعِشَاءِ وَرَأَيْنَا بَيَاضَ الْاُفُقِ فَنَزَلَ فَصَلّٰى ثَلاَثًا الْمَغْرِبَ وَاثْنَتَيْنِ الْعِشَاءَ ثُمَّ قَالَ هٰكَذَا رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَفْعَلُ .

৮৯৬. ফাহাদ (র)..... ইসমাঈল ইব্ন আবী যুওয়াইব (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, একবার আমি ইব্ন উমার (রা) এর সঙ্গে ছিলাম। যখন সূর্য ডুবে গেল আমরা তাঁকে সালাতের কথা স্মরণ করিয়ে দিতে সাহস পেলাম না। তিনি চলতে চলতে যখন রাতের প্রথমাংশের অন্ধকার এগিয়ে আসতে লাগল এবং আমরা দিগন্তের শুভ্রতা দেখলাম, তখন তিনি অবতরণ করে মাগরিবের সালাত তিন রাক'আত এবং ইশার সালাত দু'রাক'আত আদায় করলেন। তারপর বললেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে এভাবেই (সালাত আদায়) করতে দেখেছি।

٨٩٧– حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ بْنُ اَبِىْ دَاوُدَ وَعِمْرَانُ بْنُ مُوْسٰى الطَّاقِىُّ قَالُوْا حَدَّثَنَا الرَّبِيْعُ بْنُ يَحْيَى الْاَشْنَانِىُّ قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِىُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ جَمَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِالْمَدِيْنَةِ لِلرُّخَصِ مِنْ غَيْرِ خَوْفٍ وَلاَ عِلَّةٍ .

৮৯৭. মুহাম্মদ ইব্ন খুযায়মা (র)..... জাবির ইব্ন আবদিল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মদীনাতে কোনরূপ ভয়-ভীতি বা অন্য কোন কারণ ব্যতীত অবকাশ হিসাবে যুহর ও আসর এবং মাগরিব ও ইশা একত্রে আদায় করেছেন।

٨٩٨- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ ثَنَا نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ قَالَ ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ مُحَمَّدٍ الدَّرَاوَرْدِيُّ عَنْ مَالِكِ بْنِ اَنَسٍ عَنْ اَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ غَرَبَتْ لَهُ الشَّمْسُ بِمَكَّةَ فَجَمَعَ بَيْنَهُمَا بِسَرِفَ يَعْنِي الصَّلٰوةَ .

৮৯৮. আলী ইব্‌ন আবদির রহমান (র)..... জাবির ইব্‌ন আবদিল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মক্কাতে অবস্থানকালে সূর্য অস্তমিত হয়ে গেল। এরপর তিনি 'সারিফ' নামক স্থানে দুই সালাত (মাগরিব ও ইশা)-কে একত্রে আদায় করলেন।

٨٩٩- حَدَّثَنَا ابْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ ثَنَا مُسْلِمُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ ثَنَا اَبَانُ بْنُ يَزِيْدَ عَنْ يَحْيَى بْنِ اَبِي كَثِيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَجْمَعُ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ فِي السَّفَرِ .

৮৯৯. ইব্‌ন খুযায়মা (র).... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সফরে মাগরিব ও ইশা (এর সালাত) একত্রে আদায় করতেন।

ইমাম আবূ জা'ফর তাহাবী (র) বলেন ঃ একদল আলিম এই মত গ্রহণ করেছেন যে, যুহর ও আসরের সালাতের একই ওয়াক্ত। তাঁরা বলেন, এজন্যই নবী ﷺ এই দুই সালাতকে ওই দুইটির একটির ওয়াক্তে একত্রে আদায় করেছেন। অনুরূপভাবে তাঁদের মতে মাগরিব ও ইশার সালাতের ওয়াক্তও অভিন্ন। যতক্ষণ পর্যন্ত দ্বিতীয় সালাতের ওয়াক্ত শেষ না হবে প্রথম সালাত কাযা হবে না।

পক্ষান্তরে এ বিষয়ে অপরাপর আলিমগণ তাঁদের বিরোধিতা করে বলেছেন, (বিষয়টি এরূপ নয়) বরং এই সমস্ত সালাতের প্রত্যেকটির ওয়াক্ত অপরটির ওয়াক্ত থেকে পৃথক। তাঁরা বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে দুই সালাত একত্রে আদায় করার যে রিওয়ায়াত আপনারা উদ্ধৃত করেছেন, এটা তাঁর থেকে সেই ভাবেই বর্ণিত আছে। কিন্তু তাতে একথার কোন প্রমাণ নেই যে, তিনি তা এক সালাতের ওয়াক্তে আদায় করেছেন। দুই সালাতের মাঝে একত্রীকরণ সেইভাবেও হতে পারে, যেভাবে আপনারা উল্লেখ করেছেন। আবার একথারও সম্ভাবনা রয়েছে যে, তিনি প্রত্যেক সালাত তার নিজস্ব ওয়াক্তে আদায় করেছেন। যেমনটি জাবির ইব্‌ন যায়দ (র) ধারণা পোষণ করেছেন এবং তিনি তা ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে রিওয়ায়াত করেছেন। আর তাঁর পরে আমর ইব্‌ন দীনার (র) ও রিওয়ায়াত করেছেন।

প্রথমোক্ত অভিমত পোষণকারীগণ বলেন, কিছু সংখ্যক হাদীস থেকে বুঝা যাচ্ছে যে, (দুই সালাতকে) একত্রে আদায় করার পদ্ধতি তা-ই, যা আমরা বলেছি। তাঁরা এ বিষয়ে নিম্নোক্ত রিওয়ায়াত উল্লেখ করেছেন ঃ

٩٠٠- حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا عَارِمُ بْنُ الْفَضْلِ قَالَ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ نَافِعٍ اَنَّ ابْنَ عُمَرَ اسْتُصْرِخَ عَلٰى صَفِيَّةَ بِنْتِ اَبِي عُبَيْدٍ وَهُوَ بِمَكَّةَ فَاَقْبَلَ اِلَى الْمَدِيْنَةِ فَسَارَ حَتّٰى غَرَبَتِ الشَّمْسُ وَبَدَتِ النُّجُوْمُ وَكَانَ رَجُلٌ يَصْحَبُهُ يَقُوْلُ

اَلصَّلٰوةُ الصَّلٰوةُ قَالَ وَقَالَ لَهُ سَالِمُ الصَّلٰوةَ فَقَالَ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ اِذَا عَجَّلَ بِهِ السَّيْرُ فِى سَفَرٍ جَمَعَ بَيْنَ هَاتَيْنِ الصَّلٰوتَيْنِ وَاِنِّى اُرِيْدُ اَنْ اَجْمَعَ بَيْنَهُمَا فَسَارَ حَتّٰى غَابَ الشَّفَقُ ثُمَّ نَزَلَ فَجَمَعَ بَيْنَهُمَا .

৯০০. ইব্ন মারযূক (র).... নাফি' (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, ইব্ন উমার (রা) মক্কায় অবস্থানকালে (তাঁর স্ত্রী) সফিয়া বিন্ত আবূ উবায়দ এর অসুস্থতার সংবাদ পেলেন। তিনি মদীনা অভিমুখে রওয়ানা হলেন এবং সফর শুরু করলেন। সফর করতে করতে (এক পর্যায়ে) সূর্য অস্তমিত হয়ে গেল এবং তারকারাজি দৃশ্যমান হয়ে পড়ল। তার সফর সঙ্গী জনৈক ব্যক্তি বলতে লাগল, সালাত আদায় করুন। সালাত আদায় করুন। রাবী বলেন, সালিম (র) ও তাঁকে বললেন, সালাত আদায় করুন। তিনি বললেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর যখন সফরে কোন ত্বরা থাকত তখন এই দুই সালাত (মাগরিব ও ইশা) একত্রে আদায় করতেন। আমিও এ দু'টি একত্রে আদায় করতে চাচ্ছি। তিনি সফর অব্যাহত রেখে আরো অগ্রসর হলেন। এমনকি 'শাফাক' অদৃশ্য হয়ে গেল। তারপর তিনি অবতরণ করে উভয় সালাত একত্রে আদায় করলেন।

৯০১– حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِى دَاوُدَ قَالَ ثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ ثَنَا يَحْىٰ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّهُ كَانَ اِذَا جَدَّبِهِ السَّيْرُ جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بَعْدَ مَا يَغِيْبُ الشَّفَقُ وَيَقُوْلُ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ اِذَا جَدَّ بِهِ السَّيْرُ جَمَعَ بَيْنَهُمَا .

৯০১. ইব্ন আবী দাঊদ (র).... ইব্ন উমার (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তাঁর যখন সফরে কোন ত্বরা থাকত তখন তিনি 'শাফাক' অদৃশ্য হওয়ার পর মাগরিব ও ই'শা একত্রে আদায় করতেন। আর বলতেন, যখন সফরে কোন ত্বরা থাকত তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ওই দুই সালাত একত্রে আদায় করতেন।

ইমাম তাহাবী (র)-এর ভাষ্য

তাঁরা বলেন এতে (রিওয়ায়াত সমূহে) তাঁর একত্রীকরণের পদ্ধতি কিরূপ ছিল তার দলীল বিদ্যমান রয়েছে। তাঁদের বিরোধী গণ তাঁদের বিরুদ্ধে দলীল দিতে গিয়ে বলেছেন যে, আয়্যুব (র) এর রিওয়ায়াত যাতে বলা হয়েছে, তিনি সফর করতে ছিলেন তারপর 'শাফাক' অদৃশ্য হয়ে গেল। তারপর তিনি অবতরণ কররেন।

নাফি' (র)-এর কোন সাথীই ওই কথাটি উল্লেখ করেননি, উবায়দুল্লাহ (র), মালিক (র) ও লায়স (র) কেউ না। ঐ ব্যক্তি যার থেকে আমরা এই বিষয়ে ইব্ন উমার (রা)-এর হাদীস বর্ণনা করেছি। এই হাদীসে ইব্ন উমার (রা)-এর আমলের সংবাদ দেয়া হয়েছে। তিনি নবী ﷺ থেকে (সালাতসমূহ) একত্রে আদায় করার উল্লেখ করেছেন। কিন্তু কিভাবে একত্রে আদায় করেছেন তা তিনি উল্লেখ করেননি। উবায়দুল্লাহ্ (র)-এর হাদীসে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ওই দুই সালাতকে একত্রে আদায় করেছেন। তারপর তিনি ইব্ন উমার (রা)-এর একত্রে আদায় করা কিরূপ ছিল তা উল্লেখ করেছেন এবং বলেছেন যে, তিনি 'শাফাক' অদৃশ্য হওয়ার পর এরূপ করেছেন। তাঁর উদ্দেশ্য

Contents

এটা হতে পারে যে, যখন উভয় সালাতকে একত্রে আদায় করেছেন তাহলে ইশার সালাত 'শাফাক' অদৃশ্য হওয়ার পর ছিল এবং মাগরিবের সালাত 'শাফাক' অদৃশ্য হওয়ার পূর্বে আদায় করে ফেলেছিলেন।

যেহেতু ইশার সালাত আদায় না করা পর্যন্ত তিনি 'দুই সালাতের মাঝে একত্রে আদায়কারী' গণ্য হবেন না। তাই এভাবে তিনি মাগরিব ও ইশার মাঝখানে একত্রে আদায়কারী হয়েছিলেন। আমাদের বক্তব্যের স্বপক্ষে আয়্যূব (র) ব্যতীত অন্য রাবীগণ তা ব্যাখ্যা করে বিস্তারিতভাবে রিওয়ায়াত করেছেন।

٩٠٢- حَدَّثَنَا فَهْدٌ قَالَ ثَنَا الْحِمَّانِيُّ قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ أَخْبَرَنِيْ نَافِعٌ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ جَدَّ بِهِ السَّيْرُ فَرَاحَ رَوْحَةً لَمْ يَنْزِلْ إِلاَّ لِظُهْرٍ أَوْ لِعَصْرٍ وَأَخَّرَ الْمَغْرِبَ حَتّٰى صَرَخَ بِهِ سَالِمٌ قَالَ الصَّلٰوةَ فَصَمَتَ ابْنُ عُمَرَ حَتّٰى إِذَا كَانَ عِنْدَ غَيْبُوْبَةِ الشَّفَقِ نَزَلَ فَجَمَعَ بَيْنَهُمَا وَقَالَ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَصْنَعُ هٰكَذَا إِذَا جَدَّ بِهِ السَّيْرُ .

৯০২. ফাহাদ (র)..... নাফি' (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, (একবার) ইব্‌ন উমার (রা) এর সফরে ত্বরা ছিল, তিনি অব্যাহতভাবে চলতে ছিলেন। তিনি একমাত্র যুহর বা আসরের (সালাতের) জন্য অবতরণ করলেন এবং মাগরিবের সালাতের ব্যাপারে বিলম্ব করলেন। এরপর সালিম (র) তাকে আওয়ায দিলেন, বললেন, 'সালাত'। ইব্‌ন উমার (রা) চুপ রইলেন। এরপর যখন 'শাফাক' অদৃশ্য হওয়ার উপক্রম হল তখন তিনি অবতরণ পূর্বক উভয় সালাত (মাগরিব ও ইশা) একত্রে আদায় করলেন এবং বললেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে এরূপ করতে দেখেছি, যখন তাঁর কোন ত্বরা থাকত।

ব্যাখ্যা

বস্তুত এই হাদীসে ব্যক্ত হয়েছে যে, তাঁর মাগরিবের সালাতের জন্য অবতরণ করা 'শাফাক' অদৃশ্য হওয়ার পূর্বে ছিল। সুতরাং আয়্যূব (র)-এর হাদীসে নাফি' (র)-এর উক্তি 'শাফাক অদৃশ্য হওয়ার পর' হতে একথার সম্ভাবনা রয়েছে যে, তাঁর উদ্দেশ্য ছিল শাফাক অদৃশ্য হওয়ার নিকটবর্তী তথা উপক্রম হয়ে পড়েছিল। এ ব্যাখ্যা অনুযায়ী তাঁর থেকে এ বিষয়ে বর্ণিত রিওয়ায়াতের মধ্যে পারস্পরিক বৈপরিত্য থাকে না।

এ হাদীটি উসামা (রা) ব্যতীত অন্য রাবীগণও নাফি' (র) থেকে রিওয়ায়াত করেছেন, যেমনিভাবে তা উসামা (রা) বর্ণনা করেছেন।

٩٠٣- حَدَّثَنَا رَبِيْعُ الْمُؤَذِّنُ قَالَ ثَنَا بِشْرُ بْنُ بَكْرٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ ابْنُ جَابِرٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ نَافِعٌ قَالَ خَرَجْتُ مَعَ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ وَهُوَ يُرِيْدُ أَرْضًا لَهُ قَالَ فَنَزَلْنَا مَنْزِلاً فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ لَهُ إِنَّ صَفِيَّةَ بِنْتَ أَبِيْ عُبَيْدٍ لِمَا بِهَا وَلاَ أَظُنُّ أَنْ تُدْرِكَهَا فَخَرَجَ مُسْرِعًا وَمَعَهُ رَجُلٌ مِّنْ قُرَيْشٍ فَسِرْنَا حَتّٰى إِذَا غَابَتِ الشَّمْسُ لَمْ يُصَلِّ الصَّلٰوةَ وَكَانَ عَهْدِيْ

بِصَاحِبِىْ وَهُوَ مُحَافِظُ عَلَى الصَّلٰوةِ فَلَمَّا اَبْطَأَ قُلْتُ اَلصَّلٰوةَ رَحِمَكَ اللّٰهُ فَلَمَّا الْتَفَتَ اِلَىَّ وَمَضٰى كَمَا هُوَ حَتّٰى اِذَا كَانَ فِىْ اٰخِرِ الشَّفَقِ نَزَلَ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ ثُمَّ الْعِشَاءَ وَقَدْ تَوَارَتْ ثُمَّ اَقْبَلَ عَلَيْنَا فَقَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا عَجَّلَ بِهِ اَمْرُ صَنَعَ هٰكَذَا .

৯০৩. রবী'উল মুআয্যিন (র)..... নাফি' (র) থেকে বর্ণনা করেন যে তিনি বলেছেন, আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমার (রা)-এর কিছু জমি ছিল। সেখানে যাওয়ার উদ্দেশ্যে আমি তাঁর সঙ্গে বের হলাম। আমরা এক স্থানে অবতরণ করলাম। এক ব্যক্তি তাঁর নিকট এসে সংবাদ দিল যে, 'সফিয়া' বিন্ত আবী উবায়দ (রা) মুমূর্ষু অবস্থায় রয়েছেন। আমার আশঙ্কা যে, আপনি তাঁকে (জীবিত) পাবেন না। তখন তিনি দ্রুতবেগে চললেন। এক কুরায়শী ব্যক্তি তাঁর সফরসঙ্গী ছিলেন। আমরা চলতে লাগলাম। অবশেষে যখন সূর্য অস্তমিত হলো তিনি (মাগরিবের)সালাত আদায় করলেন না। আমি লক্ষ্য ও প্রত্যক্ষ করেছি যে, তিনি সর্বদা সালাতের হিফাযত করতেন, এরপরও যখন দেরী করছেন, তখন আমি বললাম ঃ আল্লাহ্ আপনাকে রহম করুন। 'সালাত' (আদায় করুন)। তিনি আমার দিকে তাকালেন না এবং পূর্বের মত চলতে লাগলেন। এ অবস্থায় যখন (পশ্চিম আকাশের) লালিমা প্রায় অদৃশ্য হওয়ার উপক্রম হলো, তিনি অবতরণ করলেন এবং মাগরিবের সালাত আদায় করলেন। তারপর লালিমা অদৃশ্য হলে ইশার সালাত আদায় করলেন। এরপর আমাদের অভিমুখী হয়ে বললেন ঃ যখন সফরে কোন ত্বরা থাকত তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এরূপ করতেন।

٩٠٤- حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ سِنَانٍ قَالَ ثَنَا اَبُوْ عَامِرٍ الْعَقْدِيُّ قَالَ ثَنَا الْعَطَّافُ بْنُ خَالِدٍ الْمَخْزُوْمِيُّ عَنْ نَافِعٍ قَالَ اَقْبَلْنَا مَعَ ابْنِ عُمَرَ حَتّٰى اِذَا كُنَّا بِبَعْضِ الطَّرِيْقِ اسْتُصْرِخَ عَلٰى زَوْجَتِهِ بِنْتِ اَبِىْ عُبَيْدٍ فَرَاحَ مُسْرِعًا حَتّٰى غَابَتِ الشَّمْسُ فَنُوْدِىَ بِالصَّلٰوةِ فَلَمْ يَنْزِلْ حَتّٰى اِذَا اَمْسٰى فَظَنَنَّا اَنَّهُ قَدْ نَسِىَ فَقُلْتُ الصَّلٰوةُ فَسَكَتَ حَتّٰى اِذَا كَادَ الشَّفَقُ اَنْ يُّغِيْبَ نَزَلَ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ وَغَابَ الشَّفَقُ فَصَلَّى الْعِشَاءَ وَقَالَ هٰكَذَا نَفْعَلُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اِذَا جَدَّ بِنَا السَّيْرُ .

৯০৪. ইয়াযীদ ইব্ন সিনান (র).... নাফি' (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমরা একবার ইব্ন উমার (রা)-এর সঙ্গে (সফরে মক্কা থেকে) আসছিলাম। আমরা তখনও পথেই ছিলাম যে তাঁর স্ত্রী (সফিয়া) বিন্ত আবী উবায়দ-এর মুমূর্ষু অবস্থার সংবাদ দেয়া হল। তিনি দ্রুতবেগে চলতে লাগলেন। যখন সূর্য অস্তমিত হল এবং সালাতের জন্য আযান হল তখনও কিন্তু তিনি অবতরণ করলেন না। অবশেষে সন্ধ্যা হল, আমরা ধারণা করলাম, তিনি (সালাতের কথা) ভুলে গিয়েছেন, এজন্য আমি তাঁকে সালাতের কথা স্মরণ করিয়ে দিলাম। তিনি চুপ রইলেন (এবং আরো অগ্রসর হলেন)। তারপর 'শাফাক' (আকাশের লালিমা) অদৃশ্য হওয়ার উপক্রম হলে অবতরণ করে মাগরিবের সালাত আদায় করলেন। তারপর যখন শাফাক অদৃশ্য হয়ে গেল তখন তিনি ইশার সালাত আদায় করলেন। তারপর বললেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সঙ্গে যখন সফরে আমাদের কোন ত্বরা থাকত, তখন আমরা এরূপ করতাম।

ইমাম তাহাবী (র)-এর বিশ্লেষণ

বস্তুত এই সকল রাবীগণ নাফি (র) থেকে রিওয়ায়াত করেন যে, ইব্ন উমার (রা)-এর অবতরণ 'শাফাক' অদৃশ্য হওয়ার পূর্বে ছিল। আমরা নাফি' (র) থেকে আয়্যূব (র)-এর উক্তি "যখন শাফাক অদৃশ্য হয়ে গেল" এর সম্ভাবনার কথা উল্লেখ করেছি যে, এতে 'শাফাক' অদৃশ্য হওয়ার নিকটবর্তী হওয়ার সম্ভানাও রয়েছে। সুতরাং আমাদের জন্য সর্বোত্তম বিবেচনা হচ্ছে যে, এই সমস্ত রিওয়ায়াতকে ঐকমত্য বিষয়ের উপর প্রয়োগ করা বৈপরিত্যের উপর নয়। তাই আমরা ইব্ন উমার (রা) থেকে বর্ণিত রিওয়ায়াতকে যে "মাগরিবের সালাতের জন্য তাঁর অবতরণ 'শাফাক' অদৃশ্য হওয়ার পর ছিল"– এটাকে এই অর্থে প্রয়োগ করব যে তা 'শাফাক' অদৃশ্য হওয়ার নিকটবর্তী ছিল। যখন কিনা তাঁর থেকে এটাও বর্ণিত আছে যে, 'শাফাক' অদৃশ্য হওয়ার পূর্বে তাঁর ওই অবতরণ ছিল। আর একান্তই যদি ওই হাদীসসমূহের মধ্যে বৈপরিত্য থাকে, তাহলে ইব্ন জাবির (র)-এর হাদীস ঐ দুইটার মধ্যে উত্তম হিসাবে বিবেচিত হবে। যেহেতু আয়্যূব (র)-এর হাদীসেও ব্যক্ত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ দুই সালাতকে একত্রে আদায় করতেন। তার পর তিনি ইব্ন উমার (রা)-এর আমাল কিরূপ ছিল তা উল্লেখ করেছেন। আর ইব্ন জাবির (রা)-এর হাদীসেও রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কর্তৃক দুই সালাতকে একত্রে আদায় করার পদ্ধতি কিরূপ ছিল তা ব্যক্ত হয়েছে। সুতরাং এটাই উত্তম হবে।

তাঁরা যদি বলেন ঃ আনাস (রা) থেকে হাদীস বর্ণিত আছে, যাতে একত্রীকরণের পদ্ধতি কিরূপ ছিল তা স্পষ্টরূপে বর্ণনা রয়েছে। তাঁরা এ বিষয়ে নিম্নোক্ত রিওয়ায়াত উল্লেখ করেছেন ঃ

٩٠٥– حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ اَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ جَابِرُ بْنُ اسْمَاعِيْلَ عَنْ عَقِيْلِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ شِهَابٍ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ مِثْلَهُ يَعْنِيْ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ اذَا عَجَّلَ بِهِ السَّيْرَ يَوْمًا جَمَعَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَاذَا اَرَادَ السَّفَرَ لَيْلَةً جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ يُؤَخِّرُ الظُّهْرَ اِلَى اَوَّلِ وَقْتِ الْعَصْرِ فَيَجْمَعُ بَيْنَهُمَا وَيُؤَخِّرُ الْمَغْرِبَ حَتّٰى يَجْمَعَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْعِشَاءِ حَتّٰى يَغِيْبَ الشَّفَقُ .

৯০৫. ইউনুস (র).... আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন। অর্থাৎ যখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে কোন দিন সফরে দ্রুত চলতে হত তখন তিনি যুহর ও আসরকে একত্রে আদায় করতেন। আর যখন রাতে সফরের ইচ্ছা পোষণ করতেন তখন মাগরিব ও ইশার সালাতকে একত্রে আদায় করতেন। তিনি যুহরের সালাতকে আসরের প্রথম ওয়াক্ত পর্যন্ত বিলম্ব করে উভয়কে একত্রে আদায় করতেন। এবং মাগরিবকে বিলম্ব করে মাগরিব ও ইশাকে একত্রে আদায় করতেন, যাতে করে শাফাক অদৃশ্য হয়ে যেত।

ব্যাখ্যা

তাঁরা বলেন, এই হাদীসে ব্যক্ত হয়েছে যে, তিনি ﷺ আসরের ওয়াক্তে যুহর ও আসরের সালাত আদায় করেছেন এবং উভয়ের মাঝে তাঁর একত্রীকরণের পদ্ধতি এরূপই ছিল।

প্রথমোক্ত মত পোষণ কারীগণ তাঁদের বিরুদ্ধে দলীল দিতে গিয়ে বলেছেন ঃ এই হাদীসে সেই সম্ভাবনাও রয়েছে যা আমরা উল্লেখ করেছি। আবার এ সম্ভাবনা রয়েছে যে, একত্রীকরণের পদ্ধতির

বর্ণনা ইমাম যুহরী (র)-এর উক্তি, নবী ﷺ থেকে বর্ণিত নয়। যেহেতু তিনি অধিকাংশ সময় এমনটি করে থাকেন যে, হাদীসকে নিজের উক্তির সঙ্গে মিশিয়ে দেন, যার কারণে তা হাদীসের অংশ হওয়ার সন্দেহ সৃষ্টি হয়। আবার এটারও সম্ভাবনা আছে যে, তাঁর উক্তি ঃ "আসরের প্রথম ওয়াক্ত পর্যন্ত" দ্বারা 'আসরের ওয়াক্তের নিকটবর্তী হওয়া' বুঝানো হয়েছে। আর যদি সেই মর্ম হয় যা আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি যে, এর দ্বারা আসরের ওয়াক্তে পড়া আবশ্যক হবে না। তাই এই হাদীসে যাতে বলা হয়েছে যে, তিনি তা আসরের ওয়াক্তে আদায় করেছেন, এর স্বপক্ষে কোন দলীল নেই। যদিও মূল হাদীসে তিনি আসরের ওয়াক্তে এ সালাতগুলো পড়েছেন বলে উল্লেখ আছে। প্রকৃতপক্ষে এর মর্ম হলো তিনি ওই দুই সালাতকে একত্রিত করেছেন। যেহেতু আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমার (রা)-এর রিওয়ায়াত যা আমরা তাঁরই সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেছি তার বিরোধী। এ বিষয়ে আয়েশা (রা)-ও তার বিরোধিতা করেছেন ঃ

٩٠٦– حَدَّثَنَا فَهْدٌ قَالَ ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ بِشْرٍ قَالَ ثَنَا الْمُعَافِى بْنُ عِمْرَانَ عَنْ مُغِيْرَةَ بْنِ زِيَادٍ الْمَوْصِلِيِّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ اَبِىْ رَبَاحٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِى السَّفَرِ يُؤَخِّرُ الظُّهْرَ وَيُقَدِّمُ الْعَصْرَ وَيُؤَخِّرُ الْمَغْرِبَ وَيُقَدِّمُ الْعِشَاءَ .

৯০৬. ফাহাদ (র)...... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সফর অবস্থায় যুহরের সালাতকে বিলম্বে ও আসরের সালাতকে আগে (প্রথম ওয়াক্তে) এবং মাগরিবের সালাতকে বিলম্বে ও ইশার সালাতকে আগে (প্রথম ওয়াক্তে) আদায় করতেন।

তারপর আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসঊদ (রা)-এর সূত্রেও আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে রিওয়ায়াত করেছি যে, তিনি সফর অবস্থায় দুই সালাতকে একত্রে আদায় করতেন। এরপর তাঁর থেকে বর্ণিত আছে ঃ

٩٠٧– حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ ثَنَا قَبِيْصَةُ بْنُ عُقْبَةَ وَالْفِرْيَابِىُّ قَالاَ ثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ مَا رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ صَلَّى صَلٰوةً قَطُّ فِىْ غَيْرِ وَقْتِهَا اِلاَّ اَنَّهُ جَمَعَ بَيْنَ الصَّلاَتَيْنِ بِجَمْعٍ وَصَلَّى الْفَجْرَ يَوْمَئِذٍ لِغَيْرِ مِيْقَاتِهَا .

৯০৭. হুসাইন ইব্ন নাস্র (র).... আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে কখনও বে-ওয়াক্ত সালাত আদায় করতে দেখিনি। তবে তিনি মুযদালিফায় দুই সালাত (মাগরিব ও ইশা)-কে একত্রে আদায় করেছেন। এবং সেইদিন ফজরের সালাতকে অন্য ওয়াক্তে (স্বাভাবিক সময়ের পূর্বে) আদায় করেছেন।

বিশ্লেষণ

বস্তুত আমরা যা কিছু উল্লেখ করেছি, এতে সাব্যস্ত হল যে, তাঁরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে যেভাবে দুই সালাতকে একত্রে আদায় করতে দেখেছেন তা আমাদের বিরোধীগণ যে ব্যাখ্যা করেছেন তার পরিপন্থী। এটাই হচ্ছে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কর্তৃক দুই সালাতকে একত্রে আদায় করা সম্পর্কীয় বর্ণিত হাদীসসমূহের বর্ণনার ভিত্তিতে সঠিক মর্ম নিরূপণে এই অনুচ্ছেদের যথার্থ বিশ্লেষণ। তাতে উল্লেখ

করা হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আবাসে কোন রকম ভয়-ভীতি ব্যতীত দুই সালাত একত্রে আদায় করেছেন, যেমনিভাবে সফর অবস্থায় দুই সালাত একত্রে আদায় করেছেন। সুতরাং কারো জন্য কি ভয়-ভীতি ও কোনরূপ কারণ ব্যতীত আবাসে সূর্যের রং পরিবর্তন হওয়া পর্যন্ত বিলম্ব করে যুহরের সালাত আদায় করা জায়িয হবে?

অথচ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সালাতে ত্রুটি বা অবহেলা সম্পর্কে নিম্নোক্ত হাদীসে বলেছেন ঃ

٩٠٨- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيْرَةِ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ رَبَاحٍ عَنْ اَبِىْ قَتَادَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَيْسَ فِى النَّوْمِ تَفْرِيْطٌ اِنَّمَا التَّفْرِيْطُ فِى الْيَقْظَةِ بِاَنْ يُوَخَّرَ صَلٰوةٌ فِىْ وَقْتٍ اُخْرٰى .

৯০৮. আবূ বাকরা (র).... আবূ কাতাদা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ নিদ্রাবস্থায় (সালাতের সময় অতিবাহিত হয়ে গেলে) এটা ত্রুটি বলে গণ্য হয় না। তবে ত্রুটি হচ্ছে জাগ্রত অবস্থায় সালাতকে অন্য ওয়াক্ত পর্যন্ত বিলম্ব করা (তথা যথাসময়ে সালাত আদায় না করা)।

ব্যাখ্যা

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন যে, সালাতকে পরবর্তী ওয়াক্ত পর্যন্ত বিলম্ব করা ত্রুটি বা অবহেলা হিসাবে গণ্য হবে। আর তাঁর ওই বক্তব্য ছিল মুসাফির অবস্থায়। এতে প্রমাণিত হয় যে, তিনি এর দ্বারা মুসাফির এবং মুকীম উভয়কেই বুঝিয়েছেন। অতএব যখন পরবর্তী ওয়াক্ত পর্যন্ত সালাতকে বিলম্বকারী ত্রুটি বা অবহেলাকারী হিসাবে গণ্য, তাই এটা অসম্ভব ব্যাপার হয়, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এরূপভাবে দুই সালাতকে একত্রে আদায় করেছে যাতে ত্রুটি বা অবহেলা সাব্যস্ত হয়। বরং তিনি উভয় সালাতকে অন্য পদ্ধতিতে একত্রে আদায় করেছেন। (অর্থাৎ) তা থেকে প্রত্যেক সালাতকে তিনি স্ব-স্ব ওয়াক্তে আদায় করেছেন।

ইনি হলেন, ইব্ন আব্বাস (রা), যাঁর সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি ﷺ দুই সালাতকে একত্রে আদায় করেছেন।

٩٠٩- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا دَاوُدَ قَالَ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ لَيْثٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لاَ يَفُوْتُ صَلٰوةٌ حَتّٰى يَجِيْءَ وَقْتُ الْاُخْرٰى .

৯০৯. আবূ বাক্‌রা (র).... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন ঃ অপর ওয়াক্ত না আসা পর্যন্ত সালাত ফউত (কাযা) হবেনা।

ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ পরবর্তী সালাতের ওয়াক্ত এসে গেলে প্রথমোক্ত সালাত ফউত (কাযা) হয়ে যায়। এতে সাব্যস্ত হল যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর দুই সালাত একত্রে আদায় করা প্রসঙ্গে যা কিছু জানা গেল, তা তাঁর এক সালাতকে অপর সালাতের ওয়াক্তে আদায় করার পরিপন্থী। আবূ হুরায়রা (রা)-ও অনুরূপ বলেছেন ঃ

٩١٠- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا قَيْسٌ وَّشَرِيْكٌ اَنَّهُمَا سَمِعَا عُثْمَانَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَوْهَبٍ قَالَ سُئِلَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ مَا التَّفْرِيْطُ فِى الصَّلٰوةِ قَالَ اَنْ يُّؤَخَّرَ حَتّٰى يَجِيْءَ وَقْتُ الْاُخْرٰى .

৯১০. আবূ বাক্‌রা (রা).... উসমান ইব্‌ন আবদিল্লাহ্ ইব্‌ন মাওহাব (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন ঃ একবার আবূ হুরায়রা (রা)-কে জিজ্ঞাসা করা হয় যে, সালাতের মধ্যে ক্রুটি বা অবহেলা কি? তিনি বললেন, অপর ওয়াক্ত আসা পর্যন্ত তা বিলম্ব করা।

ব্যাখ্যা

(বিরোধীগণ) বলেছেন, এর উপর সেই হাদীসটিও প্রমাণ বহন করে, যা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণিত আছে, যখন তাঁকে সালাতের ওয়াক্তসমূহ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়। তখন তিনি প্রথম দিনে আসরের সালাত আদায় করেছেন, যখন প্রতিটি বস্তুর ছায়া তার সমপরিমাণ হয়ে গিয়েছিল। তারপর দ্বিতীয় দিন যুহরের সালাত হুবহু ওই (প্রথম দিন আসরের) ওয়াক্তে-ই আদায় করেছেন। এটা প্রমাণ বহন করে যে, এটা উভয়ের ওয়াক্ত।

উত্তরে তাদেরকে বলা হবে, এতে আপনাদের উল্লিখিত বিষয়ের স্বপক্ষে কোনরূপ প্রমাণ নেই। যেহেতু এতে এ সম্ভাবনাও রয়েছে যে, তাঁর উদ্দেশ্য হল, তিনি দ্বিতীয় দিন যুহরের সালাত সেই ওয়াক্তের নিকটবর্তী সময়ে আদায় করেছেন, যেই ওয়াক্তে তিনি প্রথম দিন আসরের সালাত আদায় করেছিলেন। আমরা এই বিষয়টি এবং এর দলীল 'সালাতের ওয়াক্ত' অনুচ্ছেদে উল্লেখ করেছি। এর স্বপক্ষে দলীল হল রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর এই উক্তি, "এ দু' ওয়াক্তের মাঝখানে হলো (সালাতের মুস্তাহাব) ওয়াক্ত।" যদি বিষয়টি এরূপ হত যেমনটি আমাদের বিরোধীগণ বলেন, তাহলে ওই দু'টার পূর্বাপর সমস্তটা ওয়াক্ত হওয়ার কারণে "এর মাঝখানে ওয়াক্ত" থাকবে না এবং না এ বিষয়ের দলীল হবে যে, ওই সমস্ত সালাতসমূহ থেকে প্রতিটি সালাতের ওয়াক্ত অন্য ওয়াক্ত অপেক্ষা পৃথক, যার সাথে অন্য সালাতের কোন সম্পর্ক নেই।

দ্বিতীয় দলীল

আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আব্বাস (রা) ও আবূ হুরায়রা (রা) ওই বিষয়টি নবী ﷺ থেকে 'সালাতের ওয়াক্ত' (অনুচ্ছেদে) রিওয়ায়াত করেছেন। এরপর তাঁরা উভয়ে বলেছেন, "ওই দু'টি সালাতের ক্রুটি হল পরবর্তী ওয়াক্ত আসা পর্যন্ত পরিত্যাগ (বিলম্ব) করা"। এতে সাব্যস্ত হল, প্রতিটি সালাতের ওয়াক্ত পরবর্তী সালাতের ওয়াক্তের পরিপন্থী। হাদীসসমূহের সঠিক মর্ম নির্ধারণে এটাই হচ্ছে এ অনুচ্ছেদের বিশ্লেষণ।

ইমাম তাহাবী (র)-এর যুক্তিভিত্তিক দলীল

বস্তুত যুক্তির আলোকে এর বিশ্লেষণ হল– আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, তাঁরা (ফকীহ আলিমগণ) এ বিষয়ে ঐকমত্য পোষণ করেছেন যে, ফজরের সালাতকে এর ওয়াক্তের আগে বা পরে আদায় করা সমীচীন নয়। যেহেতু এর নির্দিষ্ট একটি ওয়াক্ত রয়েছে। যা অন্য সালাত সমূহের ওয়াক্ত নয়। সুতরাং যুক্তির দাবি হল অনুরূপভাবে অবশিষ্ট সালাতগুলোর প্রতিটি ওয়াক্ত অপরটির ওয়াক্ত থেকে পৃথক হবে এবং ওইগুলোকে সংশ্লিষ্ট ওয়াক্তের আগে বা পরে আদায় করা জায়িয হবে না।

যদি কোন ব্যক্তি আরাফাত ও মুযদালিফা'র সালাতকে (একত্রীকরণের) কারণ হিসাবে উত্থাপন করে তাহলে তাকে বলা হবে ঃ আমরা ফকীহ আলিমদেরকে দেখতে পাচ্ছি, তাঁরা এ বিষয়ে ঐকমত্য পোষণ করেছেন যে, যদি ইমাম (হজ্জের সময়) আরাফাতে অন্য দিনের ন্যায় যুহরের সালাত সংশ্লিষ্ট ওয়াক্তে এবং আসরের সালাত সংশ্লিষ্ট ওয়াক্তে আদায় করেন, তাহলে তিনি গোনাহগার হবেন।

অনুরূপভাবে মুযদালিফায় মাগরিব ও ইশার সালাতের প্রতিটি অন্যদিনের ন্যায় নিজ নিজ ওয়াক্তে আদায় করলেও গোনাহ্গার হবেন।

আর যদি মুকীম অবস্থায় এরূপ করেন অথবা মুসাফির অবস্থায় আরাফাত ও মুযদালিফা ব্যতীত অন্যত্র এরূপ করেন (প্রতিটি সালাতকে নিজ নিজ ওয়াক্তে আদায় করেন) তাহলে গোনাহগার হিসাবে বিবেচিত হবেন না। এতে সাব্যস্ত হল যে, আরাফাত ও মুযদালিফা (এবং তাও হজ্জের সময়) এর জন্য এই বিধান নির্দিষ্ট এবং এই দুই স্থান ব্যতীত অন্য স্থানের জন্য ভিন্ন বিধান রয়েছে।

যা কিছু আমরা উল্লেখ করেছি, এতে সাব্যস্ত হল যে, দুই সালাত একত্রে আদায় করা প্রসঙ্গে আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে যা রিওয়ায়াত করেছি, তা হল প্রথম সালাতকে বিলম্বে এবং দ্বিতীয়টি (পরবর্তীটি) কে জলদি আদায় করা।

অনুরূপভাবে তাঁর যামানার পরে সাহাবাগণও দুই সালাতকে এভাবে একত্রে আদায় করতেন ঃ

٩١٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ النُّعْمَانِ السَّقَطِيُّ قَالَ ثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ ثَنَا اَبُوْ خَيْثَمَةَ عَنْ عَاصِمٍ الْاَحْوَلِ عَنْ اَبِيْ عُثْمَانَ قَالَ وَفَدْتُ اَنَا وَسَعْدُ بْنُ مَالِكٍ وَنَحْنُ نُبَادِرُ لِلْحَجِّ فَكُنَّا نَجْمَعُ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ نُقَدِّمُ مِنْ هٰذِهِ وَنُؤَخِّرُ مِنْ هٰذِهِ وَنَجْمَعُ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ نُقَدِّمُ مِنْ هٰذِهِ وَنُؤَخِّرُ مِنْ هٰذِهِ حَتّٰى قَدِمْنَا مَكَّةَ .

৮৯৮. মুহাম্মদ ইব্ন নো'মান সাক্তী (র)...... আবূ উসমান (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি ও সা'দ ইব্ন মালিক (রা) হজ্জব্রত পালনের জন্য রওয়ানা হলাম এবং আমরা অত্যন্ত দ্রুত যাচ্ছিলাম। আমরা (আরাফাতে) যুহর ও আসরের সালাতকে একত্রে আদায় করতাম। এর একটিকে (আসরকে) আগে এবং অন্যটি (যুহর)কে বিলম্বে আদায় করতাম। (অনুরূপভাবে) মাগরিব ও ইশাকে একত্রে আদায় করতাম। একটিকে আগে এবং অন্যটিকে বিলম্বে আদায় করতাম। তারপর আমরা মক্কায় পৌঁছে গেলাম।

٩١٨- حَدَّثَنَا فَهْدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ قَالَ ثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ اِسْحَاقَ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ يَزِيْدَ يَقُوْلُ صَحِبْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ مَسْعُوْدٍ فِيْ حَجَّةٍ فَكَانَ يُؤَخِّرُ الظُّهْرَ وَيُعَجِّلُ الْعَصْرَ وَيُؤَخِّرُ الْمَغْرِبَ وَيُعَجِّلُ الْعِشَاءَ وَيُسْفِرُ بِصَلٰوةِ الْغَدَاةِ .

৮৯৯. ফাহাদ ইব্ন সুলায়মান (র)........ আবদুর রহমান ইব্ন ইয়াযীদ (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি একবার আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসউদ (রা)-এর হজ্জব্রত পালনে তাঁর সঙ্গে ছিলাম। তিনি যুহরের সালাতকে বিলম্বে ও আসরের সালাতকে জলদি আদায় করতেন এবং মাগরিবের সালাতকে বিলম্বে ও ইশার সালাতকে জলদি আদায় করতেন। আর ফজরের সালাতকে ফর্সা হয়ে গেলে আদায় করতেন।

বস্তুত এই অনুচ্ছেদে দুই সালাতকে একত্রে আদায় করার পদ্ধতি সম্পর্কে আমরা যে মত পোষণ করেছি সেটাই ইমাম আবূ হানীফা (র), ইমাম আবূ ইউসুফ (র) ও ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর অভিমত।

٩- بَابُ الصَّلٰوةِ الْوُسْطٰى اَىُّ الصَّلَوَاتِ

৯. অনুচ্ছেদ ঃ 'সালাতুল উস্‌তা' (মধ্যবর্তী সালাত) কোন্‌টি?

٩١١- حَدَّثَنَا رَبِيْعُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمُرَادِىُّ اَلْمُؤَذِّنُ قَالَ ثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ ثَنَا ابْنُ اَبِى ذِئْبٍ عَنِ الزِّبْرِقَانِ قَالَ اِنَّ رَهْطًا مِّنْ قُرَيْشٍ اجْتَمَعُوْا فَمَرَّبِهِمْ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ فَاَرْسَلُوْا اِلَيْهِ غُلاَمَيْنِ لَهُمْ يَسْأَلاَنِه عَنِ الصَّلٰوةِ الْوُسْطٰى فَقَالَ هِىَ الظُّهْرُ فَقَامَ اِلَيْهِ رَجُلٌ مِّنْهُمْ فَقَالَ هِىَ الظُّهْرُ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّى الظُّهْرَ بِالْهَجِيْرِ فَلاَ يَكُوْنُ وَرَاءَهُ اِلاَّ الصَّفُّ وَالصَّفَّانِ وَالنَّاسُ فِىْ قَائِلَتِهِمْ وَتِجَارَتِهِمْ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ تَعَالٰى حَافِظُوْا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلٰوةِ الْوُسْطٰى فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ لَيَنْتَهِيَنَّ رِجَالٌ اَوْ لَاُحْرِقَنَّ بُيُوْتَهُمْ .

৯১১. রবী' ইব্‌ন সুলায়মান মুরাদী আল মুআয্‌যিন (র)...... যাবারকান (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, একবার কুরায়শের কিছু সংখ্যক লোক জমায়েত ছিলেন। তাদের নিকট দিয়ে যায়দ ইব্‌ন সাবিত (রা) অতিক্রম করছিলেন। তাঁরা তাঁর নিকট নিজেদের দুই বালককে 'সালাতুল উস্‌তা' (মধ্যবর্তী সালাত) সম্পর্কে তাঁকে জিজ্ঞাসা করার জন্য প্রেরণ করলেন। তিনি বললেন, তা হল যুহরের সালাত। এরপর তাদের মধ্য থেকে দুই ব্যক্তি উঠে তাঁর নিকট গেলেন। তিনি বললেন, তা হল যুহরের সালাত। যেহেতু রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যুহরের সালাত দ্বিপ্রহরের সময়ে (সূর্য ঢলে যাওয়ার পর) আদায় করতেন। তাঁর পিছনে এক বা দুই কাতার (মুসল্লী) হত লোকেরা তখন তাদের দ্বিপ্রহরের বিশ্রাম এবং ব্যবসায় লিপ্ত থাকত। এই প্রেক্ষিতে আল্লাহ্ তা'আলা আয়াত অবতীর্ণ করলেন ঃ حَافِظُوْا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلٰوةِ الْوُسْطٰى . "তোমরা সালাতের প্রতি যত্নবান হবে বিশেষত সালাতুল উস্‌তার (মধ্যবর্তী সালাত) প্রতি" তখন নবী (সা) বললেন ঃ লোকেরা হয় সালাত পরিত্যাগ করা থেকে বিরত থাকবে নয়ত আমি তাদের গৃহ জ্বালিয়ে দিব।

٩١٢- حَدَّثَنَا فَهْدٌ قَالَ ثَنَا عَمْرُو بْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ حَكِيْمٍ عَنِ الزِّبْرِقَانِ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ يُصَلِّى الظُّهْرَ بِالْهَجِيْرِ اَوْ قَالَ بِالْهَاجِرَةِ وَكَانَتْ اَثْقَلَ الصَّلَوَاتِ عَلَى اَصْحَابِه فَنَزَلَتْ حَافِظُوْا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلٰوةِ الْوُسْطٰى لاَنَّ قَبْلَهَا صَلٰوتَيْنِ وَبَعْدَهَا صَلٰوتَيْنِ .

৯১২. ফাহাদ (র).....যায়দ ইব্‌ন সাবিত (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, নবী ﷺ যুহরের সালাত দ্বিপ্রহরের সময় ('হাজির' অথবা হাজিরাহ শব্দ বলেছেন) আদায় করতেন। তাঁর সাহাবাদের উপরে এই সালাত সর্বাপেক্ষা ভারী (কষ্টকর) হত। এই প্রেক্ষিতে আয়াত অবতীর্ণ হল ঃ

حَافِظُوْا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلٰوةِ الْوُسْطٰى .

"তোমরা সালাতের প্রতি যত্নবান হবে; বিশেষত 'সালাতুল উস্‌তা' (মধ্যবর্তী সালাতের প্রতি) যেহেতু এর পূর্বেও রয়েছে দু'টি সালাত এবং এর পরে দু'টি সালাত।

٩١٣- حَدَّثَنَا اَبُوْ بِشْرٍ الرَّقِّيُّ قَالَ ثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ هِيَ الظُّهْرُ .

৯১৩. আবূ বিশ্‌র রকী' (র)..... যায়দ ইব্‌ন সাবিত (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, তা (সালাতুল উস্‌তা) হল যুহরের সালাত।

٩١٤- حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا عَفَّانُ قَالَ ثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ مِثْلَهُ .

৯১৪. ইব্‌ন মারযূক (র)....... যায়দ ইব্‌ন সাবিত (রা) থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

٩١٥- حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَنَّ مَالِكًا حَدَّثَهُ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنِ ابْنِ الْيَرْبُوْعِ الْمَخْزُوْمِيِّ اَنَّهُ سَمِعَ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ يَقُوْلُ ذٰلِكَ .

৯১৫. ইউনুস (র)...... ইব্‌ন ইয়ারবূ' মাখযুমী (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি যায়দ ইব্‌ন সাবিত (রা)-কে এটা বলতে শুনেছেন।

٩١٦- حَدَّثَنَا ابْنُ مُنْقِذ قَالَ ثَنَا الْمُقْرِيُّ عَنْ حَيْوَةَ وَابْنِ لَهِيْعَةَ قَالاَ اَنَا اَبُوْ صَخْرٍ اَنَّهُ سَمِعَ يَزِيْدُ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ قُسَيْطٍ يَقُوْلُ سَمِعْتُ خَارِجَةَ بْنَ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ يَقُوْلُ سَمِعْتُ اَبِيْ يَقُوْلُ ذٰلِكَ .

৯১৬. ইব্‌ন মা'বাদ (র)...... ইয়াযীদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন কুসাইত (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি খারিজা ইব্‌ন যায়দ ইব্‌ন সাবিত (র)-কে বলতে শুনেছি, "আমি আমার পিতা (যায়দ রা)-কে এই কথা বলতে শুনেছি।"

٩١٧- حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْفَرَجِ قَالَ ثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بُكَيْرٍ قَالَ ثَنَا مُوْسٰى بْنُ رَبِيْعَةَ عَنِ الْوَلِيْدِ بْنِ اَبِي الْوَلِيْدِ الْمَدِيْنِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَفْلَحَ اَنَّ نَفَرًا مِّنْ اَصْحَابِهِ اَرْسَلُوْهُ اِلَى عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ يَسْأَلُهُ عَنِ الصَّلٰوةِ الْوُسْطٰى فَقَالَ اقْرَأْ عَلَيْهِمُ السَّلاَمَ وَاَخْبِرْهُمْ اَنَّا كُنَّا نَتَحَدَّثُ اَنَّهَا الَّتِيْ فِيْ اِثْرِ الضُّحٰى قَالَ فَرَدُّوْنِيْ اِلَيْهِ الثَّانِيَةَ فَقُلْتُ يَقْرَؤُنَ عَلَيْكَ السَّلاَمَ وَيَقُوْلُوْنَ بَيِّنْ لَنَا اَيُّ صَلٰوةٍ هِيَ فَقَالَ اقْرَأْ عَلَيْهِمُ السَّلاَمَ وَاَخْبِرْهُمْ اَنَّا كُنَّا نَتَحَدَّثُ اَنَّهَا الصَّلٰوةُ الَّتِيْ وَجَّهَ فِيْهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْكَعْبَةَ قَالَ وَقَدْ عَرَفْنَاهَا هِيَ الظُّهْرُ .

৯১৭. রাওহ ইব্নুল ফারাজ (র)..... আবদুর রহমান ইব্ন আফলাহ্ (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, একবার তাঁর কিছু সংখ্যক সাথী তাঁকে 'সালাতুল উস্‌তা' (মধ্যবর্তী সালাত) সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করার জন্য ইব্ন উমার (রা)-এর নিকট পাঠাল। তিনি বললেন, তাদেরকে সালাম দিয়ে বলবে যে, আমরা পারস্পরিক আলোচনা করতাম যে, সেই সালাত যা চাশ্‌ত (পূর্বাহ্নের)-এর পরে আসে। তিনি বললেন, তারা আমাকে পুনঃ তাঁর নিকট পাঠাল। আমি বললাম, তারা আপনাকে সালাম বলছে এবং বলছে যে, আমাদেরকে স্পষ্টরূপে বলে দিন যে, সেটি কোন্ সালাত। তিনি [ইব্ন উমার (রা)] বললেন, তাদেরকে সালাম দিয়ে বলবে, আমরা পারস্পরিক আলোচনা করতাম যে, এটা সেই সালাত, যাতে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে কা'বা অভিমুখে ফিরিয়ে দেয়া হয়েছিল। রাবী বলেন, আমরা আগে থেকেই জানতাম যে, তা ছিল যুহরের সালাত।

বিশ্লেষণ

ইমাম আবূ জা'ফর তাহাবী (র) বলেন, একদল আলিম এই মত গ্রহণ করেছেন, যা আমরা উল্লেখ করেছি। তাঁরা বলেন, তা হল যুহরের সালাত। তাঁরা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সেই রিওয়ায়াত দ্বারা প্রমাণ পেশ করেছেন, যা দিয়ে যায়দ ইব্ন সাবিত (রা) দলীল দিয়েছেন এবং আমরা তা তাঁরই সূত্রে রবী'উল মুআয্যিনের হাদীসে উল্লেখ করেছি। উপরন্তু তাঁরা এ বিষয়ে ইব্ন উমার (রা) থেকে বর্ণিত হাদীস দ্বারাও প্রমাণ দিয়েছেন, যা আমরা উল্লেখ করেছি।

পক্ষান্তরে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অপরাপর আলিমগণ তাঁদের বিরোধিতা করেছেন। তাঁরা বলেছেন, যায়দ ইব্ন সাবিত (রা)-এর হাদীসে নবী ﷺ থেকে শুধু তাঁর উক্তি এতটুকু বর্ণিত আছে ঃ "হয় লোকেরা (সালাত পরিত্যাগ করা থেকে) বিরত থাকবে, নতুবা আমি তাদের উপর তাদের গৃহ জ্বালিয়ে দিব"। নবী ﷺ যুহরের সালাত দ্বিপ্রহরের সময় (সূর্য ঢলে যাওয়ার পর) আদায় করতেন এবং তাঁর সঙ্গে মুসল্লীদের এক কাতার বা দুই কাতার থাকত। এই প্রেক্ষিতে আল্লাহ্ তা'আলা এই আয়াত অবতীর্ণ করেন। এর দ্বারা তিনি (যায়দ রা) প্রমাণ পেশ করেছেন যে, তা হল যুহরের সালাত। বস্তুত এটা তাঁর নিজস্ব অভিমত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে তিনি তা রিওয়ায়াত করেননি। আর আমাদের মতে এই আয়াতে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের উপর কোন দলীল নেই। যেহেতু এতে সম্ভাবনা রয়েছে যে, এই আয়াত সালাতুল উস্‌তাসহ অপরাপর সমস্ত সালাতের প্রতি যত্নবান হওয়ার জন্য অবতীর্ণ হয়েছে। তাতে যুহরের সালাতও উদ্দেশ্য; কিন্তু তা যে সালাতুল উস্‌তা (মধ্যবর্তী সালাত) তা নয়। সুতরাং এই আয়াত দ্বারা সমস্ত সালাতের হিফাযত করা ওয়াজিব হয়ে গেল। আর তার হিফাযত হল ঃ যখন ওই সালাতগুলো পড়া হবে তখন তাতে উপস্থিত হওয়া। নবী ﷺ তাদেরকে সেই সালাত সম্পর্কে যাতে তারা উপস্থিত হওয়ার ব্যাপারে ত্রুটি বা অবহেলা করত বলেছেন ঃ হয় তারা বিরত থাকবে, নয়ত আমি তাদের উপর তাদের গৃহ জ্বালিয়ে দিব। এর দ্বারা তাঁর উদ্দেশ্য ছিল, সেই সমস্ত লোকেরা এই সালাতকে বিনষ্ট করা থেকে বিরত থাকবে, যার হিফাযতের নির্দেশ আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে দিয়েছেন, নতুবা আমি তাদের উপর তাদের গৃহ জ্বালিয়ে দিব। বস্তুত এর কিছুতেই 'মধ্যবর্তী সালাত' কোন্‌টি, এ ব্যাপারে কোনরূপ প্রমাণ নেই।

একদল আলিম বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর এই উক্তি যুহরের সালাতের ব্যাপারে ছিল না, বরং তা ছিল জুমু'আর সালাতের ব্যাপারে।

٩١٨- حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِى دَاوُدَ قَالَ ثَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ يُوْنُسَ قَالَ ثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ عَنْ اَبِى اِسْحَاقَ عَنْ اَبِى الْاَحْوَصِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ اَنَّهُ قَالَ لِقَوْمٍ يَتَخَلَّفُوْنَ عَنِ الْجُمُعَةِ لَقَدْ هَمَمْتُ اَنْ اٰمُرَ رَجُلاً يُصَلِّىْ بِالنَّاسِ ثُمَّ اُحْرِقُ عَلٰى قَوْمٍ يَتَخَلَّفُوْنَ عَنِ الْجُمُعَةِ فِىْ بُيُوْتِهِمْ .

৯১৮. ইব্‌ন আবী দাঊদ (র)...... আবদুল্লাহ্ (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে রিওয়ায়াত করেন, তিনি এরূপ কতিপয় লোকদের উদ্দেশ্যে বলেছেন, যারা জুমু'আর সালাত থেকে পিছে থাকে, "আমার ইচ্ছা হয় যে, কোন ব্যক্তিকে নির্দেশ দেই যে, সে লোকদেরকে সালাত পড়াবে তারপর আমি সেই সমস্ত লোকদের গৃহে অগ্নি সংযোগ করি যারা জুমু'আ থেকে পিছনে থেকে যায়।"

ইব্‌ন মাসঊদ (রা)-এর ব্যাখ্যা

এই ইব্‌ন মাসঊদ (রা) বলছেন যে, নবী ﷺ-এর ওই উক্তি তাদের ব্যাপারে ছিল, যারা জুমু'আর (সালাত) ছেড়ে দিয়ে নিজেদের গৃহে বসে থাকে। তিনি এই হাদীস দ্বারা জুমু'আ যে 'সালাতুল উস্‌তা' –এর উপর প্রমাণ পেশ করেননি, বরং তিনি এর পরিপন্থী বক্তব্য প্রদান করেছেন, আর তা হল আসরের সালাত। ইনশাআল্লাহ্ তা'আলা এই বিষয়টি যথাস্থানে আমরা অবতারণা করব।

কিছু সংখ্যক তাবেঈনও এ বিষয়ে ইব্‌ন মাসঊদ (রা) যা বলেছেন তার সাথে একমত পোষণ করেছেনঃ

٩١٩- حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا عَفَّانُ قَالَ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ زَعَمَ حُمَيْدُ وَّغَيْرُهُ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ كَانَتْ الصَّلٰوةُ الَّتِى اَرَادَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ يُّحْرِقَ عَلٰى اَهْلِهَا صَلٰوةَ الْجُمُعَةِ .

৯১৯. ইব্‌ন মারযুক (র)...... হাসান (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, সেই সালাত যার ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সেই সমস্ত লোকদের গৃহ জ্বালিয়ে দেয়ার ইচ্ছা পোষণ করেছিলেন, তা ছিল জুমু'আর সালাত।

আবূ হুরায়রা (রা) থেকেও পূর্বোক্ত মতের পরিপন্থী বক্তব্য বর্ণিত আছে ঃ

٩٢٠- حَدَّثَنَا يُوْنُسُ بْنُ عَبْدِ الْاَعْلٰى قَالَ اَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَنَّ مَالِكًا حَدَّثَهُ عَنْ اَبِى الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهِ لَقَدْ هَمَمْتُ اَنْ اٰمُرَ رَجُلاً بِحَطَبٍ فَيُحْطَبُ ثُمَّ اٰمُرَ بِالصَّلٰوةِ فَيُؤَذِّنُ لَهَا ثُمَّ اٰمُرَ رَجُلاً فَيَؤُمُّ النَّاسَ ثُمَّ اُخَالِفُ اِلٰى رِجَالٍ فَاُحْرِقُ عَلَيْهِمْ بُيُوْتَهُمْ وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهِ لَوْ يَعْلَمُ اَحَدُهُمْ اَنَّهُ يَجِدُ عَظْمًا سَمِيْنًا اَوْ مِرْمَاتَيْنِ حَسَنَتَيْنِ لَشَهِدَ الْعِشَاءَ .

৯২০. ইউনুস ইব্‌ন আবদিল আ'লা (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, যাঁর হাতে আমার প্রাণ তাঁর শপথ করে বলছি, আমি ইচ্ছা করেছি যে, আমি কোন ব্যক্তিকে কিছু জ্বালানি কাঠ সংগ্রহের আদেশ করব, তা সংগ্রহ হলে সালাতের আদেশ করব। তারপর

এর জন্য আযান দেয়া হবে। পরে এক ব্যক্তিকে আদেশ করব, সে লোকের ইমামতি করবে। আর আমি লোকদের পেছনে থেকে গিয়ে তাদের ঘর জ্বালিয়ে দিব (যারা জামা'আতে আসে না)। যাঁর হাতে আমার প্রাণ তাঁর শপথ! যদি তাদের কেউ জানত যে, একখানা মাংসল হাড় অথবা দুই টুকরা বকরীর সুন্দর খুর পাবে তাহলে তারা ইশার সালাতে অবশ্যই উপস্থিত হত।

٩٢١- حَدَّثَنَا رَبِيعٌ الْمُؤَذِّنُ قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنِ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِى ابْنُ اَبِىْ الزِّنَادِ فَذَكَرَ مِثْلَهُ بِاِسْنَادِهِ .

৯২১. রবী'উল মুআযযিন (র)...... আবুয্ যিনাদ (র) থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

٩٢٢- حَدَّثَنَا فَهْدٌ قَالَ ثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ قَالَ ثَنَا اَبِىْ قَالَ ثَنَا الْاَعْمَشُ قَالَ حَدَّثَنِىْ اَبُوْصَالِحٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَيْسَ صَلٰوةٌ اَثْقَلَ عَلَى الْمُنَافِقِيْنَ مِنْ صَلٰوةِ الْفَجْرِ وَصَلٰوةِ الْعِشَاءِ وَلَوْ يَعْلَمُوْنَ مَا فِيْهِمَا لَاَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا لَقَدْ هَمَمْتُ اَنْ اٰمُرَ الْمُؤَذِّنَ فَيُقِيْمُ ثُمَّ اٰمُرَ رَجُلًا فَيَؤُمُّ النَّاسَ ثُمَّ اٰخُذُ شُعَلًا مِّنْ نَارٍ فَاُحْرِقُ عَلٰى مَنْ لَّمْ يَخْرُجْ اِلَى الصَّلٰوةِ بَيْتَهُ .

৯২২. ফাহাদ (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, মুনাফিকদের উপরে ফজর ও ইশার সালাত অপেক্ষা কোন সালাত ভারী (কষ্টকর) নয়। যদি তারা জানত তাতে কি ছওয়াব রয়েছে তাহলে নিশ্চয়ই তারা তাতে হামাগুড়ি দিয়ে হলেও উপস্থিত হত। আমার ইচ্ছা হচ্ছে মুয়াযযিনকে ইকামতের নির্দেশ দেই, তারপর কোন ব্যক্তিকে লোকদের ইমামতির জন্য আদেশ করি। এরপর আগুনের একটি শিখা নিয়ে তাদের ঘর জ্বালিয়ে দেই, যারা সালাতের জন্য বের হয় না (আসেনা)।

٩٢٣- حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا عَفَّانُ قَالَ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ اَنَا عَاصِمُ بْنُ بَهْدَلَةَ عَنْ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنْ رَّسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَنَّهُ اَخَّرَ عِشَاءَ الْاٰخِرَةِ حَتّٰى كَانَ ثُلُثُ اللَّيْلِ اَوْ قُرْبُهُ ثُمَّ جَاءَ وَفِى النَّاسِ رُقَّدٌ وَهُمْ عُزُوْنَ فَغَضِبَ غَضَبًا شَدِيْدًا ثُمَّ قَالَ لَوْ اَنَّ رَجُلًا نَدَبَ النَّاسَ اِلٰى عِرْقٍ اَوْ مِرْمَاتَيْنِ لَاَجَابُوْا لَهُ وَهُمْ يَتَخَلَّفُوْنَ عَنْ هٰذِهِ الصَّلٰوةِ لَقَدْ هَمَمْتُ اَنْ اٰمُرَ رَجُلًا فَيُصَلِّىْ بِالنَّاسِ ثُمَّ اَتَخَلَّفُ عَلٰى اَهْلِ هٰذِهِ الدُّوْرِ الَّذِيْنَ يَتَخَلَّفُوْنَ عَنْ هٰذِهِ الصَّلٰوةِ فَاضْرِمُهَا عَلَيْهِمْ بِالنِّيْرَانِ .

৯২৩. ইব্‌ন মারযূক (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণনা করেন যে, একবার তিনি ﷺ ইশার সালাতে বিলম্ব করেন; যার কারণে রাতের এক তৃতীয়াংশ অতিক্রান্ত হয়ে যায় বা এর নিকটবর্তী সময় হয়ে যায়। তারপর তিনি এলেন। অথচ তখন লোকদের মধ্যে কেউ কেউ কাপড় খুলে ঘুমিয়ে পড়েছিল। ফলে তিনি অত্যন্ত রাগান্বিত হলেন। এরপর বললেন, যদি কোন ব্যক্তি

লোকদেরকে মাংসবিহীন একটি হাড্ডি বা দুই টুকরা বকরীর খুরের প্রতি দাওয়াত দেয় তাহলে তা তারা গ্রহণ করবে। কিন্তু তারা এই (ইশার) সালাত থেকে পিছে থাকে। আমি চাচ্ছি যে, কোন ব্যক্তিকে লোকদের সালাত পড়াবার নির্দেশ দেই, তারপর আমি এই সমস্ত গৃহবাসীদের পিছনে থেকে গিয়ে যারা এই সালাত (ইশা) থেকে পিছনে থাকে, তা আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দেই।

٩٢٤– حَدَّثَنَا فَهْدٌ قَالَ ثَنَا اَبُوْ غَسَّانٍ قَالَ اَبُوْ بَكْرٍ عَنْ عَاصِمٍ فَذَكَرَ مِثْلَهُ بِاِسْنَادِهِ .

৯২৪. ফাহাদ (র)...... আসিম (র) থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

আবূ হুরায়রা (রা)-এর অভিমত

এই আবূ হুরায়রা (রা) বলছেন, নবী ﷺ এই কথা যে সালাতের ব্যাপারে বলেছেন তা হল ইশা (-র সালাত)। কিন্তু এতে 'মধ্যবর্তী সালাত' হওয়ার উপর কোন দলীল নেই। বরং তিনি নবী ﷺ থেকে এর পরিপন্থী রিওয়ায়াত করেছেন, যা আমরা ইনশাআল্লাহ্ যথাস্থানে বর্ণনা করব।

তাবেঈনদের মধ্য থেকে সাঈদ ইব্‌ন মুসাইয়্যাব (র)ও এ বিষয়ে আবূ হুরায়রা (রা)-এর সাথে একমত পোষণ করেছেন।

٩٢٥– حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا عَفَّانٌ قَالَ ثَنَا حَمَّادٌ قَالَ انَا عَطَاءُ الْخُرَاسَانِيُّ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ كَانَتِ الصَّلٰوةُ الَّتِيْ اَرَادَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ يُحْرِقَ عَلٰى مَنْ تَخَلَّفَ عَنْهَا صَلٰوةُ الْعِشَاءِ الْاٰخِرَةِ .

৯২৫. ইব্‌ন মারযূক (রা)...... সাঈদ ইব্‌ন মুসাইয়্যাব (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, যেই সালাত থেকে পশ্চাত অবলম্বনকারীদের জ্বালিয়ে দিতে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইচ্ছা পোষণ করেছিলেন তা হল ইশা'র সালাত।

জাবির (রা) থেকে (উল্লেখিত) এই সমস্তের পরিপন্থী বিষয় বর্ণিত আছে। আর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর পক্ষ থেকে ওই বক্তব্য সালাতের অবস্থার জন্য ছিল না, বরং অন্য কোন অবস্থার জন্য ছিল ঃ

٩٢٦– حَدَّثَنَا رَبِيْعُ الْمُؤَذِّنُ قَالَ ثَنَا اَسَدُ بْنُ مُوْسٰى قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ لَهِيْعَةَ قَالَ ثَنَا اَبُو الزُّبَيْرِ قَالَ سَأَلْتُ جَابِرًا قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَوْ لَا شَيْءٌ لَاَمَرْتُ رَجُلًا اَنْ يُصَلِّيَ بِالنَّاسِ ثُمَّ حَرَّقْتُ بُيُوْتًا عَلٰى مَا فِيْهَا قَالَ جَابِرُ اِنَّمَا قَالَ ذٰلِكَ مِنْ اَجْلِ رَجُلٍ بَلَغَهُ عَنْهُ شَيْءٌ فَقَالَ لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ لَاَحْرِقَنَّ بَيْتَهُ عَلٰى مَا فِيْهِ .

৯২৬. রবী'উল মুআযযিন (র)...... আবুয্ যুবাইর (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি একবার জাবির (রা)-কে জিজ্ঞাসা করি যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কি এ কথা বলেছেন ঃ "আমার যদি কোন বাধা না হত, তাহলে আমি কোন এক ব্যক্তিকে নির্দেশ দিতাম যে, সে লোকদের ইমামতি করবে। তারপর আমি তাদেরকে তাদের ঘরে জ্বালিয়ে দিতাম"! জাবির (রা) বলেন ঃ তিনি তা জনৈক ব্যক্তির কারণে বলেছেন, যার সম্পর্কে তাঁর কাছে একটি সংবাদ পৌঁছেছিল, তখন বললেন, "যদি সে বিরত না হয় তাহলে আমি তাকে ঘরে জ্বালিয়ে দেব"।

জাবির (রা)-এর ব্যাখ্যা

বস্তুত এই জাবির (রা) বলছেন, নবী ﷺ-এর পক্ষ থেকে ওই বক্তব্য এরূপ বস্তু থেকে পিছনে থাকার জন্য ছিল, যার থেকে পিছনে থাকাটা বাঞ্ছনীয় নয়। সুতরাং এই রিওয়ায়াতে এবং পূর্ববর্তী রিওয়ায়াতসমূহের কোন কিছুতে 'সালাতুল উস্‌তা' (মধ্যবর্তী সালাত) কোনটির স্বপক্ষে কোনরূপ প্রমাণ নেই।

যেহেতু আমাদের উল্লিখিত আলোচনার ভিত্তিতে যায়দ ইব্‌ন সাবিত (রা) থেকে বর্ণিত রিওয়ায়াত দ্বারা ওই বিষয়ের (সালাতুল উসতার) উপর দলীল পাওয়াটা নাকচ হয়ে গেল, তাই আমরা সেই রিওয়ায়াতের দিকে প্রত্যাবর্তন করেছি যা ইব্‌ন উমার (রা) থেকে বর্ণিত। এতেও নবী ﷺ থেকে কোন কিছু বর্ণিত নেই। বরং তা তাঁর নিজস্ব বক্তব্য। যেহেতু তিনি বলেছেন, "তা হল সেই সালাত যাতে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে কা'বার দিকে ফিরিয়ে দেয়া হয়েছিল।"

ইব্‌ন উমার (রা) থেকে এই সনদ ব্যতীত অন্য সনদে এর পরিপন্থী বর্ণনাও আছে ঃ

٩٢٧– حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ وَفَهْدٌ قَالاَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنِى اللَّيْثُ ح وَحَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ قَالَ ثَنَا اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِى ابْنُ الْهَادِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قَالَ الصَّلٰوةُ الْوُسْطٰى صَلٰوةُ الْعَصْرِ .

৯২৭. মুহাম্মদ ইব্‌ন খুযায়মা (র)ও ইউনুস (র)..... সালিম (র) তাঁর পিতা (আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমার রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, সালাতুল উস্‌তা হল আসরের সালাত।

যেহেতু এ বিষয়ে ইব্‌ন উমার (রা) থেকে বর্ণিত রিওয়ায়াতে বৈপরিত্য পাওয়া গেল, তাই এতে প্রমাণিত হয় যে, তাঁর নিকট এ বিষয়ে নবী ﷺ থেকে কিছুই নেই। অতএব আমরা অন্যদের থেকে বর্ণিত রিওয়ায়াতের দিকে প্রত্যাবর্তন করেছি ঃ

٩٢٨– حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ عَاصِمٍ الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ عَنْ عَوْفٍ عَنْ اَبِىْ رَجَاءٍ قَالَ صَلَّيْتُ خَلْفَ ابْنِ عَبَّاسٍ الْغَدَاةَ فَقَنَتَ قَبْلَ الرُّكُوْعِ وَقَالَ هٰذِهِ الصَّلٰوةُ الْوُسْطٰى-

৯২৮. আবূ বাক্‌রা (র)..... আবূ রাজা (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, একবার আমি ইব্‌ন আব্বাস (রা)-এর পিছনে ফজরের সালাত আদায় করি। তিনি রুকূর পূর্বে (দু'আ) কুনূত পড়লেন এবং বললেন, এটা 'সালাতুল উস্‌তা'।

٩٢٩– حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا قُرَّةُ قَالَ ثَنَا اَبُوْ رَجَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ هِىَ صَلٰوةُ الصُّبْحِ .

৯২৯. আবূ বাক্‌রা (র)..... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, তা হল ফজরের সালাত।

٩٣٠– حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا عَفَّانُ عَنْ هَمَّامٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَبِىْ الْخَلِيْلِ عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مِثْلَهُ .

৯৩০. ইব্‌ন মারযূক (র)..... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

٩٣١– حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا سَعِيْدُ بْنُ عُفَيْرٍ قَالَ ثَنَا دَاوُدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مِثْلَهُ .

৯৩১. ইব্‌ন আবী দাউদ (র)..... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

٩٣٢– حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنِ الرَّبِيْعِ بْنِ اَنَسٍ عَنْ اَبِى الْعَالِيَةِ قَالَ صَلَّيْتُ خَلْفَ اَبِىْ مُوْسَى الْاَشْعَرِىِّ صَلٰوةَ الصُّبْحِ فَقَالَ رَجُلٌ اِلٰى جَنْبِىْ مِنْ اَصْحَابِ النَّبِىِّ ﷺ هٰذِهِ الصَّلٰوةُ الْوُسْطٰى .

৯৩২. আবূ বাক্‌রা (র)...... আবুল আলিয়া (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, একবার আমি আবূ মূসা আশ্‌'আরী (রা)-এর পিছনে ফজরের সালাত আদায় করি। আমার পার্শ্বে (দাঁড়ানো) নবী ﷺ-এর এক সাহাবী বললেন, এটা হল 'সালাতুল উস্‌তা' (মধ্যবর্তী সালাত)।

ইব্‌ন আব্বাস (রা) এ বিষয়ে যে মত গ্রহণ করেছেন এর স্বপক্ষে তিনি নিম্নোক্ত আয়াত দ্বারা প্রমাণ পেশ করেছেন ঃ

حَافِظُوْا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلٰوةِ الْوُسْطٰى وَقُوْمُوْا لِلّٰهِ قَانِتِيْنَ

"তোমরা সালাতের প্রতি যত্নবান হবে বিশেষত 'সালাতুল উস্‌তা' (মধ্যবর্তী সালাতের প্রতি) এবং আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে তোমরা বিনীতভাবে দাঁড়াবে।" তাঁর মতে এই কুনূত হল ফজরের সালাতের কুনূত। তাই তিনি এর দ্বারা সাব্যস্ত করেছেন যে, মধ্যবর্তী সালাত হল সেটা, যার মধ্যে তাঁর মতে কুনূত রয়েছে।

এই আয়াত অবতরণের প্রেক্ষাপট সম্পর্কে ইব্‌ন আব্বাস (রা)-এর বক্তব্যের বিরোধিতা করা হয়েছে ঃ

٩٣٣– حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ شَيْبَةَ قَالَ ثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ قَالَ اَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ اَبِىْ خَالِدٍ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ شُبَيْلٍ عَنْ اَبِىْ عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَرْقَمَ قَالَ كُنَّا نَتَكَلَّمُ فِى الصَّلٰوةِ حَتّٰى نَزَلَتْ حَافِظُوْا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلٰوةِ الْوُسْطٰى وَقُوْمُوْا لِلّٰهِ قَانِتِيْنَ فَاُمِرْنَا بِالسُّكُوْتِ .

৯৩৩. আলী ইব্‌ন শায়বা (র)..... যায়দ ইব্‌ন আরকাম (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমরা সালাতে কথা-বার্তা বলতাম। অবশেষে এই আয়াত অবতীর্ণ হয় ঃ

حَافِظُوْا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلٰوةِ الْوُسْطٰى وَقُوْمُوْا لِلّٰهِ قَانِتِيْنَ

'তোমরা সালাতের প্রতি যত্নবান হবে বিশেষত 'সালাতুল উস্‌তা' (মধ্যবর্তী সালাত) এর প্রতি এবং আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে তোমরা বিনীতভাবে দাঁড়াবে।' এরপর আমাদেরকে চুপ থাকার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

٩٣٤– حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ سَمِعْتُ يَزِيْدَ بْنَ هَارُوْنَ فَذَكَرَ مِثْلَهُ .

৯৩৪. হুসাইন ইব্ন নাসর (র) বলেন, আমি ইয়াযীদ ইব্ন হারূন (র)-কে অনুরূপ উল্লেখ করতে শুনেছি।

٩٣٥- حَدَّثَنَا اَبُوْ بِشْرٍ الرَّقِّيُّ قَالَ ثَنَا شُجَاعُ بْنُ الْوَلِيْدِ عَنْ سُفْيَانَ فِىْ هٰذِهِ الْاٰيَةِ وَقُوْمُوْا لِلّٰهِ قَانِتِيْنَ فَذَكَرَ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ كَانُوْا يَتَكَلَّمُوْنَ فِى الصَّلٰوةِ حَتّٰى نَزَلَتْ هٰذِهِ الْاٰيَةُ فَالْقُنُوْتُ السُّكُوْتُ وَالْقُنُوْتُ الطَّاعَةُ .

৯৩৫. আবূ বিশ্‌র রকী' (র)...... সুফইয়ান (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি وَقُوْمُوْا لِلّٰهِ قَانِتِيْنَ আয়াত-এর ব্যাপারে মানসূর (র) থেকে, তিনি মুজাহিদ (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, লোকেরা (সাহাবীগণ) সালাতের মাঝে কথা-বার্তা বলতেন। অবশেষে এই আয়াত অবতীর্ণ হয় ঃ 'কুনূত' নিশ্চুপ থাকা এবং আনুগত্যের অর্থেও ব্যবহৃত হয়।

٩٣٦- حَدَّثَنَا اَبُوْ بِشْرٍ الرَّقِّيُّ قَالَ ثَنَا شُجَاعُ عَنْ لَيْثِ بْنِ اَبِىْ سُلَيْمٍ عَنْ مُجَاهِدٍ فِىْ هٰذِهِ الْاٰيَةِ وَقُوْمُوْا لِلّٰهِ قَانِتِيْنَ قَالَ مِنَ الْقُنُوْتِ الرُّكُوْعُ وَالسُّجُوْدُ وَخَفْضُ الْجَنَاحِ وَغَضُّ الْبَصَرِ مِنْ رَهْبَةِ اللّٰهِ .

৯৩৬. আবূ বিশ্‌র রকী' (র)...... মুজাহিদ (র) এই আয়াত وَقُوْمُوْا لِلّٰهِ قَانِتِيْنَ ("এবং আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে তোমরা বিনীতভাবে দাঁড়াবে") প্রসঙ্গে বলেন, 'কুনূত' হল রুকূ, সিজ্‌দা, বাহু নিচু রাখা এবং আল্লাহ্‌র ভয়ে দৃষ্টি অবনত করা।

٩٣٧- حَدَّثَنَا فَهْدٌ قَالَ ثَنَا اَحْمَدُ بْنُ يُوْنُسَ قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ طَلْحَةَ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ عَامِرِ الشَّعْبِيِّ قَالَ لَوْ كَانَ الْقُنُوْتُ كَمَا تَقُوْلُوْنَ لَمْ يَكُنْ لِلنَّبِيِّ ﷺ مِنْهُ شَىْءٌ اِنَّمَا الطَّاعَةُ يَعْنِىْ وَمَنْ يَّقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلّٰهِ وَرَسُوْلِهِ .

৯৩৭. ফাহাদ (র)..... আমের আশ্‌শা'বী (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, যদি কুনূতের সেই মর্ম হত যা তোমরা বলছ তাহলে নবী ﷺ-এর জন্য তা থেকে কোন অংশ থাকত না। কুনূতের মর্ম হল আনুগত্য। অর্থাৎ وَمَنْ يَّقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلّٰهِ وَرَسُوْلِهِ "এবং যে ব্যক্তি তোমাদের (আযওয়াজে মুতাহ্‌হারাত) থেকে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল-এর আনুগত্য করে।"

٩٣٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ ثَنَا حَجَّاجُ بْنُ الْمِنْهَالِ قَالَ ثَنَا اَبُوْ الْاَشْهَبِ قَالَ سَأَلْتُ جَابِرَ بْنَ زَيْدٍ عَنِ الْقُنُوْتِ فَقَالَ الصَّلٰوةُ كُلُّهَا قُنُوْتٌ اَمَّا الَّذِىْ تَصْنَعُوْنَ فَلَا اَدْرِىْ مَا هُوَ .

৯৩৮. মুহাম্মদ ইব্ন খুযায়মা (র)..... আবুল আশহাব (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি একবার জাবির ইব্ন যায়দ (র)-কে 'কুনূত' সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন, সমস্ত সালাতই কুনূত। তোমরা যা করছ আমি জানি না তা কি।

ব্যাখ্যা

ইনি হলেন যায়দ ইব্‌ন আরকাম (রা) এবং তাঁর সাথে সেই সমস্ত মনীষীগণ যাদের উল্লেখ আমরা করেছি, তাঁরা সকলে বলছেন ঃ এই আয়াতে তাদেরকে যেই কুনূতের নির্দেশ দেয়া হয়েছে তা হল সেই কথাবার্তা থেকে নিশ্চুপ থাকা যা তারা সালাতের মাঝে করতেন। সুতরাং এই আয়াতে উল্লিখিত কুনূত দ্বারা ফজরের সালাতের কুনূতের উপর দলীল হওয়ার সম্ভাবনা নাকচ হয়ে গেল। কতিপয় লোক এই কথাও অস্বীকার করেছেন, ইব্‌ন আব্বাস (রা) ফজরের সালাতে কুনূত পড়তেন। আমরা তা 'ফজরের সালাতে কুনূত' অনুচ্ছেদে এর সনদ সহকারে রিওয়ায়াত করেছি। যদি এই আয়াতে উল্লিখিত কুনূত ফজরের সালাতের কুনূত হত তাহলে তিনি তা ছেড়ে দিতেন না। কেননা কুরআন শরীফ-এর নির্দেশ দিয়েছে।

ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে এ বিষয়ে তাঁর নিজস্ব মতামতের স্বপক্ষে অন্য দলীলও বর্ণিত আছে ঃ

٩٣٩– حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ اَبِيْ عِمْرَانَ قَالَ ثَنَا خَالِدُ بْنُ خِدَاشٍ الْمُهَلَّبِيُّ قَالَ ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ مُحَمَّدُ الدَّرَاوَرْدِيُّ عَنْ ثَوْرِ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ عِكْرَمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ الصَّلٰوةُ الْوُسْطٰى هِيَ الصُّبْحُ فَصْلُ بَيْنَ سَوَادِ اللَّيْلِ وَبَيَاضِ النَّهَارِ .

৯৩৯. আহমদ ইব্‌ন আবী ইমরান (র)...... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, 'সালাতুল উস্‌তা' (মধ্যবর্তী সালাত) হল ফজরের সালাত, তা রাতের অন্ধকার এবং দিনের আলোর মধ্যে পার্থক্যকারী।

এই ইব্‌ন আব্বাস (রা) এই হাদীসে সংবাদ দিচ্ছেন যে, যে কারণে ফজরের সালাতকে 'মধ্যবর্তী সালাত' সাব্যস্ত করা হয়েছে সেই কারণ হল এটাই। আবার এটার সম্ভাবনাও রয়েছে যে, আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ

وَقُوْمُوْا لِلّٰهِ قَانِتِيْنَ "এবং তোমরা আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে বিনীতভাবে দাঁড়াবে"–এর দ্বারা তারা যে ফজরের সালাতের কুনূত উদ্দেশ্য নিয়েছেন, সেই কুনূত দ্বারা দীর্ঘ কিয়াম (দাঁড়ানো) বুঝানো হয়েছে। যেমন নবী ﷺ বলেছেন, যখন তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হয় যে, কোন্ সালাত উত্তম? তিনি বললেন, 'দীর্ঘ কিয়াম বিশিষ্ট সালাত।' আমরা বিষয়টি সনদ সহকারে এই গ্রন্থের যথাস্থানে উল্লেখ করেছি।

আয়েশা (রা) থেকেও বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন, ফজরের সালাত দীর্ঘ কিরাআতের কারণে দুই রাক'আত বহাল রাখা হয়েছে। এই বিষয়টিও আমরা অন্য স্থানে উল্লেখ করেছি। আবার এ সম্ভাবনাও রয়েছে যে, قُنُوْت দ্বারা ওই কুনূত সমস্ত সালাতে হওয়া বুঝানো হয়েছে, তা সালাতুল উস্‌তা হউক বা না হউক। ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে 'সালাতুল উস্‌তা' সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, তা হল আসরের সালাত ঃ

٩٤٠– حَدَّثَنَا فَهْدٌ قَالَ ثَنَا اَبُوْ نَعِيْمٍ قَالَ ثَنَا اِسْرَائِيْلُ عَنْ اَبِيْ اِسْحَاقَ عَنْ زِرِّ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ الْعَبْدِيِّ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُوْلُ الصَّلٰوةُ الْوُسْطٰى صَلٰوةُ الْعَصْرِ وَقُوْمُوْا لِلّٰهِ قَانِتِيْنَ .

৯৪০. ফাহাদ (র)...... যির ইব্‌ন উবায়দিল্লাহ আবাদী (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি ইব্‌ন আব্বাস (রা)-কে বলতে শুনেছি 'সালাতুল উস্‌তা' (মধ্যবর্তী সালাত) হল– আসরের সালাত। وَقُوْمُوْا لِلّٰهِ قَانِتِيْنَ "এবং তোমরা আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে বিনীতভাবে দাঁড়াবে"।

বস্তুত যখন সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বিভিন্ন বক্তব্য বর্ণিত আছে, তাই আমরা চাচ্ছি অন্য (রাবী)দের রিওয়ায়াত দেখব, যারা এর দ্বারা আসরের সালাত ব্যতীত অন্য সালাত উদ্দেশ্য নেন। নবী (সা) থেকে এরূপ হাদীস বর্ণিত আছে, যা এর স্বপক্ষে প্রমাণ বহন করে, তারা নিম্নোক্ত রিওয়ায়াত উল্লেখ করেছেন ঃ

٩٤١-- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدِ بْنِ نُوْحٍ قَالَ ثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ سَعْدٍ قَالَ ثَنَا اَبِيْ عَنِ ابْنِ اِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنِيْ اَبُوْ جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ وَّنَافِعُ مَوْلٰى عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّ عَمْرَو بْنَ رَافِعٍ مَوْلٰى عُمَرَبْنِ الْخَطَّابِ حَدَّثَهُمَا اَنَّهُ كَانَ يَكْتُبُ الْمَصَاحِفَ عَلٰى عَهْدِ اَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اسْتَكْتَبَتْنِيْ حَفْصَةُ بِنْتُ عُمَرَ زَوْجُ النَّبِيِّ ﷺ مُصْحَفًا وَّقَالَتْ لِيْ اِذَا بَلَغْتَ هٰذِهِ الْاٰيَةَ مِنْ سُوْرَةِ الْبَقَرَةِ فَلَا تَكْتُبْهَا حَتّٰى تَأْتِيَنِيْ فَأُمْلِيْهَا عَلَيْكَ كَمَا حَفِظْتُهَا مِنْ رَّسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ فَلَمَّا بَلَغْتُهَا اَتَيْتُهَا بِالْوَرَقَةِ الَّتِيْ اَكْتُبُهَا فَقَالَتْ اَكْتُبْ حَافِظُوْا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلٰوةِ الْوُسْطٰى وَصَلٰوةِ الْعَصْرِ .

৯৪১. আলী ইব্‌ন মা'বাদ ইব্‌ন নূহ (র)...... আবূ জাফর মুহাম্মদ ইব্‌ন আলী (র) ও নাফি' (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, উমার ইব্‌ন খাত্তাব (রা)-এর আযাদকৃত গোলাম আমর ইব্‌ন রাফি' (র) তাঁদের দু'জনকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি আযওয়াজে মুতাহ্হারাতের যুগে কুরআন শরীফের কপি লিখতেন। তিনি বলেন, উম্মুল মু'মিনীন হাফসা বিন্‌ত উমার (রা) আমাকে এক কপি লিখার জন্য দিয়ে বললেন, যখন সূরা বাকারার এই আয়াত পর্যন্ত পৌঁছবে তখন আমার নিকট না আসা পর্যন্ত তা লিখবে না। আমি তোমাকে তা সেভাবে লিখাব যেভাবে আমি তা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে সংরক্ষণ করেছি। তিনি বলেন, যখন আমি সেই পর্যন্ত পৌঁছলাম, তখন আমি তাঁর নিকট সেই কাগজ নিয়ে এলাম, যাতে তা লিখছিলাম। তিনি বললেন, লিখ ঃ

حَافِظُوْا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلٰوةِ الْوُسْطٰى وَصَلٰوةِ الْعَصْرِ

"তোমরা সালতের প্রতি যত্নবান হবে বিশেষত মধ্যবর্তী সালাত ও আসরের সালাতের প্রতি"।

٩٤٢– حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ حَدَّثَنِيْ ابْنُ وَهْبٍ اَنَّ مَالِكًا حَدَّثَهُ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ عَنْ عَمْرِو بْنِ رَافِعٍ مِثْلَهُ عَنْ حَفْصَةَ غَيْرَ اَنَّهَا لَمْ يَذْكُرِ النَّبِيَّ ﷺ .

৯৪২. ইউনুস (র)...... আমর ইব্‌ন রাফি (র) হাফসা (রা) থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন। কিন্তু তিনি নবী ﷺ-এর উল্লেখ করেননি।

٩٤٣– حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ اَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَنَّ مَالِكًا حَدَّثَهُ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ عَنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ حَكِيْمٍ عَنْ اَبِى يُوْنُسَ مَوْلٰى عَائِشَةَ اَنَّهُ قَالَ اَمَرَتْنِى عَائِشَةُ ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَ حَدِيْثِ حَفْصَةَ مِنْ حَدِيْثِ عَلِيِّ بْنِ مَعْبَدٍ .

৯৪৩. ইউনুস (র)...... আয়েশা (রা)-এর আযাদকৃত গোলাম আবূ ইউনুস (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আয়েশা (রা) আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন। তারপর তিনি হাফসা (রা) থেকে আলী ইব্ন মা'বাদ (র)-এর রিওয়ায়াতের অনুরূপ উল্লেখ করেছেন।

٩٤٤– حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ قَالَ ثَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ اَخْبَرَنِىْ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اُمِّهِ اُمِّ حُمَيْدٍ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ قَوْلِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ الصَّلٰوةِ الْوُسْطٰى فَقَالَتْ كُنَّا نَقْرَؤُهَا عَلَى الْحَرْفِ الْاَوَّلِ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ حَافِظُوْا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلٰوةِ الْوُسْطٰى وَصَلٰوةِ الْعَصْرِ وَقُوْمُوْا لِلّٰهِ قَانِتِيْنَ .

৯৪৪. আলী ইব্ন মা'বাদ (র)..... উম্মু হুমায়দ বিন্ত আবদির রহমান (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি একবার আয়েশা (রা)-কে আল্লাহ্ তা'আলার বাণী 'সালাতুল উস্তা' সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছি, তিনি বললেন ঃ প্রথমে আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর যুগে এভাবে পড়তাম ঃ

حَافِظُوْا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلٰوةِ الْوُسْطٰى وَصَلٰوةِ الْعَصْرِ وَقُوْمُوْا لِلّٰهِ قَانِتِيْنَ .

"তোমরা সালাতের প্রতি যত্নবান হবে, বিশেষত মধ্যবর্তী সালাত ও আসরের সালাতের প্রতি এবং তোমরা আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে বিনীতভাবে দাঁড়াবে"।

ফকীহ্ আলিমগণ বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণিত এই সমস্ত রিওয়ায়াত মুতাবিক যখন আল্লাহ্ তা'আলা ঃ

حَافِظُوْا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلٰوةِ الْوُسْطٰى وَصَلٰوةِ الْعَصْرِ وَقُوْمُوْا لِلّٰهِ قَانِتِيْنَ .

বলেছেন এতে প্রমাণিত হলো যে, 'সালাতুল উস্তা' আসর ব্যতীত (অন্য সালাত)। কিন্তু আমাদের মতে এতে সে বিষয়ের স্বপক্ষে কোন দলীল নেই যা তাঁরা উল্লেখ করেছেন। কেননা হতে পারে আসরকে 'আসর'ও বলা হয়ে থাকে এবং 'উস্তা'ও বলা হয়ে থাকে। সুতরাং এখানে এর উভয় নাম উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু এটা তখন সম্ভব হবে যখন ঐ সমস্ত রিওয়ায়াতে প্রাপ্ত প্রসিদ্ধ কিরাআতের উপর ('সালাতুল-আসর'-এর অতিরিক্ত কিরাআত প্রমাণিত সাব্যস্ত হবে। কিন্তু দলীলরূপে প্রতিষ্ঠিত তিলাওয়াতের দ্বারা এর পরিপন্থী সব কিছুই নাকচ হয়ে গিয়েছে। এটাও বর্ণিত আছে যে, এ বিষয়ে হাফসা (রা)-এর মুসহাফে (কুরআন শরীফের কপি) আমাদের প্রথমোক্ত বর্ণিত রিওয়ায়াতের পরিপন্থী বর্ণনা রয়েছে ঃ

٩٤٥- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ شَيْبَةَ قَالَ ثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ قَالَ اَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ اَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ رَافِعٍ قَالَ كَانَ مَكْتُوْبًا فِيْ مَصْحَفِ حَفْصَةَ بِنْتِ عُمَرَ حَافِظُوْا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلوٰةِ الْوُسْطىٰ وَصَلوٰةِ الْعَصْرِ وَقُوْمُوْا لِلّٰهِ قَانِتِيْنَ .

৯৪৫. আলী ইব্‌ন শায়বা (রা)...... আম্‌র ইব্‌ন রাফি‘ (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, হাফসা বিন্‌ত উমার (রা)-এর মুসহাফে লিখিত ছিল ঃ

حَافِظُوْا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلوٰةِ الْوُسْطىٰ وَصَلوٰةِ الْعَصْرِ وَقُوْمُوْا لِلّٰهِ قَانِتِيْنَ .

“তোমরা সালাতের প্রতি যত্নবান হবে, বিশেষত ‘সালাতুল উস্‌তা’ (মধ্যবর্তী সালাতের), তা হলো আসরের সালাত এবং তোমরা আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে বিনীতভাবে দাঁড়াবে।” প্রথমোক্ত রিওয়ায়াত সমূহে উল্লিখিত আল্লাহ্ তা‘আলার ইরশাদের মর্ম যা আমরা বর্ণনা করেছি, তা এই রিওয়ায়াত দ্বারা সাব্যস্ত হয়ে গিয়েছে যে, আসরের সালাতকে ‘সালাতুল আসর’ এবং ‘সালাতুল উস্‌তা’ও বলা হয়। সুতরাং এর দ্বারা সেই সমস্ত লোকদের উক্তি প্রমাণিত হল যাদের মতে এর দ্বারা ‘সালাতুল আসর’ই উদ্দেশ্য। এ বিষয়ে বারা ইব্‌ন আযিব (রা) থেকে বর্ণিত রিওয়ায়াত হাফসা (রা), আয়েশা (রা) ও উম্মু কুলসূম (রা) থেকে বর্ণিত রিওয়ায়াত রহিত হওয়ার স্বপক্ষে প্রমাণ বহন করে ঃ

٩٤٦- حَدَّثَنَا اَبُوْ شُرَيْحٍ مُحَمَّدُ بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ يَحْىٰ قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوْسُفَ الْفِرْيَابِيُّ قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلِ بْنِ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا شَقِيْقُ بْنُ عُقْبَةَ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ نَزَلَتْ حَافِظُوْا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلوٰةِ الْوُسْطىٰ وَصَلوٰةِ الْعَصْرِ فَقَرَأْنَاهَا عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مَا شَاءَ اللّٰهُ ثُمَّ نَسَخَهَا اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ فَاَنْزَلَ حَافِظُوْا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلوٰةِ الْوُسْطىٰ .

৯৪৬. আবূ শুরায়হ মুহাম্মদ ইব্‌ন যাকারিয়া ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া (র)..... বারা ইব্‌ন আযিব (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, حَافِظُوْا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلوٰةِ الْوُسْطىٰ অবতীর্ণ হয়, আমরা তা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর যুগে আল্লাহ্‌র ইচ্ছামত পড়ছিলাম। তারপর আল্লাহ্ তা‘আলা তা রহিত করে এই আয়াত অবতীর্ণ করেন ঃ

حَافِظُوْا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلوٰةِ الْوُسْطىٰ

বস্তুত বারা ইব্‌ন আযিব (রা) এই হাদীসে সংবাদ দিচ্ছেন যে, প্রথমোক্ত তিলাওয়াত সেটি, যেটি আয়েশা (রা) ও হাফসা (রা) রিওয়ায়াত করেছেন। আর এই তিলাওয়াতকে সেই তিলাওয়াত রহিত করে দিয়েছে যা দলীল দ্বারা প্রতিষ্ঠিত। যদি তাঁর দ্বিতীয় উক্তি ‘সালাতুল উস্‌তা’ আসরের রহিতকরণের জন্য হয় যে, এটা ‘সালাতুল উস্‌তা’ নয় তাহলে এটা তার জন্য রহিতকরণ হবে। আর যদি এর এক নামের তিলাওয়াত রহিত করার এবং অন্য নামের তিলাওয়াতকে বাকি রাখার জন্য হয় তাহলে সাব্যস্ত হল যে, ‘সালাতুল উস্‌তা’ দ্বারা সালাতুল আসর-ই উদ্দেশ্য। যেহেতু আমাদের এই

বর্ণনায় এই সম্ভাবনার অবস্থা সৃষ্টি হয়ে গেল, তাই আমরা এই বিষয়ে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণিত হাদীসের দিকে প্রত্যাবর্তন করেছি ঃ

٩٤٧- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ قَالَ ثَنَا شُجَاعُ بْنُ الْوَلِيْدِ قَالَ ثَنَا زَائِدَةُ بْنُ قُدَامَةَ قَالَ سَمِعْتُ عَاصِمًا يُحَدِّثُ عَنْ زِرٍّعَنْ عَلِيٍّ قَالَ قَاتَلْنَا الْاَحْزَابَ فَشَغَلُوْنَا عَنْ صَلٰوةِ الْعَصْرِ حَتّٰى كَرُبَتِ الشَّمْسُ اَنْ تَغِيْبَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَللّٰهُمَّ امْلَأْ قُلُوْبَ الَّذِيْنَ شَغَلُوْنَا عَنِ الصَّلٰوةِ الْوُسْطٰى نَارًا وَامْلَأْ بُيُوْتَهُمْ نَارًا وَامْلَأْ قُبُوْرَهُمْ نَارًا قَالَ عَلِيٌّ كُنَّا نَرٰى اَنَّهَا صَلَاةُ الْفَجْرِ .

৯৪৭. আলী ইব্ন মা'বাদ (র)..... আলী (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমরা আহ্যাব যুদ্ধে রত ছিলাম তখন তারা (মুশরিকরা) আমাদেরকে আসরের সালাত থেকে বিরত রাখে এবং সূর্য অস্তমিত হওয়ার উপক্রম হয়ে গেল। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, "হে আল্লাহ! হে আল্লাহ্! যে সমস্ত লোকেরা (কাফিররা) আমাদেরকে 'সালাতুল উস্তা' (মধ্যবর্তী সালাত) থেকে বিরত রেখেছে তাদের অন্তরসমূহকে আগুন দিয়ে ভরে দাও, তাদের ঘরসমূহকে আগুন দিয়ে ভরে দাও এবং তাদের কবরসমূহকে আগুন দিয়ে ভরে দাও।" আলী (রা) বলেন, (এর পূর্বে) আমরা ধারণা করতাম, তা হল ফজরের সালাত।

ইনি হচ্ছেন আলী (রা), যিনি বলছেন, তাঁরা (সাহাবীগণ) নবী ﷺ-এর বক্তব্য প্রদানের পূর্বে এটাকে ফজরের সালাত মনে করতেন। অবশেষে তাঁরা সেই দিন নবী ﷺ-কে এটা বলতে শুনেছেন, তখন তাঁরা জানতে পেরেছেন যে, তাহল আসরের সালাত।

٩٤٨- حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا اَبُوْ عَامِرٍ الْعَقْدِيُّ عَنْ شُعْبَةَ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ يَحْيَى بْنِ الْجَزَّارِ عَنْ عَلِيٍّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ اَنَّهُ قَعَدَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ عَلٰى فُرْضَةٍ مِّنْ فُرَضِ الْخَنْدَقِ ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَهُ اِلاَّ اَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ قَوْلَ عَلِيٍّ كُنَّا نَرٰى اَنَّهَا الصُّبْحُ .

৯৪৮. ইব্ন মারযূক (র) .... আলী (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি খন্দক যুদ্ধের দিন খন্দকের একটি ফাঁকে বসেছিলেন। তারপর তিনি অনুরূপ উল্লেখ করেছেন। তবে তিনি আলী (রা)-এর এই উক্তির উল্লেখ করেননি যে, আমরা এটাকে ফজরের সালাত মনে করতাম।

٩٤٩- حَدَّثَنَا اَبُوْ بِشْرٍ الرَّقِّيُّ قَالَ ثَنَا الْفِرْيَابِيُّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ اَبِي النَّجُوْدِ عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ قَالَ قُلْتُ لِعُبَيْدَةَ سَلْ لَنَا عَلِيًّا عَنِ الصَّلٰوةِ الْوُسْطٰى فَسَأَلَهُ فَذَكَرَ نَحْوَهُ وَزَادَ كُنَّا نَرٰى اَنَّهَا الْفَجْرُ حَتّٰى سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ هٰذَا .

৯৪৯. আবূ বিশ্র রকী' (রা)...... যির ইব্ন হুবায়শ (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি উবায়দাকে বললাম, আমাদের জন্য আলী (রা)-কে 'সালাতুল উস্তা' (মধ্যবর্তী সালাত) সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করুন। তিনি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন। তিনি (পূর্বের) অনুরূপ উল্লেখ করেছেন এবং

এটুকু বৃদ্ধি করেছেন যে, আমরা ওটাকে ফজরের সালাত মনে করতাম। অবশেষে আমি নবী ﷺ-কে এটা বলতে শুনেছি।

٩٥٠– حَدَّثَنَا عَلِيٌّ قَالَ ثَنَا اِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ طَلْحَةَ عَنْ زُبَيْدٍ عَنْ مُرَّةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ غَيْرَ اَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ قَوْلَ عَلِيٍّ كُنَّا نَرٰى اَنَّهَا الْفَجْرُ .

৯৫০. আলী (র)...... আবদুল্লাহ্ (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন। তবে তিনি "আমরা ওটাকে ফজরের সালাত মনে করতাম"– আলী (রা)-এর এই উক্তি উল্লেখ করেননি।

٩٥١– حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا اَبُوْ عَامِرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ طَلْحَةَ فَذَكَرَ بِاِسْنَادِهِ مِثْلَهُ-

৯৫১. ইব্ন মারযূক (রা).... মুহাম্মদ ইব্ন তালহা (র) থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

٩٥٢– حَدَّثَنَا عَلِيٌّ قَالَ ثَنَا مُعَلَّى بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ ثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ هِلاَلِ بْنِ خَبَّابٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ غَزَا غَزْوًا فَلَمْ يَرْجِعْ مِنْهُ حَتّٰى مَسّٰى بِصَلٰوةٍ عَنِ الْوَقْتِ الَّذِيْ كَانَ يُصَلِّيْ فِيْهِ ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ .

৯৫২. আলী (রা)...... ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, একবার নবী ﷺ এক যুদ্ধে তাশরীফ নিয়ে গেছেন। তিনি যুদ্ধ থেকে প্রত্যাবর্তন করার পূর্বেই আসরের সালাতের ওয়াক্ত চলে গিয়েছে এবং সন্ধ্যা হয়ে গেছে। তারপর তিনি অনুরূপ উল্লেখ করেছেন।

٩٥٣– حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِيْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا سَعْدَوَيْهِ عَنْ عَبَّادٍ عَنْ هِلاَلٍ فَذَكَرَ مِثْلَهُ بِاِسْنَادِهِ -

৯৫৩. ইব্ন আবী দাঊদ (র)..... হিলাল (র) থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

٩٥٤– حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ دَاوُدَ الْبَغْدَادِيُّ قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِمْرَانَ بْنِ اَبِيْ لَيْلٰى قَالَ حَدَّثَنَا اَبِيْ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِيْ لَيْلٰى عَنِ الْحَكَمِ عَنْ مِقْسَمٍ وَّسَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ اَنَّهُ قَالَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ .

৯৫৪. মুহাম্মদ ইব্ন আলী ইব্ন দাঊদ বাগদাদী (র)..... ইব্ন আব্বাস (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি খন্দকের যুদ্ধের দিন বলেছেন। তারপর অনুরূপ উল্লেখ করেছেন।

ইব্ন আব্বাস (রা)-এর অভিমত

ইনি হলেন ইব্ন আব্বাস (রা), যিনি নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তা হল 'সালাতুল আসর'। সুতরাং তাঁর থেকে এর পরিপন্থী অভিমত কিভাবে গ্রহণযোগ্য হতে পারে?

٩٥٥– حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِيْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ مُسْهِرٍ قَالَ ثَنَا صَدَقَةُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنِيْ خَالِدُ بْنُ دِهْقَانَ قَالَ اَخْبَرَنِيْ خَالِدُ سَبَلاَنُ عَنْ كُهَيْلِ بْنِ حَرْمَلَةَ النَّمْرِيُّ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ

اَنَّهُ اَقْبَلَ حَتّٰى نَزَلَ دِمَشْقَ عَلٰى اٰلِ اَبِىْ كَلْثَمِ الدَّوْسِىِّ فَاَتَى الْمَسْجِدَ فَجَلَسَ فِىْ غَرْبِيِّهِ فَتَذَكَّرُوْا الصَّلٰوةَ الْوُسْطٰى فَاخْتَلَفُوْا فِيْهَا فَقَالَ اخْتَلَفْنَا فِيْهَا كَمَا اخْتَلَفْتُمْ وَنَحْنُ بِفِنَاءِ بَيْتِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَفِيْنَا الرَّجُلُ الصَّالِحُ اَبُوْ هَاشِمِ بْنُ عُتْبَةَ بْنِ رَبِيْعَةَ بْنِ عَبْدِ شَمْسٍ فَقَالَ اَنَا اَعْلَمُ لَكُمْ ذٰلِكَ فَاَتٰى رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَكَانَ جَرِيًّا عَلَيْهِ فَاسْتَاْذَنَ فَدَخَلَ ثُمَّ خَرَجَ اِلَيْنَا فَاَخْبَرَنَا اَنَّهَا صَلٰوةُ الْعَصْرِ .

৯৫৫. ইব্‌ন আবী দাঊদ (র)..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, একবার তিনি দামেশ্‌কে এসে আবূ কালসাম দাওসী-এর পরিবারের নিকট উঠলেন। তারপর তিনি মসজিদে গিয়ে এর পশ্চিম (কোণে) অবস্থান নিলেন। লোকেরা 'সালাতুল উস্‌তা' (মধ্যবর্তী সালাত) সম্পর্কে আলোচনা করছিল এবং পরস্পরে তাতে মতভেদ করছিল। তিনি বললেন, এতে আমরা মতভেদ করেছি, যেমনিভাবে তোমরা মতভেদ করছ। একবার আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর ঘরের আঙ্গিনায় ছিলাম। আমাদের মাঝে এক নেককার ব্যক্তি আবূ হাশিম ইব্‌ন উত্‌বা ইব্‌ন রবী'আ ইব্‌ন আব্‌দ শাম্‌স ছিলেন। তিনি বললেন, আমি তোমাদেরকে এ সম্পর্কে অবহিত করছি। এরপর তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট গেলেন। আর তিনি তাঁর সাথে সাহসী (সংকোচহীন) ছিলেন। অনুমতি চেয়ে ভিতরে গেলেন। তারপর বের হয়ে আমাদের নিকট এসে সংবাদ দিলেন ঃ তা হল আসরের সালাত।

٩٥٦- حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ دَاؤُدَ قَالَ ثَنَا اَحْمَدُ بْنُ جَنَابٍ قَالَ ثَنَا عِيْسٰى بْنُ يُوْنُسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَبِىْ حُمَيْدٍ عَنْ مُوْسٰى بْنِ وَرْدَانَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ صَلٰوةُ الْوُسْطٰى صَلٰوةُ الْعَصْرِ .

৯৫৬. ইব্‌ন আবী দাঊদ (র)..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, 'সালাতুল উস্‌তা' (মধ্যবর্তী সালাত) হল আসরের সালাত।

٩٥٧- حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا عَفَّانُ قَالَ ثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ ح وَحَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ مَعْبَدٍ قَالَ ثَنَا رَوْحٌ قَالَ ثَنَا سَعِيْدُ بْنُ اَبِىْ عَرُوْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ مِثْلَهُ .

৯৫৭. ইব্‌ন মারযূক (র) ও আলী ইব্‌ন মা'বাদ (র)..... সামুরা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

বস্তুত এই সমস্ত মুতাওয়াতির হাদীস বিশুদ্ধ সনদে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণিত হয়ে এসেছে যে, 'সালাতুল উস্‌তা' (মধ্যবর্তী সালাত) হল আসরের সালাত।

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর মহান সাহাবীগণও এ কথাই বলেছেন ঃ

৯৫৮- حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا عَفَّانُ قَالَ ثَنَا وَهْبُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ اَبِى قِلَابَةَ عَنْ اُبَىِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ الصَّلٰوةُ الْوُسْطٰى صَلٰوةُ الْعَصْرِ .

৯৫৮. ইব্‌ন মারযূক (র).... উবায় ইব্‌ন কা'ব (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, 'সালাতুল উস্‌তা' হল আসরের সালাত।

৯৫৯- حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا عَفَّانُ عَنْ هَمَّامٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ اَبِى سَعِيْدٍ الْخُدْرِىِّ مِثْلَهُ :

৯৫৯. ইব্‌ন মারযূক (র)..... আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

৯٦٠- حَدَّثَنَا رَبِيْعُ الْجِيْزِىُّ قَالَ ثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ اَبِى عَبَّادٍ قَالَ ثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ طَهْمَانَ عَنْ اَبِى اِسْحَاقَ عَنِ الْحَارِثِ عَنْ عَلِىٍّ مِثْلَه .

৯৬০. রবী'উল-জীযী (র)..... আলী (রা) থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

৯٦١- حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِى دَاؤُدَ قَالَ ثَنَا خَطَّابُ بْنُ عُثْمَانَ قَالَ ثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ خُثَيْمٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ لَبِيْبَةَ الطَّائِفِىِّ اَنَّهُ سَأَلَ اَبَا هُرَيْرَةَ عَنِ الصَّلٰوةِ الْوُسْطٰى فَقَالَ سَاَقْرَأُ عَلَيْكَ الْقُرْاٰنَ حَتّٰى تَعْرِفَهَا اَلَيْسَ يَقُوْلُ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ فِى كِتَابِهِ اَقِمِ الصَّلٰوةَ لِدُلُوْكِ الشَّمْسِ الظُّهْرَ اِلٰى غَسَقِ الَّيْلِ الْمَغْرِبَ وَمِنْ بَعْدِ صَلٰوةِ الْعِشَاءِ ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ لَّكُمْ الْعَتَمَةَ وَيَقُوْلُ اِنَّ قُرْاٰنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُوْدًا الصُّبْحُ ثُمَّ قَالَ حَافِظُوْا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلٰوةِ الْوُسْطٰى وَقُوْمُوْا لِلّٰهِ قَانِتِيْنَ هِىَ الْعَصْرُ هِىَ الْعَصْرُ .

৯৬১. ইব্‌ন আবী দাঊদ (র)..... আবদুর রহমান ইব্‌ন লাবীবা তাঈফী (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি একবার আবূ হুরায়রা (রা) কে 'সালাতুল উস্‌তা' সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছেন। তিনি বললেন, আমি অতি সত্ত্বর তোমায় কুরআন পড়াব যাতে তুমি তা জানতে পারবে। আল্লাহ্ তা'আলা কি নিজ কিতাবে বলেননি? اَقِمِ الصَّلٰوةَ لِدُلُوْكِ الشَّمْسِ "সূর্য ঢলে পড়ার সময় সালাত কায়েম কর" এর দ্বারা যুহরের সালাত উদ্দেশ্য। اِلٰى غَسَقِ الَّيْلِ "রাতের অন্ধকার পর্যন্ত"-এর দ্বারা মাগরিব (সালাত) উদ্দেশ্য, مِنْ بَعْدِ صَلٰوةِ الْعِشَاءِ ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ لَّكُمْ "ইশার সালাতের পরে এই তিনটি তোমাদের পর্দার সময়" এর দ্বারা ইশার সালাত উদ্দেশ্য। তিনি বলেন ঃ اِنَّ قُرْاٰنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُوْدًا "নিশ্চয় ফজরের সালাত (ফিরিশতাদের) উপস্থিতির সময়"-এর দ্বারা ফজরের সালাত উদ্দেশ্য। তারপর তিনি حَافِظُوْا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلٰوةِ الْوُسْطٰى "তোমরা সালাতের প্রতি

যত্নবান হবে, বিশেষত সালাতুল উস্‌তা (মধ্যবর্তী সালাত-এর প্রতি) এবং "তোমরা আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে বিনীতভাবে দাঁড়াবে" এর দ্বারা আসরের সালাত উদ্দেশ্য।

নামকরণের কারণ

যদি কোন ব্যক্তি বলে যে, আসরের সালাতকে সালাতুল উস্‌তা বলা হয় কেন?

তাকে বলা হবে ঃ এ বিষয়ে লোকেরা (আলিমগণ) দুই প্রকার বক্তব্য প্রদান করেছেন ঃ একদল বলেন, এ নাম এ জন্য রাখা হয়েছে যে, এটা রাতের দুই সালাত (মাগরিব ও ইশা) এবং দিনের দুই সালাতের (ফজর ও যুহরের) মাঝে রয়েছে। অপর দল এ বিষয়ে নিম্নোক্ত বক্তব্য প্রদান করেছেন ঃ

٩٦٢– حَدَّثَنِى الْقَاسِمُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ سَمِعْتُ بَحْرَ بْنَ الْحَكَمِ الْكَيْسَانِىَّ يَقُوْلُ سَمِعْتُ اَبَا عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ عَائِشَةَ يَقُوْلُ اِنَّ اٰدمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَمَا تِيْبَ عَلَيْهِ عِنْدَ الْفَجْرِ صَلّٰى رَكْعَتَيْنِ فَصَارَتِ الصُّبْحُ وَفُدِىَ اِسْحَاقُ عِنْدَ الظُّهْرِ فَصَلّٰى اِبْرَاهِيْمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ اَرْبَعًا فَصَارَتِ الظُّهْرُ وَبُعِثَ عُزَيْرٌ فَقِيْلَ لَهُ كَمْ لَبِثْتَ فَقَالَ يَوْمًا فَرَاَى الشَّمْسَ فَقَالَ اَوْ بَعْضَ يَوْمٍ فَصَلّٰى اَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فَصَارَتِ الْعَصْرُ وَقَدْ قِيْلَ غُفِرَ لِعُزَيْرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَغُفِرَ لِدَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ عِنْدَ الْمَغْرِبِ فَقَامَ فَصَلّٰى اَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فَجُهِدَ فَجَلَسَ فِى الثَّالِثَةِ فَصَارَتِ الْمَغْرِبُ ثَلَاثًا وَاَوَّلُ مَنْ صَلَّى الْعِشَاءَ الْاٰخِرَةَ نَبِيُّنَا ﷺ فَلِذٰلِكَ قَالُوْا الصَّلٰوةُ الْوُسْطٰى هِىَ صَلٰوةُ الْعَصْرِ .

৯৬২. কাসিম ইব্‌ন জা'ফর (রা).... আবূ আবদুর রহমান আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, যখন ফজরের সময় আদম (আ)-এর তাওবা কবূল হয় তখন তিনি (কৃতজ্ঞতা স্বরূপ) দুই রাক'আত সালাত আদায় করলেন, এটা ফজরের সালাত হয়ে গেল। ইসহাক[১] (আ)-এর কুরবানী যুহরের সময় পেশ করা হয়, এতে (কৃতজ্ঞতা স্বরূপ ইবরাহীম (আ) চার রাক'আত সালাত আদায় করলেন। এটা যুহরের সালাত হয়ে গেল। উযায়র (আ)-কে পুনঃ জীবিত করে তাঁকে বলা হল, আপনি কত দিন (সময়) অবস্থান করেছেন? তিনি বললেন, একদিন। তারপর সূর্য দেখে বললেন, অথবা দিনের কিছু অংশ। এরপর তিনি চার রাক'আত সালাত আদায় করলেন। এটা আসরের সালাত হয়ে গেল। এটাও বলা হয়েছে যে, উযায়র (আ)-কে ক্ষমা করে দেয়া হয়। মাগরিবের সময় দাউদ (আ) ক্ষমাপ্রাপ্ত হয়েছেন। তখন চার রাক'আত আদায় করার জন্য দাঁড়িয়েছেন, যখন ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন তখন তৃতীয় রাক'আতে বসে গেছেন। তাই মাগরিবের তিন রাক'আত হয়ে গেল। ইশার সালাত সর্বপ্রথম আমাদের নবী ﷺ আদায় করেছেন। বস্তুত এ জন্যই তাঁরা আসরের সালাতকে 'সালাতুল উস্‌তা' (মধ্যবর্তী সালাত) বলেন।

সুতরাং আমাদের মতে এ বিশ্লেষণ বিশুদ্ধ। কেননা যদি ফজরের সালাত প্রথম সালাত এবং ইশার সালাত আখেরী সালাত হয় তাহলে প্রথম এবং শেষের মাঝে মধ্যবর্তী সালাত আসরের সালাত হবে। এ জন্যই আমরা বলি যে, মধ্যবর্তী সালাত হল আসরের সালাত। আর এটাই হচ্ছে, ইমাম আবূ হানীফা (র), ইমাম আবূ ইউসুফ (র) ও ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর অভিমত।

---

১. বিশুদ্ধ মতে ইসমাঈল যবীহুল্লাহ (আ)-কে কুরবানীর জন্যই ইবরাহীম (আ) আদিষ্ট হয়েছিলেন (দ্র. তাফসীরে ইব্‌ন কাছীর, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৮৬) –সম্পাদক।

١٠- بَابُ الْوَقْتِ الَّذِىْ يُصَلِّى فِيْهِ الْفَجْرُ اَىُّ وَقْتٍ هُوَ

১০. অনুচ্ছেদ ঃ ফজরের সালাত কখন আদায় করা (মুস্তাহাব)

٩٦٣- حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنَّا نِسَاءُ مِّنَ الْمُؤْمِنَاتِ يُصَلِّيْنَ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ صَلٰوةَ الصُّبْحِ مُتَلَفِّعَاتٍ بِمُرُوْطِهِنَّ ثُمَّ يَرْجِعْنَ اِلٰى اَهْلِهِنَّ وَمَا يَعْرِفُهُنَّ اَحَدٌ .

৯৬৩. ইউনুস (র)...... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, মুসলিম মহিলারা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সঙ্গে নিজেদের চাদরে আবৃত হয়ে ফজরের সালাত আদায় করতেন। তারপর তাঁরা নিজেদের বাড়ি ফিরে যেতেন অথচ (অন্ধকারের কারণে) তাঁদেরকে কেউ চিনতে পারত না।

٩٦٤- حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ الْيَمَانِ قَالَ اَنَا شُعَيْبُ عَنِ الزُّهْرِيِّ فَذَكَرَ مِثْلَهُ .

৯৬৪. ইব্‌ন আবী দাউদ (র)..... যুহরী (র) থেকে রিওয়ায়াত করেছেন।

٩٦٥- حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا سَعِيْدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ ثَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ مِثْلَهُ غَيْرَ اَنَّهُ قَالَ وَمَا يَعْرِفُ بَعْضُهُنَّ بَعْضًا مِّنَ الْغَلَسِ

৯৬৫. ইব্‌ন আবী দাউদ (র)....... আয়েশা (রা) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে তিনি বলেছেন, অন্ধকারের কারণে তাদের একে অপরকে চিনতে পারত না।

٩٦٦- حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ اَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَنَّ مَالِكًا حَدَّثَهُ عَنْ يَحْىَ بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ عَائِشَةَ نَحْوَهُ غَيْرَ اَنَّهُ قَالَ وَمَا يُعْرَفْنَ مِنَ الْغَلَسِ .

৯৬৬. ইউনুস (র).....আয়েশা (রা) থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন। তবে তিনি বলেছেন, অন্ধকারের কারণে তাদেরকে চেনা যেত না।

٩٦٧- حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنِى اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِى يَزِيْدُ بْنُ اَبِىْ حَبِيْبٍ عَنْ اُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ اَخْبَرَنِى بَشِيْرُ بْنُ اَبِىْ مَسْعُوْدٍ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ صَلَّى الْغَدَاةَ فَغَلَّسَ بِهَا ثُمَّ صَلاَّهَا فَاَسْفَرَ ثُمَّ لَمْ يَعُدْ اِلَى الْاَسْفَارِ حَتّٰى قَبَضَهُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ .

৯৬৭. ইব্‌ন আবী দাউদ (র)..... বাশীর ইব্‌ন আবী মাসউদ (র) তাঁর পিতা (আবূ মাসউদ রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একবার ফজরের সালাত অন্ধকারে আদায় করেন। এরপর

আরেকবার তা ফর্সা করে আদায় করেন। তারপর আর তিনি ফর্সা হওয়ার দিকে প্রত্যাবর্তন করেননি। এর পূর্বেই আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে উঠিয়ে নিয়ে গেছেন।

٩٦٨– حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ شُعَيْبٍ قَالَ ثَنَا بِشْرُ بْنُ بَكْرٍ قَالَ حَدَّثَنِى الْاَوْزَاعِيُّ ح وَحَدَّثَنَا فَهْدٌ قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ قَالَ ثَنَا الْاَوْزَاعِيُّ قَالَ حَدَّثَنِى نَهِيْكُ بْنُ مَرِيَمَ عَنْ مُغِيْثِ بْنِ سُمَيٍّ اَنَّهُ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ ابْنِ الزُّبَيْرِ الصُّبْحَ بِغَلَسٍ فَالْتَفَتُّ اِلَى عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ فَقُلْتُ مَا هٰذَا فَقَالَ هٰذِهِ صَلٰوتُنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَمَعَ اَبِى بَكْرٍ وَمَعَ عُمَرَ فَلَمَّا قُتِلَ عُمَرُ اَسْفَرَ بِهَا عُثْمَانُ .

৯৬৮. সুলায়মান ইব্ন শু'আইব (র) ও ফাহাদ (র) মুগীস ইব্ন সুমাই (র) থেকে বর্ণনা করেন, যে তিনি বলেছেন, একবার আমি ইব্ন যুবাইর (রা)-এর সঙ্গে ফজরের সালাত অন্ধকারে আদায় করেছি। তারপর আমি আবদুল্লাহ ইব্ন উমার (রা)-এর দিকে ফিরলাম এবং বললাম, এটা কি? তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আবূ বাকর (রা) ও উমার (রা)-এর সঙ্গে আমাদের এইরূপ সালাত-ই ছিল। যখন উমার (রা) শহীদ হয়ে গেলেন তখন উসমান (রা) ফজরের সালাত ফর্সা করে আদায় করেছেন।

٩٦٩– حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا اَبُوْ عَامِرِ الْعَقَدِيُّ قَالَ ثَنَا هِشَامُ بْنُ اَبِى عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالاَ تَسَحَّرْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ ثُمَّ خَرَجْنَا اِلَى الصَّلٰوةِ قُلْتُ كَمْ بَيْنَ ذٰلِكَ قَالَ قَدْرُ مَا يَقْرَأُ الرَّجُلُ خَمْسِيْنَ اٰيَةً .

৯৬৯. ইব্ন মারযূক (র)..... আনাস ইব্ন মালিক (রা) ও যায়দ ইব্ন সাবিত (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তাঁরা বলেছেন, একবার আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সঙ্গে সাহ্‌রী খেয়েছি। তারপর আমরা সালাতের জন্য বের হয়েছি। আমি (কাতাদা রা)-কে বললাম, এর মধ্যবর্তী কতটুকু বিরতি ছিল। তিনি বললেন, যতটুকু সময়ে কোন ব্যক্তি পঞ্চাশ আয়াত তিলাওয়াত করতে পারে।

٩٧٠– حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْبَاغَنْدِيُّ قَالَ ثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ قَالَ اَنَا هُشَيْمٌ عَنْ مَنْصُوْرِ بْنِ زَاذَانَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ مِثْلَهُ .

৯৭০. মুহাম্মদ ইব্ন সুলায়মান (র)...... যায়দ ইব্ন সাবিত (রা) থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

٩٧١– حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ دَاوٗدَ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنِى سَعْدُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عَمْرِو بْنِ حَسَنٍ قَالَ لَمَّا قَدِمَ الْحَجَّاجُ جَعَلَ يُؤَخِّرُ الصُّبْحَ اَوْ قَالَ كَانُوْا يُصَلُّوْنَ الصُّبْحَ بِغَلَسٍ .

৯৭১. আবূ বাক্‌রা (র)..... মুহাম্মদ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন হাসান (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, যখন হাজ্জাজ (ইব্‌ন ইউসুফ শাসকরূপে) এলেন, তখন তিনি সালাতকে বিলম্ব করে দিলেন। আমরা এ বিষয়ে জাবির ইব্‌ন আবদিল্লাহ (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ অথবা বললেন, তাঁরা (সাহাবীগণ) ফজরের সালাত অন্ধকারে আদায় করতেন।

٩٧٢- حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوقٍ قَالَ ثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعْدِ بْنِ اِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَسَنٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ كَانُوْا يُصَلُّوْنَ الصُّبْحَ بِغَلَسٍ .

৯৭২. ইব্‌ন মারযূক (র)..... জাবির ইব্‌ন আব্‌দিল্লাহ (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, তাঁরা (সাহাবীগণ) ফজরের সালাত অন্ধকারে আদায় করতেন।

٩٧٣- حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوقٍ قَالَ ثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ اِسْحَاقَ الْحَضْرَمِىُّ قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ حَسَّانٍ الْعَنْبَرِىُّ قَالَ حَدَّثَنِى جَدَّتَاىَ صَفِيَّةُ بِنْتُ عُلَيْبَةَ وَدُحَيْبَةُ بِنْتُ عُلَيْبَةَ اَنَّهُمَا اَخْبَرَتْهُمَا قَيْلَةُ بِنْتُ مَخْرَمَةَ اَنَّهَا قَدِمَتْ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ يُصَلِّىْ بِاَصْحَابِهِ صَلٰوةَ الْفَجْرِ وَقَدْ اُقِيْمَتْ حِيْنَ شَقَّ الْفَجْرُ وَالنُّجُوْمُ شَابِكَةٌ فِى السَّمَاءِ وَالرِّجَالُ لَاتَكَادُ تُعَارَفُ مَعَ الظُّلْمَةِ .

৯৭৩. ইব্‌ন মারযূক (র)...... সফিয়া বিন্‌ত উলায়বা ও দুহায়বা বিন্‌ত উলায়বা উভয়ে কায়লা বিন্‌ত মাখরামা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি একবার রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর দরবারে এলেন। তখন তিনি ﷺ সাহাবীগণকে নিয়ে ফজরের সালাত আদায় করছিলেন। ফজর উদিত হতেই ইকামত বলা হল এবং তখন আকাশে ঘন তারকারাজি দৃশ্যমান ছিল। আর অন্ধকারের কারণে লোকদেরকে চেনা যাচ্ছিল না।

٩٧٤- حَدَّثَنَا اَبُوْ اُمَيَّةَ قَالَ ثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ وَالْحَجَّاجُ بْنُ نُصَيْرٍ قَالَا ثَنَا قُرَّةُ بْنُ خَالِدِ السَّدُوْسِىُّ قَالَ ثَنَا ضُرْغَامَةُ بْنُ شَيْبَةَ بْنِ حَرْمَلَةَ الْعَنْبَرِىُّ قَالَ حَدَّثَنِىْ اَبِىْ عَنْ جَدِّىْ قَالَ اَتَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فِىْ رُكُبٍ مِّنَ الْحَىِّ فَصَلّٰى بِنَا صَلٰوةَ الْغَدَاةِ وَانْصَرَفَ وَمَا اَكَادُ اَنْ اَعْرِفَ وُجُوْهَ الْقَوْمِ اَىْ كَاَنَّهُ بِغَلَسٍ .

৯৭৪. আবূ উমাইয়া (র) ..... যুরগামা ইব্‌ন উলায়বা ইব্‌ন হারমালা আম্বরী (র) তাঁর পিতা-পিতামহ (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, একবার আমি আমার গোত্রের কিছু আরোহীদের সাথে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর খিদমতে উপস্থিত হলাম। তিনি আমাদেরকে নিয়ে ফজরের সালাত আদায় করলেন। যখন অবসর হলেন (সালাত শেষ করলেন) তখন আমি অন্ধকারের কারণে লোকদের চেহরা চিনতে পারছিলাম না।

٩٧٥- حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا هَارُوْنُ بْنُ اِسْمَاعِيْلَ الْخَزَّازُ قَالَ ثَنَا قُرَّةُ عَنْ ضُرْغَامَةَ بْنِ عُلَيْبَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ .

৯৭৫. ইব্‌ন মারযূক (র)..... যুরগামা ইব্‌ন উলায়বা (র) তাঁর পিতা-পিতামহ সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

ইমাম তাহাবী (র)-এর অভিমত

ইমাম আবূ জা'ফর তাহাবী (র) বলেন, একদল আলিম এই সমস্ত হাদীসের মর্ম গ্রহণ করেছেন এবং তাঁরা বলেছেন, ফজরের সালাত অনুরূপভাবে অন্ধকারে আদায় করা হবে। যেহেতু তা (অন্ধকারে আদায় করা) ফর্সা করে আদায় কর্ষা অপেক্ষা উত্তম।

পক্ষান্তরে অপরাপর আলিমগণ এ বিষয়ে তাঁদের বিরোধিতা করেছেন। তাঁরা বলেন, বরং তা অন্ধকারে আদায় করা অপেক্ষা ফর্সা করে আদায় করা উত্তম।

তাঁরা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে নিম্নোক্ত রিওয়ায়াতসমূহ দ্বারা প্রমাণ দিয়েছেন ঃ

٩٧٦- حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْفَرَجِ قَالَ ثَنَا عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ قَالَ ثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ اِسْحَاقَ سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنِ يَزِيْدَ يَقُوْلُ حَجَّ عَبْدُ اللّٰهِ فَاَمَرَنِىْ عَلْقَمَةُ اَنْ اَلْزِمَهُ فَلَمَّا كَانَتْ لَيْلَةُ مُزْدَلِفَةَ وَطَلَعَ الْفَجْرُ قَالَ اَقِمْ فَقُلْتُ يَا اَبَا عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اِنَّ هٰذِهِ السَّاعَةَ مَا رَأَيْتُكَ تُصَلِّىْ فِيْهَا قَطُّ فَقَالَ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ لاَ يُصَلِّىْ هٰذِهِ يَعْنِىْ هٰذِهِ الصَّلٰوةِ اِلاَّ هٰذِهِ السَّاعَةَ فِىْ هٰذَا الْمَكَانِ مِنْ هٰذَا الْيَوْمِ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ هُمَا صَلاَتَانِ تُحَوَّلاَنِ عَنْ وَقْتِهِمَا صَلٰوةُ الْمَغْرِبِ بَعْدَ مَا يَاْتِى النَّاسُ مِنْ مُزْدَلِفَةٍ وَصَلٰوةُ الْغَدَاةِ حِيْنَ يَنْزِعُ الْفَجْرُ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَفْعَلُ ذٰلِكَ .

৯৭৬. রাওহ ইব্‌নুল ফারাজ (র)..... আবূ ইস্‌হাক (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি আবদুর রহমান ইব্‌ন ইয়াযীদ (র)-কে বলতে শুনেছি যে, একবার আবদুল্লাহ (রা) হজ্জব্রত পালনের জন্য গেলেন। আলকামা (র) আমাকে তাঁর সঙ্গে থাকার জন্য নির্দেশ দিলেন। মুযদালিফার রাতে যখন ফজর উদিত হল তখন তিনি বললেন, ইকামত বল! আমি বললাম, হে আবূ আবদুর রহমান, আমি তো আপনাকে কখনও এ সময় সালাত আদায় করতে দেখিনি। তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এই দিনে এই স্থানে এই সালাত এই সময়ই আদায় করতেন। আবদুল্লাহ্ (রা) বললেন, ওই দুই সালাত সংশ্লিষ্ট ওয়াক্ত থেকে সরিয়ে আদায় করা হয়। মাগরিবের সালাত যখন লোকেরা মুযদালিফায় এসে যায় এবং ফজরের সালাত ফজর উদিত হওয়ার সাথে সাথেই আদায় করা হয়। আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে এভাবেই করতে দেখেছি।

٩٧٧- حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ ثَنَا الْفِرْيَابِىُّ قَالَ ثَنَا اِسْرَائِيْلُ قَالَ ثَنَا اَبُوْ اِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ يَزِيْدَ قَالَ خَرَجْتُ مَعَ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ اِلٰى مَكَّةَ

فَصَلَّى الْفَجْرَ يَوْمَ النَّحْرِ حِيْنَ سَطَعَ الْفَجْرُ ثُمَّ قَالَ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِنَّ هَاتَيْنِ الصَّلاَتَيْنِ تَحَوَّ لاَنِ عَنْ وَقْتِهِمَا فِىْ هٰذَا الْمَكَانِ الْمَغْرِبُ وَصَلٰوةُ الْفَجْرِ هٰذِهِ السَّاعَةَ .

৯৭৭. হুসাইন ইব্ন নাস্র (র)...... আবদুর রহমান ইব্ন ইয়াযীদ (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, একবার আমি আবদুল্লাহ ইব্ন মাসঊদ (রা)-এর সঙ্গে মক্কা শরীফ গেলাম। তিনি কুরবানীর দিন ফজরের সালাত ফজর উদিত হতেই আদায় করলেন। তারপর বললেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, এই দুই সালাত এ স্থানে নির্ধারিত ওয়াক্ত থেকে স্থানান্তরিত করা হবে, মাগরিব ও ফজরের সালাত, যা এ ওয়াক্তে পড়া হয়।

٩٧٨- حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا يَحْىَ بْنُ مَعِيْنٍ قَالَ ثَنَا بِشْرُ بْنُ السَّرِىُّ قَالَ ثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ اِسْحَاقَ عَنِ الْوَلِيْدِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِيْ سَمُيْرَةَ قَالَ حَدَّثَنِىْ اَبُوْ طَرِيْفٍ اَنَّهُ كَانَ شَاهِدًا مَّعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ حِصْنَ الطَّائِفِ فَكَانَ يُصَلِّىْ بِنَا صَلٰوةَ الْبَصَرِ حَتّٰى لَوْ اَنَّ اِنْسَانًا رَمٰى بِنَبْلِهِ اَبْصَرَ مَوَاقِعَ نَبْلِهِ .

৯৭৮. ইব্ন আবী দাঊদ (র)..... আবূ তারিফ (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি একবার তায়েফের দুর্গ (অবরোধকালে) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন। তিনি আমাদেরকে নিয়ে ফজরের সালাত সেই সময় আদায় করতেন, যদি কোন ব্যক্তি নিজের তীর নিক্ষেপ করত তাহলে সে তার পতনের স্থান দেখতে পেত।

٩٧٩- حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ سِنَانٍ قَالَ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيْلٍ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ يَقُوْلُ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ يُؤَخِّرُ الْفَجْرَ كَاِسْمِهَا .

৯৭৯. ইয়াযীদ ইব্ন সিনান (র)..... আবদুল্লাহ ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন আকীল (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি জাবির ইব্ন আবদিল্লাহ (রা)-কে বলতে শুনেছি যে, নবী ﷺ ফজরের সালাতকে তার নাম অনুযায়ী বিলম্ব করে আদায় করতেন (কেননা 'ফজর অর্থ' ঊষার উন্মেষ ঘটা, আলো উদ্ভাসিত হওয়া, তিনি ফর্সা করে সালাত আদায় করতেন)।

٩٨٠- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ وَابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالاَ ثَنَا سَعِيْدُ بْنُ عَامِرٍ قَالَ ثَنَا عَوْفُ عَنْ سَيَّارِ بْنِ سَلاَمَةَ قَالَ دَخَلْتُ مَعَ اَبِىْ عَلٰى اَبِىْ بَرْزَةَ فَسَأَلَهُ اَبِىْ عَنْ صَلٰوةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ كَانَ يَنْصَرِفُ مِنْ صَلٰوةِ الصُّبْحِ وَالرَّجُلُ يَعْرِفُ وَجْهَ جَلِيْسِهِ وَكَانَ يَقْرَأُ فِيْهَا بِالسِّتِّيْنَ اِلَى الْمِائَةِ .

৯৮০. আবূ বাক্‌রা (র) ও ইব্‌ন মারযূক (র)...... সাইয়ার ইব্‌ন সালাম (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, একবার আমি আমার পিতার সঙ্গে আবূ বারযা (রা)-এর নিকট উপস্থিত হই। আমার পিতা তাঁকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সালাত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন। তিনি বললেন, তিনি ﷺ ফজরের সালাত শেষ করে এমন সময় ফিরতেন যে, মানুষ তার সঙ্গীর চেহারা চিনতে পারত। তিনি তাতে ষাট থেকে একশত আয়াত পর্যন্ত পাঠ করতেন।

বিশ্লেষণ

তাঁরা বলেন, এই সমস্ত হাদীস রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কর্তৃক ফজরের সালাত বিলম্বে এবং ফর্সা করে আদায় করার সপক্ষে প্রমাণ বহন করে। আর আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ (রা)-এর হাদীসে ব্যক্ত হয়েছে যে, তিনি (ﷺ) ফজরের সালাত সকল দিনে সেই ওয়াক্তের পরিপন্থী ওয়াক্তে আদায় করতেন যেই ওয়াক্তে তিনি মুযদালিফাতে আদায় করতেন। আর এই সালাত (মুযদালিফাতে) নির্ধারিত ওয়াক্ত থেকে স্থানান্তরিত করা হয়েছে।

আবূ জাফর তাহাবী (র) বলেন, এই সমস্ত রিওয়ায়াত এবং পূর্ববর্তী রিওয়ায়াতসমূহে এরূপ কোন কিছু নেই যা ওইগুলোর কোন একটির ফযীলত (শ্রেষ্ঠত্ব) বুঝায়। এরূপও হতে পারে যে, তিনি কখনও একটি কাজ করেছেন, অথচ এটা ব্যতীত অন্যটি তদপেক্ষা উত্তম, যেন এতে তাঁর উম্মতের জন্য অবকাশ সৃষ্টি হয়। যেমনিভাবে তিনি (মাঝে মধ্যে) একবার একবার অঙ্গ ধৌত করে উযূ করেছেন। অথচ তিনতিনবার অঙ্গ ধৌত করে তাঁর উযূ করা ছিল তদপেক্ষা উত্তম। তাই আমরা চাচ্ছি এই সমস্ত রিওয়ায়াত ব্যতীত তাঁর থেকে বর্ণিত অন্য রিওয়ায়াতসমূহের প্রতি লক্ষ্য করব। তাতে এরূপ কোন কিছু আছে কিনা যা এর কোন একটি শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ বহন করে। নিম্নোক্ত রিওয়ায়াত লক্ষ্য করছি ঃ

٩٨١- حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ شَيْبَةَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ نُعَيْمٍ قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِىُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ عَنْ مَحْمُوْدِ بْنِ لَبِيْدٍ عَنْ رَّافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَسْفِرُوْا بِالْفَجْرِ فَكُلَّمَا اَسْفَرْتُمْ فَهُوَ اَعْظَمُ لِلْاَجْرِ اَوْ قَالَ لِاُجُوْرِكُمْ .

৯৮১. আলী ইব্‌ন শায়বা (রা)..... রাফি' ইব্‌ন খাদীজ (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, তোমরা ভোর ফর্সা হওয়ার পর ফজরের সালাত আদায় কর। তোমরা যখন ভোর ফর্সা হওয়ার পর ফজরের সালাত আদায় করবে, সেটা হবে বিরাট ছওয়াবের কাজ অথবা বলেছেন, তোমাদের ছওয়াব হবে।

٩٨٢- حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْفَرَجِ قَالَ ثَنَا زُهَيْرُ بْنُ عَبَّاسٍ قَالَ ثَنَا حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ عَنْ رِجَالٍ مِّنْ قَوْمِهِ مِنَ الْاَنْصَارِ مِنْ اَصْحَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالُوْا قَالَ النَّبِىُّ ﷺ اَصْبِحُوْا بِصَلٰوةِ الصُّبْحِ فَمَا اَصْبَحْتُمْ بِهَا فَهُوَ اَعْظَمُ لِلْاَجْرِ .

৯৮২. রাওহ ইব্নুল ফারাজ (র)...... 'আসিম ইব্ন উমার ইব্ন কাতাদা (র)-এর মাধ্যমে তাঁর আনসার সম্প্রদায়ের কতিপয় সাহাবী (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তাঁরা বলেছেন, নবী ﷺ বলেছেন, তোমরা ফজরের সালাত খুব ফর্সা করে আদায় কর। যতই তোমরা ভোর ফর্সা হওয়ার পর ফজরের সালাত আদায় করবে ততই তোমাদের অধিক ছওয়াব হবে।

٩٨٣- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ شَيْبَةَ قَالَ ثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ قَالَ اَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اِسْحَاقَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ قَتَادَةَ عَنْ مَحْمُوْدِ بْنِ لَبِيْدٍ عَنْ رَّافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ نَوِّرُوْا بِالْفَجْرِ فَاِنَّهُ اَعْظَمُ لِلْاَجْرِ .

৯৮৩. আলী ইব্ন শায়বা (র)..... রাফি' ইব্ন খাদীজ (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, ফজরের সালাত ফর্সা করে আদায় কর। কেননা এতে রয়েছে বিরাট ছাওয়াব।

٩٨٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ صَالِحٍ قَالَ ثَنَا اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِيْ هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ عَنْ رِجَالٍ مِنْ قَوْمِهِ مِنَ الْاَنْصَارِ مِنْ اَصْحَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالُوْا قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَصْبِحُوْا بِالصُّبْحِ فَكُلَّمَا اَصْبَحْتُمْ بِهَا فَهُوَ اَعْظَمُ لِلْاَجْرِ

৯৮৪. মুহাম্মদ ইব্ন হুমায়দ (র)..... আসিম ইব্ন উমার (র) তাঁর আনসার সম্প্রদায়ের কতিপয় সাহাবী (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তাঁরা বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, তোমরা ফজরের সালাত খুব সকাল (ফর্সা) করে আদায় কর। যতই ভোর ফর্সা করে তা আদায় করবে, তাতে রয়েছে বিরাট ছাওয়াব।

٩٨٥- حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ اِدْرِيْسَ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ ثَنَا اٰدَمُ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ اَبِيْ دَاوُدَ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ عَنْ مَحْمُوْدِ بْنِ لَبِيْدٍ عَنْ رَّافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ نَوِّرُوْا بِالْفَجْرِ فَاِنَّهُ اَعْظَمُ لِلْاَجْرِ .

৯৮৫. বাকর ইব্ন ইদরীস ইব্ন হাজ্জাজ (র).....রাফি ইব্ন খাদীজ (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, ফজরের সালাতকে তোমরা আলোকিত (ফর্সা) করে আদায় কর। কেননা তাতে রয়েছে বিরাট ছাওয়াব।

٩٨٦- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ قَالَ ثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ قَالَ ثَنَا اَيُّوْبُ بْنُ سَيَّارٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرٍ عَنْ اَبِيْ بَكْرٍ الصِّدِّيْقِ عَنْ بِلَالٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ .

৯৮৬. আলী ইব্ন মা'বাদ (র).... বিলাল (রা) সূত্রে নবী (ﷺ) থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

ইমাম আবূ জা'ফর তাহাবী (র) বলেন ঃ এই সমস্ত রিওয়ায়াতে ফযীলতের সময়ের যে সংবাদ দেয়া হয়েছে তা হল ফজরকে আলোকিত (ফর্সা) করা। আর প্রথমোক্ত দুই অংশে সেই ওয়াক্ত সম্পর্কে সংবাদ দেয়া হয়েছে যাতে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সালাত আদায় করতেন, সেটা কোন্ ওয়াক্ত? হতে পারে তিনি উম্মতের জন্য অবকাশ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে কখনও আঁধারে আবার কখনও আলোতে (ফর্সায়) আদায় করেছেন। কিন্তু তন্মধ্যে উত্তম হল যা রাফি' ইব্ন খাদীজ (রা)-এর হাদীসে বর্ণনা করা হয়েছে। এ ব্যাখ্যা অনুযায়ী এ বিষয়ে রিওয়ায়াতগুলোতে পারস্পরিক বৈপরিত্য থাকে না। বস্তুত এই অনুচ্ছেদে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণিত রিওয়ায়াতগুলোর সঠিক বিশ্লেষণ এটাই।

এ বিষয়ে তাঁর পরবর্তী (মনীষী)দের থেকে বর্ণিত রিওয়ায়াতসমূহ নিম্নরূপ ঃ

٩٨٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ ثَنَا حَجَّاجُ بْنُ الْمِنْهَالِ قَالَ ثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ مَنْصُوْرَ بْنَ الْمُعْتَمِرِ يُحَدِّثُ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ النَّخْعِيِّ عَنْ حَبَّانَ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ تَسَحَّرْنَا مَعَ عَلِيِّ بْنِ اَبِىْ طَالِبٍ فَلَمَّا فَرَغَ مِنَ السُّحُوْرِ اَمَرَ الْمُؤَذِّنَ فَاَقَامَ الصَّلٰوةَ .

৯৮৭. মুহাম্মদ ইব্ন খুযায়মা (র) ...... হিব্বান ইব্ন হারিস (র) থেকে বর্ণনা করেন, যে তিনি বলেছেন, একবার আমরা আলী ইব্ন আবী তালিব (রা)-এর সঙ্গে সাহরী খেয়েছি। তিনি যখন সাহ্‌রী থেকে অবসর হলেন, তখন মুআযযিনকে নির্দেশ দিলেন, সে সালাতের জন্য ইকামত বলল।

ইমাম তাহাবীর ব্যাখ্যা

ইমাম আবূ জা'ফর তাহাবী (র) বলেন, এই হাদীসে ব্যক্ত হয়েছে যে, আলী (রা) ফজর উদিত হওয়ার সময় সালাত আরম্ভ করেছেন। এতে এ কথার স্বপক্ষে কোন দলীল নেই যে, তিনি সালাত থেকে কখন অবসর হয়েছেন আর কখন শেষ করেছেন। সম্ভবত তিনি তাতে দীর্ঘ কিরাআত পাঠ করেছেন (যার কারণে) আঁধার ও আলো উভয়টা পেয়েছেন। আর আমাদের মতে এটাই উত্তম (ব্যাখ্যা)। আমরা চাচ্ছি যে, এ ব্যাপারে তাঁর থেকে এরূপ কোন রিওয়ায়াত বর্ণিত আছে কিনা, যা এর স্বপক্ষে প্রমাণ বহন করে।

٩٨٨- حَدَّثَنَا اَبُوْ بِشْرٍ الرَّقِّيُّ قَالَ ثَنَا شُجَاعُ بْنُ الْوَلِيْدِ عَنْ دَاؤُدَ بْنِ يَزِيْدَ الْاَوْدِيِّ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ كَانَ عَلِيُّ بْنُ اَبِىْ طَالِبٍ يُصَلِّىْ بِنَا الْفَجْرَوَنَحْنُ نَتَرَا اى الشَّمْسِ مَخَافَةَ اَنْ يَكُوْنَ قَدْ طَلَعَتْ .

৯৮৮. আবূ বিশর রকী (র)..... দাঊদ ইব্ন ইয়াযীদ আওদী (র) তাঁর পিতা (ইয়াযীদ) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আলী ইব্ন আবী তালিব (রা) আমাদেরকে নিয়ে ফজরের সালাত আদায় করতেন। আমরা সূর্যের দিকে তাকিয়ে দেখতাম এই আশঙ্কায় যে, এই বুঝি (সূর্য) উঠে পড়ল।

এই হাদীস থেকে জানা যাচ্ছে যে, তিনি সালাত থেকে ফর্সা হওয়া অবস্থায় অবসর হতেন। এটা সেই কথাই বুঝাচ্ছে, যা আমরা উল্লেখ করেছি।

তাঁর (রা) থেকে এ বিষয়ে ফর্সা করে পড়ার নির্দেশও বর্ণিত আছে ঃ

٩٨٩- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا مُؤَمَّلٌ قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رَبِيْعَةَ قَالَ سَمِعْتُ عَلِيًّا يَقُوْلُ يَا قُنْبُرُ اَسْفِرْ اَسْفِرْ .

৯৮৯. আবূ বাক্‌রা (র)...... আলী ইব্‌ন রবী'আ (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি আলী (রা)-কে বলতে শুনেছি ঃ হে কাম্বার! ফর্সা কর, ফর্সা কর।

٩٩٠- حَدَّثَنَا فَهْدٌ قَالَ ثَنَا ابْنُ الْاَصْبَهَانِيِّ قَالَ اَنَا سَيْفُ بْنُ هَارُوْنَ الْبَرْجَمِيُّ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ سَلْعٍ الْهَمْدَانِيِّ عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ قَالَ كَانَ عَلِيٌّ يُنَوِّرُ بِالْفَجْرِ اَحْيَانًا وَيُغَلِّسُ بِهَا اَحْيَانًا .

৯৯০. ফাহাদ (র)...... আবদে খায়র (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আলী (রা) ফজরের সালাত কখনও আঁধারে, কখনও আলোতে (ফর্সাতে) আদায় করতেন।

সুতরাং তাঁর ফজরের সালাত আঁধারে আদায় করার মধ্যে এই সম্ভাবনাও রয়েছে যে, এর সাথে ফর্সার নাগাল পাওয়া যেত। উমার ইব্‌ন খাত্তাব (রা) থেকেও অনুরূপ বর্ণিত আছে ঃ

٩٩١- حَدَّثَنَا فَهْدٌ قَالَ ثَنَا ابْنُ الْاَصْبَهَانِيِّ قَالَ اَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنِ عَيَّاشٍ عَنْ اَبِي حُصَيْنٍ عَنْ خَرَشَةَ بْنِ الْحُرِّ قَالَ كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يُنَوِّرُ بِالْفَجْرِ وَيُغَلِّسُ وَيُصَلِّي فِيمَا بَيْنَ ذٰلِكَ وَيَقْرَأُ بِسُوْرَةِ يُوْنُسَ وَقِصَارَ الْمَثَانِيْ وَالْمُفَصَّلِ .

৯৯১. ফাহাদ (র)...... খারশা ইব্‌নুল হুর (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, উমার ইব্‌ন খাত্তাব (রা) ফজরের সালাত আঁধারে, আলোতে (ফর্সাতে) এবং এর মাঝামাঝিও আদায় করতেন। তিনি (তাতে) সূরা ইউসুফ, সূরা ইউনুস, এবং মাসানী[1] ও মুফাস্‌সালের ছোট ছোট সূরা তিলাওয়াত করতেন।

বস্তুত তাঁর থেকে এমন সব মুতাওয়াতির হাদীস বর্ণিত আছে, যাতে বুঝা যাচ্ছে যে, তিনি ফর্সা অবস্থায় সালাত শেষ করে ফিরতেন।

٩٩٢- حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ اَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَنَّ مَالِكًا حَدَّثَهُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عَامِرِ بْنِ رَبِيْعَةَ يَقُوْلُ صَلَّيْنَا وَرَاءَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ صَلٰوةَ الصُّبْحِ فَقَرَأَ فِيْهَا بِسُوْرَةِ يُوْسُفَ وَسُوْرَةِ الْحَجِّ قِرَاءَةً بَطِيْئَةً فَقُلْتُ وَاللّٰهِ اِذًا لَقَدْ كَانَ يَقُوْمُ حِيْنَ يَطْلَعُ الْفَجْرُ قَالَ اَجَلْ .

---

১. এখানে মাসানী বলতে বড় সাতটি সূরা যথা বাকারা, আলে ইমরান, নিসা, মায়িদা, আনআম, আ'রাফ ও ইউনুসকে বুঝানো হয়েছে। মুফাসসাল বলতে সূরা হুজুরাত থেকে শেষ পর্যন্ত সূরাগুলোকে বুঝায় (তাফসীর ইব্‌নে কাছীর, ২খ, ৩১০)–সম্পাদক

৯৯২. ইউনুস (র)...... আবদুল্লাহ্ ইব্ন আমের ইব্ন রবী'আ (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমরা একবার ফজরের সালাত উমার ইব্ন খাত্তাব (রা)-এর পিছনে আদায় করেছি। তিনি তাতে সূরা ইউসূফ এবং সূরা হাজ্জ ধীর কিরাআতে পাঠ করেছেন। আমি বললাম, আল্লাহ্র কসম! তাহলে তো তিনি ফজর উদিত হওয়ার সাথে সাথে (সালাতের জন্য) দাঁড়িয়ে যেতেন। তিনি বললেন, হ্যাঁ।

٩٩٣- حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ سِنَانٍ قَالَ ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوْسُفَ قَالَ سَمِعْتُ السَّائِبَ بْنَ يَزِيْدَ قَالَ صَلَّيْتُ خَلْفَ عُمَرَ الصُّبْحَ فَقَرَأَ فِيْهَا بِالْبَقَرَةِ فَلَمَّا انْصَرَفُوْا اسْتَشْرَفُوْا الشَّمْسَ فَقَالُوْا طَلَعَتْ فَقَالَ لَوْ طَلَعَتْ لَمْ تَجِدْنَا غَافِلِيْنَ .

৯৯৩. ইয়াযীদ ইব্ন সিনান (র)..... সায়িব ইব্ন ইয়াযীদ (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, একবার আমি ফজরের সালাত উমার (রা)-এর পিছনে আদায় করেছি। তিনি তাতে সূরা বাকারা পাঠ করেন। লোকেরা যখন সালাত থেকে ফিরলেন তখন তাঁরা সূর্য উদিত হয়েছে কিনা তা দেখতে লাগলেন। তাঁরা বললেন, সূর্য উদিত হয়ে গিয়েছে। তিনি বললেন, যদি উদিত হয়ে যেত তাহলে আমাদেরকে গাফিল পেতে না।

٩٩٤- حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيْرٍ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ قَالَ صَلَّى بِنَا عُمَرُ صَلٰوةَ الصُّبْحِ فَقَرَأَ بَنِيْ اِسْرَائِيْلَ وَالْكَهْفَ حَتّٰى جَعَلْتُ اَنْظُرُ اِلٰى جُدُرِ الْمَسْجِدِ هَلْ طَلَعَتِ الشَّمْسُ .

৯৯৪. ইব্ন মারযূক (র)....... ইয়াযীদ ইব্ন ওহাব (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, একবার উমার (রা) আমাদেরকে নিয়ে ফজরের সালাত আদায় করলেন। তিনি (তাতে) সূরা বানী ইসরাইল এবং সূরা কাহফ পাঠ করেন। অবশেষে আমি মসজিদের দেয়ালসমূহের দিকে তাকিয়ে দেখতে লাগলাম যে, সূর্য উঠে গেল নাকি!

٩٩٥- حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ سِنَانٍ قَالَ ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ ثَنَا مِسْعَرُ قَالَ اَخْبَرَنِيْ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَيْسَرَةَ عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ قَالَ قَرَأَ عُمَرُ فِيْ صَلٰوةِ الصُّبْحِ بِالْكَهْفِ وَبَنِيْ اِسْرَائِيْلَ .

৯৯৫. ইয়াযীদ ইব্ন সিনান (র)...... যায়দ ইব্ন ওহাব (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, উমার (রা) ফজরের সালাতে সূরা কাহফ এবং সূরা বানী ইসরাঈল পাঠ করেছেন।

٩٩٦- حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَامِرٍ اَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَرَأَ فِي الصُّبْحِ بِسُوْرَةِ الْكَهْفِ وَسُوْرَةِ يُوْسُفَ .

৯৯৬. ইউনুস (র)...... আবদুল্লাহ্ ইব্ন আমের (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, উমার ইব্ন খাত্তাব (রা) ফজরের সালাতে সূরা কাহফ এবং সূরা ইউসুফ পাঠ করেছেন।

٩٩٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ ثَنَا مُسْلِمُ بْنُ اِبْرَاهِيمَ قَالَ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ ثَنَا بُدَيْلُ بْنُ مَيْسَرَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ شَقِيْقٍ قَالَ صَلَّى بِنَا الْاَحْنَفُ بْنُ قَيْسٍ صَلٰوةَ الصُّبْحِ بِعَاقُوْلَ الْكُوْفَةِ فَقَرَأَ فِى الرَّكْعَةِ الْاُوْلَى الْكَهْفَ وَفِى الثَّانِيَةِ بِسُوْرَةِ يُوْسُفَ قَالَ وَصَلَّى بِنَا عُمَرُ صَلٰوةَ الصُّبْحِ فَقَرَأَ بِهِمَا فِيْهِمَا .

৯৯৭. মুহাম্মদ ইব্ন খুযায়মা (র).... আবদুল্লাহ ইব্ন শাকীক (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, একবার আমাদেরকে নিয়ে আখ্নাফ ইব্ন কায়স (রা) 'আকুল কূফা' নামক স্থানে ফজরের সালাত আদায় করলেন। তিনি প্রথম রাক'আতে সূরা কাহ্ফ এবং দ্বিতীয় রাক'আতে সূরা ইউসুফ পাঠ করেন। তিনি বললেন, আমাদেরকে নিয়ে উমার (রা) ফজরের সালাত আদায় করলেন এবং তিনিও তাতে উক্ত দুই সূরা পাঠ করেন।

٩٩٨- حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْفَرَجِ قَالَ ثَنَا يُوْسُفُ بْنُ عَدِيٍّ قَالَ ثَنَا اَبُو الْاَحْوَصِ عَنْ اَبِىْ اِسْحَاقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِىْ لَيْلٰى قَالَ صَلَّى بِنَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بِمَكَّةَ صَلٰوةَ الْفَجْرِ فَقَرَأَ فِى الرَّكْعَةِ الْاُوْلٰى بِيُوْسُفَ حَتّٰى بَلَغَ وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيْمٌ ثُمَّ رَكَعَ ثُمَّ قَامَ فَقَرَأَ فِى الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ بِالنَّجْمِ فَسَجَدَ ثُمَّ قَامَ فَقَرَأَ اِذَا زُلْزِلَتِ الْاَرْضُ زِلْزَالَهَا وَرَفَعَ صَوْتَهُ بِالْقِرَاءَةِ حَتّٰى لَوْ كَانَ فِى الْوَادِىْ اَحَدٌ لَاَسْمَعَهُ .

৯৯৮. রাওহ ইব্নুল ফারাজ (র)......আবদুর রহমান ইব্ন আবী লায়লা (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, একবার আমাদেরকে নিয়ে উমার ইব্ন খাত্তাব (রা) মক্কাতে ফজরের সালাত আদায় করলেন। তিনি প্রথম রাক'আতে সূরা 'ইউসুফ' পড়তে পড়তে এই আয়াতে পৌছলেন ঃ

وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيْمٌ "শোকে তাঁর চক্ষুদ্বয় সাদা হয়ে গিয়েছিল এবং সে ছিল অসহনীয় মনস্তাপে ক্লিষ্ট" (সূরা ঃ ১২ আয়াত ৮৪)।

তারপর রুকূ করলেন এরপর দাঁড়ালেন এবং দ্বিতীয় রাক'আতে সূরা 'নাজ্ম' পাঠ করে সিজ্দা করলেন। তারপর দাঁড়িয়ে সূরা নাজ্ম পাঠ করলেন এবং দাঁড়িয়ে সূরা যিলযাল পাঠ করলেন এবং এরূপ উঁচু আওয়াজে কিরাআত পাঠ করলেন যে, যদি উপত্যকায় কেউ থাকত তাহলে সেও তা শুনতে পেত।

٩٩٩- حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا اَبُو الْوَلِيْدِ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ التَّيْمِيِّ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّهُ صَلَّى مَعَ عُمَرَ الْفَجْرَ فَقَرَأَ فِى الرَّكْعَةِ الْاُوْلٰى بِيُوْسُفَ وَفِى الثَّانِيَةِ بِالنَّجْمِ فَسَجَدَ .

৯৯৯. ইব্‌ন আবী দাঊদ (র)....... ইবরাহীম তায়মী (র) তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি একবার উমার (রা)-এর সঙ্গে ফজরের সালাত আদায় করেন। তিনি প্রথম রাক'আতে সূরা ইউসুফ এবং দ্বিতীয় রাক'আতে সূরা নাজ্‌ম পাঠ করেন। তারপর সিজ্‌দা করেন।

١٠٠٠- حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا وَهْبٌ قَالَ ثَنَا اَبِىْ قَالَ سَمِعْتُ الْاَعْمَشَ يُحَدِّثُ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ التَّيْمِيِّ عَنْ حُصَيْنِ بْنِ سَبْرَةَ قَالَ صَلّٰى بِنَا عُمَرُ فَذَكَرَ مِثْلَهُ .

১০০০. ইব্‌ন মারযূক (র)..... হুসাইন ইব্‌ন সাব্‌রা (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, একবার আমাদেরকে নিয়ে উমার (রা) সালাত আদায় করলেন। তারপর অনুরূপ উল্লেখ করেছেন।

ইমাম আবূ জা'ফর তাহাবী (র) বলেন, যখন উমার (রা) থেকে এই সমস্ত রিওয়ায়াত বর্ণিত আছে যা আমরা উল্লেখ করেছি, আর আবদুল্লাহ ইব্‌ন আমের (র)-এর হাদীসে ব্যক্ত হয়েছে যে, তাঁর ওই কিরাআত ছিল ধীরলয়ে কিরাআত। তাই আমাদের মতে (আল্লাহই ভাল জানেন) তিনি আঁধারে সালাত আরম্ভ করতেন এবং অত্যন্ত ফর্সা করে তা শেষ করতেন। আর তিনি তাঁর গভর্ণরদের নিকটও অনুরূপ লিখে পাঠাতেন।

١٠٠١- حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا اَبُو عُمَرَ الْحَوْضِىُّ قَالَ ثَنَا يَزِيْدُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِيْرِيْنَ عَنِ الْمُهَاجِرِ اَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَتَبَ اِلٰى اَبِىْ مُوْسٰى اَنْ صَلِّ الْفَجْرَ بِسَوَادٍ اَوْ قَالَ بِغَلَسٍ وَاَطِلِ الْقِرَاءَةَ .

১০০১. ইব্‌ন আবী দাঊদ (র)..... মুহাজির (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, উমার ইব্‌ন খাত্তাব (রা) আবূ মূসা (রা)-কে লিখলেন যে, ফজরের সালাত আঁধারে আদায় করবে এবং দীর্ঘ কিরাআত পাঠ করবে।

١٠٠٢- حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا اَبُو عَلِىُّ بْنُ شَيْبَةَ ثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ قَالَ اَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنِ الْمُهَاجِرِ عَنْ عُمَرَ مِثْلَهُ .

১০০২. আলী ইব্‌ন শায়বা (র)...... মুহাজির (র) উমার (রা) থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

ব্যাখ্যা

আপনি কি তাঁকে (রা) দেখছেন না যে, তিনি তাঁদেরকে আঁধারে সালাত আরম্ভ করার এবং দীর্ঘ কিরাআত পাঠ করার নির্দেশ দিচ্ছেন। আমাদের মতে এর দ্বারা তাঁর উদ্দেশ্য হল যেন তাঁরা ফর্সা হওয়ার সময় পর্যন্ত পৌঁছে যান। অনুরূপভাবে উমার (রা) ব্যতীত যাদের থেকে আমরা এ বিষয়ে কিছু রিওয়ায়াত করেছি তারাও এই অভিমত গ্রহণ করেছেন।

١٠٠٣– حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ شُعَيْبٍ قَالَ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ زِيَادٍ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ صَلَّى بِنَا اَبُوْ بَكْرٍ صَلٰوةَ الصُّبْحِ فَقَرَأَ بِسُوْرَةِ اٰلِ عِمْرَانَ فَقَالُوْا قَدْ كَادَتِ الشَّمْسُ تَطْلُعُ فَقَالَ لَوْ طَلَعَتْ لَمْ تَجِدْنَا غَافِلِيْنَ .

১০০৩. সুলায়মান ইব্ন শু'আইব (র)...... আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, একবার আমাদেরকে নিয়ে আবূ বাকর (রা) ফজরের সালাত আদায় করলেন। তিনি (তাতে) সূরা আলে ইমরান পাঠ করেন। লোকেরা বলল, সূর্য উদিত হওয়ার উপক্রম হয়ে পড়ল। তিনি বললেন, যদি উদিত হয়ে যায় তাহলে তোমরা আমাদের গাফিল পাবে না।

١٠٠٤– حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا سَعِيْدُ بْنُ اَبِىْ مَرْيَمَ قَالَ اَنَا ابْنُ لَهِيْعَةَ قَالَ ثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ الْمُغِيْرَةِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ جَزْءٍ الزُّبَيْدِىِّ قَالَ صَلَّى بِنَا اَبُوْ بَكْرٍ صَلٰوةَ الصُّبْحِ فَقَرَأَ بِسُوْرَةِ الْبَقَرَةِ فِى الرَّكْعَتَيْنِ جَمِيْعًا فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ لَهُ عُمَرُ كَادَتِ الشَّمْسُ تَطْلُعُ فَقَالَ لَوْ طَلَعَتْ لَمْ تَجِدْنَا غَافِلِيْنَ .

১০০৪. ইব্ন আবী দাঊদ (র)...... আবদুল্লাহ্ ইব্ন হারিস ইব্ন জায আয্যুবায়দী (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, একবার আমাদেরকে নিয়ে আবূ বাকর (রা) ফজরের সালাত আদায় করলেন। তিনি দুই পূর্ণ রাক'আতে সূরা বাকারা পাঠ করেন। তিনি যখন সালাত শেষ করলেন, উমার (রা) তাঁকে বললেন, সূর্য উঠে যাওয়ার উপক্রম হয়ে গেছে। তিনি বললেন, যদি উঠে যেত তাহলে তোমরা আমাকে গাফিল পেতে না।

ইমাম আবূ জা'ফর তাহাবী (র) বলেন, এই আবূ বাকর (রা) ফর্সা করা ব্যতীত আঁধারে সালাত আরম্ভ করেছেন। তারপর তাতে কিরাআতকে দীর্ঘ করেছেন, যাতে করে সূর্য উদিত হওয়ার আশংকা দেখা দিয়েছিল। এটা সাহাবীগণের উপস্থিতিতে এবং রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর যুগের নিকটবর্তী সময়ে হয়েছে। কিন্তু তাদের থেকে কেউ-ই তার আমলের ব্যাপারে প্রতিবাদ করেননি। এতে প্রমাণিত হয় যে, তাঁরা তাঁর অনুসরণ করেছেন। তাঁর পরে উমার (রা) ও অনুরূপ করেছেন। উপস্থিতদের থেকে কেউ তাঁর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেননি। এতে প্রমাণিত হল যে, ফজরের সালাতে এরূপ-ই করা হবে। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর আমল থেকে তাঁরা যা কিছু অবহিত হয়েছেন তা এর পরিপন্থী নয়।

যদি কোন প্রশ্নকারী বলে যে, ইব্ন উমার (রা)-এর এই উক্তির মর্ম কি? যখন তিনি আঁধারে ফজরের সালাত আদায় করলেন। তখন তিনি মুগীস ইব্ন সুমাই (র)-কে বলেছেন ঃ "রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আবূ বাক্র (রা) ও উমার (রা)-এর সঙ্গে আমাদের সালাত এরূপ-ই হত। যখন উমার (রা) শহীদ হয়ে গেলেন, তখন উসমান (রা) তা ফর্সা করে আদায় করেন।"

উত্তরে তাকে বলা হবে যে, হতে পারে এর দ্বারা তিনি সালাত আরম্ভ করা বুঝিয়েছেন, শেষ করার ওয়াক্ত উদ্দেশ্য নয়। ফলে এটা প্রথমোক্ত রিওয়ায়াত সমূহের মুতাবিক হয়ে যায়। আর তাঁর উক্তি "উসমান (রা) ফর্সা করে আদায় করেছেন" এর মর্ম হবে ঃ তারা সেই ওয়াক্তে সালাত শেষ করেছেন, যা নিরাপদ এবং যাতে তাঁরা অতর্কিত আক্রমণের কোনরূপ আশংকা করেন না। যেমনিভাবে উমার (রা)-এর ব্যাপারে করা হয়েছিল।

এ সম্পর্কে উসমান (রা) থেকেও এরূপ রিওয়ায়াত বর্ণিত আছে, যাতে বুঝা যাচ্ছে যে, তিনি তাতে দীর্ঘ কিরাআতের জন্য আঁধারে সালাত আরম্ভ করতেন ঃ

١٠٠٥- حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَنَّ مَالِكًا حَدَّثَهُ عَنْ يَحْيَ بْنِ سَعِيْدٍ وَرَبِيْعَةَ ابْنِ اَبِى عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ اَنَّ الْفَرَافِصَةَ بْنَ عُمَيْرٍ الْحَنَفِيَّ اَخْبَرَهُ قَالَ مَا اَخَذْتُ سُوْرَةَ يُوْسُفَ اِلاَّ مِنْ قِرَائَةِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ اِيَّاهَا فِى الصُّبْحِ مِنْ كَثْرَةِ مَا كَانَ يُرَدِّدُهَا .

১০০৫. ইউনুস (র)..... ফারাফিসা ইব্ন উমায়র হানাফী (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি একমাত্র সূরা ইউসুফ উস্মান ইব্ন আফ্ফান (রা) থেকে শিখেছি। (কেননা) তিনি তা ফজরের সালাতে বার বার পাঠ করতেন।

এটাও প্রমাণ বহন করে যে, তিনি এ ব্যাপারে প্রথমোক্ত দুই মনীষী {আবূ বাকর (রা) ও উমার (রা)]-এর মতই আঁধারে সালাত আরম্ভ করতেন এবং ফর্সা অবস্থায় (সালাত শেষ করতেন) আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসঊদ (রা) ও ফর্সা করে সালাত শেষ করতেন।

١٠٠٦- حَدَّثَنَا فَهْدٌ قَالَ ثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ قَالَ ثَنَا اَبِى عَنِ الْاَعْمَشِ قَالَ حَدَّثَنِى اِبْرَاهِيْمُ التَّيْمِيُّ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ سُوَيْدٍ اَنَّهُ كَانَ يُصَلِّى مَعَ اِمَامِهِمْ فِى التَّيْمِ فَيَقْرَأُ بِهِمْ سُوْرَةً مِّنَ الْمِئِيْنَ ثُمَّ يَأْتِي عَبْدَ اللّٰهِ فَيَجِدُهُ فِى صَلٰوةِ الْفَجْرِ .

১০০৬. ফাহাদ (র)...... হারিস ইব্ন সুওয়াইদ (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি 'তায়ম' গোত্রে তাঁর ইমামের সঙ্গে সালাত আদায় করতেন। তিনি তাদেরকে নিয়ে সূরা 'সাদ' পাঠ করতেন। তারপর তিনি আবদুল্লাহ্ (রা)-এর নিকট আসতেন এবং তাঁকে ফজরের সালাতে পেতেন।

١٠٠٧- حَدَّثَنَا اَبُو الدَّرْدَاءِ هَاشِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْاَنْصَارِىُّ قَالَ ثَنَا اٰدَمُ بْنُ اَبِى اِيَاسٍ قَالَ ثَنَا اِسْرَائِيْلُ قَالَ ثَنَا اَبُوْ اِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ يَزِيْدَ قَالَ كُنَّا نُصَلِّى مَعَ ابْنِ مَسْعُوْدٍ فَكَانَ يُسْفِرُ بِصَلٰوةِ الصُّبْحِ .

১০০৭. আবুদ্ দারদা হাশিম ইব্ন মুহাম্মদ আনসারী (র)...... আবদুর রহমান ইয়াযীদ (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমরা ইব্ন মাসঊদ (রা)-এর সঙ্গে সালাত আদায় করতাম। তিনি ফজরের সালাত ফর্সা করে আদায় করতেন।

বস্তুত আমরা এই হাদীস দ্বারা বুঝতে পেরেছি যে, আবদুল্লাহ্ (রা) ফর্সা করতেন। এতে তো আমরা জানতে পারলাম যে, সালাত থেকে তার অবসর গ্রহণ সেই সময় হত। কিন্তু এই সমস্ত হাদীসে এ কথার উল্লেখ নেই যে, তিনি কোন্ সময় তা আরম্ভ করতেন। সুতরাং আমাদের মতে এটা অন্য সাহাবাদের থেকে বর্ণিত রিওয়ায়াতের ন্যায়ই হবে এবং আল্লাহ্ উত্তমরূপে জ্ঞাত। আর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর যুগেও এমনটি করতেন।

١٠٠٨- حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ يَحْىَ الْمُزَنِىُّ قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اِدْرِيْسَ الشَّافِعِىُّ قَالَ اَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ قَالَ ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِى سُلَيْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ عِرَاكَ بْنَ مَالِكٍ يَقُوْلُ سَمِعْتُ اَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ قَدِمْتُ الْمَدِيْنَةَ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِخَيْبَرَ وَرَجُلٌ مِّنْ بَنِى غِفَارٍ يَؤُمُّ النَّاسَ فَسَمِعْتُهُ يَقْرَأُ فِى صَلٰوةِ الصُّبْحِ فِى الرَّكْعَةِ الْاُوْلٰى بِسُوْرَةِ مَرْيَمَ وَفِى الثَّانِيَةِ بِوَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِيْنَ .

১০০৮. ইসমাঈল ইব্‌ন ইয়াহইয়া মুযানী (র)........ ইরাক ইব্‌ন মালিক (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি আবূ হুরায়রা (রা)-কে বলতে শুনেছি ঃ আমি মদীনা এলাম এবং তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ খায়বারে অবস্থান করছিলেন। বনূ গিফারের জনৈক ব্যক্তি লোকদের ইমামতি করছিলেন। আমি তাঁকে শুনেছি যে, তিনি ফজরের সালাতের প্রথম রাক'আতে সূরা 'মারয়াম' এবং দ্বিতীয় রাক'আতে 'ওয়াইলুল্লিল মুতাফ্‌ফিন' পাঠ করেছেন।

١٠٠٩- حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِى دَاوُدَ قَالَ ثَنَا الْمُقَدَّمِىُّ قَالَ ثَنَا فُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ خُثَيْمِ بْنِ عِرَاكٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ مِثْلَهُ غَيْرَ اَنَّهُ قَالَ فَاسْتَخْلَفَ عَلَى الْمَدِيْنَةِ سِبَاعَ بْنَ عُرْفُطَةَ الْغِفَارِىَّ فَصَلَّيْتُ خَلْفَهُ .

১০০৯. ইব্‌ন আবী দাউদ (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন। তবে তিনি বলেছেন, সিবা' ইব্‌ন উরফাতা গিফারী (রা)-কে মদীনায় প্রতিনিধি করা হয়েছিল এবং আমি তাঁর পিছনে সালাত আদায় করেছি।

সিবা ইব্‌ন উরফাতা

বস্তুত এই সিবা ইব্‌ন উরফাতা (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর যুগে তাঁর স্থলাভিষিক্ততায় লোকদেরকে ফজরের সালাত পড়াতে গিয়ে তাতে এমনভাবে দীর্ঘ কিরা'আত করতেন যাতে আলো-আঁধার উভয়টিই পাওয়া যেত। এ বিষয়ে আবুদ্ দারদা (রা) থেকেও কিছু বর্ণিত আছে ঃ

١٠١٠- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى قَالَ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِىٍّ قَالَ ثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ اَبِى الزَّاهِرِيَّةِ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ قَالَ صَلّٰى بِنَا مُعَاوِيَةُ الصُّبْحَ بِغَلَسٍ فَقَالَ اَبُو الدَّرْدَاءِ اَسْفِرُوْا بِهٰذِهِ الصَّلٰوةِ فَاِنَّهُ اَفْقَهُ لَكُمْ اِنَّمَا تُرِيْدُوْنَ اَنْ تَخْلُوْا بِحَوَائِجِكُمْ .

১০১০. আহমদ ইব্‌ন দাঊদ (র)...... যুবাইর ইব্‌ন নুফায়র (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, একবার আমাদেরকে নিয়ে মুআ'বিয়া (রা) ফজরের সালাত আঁধারে আদায় করলেন। এতে আবুদ্ দারদা (রা) বললেন, এই সালাতকে ফর্সা করে পড়, এটা তোমাদের জন্য অধিক শিক্ষার কারণ। পক্ষান্তরে তোমরা নিজেদের প্রয়োজনে তাড়াতাড়ি অবসর হতে চাচ্ছ।

বিশ্লেষণ

আমাদের মতে এটা (আল্লাহ্ই উত্তমরূপে জ্ঞাত) আবুদ্ দারদা (রা) কর্তৃক তাঁদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জ্ঞাপন এ জন্য ছিল যে, তাঁরা ফর্সা হওয়া পর্যন্ত দীর্ঘ কিরাআত পাঠ করেননি, আঁধারে সালাত আরম্ভ করেছেন বলে প্রতিবাদ করেননি।

অতএব আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সাহাবীদের থেকে যা রিওয়ায়াত করেছি তা হল ফর্সা হওয়া অবস্থায় তাঁরা সালাত থেকে অবসর হতেন। এর সাথে আমরা এটাও রিওয়ায়াত করেছি যে, তিনি (ﷺ) ওই সালাতে দীর্ঘ কিরাআত পাঠ করতেন। এতে সব্যাস্ত হল যে, ফজরের সালাতে তা (ফর্সা করা) পরিত্যাগ করা কারো জন্য সমীচীন নয়। আর আঁধারে এই সালাত এরূপভাবে পড়া যেতে পারে যে, এর সাথে আলোও মিলিত হবে। আঁধার হবে সালাতের সূচনায় এবং আলো হবে সালাতের সমাপ্তিতে।

যদি কোন ব্যক্তি প্রশ্ন উত্থাপন করে বলে যে, আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত এই হাদীসের মর্ম হবে কি যাতে তিনি বলছেন, "মহিলাগণ নবী ﷺ-এর সঙ্গে ফজরের সালাত আদায় করতেন। তারপর তাঁরা (বাড়ি) ফিরতেন আর আঁধারের কারণে তাদেরকে চেনা যেত না"?

উত্তরে তাকে বলা হবে ঃ সম্ভবত এটা তাতে দীর্ঘ কিরাআতের বিধান চালু হওয়ার পূর্ববর্তী ঘটনা।

١٠١١- حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ عُمَرَ الْحَوْضِىُّ قَالَ ثَنَا مُرَجًّا بْنُ رَجَاءٍ قَالَ ثَنَا دَاوُدُ عَنِ الشَّعْبِىِّ عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اَوَّلُ مَا فُرِضَتِ الصَّلٰوةُ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ فَلَمَّا قَدِمَ النَّبِىُّ ﷺ الْمَدِيْنَةَ وُصِلَ اِلٰى كُلِّ صَلٰوةٍ مِّثْلُهَا غَيْرَ الْمَغْرِبِ فَاِنَّهُ وِتْرٌ وَصَلٰوةُ الصُّبْحِ لِطُوْلِ قِرَاءَتِهَا وَكَانَ اِذَا سَافَرَ عَادَ اِلٰى صَلٰوتِهِ الْاُوْلٰى .

১০১১. ইব্‌ন আবী দাঊদ (র)...... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, প্রথমে সালাত দুই দুই রাক'আত ফরয হয়েছে। যখন নবী ﷺ মদীনা আগমন করেন তখন মাগরিব ও ফজরের সালাত ব্যতীত প্রত্যেক সালাতের সঙ্গে অনুরূপ (আরো দুই) রাক'আত মিলিয়ে দেয়া হয়। যেহেতু মাগরিব হল বে-জোড় এবং ফজরের সালাতে দীর্ঘ কিরাআতের কারণে (পূর্বের মত রেখে দেয়া হয়)। আর যখন তিনি সফর করতেন তখন তিনি তাঁর প্রথম সালাতের (দুই রাক'আতের) দিকে ফিরে যেতেন।

আয়েশা (রা)-এর বক্তব্যের ব্যাখ্যা

এই হাদীসে আয়েশা (রা) ব্যক্ত করেন যে, সালাত পূর্ণ হওয়ার পূর্বে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ওইভাবে সালাত আদায় করতেন যেভাবে তিনি সফর অবস্থায় পড়েন। মুসাফিরের জন্য সালাতে সহজীকরণের বিধান রয়েছে। তারপর কতিপয় সালাতে সংযোজন এবং কিছুতে দীর্ঘ কিরায়াতের হুকুম দেয়া হয়েছে। সুতরাং সম্ভবত তাঁর আঁধারে সালাত আদায় করা এবং মহিলাদের সালাত থেকে সেই সময় বাড়ি প্রত্যাবর্তন করা যে আঁধারের কারণে তাদের চেনা না যাওয়া এটা সেই সময়ের ব্যাপার যখন তিনি বর্তমানে সফরের সালাতের ন্যায় সালাত আদায় করতেন। এরপর তাতে দীর্ঘ কিরাআতের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আর হতে পারে তিনি আবাসের অবস্থায় দীর্ঘ কিরাআত পাঠ করতেন এবং সফর

অবস্থায় সংক্ষিপ্তভাবে পাঠ করতেন। তিনি বলেছেন, ফজরের সালাত ফর্সা কর অর্থাৎ তাতে দীর্ঘ কিরাআত পাঠ কর। পক্ষান্তরে এর এই মর্ম নয় ফর্সা অবস্থার শেষ সময় সালাত আরম্ভ কর। বরং এর মর্ম হল ফর্সা অবস্থায় তা শেষ কর। এর দ্বারা সাব্যস্ত হল যে, আমাদের উল্লিখিত রিওয়ায়াত দ্বারা আয়েশা (রা)-এর রিওয়ায়াত রহিত হয়ে গিয়েছে এবং এর সাথে সাথে পরবর্তীতে সাহাবীগণের আমলও এ কথার প্রমাণ বহন করে যে, তাঁরা ফর্সার ওয়াক্তে সালাত শেষ করে ফিরে যেতেন। আর এ ব্যাপারে তাঁদের ঐকমত্য রয়েছে। এমন কি ইবরাহীম নাখঈ (র) বলেছেন, যা আমাদেরকে (নিম্নোক্ত রিওয়ায়াতে) মুহাম্মদ ইব্ন খুযায়মা (র) বর্ণনা করেছেন ঃ

١٠١٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ ثَنَا الْقَعْنَبِيُّ قَالَ ثَنَا عِيسَى بْنُ يُوْنُسَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ مَا اجْتَمَعَ اَصْحَابُ مُحَمَّدٍ ﷺ عَلٰى شَيْءٍ مَّا اجْتَمَعُوْا عَلَى التَّنْوِيْرِ .

১০১২. মুহাম্মদ ইব্ন খুযায়মা (র)...... ইবরাহীম (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, মুহাম্মদ ﷺ-এর সাহাবীগণ ফজরের সালাত ফর্সা করে আদায় করার বিষয়ে যে রকম ঐকমত্য পোষণ করেছেন এমন ঐকমত্য অন্য কোন বিষয়ে পোষণ করেননি।

ইমাম তাহাবী (র)-এর ব্যাখ্যা

বস্তুতঃ তিনি [ইবরাহীম (র)] বলছেন, তাঁরা (সাহাবীগণ) অবশ্যই সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ঐকমত্য পোষণ করেছেন। অতএব আমাদের মতে (আল্লাহ্ই উত্তমভাবে জ্ঞাত) সাহাবীগণের পক্ষে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর আমলের পরিপন্থী ঐকমত্য পোষণ করা ততক্ষণ পর্যন্ত সম্ভব নয় যতক্ষণ পর্যন্ত তাঁদের নিকট এর রহিত হয়ে যাওয়া এবং এর পরিপন্থী তাঁর আমল সাব্যস্ত না হবে। তাই ফজরের সালাত আঁধারে আরম্ভ করা এবং ফর্সা হওয়া অবস্থায় শেষ করা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ও তাঁর সাহাবীগণ থেকে আমরা যা রিওয়ায়াত করেছি তার অনুকূলে রয়েছে। আর এটাই ইমাম আবূ হানীফা (র), ইমাম আবূ ইউসুফ (র) ও ইমাম মুহাম্মদ ইব্নুল হাসান (র)-এর অভিমত।

١١- بَابُ الْوَقْتِ الَّذِيْ يُسْتَحَبُّ اَنْ يُّصَلِّى صَلٰوةُ الظُّهْرِ فِيْهِ

১১. অনুচ্ছেদ ঃ যুহরের সালাতের মুস্তাহাব ওয়াক্ত

١٠١٣- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا ابْنُ اَبِىْ ذِئْبٍ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الزِّبْرِقَانِ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ اُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُصَلِّى الظُّهْرَ بِالْهَجِيْرِ

১০১৩. আবূ বাকরা (র)...... উসামা ইব্ন যায়দ (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যুহরের সালাত সূর্য ঢলে পড়লেই আদায় করতেন।

١٠١٤– حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنِىْ سَعِيْدُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عَمْرِو بْنِ حَسَنٍ يَقُوْلُ سَأَلْنَا جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ فَقَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُصَلِّى الظُّهْرَ بِالْهَاجِرَةِ اَوْ حِيْنَ تَزُوْلُ الشَّمْسُ .

১০১৪. আবূ বাক্‌রা (র)...... মুহাম্মদ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন হাসান (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমরা জাবির ইব্‌ন আবদিল্লাহ্ (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যুহরের সালাত দ্বিপ্রহরে আদায় করতেন অথবা (বলেছেন) যখন সূর্য ঢলে পড়ত।

١٠١٥– حَدَّثَنَا رَبِيْعُ الْمُؤَذِّنُ قَالَ ثَنَا اَسَدٌ قَالَ ثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَلْقَمَةَ اللَّيْثِيُّ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ كُنَّا نُصَلِّىْ مَعَ النَّبِىِّ ﷺ الظُّهْرَ فَاٰخُذُ قَبْضَةً مِّنَ الْحَصْبَاءِ اَوْ مِنَ التُّرَابِ فَاَجْعَلُهَا فِىْ كَفِّىْ ثُمَّ اُحَوِّلُهَا فِى الْكَفِّ الْاُخْرٰى حَتّٰى تَبْرُدَ ثُمَّ اَضَعُهَا فِىْ مَوْضِعِ جَبِيْنِىْ مِنْ شِدَّةِ الْحَرِّ .

১০১৫. রবী'উল মুআয্‌যিন (র)...... জাবির ইব্‌ন আব্‌দিল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সঙ্গে যুহরের সালাত আদায় করতাম। তখন আমি কঙ্কর বা মাটির একমুষ্টি নিয়ে হাতের তালুতে রাখতাম এরপর অপর তালুতে ঢালতাম অবশেষে তা ঠান্ডা হয়ে যেত। তারপর তা কপাল রাখার স্থানে স্থাপন করতাম। আর আমি তীব্র গরমের কারণে এরূপ করতাম।

١٠١٦– حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا مُؤَمَّلٌ قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ اَبِىْ اِسْحَاقَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ خَبَّابٍ قَالَ شَكَوْنَا اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ حَرَّ الرَّمْضَاءِ بِالْهَجِيْرِ فَمَا اَشْكَانَا .

১০১৬. আবূ বাক্‌রা (র).... খাব্বাব (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমরা একবার রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট দ্বি-প্রহরের উত্তপ্ত বালুকারাশির অভিযোগ করলাম। কিন্তু তিনি আমাদের অভিযোগকে গ্রহণ করলেন না।

١٠١٧– حَدَّثَنَا اَبُوْ بِشْرٍ الرَّقِّىُّ قَالَ ثَنَا شُجَاعُ بْنُ الْوَلِيْدِ عَنْ زِيَادِ بْنِ خَيْثَمَةَ عَنْ اَبِىْ اِسْحَاقَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ خَبَّابٍ مِثْلَهُ قَالَ اَبُوْ اِسْحَاقَ كَانَ يُعَجِّلُ الظُّهْرَ فَيَشْتَدُّ عَلَيْهِمُ الْحَرُّ .

১০১৭. আবূ বিশ্‌র রকী (র)...... খাব্বাব (রা) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। আবূ ইসহাক (র) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যুহরের সালাত তাড়াতাড়ি আদায় করতেন, যার ফলে লোকদের তীব্র গরম অনুভূত হত।

١٠١٨- حَدَّثَنَا فَهْدُ قَالَ ثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ قَالَ ثَنَا اَبِىْ قَالَ ثَنَا الْاَعْمَشُ قَالَ ثَنَا اَبُوْ اِسْحَاقَ عَنْ حَارِثَةَ بْنِ مُضَرَّبٍ اَوْ مَنْ هُوَ مِثْلُهُ مِنْ اَصْحَابِهِ قَالَ خَبَّابُ شَكَوْنَا اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ حَرَّ الرَّمْضَاءِ فَلَمْ يَشْكُنَا .

১০১৮. ফাহাদ (র)..... হারিসা ইব্‌ন মুদাররিব বা তাঁর ন্যায় অন্য কোন সঙ্গী থেকে রিওয়ায়াত করেন যে, খাব্বাব (রা) বলেছেন ঃ আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট উত্তপ্ত বালুকারাশির (সময় যুহরের সালাত আদায় করার ব্যাপারে) অভিযোগ উত্থাপন করলাম। তিনি আমাদের অভিযোগকে গ্রহণ করলেন না।

١٠١٩- حَدَّثَنَا اَبُوْ اُمَيَّةَ قَالَ ثَنَا قَبِيْصَةُ قَالَ ثَنَا يُوْنُسُ بْنُ اَبِىْ اِسْحَاقَ عَنْ اَبِىْ اِسْحَاقَ ح وَحَدَّثَنَا اَبُوْ اُمَيَّةَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ نُعَيْمٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ اَنَا شُرَيْكُ عَنْ اَبِىْ اِسْحَاقَ ح وَحَدَّثَنَا اَبُوْ اُمَيَّةَ قَالَ ثَنَا ابْنُ الْاَصْبَهَانِىِّ قَالَ ثَنَا وَكِيْعُ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِىْ اِسْحَاقَ عَنْ حَارِثَةَ عَنْ خَبَّابٍ مِثْلَهُ .

১০১৯. আবূ উমাইয়া (র)....... খাব্বাব (রা) থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

١٠٢٠- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا مُؤَمَّلُ قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا اَبُوْ حُذَيْفَةَ قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ حَكِيْمِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْاَسْوَدِ قَالَ قَالَتْ عَائِشَةُ مَا رَأَيْتُ اَحَدًا اَشَدَّ تَعْجِيْلاً لِصَلٰوةٍ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مَا اسْتَثْنَتْ اَبَاهَا وَلاَ عُمَرَ .

১০২০. আবূ বাক্‌রা (র) ও ইব্‌ন মারযুক (র)....... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ অপেক্ষা শীঘ্র (প্রথম ওয়াক্তে) যুহরের সালাত আদায় করতে আর কাউকে আমি দেখিনি। তিনি তাঁর পিতা এবং উমার (রা)কেও বাদ দেননি।

١٠٢١- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ وَابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالاَ ثَنَا سَعِيْدُ بْنُ عَامِرٍ قَالَ ثَنَا عَوْفُ الْاَعْرَابِىُّ عَنْ سَيَّارِ بْنِ سَلاَمَةَ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُصَلِّى الْهَجِيْرَ الَّذِىْ تَدْعُوْنَهُ الظُّهْرَ اِذَا دَحَضَتِ الشَّمْسُ .

১০২১. আবূ বাক্‌রা (র) ও ইব্‌ন মারযূক (র)... সাইয়ার ইব্‌ন সালামা (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি আবূ হুরায়রা (রা)-কে বলতে শুনেছি ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ 'হাজির' (মধ্যাহ্নের) সালাত, যাকে তোমরা যুহরের সালাত বলে থাক, সূর্য ঢলে যাওয়ার পরে আদায় করতেন।

١٠٢٢- حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ سِنَانٍ قَالَ ثَنَا يَحْىَ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ حَمْزَةَ الْعَائِذِىِّ قَالَ سَمِعْتُ اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُوْلُ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا نَزَلَ مَنْزِلاً لَمْ

يَرْتَحِلْ مِنْهُ حَتّٰى يُصَلِّى الظُّهْرَ فَقَالَ رَجُلٌ وَلَوْ كَانَ نِصْفُ النَّهَارِ فَقَالَ وَلَوْ كَانَ

يَرْتَحِلُ مِنْهُ حَتّٰى يُصَلِّىَ الظُّهْرَ فَقَالَ رَجُلٌ وَلَوْ كَانَ نِصْفُ النَّهَارِ فَقَالَ وَلَوْ كَانَ

نِصْفُ النَّهَارِ .

১০২২. ইয়াযীদ ইব্‌ন সিনান (র)...... হামাযাতুল আয়িযী (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি আনাস ইব্‌ন মালিক (রা)-কে বলতে শুনেছি যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন কোন মনযিলে যুহরের পূর্বে অবতরণ করতেন তখন যুহরের সালাত আদায় না করে সেই স্থান ত্যাগ করতেন না। এক ব্যক্তি বলল, অর্ধদিন অর্থাৎ ঠিক দুপুর হলেও ? তিনি বললেন, ঠিক দুপুর হলেও।

١٠٢٣ - حَدَّثَنَا يُوْنُسُ بْنُ عَبْدِ الْاَعْلٰى قَالَ اَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ اَنَّ اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ اَخْبَرَهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ خَرَجَ حِيْنَ زَالَتِ الشَّمْسُ فَصَلّٰى بِهِمْ صَلٰوةَ الظُّهْرِ .

১০২৩. ইউনুস ইব্‌ন আবদুল আ'লা (র)...... ইব্‌ন শিহাব (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) বলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সূর্য ঢলে পড়লে বের হতেন এবং তাঁদেরকে নিয়ে যুহরের সালাত আদায় করতেন।

١٠٢٤ - حَدَّثَنَا اَبُوْ بِشْرٍ الرَّقِّىُّ قَالَ ثَنَا شُجَاعُ بْنُ الْوَلِيْدِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مِهْرَانَ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ اَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ رَجَاءٍ قَالَ اَنَا زَائِدَةُ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ مُرَّةَ عَنْ مَسْرُوْقٍ قَالَ صَلَّيْتُ خَلْفَ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ الظُّهْرَ حِيْنَ زَالَتِ الشَّمْسُ فَقَالَ هٰذَا وَالَّذِىْ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ وَقْتُ هٰذِهِ الصَّلٰوةِ .

১০২৪. আবূ বিশ্‌র রকী (র) ও ইব্‌ন খুযায়মা (রা)...... মাসরূক (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি একবার আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসঊদ (রা)-এর পিছনে যুহরের সালাত সেই সময় আদায় করেছি যখন সূর্য ঢলে পড়েছে। তিনি বললেন, সেই সত্তার কসম, যিনি ব্যতীত কোন মা'বুদ নেই, এই সালাতের ওয়াক্ত এটাই।

ইমাম তাহাবী (র)-এর মন্তব্য

ইমাম আবূ জা'ফর তাহাবী (র) বলেন, একদল আলিম (ফকীহ্) এই মত গ্রহণ করেছেন। তাঁরা সব সময় (পুরো বছর) যুহরের সালাত তাড়াতাড়ি 'আওয়াল ওয়াক্তে' আদায় করা পছন্দ করেন। তাঁরা সেই সমস্ত হাদীস দ্বারা প্রমাণ-পেশ করেন, যা আমরা উল্লেখ করেছি।

পক্ষান্তরে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অপরাপর আলিমগণ তাঁদের বিরোধিতা করে বলেছেন, শীতকালে যুহরের সালাতকে তাড়াতাড়ি করা হবে, যেমনটি আপনারা উল্লেখ করেছেন, আর গ্রীষ্মকালে তা বিলম্ব করে ঠান্ডা সময়ে আদায় করা বাঞ্ছনীয়। তাঁরা এ বিষয়ে নিম্নোক্ত হাদীসসমূহ দ্বারা প্রমাণ পেশ করেছেন ঃ

١٠٢٥- حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيْرٍ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُهَاجِرٍ اَبِى الْحَسَنِ عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ اَبِىْ ذَرٍّ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِى مَنْزِلٍ فَاَذَّنَ بِلاَلُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَهْ يَا بِلاَلُ ثُمَّ اَرَادَ اَنْ يُّؤَذِّنَ فَقَالَ مَهْ يَا بِلاَلُ ثُمَّ اَرَادَ اَنْ يُّؤَذِّنَ فَقَالَ مَهْ يَابِلاَلُ حَتّٰى رَأَيْنَا فَيْءَ التُّلُوْلِ ثُمَّ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ شَدَّةَ الْحَرِّمِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ فَاَبْرِدُوْا بِالصَّلٰوةِ اِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ .

১০২৫. ইব্‌ন মারযুক (রা)...... আবূ যার (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমরা একবার রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সঙ্গে এক মন্‌যিলে (সফরে) ছিলাম। তখন বিলাল (রা) আযান দিতে চাইলেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, হে বিলাল! থাম। তারপর তিনি আযান দিতে চাইলেন। তিনি ﷺ বললেন, হে বিলাল, থাম। আবার তিনি আযান দিতে চাইলেন। তিনি বললেন, হে বিলাল থাম। অবশেষে এত বিলম্ব করা হল যে, এমনকি আমরা বালির ঢিবিগুলোর ছায়া পড়তে দেখতে পেলাম। তারপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, জাহান্নামের নিঃশ্বাস থেকে হয় গরমের তীব্রতা। প্রচন্ড গরম পড়লে (কিছুটা) শীতল সময় সালাত আদায় করবে।

١٠٢٦- حَدَّثَنَا فَهْدُ قَالَ ثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنِ اَبِىْ شَيْبَةَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَبْرِدُوْا بِالصَّلٰوةِ فَاِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ فَاَبْرِدُوْا بِالصَّلاَةِ اِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ .

১০২৬. ফাহাদ (র)...... আবূ সাঈদ (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, (যুহরের) সালাত (কিছুটা) শীতল সময় আদায় করবে। কারণ, জাহান্নামের নিঃশ্বাস থেকে হয় গরমের তীব্রতা। সুতরাং প্রচন্ড গরম পড়লে (কিছুটা) শীতল সময়ে সালাত আদায় করবে।

١٠٢٧- حَدَّثَنَا فَهْدُ قَالَ ثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ قَالَ ثَنَا اَبِىْ قَالَ ثَنَا الْاَعْمَشُ قَالَ ثَنَا اَبُوْ صَالِحٍ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ مِثْلَهُ .

১০২৭. ফাহাদ (র)...... আবূ সাঈদ (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

١٠٢٨- حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ اَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ اُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ اللَّيْثِىُّ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ اَخْبَرَهُ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ وَسَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِثْلَهُ .

১০২৮. ইউনুস (র)....... আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

١٠٢٩- حَدَّثَنَا رَبِيْعُ الْجِيْزِيُّ قَالَ ثَنَا النَّضْرُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ قَالَ اَنَا نَافِعُ بْنُ يَزِيْدَ عَنِ ابْنِ الْهَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنْ رَّسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِثْلَهُ .

১০২৯. রবী'উল জীযী (র)....... আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

١٠٣٠- حَدَّثَنَا ابْنُ خُزَيْمَةَ وَفَهْدٌ قَالاَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنِى اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِىْ اِبْنُ الْهَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنْ رَّسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِثْلَهُ .

১০৩০. ইব্‌ন খুযায়মা (র) ও ফাহাদ (র)..... আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

١٠٣١- حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ اَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَنَّ مَالِكًا حَدَّثَهُ عَنْ عَبْدِاللّٰهِ بْنِ يَزِيْدٍ مَوْلَى الْاَسْوَدِ بْنِ سُفْيَانَ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ ثَوْبَانَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنْ رَّسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِثْلَهُ .

১০৩১. ইউনুস (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

١٠٣٢- حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ اَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَنَّ مَالِكًا حَدَّثَهُ عَنْ اَبِى الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِثْلَهُ .

১০৩২. ইউনুস (র)... আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

١٠٣٣- حَدَّثَنَا رَبِيْعُ الْمُؤَذِّنُ قَالَ ثَنَا شُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثِ قَالَ ثَنَا اللَّيْثُ عَنْ جَعْفَرَ بْنِ رَبِيْعَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ هُرْمُزَ قَالَ كَانَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُ عَنْ رَّسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَذَكَرَ نَحْوَهُ .

১০৩৩. রবীউল মুআয্‌যিন (র)....... আবদুর রহমান ইব্‌ন হুরমুয (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আবূ হুরায়রা (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণনা করছেন। তারপর তিনি (প্রথমোক্ত হাদীসের) অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

١٠٣٤- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ وَهْبٍ قَالَ ثَنَا عَمِّىْ قَالَ ثَنَا عَمْرُوْ بْنُ الْحَارِثِ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْاَشَجِّ عَنْ بِشْرِ بْنِ سَعِيْدٍ وَّسَلْمَانَ الْاَغَرِّ عَنْ اَبِىْ

هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِذَا كَانَ الْيَوْمُ الْحَارُّ فَاَبْرِدُوْا بِالصَّلٰوةِ فَاِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ ۔

১০৩৪. আহমদ ইব্‌ন আবদির রহমান ইব্‌ন ওহাব (র)..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, যখন গরম দিন হবে তখন সালাতকে ঠান্ডা করে আদায় করবে। কারণ, জাহান্নামের নিঃশ্বাস থেকে হয় গরমের তীব্রতা।

١٠٣٥- حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ ثَنَا سَعِيْدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ ثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ اَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانٍ عَنِ ابْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ وَعَنْ عَوْفٍ عَنِ الْحَسَنِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ فَاَبْرِدُوْا بِالصَّلٰوةِ ۔

১০৩৫. সালিহ ইব্‌ন আব্‌দির রহমান (র)....... হাসান (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, জাহান্নামের নিঃশ্বাস থেকে হয় গরমের তীব্রতা। সুতরাং সালাতকে ঠান্ডা করে আদায় করবে।

١٠٣٦- حَدَّثَنَا فَهْدٌ قَالَ ثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ قَالَ ثَنَا اَبِىْ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَوْسٍ عَنْ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ اَبِىْ مُوْسٰى عَنِ النَّبِىِّ ﷺ ح وَعَنْ اَبِىْ زُرْعَةَ عَنْ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ اَبِىْ مُوْسٰى يَرْفَعُهُ قَالَ اَبْرِدُوْا بِالظُّهْرِ فَاِنَّ الَّذِىْ تَجِدُوْنَ مِنَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ ۔

১০৩৬. ফাহাদ (র) ও আবূ যুর'আ (র).... আবূ মূসা (রা) থেকে মারফূ হিসাবে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, তোমরা যুহরের সালাত ঠান্ডা করে আদায় করবে। কারণ, যে গরম তোমরা অনুভব কর, তা হল জাহান্নামের নিঃশ্বাস।

বস্তুত এই সমস্ত হাদীসে প্রচণ্ড গরমের কারণে যুহরের সালাত ঠান্ডা করে আদায় করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আর তা একমাত্র গরমকালেই হতে পারে। পক্ষান্তরে এই রিওয়ায়াতসমূহ আমাদের উল্লিখিত প্রথমোক্ত সেই সমস্ত রিওয়ায়াতের বিরোধী, যা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, গরমকালে যুহরের সালাত তাড়াতাড়ি আদায় করা হবে।

যদি কোন ব্যক্তি বলে যে, এই দু'টির মধ্যে একটি অপরটি অপেক্ষা উত্তম হওয়ার ব্যাপারে কি প্রমাণ রয়েছে।

উত্তরে তাকে বলা হবে ঃ যেহেতু বর্ণিত আছে যে, গরমকালে যুহরের সালাত তাড়াতাড়ি পড়া হত। কিন্তু তা পরবর্তীতে রহিত হয়ে যায়।

١٠٣٧- حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ ابْنُ اَبِىْ دَاؤُدَ قَالَ ثَنَا يَحْىَ بْنُ مَعِيْنٍ وَتَمِيْمُ بْنُ الْمُنْتَصِرِ قَالاَ ثَنَا اِسْحَاقُ بْنُ يُوْسُفَ قَالَ ثَنَا شَرِيْكٌ عَنْ بَيَانٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ اَبِىْ حَازِمٍ عَنْ

الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ صَلَّى بِنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ صَلٰوةَ الظُّهْرِ بِالْهَجِيْرِ ثُمَّ قَالَ اِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ فَاَبْرِدُوْا بِالصَّلٰوةِ .

১০৩৭. ইবরাহীম ইব্ন আবী দাঊদ (র)…. মুগীরা ইব্ন শু'বা (রা) থেকে বর্ণনা করে যে, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদেরকে নিয়ে যুহরের সালাত সূর্য ঢলে পড়ার সাথে সাথে আদায় করেছেন। তারপর বলেছেন, সালাতকে ঠাণ্ডা করে আদায় করবে। কারণ জাহান্নামের নিঃশ্বাস থেকে গরমের তীব্রতা হয়ে থাকে।

ইমাম তাহাবীর ব্যাখ্যা

সুতরাং মুগীরা (রা) তাঁর এই হাদীসে বলছেন যে, যুহরের সালাতকে ঠাণ্ডা করার ব্যাপরে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নির্দেশ সেই সালাতকে গরম ওয়াক্তে পড়ার পর ছিল। এতে সাব্যস্ত হল যে প্রচন্ড গরমের সময় যুহরের সালাত জলদি করা রহিত হয়ে গিয়েছে। এবং প্রচন্ড গরমের সময় ঠাণ্ডা করে আদায় করা ওয়াজিব হয়ে গিয়েছে।

আনাস ইব্ন মালিক (রা) ও আবূ মাসঊদ (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যুহরের সালাত শীতকালে তাড়াতাড়ি এবং গ্রীষ্মকালে বিলম্বে আদায় করতেন।

١٠٣٨- حَدَّثَنَا بِذٰلِكَ اِبْنُ اَبِىْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنِى اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِى يَزِيْدُ بْنُ اَبِىْ حَبِيْبٍ عَنْ اُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ اَخْبَرَنِى بَشِيْرُ بْنُ اَبِىْ مَسْعُوْدٍ عَنْ اَبِىْ مَسْعُوْدٍ اَنَّهُ رَاٰى رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يُصَلِّى الظُّهْرَ حِيْنَ تَزِيْغُ الشَّمْسُ وَرُبَّمَا اَخَّرَهَا فِىْ شِدَّةِ الْحَرِّ وَبِاِسْنَادِهِ عَنْ اَبِىْ مَسْعُوْدٍ اَنَّهُ رَاٰى رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يُعَجِّلُهَا فِى الشِّتَاءِ وَيُؤَخِّرُهَا فِى الصَّيْفِ .

১০৩৮. ইব্ন আবী দাঊদ (র)….. আবূ মাসঊদ (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে যুহরের সালাত সূর্য ঢলে পড়তেই আদায় করতে দেখেছেন। আবার কখনো তিনি প্রচণ্ড গরমের সময় তা বিলম্বে আদায় করেছেন। তাঁরই ইসনাদে আবূ মাসঊদ (রা) থেকে এটাও বর্ণিত আছে যে, তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে দেখেছেন যে, তিনি যুহরের সালাত শীতকালে তাড়াতাড়ি এবং গরমকালে বিলম্বে আদায় করতেন।

١٠٣٩- حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا الْمُقَدَّمِىُّ قَالَ ثَنَا حَرَمِىُّ بْنُ عَمَارَةَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ خَالِدَةَ قَالَ ثَنَا اَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا اشْتَدَّ الْبَرْدُ بَكَّرَ بِالصَّلٰوةِ وَاِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ اَبْرَدَ بِالصَّلٰوةِ .

১০৩৯. ইব্ন আবী দাঊদ (র)….. আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ প্রচণ্ড ঠান্ডার সময় যুহরের সালাত জলদি এবং প্রচণ্ড গরমের সময় ঠান্ডা করে আদায় করতেন।

١٠٤٠- حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا بِشْرُ بْنُ ثَابِتٍ قَالَ ثَنَا اَبُوْ خَالِدَةَ عَنْ اَنَسٍ قَالَ كَانَ نَبِىُّ اللّٰهِ ﷺ اِذَا كَانَ الشِّتَاءُ بَكَّرَ بِالظُّهْرِ وَاِذَا كَانَ الصَّيْفُ اَبْرَدَ بِهَا -

১০৪০. ইব্‌রাহীম ইব্‌ন মারযূক (র)..... আনাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ শীতকালে যুহরের সালাতকে জলদি এবং গ্রীষ্মকালে ঠান্ডা করে আদায় করতেন।

ইমাম আবূ জা'ফর তাহাবী (র) বলেন, আমাদের মতে যুহরের সালাতে সুন্নাত তরীকা এটাই। যেমনটি আবূ মাসউদ (রা) ও আনাস (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সালাত সম্পর্কে উল্লেখ করেছেন। অনুচ্ছেদের প্রথম অংশে আমরা যা কিছু বর্ণনা করেছি, তাতে এরূপ কোন কথা নেই, যাতে এর পরিপন্থী আমল ওয়াজিব হয়। কারণ, উসামা (রা), আয়েশা (রা), খাব্বাব (রা) ও আবূ বারযা (রা) সকলের রিওয়ায়াত আমাদের মতে মুগীরা (রা)-এর ওই হাদীস দ্বারা রহিত হয়ে গিয়েছে, যা আমরা অনুচ্ছেদের দ্বিতীয় অংশে বর্ণনা করেছি। রইল (আবদুল্লাহ্) ইব্‌ন মাসঊদ (রা)-এর হাদীস যে, তিনি সূর্য ঢলে পড়াকে যুহরের সালাতের ওয়াক্ত বলেছেন এবং তা তার ওয়াক্ত হওয়ার ব্যাপারে তিনি কসমও করেছেন। বস্তুত ওই হাদীসে এ বিষয় উল্লেখ নেই যে, এটা গ্রীষ্মকালের না শীতকালের ওয়াক্ত, এবং এটা অন্যদের বর্ণনার পরিপন্থী হওয়ার কোন প্রমাণও নেই।

আর এই আনাস ইব্‌ন মালিক (রা), থেকে ইমাম যুহ্‌রী (র) রিওয়ায়াত করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যুহরের সালাত সেই সময় আদায় করেছেন, যখন সূর্য ঢলে পড়েছে। তারপর আবূ খালিদা (র) এসে এর ব্যাখ্যা করে বলেছেন, তিনি তা শীতকালে তাড়াতাড়ি এবং গ্রীষ্মকালে বিলম্বে আদায় করতেন। সুতরাং ইব্‌ন মাস্‌ঊদ (রা) যা রিওয়ায়াত করেছেন তাতেও এর সম্ভাবনা রয়েছে।

যদি যুহরের সালাত জলদি আদায়ের ব্যাপারে কোন প্রমাণ পেশকারী নিম্নোক্ত রিওয়ায়াত দ্বারা প্রমাণ পেশ করে ঃ

١٠٤١- حَدَّثَنَا فَهْدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيْدِ بْنِ الْاَصْبَهَانِىُّ قَالَ ثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ اَبِىْ حُصَيْنٍ عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ قَالَ سَمِعَ الْحَجَّاجُ اَذَانَهُ بِالظُّهْرِ وَهُوَ فِى الْجَبَّانَةِ فَاَرْسَلَ اِلَيْهِ فَقَالَ مَا هٰذِهِ الصَّلَاةُ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ اَبِىْ بَكْرٍ وَهُوَ فِى الْجَبَّانَةِ فَاَرْسَلَ اِلَيْهِ فَقَالَ مَا هٰذِهِ الصَّلَاةُ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ اَبِىْ بَكْرٍ وَّمَعَ عُمَرَ وَمَعَ عُثْمَانَ حِيْنَ زَالَتِ الشَّمْسُ قَالَ فَصَرَفَهُ وَقَالَ لَاتُؤَذِّنُ وَلَا تَؤُمُّ .

১০৪১. ফাহাদ ইব্‌ন সুলায়মান (র)...... সুওয়াইদ ইব্‌ন গাফালা (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, একবার হাজ্জাজ যুহরের সালাতের আযান শুনেন। তিনি তখন 'জাব্বানা'তে অবস্থান করছিলেন। তিনি তখন তার নিকট পয়গাম পাঠালেন যে, এটা কিরূপ সালাত (আযান) ? তিনি বললেন, আমি আবূ বাকর (রা), উমার (রা) ও উসমান (রা)-এর সঙ্গে এমনি সময় (যুহরের) সালাত আদায় করেছি যখন সূর্য ঢলে পড়েছে। তিনি বলেন, তারপর হাজ্জাজ তাঁকে ফিরিয়ে দিয়ে বল্‌ল তুমি আযানও দিবেনা ইমামতিও করবে না।

তাকে উত্তরে বলা হবে ঃ এ হাদীসে এরূপ কোন কথা নেই যে, সুওয়াইদ (রা) তাঁদেরকে যে ওয়াক্তে দেখেছেন তা গ্রীষ্মকাল ছিল। সম্ভবত তা শীতকাল ছিল। আর তাঁদের মতে গ্রীষ্মকালের বিধান তার পরিপন্থী। এর উপর প্রমাণ হল নিম্নরূপ ঃ

١٠٤٢- حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ سِنَانٍ قَالَ ثَنَا اَبُوْ بَكْرٍ الْحَنَفِيُّ قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ نَافِعٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ عُمَرَ قَالَ لِاَبِيْ مَحْذُوْرَةَ بِمَكَّةَ اِنَّكَ بِاَرْضٍ حَارَّةٍ شَدِيْدَةِ الْحَرِّ فَاَبْرِدْ ثُمَّ اَبْرِدْ بِالْاَذَانِ لِلصَّلٰوةِ .

১০৪২. ইয়াযীদ ইব্‌ন সিনান (র) ..... ইব্‌ন উমার (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, উমার (রা) মক্কাতে আবূ মাহযূরা (রা)-কে বলেছেন, তুমি প্রচন্ড গরম এলাকাতে রয়েছে। সুতরাং সালাতের জন্য আযান ঠাণ্ডা করে, আরো ঠান্ডা করে দিও।

বিশ্লেষণ

আপনারা কি দেখতে পাচ্ছেন না যে, উমার (রা) এই হাদীসে আবূ মাহযূরা (রা)-কে প্রচন্ড গরমের কারণে ঠান্ডা সময় (আযান দেয়ার) নির্দেশ দিয়েছেন ? অতএব আমাদের জন্য সর্বোত্তম বিষয় হচ্ছে, তাঁর থেকে বর্ণিত সুওয়াইদ (রা) এর রিওয়ায়াতকে ভিন্ন অর্থে প্রয়োগ করা। সুতরাং তা এরূপ ওয়াক্ত হবে যাতে গরম থাকবে না।

যদি কোন প্রশ্নকারী বলে যে, সকল মৌসুমে যুহরের সালাত জলদি পড়ার বিধান এবং তা বিলম্ব করা যাবে না। যেমনটি খাব্বাব (রা), আয়েশা (রা), জাবির (রা) ও আবূ বারযা (রা)-এর হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণিত আছে। আর তিনি তাঁদেরকে ঠান্ডা ওয়াক্তে সালাত আদায়ের নির্দেশ দেয়া প্রচন্ড গরমের কারণে তাঁর পক্ষ থেকে তাঁদের জন্য শুধুমাত্র অবকাশ ছিল। কারণ, তাঁদের মসজিদের ছায়া ছিল না। প্রশ্নকারী এ বিষয়ে মায়মূন ইব্‌ন মিহরান (র) থেকে বর্ণিত নিম্নোক্ত রিওয়ায়াত উল্লেখ করেন ঃ

١٠٤٣- حَدَّثَنَا فَهْدُ قَالَ ثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ قَالَ ثَنَا اَبُوْ الْمَلِيْحِ عَنْ مَيْمُوْنِ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ لَا بَأْسَ بِالصَّلٰوةِ نِصْفَ النَّهَارِ وَاِنَّمَا كَانُوْا يَكْرَهُوْنَ الصَّلٰوةَ نِصْفَ النَّهَارِ لِاَنَّهُمْ كَانُوْا يُصَلُّوْنَ بِمَكَّةَ وَكَانَتْ شَدِيْدَةُ الْحَرِّ وَلَمْ يَكُنْ لَّهُمْ ظِلَالٌ فَقَالَ اَبْرِدُوْا بِهَا .

১০৪৩. ফাহাদ (র)....... মায়মূন ইব্‌ন মিহরান (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, দ্বিপ্রহরে (সূর্য ঢলে পড়ার পর) সালাত পড়তে কোন রূপ অসুবিধা নেই। তাঁরা (সাহাবীগণ) দ্বিপ্রহরের সময় সালাত আদায় করা এজন্য পছন্দ করতেন না যে, তাঁরা মক্কায় সালাত আদায় করতেন, যেখানে প্রচন্ড গরম হত এবং তাঁদের জন্য কোন ছায়াও ছিল না। তাই তিনি ﷺ বলেছেন, তা ঠান্ডা করে আদায় করবে।

উত্তরে তাকে বলা হবে ঃ এটা অবম্ভব ব্যাপার। কেননা এটা যদি এরূপ হত, যেমনটি তুমি উল্লেখ করেছ, তাহলে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তা সফরে বিলম্ব করতেন না। কারণ, সেখানে তো ছায়া এবং গৃহ ইত্যাদি থাকত না। যেমন আবূ যার (রা)-এর হাদীসে ব্যক্ত হয়েছে এবং তিনি তা তখন আদায়

করতেন। যেহেতু ছায়া ও গৃহ ইত্যাদি ব্যতীত তা তার প্রথম ওয়াক্তে ছিল। সুতরাং তাঁর সেই সময় সালাত আদায় না করা প্রমাণ বহন করে যে, ঠাণ্ডা সময় সালাত পড়া সম্পর্কে তাঁর নির্দেশ এজন্য ছিল না যে, প্রচণ্ড গরমের সময় তাঁরা ছায়াতে থাকবেন অতঃপর বেরিয়ে গরম অবসানের অবস্থায় যুহরের সালাত আদায় করবে না। কারণ, যদি ব্যাপারটি অনুরূপ হত তাহলে তিনি ছায়া না হওয়া অবস্থায় তা প্রথম ওয়াক্তে আদায় করতেন। সুতরাং আমাদের মতে (আল্লাহ্-ই উত্তমরূপে জ্ঞাত) এ বিষয়ে তাঁর এই নির্দেশ ওয়াজিব হিসাবে আরোপিত হয়েছে এবং এর সুন্নাত তরীকা এটাই। ছায়া বিদ্যমান থাকুক বা না থাকুক। ইমাম আবূ হানীফা (র), ইমাম আবূ ইউসুফ (র) ও ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর এটাই অভিমত।

١٢- بَابُ صَلٰوةِ الْعَصْرِ هَلْ تُعَجَّلُ اَوْ تُؤَخَّرُ

১২. অনুচ্ছেদ ঃ আসরের সালাত তাড়াতাড়ি আদায় করা হবে, না বিলম্বে ?

١٠٤٤- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ قَالَ ثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ سَعْدٍ قَالَ ثَنَا اَبِيْ عَنِ ابْنِ اِسْحَاقَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ الْاَنْصَارِيُّ ثُمَّ الظَّفَرِيُّ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُوْلُ مَا كَانَ اَحَدٌ اَشَدَّ تَعْجِيْلاً لِصَلٰوةِ الْعَصْرِ مِنْ رَّسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اِنْ كَانَ اَبْعَدَ رَجُلَيْنِ مِنَ الْاَنْصَارِ دَارًا مِنْ مَّسْجِدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ لَاَبُوْ لُبَابَةَ بْنِ عَبْدِ الْمُنْذِرِ اَخُوْ بَنِيْ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ وَاَبُوْ عَبْسِ بْنُ خَيْرٍ اَحَدُ بَنِيْ حَارِثَةَ دَارُ اَبِيْ لُبَابَةَ بِقُبَاءَ وَدَارُ اَبِيْ عَبْسٍ فِيْ بَنِيْ حَارِثَةَ ثُمَّ اِنْ كَانَا لَيُصَلِّيَانِ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ الْعَصْرَ ثُمَّ يَأْتِيَانِ قَوْمَهُمَا وَمَا صَلُّوْهَا لِتَبْكِيْرِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ بِهَا .

১০৪৪. আলী ইব্ন মা'বাদ (রা)..... আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ অপেক্ষা আসরের সালাত জলদি আদায়কারী কেউ ছিল না। আনসারের দুই ব্যক্তির ঘর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর মসজিদ (মসজিদে নববী) থেকে দূরে ছিল। (এক) আবূ লুবাবা ইব্ন আব্দিল মুন্যির, যিনি বনূ আমর ইব্ন আওফ গোত্রীয় ছিলেন এবং (দ্বিতীয়জন) আবূ আবাস ইব্ন খায়র, যিনি ছিলেন বনূ হারিসা গোত্রীয়। আবূ লুবাবা (রা)-এর বাড়ি ছিল 'কূবা' (পল্লীতে) এবং আবূ আবাস (রা)-এর বাড়ি ছিল বনূ হারিসা গোত্রে। এঁরা দুইজন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সঙ্গে আসরের সালাত আদায় করে নিজ নিজ সম্প্রদায়ের নিকট আসতেন এবং তাঁদেরকে দেখতে পেতেন যে তাঁরা তখনও সালাত আদায় করেননি। (আর এটা এ জন্য হত যে,) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তা (আসর) জলদি পড়তেন।

١٠٤٥- حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِيْ دَاؤُدَ قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ قَالَ اَنَا مَالِكٌ عَنْ اِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِيْ طَلْحَةَ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كُنَّا نُصَلِّي الْعَصْرَ ثُمَّ يَخْرُجُ الْاِنْسَانُ اِلَى بَنِيْ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ فَيَجِدُهُمْ يُصَلُّوْنَ الْعَصْرَ .

১০৪৫. ইব্‌ন আবী দাঊদ (র)...... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমরা আসরের সালাত আদায় করতাম। তারপর কোন ব্যক্তি বনূ আমর ইব্‌ন আওফের নিকট চলে যেত এবং তাদেরকে আসরের সালাত আদায়রত পেত।

١٠٤٦- حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا نُعَيْمُ قَالَ ثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ قَالَ اَنَا مَالِكُ بْنُ اَنَسٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ الزُّهْرِىُّ وَاِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰه ﷺ كَانَ يُصَلِّى الْعَصْرَ ثُمَّ يَذْهَبُ الذَّاهِبُ اِلٰى قُبَاءَ قَالَ اَحَدُهُمَا وَهُمْ يُصَلُّوْنَ وَقَالَ الْاٰخَرُ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ .

১০৪৬. ইব্‌ন আবী দাঊদ (র)..... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আসরের সালাত এমন সময় আদায় করতেন, তারপর কোন গমনকারী 'কূবা' পর্যন্ত যেত। (বর্ণনাকারী) যুহরী (র) অথবা ইসহাকের মধ্যে একজন বলেন, তারা (কূবাবাসী তখন) সালাতরত থাকত। অন্যজন বলেন, সূর্য তখনও উপরে (উজ্জ্বল) থাকত।

١٠٤٧- حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ قَالَ اَنَا مَالِكُ عَنْ الزُّهْرِىِّ عَنْ اَنَسٍ وَحَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ اَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَنَّ مَالِكًا حَدَّثَهُ عَنْ اِبْنِ شِهَابٍ عَنْ اَنَسٍ قَالَ كُنَّا نُصَلِّى الْعَصْرَ ثُمَّ يَذْهَبُ الذَّاهِبُ اِلٰى قُبَاءَ فَيَاْتِيْهِمْ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ .

১০৪৭. ইব্‌ন আবী দাঊদ (র) ও ইউনুস (র) আনাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমরা এমন সময় আসরের সালাত আদায় করতাম যে, কোন গমনকারী 'কুবা' পর্যন্ত যেত। গমনকারী কুবাবাসীদের নিকটে এমন সময় পৌঁছতেন যে, সূর্য তখনও উপরে (উজ্জ্বল) থাকত।

١٠٤٨- حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا نُعَيْمُ قَالَ ثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ قَالَ اَنَا مَعْمَرُ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ اَنَسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰه ﷺ كَانَ يُصَلِّى الْعَصْرَ ثُمَّ يَذْهَبُ الذَّاهِبُ اِلَى الْعَوَالِىْ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ قَالَ الزُّهْرِىُّ وَالْعَوَالِىْ عَلَى الْمِيْلَيْنِ وَالثَّلٰثَةِ وَاَحْسِبُهُ قَالَ وَالْاَرْبَعَةِ .

১০৪৮. ইব্‌ন আবী দাঊদ (র)...... আনাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এমন সময় আসরের সালাত আদায় করতেন যে, কোন গমনকারী 'আওয়ালী' (মদীনার পার্শ্ববর্তী উঁচু মহল্লা)-তে পৌঁছাত, সূর্য তখনও উপরে (উজ্জ্বল) থাকত। ইমাম যুহরী (র) বলেন ঃ 'আওয়ালী' দুই-তিন মাইল দূরে অবস্থিত ছিল। আমার ধারণা তিনি চার মাইলেরও উল্লেখ করেছেন।

١٠٤٩- حَدَّثَنَا يُوْنُسُ بْنُ عَبْدِ الْاَعْلٰى قَالَ ثَنَا شُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثِ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ يُصَلِّى الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ حَيَّةٌ فَيَذْهَبُ الذَّاهِبُ اِلَى الْعَوَالِىْ فَيَاْتِى الْعَوَالِىْ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ .

১০৪৯. ইউনুস ইব্‌ন আবদিল আ'লা (র)..... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আসরের সালাত এমন সময় আদায় করতেন যে, সূর্য তখনও অনেক উপরে উজ্জ্বল থাকত। কোন গমনকারী 'আওয়ালী'তে গমন করত এবং 'আওয়ালী'তে এমন সময় পৌঁছাত যে সূর্য তখনও উপরে (উজ্জ্বল) থাকত।

١٠٥٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ رَجَاءٍ قَالَ اَنَا زَائِدَةُ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ رَبِعِيِّ قَالَ ثَنَا اَبُو الْاَبْيَضِ قَالَ ثَنَا اَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُصَلِّيْ بِنَا الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ بَيْضَاءُ ثُمَّ اَرْجِعُ اِلٰى قَوْمِيْ وَهُمْ جُلُوْسٌ فِيْ نَاحِيَةِ الْمَدِيْنَةِ فَاَقُوْلُ لَهُمْ قُوْمُوْا فَصَلُّوْا فَاِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَدْ صَلّٰى .

১০৫০. মুহাম্মদ ইব্‌ন খুযায়মা (র)..... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদেরকে নিয়ে এমন সময় আসরের সালাত আদায় করতেন যে, সূর্য তখনও উজ্জ্বল থাকত। তারপর আমি আমার গোত্রের নিকট ফিরতাম, দেখতাম, তারা মদীনার এক প্রান্তে বসে রয়েছে। আমি তাদেরকে বলতামঃ উঠ, সালাত আদায় কর, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সালাত আদায় করে ফেলেছেন।

বিশ্লেষণ

আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত এই হাদীসে বৈপরিত্য রয়েছে। আসিম ইব্‌ন উমার ইব্‌ন কাতাদা (র), ইসহাক ইব্‌ন আবদুল্লাহ (র) ও আবুল আব্‌ইয়ায (র) আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে যা রিওয়ায়াত করেছেন, তা জলদি সালাত আদায়ের স্বপক্ষে প্রমাণ বহন করে। যেহেতু তাঁদের হাদীসে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তা (আসরের সালাত) এমন সময় আদায় করতেন যে, কোন গমনকারী তাঁদের উল্লিখিত স্থানে গমন করত এবং তাঁদেরকে এ অবস্থায় পেত যে, তারা তখনও সালাত আদায় করেনি। আর আমরা জ্ঞাত আছি যে, তাঁরা সূর্যের রং হলদে হওয়ার পূর্বেই সালাত আদায় করে নিতেন। সুতরাং এটা জলদি পড়ার দলীল।

ইমাম যুহরী (র) আনাস (রা)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে যা রিওয়ায়াত করেছেন যে, "আমরা নবী ﷺ-এর সঙ্গে এমন সময় আসরের সালাত আদায় করতাম যে, আমরা 'আওয়ালী'তে পৌঁছলেও সূর্য তখনও ঊর্ধ্বাকাশে থাকত। সম্ভবত তা উপরেও থাকত অথচ হলদেও হয়ে যেত।

অতএব আনাস (রা)-এর এই হাদীসে 'ইয্‌তিরাব' দিব্যমান। কারণ, যা কিছু যুহরী (র) তাঁর থেকে রিওয়ায়াত করেছেন এর মর্ম ওই হাদীসের পরিপন্থী, যা ইসহাক ইব্‌ন আব্‌দিল্লাহ (র), আসিম ইব্‌ন উমার (র) ও আবূ আব্‌ইয়ায (র) আনাস (রা) থেকে রিওয়ায়াত করেছেন। সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আনাস (রা) ব্যতীত অন্যদের থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। তা থেকে কিছু নিম্নরূপ ঃ

١٠٥١- حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِيْ دَاوُدَ وَفَهْدُ قَالاَ حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمَاعِيْلَ قَالَ ثَنَا وُهَيْبُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ ثَنَا اَبُوْ وَاقِدِ اللَّيْثِيُّ قَالَ ثَنَا اَبُوْ اَرْوٰى قَالَ كُنْتُ اُصَلِّيْ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ

الْعَصْرَ بِالْمَدِيْنَةِ ثُمَّ اٰتِى الشَّجَرَةَ ذَالْحُلَيْفَةَ قَبْلَ اَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ وَهِىَ عَلٰى رَأْسِ فَرْسَخَيْنِ .

১০৫১. ইব্‌ন আবী দাঊদ (র) ও ফাহাদ (র)...... আবূ আরওয়া (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি মদীনাতে নবী (সা)-এর সঙ্গে আসরের সালাত আদায় করতাম। তারপর সূর্য অস্তমিত হওয়ার পূর্বে যুলহুলায়ফার গাছের নিকট চলে আসতাম। আর এটা দুই 'ফারসাখ' (ছয়মাইল) দূরে অবস্থিত।

এই হাদীসে ব্যক্ত হয়েছে যে, তিনি আসরের সালাতের পরে সূর্য অস্তমিত হওয়ার পূর্বে দুই 'ফারসাখ' দূরত্ব অতিক্রম করতেন। সম্ভবত ওই ভ্রমণ পদব্রজে হবে। আবার হতে পারে ওই ভ্রমণ উট বা অন্য কোন বাহনের মাধ্যমে ছিল। আমরা বিষয়টি নিতান্ত গভীরভাবে লক্ষ্য করেছি, এবং দেখছি ঃ

١٠٥٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اِسْمَاعِيْلَ بْنِ سَالِمِ الصَّائِغُ قَالَ ثَنَا مُعَلّٰى وَاَحْمَدُ بْنُ اِسْحَاقَ الْحَضْرَمِىُّ قَالاَ ثَنَا وُهَيْبُ عَنْ اَبِىْ وَاقِدٍ قَالَ ثَنَا اَبُوْ اَرْوٰى قَالَ كُنْتُ اُصَلِّى الْعَصْرَ مَعَ النَّبِىِّ ﷺ ثُمَّ اَمْشِىْ اِلٰى ذِى الْحُلَيْفَةِ فَاٰتِيْهِمْ قَبْلَ اَنْ تَغِيْبَ الشَّمْسُ .

১০৫২. মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমাঈল ইব্‌ন সালিম আস-সায়িগ (র)...... আবূ আরওয়া (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি নবী ﷺ-এর সঙ্গে আসরের সালাত আদায় করতাম। তারপর পদব্রজে যুলহুলায়ফা অভিমুখে যেতাম। সূর্য অস্তমিত হওয়ার পূর্বে আমি তাঁদের নিকট পৌঁছে যেতাম।

এই হাদীসে ব্যক্ত হয়েছে যে, তিনি সেখানে পদব্রজে যেতেন এবং তাঁর এ কথা বলা "সূর্য অস্তমিত হওয়ার পূর্বে" (পৌঁছে যেতেন), সম্ভবত সূর্য হলদে হয়ে যেত এবং তা খুব সামান্যই অবশিষ্ট থাকত। আবূ মাসঊদ (রা) থেকেও অনুরূপ বর্ণিত আছে ঃ

١٠٥٣- حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ صَالِحٍ قَالَ ثَنَا اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِىْ يَزِيْدُ بْنُ اَبِىْ حَبِيْبٍ عَنْ اُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ شِهَابٍ قَالَ سَمِعْتُ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ يَقُوْلُ اَخْبَرَنِى بَشِيْرُبْنُ اَبِىْ مَسْعُوْدٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُصَلِّىْ صَلٰوةَ الْعَصْرِ وَالشَّمْسُ بَيْضَاءُ مُرْتَفِعَةٌ يَسِيْرُ الرَّجُلُ حِيْنَ يَنْصَرِفُ مِنْهَا اِلٰى ذِى الْحُلَيْفَةِ سِتَّةَ اَمْيَالٍ قَبْلَ غُرُوْبِ الشَّمْسِ .

১০৫৩. ইব্‌ন আবী দাঊদ (র)...... বাশীর ইব্‌ন আবূ মাসঊদ (র) তাঁর পিতা আবূ মাসঊদ (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এমন সময় আসরের সালাত আদায় করতেন যে, সূর্য তখনও ঊর্ধ্বাকাশে উজ্জ্বল থাকত। আর তা থেকে অবসর হওয়ার পর কোন ব্যক্তি সূর্য অস্তমিত হওয়ার পূর্বে ছয় মাইল দূরে অবস্থিত যুলহুলায়ফায় পৌঁছে যেত।

ব্যাখ্যা

এই হাদীসটিও আবূ আরওয়া (রা)-এর হাদীসের অনুকূলে রয়েছে। এই হাদীসে তিনি এই বাক্যটি বৃদ্ধি করেছেন ঃ "তিনি এমন সময় তা (আসরের সালাত) আদায় করতেন যে, তখনও সূর্য ঊর্ধ্বাকাশে (উজ্জ্বল) থাকত।" এতে প্রমাণিত হয় যে, তিনি তা বিলম্বেও আদায় করতেন।

আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকেও এক হাদীস বর্ণিত আছে, যা এর স্বপক্ষে প্রমাণ বহন করে ঃ

١٠٥٤– حَدَّثَنَا نَصَّارُ بْنُ حَرْبٍ الْمِسْمَعِيُّ الْبَصْرِيُّ قَالَ ثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ رِبْعِيٍّ عَنْ اَبِى الْاَبْيَضِ عَنْ اَنَسٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُصَلِّىْ صَلٰوةَ الْعَصْرِ وَالشَّمْسُ بَيْضَاءُ مُحَلِّقَةٌ .

১০৫৪. নাস্সার ইব্ন হারব মিসমাঈ বসরী (র)..... আনাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এমন সময় আসরের সালাত আদায় করতেন, যখন সূর্য ঊর্ধ্বাকাশে উজ্জ্বল থাকত।

বিশ্লেষণ

এই হাদীসে আনাস (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে সংবাদ দিচ্ছেন যে, তিনি তা এমন সময় আদায় করতেন যখন সূর্য ঊর্ধ্বাকাশে উজ্জ্বল থাকত। এতে প্রমাণিত হয় যে, তিনি কখনও তা বিলম্বে আদায় করতেন এবং সালাত আদায় করার সময় এবং সূর্য অস্তমিত হওয়ার মাঝখানে এতটুকু সময় থাকত যে, কোন ব্যক্তি যুলহুলায়ফা এবং ওই সমস্ত স্থানসমূহের দিকে যেতে পারত, যা এই সমস্ত হাদীসে ব্যক্ত হয়েছে। আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে এ বিষয়ে এটাও বর্ণিত আছে ঃ

١٠٥٥– حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيْرٍ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ اَبِى صَدَقَةَ مَوْلٰى اَنَسٍ عَنْ اَنَسٍ اَنَّهُ سُئِلَ عَنْ مَّوَاقِيْتِ الصَّلٰوةِ فَقَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُصَلِّىْ صَلٰوةَ الْعَصْرِ مَا بَيْنَ صَلاَتَيْكُمْ هَاتَيْنِ .

১০৫৫. ইবরাহীম ইব্ন মারযুক (র)...... আনাস (রা)-এর আযাদকৃত গোলাম আবূ সাদাকা (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, একবার তাঁকে [আনাস (রা)] সালাতের ওয়াক্ত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়। এতে তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আসরের সালাত তোমাদের এই দুই সালাতের মাঝখানে আদায় করতেন।

ব্যাখ্যা

এতে সম্ভাবনা রয়েছে যে, তাঁর বক্তব্য "এই দুই সালাতের মাঝখানে" দ্বারা যুহরের এবং মাগরিবের সালাতের মাঝখানে বুঝানো হয়েছে। এটা তাঁর আসরের সালাতের বিলম্বের স্বপক্ষে প্রমাণ বহন করে। আবার এটারও সম্ভাবনা আছে যে, এর দ্বারা উদ্দেশ্য হল তোমাদের জলদি করা এবং বিলম্ব করার মাঝখানে। এটাও বিলম্বের প্রমাণ, তবে অধিক বিলম্বের নয়। যখন হাদীসে আমাদের উল্লিখিত সেই সম্ভাবনা রয়েছে, আর আবুল আব্ইয়ায (র)-এর হাদীসে আনাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ওই সালাত এমন সময় আদায় করতেন, যখন সূর্য ঊর্ধ্বাকাশে উজ্জ্বল থাকত, এটা প্রমাণ বহন করে যে, তিনি কখনও তা বিলম্ব করে আদায় করতেন।

কোন ব্যক্তি যদি প্রশ্ন করে বলে যে, এটা কিভাবে হতে পারে, যেখানে আনাস (রা) থেকে ঐ সমস্ত লোকদের প্রতি তিরস্কার বর্ণিত হয়েছে, যারা আসরের সালাত বিলম্ব করে এবং প্রশ্নকারী নিম্নোক্ত রিওয়ায়াত উল্লেখ করেছে ঃ

١٠٥٦- حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ اَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَنَّ مَالِكًا حَدَّثَهُ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَنَّهُ قَالَ دَخَلْتُ عَلٰى اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ بَعْدَ الظُّهْرِ فَقَامَ يُصَلِّى الْعَصْرَ فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ صَلٰوتِهٖ ذَكَرْنَا تَعْجِيْلَ الصَّلٰوةِ اَوْ ذَكَرَهَا فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ تِلْكَ صَلٰوةُ الْمُنَافِقِيْنَ قَالَهَا ثَلَاثًا يَجْلِسُ اَحَدُهُمْ حَتّٰى اِذَا اَصْفَرَتِ الشَّمْسُ وَكَانَتْ بَيْنَ قَرْنَىِ الشَّيْطَانِ قَامَ فَنَقَرَ اَرْبَعًا لَايَذْكُرُ اللّٰهَ فِيْهِنَّ اِلاَّ قَلِيْلاً .

১০৫৬. ইউনুস (র) ...... আলা ইব্ন আব্দির রহমান (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি একবার যুহরের সালাতের পরে আনাস ইব্ন মালিক (রা)-এর নিকট গেলাম। তারপর তিনি দাঁড়িয়ে আসরের সালাত আদায় করা আরম্ভ করে দিলেন। যখন সালাত শেষ করলেন তখন আমরা সালাত জলদি আদায় করার প্রসঙ্গ উল্লেখ করলাম অথবা তিনি নিজেই তা উল্লেখ পূর্বক বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলতে শুনেছি ঃ "এতো মুনাফিকদের সালাত" কথাটি তিনি তিনবার বলেছেন। তাদের কেউ (সূর্যের প্রতীক্ষায়) বসে থাকে। অবশেষে যখন সূর্য হলদে হয়ে যায় এবং তা শয়তানের দুই শিংয়ের মাঝে পৌঁছে যায় (আর অস্তগমনের নিকটবর্তী হয়ে যায়) তখন সে উঠে দাঁড়ায় আর চারটি ঠোকর দিয়ে দেয়। এতে সে আল্লাহ্র স্মরণ খুব কমই করে থাকে।

উত্তরে তাকে বলা হবে ঃ বস্তুত আনাস (রা) এই হাদীসে কোন্ ধরনের বিলম্বকরণ মাকরূহ, তা বর্ণনা করেছেন। আর এটা সেই বিলম্বকরণ, যার পরে আসরের সালাত শুধু মাত্র চার রাক'আত আদায় করা সম্ভবপর হয় এবং আল্লাহ্র স্মরণ খুব কমই হয়ে থাকে। কিন্তু সেই সালাত যা নিশ্চিন্ত মনে, সুস্থিরভাবে আদায় করা যায় এবং তাতে নিশ্চিন্তমনে আল্লাহ্র স্মরণ করা যায় সূর্যের রং পরিবর্তন হওয়ার পূর্বে, তার সাথে ওই প্রথমোক্ত বিষয়ের কোন সম্পর্ক নেই। আমাদের জন্য এই সমস্ত হাদীসের বিষয়ে সর্বোত্তম পন্থা হল, ওই রিওয়ায়াতগুলোর ঐকমত্যের মর্মকে বের করা এবং প্রয়োগ করা, বৈপরিত্য ও ভিন্নতা পরিহার করা। সুতরাং যা কিছু আলা (রা) আনাস (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন তাকে এরূপ বিলম্বকরণ সাব্যস্ত করব যা মাকরূহ। আর তা আদায় করার মুস্তাহাব ওয়াক্ত সাব্যস্ত করব ওই সময়কে, যা আবুল আব্ইয়ায (র) আনাস (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। আবূ মাসঊদ (রা) ও এ বিষয়ে তার সাথে একাত্মতা প্রকাশ করেছেন।

যদি কোন প্রশ্নকারী বলে যে, আয়েশা (রা) থেকেও তো তা জলদি আদায় করার স্বপক্ষে প্রমাণ বহনকারী রিওয়ায়াত বর্ণিত আছে? যেমন প্রশ্নকারী নিম্নোক্ত রিওয়ায়াত উল্লেখ করেছে ঃ

١٠٥٧- حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ اَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَنَّ مَالِكًا حَدَّثَهُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ قَالَ حَدَّثَتْنِى عَائِشَةُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّى الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ فِىْ حُجْرَتِهَا قَبْلَ اَنْ تَظْهَرَ .

১০৫৭. ইউনুস (র) ...... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এমন সময় আসরের সালাত আদায় করতেন যে, তখনও সূর্যের আলো আমার কক্ষের মাঝে ছিল এবং তখনও তা প্রকাশ হত না (আলো বাইরে বের হত না)।

١٠٥٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ ثَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ الْمِنْهَالِ قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ سَمِعَ عُرْوَةَ يُحَدِّثُ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُصَلِّى الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ فِى حُجْرَتِهَا لَمْ يَفِىْءُ الْفَىْءُ بَعْدُ .

১০৫৮. মুহাম্মদ ইব্ন খুযায়মা (র) ..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী ﷺ এমন সময় আসরের সালাত আদায় করতেন যে, তখনও সূর্যের আলো আমার কক্ষের মাঝে ছিল এবং তখনও ছায়া হত না।

উত্তরে তাকে বলা হবে ঃ সম্ভবত কখনও এরূপই হত। আবার কখনও তিনি আসরের সালাতকে বিলম্বে আদায় করতেন। কিন্তু তাঁর কক্ষ ছোট হওয়ার কারণে সূর্যের আলো শুধুমাত্র সূর্য অস্তমিত হওয়ার নিকটবর্তী সময় তার (কক্ষ) থেকে বিচ্ছিন্ন হত। সুতরাং এই হাদীসে আসরের সালাত জলদি আদায় করার ব্যাপারে কোনরূপ প্রমাণ নেই। এ বিষয়ে নিম্নোক্ত রিওয়ায়াত উল্লেখ করা হয় ঃ

١٠٥٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ ثَنَا الْحَجَّاجُ قَالَ ثَنَا حَمَّادُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّهَا قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّى صَلٰوةَ الْعَصْرِ وَالشَّمْسُ طَالِعَةٌ فِى حُجْرَتِى .

১০৫৯. মুহাম্মদ ইব্ন খুযায়মা..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী করীম ﷺ আসরের নামায পড়তেন আর সূর্যের আলো তখনো আমার কক্ষে স্পষ্ট থাকতো।

١٠٦٠ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْغَنِىِّ بْنُ اَبِىْ عَقِيْلٍ قَالَ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ زِيَادٍ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا سَعِيْدُ بْنُ عَامِرٍ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ يَسَارِ بْنِ سَلاَمَةَ قَالَ دَخَلْتُ مَعَ اَبِىْ عَلٰى اَبِىْ بَرْزَةَ فَقَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُصَلِّى الْعَصْرَ فَيَرْجِعُ الرَّجُلُ اِلٰى اَقْصَى الْمَدِيْنَةِ وَالشَّمْسُ حَيَّةٌ .

১০৬০. আবদুল গনী ইব্ন আবী আকীল (র) ও ইব্ন মারযূক (র) ..... ইয়াসার ইব্ন সালামা (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, একবার আমি আমার পিতার সঙ্গে আবূ বারযা (রা)-এর নিকট উপস্থিত হলাম। তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এমন সময় আসরের সালাত আদায় করতেন যে, কোন ব্যক্তি (সালাতের পর) মদীনার অপর প্রান্তে ফিরে যেত, তখনও সূর্য উজ্জ্বল থাকত।

তাকে বলা হবে যে, সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আমাদের উত্তর প্রসঙ্গে এই অনুচ্ছেদের পূর্ববর্তী অংশে আলোচনা করা হয়েছে। তাই এই সমস্ত রিওয়ায়াতের মাঝে সমন্বয় সাধন ও সঠিক মর্ম নির্ধারণের পর আমরা

এতে এরূপ কোন বিষয় পাইনা, যা আসরের সালাত বিলম্বে আদায় করার স্বপক্ষে প্রমাণ বহন করে। তা ছাড়া আমরা আসরের সালাত জলদি আদায় করার ব্যাপারে যেসব রিওয়ায়াত পাই তার সাথে সাথে সেগুলোর পরিপন্থী রিওয়ায়াতও দেখতে পাই। সুতরাং আমরা আসরের সালাত বিলম্বে আদায় করা মুস্তাহাব সাব্যস্ত করেছি। (কিন্তু অধিক বিলম্বে নয়, বরং) এমন সময় তা আদায় করা হবে, যখন সূর্য উজ্জ্বল থাকবে এবং তা আদায়ের পর সূর্য অস্তমিত হওয়ার পূর্বে বেশ কিছু সময় অবশিষ্ট থাকবে। যদি আমরা গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করা বাদ দেই তাহলে সকল সালাতকে তার আওয়াল ওয়াক্তে জলদি আদায় উত্তম মনে হবে। কিন্তু রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে যা বর্ণিত আছে এবং যা মুতাওয়াতির রিওয়ায়াতসমূহ দ্বারা সাব্যস্ত রয়েছে তার উপর আমল করা সর্বোত্তম হবে। তাঁর (ﷺ) পরবর্তী সাহাবীগণ থেকেও সংশ্লিষ্ট বিষয়ের সমর্থনে (হাদীস) বর্ণিত আছে ঃ

١٠٦١– حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ اَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَنَّ مَالِكًا حَدَّثَهُ عَنْ نَافِعٍ اَنَّ عُمَرَ كَتَبَ اِلٰى عُمَّالِهٖ اَنَّ اَهَمَّ اَمْرِكُمْ عِنْدِى الصَّلٰوةُ مَنْ حَفِظَهَا وَحَافَظَ عَلَيْهَا حَفِظَ دِيْنَهُ وَمَنْ ضَيَّعَهَا فَهُوَ لِمَا سِوَاهَا اَضْيَعُ صَلُّوْا الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ بَيْضَاءُ نَقِيَّةٌ قَدْرَ مَا يَسِيْرُ الرَّاكِبُ فَرْسَخَيْنِ وَثَلاَثَةً .

১০৬১. ইউনুস (র) ..... নাফি' (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, উমার (রা) তাঁর গভর্ণরদের উদ্দেশ্যে লিখলেন ঃ "আমার নিকট তোমাদের সর্বাপ্রেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ কাজ হল সালাত। যে ব্যক্তি এর হিফাযত করবে সে নিজের দ্বীনের হিফাযত করল, আর যে ব্যক্তি তা বিনষ্ট করবে সে তো (সালাত ব্যতীত) অপরাপর বিধানকে অধিক বিনষ্টকারী হবে। আসরের সালাতকে এমন সময় আদায় করবে, যখন সূর্য ঊর্ধ্বাকাশে উজ্জ্বল ও নির্মল থাকবে এবং কোন আরোহী দুই বা তিন ফরসাখ দূরত্ব অতিক্রম করতে সক্ষম হবে।"

١٠٦٢– حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ قَالَ ثَنَا يَزِيْدُ بْنُ اَبِىْ حَكِيْمٍ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ اَبَانٍ عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ كُنَّا مَعَ اَبِىْ هُرَيْرَةَ فِىْ جَنَازَةٍ فَلَمْ يُصَلِّ الْعَصْرَ وَسَكَتَ حَتّٰى رَاجَعْنَاهُ مِرَارًا فَلَمْ يُصَلِّ الْعَصْرَ حَتّٰى رَاَيْنَا الشَّمْسَ عَلٰى رَأْسِ اَطْوَلِ جَبَلٍ بِالْمَدِيْنَةِ .

১০৬২. ইব্ন আবী দাঊদ (র) ...... ইক্রামা (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, একবার আমরা এক জানাযায় আবূ হুরায়রা (রা)-এর সঙ্গে ছিলাম। তিনি আসরের সালাত আদায় করলেন না এবং চুপ রইলেন। অবশেষে আমরা বারবার তাঁর নিকট সালাত আদায়ের জন্য অনুরোধ জানালাম। কিন্তু তিনি আসরের সালাত আদায় করলেন না, যতক্ষণ না আমরা মদীনার সর্বাপেক্ষা উঁচু পাহাড়ের চূড়ায় সূর্য (আলো) দেখতে পাই।

١٠٦٣– حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا اَبُوْ عَامِرٍ قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ
اِبْرَاهِيْمَ قَالَ كَانَ مَنْ قَبْلَكُمْ اَشَدَّ تَعْجِيْلاً لِّلظُّهْرِ وَاَشَدَّ تَاْخِيْراً لِّلْعَصْرِ مِنْكُمْ .

১০৬৩. ইব্‌ন মারযূক (র) ..... ইবরাহীম (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, তোমাদের পূর্ববর্তী লোকেরা [সাহাবী (রা)] যুহরের ক্ষেত্রে তোমাদের তুলনায় বেশি জলদি করতেন এবং আসরের ক্ষেত্রে বেশি বিলম্ব করতেন।

বিশ্লেষণ

এদিকে উমার ইব্‌ন খাত্তাব (রা), তাঁর গভর্ণরদের উদ্দেশ্যে লিখছেন। আর তাঁরা হলেন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সাহাবা। তিনি ﷺ তাঁদেরকে আসরের সালাত এমন সময় আদায় করতে নির্দেশ দিতেন যখন সূর্য ঊর্ধ্বাকাশে উজ্জ্বল থাকত। তারপর আবূ হুরায়রা (রা) তা এমন বিলম্ব করে আদায় করেছেন যে, ইকরামা (রা) সূর্যকে মদীনার সর্বাপেক্ষা উঁচু পাহাড়ের চূড়ায় দেখেছেন। তারপর ইবরাহীম (র) তাঁর পূর্ববর্তী মনীষীদের অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সাহাবীগণ এবং আবদুল্লাহ্ [ইব্‌ন মাসঊদ (রা)]-এর শিষ্যদের ব্যাপারে বলছেন যে, তাঁরা আসরের ক্ষেত্রে পরবর্তীদের তুলনায় বেশি বিলম্ব করে আদায় করতেন। বস্তুত যখন সাহাবীগণের আমল ও বক্তব্য এভাবে এসেছে যেমনটি আমরা উল্লেখ করেছি। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকেও বর্ণিত আছে যে, তিনি এমন সময় তা আদায় করতেন যে, তখনও সূর্য ঊর্ধ্বাকাশে থাকত। কতেক রিওয়ায়াতে 'মুহাল্লিকা' (ঊর্ধ্বাকাশে) শব্দ এসেছে। সুতরাং এই সমস্ত হাদীসকে গ্রহণ করা এবং এর পরিপন্থীকে পরিত্যাগ করা ওয়াজিব। আর লোকজন আসরের সালাতকে বিলম্ব করবে, কিন্তু এতটুকু বিলম্ব না হয় যে, বিলম্বকারী সেই ওয়াক্ত পর্যন্ত পৌঁছে যায় যার ব্যাপারে আলী (রা)-এর রিওয়ায়াতে আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন, এতো মুনাফিকদের সালাত। এটাই সেই ওয়াক্ত, যে পর্যন্ত আসরের সালাতকে বিলম্ব করা মাকরূহ। কিন্তু এর পূর্বের ওয়াক্ত যতক্ষণ পর্যন্ত সূর্যের রং হলদে হয়ে না যায়, যে কোন লোকের জন্য সেই ওয়াক্তে আসরের সালাত আদায় করা সম্ভবপর এবং নিশ্চিন্ত মনে তাতে আল্লাহ্‌র যিকির করতে সক্ষম হয়; সূর্য অনুরূপ থাকা অবস্থায় সালাত থেকে বের হতে (শেষ করতে) সক্ষম হয়, তাহলে সেই ওয়াক্ত পর্যন্ত আসরের সালাতকে বিলম্ব করাতে কোন অসুবিধা নেই। আর এটা সেই সমস্ত মুতাওয়াতির রিওয়ায়াত মুতাবিক উত্তম, যা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এবং তাঁর পরবর্তী সাহাবা থেকে বর্ণিত আছে।

আবূ কিলাবা (র) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেছেন, 'আসর'কে বিলম্বের কারণে 'আসর' বলা হয় ঃ

١٠٦٤– حَدَّثَنَا بِذٰلِكَ صَالِحُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ الْاَنْصَارِىُّ قَالَ
ثَنَا سَعِيْدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ ثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ اَنَا خَالِدُ عَنْ اَبِىْ قِلَابَةَ قَالَ اِنَّمَا سُمِّيَتِ
الْعَصْرُ لِتَعَصُّرٍ .

১০৬৪. সালিহ ইব্ন আব্দির রহমান ইব্ন আম্‌র ইব্ন হারিস আনসারী (র)...... আবূ কিলাবা (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন ঃ আসরকে বিলম্বের কারণে 'আসর' বলা হয়।

সুতরাং আবূ কিলাবা (র) বলছেন যে, এর এই নাম এজন্য হয়েছে, যেহেতু এটা আদায করার পন্থা হল বিলম্ব করা। তাই আসরের সেই ওয়াক্তের বিলম্বকে আমরা মুস্তাহাব মনে করি। কিন্তু এতটুকু বিলম্ব যেন না হয় যে, তাতে সূর্যের রং পরিবর্তিত হয়ে যায় বা তাতে হলদে বর্ণ চলে আসে। ইমাম আবূ হানীফা (র), ইমাম আবূ ইউসুফ (র) ও মুহাম্মদ ইব্নুল হাসান (র)-এর এটাই অভিমত এবং আমরাও এটাই গ্রহণ করি।

যদি কোন প্রমাণ উপস্থাপনকারী আসরের সালাত জলদি আদায়ের ব্যাপারে নিম্নোক্ত হাদীস দ্বারা প্রমাণ উপস্থাপন করে ঃ

١٠٦٥- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ شُعَيْبٍ قَالَ ثَنَا بِشْرُ بْنُ بَكْرٍ قَالَ ثَنَا الْاَوْزَاعِيُّ قَالَ حَدَّثَنِيْ اَبُو النَّجَاشِيِّ قَالَ حَدَّثَنِيْ رَافِعٍ بْنُ خَدِيْجٍ قَالَ كُنَّا نُصَلِّى الْعَصْرَ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ ثُمَّ نَنْحَرُ الْجُزُوْرَ فَنَقْسِمُهُ عَشْرَ قِسَمٍ ثُمَّ نَطْبَخُ فَنَأْكُلُ لَحْمًا نَضِيْجًا قَبْلَ اَنْ تَغِيْبَ الشَّمْسُ .

১০৬৫. সুলায়মান ইব্ন শু'আইব (র) ...... বর্ণনা করেন যে, আবুন্নাজাশী (র) বলেন, আমার নিকট রাফি' ইব্ন খাদীজ (রা) বর্ণনা করেছেন ঃ "আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সঙ্গে আসরের সালাত আদায় করতাম। তারপর আমরা উট জবাই করতাম; তা দশভাগে বন্টন করতাম; এরপর রেঁধে পাকানো গোশত খেতাম; কিন্তু তখনও সূর্য অস্তমিত হত না।

তাকে বলা হবে ঃ সম্ভবত তাঁরা এই কাজ অত্যন্ত দ্রুত সম্পন্ন করতেন এবং আসরের সালাত বিলম্বে আদায় করা হত। সুতরাং আমাদের মতে এই হাদীসে আসরের সালাত বিলম্বে আদায় করার পক্ষে মত পোষণকারীদের বিরুদ্ধে কোনরূপ প্রমাণ নেই।

আমরা 'সালাতের ওয়াক্ত' শীর্ষক অনুচ্ছেদে বুরায়দা (রা)-এর হাদীসে উল্লেখ করেছি যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে যখন সালাতের ওয়াক্ত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছে; তখন তিনি প্রথম দিন আসরের সালাত এমন সময় আদায় করেছেন যখন সূর্য ঊর্ধ্বকাশে উজ্জ্বল ও নির্মল ছিল; তারপর দ্বিতীয় দিন তা এমন সময় আদায় করেছেন যখন সূর্য ঊর্ধ্বাকাশে ছিল। সুতরাং তিনি তা প্রথম দিন অপেক্ষা দ্বিতীয় দিন বেশি বিলম্বে আদায় করেছেন (প্রথম দিনও বিলম্ব করেছেন)। বস্তুত তিনি তা উভয় দিনে বিলম্ব করেছেন। অপরাপর সালাতের ন্যায় তা তিনি 'আউয়াল ওয়াক্তে' জলদি আদায় করেননি।

এতে সাব্যস্ত হল যে, আসরের সালাত আদায় করার উত্তম ওয়াক্ত হল সেটা, বিলম্বের পক্ষে মত পোষণকারীগণ যেটা গ্রহণ করেছেন। সেটা নয়, যা অপরাপর আলিমগণ গ্রহণ করেছেন।

॥ আযান ও সালাতের ওয়াক্ত শীর্ষক অধ্যায় সমাপ্ত ॥

١٣- بَابُ رَفْعِ الْيَدَيْنِ فِىْ اِفْتِتَاحِ الصَّلٰوةِ اِلٰى اَيْنَ يُبَلِّغُ بِهِمَا

১৩. অনুচ্ছেদ ঃ সালাতের শুরুতে কোন্ পর্যন্ত হাত উত্তোলন করবে

١٠٦٦- حَدَّثَنَا الرَّبِيْعُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْجِيْزِىُّ قَالَ ثَنَا اَسَدُ بْنُ مُوْسٰى قَالَ ثَنَا ابْنُ اَبِى ذِئْبٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ سَمْعَانَ مَوْلٰى الزُّرَقِيِّيْنَ قَالَ دَخَلَ عَلَيْنَا اَبُوْ هُرَيْرَةَ فَقَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا قَامَ اِلَى الصَّلٰوةِ رَفَعَ يَدَيْهِ مَدًّا ـ

১০৬৬. রবী' ইব্ন সুলায়মান আল-জীযী (র)...... যুরাকিয়্যীন এর আযাদকৃত গোলাম সাঈদ ইব্ন সাম্আন (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, একবার আবূ হুরায়রা (রা) আমাদের নিকট এলেন এবং বললেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন সালাতে দাঁড়াতেন তখন হাত দু'টি প্রসারিত করে উপরে তুলতেন।

ব্যাখ্যা

একদল আলিম এমত পোষণ করেছেন যে, পুরুষ যখন সালাত শুরু করবে তখন হাত দু'টি প্রসারিত করে উপরে উঠাবে। কিন্তু তাঁরা এ ব্যাপারে কোন সীমা নির্দিষ্ট করেননি। তাঁরা এই হাদীস দ্বারা প্রমাণ পেশ করেন। পক্ষান্তরে অপরাপর আলিমগণ এ বিষয়ে তাঁদের বিরোধিতা করে বলেছেন যে, তার জন্য হাত দু'টি কাঁধ বরাবর উঠানো শ্রেয়। তাঁরা এ বিষয়ে নিম্নোক্ত হাদীসসমূহ দ্বারা প্রমাণ পেশ করেছেন ঃ

١٠٦٧- حَدَّثَنَا الرَّبِيْعُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمُؤَذِّنُ قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِى عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ اَبِى الزِّنَادِ عَنْ مُوْسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْاَعْرَجِ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ ابْنِ اَبِىْ رَافِعٍ عَنْ عَلِى بْنِ اَبِىْ طَالِبٍ عَنْ رَّسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَنَّهُ كَانَ اِذَا قَامَ اِلَى الصَّلٰوةِ الْمَكْتُوْبَةِ كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ ـ

১০৬৭. রবী' ইব্ন সুলায়মানুল মুআয্যিন (র) .... আলী ইব্ন আবী তালিব (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি যখন ফরয সালাতে দাঁড়াতেন তখন তাকবীর বলতেন এবং হাত দু'টি কাঁধ বরাবর উঠাতেন।

١٠٦٨- حَدَّثَنَا يُوْنُسُ بْنُ عَبْدِ الْاَعْلٰى قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِىَّ ﷺ اِذَا افْتَتَحَ الصَّلٰوةَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَتّٰى يُحَاذِىَ بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ ـ

১০৬৮. ইউনুস ইব্ন আবদিল আ'লা (রা) .... সালিম (র) তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে দেখেছি, তিনি যখন সালাত শুরু করতেন তখন হাত দু'টি কাঁধ বরাবর উপরে উঠাতেন।

١٠٦٩- حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ اَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَنَّ مَالِكًا حَدَّثَهُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ فَذَكَرَ بِاِسْنَادِهِ مِثْلَهُ -

১০৬৯. ইউনুস (র) ও ইব্ন মারযূক (র) .... ইব্ন শিহাব (র) থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

١٠٧٠- حَدَّثَنَا فَهْدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ ثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ قَالَ ثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عَمْرٍو عَنْ زَيْدِ بْنِ اَبِى اُنَيْسَةَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ رَأَيْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ حِيْنَ افْتَتَحَ الصَّلٰوةَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ فَسَاَلْتُهُ عَنْ ذٰلِكَ فَقَالَ رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ يَفْعَلُ ذٰلِكَ وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَفْعَلُ ذٰلِكَ -

১০৭০. ফাহাদ ইব্ন সুলায়মান (র) .... জাবির (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি সালিম ইব্ন আবদিল্লাহ (র)-কে দেখেছি, তিনি যখন সালাত শুরু করতেন তখন হাত দু'টি কাঁধ বরাবর উঠাতেন। আমি তাঁকে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন, আমি ইব্ন উমার (রা)-কে অনুরূপ করতে দেখেছি। এবং ইব্ন উমার (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে অনুরূপ করতে দেখেছি।

١٠٧١- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ عَاصِمٍ قَالَ ثَنَا عَبْدُ الْحَمِيْدِ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا حُمَيْدٍ السَّاعِدِيَّ فِىْ عَشْرَةٍ مِّنْ اَصْحَابِ النَّبِىِّ ﷺ اَحَدُهُمْ اَبُوْ قَتَادَةَ قَالَ قَالَ اَبُوْ حُمَيْدٍ اَنَا اَعْلَمُكُمْ بِصَلٰوةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالُوْا لِمَ فَوَاللّٰهِ مَا كُنْتَ اَكْثَرَنَا لَهُ تَبِعَةً وَّلَا اَقْدَمَنَا لَهُ صُحْبَةً فَقَالَ بَلٰى قَالُوْا فَاَعْرِضْ فَقَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا افْتَتَحَ الصَّلٰوةَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتّٰى يُحَاذِىَ بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ قَالَ فَقَالُوْا جَمِيْعًا صَدَقْتَ هٰكَذَا كَانَ يُصَلِّىْ -

১০৭১. আবূ বাক্রা (র) ...... মুহাম্মদ ইব্ন আমর ইব্ন আতা (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি আবূ হুমায়দ সাঈদী (রা)-কে বলতে শুনেছি এবং তিনি নবী ﷺ-এর দশজন সাহাবা'র সাথে উপস্থিত ছিলেন; যাদের মধ্যে আবূ কাতাদা (রা) ছিলেন অন্যতম। বর্ণনাকারী বলেন, আবূ হুমায়দ (রা) বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সালাত সম্পর্কে তোমাদের অপেক্ষা অধিক জ্ঞাত আছি। তাঁরা বললেন, কেন? আল্লাহ্র কসম! তুমি না-ত আমাদের অপেক্ষা অধিক তাঁর অনুসরণকারী, না তাঁর সংস্পর্শে আমাদের অপেক্ষা অগ্রগামী। তিনি বললেন, হ্যাঁ, কেন হবো না। তাঁরা (সাহাবা) বললেন, আচ্ছা উপস্থাপন করুন! তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন সালাত শুরু করতেন তখন হাত দু'টি কাঁধ বরাবর উঠাতেন। বর্ণনাকারী বলেন, তারপর তারা সকলে বললেন, আপনি সত্য বলেছেন। তিনি (সা) অনুরূপভাবে সালাত আদায় করতেন।

ব্যাখ্যা

ইমাম আবূ জা'ফর তাহাবী (র) বলেন, একদল আলিম এ মত গ্রহণ করেছেন। তাঁরা বলেন, সালাতের শুরুতে তাকবীর বলার সময় হাত দু'টি কাঁধ বরাবর উঠাবে, তা অতিক্রম করবে না। তাঁরা এ বিষয়ে এই সমস্ত হাদীস দ্বারা প্রমাণ পেশ করেছেন। আর আমাদের মতে আবূ হুরায়রা (রা)-এর হাদীসের বিষয়বস্তু এর পরিপন্থী নয়। যেহেতু তাতে এতটুকু উল্লেখ করা হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন সালাতে দাঁড়াতেন তখন হাত দু'টি প্রসারিত করে উঠাতেন। এই হাদীসে ঐ প্রসারিত দ্বারা শেষ প্রান্তের উল্লেখ নেই যে, কোন্ স্থান পর্যন্ত উঠাতেন। সম্ভবত দুই কাঁধ পর্যন্ত পৌঁছাতেন (উঠাতেন)। আবার এ সম্ভাবনাও রয়েছে যে, সালাতের পূর্বে দু'আর জন্য (হাত) উঠাতেন। তারপরে সালাতের জন্য তাকবীর বলতেন এবং দুই হাত কাঁধ বরাবর উঠাতেন।

সুতরাং আবূ হুরায়রা (রা)-এর হাদীস সালাতের জন্য দাঁড়াবার সময় দু'আর জন্য হাত উঠানোর ক্ষেত্রে এবং আলী (রা) ও ইব্ন উমার (রা)-এর হাদীস তার পরে সালাতের শুরুতে হাত উঠানোর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে– যেন এই সমস্ত হাদীসগুলো পরস্পর বিরোধী না হয়। এই বিষয়ে অপরাপর আলিমগণ (তাঁদের) বিরোধিতা করেছেন। তাঁরা বলেছেন, সালাতের শুরুতে হাত দুই কান পর্যন্ত উঠান হবে। তাঁরা এ বিষয়ে নিম্নোক্ত হাদীসসমূহ দ্বারা প্রমাণ দিয়েছেন ঃ

١٠٧٢– حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ اِسْمَاعِيْلَ قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ قَالَ ثَنَا يَزِيْدُ بْنُ اَبِىْ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ اَبِىْ لَيْلٰى عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ اِذَا كَبَّرَ لِافْتِتَاحِ الصَّلٰوةِ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتّٰى يَكُوْنَ اِبْهَامَاهُ قَرِيْبًا مِّنْ شَحْمَتَىْ اُذُنَيْهِ ـ

১০৭২. আবূ বাক্‌রা (র) ..... বারা ইব্ন আযিব (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, নবী ﷺ যখন সালাত শুরু করার জন্য তাকবীর বলতেন তখন হাত দু'টি এতটুকু উঠাতেন যে, তাঁর এই বৃদ্ধাঙ্গুলী দুই কানের লতির নিকটবর্তী হয়ে যেত।

١٠٧٣– حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا مُؤَمَّلُ قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِىَّ ﷺ حِيْنَ يُكَبِّرُ لِلصَّلٰوةِ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حِيَالَ اُذُنَيْهِ ـ

১০৭৩. আবূ বাক্‌রা (র) ...... ওয়াইল ইব্ন হুজর (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি নবী ﷺ-কে দেখেছি, যখন তিনি সালাতের জন্য তাকবীর বলতেন তখন হাত দু'টি উভয় কান পর্যন্ত উঠাতেন।

١٠٧٤– حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ ثَنَا يُوْسُفُ بْنُ عَدِىٍّ قَالَ ثَنَا اَبُو الْاَحْوَصِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ فَذَكَرَ بِاِسْنَادِهِ مِثْلَهُ ـ

১০৭৪. সালিহ ইব্ন আবদির রহমান (র) ...... আসিম ইব্ন কুলাইব (র) থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

١٠٧٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ يُوْنُسَ السُّوْسِيُّ الْكُوْفِيُّ قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ نُمَيْرٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِيْ عَرُوْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ نَصْرِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِثْلَهُ اِلاَّ اَنَّهُ قَالَ حَتّٰى يُجَاذِيَ بِهِمَا فَوْقَ اُذُنَيْهِ -

১০৭৫. মুহাম্মদ ইব্ন আমর ইব্ন ইউনুস আস-সূসী আল-কুফী (র) ...... মালিক ইব্ন হুয়াইরিস (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন। তবে তিনি বলেছেন, এমন কি তিনি হাত দুটি কানের উপরে নিয়ে যেতেন।

١٠٧٦- حَدَّثَنَا اَبُو الْحُسَيْنِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَخْلَدٍ الْاَصْبَهَانِيُّ قَالَ ثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ ثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ عَيَّاشٍ قَالَ ثَنَا عُتْبَةُ بْنُ اَبِيْ حَكِيْمٍ عَنْ عِيْسَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْعَدَوِيِّ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ سَهْلٍ عَنْ اَبِيْ حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ اَنَّهُ كَانَ يَقُوْلُ لِاَصْحَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَنَا اَعْلَمُكُمْ بِصَلٰوةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ كَانَ اِذَا قَامَ اِلَى الصَّلٰوةِ كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ حِذَاءَ وَجْهِهِ -

১০৭৬. আবুল হুসাইন মুহাম্মদ ইব্ন আবদিল্লাহ ইব্ন মুখাল্লাদ আল -ইসবাহানী (র) .... আবূ হুমায়দ আস-সাঈদী (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি সাহাবীগণকে লক্ষ্য করে বলতেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সালাত সম্পর্কে তোমাদের অপেক্ষা অধিক জ্ঞাত আছি। তিনি যখন সালাতে দাঁড়াতেন, তখন তাকবীর বলতেন এবং হাত দু'টি চেহারা বরাবর উঠাতেন।

ইমাম তাহাবী (র)-এর মন্তব্য

আবূ জা'ফর তাহাবী (র) বলেন, যখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণিত এই সমস্ত হাদীস, যাতে হাত উঠানোর উল্লেখ রয়েছে, তা কোন্ পর্যন্ত উঠাবে সে ব্যাপারে পরস্পর বিরোধি হয়ে গেল এবং আবূ হুরায়রা (রা)-এর হাদীস যা আমরা শুরুতে উল্লেখ করেছি, এর পরিপন্থী না হওয়া সাব্যস্ত হয়ে গেল, তাই আমরা চাচ্ছি, এই দুই বিষয়বস্তুকে গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করব যে, এর কোন্ বক্তব্য গ্রহণ করা উত্তম। আমরা দেখছি ঃ

١٠٧٧- فَاِذَا فَهْدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَدْ حَدَّثَنَا قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيْدِ بْنِ الْاَصْبَهَانِيُّ قَالَ اَنَا شَرِيْكُ عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ قَالَ اَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَرَاَيْتُهُ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حِذَاءَ اُذُنَيْهِ اِذَا كَبَّرَ وَاِذَا رَفَعَ وَاِذَا سَجَدَ فَذَكَرَ مِنْ هٰذَا مَا شَاءَ اللّٰهُ قَالَ ثُمَّ اَتَيْتُهُ مِنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ وَعَلَيْهِمُ الْاَكْسِيَةُ وَالْبَرَانِسُ فَكَانُوْا يَرْفَعُوْنَ اَيْدِيَهُمْ فِيْهَا وَاَشَارَ شَرِيْكُ اِلٰى صَدْرِهِ -

১০৭৭. ফাহাদ ইব্ন সুলায়মান (র) ......ওয়াইল ইব্ন হুজর (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি একবার নবী ﷺ-এর দরবারে উপস্থিত হলাম এবং তাঁকে দেখলাম, তিনি যখন

তাকবীর বলতেন, রুকূ করতেন ও সিজ্‌দা করতেন তখন দুই কান পর্যন্ত হাত উঠাতেন। আর আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় তিনি (ওয়াইল রা) আরো কিছু উল্লেখ করলেন। তারপর পরের বছর তাঁর নিকট এলাম এবং তাঁদের (সাহাবীগণের) পরণে ছিল চাদর ও টুপি। তাঁরা তার ভিতর থেকেই হাত উঠাতেন। বর্ণনাকারী শরীক (র) নিজের বুকের দিকে ইশারা করেছেন।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

সুতরাং ওয়াইল ইব্‌ন হুজর (রা) তাঁর এই হাদীসে বলছেন যে, তাঁরা নিজেদের হাত কাঁধ পর্যন্ত এ জন্য উঠাতেন যে, তখন তাঁদের হাত ঐ সমস্ত কাপড়ের (চাদরের) ভিতরে থাকত। আরো বলছেন, যখন তাদের হাত কাপড়ের ভিতরে না থাকত, তখন তা কান পর্যন্ত উঠাতেন। তাই আমরা তাঁর পূর্ণ রিওয়ায়াতের উপর আমল করেছি। আমাদের মতে যখন শীতের কারণে হাত কাপড়ের ভিতরে থাকত তখন যতটুকু সম্ভব হাত উঠাতেন আর তা হল দুই কাঁধ বরাবর। আর যখন হাত খোলা অবস্থায় থাকত তখন কান বরাবর উঠাতেন। যেমনটি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমল করেছেন।

বস্তুত ইব্‌ন উমার (রা)-এর হাদীসমূহ অনুরূপ হাদীস যাতে কাঁধ পর্যন্ত হাত উঠানোর বিষয় উল্লেখ রয়েছে, সেইগুলোকে হাত খোলা থাকা অবস্থার উপর প্রয়োগ করা জায়িয হবে না, যেহেতু সম্ভাবনা রয়েছে তা কাপড়ের ভিতরে ছিল। ফলে বিষয়টি ওয়াইল ইব্‌ন হুজ্‌র (রা)-এর হাদীসের পরিপন্থী সাব্যস্ত হবে এবং উভয় হাদীসের মধ্যে পরস্পরে বৈপরিত্য সৃষ্টি হবে। বরং আমরা উভয় হাদীস ঐকমত্যের উপর প্রয়োগ করার প্রয়াস পাব। তাই আমরা ইব্‌ন উমার (রা)-এর হাদীসকে সেই অবস্থার উপর প্রয়োগ করব যখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর হাত কাপড়ের ভিতরে থাকত। যা ওয়াইল ইব্‌ন হুজর (রা) তাঁর হাদীসে উদ্ধৃত করেছেন। পক্ষান্তরে ওয়াইল (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে যা কিছু রিওয়ায়াত করেছেন তা প্রয়োগ করব সেই অবস্থার উপর যে, তিনি তা করেছেন শীত না থাকার অবস্থায়, অর্থাৎ দুই কান বরাবর হাত উত্তোলন করেছেন। সুতরাং এই মত গ্রহণ করা এবং এর পরিপন্থীকে পরিত্যাগ করা মুস্তাহাব (উত্তম) হবে।

আর সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আলী (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে যা কিছু আমরা রিওয়ায়াত করেছি সেটা সঠিক নয়। তা আমরা শীঘ্রই 'রুকুতে হাত উঠানো' শীর্ষক অনুচ্ছেদে বর্ণনা করব ইন্‌শা আল্লাহ্। এই সমস্ত হাদীসের সঠিক মর্ম নির্ধারণের দ্বারা সব্যস্ত হল যে, ওয়াইল (রা) নবী ﷺ থেকে যা রিওয়ায়াত করেছেন তা এটাই যা আমরা পৃথক পৃথক বিস্তারিত বর্ণনা করেছি অর্থাৎ তিনি ﷺ যা শীতের অবস্থায় ও শীত না থাকা অবস্থায় করেছেন। আর এটাই হল ইমাম আবূ হানীফা (র), ইমাম আবূ ইউসুফ (র)ও ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর অভিমত।

١٤- بَابُ مَا يُقَالُ فِى الصَّلٰوة بَعْدَ تَكْبِيْرَةِ الْاِفْتِتَاحِ

১৪. অনুচ্ছেদ ঃ সালাতের প্রথম তাকবীরের পরে কি বলতে হয়?

١٠٧٨- حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ اَبِىْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ ظَفَرٍ عَبْدُ السَّلاَمِ بْنُ مُطَهَّرٍ قَالَ ثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ الضَّبَعِىُّ عَنْ عَلِىِّ بْنِ عَلِىٍّ الرِّفَاعِىِّ عَنْ اَبِى الْمُتَوَكِّلِ النَّاجِىْ عَنْ

اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ كَبَّرَ ثُمَّ يَقُوْلُ سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالٰى جَدُّكَ وَلاَ اِلٰهَ غَيْرُكَ ثُمَّ يَقُوْلُ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ ثُمَّ يَقُوْلُ اللّٰهُ اَكْبَرُ كَبِيْرًا ثَلٰثًا ثُمَّ يَقُوْلُ اَعُوْذُ بِاللّٰهِ السَّمِيْعِ الْعَلِيْمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ مِنْ هَمْزِهِ وَنَفْخِهِ وَنَفْثِهِ ثُمَّ يَقْرَاُ ـ

১০৭৮. ইবরাহীম ইব্ন আবী দাউদ (র) ...... আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন রাতের বেলা (সালাতে) দাঁড়াতেন তখন তাকবীরের পর বলতেন ঃ

سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالٰى جَدُّكَ وَلاَ اِلٰهَ غَيْرُكَ

"হে আল্লাহ, পবিত্রতা এবং প্রশংসা আপনারই, বরকতময় আপনার নাম, অত্যুচ্চ আপনার মর্যাদা, আর কোন ইলাহ নেই আপনি ছাড়া এরপর বলতেন ঃ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ তারপর তিনবার বলতেন اَللّٰهُ اَكْبَرُ كَبِيْرًا পরে বলতেন ঃ اَعُوْذُ بِاللّٰهِ السَّمِيْعِ الْعَلِيْمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ مِنْ هَمْزِهِ وَنَفْخِهِ وَنَفْثِهِ আমি পানাহ্ চাই আল্লাহ্র, যিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞ, অভিশপ্ত শয়তান ও তার ওয়াসওয়াসা, দম্ভ ও যাদু টোনা থেকে। তারপর কিরাআত পড়তেন।

١٠٧٩– حَدَّثَنَا فَهْدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الرَّبِيْعِ قَالَ ثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ فَذَكَرَ مِثْلَهُ بِاِسْنَادِهِ غَيْرَ اَنَّهُ لَمْ يَقُلْ ثُمَّ يَقْرَاُ ـ

১০৭৯. ফাহাদ ইব্ন সুলায়মান (র) ...... জা'ফর ইব্ন সুলায়মান (র) থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন। তবে তিনি "এরপর কিরাআত পড়তেন" বাক্যটি বলেননি।

١٠٨٠– حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَيْفِ التُّجَيْبِىُّ قَالَ ثَنَا عَلِىُّ بْنُ مَعْبَدٍ قَالَ ثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنْ حَارِثَةَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا افْتَتَحَ الصَّلٰوةَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ ثُمَّ يُكَبِّرُ ثُمَّ يَقُوْلُ سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالٰى جَدُّكَ وَلاَ اِلٰهَ غَيْرُكَ ـ

১০৮০. মালিক ইব্ন আব্দিল্লাহ ইব্ন সায়ফ আত্তুজায়বী (র) ...... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন সালাত শুরু করতেন, তখন হাত দু'টি কাঁধ বরাবর উঠাতেন; তারপর তাকবীর বলতেন; এরপর বলতেন ঃ

سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالٰى جَدُّكَ وَلاَ اِلٰهَ غَيْرُكَ

١٠٨١– حَدَّثَنَا فَهْدُ قَالَ ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الرَّبِيْعِ قَالَ ثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ فَذَكَرَ مِثْلَهُ بِاِسْنَادِهِ ـ

১০৮১. ফাহাদ (র) ..... আবূ মুআবিয়া (র) থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

উমার ইব্ন খাত্তাব (রা) থেকেও বর্ণিত আছে যে, তিনিও যখন সালাত শুরু করতেন তখন এই বাক্যগুলো বলতেন। যেমনিভাবে নিম্নোক্ত হাদীসটি বর্ণিত আছে ঃ

١٠٨٢– حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيْرٍ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُوْنٍ قَالَ صَلَّى بِنَا عُمَرُ بِذِى الْحُلَيْفَةِ فَقَالَ اَللّٰهُ اَكْبَرُ سُبْحَانَكَ اَللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالٰى جَدُّكَ .

১০৮২. ইবরাহীম ইব্ন মারযূক (র) ..... আম্র ইব্ন মায়মূন (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, একবার উমার (রা) যুলহুলায়ফাতে আমাদেরকে নিয়ে সালাত আদায় করলেন। তিনি বললেন ঃ اَللّٰهُ اَكْبَرُ سُبْحَانَكَ اَللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالٰى جَدُّكَ

١٠٨٣– حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ وَوَهْبُ قَالاَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ فَذَكَرَ بِاِسْنَادِهِ مِثْلَهُ وَزَادَ وَلاَ اِلٰهَ غَيْرُكَ .

১০৮৩. আবূ বাক্রা (র) ...... হাকাম (র) থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন। আর তিনি وَلاَ اِلٰهَ غَيْرُكَ বাক্য বৃদ্ধি করেছেন।

١٠٨٤– حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ اَحْمَدَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِىُّ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْاَسْوَدِ عَنْ عُمَرَ مِثْلَهُ غَيْرَ اَنَّهُ لَمْ يَقُلْ بِذِى الْحُلَيْفَةِ .

১০৮৪. আবূ বাক্রা (র) ..... উমার (রা) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে তিনি 'যুলহুলায়ফা' শব্দটি উল্লেখ করেননি।

١٠٨٥– حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ الْبَرْسَانِىُّ قَالَ اَنَا سَعِيْدُ ابْنُ اَبِىْ عَرُوْبَةَ عَنْ اَبِىْ مَعْشَرٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ وَالْاَسْوَدِ عَنْ عُمَرَ مِثْلَهُ وَزَادَ يُسْمِعُ مَنْ يَلِيْهِ .

১০৮৫. ইবরাহীম ইব্ন মারযুক (র) ..... উমার (রা) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। আর তিনি "যে ব্যক্তি তাঁর নিকটবর্তী ছিল সে শুনেছে" বাক্যটি বৃদ্ধি করেছেন।

١٠٨٦– حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ الْوَلِيْدِ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْاَسْوَدِ عَنْ عُمَرَ مِثْلَهُ .

১০৮৬. আবূ বাক্রা (র) ..... উমার (রা) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

١٠٨٧- حَدَّثَنَا فَهْدُ قَالَ ثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ قَالَ ثَنَا اَبِيْ قَالَ ثَنَا الْاَعْمَشُ قَالَ حَدَّثَنِيْ اِبْرَاهِيْمُ عَنْ عَلْقَمَةَ وَالْاَسْوَدِ اَنَّهُمَا سَمِعَا عُمَرَ كَبَّرَ فَرَفَعَ صَوْتَهُ وَقَالَ مِثْلَ ذٰلِكَ لِيَتَعَلَّمُوْهَا .

১০৮৭. ফাহাদ (র) ..... আলকামা (র) ও আসওয়াদ (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তাঁরা শুনেছেন, উমার (রা) উঁচু আওয়াযে তাকবীর বলেছেন এবং অনুরূপভাবে এই দু'আটি পড়েছেন যেন লোকজন এটি শিখে নেয়।

বিশ্লেষণ

আবূ জা'ফর তাহাবী (র) বলেন, একদল আলিম এ মত গ্রহণ করেছেন এবং বলেছেন, এরূপভাবে মুসল্লী যখন সালাত শুরু করে তখন তার জন্য এই শব্দগুলো বলা উচিত; এতে আউযুবিল্লাহ ব্যতীত অন্যকিছু অতিরিক্ত বলবেনা, যদি সে ইমাম হয় বা একাকী সালাত আদায় করে। এইমত পোষণকারীদের মধ্যে ইমাম আবূ হানীফা (র) অন্যতম। পক্ষান্তরে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অপরাপর আলিমগণ তাঁদের বিরোধিতা করেছেন। তাঁরা বলেছেন, বরং তার জন্য উচিত হল, এরপরে সেই দু'আটি অতিরিক্ত করা যা আলী (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত আছে। এ প্রসঙ্গে তারা নিম্নোক্ত রিওয়ায়াত পেশ করেছেন ঃ

١٠٨٨- حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ ثَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانٍ قَالَ ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ اَبِيْ سَلَمَةَ الْمَاجِشُوْنَ عَنْ عَمِّهِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِيْ رَافِعٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَبِيْ طَالِبٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ اِذَا افْتَتَحَ الصَّلٰوةَ قَالَ وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِيْ فَطَرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ حَنِيْفًا مُّسْلِمًا وَّمَا اَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ اِنَّ صَلَاتِيْ وَنُسُكِيْ وَمَحْيَايَ وَمَاتِيْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ لَاشَرِيْكَ لَهُ وَبِذٰلِكَ اُمِرْتُ وَاَنَا اَوَّلُ الْمُسْلِمِيْنَ .

১০৮৮. হুসাইন ইব্‌ন নাসর (রা) ..... আলী ইব্‌ন আবী তালিব (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন সালাত শুরু করতেন তখন এ দু'আটি পড়তেন ঃ

وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِيْ فَطَرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ حَنِيْفًا مُّسْلِمًا وَّمَا اَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ اِنَّ صَلَاتِيْ وَنُسُكِيْ وَمَحْيَايَ وَمَاتِيْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ لَاشَرِيْكَ لَهُ وَبِذٰلِكَ اُمِرْتُ وَاَنَا اَوَّلُ الْمُسْلِمِيْنَ

"আমি একনিষ্ঠভাবে ও আনুগত্যশীল হয়ে তাঁর দিকে মুখ ফিরাচ্ছি, যিনি আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন এবং আমি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত নই" (সূরা ঃ ৬ আয়াত ঃ৭৯)

"বল, আমার সালাত, আমার ইবাদত, আমার জীবন ও আমার মরণ জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহ্‌রই উদ্দেশ্যে, তাঁর কোন শরীক নেই এবং আমি এরই জন্য আদিষ্ট হয়েছি এবং আমিই প্রথম মুসলিম"। (দ্রঃ সূরা ঃ ৬ আয়াত ঃ ১৬২)

١٠٨٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ الْبَصَرِيُّ قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ رَجَاءٍ قَالَ اَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ اَبِى سَلَمَةَ لِلْمَاجِشُوْنَ .

১০৮৯. মুহাম্মদ ইব্ন খুযায়মা বাসরী (র) ..... আবদুল আজীজ-ইব্ন আবী সালামা আল-মাজেশুন (র) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

١٠٩٠- حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا اَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ الْوَهْبِىُّ وَعَبْدُ اللّٰهِ بْنُ صَالِحٍ قَالاَ ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ اَبِىْ الْمَاجِشُوْنَ عَنِ الْمَاجِشُوْنَ وَعَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْفَضْلِ عَنِ الْاَعْرَجِ فَذَكَرَ بِاِسْنَادِه مِثْلَهُ .

১০৯০. ইব্ন আবী দাঊদ (র) ...... আরাজ (র) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

١٠٩١- حَدَّثَنَا الرَّبِيْعُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمُؤَذِّنُ قَالَ ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ اَبِى الزِّنَادِ عَنْ مُوْسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْفَضْلِ عَنِ الْاَعْرَجِ فَذَكَرَ بِاِسْنَادِه مِثْلَهُ .

১০৯১. রবী' ইব্ন সুলায়মানুল মুআয্যিন (র) .... আরাজ (র) থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

বস্তুত তাঁরা বলেন, যখন হাদীসে এই বাক্যগুলোও এসেছে এবং পূর্ববর্তী বাক্যগুলোও এসেছে তাই আমরা উত্তম মনে করছি যে, মুসল্লী এই উভয় বর্ণনার সবগুলো বাক্য পড়বে। এই অভিমত পোষণকারীদের মধ্যে ইমাম আবূ ইউসুফ (র) অন্যতম।

١٥- بَابُ قِرَاءَةِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ فِى الصَّلٰوةِ

১৫. অনুচ্ছেদ ঃ সালাতে বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম পড়া

١٠٩٢- حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ ثَنَا سَعِيْدُ بْنُ اَبِىْ مَرْيَمَ قَالَ اَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ خَالِدُ بْنُ يَزِيْدَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِىْ هِلاَلٍ عَنْ نُعَيْمِ بْنِ الْمُجْمِرِ قَالَ صَلَّيْتُ وَرَاءَ اَبِىْ هُرَيْرَةَ فَقَرَأَ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ فَلَمَّا بَلَغَ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالِّيْنَ قَالَ اٰمِيْنَ فَقَالَ النَّاسُ اٰمِيْنَ ثُمَّ يَقُوْلُ اِذَا سَلَّمَ اَمَا وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهِ اِنِّىْ لَاَشْبَهُكُمْ صَلٰوةً بِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ .

১০৯২. সালিহ ইব্ন আবদির রাহমান (র) ..... নাঈম ইব্ন মুজমির (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি একবার আবূ হুরায়রা (রা)-এর পিছনে সালাত আদায় করেছি। তিনি বিস্মিল্লাহির রাহমানির রাহীম পড়েছেন। যখন غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالِّيْنَ পড়েছেন.

তখন আমীন বলেছেন এবং লোকেরাও আমীন বলেছে। এরপর সালামের পর বললেন, সেই সত্তার কসম, যার কুদরতী নিয়ন্ত্রণে আমার প্রাণ রয়েছে, তোমাদের সকলের সালাত অপেক্ষা আমার সালাত রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সালাতের সাথে অধিক সাদৃশ্যপূর্ণ।

١٠٩٣- حَدَّثَنَا فَهْدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ ثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ قَالَ ثَنَا اَبِىْ قَالَ ثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنِ ابْنِ اَبِىْ مُلَيْكَةَ عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ يُصَلِّىْ فِىْ بَيْتِهَا فَيَقْرَأُ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ - اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - مَالِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ - اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ - اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ - صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ - غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالِّيْنَ .

১০৯৩. ফাহাদ ইব্ন সুলায়মান (র) ..... উম্মু সালামা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী ﷺ নিজ ঘরে সালাত আদায় করতেন এবং (তাতে) পড়তেন ঃ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ - اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - مَالِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ - اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ - اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ - صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ - غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالِّيْنَ -

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্র নামে। প্রশংসা জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহ্রই, যিনি দয়াময়, পরম দয়ালু, কর্মফল দিবসের মালিক। আমরা শুধু তোমারই 'ইবাদত করি, শুধু তোমারই সাহায্য প্রার্থনা করি, আমাদেরকে সরল পথ প্রদর্শন কর, তাদের পথ, যাদেরকে তুমি অনুগ্রহ দান করেছ, তাদের পথ নয়, যারা ক্রোধ-নিপতিত ও পথভ্রষ্ট।

ইমাম তাবারী (র)-এর ব্যাখ্যা

আবূ জা'ফর তাহাবী (র) বলেন, একদল আলিম এ মত গ্রহণ করেছেন যে, 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম' সূরা ফাতিহার অংশ। সুতরাং মুসল্লীর জন্য উচিত হল সূরা ফাতিহার ন্যায় 'বিসমিল্লাহ'ও পড়বে। এই বিষয়ে তাঁরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সাহাবীগণ থেকে বর্ণিত নিম্নোক্ত রিওয়ায়াতসমূহ দ্বারা প্রমাণ পেশ করেছেন ঃ

١٠٩٤- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ اَحْمَدَ قَالَ ثَنَا عُمَرُ بْنُ ذَرٍّ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبْزٰى عَنْ اَبِيْهِ قَالَ صَلَّيْتُ خَلْفَ عُمَرَ فَجَهَرَ بِبِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ وَكَانَ اَبِىْ يَجْهَرُ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ .

১০৯৪. আবূ বাক্রা (রা) ...... সাঈদ ইব্ন আবদির রহমান ইব্ন আবযা (র) তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি একবার উমার (রা)-এর পিছনে সালাত আদায় করেছি। তিনি 'বিস্মিল্লাহির রাহমানির রাহীম' জোরে পড়েছেন। আমার পিতাও বিস্মিল্লাহির রাহমানির রাহীম জোরে পড়তেন।

١٠٩٥- حَدَّثَنَا فَهْدُ قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ اَنَا شَرِيْكُ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّهُ جَهَرَ بِهَا .

১০৯৫. ফাহাদ (র) ...... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি তা (সালাতে) জোরে পড়েছেন।

١٠٩٦- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ عَاصِمٍ قَالَ اَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّهُ كَانَ لاَ يَدَعُ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ قَبْلَ السُّوْرَةِ وَبَعْدَهَا اِذَا قَرَأَ بِسُوْرَةٍ اُخْرٰى فِى الصَّلٰوةِ .

১০৯৬. আবূ বাক্‌রা (র) ...... ইব্‌ন উমার (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি সালাতে সূরা পড়ার পূর্বে এবং পরে বিস্‌মিল্লাহির রাহমানির রাহীম পড়া ত্যাগ করতেন না; যদি কিনা পরে অন্য সূরা পড়তেন।

١٠٩٧- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ بَكْرٍ النَّهْشَلِىُّ قَالَ ثَنَا يَزِيْدُ الْفَقِيْرُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّهُ كَانَ يَفْتَتِحُ الْقِرَاءَةَ بِبِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ .

১০৯৭. আবূ বাক্‌রা (র) ..... ইব্‌ন উমার (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম দ্বারা কিরাআতের সূচনা করতেন।

١٠٩٨- حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا اَبُوْ زَيْدِ الْهَرَوِىُّ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الاَزْرَقِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ صَلَّيْتُ خَلْفَ ابْنِ الزُّبَيْرِ فَسَمِعْتُهُ يَقْرَأُ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالِّيْنَ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ .

১০৯৮. ইবরাহীম ইব্‌ন মারযূক (র) .... আয্‌রাক ইব্‌ন কায়স (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি একবার (আবদুল্লাহ্) ইব্‌ন যুবাইর (রা)-এর পিছনে সালাত আদায় করেছি। আমি তাঁকে শুনেছি, তিনি পড়তেন ঃ বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম........ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالِّيْنَ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ . বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম। তাঁরা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে নিম্নোক্ত হাদীস দ্বারাও প্রমাণ পেশ করেছেন ঃ

١٠٩٩- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ عَاصِمٍ قَالَ اَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (وَلَقَدْ اٰتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِىْ) قَالَ فَاتِحَةُ الْكِتَابِ ثُمَّ قَرَأَ ابْنُ عَبَّاسٍ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ وَقَالَ هِىَ الْاٰيَةُ السَّابِعَةُ قَالَ وَقَرَأَ عَلَىَّ سَعِيْدُ بْنُ جُبَيْرٍ كَمَا قَرَأَ عَلَيْهِ ابْنُ عَبَّاسٍ .

১০৯৯. আবূ বাক্‌রা (র) ..... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন وَلَقَدْ اٰتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِىْ –"আমিতো তোমাকে দিয়েছি সাত আয়াত, যা পুনঃ পুনঃ আবৃত্ত হয়" (সূরা ঃ ১৫ আয়াত ঃ ৮৭)-এর দ্বারা তিনি সূরা ফাতিহা উদ্দেশ্য নিয়েছেন। এরপর ইব্‌ন আব্বাস (রা) 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম' পড়ে বললেন, এটা হল সপ্তম আয়াত। বর্ণনাকারী বলেন, সাঈদ ইব্‌ন জুবাইর (রা) আমার সম্মুখে অনুরূপ পড়েছেন যেরূপ তাঁর সম্মুখে ইব্‌ন আব্বাস (রা) পড়েছেন।

পক্ষান্তরে এ বিষয়ে অপরাপর আলিমগণ তাঁদের বিরোধিতা করে বলেছেন, আমরা সালাতে এটা জোরে পড়ার মত পোষণ করি না। এরপর তাঁদের মধ্যে মতভেদ সৃষ্টি হয়েছে। কেউ বলেছেন, তা আস্তে পড়বে। আবার কতেক বলেছেন, আস্তে-জোরে কোনভাবেই পড়বে না।

তাঁরা এ বিষয়ে প্রথমোক্ত মত পোষণকারীদের বিরুদ্ধে নিম্নোক্ত দলীল পেশ করেছেন ঃ

١١٠٠– حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ ثَنَا يَحْيٰى بْنُ حَسَّانٍ قَالَ ثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ قَالَ ثَنَا عُمَارَةَ بْنُ الْقَعْقَاعِ قَالَ ثَنَا اَبُوْ زُرْعَةَ بْنُ عَمْرِو بْنِ جَرِيْرٍ قَالَ ثَنَا اَبُوْ هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا نَهَضَ فِى الثَّانِيَةِ اسْتَفْتَحَ بِالْحَمْدِ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ وَلَمْ يَسْكُتْ .

১১০০. হুসাইন ইব্‌ন নাসর (র) ...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন দ্বিতীয় রাক'আতের জন্য উঠতেন তখন 'আলহামদু লিল্লাহি রাব্বিল আলামীন'-এর মাধ্যমে (কিরাআত) শুরু করতেন এবং চুপ থাকতেন না।

বিশ্লেষণ

আবূ জা'ফর তাহাবী (র) বলেন, এতে প্রমাণিত হয় যে, 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম' সূরা ফাতিহার অংশ নয়। যদি তা সূরা ফাতিহার অংশ হত তাহলে তিনি দ্বিতীয় রাক'আতে সূরা ফাতিহার ন্যায় তাও পড়তেন। আর যারা এটাকে সূরা ফাতিহার অংশ সাব্যস্ত করে প্রথম রাক'আতে জোরে পড়াকে পছন্দ করেছেন তাঁরা দ্বিতীয় রাক'আতেও এটাকে মুস্তাহাব মনে করেন। সুতরাং যখন আবূ হুরায়রা (রা)-এর এই হাদীস দ্বারা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কর্তৃক দ্বিতীয় রাক'আতে 'বিসমিল্লাহ' ..... পড়া খণ্ডিত হয়ে গেল, তাহলে প্রথম রাক'আতেও খন্ডিত হওয়াটা সাব্যস্ত হয়ে গেল। সুতরাং এই হাদীস নাঈম ইব্‌ন মুজমির (র)-এর হাদীসের সাথে সাংঘর্ষিক হল। অথচ এটা রিওয়াতের নীতি ও বিশুদ্ধ সনদের দিক দিয়ে নাঈম (র)-এর রিওয়ায়াত অপেক্ষা অধিক সুদৃঢ় ও শ্রেষ্ঠ। তাঁরা বলেন, ইব্‌ন আবী মুলায়কা (র) বর্ণিত উম্মু সালামা (রা)-এর রিওয়ায়াতের বর্ণনাকারীগণ এর শব্দে মতভেদ করেছেন। কেউ এটাকে সেইরূপ বর্ণনা করেছেন, যা আমরা উল্লেখ করেছি। আবার অন্যরা তার পরিপন্থী বর্ণনা করেছেন।

١١٠١– حَدَّثَنَا رَبِيْعُ الْمُؤَذِّنُ قَالَ ثَنَا شُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثِ قَالَ ثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ مُلَيْكَةَ عَنْ يَعْلٰى اَنَّهُ سَاَلَ اُمَّ سَلَمَةَ عَنْ قِرَاءَةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَنَعَتَتْ لَهُ قِرَاءَةَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مُفَسَّرَةً حَرْفًا حَرْفًا .

১১০১. রবীউল মুআযযিন (র) ...... ইয়া'লা (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি উম্মু সালামা (রা)-কে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কিরাআত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন। তিনি তাঁকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কিরাআত স্পষ্ট করে এক এক অক্ষর করে বিবরণ পেশ করেন।

বিশ্লেষণ

এই হাদীসে উম্মু সালামা (রা)-এর পক্ষ থেকে 'বিস্‌মিল্লাহির রাহমানির রাহীম' পড়ার উল্লেখ করা এদিকে ইঙ্গিত বহন করে যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর পুরা কুরআনের কিরাআত কিরূপ ছিল, এর দ্বারা তার বিবরণ দিচ্ছেন। এতে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ 'বিসমিল্লাহ ....' পড়তেন বলে কোনরূপ দলীল নেই। তাই এর মর্ম ইব্‌ন জুরায়জ (র)-এর রিওয়ায়াতের মর্ম থেকে ভিন্ন।

এটাও হতে পারে যে, ইব্‌ন জুরায়জ (র)-এর হাদীসে সূরা ফাতিহার যে উল্লেখ রয়েছে এতে সম্ভাবনা রয়েছে যে, ইব্‌ন জুরায়জ (র) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কিরাআত এক এক অক্ষর করে স্পষ্টরূপে বর্ণনা করেছেন। যেমনিভাবে লায়স (র) ইব্‌ন আবী মুলায়কা (র) থেকে বর্ণনা করেছেন। সুতরাং উম্মু সালামা (রা)-এর ওই হাদীসে কারো জন্য দলীল সাব্যস্ত হল না। তাঁরা তাঁদের (প্রথমোক্ত মত পোষণকারীদের)-কে এটাও বলেছেন, যা কিছু তোমরা সাঈদ ইব্‌ন জুবাইর (র) সূত্রে ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে وَلَقَدْ اٰتَيْنٰكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِىْ (আমি তো তোমাকে দিয়েছি সাত আয়াত যা পুনঃ পুনঃ আবৃত্ত হয়, সূরা ঃ ১৫ আয়াত ঃ ৮৭) সম্পর্কে রিওয়ায়াত করেছেন এবং বলেছেন, এটা (সূরা ফাতিহা) 'সাব্‌য়ে মাসানী' (সাত আয়াত যা পুনঃ পুনঃ আবৃত্ত হয়)-এর অন্তর্ভুক্ত। আমরা এ বিষয়ে আপনাদের সঙ্গে ঝগড়ায় লিপ্ত হব না। কিন্তু আপনারা যা বলেছেন যে 'বিস্‌মিল্লাহির রাহমানির রাহীম' তার অংশ এবং ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে এটা বর্ণিত আছে এ বিষয়ে কিন্তু অন্যদের থেকে (যাদের থেকে আমরা এই অনুচ্ছেদে হাদীস রিওয়ায়াত করেছি) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ 'বিসমিল্লাহ' জোরে পড়েননি মর্মে হাদীস বর্ণিত আছে, যেগুলো ইবন আব্বাস (রা)-এর বর্ণনার বিরুদ্ধে প্রমাণ বহন করে। এতে তাদের কারো মতভেদ নেই যে, সূরা ফাতিহা সাত আয়াত বিশিষ্ট। সুতরাং যে ব্যক্তি বিসমিল্লাহ ..... কে তার অংশ সাব্যস্ত করেছে সে এটাকে ভিন্ন এক আয়াত গণ্য করেছে। আর যে ব্যক্তি এটাকে ফাতিহার অংশ সাব্যস্ত করেনি সে اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ -কে এক আয়াত গণ্য করেছে। বস্তুত যখন এ বিষয়ে তাঁরা মতভেদ করেছেন তখন গভীর পর্যবেক্ষণ জরুরী। আমরা বিষয়টিকে যথাস্থানে ইনশাআল্লাহ্ বর্ণনা করব।

উসমান ইব্‌ন আফফান (রা) থেকে এ বিষয়ে (নিম্নোক্ত হাদীস) বর্ণিত আছে ঃ

١١٠٢- حَدَّثَنَا ابْنُ شَيْبَةَ قَالَ ثَنَا هَوْذَةُ بْنُ خَلِيْفَةَ عَنْ عَوْفٍ عَنْ يَزِيْدَ الرَّقَاشِيِّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قُلْتُ لِعُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ مَا حَمَلَكُمْ عَلٰى اَنْ عَمَدْتُّمْ اِلَى الْاَنْفَالِ وَهِىَ مِنَ السَّبْعِ الطُّوَلِ وَاِلٰى بَرَاءَةَ وَهِىَ مِنَ الْمِئِيْنَ فَقَرَنْتُمْ بَيْنَهُمَا وَجَعَلْتُمُوْهُمَا فِى السَّبْعِ الطُّوَلِ وَلَمْ تَكْتُبُوْا بَيْنَهُمَا سَطْرَ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ فَقَالَ عُثْمَانُ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَنْزِلُ عَلَيْهِ الْاٰيَةُ فَيَقُوْلُ اِجْعَلُوْهَا فِى السُّوْرَةِ الَّتِىْ يَذْكُرُ فِيْهَا كَذَا وَكَذَا وَكَانَتْ قِصَّتُهَا شَبِيْهَةً بِقِصَّتِهَا فَتُوُفِّىَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَلَمْ اَسْأَلْهُ عَنْ ذٰلِكَ

فَخِفْتُ اَنْ يَكُوْنَ مِنْهَا فَقَرَنْتُ بَيْنَهُمَا وَلَمْ اَكْتُبْ بَيْنَهُمَا سَطْرَ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ وَجَعَلْتُهُمَا فِى السَّبْعِ الطُّوَلِ .

১১০২. আলী ইব্ন শায়বা (রা) ..... ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি একবার উসমান ইব্ন আফফান (রা)-কে বললাম! সূরা আনফাল, যা সাতটি দীর্ঘ সূরার অন্যতম এবং সূরা বারাআত যা শতাধিক আয়াত বিশিষ্ট সূরাগুলোর অন্যতম, এ উভয়টিকে একত্রিত করার উপর আপনাদেরকে কিসে অনুপ্রাণিত করেছে এবং আপনারা এ উভয়টিকে সাতটি দীর্ঘতম সূরার অন্তর্ভুক্ত করেছেন। আর এই দুই সূরার মাঝখানে বিসমিল্লাহ .... লিপিবদ্ধ করেননি। তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর উপর যখন কোন আয়াত অবতীর্ণ হত তখন বলতেন, এটাকে সেই সূরার অন্তর্ভুক্ত কর যাতে অমুক অমুক বিষয় রয়েছে। (এ দু'টি সূরার) একটির বিষয়বস্তু অপরটির বিষয়বস্তুর সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ। এদিকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইন্তিকাল করে গেছেন এবং আমি তাঁকে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিনি। আমার আশংকা হল দ্বিতীয়টি প্রথমটির অংশ হতে পারে, তাই আমি উভয়টিকে একত্রিত করে ফেললাম এবং উভয়ের মাঝখানে বিসমিল্লাহ ..... লিখলাম না। আর উভয় সূরাকে সাতটি দীর্ঘতম সূরার অন্তর্ভুক্ত করে দিলাম।

আবু জা'ফর তাহাবী বলেন, ইনি হলেন উসমান (রা), যিনি এই হাদীসে সংবাদ দিচ্ছেন যে, তাঁর মতে বিসমিল্লাহ .....সূরার অংশ ছিল না। তিনি তা সূরাগুলোকে পৃথক করার নিমিত্ত লিখতেন এবং এটা সূরাগুলো থেকে ভিন্ন বস্তু। এটা এ বিষয়ে ইব্ন আব্বাস (রা)-এর মতের পরিপন্থী।

মুতাওয়াতির হাদীসসমূহ দ্বারা সাব্যস্ত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আবূ বাকর (রা), উমার (রা) ও উসমান (রা) সকলেই সালাতে বিসমিল্লাহ .... জোরে পড়তেন না।

١١٠٣– حَدَّثَنَا فَهْدٌ قَالَ ثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِى شَيْبَةَ قَالَ ثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ عُلَيَّةَ عَنِ الْجُرَيْرِىِّ عَنْ قَيْسِ بْنِ عَبَايَةَ قَالَ حَدَّثَنِى ابْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُغَفَّلٍ عَنْ اَبِيْهِ وَقَلَّمَا رَاَيْتُ رَجُلاً اَشَدَّ عَلَيْهِ حَدَثًا فِى الْاِسْلَامِ مِنْهُ فَسَمِعَنِىْ وَاَنَا اَقْرَاُ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ فَقَالَ اَىْ بُنَىَّ اِيَّاكَ وَالْحَدَثَ فِى الْاِسْلَامِ فَاِنِّىْ قَدْ صَلَّيْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَاَبِىْ بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ فَلَمْ اَسْمَعْهَا مِنْ اَحَدٍ مِّنْهُمْ وَلٰكِنْ اِذَا قَرَاْتَ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ -

১১০৩. ফাহাদ (র) ...... ইব্ন আবদিল্লাহ ইব্ন মুগাফ্ফল (র) তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন যে, আমি ইসলামে নতুন বিধান (বিদ'আত) সৃষ্টি করার ব্যাপারে তাঁর অপেক্ষা কঠোর কাউকে দেখিনি। তিনি আমাকে (একবার সালাতে) বিসমিল্লাহ ..... পড়তে শুনে বললেন ঃ প্রিয় বৎস, তুমি অবশ্যই ইসলামে 'বিদআত' সৃষ্টি থেকে বেঁচে থাকবে। আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আবূ বাকর, উমার, উসমান (রা) সকলের সঙ্গে সালাত আদায় করেছি; কিন্তু তাঁদের কাউকেই এটা জোরে পড়তে শুনিনি। সুতরাং যখন তুমি কিরাআত পড়বে তখন বলবে, 'আলহামদু লিল্লাহি রাব্বিল আলামীন'।

١١٠٤- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ عَاصِمٍ وَسَعِيْدُ بْنُ عَامِرٍ قَالَ ثَنَا سَعِيْدُ بْنُ اَبِىْ عَرُوْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ وَاَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ كَانُوْا يَسْتَفْتِحُوْنَ الْقِرَاءَةَ بِالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ -

১১০৪. আবূ বাক্‌রা (রা) ..... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী ﷺ আবূ বাকর, উমার, উসমান (রা) সকলেই "আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামীন"-এর মাধ্যমে কিরাআত শুরু করতেন।

١١٠٥- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ شُعَيْبٍ الْكَيْسَانِىُّ قَالَ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ زِيَادٍ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ سَمِعْتُ اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُوْلُ صَلَّيْتُ خَلْفَ النَّبِىِّ ﷺ وَاَبِىْ بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ فَلَمْ اَسْمَعْ اَحَدًا مِّنْهُمْ يَجْهَرُ بِبِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ -

১১০৫. সুলায়মান ইব্‌ন শু'আইব কায়সানী (র) ..... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি নবী ﷺ, আবূ বাকর, উমার, উসমান (রা) সকলের পিছনে সালাত আদায় করেছি। তাঁদের কাউকেই বিসমিল্লাহ ..... জোরে পড়তে শুনিনি।

١١٠٦- حَدَّثَنَا يُوْنُسُ بْنُ عَبْدِ الْاَعْلٰى قَالَ اَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَنَّ مَالِكًا حَدَّثَهُ عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيْلِ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّهُ قَالَ قُمْتُ وَرَاءَ اَبِىْ بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ فَكُلُّهُمْ كَانَ لاَ يَقْرَأُ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ اِذَا افْتَتَحَ الصَّلٰوةَ -

১১০৬. ইউনুস ইব্‌ন আবদিল আ'লা (র) ..... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি আবু বাকর, উমার, উসমান (রা) সকলের পিছনে দাঁড়িয়ে (সালাত আদায় করেছি)। তাঁরা সকলেই যখন সালাত শুরু করতেন বিসমিল্লাহ ..... পড়তেন না।

١١٠٧- حَدَّثَنَا فَهْدُ قَالَ ثَنَا اَبُوْ غَسَّانٍ قَالَ ثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ اَنَسٍ اَنَّ اَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ وَيَرٰى حُمَيْدُ اَنَّهُ قَدْ ذَكَرَ النَّبِىَّ ﷺ ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَهُ -

১১০৭. ফাহাদ (র) ..... আনাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, আবূ বাকর ও উমার (রা), রাবী হুমায়দ (র)-এর ধারণায় তিনি নবী (সা)-এরও উল্লেখ করেছেন। তারপর তিনি অনুরূপ উল্লেখ করেছেন।

١١٠٨- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ اَبِىْ عِمْرَانَ وَعَلِىُّ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُغِيْرَةَ قَالاَ ثَنَا عَلِىُّ بْنُ الْجَعْدِ قَالَ اَنَا شَيْبَانُ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ سَمِعْتُ اَنَسًا يَقُوْلُ صَلَّيْتُ خَلْفَ النَّبِىِّ ﷺ وَاَبِىْ بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ فَلَمْ اَسْمَعْ اَحَدًا مِّنْهُمْ يَجْهَرُ بِبِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ -

১১০৮. আহমদ ইব্‌ন আবী ইমরান (র) ও আলী ইব্‌ন আবদির রাহমান ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন মুগীরা (র) ...... কাতাদা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি আনাস (রা)-কে বলতে শুনেছি ঃ "আমি নবী ﷺ, আবূ বাকর, উমার, উসমান (রা)-এর পিছনে সালাত আদায় করেছি। আমি তাঁদের কাউকে বিসমিল্লাহ ..... জোরে পড়তে শুনিনি।"

١١٠٩- حَدَّثَنَا اَبُوْ اُمَيَّةَ قَالَ ثَنَا الْاَحْوَصُ بْنُ جَوَّابٍ قَالَ ثَنَا عَمَّارُ بْنُ رُزَيْقٍ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ اَنَسٍ قَالَ لَمْ يَكُنْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَلَا اَبُوْ بَكْرٍ وَلَا عُمَرَ يَجْهَرُوْنَ بِبِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ -

১১০৯. আবূ উমাইয়া (র) ..... আনাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আবূ বাকর, উমার (রা) জোরে বিসমিল্লাহ ..... পড়তেন না।

١١١٠- حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ اَبِىْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا دُحَيْمُ بْنُ الْيَتِيْمِ قَالَ ثَنَا سُوَيْدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ عَنْ عِمْرَانَ الْقَصِيْرِ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ اَنَسٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ وَاَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ كَانُوْا يُسِرُّوْنَ بِبِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ -

১১১০. ইবরাহীম ইব্‌ন আবী দাউদ (র) ..... আনাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী ﷺ আবূ বাকর, উমার (রা) সকলেই নীরবে বিসমিল্লাহ ..... পড়তেন।

١١١١- حَدَّثَنَا اَبُوْ اُمَيَّةَ قَالَ ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عُبَيْدِ اللّٰهِ الرَّقِّىُّ ثَنَا مَخْلَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانٍ عَنِ ابْنِ سِيْرِيْنَ وَالْحَسَنِ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَاَبُوْ بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ يَسْتَفْتِحُوْنَ بِالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ -

১১১১. আবূ উমাইয়া (র) ...... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আবূ বাকর, উমার, উসমান (রা) সকলেই "আল হামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামীন"-এর মাধ্যমে কিরাআত শুরু করতেন।

١١١٢- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مَسْعُوْدٍ الْخَيَّاطُ الْمُقَدَّسِىُّ قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ عَنِ الْاَوْزَاعِىِّ عَنْ اِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ طَلْحَةَ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ مِثْلَهُ -

১১১২. আহমদ ইব্‌ন মাসঊদ আল-খাইয়াত আল-মুকাদ্দাসী (র) ......আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

١١١٣- حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُنْقِذٍ قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ عَنِ ابْنِ لَهِيْعَةَ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِىْ حَبِيْبٍ اَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ نُوْحٍ اَخَا بَنِىْ سَعْدِ بْنِ بَكْرٍ حَدَّثَهُ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَاَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ يَسْتَفْتِحُوْنَ الْقِرَاءَةَ بِالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ -

১১১৩. ইবরাহীম ইব্‌ন মুন্‌কিয (র) ...... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আবূ বাকর, উমার (রা)-কে "আলহামদু লিল্লাহি রাব্বিল আলামীন"-এর মাধ্যমে কিরাআত শুরু করতে শুনেছি।

١١١٤– حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ يُوْنُسَ قَالَ حَدَّثَنِيْ أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ ثَنَا سَعِيْدُ بْنُ أَبِيْ عَرُوْبَةَ عَنْ بُدَيْلٍ عَنْ أَبِي الْجَوْزَاءِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَفْتَتِحُ الصَّلٰوةَ بِالتَّكْبِيْرِ وَيَفْتَتِحُ الْقِرَاءَةَ بِالْحَمْدِ لِلّٰهِ وَيَخْتِمُهَا بِالتَّسْلِيْمِ -

১১১৪. মুহাম্মদ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন ইউনুস (র) ...... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সালাতকে তাকবীর এবং কিরাআতকে "আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামীন"-এর মাধ্যমে শুরু করতেন; আর সালাতকে শেষ করতেন সালামের মাধ্যমে।

ইমাম তাহাবী (র)-এর মন্তব্য

আবূ জা'ফর তাহাবী (র) বলেন, যখন এই সমস্ত হাদীস মুতাওয়াতিরভাবে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ , আবূ বাকর, উমার, উসমান (রা) থেকে বর্ণিত আছে, যা আমরা উল্লেখ করেছি। এগুলো থেকে কতেক রিওয়ায়াতে আছে যে, তাঁরা 'আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামীন'-এর মাধ্যমে কিরাআত শুরু করতেন। এতে এ কথার প্রমাণ বহন করে না যে, তাঁরা এর পূর্বে বা পরে বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম পড়তেন না। যেহেতু এখানে কিরাআত (পড়া) দ্বারা কুরআন শরীফের কিরাআত উদ্দেশ্য। তাই সম্ভাবনা থাকছে যে, তাঁরা বিসমিল্লাহ .....কে কুরআনের কিরাআত গণ্য করেননি। এটা سُبْحَانَكَ اَللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ (সানা)'র ন্যায় যিকির হিসাবে গণ্য করেছেন। আর সালাতের শুরুতে যা বলা হয় তার দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে কুরআনের কিরাআত যা বিস্‌মিল্লাহ .... এর পরে করা হয় এবং তা 'আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামীন' দ্বারা শুরু করা হয়। আর কতেক রিওয়ায়াতে বর্ণিত হয়েছে যে, তাঁরা বিসমিল্লাহ ..... জোরে পড়তেন না। এতে প্রমাণিত হয় যে, তাঁরা জোরে না পড়ে অন্যভাবে (নীরবে) পড়তেন। কারণ যদি এমনটি না হত, তাহলে 'জোরে পড়তেন না' বলার কোন অর্থ হত না।

অতএব এই সমস্ত রিওয়ায়েতের সঠিক মর্ম নির্ধারণ দ্বারা বিসমিল্লাহ ..... জোরে পড়া ত্যাগ করা এবং আস্তে পড়া (উচিত বলে) সাব্যস্ত হল। এই বিষয়টি আলী ইব্‌ন আবী তালিব (রা) ও রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর অপরাপর সাহাবীগণ থেকেও বর্ণিত আছে ঃ

١١١٥– حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ شُعَيْبٍ الْكَيْسَانِيُّ قَالَ ثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ قَالَ ثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ عَنْ أَبِيْ وَائِلٍ قَالَ كَانَ عُمَرُ وَعَلِيٌّ لَا يَجْهَرَانِ بِبِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ وَلَا بِالتَّعَوُّذِ وَلَا بِالتَّامِيْنِ -

১১১৫. সুলায়মান ইব্‌ন শু'আইব কায়সানী (র) ..... আবূ ওয়াইল (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, উমার ও আলী (রা) উভয়ে বিসমিল্লাহির রাহমানির 'রাহীম', 'আউযুবিল্লাহ' ও 'আমীন' জোরে বলতেন না।

١١١٦- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ شُعَيْبٍ قَالَ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ زِيَادٍ قَالَ ثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ قَالَ سَمِعْتُ عَاصِمًا وَعَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ اَبِى بَشِيْرٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِى الْجَهْرِ بِبِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ قَالَ ذٰلِكَ فِعْلُ الْاَعْرَابِ -

১১১৬. সুলায়মান ইব্‌ন শু'আইব (র) ...... ইকরামা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বিসমিল্লাহ ...... জোরে পড়ার ব্যাপারে ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, এটা (জোরে পড়া) বেদুঈনদের কাজ।

١١١٧- حَدَّثَنَا فَهْدٌ قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيْدِ بْنِ الْاَصْبَهَانِىُّ قَالَ اَنَا شَرِيْكُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ اَبِى بَشِيْرٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مِثْلَهُ -

১১১৭. ফাহাদ (র) ...... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

আবূ জা'ফর তাহাবী (র) বলেন, বস্তুত এটা ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত সেই রিওয়ায়াতের পরিপন্থী, যা আমরা এই অংশের পূর্বে প্রথম অংশে বর্ণনা করেছি।

١١١٨- حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُنْقِذٍ قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ عَنِ ابْنِ لَهِيْعَةَ اَنَّ سِنَانَ ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الصَّدَفِىَّ حَدَّثَهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْاَعْرَجِ قَالَ اَدْرَكْتُ الْاَئِمَّةَ وَمَا يَسْتَفْتِحُوْنَ الْقِرَاءَةَ اِلاَّ بِالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ -

১১১৮. ইবরাহীম ইব্‌ন মুনকিয (র) ...... আবদুর রাহমান আ'রাজ (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি ইমামগণকে (খুলাফায়ে রাশেদীন)-কে পেয়েছি, তাঁরা শুধুমাত্র "আলহামদু লিল্লাহি রাব্বিল আলামীন"-এর মাধ্যমে কিরাআত শুরু করতেন।

١١١٩- حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُنْقِذٍ قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ عَنِ بْنِ لَهِيْعَةَ عَنْ اَبِى الْاَسْوَدِ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ مِثْلَهُ -

১১১৯. ইবরাহীম ইব্‌ন মুনকিয (র) ...... উরওয়া ইব্‌ন যুবাইর (র) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

١١٢٠- حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْفَرَجِ قَالَ ثَنَا سَعِيْدُ بْنُ كَثِيْرِ بْنِ عُفَيْرٍ قَالَ ثَنَا يَحْىَ بْنُ اَيُّوْبَ عَنْ يَحْىَ بْنِ سَعِيْدٍ قَالَ لَقَدْ اَدْرَكْتُ رِجَالاً مِّنْ عُلَمَاءِنَا مَا يَقْرَؤُنَ بِهَا -

১১২০. রাওহ ইব্‌নুল ফারাজ (র) ...... ইয়াহইয়া ইব্‌ন সাঈদ (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি আমাদের আলিমদের কিছু সংখ্যককে পেয়েছি, তাঁরা তা পড়তেন না।

١١٢١- حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْفَرَجِ قَالَ ثَنَا سَعِيْدُ قَالَ ثَنَا يَحْىٰ عَنْ يَحْىَ بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ مَا سَمِعْتُ الْقَاسِمَ يَقْرَأُ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ -

১১২১. রাওহ ইব্‌নুল ফারাজ (র) ...... আব্‌দুর রাহমান ইব্‌ন কাসিম (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি কাসিম (র)-কে বিসমিল্লাহ ...... পড়তে শুনিনি।

আবূ জা'ফর তাহাবী (র) বলেন, যখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এবং তাঁর পরবর্তী (সাহাবা)-দের থেকে বিসমিল্লাহ ..... জোরে না পড়া সাব্যস্ত হল, অতএব প্রমাণিত হল যে এটা কুরআনের অংশ নয়। যদি কুরআনের অংশ হত তাহলে অবশিষ্ট কুরআনের ন্যায় এটাকেও জোরে পড়া ওয়াজিব হত। আপনারা কি দেখতে পাচ্ছেন না সূরা নামল-এ বিসমিল্লাহ .....কে অনুরূপভাবে জোরে পড়া হয়ে থাকে যেমনিভাবে অবশিষ্ট কুরআনকে জোরে পড়া হয়ে থাকে। (কারণ, এটা কুরআনের অংশ)। যখন সাব্যস্ত হল যে, সূরা ফাতিহার পূর্বোক্ত বিসমিল্লাহ ..... আস্তে পড়া হয়ে থাকে আর কুরআন শরীফের তিলাওয়াত জোরে হয়ে থাকে, তাহলে বুঝা গেল এটা কুরআনের অংশ নয় এবং এটাও সাব্যস্ত হল যে, 'আউযুবিল্লাহ', 'সানা' এবং অনুরূপ অন্যান্য যিকিরের ন্যায় এটাকেও নীরবে পড়া হবে। আমরা এটাকে কুরআন শরীফের সূরাসমূহ সূরা ফাতিহা হউক বা অন্য সূরা, সমস্ত সূরার শুরুতে লিখিতভাবে দেখতে পাচ্ছি। সূরা ফাতিহা ব্যতীত এটা কোন সূরার (প্রারম্ভিক) আয়াত নয়। তাহলে সাব্যস্ত হল যে, এটা সূরা ফাতিহারও আয়াত নয়।

বস্তুত এই যে, আমরা বিসমিল্লাহ ...... সূরা ফাতিহার অংশ না হওয়া এবং তা জোরে না পড়ার ব্যাপারটি সাব্যস্ত করেছি এটাই ইমাম আবূ হানীফা (র), ইমাম আবূ ইউসুফ (র) ও ইমাম মুহাম্মদ ইব্‌নুল হাসান (র)-এর অভিমত।

١٦– بَابُ الْقِرَاءَةِ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ

১৬. অনুচ্ছেদ ঃ যুহর ও আসরের কিরাআত

١١٢٢– حَدَّثَنَا رَبِيْعُ الْمُؤَذِّنُ قَالَ ثَنَا اَسَدُ بْنُ مُوْسٰى قَالَ ثَنَا سَعِيْدُ وَحَمَّادُ اَنَا زَيْدُ عَنْ اَبِى جَهْضَمٍ مُوْسَى بْنِ سَالِمٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كُنَّا جُلُوْسًا فِى فِتْيَانٍ مِّنْ بَنِى هَاشِمٍ اِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ لَهُ رَجُلُ اَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَقْرَأُ فِى الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ قَالَ لاَ قَالَ فَلَعَلَّهُ كَانَ يَقْرَأُ فِيْمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ نَفْسِهِ فِى حَدِيْثِ سَعِيْدٍ قَالَ لاَ وَفِى حَدِيْثِ حَمَّادٍ هِىَ شَرُّ مِّنَ الْاُوْلٰى ثُمَّ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَبْدًا لِلّٰهِ اَمَرَهُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ فَبَلَّغَ وَاللّٰهِ مَاأُمِرَ بِهِ .

১১২২. রবী'উল মুআযযিন (র) ...... আবদুল্লাহ ইব্‌ন উবায়দুল্লাহ ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, একবার আমরা বনূ হাশিমের কতিপয় যুবক ইব্‌ন আব্বাস (রা)-এর নিকট বসা ছিলাম। জনৈক ব্যক্তি তাঁকে বলল, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কি যুহর ও আসরের সালাতে কিরাআত পড়তেন ? তিনি বললেন, না। বললেন, হতে পারে তিনি নীরবে পড়তেন। রাবী সাঈদ (র)-এর হাদীসে রয়েছে, 'না' আর হাম্মাদ (র)-এর হাদীসে রয়েছে, এটা পূর্বোক্ত (পড়া) থেকে খারাপ। তারপর বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আল্লাহ্ তা'আলার অনুগত বান্দা ছিলেন; আল্লাহ্ তা'আলা

তাঁকে হুকুম দিয়েছেন, আর তাঁকে যা হুকুম দেয়া হয়েছে, তা তিনি পৌঁছে দিয়েছেন। আল্লাহ্র কসম, এ বিষয়ে তিনি আদিষ্ট ছিলেন না।

١١٢٣- حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيْرِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ ثَنَا اَبِىْ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا يَزِيْدَ الْمَدَنِىَّ يُحَدِّثُ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّهُ قِيْلَ لَهُ اِنَّ نَاسًا يَقْرَؤُنَ فِى الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ فَقَالَ لَوْ كَانَ لِىْ عَلَيْهِمْ سَبِيْلُ لَقَلَعْتُ اَلْسِنَتَهُمْ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَرَأَ فَكَانَتْ قِرَاءَتُهُ لَنَا قِرَاءَةً وَّسُكُوْتُهُ سُكُوْتًا .

১১২৩. ইব্ন মারযূক (র) ...... ইকরামা (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রা)-কে জিজ্ঞাসা করা হল যে, কিছু লোক যুহর ও আসরের সালাতে কিরাআত পাঠ করে। তিনি বললেন, আমার যদি তাদের উপর নিয়ন্ত্রণ থাকত তাহলে আমি তাদের জিহবা কেটে দিতাম। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কিরাআত পাঠ করেছেন। তাঁর কিরাআত পাঠে আমাদের জন্য কিরাআত পাঠ জরুরী হয়ে গিয়েছে এবং তাঁর চুপ থাকার ক্ষেত্রে আমাদের জন্য চুপ থাকা বাঞ্ছনীয়।

একদল আলিম এই সমস্ত হাদীসের মর্ম গ্রহণ করেছেন, যা আমরা রিওয়ায়াত করেছি এবং তাঁরা এর অনুসরণ করেছেন। তাঁরা বলেছেন, কেউ যুহর ও আসরের সালাতে কিরাআত পাঠ করবে তা আমরা মোটেও জায়িয মনে করি না। তারা এই বিষয়টি সুওয়াইদ ইব্ন গাফালা (র) থেকেও বর্ণনা করেছেন।

١١٢٤- حَدَّثَنَا اَبُوْ بِشْرٍ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَرْوَانَ الرَّقِّىُّ قَالَ ثَنَا شُجَاعُ بْنُ الْوَلِيْدِ عَنْ زُهَيْرِ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْوَلِيْدِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ سَأَلْتُ سُوَيْدَ بْنَ غَفْلَةَ اَيَقْرَأُ فِى الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ؟ فَقَالَ لاَ .

১১২৪. আবূ বিশ্র আবদুল মালিক ইব্ন মারওয়ান রকী (র) ...... ওয়ালীদ ইব্ন কায়স (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি একবার সুওয়াইদ ইব্ন গাফালা (রা)-কে জিজ্ঞাসা করেছি যে, যুহর এবং আসরের সালাতে কিরাআত পাঠ করা হয়? তিনি বললেন, না।

বস্তুত তাঁদেরকে বলা হবে যে, আমরা যা ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেছি তাতে আপনাদের স্বপক্ষে কোন দলীল নেই। কারণ, ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে এর পরিপন্থী হাদীস বর্ণিত আছে।

١١٢٥- حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْاَنْصَارِىُّ قَالَ ثَنَا سَعِيْدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ ثَنَا هُشَيْمُ قَالَ اَنَا حُصَيْنُ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَدْ حَفِظْتُ السُّنَّةَ غَيْرَ اَنِّىْ لاَ اَدْرِىْ اَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَقْرَأُ فِى الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ اَمْ لاَ .

১১২৫. সালিহ ইব্ন আবদির রাহমান আনসারী (র) ..... ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে তিনি বলেছেন, আমি সুন্নাতকে স্মরণ রেখেছি; কিন্তু আমার জানা নেই রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যুহর ও আসরে কিরাআত পাঠ করতেন, না করতেন না।

ইনি হলেন ইব্‌ন আব্বাস (রা), যিনি এ হাদীসে বলছেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ওই দুই সালাতে কিরাআত পাঠ না করা তাঁর নিকট প্রমাণিত নয়। আমরা যে তাঁর প্রথম রিওয়ায়াত বর্ণনা করেছি তাতে তিনি কিরাআত পাঠ না করার নির্দেশ দিয়েছেন। কারণ, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাতে কিরাআত পাঠ করেননি। যখন তাঁর নিকট নবী ﷺ-এর কিরাআত পাঠ প্রমাণিত হয়নি তাহলে এ বিষয়ে তিনি যা বলেছেন তা নাকচ হয়ে গেল। যেহেতু অন্যদের নিকটও ঐ সালাতে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কিরাআত পাঠ প্রমাণিত, যা আমরা শীঘ্রই এই অনুচ্ছেদের যথাস্থানে বর্ণনা করব ইন্‌শাআল্লাহ্।

তা ছাড়া ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে তাঁর নিজস্ব অভিমত বর্ণিত আছে, যা তার বিরুদ্ধে প্রমাণ বহন করে।

١١٢٦- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ شَيْبَةَ قَالَ ثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ قَالَ اَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ اَبِيْ خَالِدٍ عَنِ الْعَيْزَارِ بْنِ حُرَيْثٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ اَقْرَأُ خَلْفَ الْاِمَامِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ .

১১২৬. আলী ইব্‌ন শায়বা (র) ...... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি যুহর ও আসরের সালাতে ইমামের পিছনে সূরা ফাতিহা পাঠ করি।

١١٢٧- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ شَيْبَةَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ نُعَيْمٍ قَالَ ثَنَا يُوْنُسُ بْنُ اَبِيْ اِسْحَاقَ عَنِ الْعَيْزَارِ بْنِ حُرَيْثٍ قَالَ شَهِدْتُ اِبْنَ عَبَّاسٍ فَسَمِعْتُهُ يَقُوْلُ لاَ تُصَلِّ صَلٰوةً اِلاَّ قَرَأْتَ فِيْهَا وَلَوْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ .

১১২৭. আলী ইব্‌ন শায়বা (র) .....আইযার ইব্‌ন হুরায়স (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি একবার ইব্‌ন আব্বাস (রা)-এর নিকট উপস্থিত হয়েছি, তাকে বলতে শুনেছি, কিরাআত পাঠ ব্যতীত কোন সালাত পড়বে না। যদিও তা সূরা ফাতিহা হোক না কেন।

١١٢٨- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ دَاوُدَ بْنِ مُوْسٰى قَالَ ثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ التَّيْمِيُّ وَمُوْسٰى بْنُ اِسْمَاعِيْلَ قَالاَ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ اَبِي الْعَالِيَةِ الْبَرَاءِ قَالَ سَأَلْتُ اِبْنَ عَبَّاسٍ اَوْ سُئِلَ عَنِ الْقِرَاءَةِ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ فَقَالَ هُوَ اِمَامُكَ فَاقْرَأْ مِنْهُ مَاقَلَّ وَمَا كَثُرَ وَلَيْسَ مِنَ الْقُرْاٰنِ شَيْءٌ قَلِيْلٌ .

১১২৮. আহমদ ইব্‌ন দাঊদ ইব্‌ন মূসা (র)......আবুল আলিয়া বারা (র) থেকে বর্ণনা করেন, যে, তিনি বলেছেন, আমি ইব্‌ন আব্বাস (রা)-কে যুহর এবং আসর (এর সালাতে)-এ কিরাআত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছি, অথবা তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছে। তিনি বললেন, তা (কুরআন) তোমাদের ইমাম। তা থেকে তোমরা কম হউক বা বেশি পড়, আর কুরআনের কোন কিছুই কম নয়।

١١٢٩- حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ سَمِعْتُ يَزِيْدَ بْنَ هَارُوْنَ قَالَ اَنَا سَعِيْدُ بْنُ اَبِيْ عَرُوْبَةَ عَنْ اَبِي الْعَالِيَةِ قَالَ سَأَلْتُ اِبْنَ عَبَّاسٍ فَذَكَرَ مِثْلَهُ قَالَ وَسَأَلْتُ اِبْنَ عُمَرَ فَقَالَ اِنِّيْ لَاَسْتَحْيِيْ اَنْ اُصَلِّيَ صَلَاةً اَقْرَأُ فِيْهَا بِاُمِّ الْقُرْاٰنِ وَمَا تَيَسَّرَ .

১১২৯. হুসাইন ইব্ন নাসর (র) ..... আবুল আলিয়া (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি ইব্ন আব্বাস (রা)-কে জিজ্ঞাসা করেছি। তারপর তিনি অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তিনি আরো বলেন, আমি ইব্ন উমার (রা)-কে জিজ্ঞাসা করেছি, তিনি বলেছেন, আমার লজ্জাবোধ হয় যে, উম্মুল কুরআন (সূরা ফাতিহা) অথবা যা-ই সহজ হয়, পড়া ব্যতীত সালাত আদায় করব।

আবূ জা'ফর তাহাবী (র) বলেন, ইনি হলেন ইব্ন আব্বাস (রা), তাঁর থেকে তাঁর নিজস্ব অভিমত বর্ণিত আছে যে, মুকতাদী যুহর ও আসরের সালাতে ইমামের পিছনে কিরাআত পাঠ করবে। অথচ আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, ইমাম মুকতাদীর দায়িত্ব বহন করেন, কিন্তু মুকতাদী ইমামের কোন বিষয়ের দায়িত্ব বহন করে না। সুতরাং যখন মুকতাদী কিরাআত পাঠ করবে তাহলে ইমামের জন্য কিরাআত পাঠ করা নিতান্ত সমীচীন এবং এর সাথে সাথে আমরা তাঁর থেকে এটাও রিওয়ায়াত করেছি যে, তিনি ওই দুই সালাতে কিরাআত পাঠের নির্দেশ দিয়েছেন।

সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ইব্ন আব্বাস (রা)-এর রিওয়ায়াতের পরিপন্থী নবী (সা) থেকে বর্ণিত রিওয়ায়াতসমূহের কয়েকটি নিম্নরূপ ঃ

١١٣٠- فَاِنَّ اَبَا بَكْرَةَ بَكَّارَ بْنَ قُتَيْبَةَ قَدْ حَدَّثَنَا قَالَ ثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا هِشَامُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ يَحْيَى بْنِ اَبِيْ كَثِيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِيْ قَتَادَةَ اَنَّ اَبَاهُ اَخْبَرَهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ فَيُسْمِعُنَا الْاٰيَةَ اَحْيَانًا .

১১৩০. আবূ বাকরা বাক্কার ইব্ন কুতায়বা (র) ...... আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবী কাতাদা (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তাঁর পিতা তাঁকে বলেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যুহর এবং আসরের সালাতে কিরাআত পাঠ করতেন। কখনও তিনি (জোরে পড়ে) আমাদেরকে আয়াত শুনাতেন।

١١٣١- وَاِنَّ اَبَا بَكْرَةَ قَدْ حَدَّثَنَا قَالَ ثَنَا اَبُوْ عَاصِمٍ قَالَ ثَنَا الْاَوْزَاعِيُّ عَنْ يَحْيَى بْنِ اَبِيْ كَثِيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِيْ قَتَادَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ .

১১৩১. আবূ বাকরা (র) ...... আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবী কাতাদা (র) তাঁর পিতা সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

١١٣٢- وَاِنَّ ابْنَ اَبِيْ دَاوُدَ قَدْ حَدَّثَنَا قَالَ ثَنَا خَطَّابُ بْنُ عُثْمَانَ قَالَ ثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِيْ رَافِعٍ عَنْ عَلِيٍّ اَنَّهُ كَانَ يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْاُوْلَيَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ بِاُمِّ الْقُرْاٰنِ وَقُرْاٰنٍ

وَفِى الْعصرِ مِثْلَ ذٰلِكَ وَفِى الْاُخْرَيَيْنَ مِنْهُمَا بِاُمِّ الْقُرْاٰنِ وَفِى الْمَغْرِبَ فِى الْاُوْلَيَيْنِ بِاُمِّ الْقُرْاٰنِ وَقُرْاٰنٍ وَفِى الثَّالِثَةِ بِاُمِّ الْقُرْاٰنِ قَالَ عُبَيْدُ اللّٰهِ وَاُرَاهُ قَدْ رفَعَهُ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ .

১১৩২. ইব্‌ন আবী দাঊদ (র) .... আলী (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি যুহরের প্রথম দুই রাক'আতে সূরা ফাতিহা এবং কুরআনের (কিছু অংশ) পড়তেন। আসরের সালাতেও অনুরূপ করতেন। আর উভয়ের (যুহর ও আসর) শেষ দুই রাক'আতে শুধু সূরা ফাতিহা পড়তেন। মাগরিবের সালাতে প্রথম দুই রাক'আতে সূরা ফাতিহা এবং কুরআনের (কিছু অংশ) আর তৃতীয় রাক'আতে শুধু সূরা ফাতিহা পড়তেন। উবায়দুল্লা (র) বলেন, আমার ধারণা, তিনি এই হাদীসটি নবী ﷺ থেকে মারফূ' হিসাবে বর্ণনা করেছেন।

١١٣٣– وَاِنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَيْمُوْنٍ الْبَغْدَادِىَّ قَدْ حَدَّثَنَا قَالَ ثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنِ الْاَوْزَاعِىِّ عَنْ يَحْىَ بْنِ اَبِىْ كَثِيْرٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اَبِىْ قَتَادَةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ يَقْرَاُ بِاُمِّ الْقُرْاٰنِ وَسُوْرَتَيْنِ مَعَهَا فِى الْاُوْلَيَيْنِ مِنْ صَلٰوةِ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَيُسْمِعُنَا الْاٰيَةَ اَحْيَانًا .

১১৩৩. মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদিল্লাহ্ ইব্‌ন মায়মূন বাগদাদী (র) ..... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আবী কাতাদা (র) তাঁর পিতা থেকে রিওয়ায়াত করেন যে, তিনি বলেছেন, নবী ﷺ যুহর ও আসরের সালাতের প্রথম দুই রাক'আতে সূরা ফাতিহা এবং এর সাথে (কোন) দুই সূরা পড়তেন। কখনও তিনি (জোরে পড়ে) আমাদেরকে কোন আয়াত শুনাতেন।

١١٣٤– وَاِنَّ اَبَا بَكْرَةَ قَدْ حَدَّثَنَا قَالَ ثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا الْمَسْعُوْدِىُّ عَنْ زَيْدٍ الْعَمِىِّ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِىِّ قَالَ اجْتَمَعَ ثَلٰثُوْنَ مِنْ اَصْحَابِ النَّبِىِّ ﷺ فَقَالُوْا تَعَالَوْا حَتّٰى نَقِيْسَ قِرَاءَةَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِيْمَا لَمْ يُجْهِرْ فِيْهِ مِنَ الصَّلٰوةِ فَمَا اخْتَلَفَ مِنْهُمْ رَجُلَانِ فَقَاسُوْا قِرَاءَتَهُ فِى الرَّكْعَتَيْنِ الْاُوْلَيَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ بِقَدْرِ قِرَاءَةِ ثَلٰثِيْنَ اٰيَةً وَفِى الرَّكْعَتَيْنِ الْاُخْرَيَيْنِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ ذٰلِكَ وَفِىْ صَلٰوةِ الْعَصْرِ فِى الرَّكْعَتَيْنِ الْاُوْلَيَيْنِ عَلٰى قَدْرِ النِّصْفِ مِنَ الْاُوْلَيَيْنِ فِى الظُّهْرِ وَفِى الرَّكْعَتَيْنِ الْاُخْرَيَيْنِ عَلٰى قَدْرِ النِّصْفِ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ الْاُخْرَيَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ .

১১৩৪. আবূ বাক্‌রা (র) .... আবূ সাঈদ খুদরী (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, একবার নবী ﷺ-এর ত্রিশজন সাহাবা একত্রিত হয়ে বললেন, আস, আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর ওই সমস্ত সালাতের কিরা'আত সম্পর্কে অনুমান করি, যাতে তিনি জোরে কিরাআত পড়তেন না। এ বিষয়ে তাঁদের দু'জনও (কেউই) মতভেদ করেননি। অনন্তর তাঁরা যুহরের প্রথম দুই রাক'আতে তাঁর

কিরাআত ত্রিশ আয়াত পরিমাণ এবং শেষ দুই রাক'আতে তার অর্ধেক হবে বলে অনুমান করলেন। আর আসরের প্রথম দুই রাক'আতে যুহরের প্রথম দুই রাক'আতের অর্ধেক এবং শেষ দুই রাক'আতে যুহরের শেষ দুই রাক'আতের অর্ধেক হবে বলে অনুমান করলেন।

١١٣٥- وَاِنَّ اِبْرَاهِيْمَ بْنَ مَرْزُوْقٍ قَدْ حَدَّثَنَا قَالَ ثَنَا حَبَّانُ بْنُ هِلاَلٍ قَالَ ثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ مَّنْصُوْرِ بْنِ زَاذَانَ عَنِ الْوَلِيْدِ اَبِيْ بَشْرِ بْنِ مُسْلِمٍ الْعَنْبَرِيِّ عَنْ اَبِي الصِّدِّيْقِ النَّاجِيْ عَنْ اَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ فِي الظُّهْرِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْاُوْلَيَيْنِ فِيْ كُلِّ رَكْعَةٍ قَدْرَ قِرَاءَةِ ثَلٰثِيْنَ اٰيَةً وَّفِيْ الْاُخْرَيَيْنَ نِصْفَ ذٰلِكَ وَكَانَ يَقُوْمُ فِي الْعَصْرِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْاُوْلَيَيْنِ قَدْرَ خَمْسَ عَشْرَةَ اٰيَةً وَفِي الْاُخْرَيَيْنِ قَدْرَ نِصْفِ ذٰلِكَ .

১১৩৫. ইবরাহীম ইব্ন মারযূক (র) ..... আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যুহরের প্রথম দুই রাক'আতের প্রত্যেক রাক'আতে ত্রিশ আয়াত এবং শেষ দুই রাক'আতে তার অর্ধেক পরিমাণ দাঁড়াতেন। আসরের সালাতে প্রথম দুই রাক'আতে পনের আয়াত এবং শেষ দুই রাক'আতে তার অর্ধেক পরিমাণ দাঁড়াতেন।

١١٣٦- وَاِنَّ اَحْمَدَ بْنَ شُعَيْبٍ قَدْ حَدَّثَنَا قَالَ اَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ الدَّوْرَقِيُّ قَالَ ثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ ثَنَا مَنْصُوْرُ بْنُ زَاذَانَ عَنِ الْوَلِيْدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ اَبِي الصِّدِّيْقِ النَّاجِيْ عَنْ اَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ كُنَّا نَحْزِرُ قِيَامَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ فَحَزَرْنَا قِيَامَهُ فِي الظُّهْرِ قَدْرَ ثَلٰثِيْنَ اٰيَةً قَدْرَ سُوْرَةِ السَّجْدَةِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْاُوْلَيَيْنِ وَفِي الْاُخْرَيَيْنِ عَلٰى قَدْرِ النِّصْفِ مِنْ ذٰلِكَ وَحَزَرْنَا قِيَامَهُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْاُوْلَيَيْنِ مِنَ الْعَصْرِ عَلٰى قَدْرِ الْاُخْرَيَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ وَحَزَرْنَا قِيَامَهُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْاُخْرَيَيْنِ مِنَ الْعَصْرِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ ذٰلِكَ .

১১৩৬. আহমদ ইব্ন শু'আইব (র) ...... আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমরা যুহর ও আসরের সালাতে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কিয়ামের (দাঁড়ানোর) অনুমান করতাম। এতে আমরা যুহরের সালাতের প্রথম দুই রাক'আতে ত্রিশ আয়াত সূরা 'আস-সিজ্দা' বরাবর তাঁর দাঁড়ানোর পরিমাণ এবং শেষ দুই রাক'আতে তার অর্ধেক পরিমাণ হবে বলে অনুমান করলাম। আর আমরা আসরের প্রথম দুই রাক'আতে যুহরের শেষ দুই রাক'আতে কিয়ামের সমপরিমাণ হবে বলে অনুমান করেছি। পক্ষান্তরে আসরের শেষ দুই রাক'আতে তার অর্ধেকের অনুমান করেছি।

١١٣٧- وَاَنَّ عَلِيَّ بْنَ مَعْبَدٍ قَدْ حَدَّثَنَا قَالَ ثَنَا يُوْنُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُؤَذِّنُ قَالَ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَقْرَأُ فِى الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ بِالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوْجِ وَبِنَحْوِهِمَا مِنَ السُّوَرِ .

১১৩৭. আলী ইব্‌ন মা'বাদ (র) ...... জাবির ইব্‌ন সামুরা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যুহর ও আসরের সালাতে 'ওয়াস্ সামা-ই ওয়াত্ তারিক', 'ওয়াস্ সামাই যা তি'লবুরূজ' এবং এই ধরনের সূরা তিলাওয়াত করতেন।

١١٣٨- وَاَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ خُشَيْشٍ الْبَصْرِيِّ قَدْ حَدَّثَنَا قَالَ ثَنَا عَارِمٌ قَالَ ثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ اَوْفٰى عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ قَرَأَ رَجُلٌ خَلْفَ النَّبِيِّ ﷺ فِى الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ اَيُّكُمْ قَرَاَ بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلٰى قَالَ رَجُلٌ اَنَا قَالَ لَقَدْ عَلِمْتُ اَنَّ بَعْضَكُمْ قَدْ خَالَجَنِيْهَا .

১১৩৮. আবদুল্লাহ ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন খুশাইশ বসরী (র) ..... ইমরান ইব্‌ন হুসাইন (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, একবার যুহর কিংবা আসরের সালাতে নবী ﷺ-এর পিছনে জনৈক ব্যক্তি কিরাআত পাঠ করল। তিনি সালাত শেষে বললেন, তোমাদের কে سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلٰى তিলাওয়াত করেছে? উক্ত ব্যক্তি বলল আমি। তিনি বললেন, আমি বুঝতে পেরেছি যে, তোমাদের কেউ আমাকে সংশয়ে ঠেলে দিয়েছে।

١١٣٩- وَاَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ خُزَيْمَةَ قَدْ حَدَّثَنَا قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الْاَنْصَارِيُّ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِيْ عَرُوْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ اَنَّ زُرَارَةَ قَدْ حَدَّثَهُمْ عَنْ عِمْرَانَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِثْلَهُ .

১১৩৯. মুহাম্মদ ইব্‌ন খুযায়মা (র) ..... ইমরান (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

١١٤٠- وَاَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ خُزَيْمَةَ قَدْ حَدَّثَنَا قَالَ ثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ قَالَ ثَنَا حَمَّادُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ عِمْرَانَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ .

১১৪০. মুহাম্মদ ইব্‌ন খুযায়মা (র) ...... ইমরান (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

١١٤١- وَاَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ بَحَرَ بْنَ مَطَرَ الْبَغْدَادِيُّ قَدْ حَدَّثَنَا قَالَ ثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ قَالَ اَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ عَنْ اَبِيْ مَجْلَدٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ وَلَمْ اَسْمَعْهُ مِنْهُ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سَجَدَ فِيْ صَلٰوةِ الظُّهْرِ قَالَ فَرَاٰهُ اَصْحَابُهُ اَنَّهُ قَرَأَ بِتَنْزِيْلِ السَّجْدَةِ .

১১৪১. মুহাম্মদ ইব্‌ন বাহর ইব্‌ন মাতার বাগদাদী (র) ...... বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন উমার (রা) থেকে বর্ণিত আছে, তবে রাবী বলেছেন, আমি তা তাঁর থেকে শুনিনি, যে নবী ﷺ একবার যুহরের সালাতে সিজ্‌দা করেন। সাহাবাগণের মতে তিনি সূরা (হা,মীম) 'তানজীল আস্-সিজ্‌দা' তিলাওয়াত করেছিলেন।

١١٤٢- وَاِنَّ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ الْجَارُوْدِ قَدْ حَدَّثَنَا قَالَ ثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُوْسٰى قَالَ اَنَا ابْنُ اَبِىْ لَيْلٰى عَنْ عَطَاءٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ يَؤُمُّنَا فَيَجْهَرُ وَيُخَافِتُ فَجَهَرْنَا فِيْمَا جَهَرَ وَخَافَتْنَا فِيْمَا خَافَتَ وَسَمِعْتُهُ يَقُوْلُ لاَ صَلٰوةَ اِلاَّ بِقِرَاءَةٍ-

১১৪২. আবদুর রাহমান ইব্‌ন জারূদ (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, নবী ﷺ আমাদের ইমামতি করতেন। কখনও তিনি জোরে কখনও আস্তে কিরাআত পড়তেন। সুতরাং তিনি যেখানে জোরে তিলাওয়াত করেছেন আমরাও সেখানে জোরে তিলাওয়াত করেছি, আর তিনি যেখানে আস্তে তিলাওয়াত করেছেন আমরাও সেখানে আস্তে তিলাওয়াত করেছি। আমি তাঁকে বলতে শুনেছি, কিরা'আত ব্যতীত সালাত হয় না।

١١٤٣- وَاِنَّ ابْنَ اَبِىْ دَاوُدَ قَدْ حَدَّثَنَا قَالَ ثَنَا سَهْلُ بْنُ بَكَّارٍ قَالَ ثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ رَقَبَةَ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ فِىْ كُلِّ الصَّلٰوةِ قِرَاءَةٌ فَمَا اَسْمَعَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَسْمَعْنَاكُمْ وَمَا اَخْفَاهُ عَلَيْنَا اَخْفَيْنَاهُ عَلَيْكُمْ .

১১৪৩. ইব্‌ন আবী দাউদ (র) ...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, সমস্ত সালাতে কিরাআত রয়েছে। সুতরাং যেখানে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদেরকে (কিরাআত জোরে) শুনিয়েছেন, আমরা তোমাদেরকে শুনাচ্ছি; আর যেখানে তিনি আমাদের উপর গোপন রেখেছেন (আস্তে পড়েছেন) আমরাও তোমাদের উপর গোপন রাখছি (আস্তে পড়ছি)।

١١٤٤- وَاِنَّ مُحَمَّدَ بْنَ النُّعْمَانِ السَّقْطِىَّ قَدْ حَدَّثَنَا قَالَ ثَنَا يَحْىَ بْنُ يَحْىٰ قَالَ ثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنْ حَبِيْبٍ الْمُعَلِّمِ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ مِثْلَهُ .

১১৪৪. মুহাম্মদ ইব্‌ন 'নো'মান সাক্‌তী (র) .... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

١١٤٥- وَاِنَّ يُوْنُسَ بْنَ عَبْدِ الْاَعْلٰى قَدْ حَدَّثَنَا قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ فَذَكَرَ نَحْوَهُ .

১১৪৫. ইউনুস ইব্‌ন আবদিল আ'লা (র) .... আতা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি আবূ হুরায়রা (রা)-কে বলতে শুনেছি। তারপর তিনি অনুরূপ উল্লেখ করেছেন।

١١٤٦- وَاِنَّ مُحَمَّدَ بْنَ بَحْرِ بْنِ مَطَرَ قَدْ حَدَّثَنَا قَالَ ثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ قَالَ اَنَا حَبِيْبُ الْمُعَلِّمُ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ مِثْلَهُ .

১১৪৬. মুহাম্মদ ইব্‌ন বাহর ইব্‌ন মাতার (র) ...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

١١٤٧- وَاِنَّ مُحَمَّدَ بْنَ النُّعْمَانِ قَدْ حَدَّثَنَا قَالَ ثَنَا الْحُمَيْدِيُّ قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا هُرَيْرَةَ ثُمَّ مِثْلَهُ .

১১৪৭. মুহাম্মদ ইব্‌ন নো'মান (র) ..... আতা (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি আবূ হুরায়রা (রা)-কে বলতে শুনেছি। তারপর তিনি অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

١١٤٨- وَاِنَّ ابْنَ اَبِىْ دَاوُدَ قَدْ حَدَّثَنَا قَالَ ثَنَا سَعِيْدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْوَاسِطِىُّ قَالَ ثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ اَبُوْ عُبَيْدَةَ وَهُوَ حُمَيْدُ الطَّوِيْلُ عَنْ اَنَسٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ يَقْرَأُ فِىْ الظُّهْرِ بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلٰى .

১১৪৮. ইব্‌ন আবী দাঊদ (র) ..... আনাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী ﷺ যুহরের সালাতে سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلٰى তিলাওয়াত করতেন।

আবূ জা'ফর তাহাবী (র) বলেন, তাঁরা উল্লিখিত হাদীসসমূহ ব্যতীত সংশ্লিষ্ট বিষয়ে খাব্বাব ইব্‌ন আরাত (রা) থেকে বর্ণিত হাদীস দিয়েও প্রমাণ পেশ করেছেন ঃ

١١٤٩- حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ شَيْبَةَ قَالَ ثَنَا قَبِيْصَةُ بْنُ عُقْبَةَ قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ اَبِىْ مَعْمَرٍ قَالَ قُلْنَا لِخَبَّابٍ اَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَقْرَأُ فِى الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ قَالَ نَعَمْ قَالَ قُلْتُ بِاَىِّ شَىْءٍ كُنْتُمْ تَعْرِفُوْنَ ذٰلِكَ قَالَ بِاضْطِرَابِ لِحْيَتِهِ

১১৪৯. আলী ইব্‌ন শায়বা (রা) ...... আবূ মা'মার (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমরা একবার খাববাব (রা)-কে জিজ্ঞাসা করেছি যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যুহর ও আসরের সালাতে কিরাআত পাঠ করতেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ! আমি বললাম, আপনারা তা কিভাবে বুঝতেন? বললেন, তাঁর দাড়ি মুবারক নড়ার দ্বারা (বুঝা যেত)।

١١٥٠- حَدَّثَنَا فَهْدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيْدِ بْنِ الْاَصْبَهَانِىُّ قَالَ اَنَا شُرَيْكٌ وَاَبُوْ مُعَاوِيَةَ وَوَكِيْعُ عَنِ الْاَعْمَشِ فَذَكَرَ بِاِسْنَادِهِ مِثْلَهُ .

১১৫০. ফাহাদ ইব্‌ন সুলায়মান (র) ...... আ'মাশ (র) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

ব্যাখ্যা

ইমাম আবূ জা'ফর তাহাবী (র) বলেন, আমাদের নিকট এই হাদীসে এই বিষয়ের উপর কোন দলীল নেই যে, তিনি ওই দুই সালাতে কিরাআত পাঠ করতেন। সম্ভবত তাঁর দাড়ি মুবারক তাসবীহ, দু'আ

ইত্যাদি পড়ার কারণে নড়েছে। তবে সেই সমস্ত রিওয়ায়াতসমূহ দ্বারা যা আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি, উক্ত দুই সালাতে তাঁর কিরাআত পাঠ সাব্যস্ত হয়।

ইমাম তাহাবী (র)-এর বিশ্লেষণ

সুতরাং যখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণিত ঐ সমস্ত উল্লিখিত রিওয়ায়াত দ্বারা যুহর ও আসরের সালাতে কিরাআত পাঠ সাব্যস্ত হয়ে গেল এবং এর পরিপন্থী ইব্‌ন আব্বাস (রা)-এর রিওয়ায়াত খণ্ডিত হয়ে গেল, তাই আমরা এরপরে যুক্তির দিকে প্রত্যাবর্তন করেছি। আমরা দেখছি তাতে এরূপ কিছু পাই কি-না, যাতে উল্লিখিত দুই অভিমত থেকে কোন একটির বিশুদ্ধতা প্রমাণিত হয়। আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, সালাতের মধ্যে 'কিয়াম' (দাঁড়ানো) ফরয; অনুরূপভাবে রুকূ ও সিজ্‌দাও ফরয। এইসব কিছু সালাতের ফরযসমূহের অন্তর্ভুক্ত; এর থেকে কোন বস্তু ছুটে গেলে সালাত জায়িয হবে না। আর এই বিষয়গুলো সমস্ত সালাতের মধ্যে অভিন্ন। আমরা আরো দেখছি যে, প্রথম বৈঠক সুন্নাত (ওয়াজিব), এতে কোনরূপ মতভেদ নেই; এটাও সমস্ত সালাতের মধ্যে অভিন্ন। পক্ষান্তরে শেষ বৈঠক-কে দেখছি, এতে লোকদের (ইমামদের) মতভেদ রয়েছে। তাঁদের কেউ বলেন, এটা ফরয, আবার কেউ বলেন, সুন্নাত (ওয়াজিব)। কিন্তু সকলের নিকট এর হুকুম সমস্ত সালাতে অভিন্ন। তাই সেগুলো থেকে যা সালাতে ফরয, তা সমস্ত সালাতে ফরয হিসাবে বিবেচিত। রাতের সালাতে জোরে কিরাআত পড়া ফরয নয় বরং তা সুন্নাত (ওয়াজিব)। সালাতের সাথে এর অন্তর্ভুক্তি নাই, যেমনিভাবে রুকু, সিজ্‌দা ও কিয়াম-এর সাথে এর অন্তর্ভুক্তি রয়েছে। আর জোরে কিরাআত পড়া কতেক সালাতে বিধেয় কতেক সালাতে বিধেয় নয়। বস্তুত যে বস্তু সালাতে ফরয তা সালাতে এভাবে পাওয়া যায় যা ব্যতীত সালাত হয় না। কেননা, যে বস্তু কতেক সালাতে ফরয হিসাবে বিবেচিত, তা সমস্ত সালাতে অনুরূপভাবে ফরয হিসাবে বিবেচিত হবে।

তাই যখন আমরা দেখছি যে, ঐ বিরোধী পক্ষের মত অনুযায়ী মাগরিব, ইশা ও ফজরের সালাতে কিরাআত পাঠ ওয়াজিব, এটা পাওয়া যাওয়া জরুরী এবং এটা ব্যতীত সালাত হবে না। অনুরূপভাবে তা (কিরাআত) যুহর ও আসরের সালাতে (ওয়াজিব) হিসাবে বিবেচিত হবে।

বস্তুত এটা সেই সমস্ত লোকদের বিরুদ্ধে শক্ত দলীল, যারা যুহর ও আসরের সালাতে কিরাআত পাঠ অস্বীকার করেন এবং অন্য সালাতে তাকে ফরয মনে করেন। পক্ষান্তরে যারা মূল সালাতে কিরাআতকে জরুরী মনে করেন না তাঁদের বিরুদ্ধে দলীল হল যে, আমরা দেখছি মাগরিব ও ইশা উভয় সালাতে কিরায়াত পাঠ করা হয়। এর প্রথম দুই রাক'আতে জোরে এবং তা (প্রথম দুই রাক'আত) ব্যতীত আস্তে। সুতরাং যখন প্রথম দুই রাক'আতের পরেও কিরাআত সুন্নাত; জোরে কিরাআত পড়া রহিত হওয়ার দ্বারা তা রহিত হয় না। তাই যুক্তির দাবি হল যে, যুহর ও আসরের সালাতেও এটা অনুরূপভাবে সুন্নাত হবে এবং তাতে জোরে কিরাআত পড়া রহিত হওয়ার দ্বারা (সম্পূর্ণরূপে) কিরাআত রহিত হবে না। এটা (আস্তে কিরাআত পড়ার স্বপক্ষে যুক্তি, যা আমরা এ বিষয়ে উল্লেখ করেছি।

আর এটাই ইমাম আবূ হানীফা (র), ইমাম আবূ ইউসুফ (র) ও ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর অভিমত।

উক্ত বিষয়টি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সাহাবার একদল থেকেও বর্ণিত আছে ঃ

١١٥١- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ وَمُوْسَى بْنُ اِسْمَاعِيْلَ قَالاَ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ عَنْ اَبِى عُثْمَانَ النَّهْدِىِّ قَالَ سَمِعْتُ مِنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ يَقْرَأُ فِى الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ قٓ وَالْقُرْاٰنِ الْمَجِيْدِ .

১১৫১. আহমদ ইব্‌ন দাঊদ (র) .... আবূ উসমান নাহ্দী (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি উমার ইব্‌ন খাত্তাব (রা)-কে যুহর ও আসারের সালাতে قٓ وَالْقُرْاٰنِ الْمَجِيْدِ তিলাওয়াত করতে শুনেছি।

١١٥٢- حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ اِدْرِيْسَ قَالَ ثَنَا اٰدَمُ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ قَالَ سَمِعْتُ الزُّهْرِىَّ يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ اَبِى رَافِعٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَبِى طَالِبٍ اَنَّهُ كَانَ يَأْمُرُ اَوْ يُحِبُّ اَنْ يُقْرَأَ خَلْفَ الْاِمَامِ فِى الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ فِى الرَّكْعَتَيْنِ الْاُوْلَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُوْرَةٍ وَفِى الْاُخْرَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ .

১১৫২. বাকর ইব্‌ন ইদ্‌রীস (র) ....আলী ইব্‌ন আবী তালিব (রা) নির্দেশ দিতেন অথবা পছন্দ করতেন যে, ইমামের পিছনে যুহর ও আসরের সালাতের প্রথম দুই রাক'আতে সূরা ফাতিহা এবং এর সঙ্গে অন্য কোন সূরা আর শেষ দুই রাক'আতে শুধু সূরা ফাতিহা পড়া হবে।

١١٥٣- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ وَابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالاَ ثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ اَشْعَثَ بْنِ اَبِى الشَّعْثَاءِ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا مَرْيَمَ الاَسَدِىَّ يَقُوْلُ سَمِعْتُ ابْنَ مَسْعُوْدٍ يَقْرَأُ فِى الظُّهْرِ .

১১৫৩. আবূ বাক্‌রা (র) ও ইব্‌ন মারযূক (র) ...... আবূ মারইয়াম আসাদী (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি ইব্‌ন মাসঊদ (রা)-কে যুহরের সালাতে কিরা'আত পড়তে শুনেছি।

١١٥٤- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيْرٍ قَالَ ثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانٍ عَنْ جَمِيْلِ بْنِ مُرَّةَ وَحَكِيْمٍ اَنَّهُمَا دَخَلاَ عَلٰى مُوَرِّقٍ الْعَجْلِىِّ فَصَلّٰى بِهِمُ الظُّهْرَ فَقَرَأَ بِقَافٍ وَالذَّارِيَاتِ اَسْمَعَهُمْ بَعْضَ قِرَائَتِهِ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ صَلَّيْتُ خَلْفَ ابْنِ عُمَرَ فَقَرَأَ بِقَافٍ وَالذَّارِيَاتِ وَاَسْمَعَنَا نَحْوَ مَا اَسْمَعْنَاكُمْ .

১১৫৪. আবূ বাক্‌রা (রা) ..... জামিল ইব্‌ন মুররা (র) ও হাকীম (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তাঁরা একবার মুওয়াররাক আজালী (র)-এর নিকট গেলেন। তিনি তাঁদেরকে নিয়ে যুহরের সালাত আদায় করলেন এবং তিনি সূরা 'কাফ' এবং 'যারিয়াত' তিলাওয়াত করেন। তিনি তাঁর কিরাআতের কিছু অংশ তাদেরকে শুনিয়েছেন। সালাত শেষে বললেন, আমি ইব্‌ন উমার (রা)-এর পিছনে সালাত আদায় করেছি, তিনি সূরা 'কাফ' এবং 'যারিয়াত' তিলাওয়াত করেছেন এবং তিনি আমাদেরকে অনুরূপভাবে (কিরাআত) শুনিয়েছেন যেমনিভাবে আমি তোমাদেরকে শুনিয়েছি।

١١٥٥- وَحَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُنْقِذٍ قَالَ ثَنَا الْمُقْرِئُ عَنْ حَيْوَةَ وَابْنِ لَهِيْعَةَ قَالاَ اَنَا بَكْرُ بْنُ عَمْرٍو اَنَّ عُبَيْدَ اللّٰهِ بْنَ مِقْسَمٍ اَخْبَرَهُ اَنَّ ابْنَ عُمَرَ قَالَ لَهُ اِذَاصَلَّيْتَ وَحْدَكَ فَاقْرَأْ فِى الرَّكْعَتَيْنِ الْاُوْلَيَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ بِاُمِّ الْقُرْاٰنِ وَسُوْرَةٍ سُوْرَةٍ وَّفِى الرَّكْعَتَيْنِ الْاُخْرَيَيْنِ بِاُمِّ الْقُرْاٰنِ قَالَ فَلَقِيْتُ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ وَّجَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ فَقَالاَ مِثْلَ مَا قَالَ ابْنُ عُمَرَ .

১১৫৫. ইবরাহীম ইব্‌ন মুন্‌কিয (র) ..... উবায়দুল্লাহ ইব্‌ন মিকসাম (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, ইব্‌ন উমার (রা) তাঁকে বলেছেন, যখন তুমি একা সালাত আদায় করবে তখন যুহর ও আসরের সালাতের প্রথম দুই রাক'আতে সূরা ফাতিহা এবং অন্য কোন সূরা পড়বে। আর শেষ দুই রাক'আতে শুধু সূরা ফাতিহা পড়বে। রাবী বলেন, তারপর আমি যায়দ ইব্‌ন সাবিত (রা) ও জাবির ইব্‌ন আবদিল্লাহ (রা)-এর সাথে সাক্ষাত করেছি, তাঁরাও ইব্‌ন উমার (রা)-এর অনুরূপ বলেছেন।

١١٥٦- حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ ثَنَا الْفِرْيَابِىُّ قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ اَيُّوْبَ بْنِ مُوْسٰى عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ مِقْسَمٍ قَالَ سَأَلْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ الْقِرَاءَةِ فِى الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ فَقَالَ اَمَّا اَنَا فَاَقْرَأُ فِى الْاُوْلَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُوْرَةٍ سُوْرَةٍ وَّفِى الْاُخْرَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ .

১১৫৬. হুসাইন ইব্‌ন নাসর (র) ...... উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন মিকসাম (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি জাবির ইব্‌ন আবদিল্লাহ (রা)-কে যুহর ও আসরের সালাতে কিরা'আত পাঠ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছি। তিনি বললেন, আমি প্রথম দুই রাক'আতে সূরা ফাতিহা এবং এর সঙ্গে অন্য কোন সূরা তিলাওয়াত করি। আর শেষ দুই রাক'আতে শুধু সূরা ফাতিহা তিলাওয়াত করি।

١١٥٧- حَدَّثَنَا فَهْدُ قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِىْ اُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ مِقْسَمٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّهُ سَاَلَهُ كَيْفَ تَصْنَعُوْنَ فِىْ صَلاَتِكُمْ الَّتِىْ لاَتَجْهَرُوْنَ فِيْهَا بِالْقِرَاءَةِ اِذَا كُنْتُمْ فِىْ بُيُوْتِكُمْ فَقَالَ نَقْرَأُ فِى الْاُوْلَيَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ فِى كُلِّ رَكْعَةٍ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ سُوْرَةٍ وَنَقْرَأُ فِى الْاُخْرَيَيْنِ بِاُمِّ الْقُرْاٰنِ وَنَدْعُوْ .

১১৫৭. ফাহাদ (র) ......উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন মিক্‌সাম (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি জাবির ইব্‌ন আবদিল্লাহ (রা)-কে জিজ্ঞাসা করেন যে, যে সমস্ত সালাতে আপনারা জোরে কিরা'আত পড়েন না তা আপনারা ঘরে আদায় করলেন কি করে ? তিনি বললেন, আমরা যুহর ও আসরের সালাতের প্রথম দুই রাক'আতের প্রতি রাক'আতে সূরা ফাতিহা এবং অন্য কোন সূরা তিলাওয়াত করি। আর শেষ দুই রাক'আতে শুধু সূরা ফাতিহা তিলাওয়াত করি এবং দু'আ প্রার্থনা করি।

١١٥٨- حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ مَخْرَمَةُ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ مِقْسَمٍ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ يَقُوْلُ اِذَا صَلَّيْتَ وَحْدَكَ شَيْئًا مِّنَ الصَّلَوَاتِ فَاقْرَأْ فِى الرَّكْعَتَيْنِ الْاُوْلَيَيْنِ بِسُوْرَةٍ مَّعَ اُمِّ الْقُرْاٰنِ وَفِىْ الْاُخْرَيَيْنِ بِاُمِّ الْقُرْاٰنِ .

১১৫৮. ইউনুস (র) ...... উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন মিকসাম (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি জাবির ইব্ন আবদিল্লাহ (রা)-কে বলতে শুনেছি, যখন তুমি একাকি কোন সালাত আদায় করবে তখন প্রথম দুই রাক'আতে সূরা ফাতিহা এবং অন্য কোন সূরা তিলাওয়াত করবে। আর শেষ দুই রাক'আতে শুধু সূরা ফাতিহা তিলাওয়াত করবে।

١١٥٩- حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ سِنَانٍ قَالَ ثَنَا يَحْىَ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ ثَنَا مِسْعَرُ بْنُ كِدَامٍ قَالَ حَدَّثَنِى يَزِيْدُ بْنُ الْفَقِيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ سَمِعْتُهُ يَقُوْلُ يَقْرَأُ فِىْ الرَّكْعَتَيْنِ الْاُوْلَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُوْرَةٍ وَّفِى الْاُخْرَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ قَالَ وَكُنَّا نَتَحَدَّثُ اَنَّهُ لَا صَلٰوةَ اِلَّا بِقِرَاءَةِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَمَا فَوْقَ ذٰلِكَ اَوَفَمَا اَكْثَرُ مِنْ ذٰلِكَ .

১১৫৯. ইয়াযীদ ইব্ন সিনান (র) ...... ইয়াযীদ ইবনুল ফকীর (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি জাবির ইব্ন আবদিল্লাহ (রা)-কে বলতে শুনেছি যে, প্রথম দুই রাক'আতে সূরা ফাতিহা এবং অন্য কোন সূরা আর শেষ দুই রাক'আতে শুধু সূরা ফাতিহা তিলাওয়াত করা হবে। রাবী বলেন, আমরা পরস্পরে আলোচনা করতাম যে, সূরা ফাতিহা এবং তার চাইতে কিছু বেশি আয়াত পড়া ব্যতীত সালাত আদায় হয় না।

١١٦٠- حَدَّثَنَا فَهْدُ قَالَ ثَنَا ابْنُ الاصْبَهَانِىُّ قَالَ اَنَا شَرِيْكُ عَنْ زَكَرِيَّا عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ خَبَّابٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ عُرْفُطَةَ قَالَ سَمِعْتُ خَبَّابًا يَقْرَأُ فِى الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ اِذَا زُلْزِلَتِ .

১১৬০. ফাহাদ (র)....... খালিদ ইব্ন উরফুতা (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি খাব্বাব (রা)-কে যুহর ও আসরের সালাতে সূরা 'যুলযিলাত' তিলাওয়াত করতে শুনেছি।

١١٦١- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا حَرْبُ بِنِ شَدَّادٍ عَنْ يَحْىَ بْنِ اَبِىْ كَثِيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ سَمِعْتُ هِشَامَ بْنَ اِسْمَاعِيْلَ عِنْدَ مِنْبَرِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ قَالَ اَبُو الدَّرْدَاءِ اِقْرَؤُاْ فِى الرَّكْعَتَيْنِ الْاُوْلَيَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُوْرَتَيْنِ وَفِى الْاُخْرَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ .

১১৬১. আবূ বাক্রা (র) .... মুহাম্মদ ইব্ন ইবরাহীম (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি হিশাম ইব্ন ইসমাঈল (র)-কে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর মিম্বারের কাছে বলতে শুনেছি যে, আবুদ্দারদা (রা) বলেছেন, তোমরা যুহর ও আসরের সালাতের প্রথম দুই রাক'আতে সূরা ফাতিহা এবং অন্য যে কোন দুই সূরা আর শেষ দুই রাক'আতে শুধু সূরা ফাতিহা তিলাওয়াত করবে।

١٧- بَابُ الْقِرَاءَةِ فِيْ صَلٰوةِ الْمَغْرِبِ

১৭. অনুচ্ছেদ ঃ মাগরিবের সালাতে কিরাআত

١١٦٢- حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ اَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ مَالِكُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ عَنْ اَبِيْهِ ح وَحَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ سِنَانٍ قَالَ ثَنَا يَحْىَ بْنُ سَعِيْدٍ الْقَطَّانُ قَالَ ثَنَا مَالِكُ قَالَ اَخْبَرَنِيْ الزُّهْرِىُّ عَنِ ابْنِ جُبَيْرٍ بْنِ مُطْعِمٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقْرَأُ فِى الْمَغْرِبِ بِالطُّوْرِ .

১১৬২. ইউনুস (র) ও ইয়াযীদ ইব্ন সিনান (র) ...... জুবায়র ইব্ন মুতইম (র) তাঁর পিতা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে মাগরিবের সালাতে সূরা 'তূর' তিলাওয়াত করতে শুনেছি।

١١٦٣- حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ يَحْىَ الْمُزَنِىُّ قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اِدْرِيْسَ قَالَ اَنَا مَالِكُ وَسُفْيَانُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ فَذَكَرَ بِاِسْنَادِهِ مِثْلَهُ .

১১৬৩. ইসমাঈল ইব্ন ইয়াহইয়া মুযানী (র) ...... ইব্ন শিহাব (র) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

١١٦٤- حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيْرٍ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنِيْ بَعْضُ اِخْوَتِيْ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ اَنَّهُ اَتَى النَّبِىَّ ﷺ فِيْ بَدْرٍ قَالَ فَانْتَهَيْتُ اِلَيْهِ وَهُوَ يُصَلِّى الْمَغْرِبَ فَقَرَأَ بِالطُّوْرِ فَكَاَنَّمَا صَدَعَ قَلْبِىْ حِيْنَ سَمِعْتُ الْقُرْاٰنَ وَذٰلِكَ قَبْلَ اَنْ يُّسْلِمَ -

১১৬৪. ইব্ন মারযূক (র) ...... জুবায়র ইব্ন মুতইম (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি একবার বদর যুদ্ধের সময় নবী ﷺ-এর খিদমতে এলেন। তিনি বলেন, আমি তাঁর কাছে পৌঁছালাম তো তিনি মাগরিবের সালাত আদায় করছিলেন। তিনি সূরা 'তূর' তিলাওয়াত করেন। আমি যখন (তাঁর থেকে) কুরআনের তিলাওয়াত শুনেছি তখন যেন আমার অন্তর ফেটে গেল। আর এটা তাঁর ইসলাম গ্রহণের পূর্বের ঘটনা।

١١٦٥– حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ اَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَنَّ مَالِكًا حَدَّثَهُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّهُ قَالَ اِنَّ اُمَّ الْفَضْلِ بِنْتَ الْحَارِثِ سَمِعَتْهُ وَهُوَ يَقْرَأُ وَالْمُرْسَلاَتِ عُرْفًا فَقَالَتْ يَا بُنَيَّ لَقَدْ ذَكَّرْتَنِيْ قِرَاءَتُكَ هٰذِهِ السُّوْرَةَ اَنَّهَا لاَٰخِرُ مَا سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقْرَأُ بِهَا فِيْ صَلٰوةِ الْمَغْرِبِ .

১১৬৫. ইউনুস (র) ...... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি সূরা وَالْمُرْسَلاَتِ عُرْفًا তিলাওয়াত করছিলাম তখন তা উম্মুল ফযল বিন্‌ত হারিস (রা) শুনেছেন। বললেন, প্রিয় বৎস! তোমার এই সূরা তিলাওয়াতে আমাকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছে যে, এটাই সেই শেষ সূরা, যা আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে মাগরিবের সালাতে তিলাওয়াত করতে শুনেছি।

١١٦٦– حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ عَنْ يُوْنُسَ عَنِ الزُّهْرِيِّ فَذَكَرَ مِثْلَهُ بِاِسْنَادِهِ .

১১৬৬. ইব্‌ন মারযূক (রা) .... যুহরী (র) থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

١١٦٧– حَدَّثَنَا رَبِيْعُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْجِيْزِيُّ قَالَ ثَنَا اَبُوْ زُرْعَةَ قَالَ اَنَا حَيْوَةُ قَالَ اَنَا اَبُو الْاَسْوَدِ اَنَّهُ سَمِعَ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِيَقُوْلُ اَخْبَرَنِيْ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ اَنَّهُ قَالَ لِمَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ يَا اَبَا عَبْدِ الْمَلِكِ مَا يَحْمِلُكَ اَنْ تَقْرَأَ فِيْ صَلٰوةِ الْمَغْرِبِ بِقُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدُ وَسُوْرَةٍ اُخْرٰى صَغِيْرَةٍ قَالَ زَيْدُ فَوَاللّٰهِ لَقَدْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقْرَأُ فِيْ صَلٰوةِ الْمَغْرِبِ بِاَطْوَلِ الطُّوَلِ وَهِيَ الٓمٓصٓ .

১১৬৭. রবী 'ইব্‌ন সুলায়মান আল-জীযী (র) ...... উরওয়া ইব্‌ন যুবায়র (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমাকে যায়দ ইব্‌ন সাবিত (রা) বলেছেন; তিনি মারওয়ান ইব্‌ন হাকামকে বলেছেন, হে আবূ আবূ আবদিল মালিক! তুমি মাগরিবের সালাতে সূরা قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدُ এবং অপর ছোট কোন সূরা কি কারণে তিরাওয়াত কর? যায়দ (রা) বললেন, আল্লাহ্‌র কসম! আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে মাগরিবের সালাতে অত্যন্ত দীর্ঘতর সূরা অর্থাৎ الٓمٓصٓ তিলাওয়াত করতে শুনেছি।

١١٦٨– حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْفَرَجِ قَالَ ثَنَا سَعِيْدُ بْنُ عُفَيْرٍ قَالَ ثَنَا ابْنُ لَهِيْعَةَ عَنْ اَبِى الْاَسْوَدِ فَذَكَرَ مِثْلَهُ بِاِسْنَادِهِ .

১১৬৮. রাওহ ইব্‌নুল ফারাজ (র) ...... আবুল আসওয়াদ (র) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

١١٦٩– حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ ثَنَا حَجَّاجُ قَالَ ثَنَا حَمَّادُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ مَرْوَانَ كَانَ يَقْرَأُ فِي الْمَغْرِبِ بِسُوْرَةِ يٰسٓ قَالَ عُرْوَةُ قَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ اَوْ اَبُوْ

زَيْدٍ الْاَنْصَارِيُّ شَكَّ هِشَامٌ لِمَرْوَانَ وَقَالَ لِمَ تَقْصُرُ صَلٰوةَ الْمَغْرِبِ وَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَقْرَأُ فِيْهَا بِاَطْوَلِ الطُّوْلَيَيْنِ الْاَعْرَافِ .

১১৬৯. মুহাম্মদ ইব্‌ন খুযায়মা (র) ...... হিশাম (র) তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন যে, মারওয়ান মাগরিবের সালাতে সূরা 'ইয়াসীন' তিলাওয়াত করতেন। হিশামের সন্দেহ রয়েছে যে, যায়দ ইব্‌ন সাবিত (রা) বা আবু যায়দ আনসারী (রা) মারওয়ানকে বললেন, তুমি মাগরিবের সালাত সংক্ষিপ্ত কর কেন? অথচ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাতে দীর্ঘতম সূরার অন্যতম 'আ'রাফ' তিলাওয়াত করতেন।

١١٧٠- حَدَّثَنَا فَهْدٌ قَالَ ثَنَا مُوْسَى بْنُ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ اَنَسٍ عَنْ اُمِّ الْفَضْلِ بِنْتِ الْحَارِثِ قَالَتْ صَلّٰى بِنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِىْ بَيْتِهِ الْمَغْرِبَ فِىْ ثَوْبٍ وَّاحِدٍ مُتَوَشِّحًا بِهِ فَقَرَأَ وَالْمُرْسَلَاتِ مَا صَلّٰى بَعْدَهَا صَلٰوةً حَتّٰى قُبِضَ .

১১৭০. ফাহাদ (র) ..... উম্মুল ফযল বিন্‌ত হারিস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, একবার রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর গৃহে আমাদেরকে নিয়ে এক কাপড়ের দুই প্রান্ত বিপরীত কাঁধে রেখে তাতে আবৃত হয়ে মাগরিবের সালাত আদায় করলেন। তিনি সূরা 'আল-মুরসালাত' তিলাওয়াত করেন। এরপরে তাঁর ওফাত পর্যন্ত তিনি কোন সালাত আদায় করেননি।

পর্যালোচনা

একদল আলিম এই সমস্ত হাদীসের মর্ম গ্রহণ করেছেন এবং এগুলোর অনুসরণ করেছেন।

পক্ষান্তরে অপরাপর আলিমগণ তাঁদের বিরোধিতা করে বলেছেন, মাগরিবের সালাতে 'কিসার মুফাস্‌সাল' (সূরা লামায়াকুন থেকে শেষ পর্যন্ত) ব্যতীত তিলাওয়াত করা সমীচীন নয়। আর তাঁরা বলেছেন, "তিনি সূরা তুর তিলাওয়াত করেছেন" তাঁর এই উক্তির দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে, সূরার কিছু তিনি তিলাওয়াত করেছেন। আর আভিধানিকভাবে এরূপ ব্যবহার বৈধ। যেমন যখন কোন ব্যক্তি কুরআন থেকে কিছু অংশ তিলাওয়াত করে তখন বলা হয়, "অমুক (ব্যক্তি) কুরআন তিলাওয়াত করছে"। আবার "তিনি সূরা তূর তিলাওয়াত করেছেন" এর দ্বারা এ সম্ভাবনাও রয়েছে যে তিনি পূরা সূরা তূর তিলাওয়াত করেছেন। বস্তুত আমরা এ বিষয়ে গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করেছি যে, এরূপ কোন হাদীস বর্ণিত আছে কি-না, যা উক্ত দুই বিশ্লেষণের কোন একটির স্বপক্ষে প্রমাণ বহন করে (আমরা দেখি নিম্নরূপ বর্ণিত আছে) ঃ

١١٧١- فَاِذَا صَالِحُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ وَابْنُ اَبِىْ دَاوُدَ قَدْ حَدَّثَنَا قَالَا ثَنَا سَعِيْدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ ثَنَا هُشَيْمٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قَدِمْتُ الْمَدِيْنَةَ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ لِاُكَلِّمَهُ فِىْ اُسَارٰى بَدْرٍ فَانْتَهَيْتُ اِلَيْهِ وَهُوَ

يُصَلِّيْ بِاَصْحَابِهِ صَلٰوةَ الْمَغْرِبِ فَسَمِعْتُهُ يَقْرَأُ اِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ فَكَاَنَّمَا صُدِعَ قَلْبِيْ فَلَمَّا فَرَغَ كَلَّمْتُهُ فِيْهِمْ فَقَالَ شَيْخٌ لَوْ كَانَ اَتَانِيْ لَشَفَعْتُهُ يَعْنِيْ مُطْعِمَ بْنَ عَدِيٍّ

১১৭১. সালিহ ইব্ন আবদির রহমান (র) ও ইবন আবী দাউদ (র) ...... মুহাম্মদ ইব্ন জুবায়র ইব্ন মুতইম (র) তাঁর পিতা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি একবার রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর যুগে বদর যুদ্ধের (কাফির) বন্দীদের ব্যাপারে তাঁর সঙ্গে আলোচনা করার নিমিত্ত মদীনায় এলাম। যখন আমি তাঁর নিকট পৌঁছলাম তখন তিনি তাঁর সাহাবীগণকে নিয়ে মাগরিবের সালাত আদায় করছিলেন। আমি তাঁকে اِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ (অবশ্যই তোমার প্রতিপালকের শাস্তি নিপতিত হবেই) আয়াত তিলাওয়াত করতে শুনি। যেন (ওই তিলাওয়াত) আমার অন্তর বিদীর্ণ করে ফেলে। তিনি যখন (সালাত থেকে) অবসর হলেন তখন আমি তাঁর সঙ্গে তাদের (বন্দীদের) বিষয়ে আলোচনা করলাম। তিনি বললেন, যদি আমার নিকট এক বৃদ্ধ ব্যক্তি আসত তাহলে আমি তার সুপারিশ গ্রহণ করতাম। অর্থাৎ তাঁর [যুবায়র (রা)] পিতা মুতইম ইব্ন আদী।

বিশ্লেষণ

ইনি হলেন, হুশাইম (রা), তিনি এই হাদীসটি যুহরী (র) থেকে রিওয়ায়াত করতে গিয়ে প্রকৃত কাহিনীটি বর্ণনা করেছেন এবং বলছেন যে, তিনি নবী ﷺ থেকে যা শুনেছেন তা হল اِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ আয়াত। তিনি এটা স্পষ্টরূপে বর্ণনা করেছেন যে, প্রথমোক্ত হাদীসে যে সূরা 'তূর' তিলাওয়াত করার বিষয় উল্লেখ রয়েছে, তার দ্বারা সেটাই উদ্দেশ্য, যা তিনি তাঁকে তা থেকে তিলাওয়াত করতে শুনেছেন। জুবায়র (রা)-এর শব্দাবলী তাই, যা হুশাইম (র) থেকে বর্ণিত আছে। কারণ, তিনি প্রকৃত কাহিনীট বর্ণনা করেছেন। সুতরাং নবী ﷺ থেকে এ ব্যাপারে তিনি যা রিওয়ায়াত করেছেন, তা হল বিশেষ করে তাঁর তিলাওয়াত ঃ اِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ

পক্ষান্তরে মালিক (র)-এর হাদীস আরো সংক্ষিপ্ত। অনুরূপভাবে মারওয়ানের উদ্দেশ্যে যায়দ ইব্ন সাবিত (রা)-এর উক্তি "আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে তাতে দীর্ঘতম সূরা الٓمٓصٓ তিলাওয়াত করতে শুনেছি"। সম্ভবত এর দ্বারা সূরার কতেক অংশ তিলাওয়াত করাই উদ্দেশ্য।

এ বিশ্লেষণ বিশুদ্ধ হওয়ার (স্বপক্ষে) নিম্নোক্ত রিওয়ায়াত প্রমাণ বহন করে ঃ

١١٧٢– حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ ثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ ثَنَا حَمَّادٌ عَنْ اَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ الْاَنْصَارِيِّ اَنَّهُمْ كَانُوْا يُصَلُّوْنَ الْمَغْرِبَ ثُمَّ يَنْتَضِلُوْنَ .

১১৭২. মুহাম্মদ ইব্ন খুযায়মা (র) জাবির ইব্ন আবিদল্লাহ্ আনসারী (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তাঁরা (সাহাবীগণ) মাগরিবের সালাত আদায় করতেন। তারপর তাঁরা তীর নিক্ষেপের প্রতিযোগিতা করতেন।

١١٧٣– حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ دَاوُدَ بْنِ مُوْسٰى قَالَ ثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ وَمُوْسٰى بْنُ اِسْمَاعِيْلَ قَالَا ثَنَا حَمَّادٌ قَالَ اَنَا ثَابِتٌ عَنْ اَنَسٍ قَالَ كُنَّا نُصَلِّى الْمَغْرِبَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ ثُمَّ يَرْمِيْ اَحَدُنَا فَيَرٰى مَوْضِعَ نَبْلِهِ .

১১৭৩. আহমদ ইব্‌ন দাঊদ ইব্‌ন মূসা (র) .... আনাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমরা নবী ﷺ-এর সঙ্গে মাগরিবের সালাত আদায় করতাম। তারপর আমাদের থেকে কেউ তীর নিক্ষেপ করত এবং সে তার তীর পতনের স্থান দেখতে পেত।

١١٧٤– حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ ثَنَا حَجَّاجُ قَالَ ثَنَا حَمَّادُ فَذَكَرَ بِاسْنَادِهِ مِثْلَهُ .

১১৭৪. মুহাম্মদ ইব্‌ন খুযায়মা (র) ..... হাম্মাদ (র) থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

١١٧٥– حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا سَهْلُ بْنُ بَكَّارٍ قَالَ ثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ اَبِىْ بِشْرٍ ح وَحَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ عَنْ اَبِىْ عَوَانَةَ وَهُشَيْمٍ عَنْ اَبِىْ بِشْرٍ عَنْ عَلِىِّ بْنِ بِلَالٍ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ نَفَرٍ مِّنْ اَصْحَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِنَ الْاَنْصَارِ فَحَدَّثُوْنِى اَنَّهُمْ كَانُوْا يُصَلُّوْنَ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ الْمَغْرِبَ ثُمَّ يَنْطَلِقُوْنَ يَرْتَمُوْنَ لاَ يَخْفٰى عَلَيْهِمْ مَوْقِعَ سِهَامِهِمْ حَتّٰى يَأْتُوْا دِيَارَهُمْ فَهُمْ فِىْ اَقْصَى الْمَدِيْنَةِ فِىْ بَنِىْ سَلَمَةَ .

১১৭৫. আহমদ ইব্‌ন দাঊদ (র)ও আহমদ ইব্‌ন মারযূক (র) ..... আলী ইব্‌ন বিলাল (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কিছুসংখ্যক আনসারী সাহাবার সঙ্গে সালাত আদায় করেছি। তাঁরা আমাকে বর্ণনা করেছেন যে, তাঁরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সঙ্গে মাগরিবের সালাত আদায় করতেন। তারপর তাঁরা তীর নিক্ষেপ করতেন এবং তীর পতনের স্থান তাঁদের কাছে গোপন থাকত না। এরপর তাঁরা নিজেদের বাড়িতে আসতেন এবং তাঁরা মদীনার অপর প্রান্তে বনূ সালামা গোত্রে বসবাস করতেন।

١١٧٦– حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مَسْعُوْدٍ الْخَيَّاطُ قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ عَنِ الْاَوْزَاعِىِّ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ بَعْضِ بَنِىْ سَلَمَةَ اَنَّهُمْ كَانُوْا يُصَلُّوْنَ مَعَ النَّبِىِّ ﷺ الْمَغْرِبَ ثُمَّ يَنْصَرِفُوْنَ اِلٰى اَهْلِهِمْ وَهُمْ يُبْصِرُوْنَ مَوْقِعَ النَّبْلِ عَلٰى قَدْرِ ثُلُثَىْ مِيْلٍ .

১১৭৬. আহমদ ইব্‌ন মাসঊদ খাইয়াত (র) ...... যুহরী (র) বনূ সালামার কতক লোক থেকে বর্ণনা করেন যে, তাঁরা নবী ﷺ-এর সঙ্গে মাগরিবের সালাত আদায় করতেন। তারপর তাঁরা নিজ গৃহাভিমুখে প্রত্যাবর্তন করতেন এবং দুই তৃতীয়াংশ মাইল পর্যন্ত তীর পতনের স্থান দেখতে পেতেন।

١١٧٧– حَدَّثَنَا رَبِيْعُ الْمُؤَذِّنُ قَالَ ثَنَا اَسَدُ قَالَ ثَنَا ابْنُ اَبِىْ ذِئْبٍ عَنِ الْمَقْبُرِىِّ عَنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ حَكِيْمٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ كُنَّا نُصَلِّىْ مَعَ النَّبِىِّ ﷺ الْمَغْرِبَ ثُمَّ نَاْتِىْ بَنِىْ سَلَمَةَ وَاَنَّا لَنَبْصُرُ مَوَاقِعَ النَّبْلِ .

১১৭৭. রবীউল মুআযযিন (র) ..... জাবির ইব্‌ন আবদিল্লাহ (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমরা নবী ﷺ-এর সঙ্গে মাগরিবের সালাত আদায় করতাম। তারপর বনূ সালিমা গোত্রে আসতাম এবং তীর পতনের স্থান দেখতে পেতাম।

ইমাম তাহাবী (র)-এর মন্তব্য

বস্তুত যখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর মাগরিবের সালাত থেকে অবসর হওয়ার ওয়াক্ত এটা, তখন অসম্ভব যে তিনি তাতে সূরা আ'রাফ বা এর অর্ধেকও তিলাওয়াত করেছেন।

١١٧٨– حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ صَلّٰى مُعَاذُ بِاَصْحَابِهِ الْمَغْرِبَ فَافْتَتَحَ سُوْرَةَ الْبَقَرَةِ اَوِ النِّسَاءِ فَصَلّٰى رَجُلٌ ثُمَّ انْصَرَفَ فَبَلَغَ ذٰلِكَ مُعَاذًا فَقَالَ اِنَّهُ مُنَافِقُ فَبَلَغَ ذٰلِكَ الرَّجُلَ فَاَتٰى رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَذَكَرَ ذٰلِكَ لَهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَفَاتِنٌ اَنْتَ يَا مُعَاذُ قَالَهَا مَرَّتَيْنِ لَوْ قَرَأْتَ بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلٰى وَالشَّمْسِ وَضُحٰهَا فَاِنَّهُ يُصَلِّيْ خَلْفَكَ ذُوالْحَاجَةِ وَالضَّعِيْفُ وَالصَّغِيْرُ وَالْكَبِيْرُ .

১১৭৮. ইব্‌ন মারযূক (র) ..... জাবির ইব্‌ন আবদিল্লাহ (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, একবার মু'আয (রা) তাঁর সাথীদেরকে নিয়ে মাগরিবের সালাত আদায় করলেন। তাতে তিনি সূরা বাকারা বা সূরা নিসা (পড়তে) শুরু করলেন। জনৈক ব্যক্তি সালাত আদায় করে চলে গেল। এ সংবাদ পেয়ে মু'আয (রা) বললেন, সে তো মুনাফিক। সেই ব্যক্তি এ খবর পেয়ে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট এসে সব তাঁকে খুলে বলল। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, হে মুআয! তুমি কি ফিৎনায় ফেলছ? তিনি এ কথাটি দুইবার বললেন। বললেন, তুমি যদি سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلٰى এবং وَالشَّمْسِ وَضُحٰهَا তিলাওয়াত করতে (তাহলে উত্তম হত)। কারণ, তোমার পিছনে প্রয়োজনে ব্যস্ত, দুর্বল, বালক ও বৃদ্ধ সকলেই সালাত আদায় করে।

١١٧٩– حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْفَرَجِ قَالَ ثَنَا يُوْسُفُ بْنُ عَدِيٍّ قَالَ ثَنَا اَبُو الْاَحْوَصِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ مَسْرُوْقٍ عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ .

১১৭৯. রাওহ ইব্‌নুল ফারাজ (র) ..... জাবির (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

١١٨٠– حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ هِيَ الْعَتَمَةُ .

১১৮০. ইব্‌ন মারযূক (র) ...... জাবির (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, তা ছিল 'আতামা' তথা ইশার সালাত।

١١٨١– حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ كَانَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ يُصَلِّيْ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ ثُمَّ يَرْجِعُ فَيَؤُمُّنَا فَاَخَّرَ النَّبِيُّ ﷺ الْعِشَاءَ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَصَلّٰى مَعَهُ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ ثُمَّ جَاءَ لِيَؤُمَّنَا فَافْتَتَحَ

سُوْرَةَ الْبَقَرَةِ فَلَمَّا رَاٰى ذٰلِكَ رَجُلٌ مِّنَ الْقَوْمِ تَنَحّٰى نَاحِيَةً فَصَلّٰى وَحْدَهٗ فَقُلْنَا مَالَكَ يَا فُلَانُ اَنَافَقْتَ قَالَ مَا نَافَقْتُ وَلَاٰتِيَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَلَاُخْبِرَنَّهٗ فَاَتَى النَّبِىَّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ مُعَاذًا يُصَلِّىْ مَعَكَ ثُمَّ يَرْجِعُ فَيَؤُمُّنَا وَاِنَّكَ اَخَّرْتَ الْعِشَاءَ الْبَارِحَةَ فَصَلّٰى مَعَكَ ثُمَّ جَاءَ فَتَقَدَّمَ لِيَؤُمَّنَا فَافْتَتَحَ سُوْرَةَ الْبَقَرَةِ فَلَمَّا رَأَيْتُ ذٰلِكَ تَنَحَّيْتُ فَصَلَّيْتُ وَحْدِىْ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اِنَّمَا نَحْنُ اَصْحَابُ نَوَاضِحَ اِنَّمَا نَعْمَلُ بِاَجْرَائِنَا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَفَتَّانٌ اَنْتَ يَامُعَاذُ مَرَّتَيْنِ اِقْرَاْ سُوْرَةَ كَذَا اِقْرَاْ سُوْرَةَ كَذَا السُّوَرُ قِصَارٌ مِنَ الْمُفَصَّلِ لَا اَجِدُهَا فَقُلْنَا لِعَمْرٍو اِنَّ اَبَا الزُّبَيْرِ ثَنَا عَنْ جَابِرٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَهٗ اِقْرَاْ بِسُوْرَةِ وَاللَّيْلِ اِذَا يَغْشٰى وَالشَّمْسِ وَضُحٰهَا وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوْجِ وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ فَقَالَ عَمْرُو بْنُ دِيْنَارٍ هُوَ نَحْوَ هٰذَا .

১১৮১. আবূ বাক্‌রা (রা) ...... জাবির (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, মু'আয ইব্‌ন জাবাল (রা) নবী ﷺ-এর সঙ্গে সালাত (নফল) আদায় করতেন। তারপর ফিরে এসে আমাদেরকে নিয়ে সালাত আদায় করতেন। একদিন নবী ﷺ ইশার সালাত বিলম্বে আদায় করেন। মু'আয ইব্‌ন জাবাল (রা) তাঁর সঙ্গে সালাত আদায় করে এলেন, যেন আমাদের (সালাতের) ইমামতি করেন। তিনি সূরা বাকারা শুরু করে দিলেন। লোকদের থেকে জনৈক ব্যক্তি যখন এ অবস্থা দেখল তখন সে এক কোণে পৃথক হয়ে গিয়ে একাকি সালাত আদায় করে নিল। আমরা বললাম! হে অমুক! কি ব্যাপার, তুমি কি মুনাফিক হয়ে গিয়েছে? সে বলল, আমি মুনাফিক হইনি; আমি অবশ্যই রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট গিয়ে তাঁকে এ বিষয় অবহিত করব। পরে সে নবী ﷺ-এর নিকট এসে বলল! হে আল্লাহ্‌র রাসূল! মু'আয (রা) আপনার সঙ্গে সালাত আদায় করেন। এরপর ফিরে এসে আমাদেরকে ইমামতি করেন। গতরাতে আপনি ইশার সালাত বিলম্বে আদায় করেছেন। তিনি আপনার সঙ্গে সালাত আদায় করে এসে আমাদের ইমামতির জন্য সম্মুখে অগ্রসর হন এবং সূরা বাকারা শুরু করে দেন। আমি যখন এ অবস্থা দেখলাম তখন সরে পড়লাম এবং একাকি সালাত আদায় করে নিলাম। হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমরা উটের উপর পানি বহন করি, আমরা কায়িক পরিশ্রম করি। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, হে মু'আয! তুমি কি ফিৎনায় ঠেলে দিচ্ছ? এ কথাটি দুইবার বললেন। অমুক, অমুক সূরা তিলাওয়াত কর। 'কিসার মুফাস্‌সাল' সূরাগুলো থেকে তিলাওয়াত কর, অন্য গোটা সূরা তিলাওয়াত করবে না।

সুফইয়ান (র) বলেন, আমরা আম্‌র [ইব্‌ন দীনার (র)]-কে বললাম যে, আবূ যুবায়র (র) আমাদেরকে জাবির (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁকে বলেছেন। وَاللَّيْلِ اِذَا يَغْشٰى ، وَالشَّمْسِ وَضُحٰهَا ، وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوْجِ এবং وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ সূরাগুলো তিলাওয়াত কর। আম্‌র ইব্‌ন দীনার (র) বললেন, তা এরূপই।

হাদীসের মূল্যায়ন ও বিশ্লেষণ

বস্তুত রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মু'আয (রা) কর্তৃক সূরা বাকারা তিলাওয়াত করার মাধ্যমে লোকদের উপর বোঝা চাপিয়ে দেয়ার প্রতি অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেছেন এবং তাঁকে বলেছেন, হে মু'আয! তুমি কি ফিৎনায় ঠেলে দিচ্ছ? তিনি তাঁকে 'কিসার মুফাসসাল' থেকে সেই সমস্ত সূরাগুলো তিলাওয়াত করার নির্দেশ দিয়েছেন যা আমরা উল্লেখ করেছি। যদি ঐ সালাত মাগরিবের সালাত-ই হয়ে থাকে তাহলে এই হাদীস যায়দ ইব্ন সাবিত (রা)-এর হাদীসসহ সেই সমস্ত হাদীসের সঙ্গে সাংঘর্ষিক হবে যা আমরা এই অনুচ্ছেদের শুরুভাগে উল্লেখ করেছি। আর যদি তা ইশার সালাত হয়ে থাকে তাহলে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর ওয়াক্তে প্রশস্ততা থাকা সত্ত্বেও সেই সমস্ত সূরাগুলো তিলাওয়াত করা অপছন্দ করেছেন যা আমরা উল্লেখ করেছি। মাগরিবের ওয়াক্ত সংকীর্ণ হওয়ার কারণে তাতে সেই কিরাআত মাকরূহ হওয়াটা অধিক সংগত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর ইশার সালাতে কিরাআত বিষয়েও অনুরূপ বর্ণিত আছে ঃ

١١٨٢- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْمُؤْمِنِ الْخُرَاسَانِيُّ قَالَ ثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ شَقِيْقٍ قَالَ ثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ وَاقِدٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَقْرَأُ فِيْ صَلٰوةِ الْعِشَاءِ الْاٰخِرَةِ بِالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَاَشْبَاهِهَا مِنَ السُّوَرِ .

১১৮২. আহমদ ইব্ন আবদিল মু'মিন খুরাসানী (র) ...... আবদুল্লাহ ইব্ন বুরায়দা (র) তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইশার সালাতে 'ওয়াশ্ শামসি ওয়া দুহাহা' বা অনুরূপ সূরা তিলাওয়াত করতেন।

যদি কোন ব্যক্তি বলে যে, নবী ﷺ থেকে কি এরূপ বর্ণিত আছে যে, তিনি মাগরিবের সালাতে 'কিসার মুফাসসাল' থেকে তিলাওয়াত করেছেন? তাহলে তাকে বলা হবে, হ্যাঁ!

١١٨٣- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ ثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ اِسْرَائِيْلَ عَنْ جَابِرٍ عَنْ عَامِرٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَرَأَ فِي الْمَغْرِبِ بِالتِّيْنِ وَالزَّيْتُوْنِ .

১১৮৩. আহমদ ইব্ন দাউদ (র) ...... আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমার (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মাগরিবের সালাতে 'ওয়াত্-তীনি ওয়ায্-যায়তুন' সূরা তিলাওয়াত করেছেন।

١١٨٤- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ اِسْمَاعِيْلَ اَبُوْ زَكَرِيَّا الْبَغْدَادِيُّ قَالَ ثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ قَالَ ثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ قَالَ ثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ قَالَ حَدَّثَنِيْ بُكَيْرُ بْنُ الْاَشَجِّ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَقْرَأُ فِي الْمَغْرِبِ بِقِصَارِ الْمُفَصَّلِ .

১১৮৪. ইয়াহইয়া ইব্‌ন ইসমাঈল আবূ যাকারিয়া বাগদাদী (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মাগরিবের সালাতে 'কিসার মুফাস্‌সাল' থেকে তিলাওয়াত করতেন।

١١٨٥- حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الفَرَجِ قَالَ ثَنَا اَبُوْ مُصْعَبٍ قَالَ ثَنَا الْمُغِيْرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْمَخْزُوْمِىُّ عَنِ الضَّحَّاكِ عَنْ بُكَيْرٍ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ مَا رَأَيْتُ اَحَدًا اَشْبَهَ بِصَلٰوةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِنْ فُلَانٍ قَالَ بُكَيْرُ فَسَأَلْتُ سُلَيْمَانَ وَقَدْ كَانَ اَدْرَكَ ذٰلِكَ الرَّجُلَ فَقَالَ كَانَ يَقْرَأُ فِى الْمَغْرِبِ بِقِصَارِ الْمُفَصَّلِ .

১১৮৫. রাওহ ইব্‌নুল ফারাজ (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সালাতের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ অমুকের সালাত অপেক্ষা কারো সালাত দেখিনি (রাবী) বুকায়র (র) বলেন, আমি (বর্ণনাকারী) সুলায়মান (র)-কে জিজ্ঞাসা করেছি এবং তিনি সেই ব্যক্তিকে পেয়েছেন। তিনি বলেছেন, তিনি মাগরিবের সালাতে 'কিসার মুফাস্‌সাল' থেকে তিলাওয়াত করতেন।

١١٨٦- حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ ثَنَا سَعِيْدُ بْنُ اَبِى مَرْيَمَ قَالَ اَنَا عُثْمَانُ بْنُ مِكْتَلٍ عَنِ الضَّحَّاكِ ثُمَّ ذَكَرَ بِاِسْنَادِهِ مِثْلَهُ .

১১৮৬. আলী ইব্‌ন আবদির রহমান (র) ...... যাহ্‌হাক (র) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

ইমাম তাহাবী (র)-এর মূল্যায়ন

বস্তুত ইনি হলেন আবু হুরায়রা (রা), যিনি নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করছেন যে, তিনি মাগরিবের সালাতে 'কিসার মুফাস্‌সাল' তিলাওয়াত করতেন। যদি আমরা যুবায়র (র)-এর হাদীস এবং এর সাথে অন্য যে সব রিওয়ায়াত উল্লেখ করেছি এগুলোকে সেই মর্মে প্রয়োগ করি, যে মর্মে আমাদের বিরোধীগণ প্রয়োগ করেছেন, তাহলে সেই সমস্ত হাদীস এবং আবূ হুরায়রা (রা)-এর এই হাদীসের মাঝে বৈপরিত্য সৃষ্টি হবে। আর যদি আমরা তা সেই মর্মে প্রয়োগ করি যা উল্লেখ করেছি তাহলে সেই সমস্ত রিওয়ায়াত এবং এই হাদীসের মাঝে সমন্বয় হয়ে যাবে। আর আমাদের জন্য উপযোগী হল যে হাদীসসমূহের মাঝে বৈপরিত্য ত্যাগ করে ঐক্যের মর্মে প্রয়োগ করা।

সুতরাং যা কিছু আমরা উল্লেখ করেছি এতে সাব্যস্ত হল যে, মাগরিবের সালাতে 'কিসার মুফাস্‌সাল' থেকে তিলাওয়াত করা বাঞ্ছনীয়। আর এটাই হল ইমাম আবূ হানীফা (র), ইমাম আবূ ইউসুফ (র) ও ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর অভিমত। উমার ইব্‌ন খাত্তাব (রা) থেকেও অনুরূপ বর্ণিত আছে ঃ

١١٨٧- حَدَّثَنَا فَهْدُ قَالَ ثَنَا الْاَصْبَهَانِىُّ قَالَ اَخْبَرَنَا شَرِيْكُ عَنْ عَلِىِّ بْنِ زَيْدِ بْنِ جُدْعَانَ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ اَوْفٰى قَالَ اَقْرَأَنِىْ اَبُوْ مُوْسٰى كِتَابَ عُمَرَ اِلَيْهِ اِقْرَأْ فِى الْمَغْرِبِ بِاٰخِرِ الْمُفَصَّلِ .

১১৮৭. ফাহাদ (র)...... যুরারা ইব্ন আওফা (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমাকে আবূ মূসা (রা) তাঁর নিকট উমার (রা) কর্তৃক প্রেরিত পত্র পাঠ করিয়েছেন যে, মাগরিবের সালাতে (কিসার) 'মুফাস্‌সাল'-এর শেষ থেকে তিলাওয়াত করবে।

١٨- بَابُ الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الْاِمَامِ

১৮. অনুচ্ছেদ ঃ ইমামের পিছনে কিরাআত পাঠ

١١٨٨- حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ سَمِعْتُ يَزِيْدَ قَالَ اَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اِسْحَاقَ عَنْ مَكْحُوْلٍ عَنْ مَحْمُوْدِ بْنِ الرَّبِيْعِ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ صَلَّى بِنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ صَلٰوةَ الْفَجْرِ فَتَعَايَتْ عَلَيْهِ الْقِرَاءَةُ فَلَمَّا سَلَّمَ قَالَ اَتَقْرَئُوْنَ خَلْفِيْ قُلْنَا نَعَمْ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ فَلاَ تَفْعَلُوْا اِلاَّ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَانَّهُ لاَ صَلٰوةَ لِمَنْ لَّمْ يَقْرَأْبِهَا .

১১৮৮. হুসাইন ইব্ন নাসর (র) ...... উবাদা উব্নুস সামিত (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, একদিন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদেরকে নিয়ে ফজরের সালাত আদায় করলেন। তখন কিরাআতে তাঁর অসুবিধার সৃষ্টি হল। সালাম ফিরানোর পর বললেন, তোমরা কি আমার পিছনে কিরাআত পাঠ কর? আমরা বললাম, হ্যাঁ, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! তিনি বললেন, এরূপ করবে না। তবে 'ফাতিহাতুল-কিতাব' (সূরা ফাতিহার)'র কথা ভিন্ন। কারণ যে ব্যক্তি তা পাঠ করে না তার সালাত হয় না।

١١٨٩- وَحَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ سَمِعْتُ يَزِيْدَ قَالَ اَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اِسْحَاقَ قَالَ ثَنَا يَحْيَ بْنُ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ اَبِيْهِ عُبَّادٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ كُلُّ صَلٰوةٍ لَمْ يُقْرَأْ فِيْهَا بِاُمِّ الْقُرْاٰنِ فَهِيَ خِدَاجٌ .

১১৮৯. হুসাইন ইব্ন নাসর (র) ..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, যে সালাতে উম্মুল কুরআন (সূরা ফাতিহা) পড়া হয় না তা অসম্পূর্ণ।

١١٩٠- حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا حَبَّانُ بْنُ هِلاَلٍ قَالَ ثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ اَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اِسْحَاقَ فَذَكَرَ بِاِسْنَادِهِ مِثْلَهُ .

১১৯০. ইব্ন মারযূক (র) ..... মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক (র) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

١١٩١- حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ اَنَا بْنُ وَهْبٍ اَنَّ مَالِكًا حَدَّثَهُ عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا السَّائِبِ مَوْلٰى هِشَامِ بْنِ زَهْرَةَ يَقُوْلُ سَمِعْتُ اَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ صَلّٰى صَلٰوةً لَمْ يَقْرَأْ فِيْهَا بِاُمِّ الْقُرْاٰنِ فَهِيَ خِدَاجٌ فَهِيَ خِدَاجٌ غَيْرُ

تَمَامٍ فَقُلْتُ يَا اَبَا هُرَيْرَةَ اِنِّى اَكُوْنُ اَحْيَانًا وَرَاءَ الْاِمَامِ قَالَ اِقْرَأْهَا يَا فَارِسِىُّ فِى نَفْسِكَ .

১১৯১. ইউনুস (র) .... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি সালাত আদায় করে এবং তাতে উম্মুল কুরআন (সূরা ফাতিহা) তিলাওয়াত করে না তা অসম্পূর্ণ, পরিপূর্ণ নয়। [আবুস্ সায়িব (র) বলেন] আমি বললাম, হে আবূ হুরায়রা (রা)! আমি কখনও কখনও ইমামের পিছনে (সালাত আদায় করি)। তিনি বললেন, হে পারস্যের অধিবাসী! তা তোমার মনে মনে পড়।

١١٩٢ - حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا وَهْبُ وَسَعِيْدُ بْنُ عَامِرٍ قَالاَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ .

১১৯২. ইব্ন মারযূক (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী (সা) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

١١٩٣ - حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِى دَاوُدَ قَالَ ثَنَا اَبِى مَرْيَمَ قَالَ اَنَا اَبُوْ غَسَّانٍ قَالَ ثَنَا الْعَلاَءُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ .

১১৯৩. ইব্ন আবী দাঊদ (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী (সা) অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

ইমাম তাহাবী (র)-এর মূল্যায়ন

ইমাম আবূ জা'ফর তাহাবী (র) বলেন, কতিপয় আলিম এই সমস্ত হাদীসের মর্ম গ্রহণ করেছেন এবং তাঁরা এর দ্বারা সমস্ত সালাতে ইমামের পিছনে সূরা ফাতিহা তিলাওয়াত করা ওয়াজিব সাব্যস্ত করেছেন।

পক্ষান্তরে অপরাপর আলিমগণ এ বিষয়ে তাঁদের বিরোধিতা করেছেন। তাঁরা বলেছেন, আমরা কোন সালাতেই ইমামের পিছনে সূরা ফাতিহা বা অন্য কোন সূরা পড়া জায়িয মনে করি না। তাঁদের (প্রথমোক্ত আলিমদের) বিরুদ্ধে এ বিষয়ে তাঁদের দলীল হল যে, আবূ হুরায়রা (রা) ও আয়েশা (রা)-এর হাদীস, যা তাঁরা নবী ﷺ থেকে রিওয়ায়াত করেছেন ঃ "যে সালাতে উম্মুল কুরআন (সূরা ফাতিহা) পড়া না হয় সেটা অসম্পূর্ণ।" তাতে এ কথার স্বপক্ষে কোন রূপ প্রমাণ নেই যে, তিনি এর দ্বারা সেই সালাত উদ্দেশ্য নিয়েছেন, যা ইমামের পিছনে আদায় করা হয়। সম্ভবত এর দ্বারা তাঁর উদ্দেশ্য ছিল সেই সালাত যাতে মুসল্লীর জন্য ইমাম নেই। আর তাঁর বক্তব্য, "যে ব্যক্তির জন্য ইমাম হবে, ইমামের কিরাআত তার কিরাআত (বিবেচিত) হবে" দ্বারা এ হুকুম থেকে মুকতাদীকে পৃথক করে দেয়া হয়েছে। সুতরাং মুকতাদী সেই ব্যক্তির হুকুমে হয়ে গেল যে ব্যক্তি নিজের ইমামের কিরাআত দ্বারা (কিরাআত) পড়ে। তাই এতে মুকতাদী তাঁর এ বক্তব্য থেকে বের হয়ে গেল, "যে ব্যক্তি সালাত আদায় করেছে এবং তাতে সূরা ফাতিহা পড়েনি, তার সালাত অসম্পূর্ণ"

আমরা দেখছি যে, আবুদ্ দারদা (রা) এ বিষয়ে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ শুনেছেন। কিন্তু তাঁর মতে তা মুকতাদীর ব্যাপারে নয় ঃ

١١٩٤- حَدَّثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ وَحَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ دَاوٗدَ قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى قَالَ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِىٍّ قَالَ ثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ اَبِى الزَّاهِرِيَّةِ عَنْ كَثِيْرِ بْنِ مُرَّةَ عَنْ اَبِى الدَّرْدَاءِ اَنَّ رَجُلاً قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فِىْ كُلِّ الصَّلٰوةِ قُرْاٰنٌ قَالَ نَعَمْ فَقَالَ رَجُلٌ مِّنَ الْاَنْصَارِ وَجَبَتْ قَالَ وَقَالَ اَبُو الدَّرْدَاءِ اَرٰى الْاِمَامَ اِذَا اَمَّ الْقَوْمَ فَقَدْ كَفَاهُمْ .

১১৯৪. বাহ্‌র ইব্‌ন নাসর (র) ও আহ্‌মদ ইব্‌ন দাঊদ (র) ...... আবুদ্ দারদা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, জনৈক ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! সমস্ত সালাতে কুরআন (পড়া) রয়েছে? তিনি বললেন, হ্যাঁ। এতে এক আনসারী ব্যক্তি বললেন, ওয়াজিব হয়ে গিয়েছে। রাবী বলেন, আবুদ্দারদা (রা) বললেন, আমি ধারণা পোষণ করছি যে, যখন ইমাম লোকদের ইমামতি করবেন তখন তিনি তাদের জন্য যথেষ্ট হবেন।

বিশ্লেষণ

ইনি হলেন আবদ্দারদা (রা), যিনি নবী ﷺ থেকে শুনেছেন যে, সমস্ত সালাতে কুরআন (পড়া) রয়েছে। এতে জনৈক আনসারী ব্যক্তি বললেন, ওয়াজিব হয়ে গিয়েছে। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আনসারী'র কথাকে প্রত্যাখ্যান করেননি। তারপর আবুদ্ দারদা (রা) তাঁর বক্তব্যের উপর নিজস্ব অভিমত পেশ করেছেন এবং তাঁর মতে এটা সেই ব্যক্তির ব্যাপারে, যে একাকি সালাত আদায় করে এবং যে ইমাম তার উপর প্রযোজ্য; মুকতাদীর উপর নয়।

বস্তুত এটা আবূ হুরায়রা (রা)-এর অভিমতের পরিপন্থী। কারণ, তাঁর মতে এটা মুকতাদী এবং ইমাম উভয়ের উপর ওয়াজিব। সুতরাং এতে কোন এক দলের জন্যই অপরের বিরুদ্ধে দলীল হওয়াটা রহিত হয়ে গেল।

থাকল উবাদা (র)-এর হাদীস। তিনি বিষয়টি স্পষ্ট করেছেন এবং রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে রিওয়ায়াত করেছেন যে, তিনি ইমামের পিছনে মুকতাদীদেরকে সূরা ফাতিহা পড়ার নির্দেশ দিয়েছেন। সুতরাং আমরা লক্ষ্য করতে প্রয়াস পাব যে, এটা অন্য কোন হাদীসের বিরোধী কিনা ঃ

١١٩٥- فَاِذَا يُوْنُسُ قَدْ حَدَّثَنَا قَالَ اَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَنَّ مَالِكًا حَدَّثَهُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنِ ابْنِ اُكَيْمَةَ اللَّيْثِىِّ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ انْصَرَفَ مِنْ صَلٰوةٍ جَهَرَ فِيْهَا بِالْقِرَاءَةِ فَقَالَ هَلْ قَرَأَ مِنْكُمْ مَعِى اَحَدٌ اٰنِفًا فَقَالَ رَجُلٌ نَعَمْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنِّىْ اَقُوْلُ مَا لِىْ اُنَازِعُ الْقُرْاٰنَ قَالَ فَانْتَهَى النَّاسُ عَنِ الْقِرَاءَةِ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِيْمَا جَهَرَ فِيْهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِالْقِرَاءَةِ مِنَ الصَّلَوَاتِ حِيْنَ سَمِعُوْا ذٰلِكَ مِنْهُ .

১১৯৫. ইউনুস (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, জোরে কিরাআত করতে হয় এমন এক সালাত সমাপ্ত করে একবার রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদের দিকে ফিরে বললেন, তোমাদের কেউ কি আমার সঙ্গে এখন কিরাআত করেছিলে? জনৈক ব্যক্তি বলল, হ্যাঁ, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ﷺ। বললেন, আমি ভাবছিলাম, আমার সঙ্গে কুরআন নিয়ে টানা-হেঁচড়া হচ্ছে কেন? আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কথা শোনার পর যে সমস্ত সালাতে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ জোরে কিরাআত করতেন সে সমস্ত সালাতে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সঙ্গে কিরাআত করা থেকে সাহাবীগণ বিরত হয়ে গেলেন।

١١٩٦- حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ ثَنَا الْفِرْيَابِيُّ عَنِ الاَوْزَاعِيِّ قَالَ حَدَّثَنِيْ الزُّهْرِيُّ عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ نَحْوَهُ غَيْرَ اَنَّهُ قَالَ فَاتَّعَظَ الْمُسْلِمُوْنَ بِذٰلِكَ فَلَمْ يَكُوْنُوْا يَقْرَئُوْنَ .

১১৯৬. হুসাইন ইব্ন নাসর (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন। তবে তিনি বলেছেন, এতে মুসলমানগণ উপদেশ গ্রহণ করে নিয়েছেন এবং তাঁরা আর কিরাআত করতেন না।

١١٩٧- حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِيْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ الْاَوَّلِ الْاَحْوَلُ قَالَ ثَنَا اَبُوْ خَالِدٍ سُلَيْمَانُ بْنُ حَبَّانٍ قَالَ ثَنَا ابْنُ عَجْلاَنَ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ عَنْ اَبِيْ صَالِحٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّمَا جُعِلَ الْاِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَاِذَا قَرَاَ فَاَنْصِتُوْا .

১১৯৭. ইব্ন আবী দাউদ (র) ...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, ইমাম নির্ধারণ করা হয় তার অনুসরণ করার নিমিত্ত। যখন তিনি (ইমাম) কিরাআত করবেন, তোমরা চুপ থাকবে।

١١٩٨- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ اَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ ثَنَا يُوْنُسُ بْنُ اِسْحَاقَ عَنْ اَبِيْ اِسْحَاقَ عَنْ اَبِيْ الْاَحْوَصِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ كَانُوْا يَقْرَؤُنَ خَلْفَ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ خَلَطْتُمْ عَلَيَّ الْقِرَاءَةَ .

১১৯৮. আবূ বাক্রা (র) ..... আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, সাহাবীগণ নবী ﷺ-এর পিছনে কিরাআত পড়তেন। তিনি বললেন, তোমরা আমার জন্য কিরাআতকে ঘোলাটে করে দিয়েছ।

١١٩٩- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ ثَنَا عَمِّيْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ اللَّيْثُ عَنْ يَعْقُوْبَ عَنِ النُّعْمَانِ عَنْ مُوْسٰى بْنِ اَبِيْ عَائِشَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ شَدَّادٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ مَنْ كَانَ لَهُ اِمَامٌ فَقِرَاءَةُ الْاِمَامِ لَهُ قِرَاءَةٌ .

১১৯৯. আহমদ ইব্ন আবদির রহমান (র) ...... জাবির ইব্ন আবদিল্লাহ (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, কোন ব্যক্তির জন্য ইমাম থাকলে ইমামের কিরাআত-ই তার কিরাআত (বিবেচিত) হবে।

١٢٠٠- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ اَحْمَدَ قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِىُّ عَنْ مُوْسَى بْنِ اَبِىْ عَائِشَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ شَدَّادٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ وَلَمْ يَذْكُرْ جَابِرًا .

১২০০. আবূ বাক্রা (র) ...... আবদুল্লাহ্ ইব্ন শাদ্দাদ (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন। কিন্তু তিনি জাবির (রা)-এর উল্লেখ করেননি।

١٢٠١- وَاِذَا اَبُوْ بَكْرَةَ حَدَّثَنَا قَالَ ثَنَا اَبُوْ اَحْمَدَ قَالَ ثَنَا اِسْرَائِيْلُ عَنْ مُوْسَى بْنِ اَبِىْ عَائِشَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ شَدَّادٍ عَنْ رَجُلٍ مِّنْ اَهْلِ الْبَصْرَةِ عَنْ رَّسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ نَحْوَهُ

১২০১. আবূ বাক্রা (রা) ...... আবদুল্লাহ্ ইব্ন শাদ্দাদ (রা) জনৈক বসরী ব্যক্তির সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

١٢٠٢- حَدَّثَنَا اَبُوْ اُمَيَّةَ قَالَ ثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ السَّلُوْلِىُّ قَالَ ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ جَابِرٍ وَلَيْثٍ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِثْلَهُ .

১২০২. আবূ উমাইয়া (র) ..... জাবির (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

١٢٠٣- حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ دَاوُدَ وَفَهْدُ قَالاَ ثَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ يُوْنُسَ قَالَ ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ جَابِرٍ يَعْنِىْ الْجُعْفِىَّ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ مِثْلَهُ .

১২০৩. ইব্ন আবী দাঊদ (র) ও ফাহাদ (র) ..... জাবির (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

١٢٠٤- حَدَّثَنَا فَهْدُ قَالَ ثَنَا اَحْمَدُ قَالَ ثَنَا ابْنُ حَىٍّ عَنْ جَابِرٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِثْلَهُ .

১২০৪. ফাহাদ (র) .... ইব্ন উমার (রা) থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

١٢٠٥- حَدَّثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ ثَنَا يَحْىَ بْنُ سَلاَمٍ قَالَ ثَنَا مَالِكُ عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ اَنَّهُ قَالَ مَنْ صَلَّى رَكْعَةً فَلَمْ يَقْرَأْ فِيْهَا بِاُمِّ الْقُرْاٰنِ فَلَمْ يُصَلِّ اِلاَّوَرَاءَ الاِمَامِ .

১২০৫. বাহর ইব্ন নাস্‌র (র) .... জাবির ইব্ন আবদিল্লাহ্ (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, কোন ব্যক্তি এক রাক'আত সালাত আদায় করল এবং তাতে উম্মুল কুরআন (সূরা ফাতিহা) পড়ল না, তাহলে সে যেন সালাত আদায় করল না। তবে ইমামের পিছনে হলে ভিন্ন কথা।

١٢٠٦- حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ اَنَا بْنُ وَهْبٍ اَنَّ مَالِكًا حَدَّثَهُ عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ جَابِرٍ مِثْلَهُ وَلَمْ يَذْكُرِ النَّبِيَّ ﷺ .

১২০৬. ইউনুস (র) ... জাবির (রা) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। কিন্তু এতে তিনি নবী ﷺ-এর উল্লেখ করেননি।

١٢٠٧- حَدَّثَنَا فَهْدُ قَالَ ثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ مُوْسَى بْنِ اِبْنَةِ السُّدِيِّ قَالَ ثَنَا مَالِكُ فَذَكَرَ مِثْلَهُ بِاِسْنَادِهِ قَالَ فَقُلْتُ لِمَالِكٍ رَفَعَهُ فَقَالَ خُذُوْا بِرِجْلِهِ .

১২০৭. ফাহাদ (র) ..... মালিক (র) থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন। তিনি বলেন, আমি মালিক (র)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, আমি কি তা 'মারফূ' হিসাবে বর্ণনা করব? তিনি বললেন, অনুরূপভাবে ('মাওকুফ' হিসাবে) বর্ণনা কর।

١٢٠٨- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا يُوْسُفُ بْنُ عَدِيٍّ قَالَ ثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عَمْرٍو عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ اَبِيْ قِلَابَةَ عَنْ اَنَسٍ قَالَ صَلّٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ثُمَّ اَقْبَلَ بِوَجْهِهِ فَقَالَ اَتَقْرَؤُنَ وَالْاِمَامُ يَقْرَأُ فَسَكَتُوْا فَسَأَلَهُمْ ثَلَاثًا فَقَالُوْا اِنَّا لَنَفْعَلُ قَالَ فَلَا تَفْعَلُوْا .

১২০৮. আহমদ ইব্ন দাউদ (র) ..... আনাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, একবার রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সালাত আদায় করলেন। তারপর (আমাদের দিকে) ফিরে বললেন, তোমরা কি তখনও কিরাআত পড়, যখন ইমাম কিরাআত পড়তে থাকেন? সাহাবীগণ চুপ রইলেন। তিনি (কথাটি) তাঁদেরকে তিনবার জিজ্ঞাসা করেন। তাঁরা বললেন, হ্যাঁ! আমরা এমনটি করি। তিনি বললেন, এখন আর এমনটি করবে না।

ইমাম তাহাবী (র)-এর বিশ্লেষণ ও মূল্যায়ন

ইমাম আবূ জা'ফর তাহাবী (র) বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণিত উল্লেখিত হাদীসসমূহের আলোকে উবাদা (রা)-এর রিওয়ায়াতের পরিপন্থী হাদীস বর্ণনা করেছি।

বস্তুত যখন সংশ্লিষ্ট বিষয়ে এই সমস্ত বর্ণিত হাদীসসমূহে পরস্পর বিরোধিতা পাওয়া গেল, তাই আমরা যুক্তির নিরিখে-এর বিধান অনুসন্ধান করার প্রয়াস পাব। আমরা সকল ফকীহ আলিমদেরকে দেখতে পাচ্ছি যে, তাঁরা সেই ব্যক্তির ব্যাপারে ঐকমত্য পোষণ করেছেন, যে ব্যক্তি এমন সময় এসে ইমামকে পেয়েছে, যখন তিনি রুকূতে রয়েছেন, তখন সে তাকবীর বলে ইমামের সঙ্গে রুকূতে শামিল হয়ে যাবে। তার এই রাক'আত গণ্য হবে, যদিও সে তাতে কোন কিরাআত পড়েনি। যখন তার রাকআত ছুটে যাওয়ার আশংকায় এটা জায়িয, তাহলে এ কথারও সম্ভাবনা রয়েছে যে, এটা প্রয়োজনের কারণে জায়িয় হবে। আবার এটারও সম্ভাবনা আছে যে, তা এ জন্য জায়িয যে, ইমামের পিছনে তার জন্য কিরাআত পড়া ফরয নয়। সুতরাং যখন আমরা এটা বিবেচনা করলাম তখন

দেখলাম যে, তাঁরা (ফকীহগণ) সেই ব্যক্তির ব্যাপারে মতবিরোধ করেন না, যে ব্যক্তি (সালাতে) ইমামের পিছনে এমন সময় এসেছে যখন ইমাম রুকূতে রয়েছেন। তখন সে যদি তাকবীরের সাথে সালাতে প্রবেশ করার পূর্বেই রুকূ করে ফেলে, তাহলে এটা তারজন্য যথেষ্ট হবে না। যদিও তার পরিত্যাগ করাটা প্রয়োজনের কারণে এবং রাক'আত ছুটে যাওয়ার আশংকায়ই হউক না কেন। তাই যখন প্রয়োজন অবস্থায় এবং রাক'আত ছুটে যাওয়ার আশংকায় 'কিয়াম' জরুরী হল। সুতরাং প্রয়োজন এবং অপ্রয়োজন উভয় অবস্থায় 'কিয়াম' জরুরী। এগুলো সেই সমস্ত ফরযের অবস্থা যা সালাতের জন্য অপরিহার্য এবং যা ব্যতীত সালাত জায়িয নয়। যখন কিরাআত (এর ব্যাপারটি)-এর পরিপন্থী এবং প্রয়োজনের সময় তা রহিত হয়ে যায়, তাহলে তার হুকুম ভিন্ন হবে (ফরয হবে না)। তাই যুক্তির দাবি হলো, প্রয়োজন ব্যতীত অন্য অবস্থায়ও তা রহিত হয়ে যাবে। সংশ্লিষ্ট বিষয়ে এটাই হল যুক্তি। আর ইমাম আবূ হানীফা (র), ইমাম আবূ ইউসুফ (র) ও ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর অভিমত এটা-ই। **কোন প্রশ্নকারী যদি প্রশ্ন উত্থাপন করে বলে যে,** রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কিছুসংখ্যক সাহাবী থেকে বর্ণিত আছে যে, তাঁরা ইমামের পিছনে কিরাআত পড়তেন এবং পড়ার নির্দেশও দিতেন। তাঁরা প্রমাণ হিসারে নিম্নোক্ত রিওয়ায়াতসমূহ পেশ করেছেন ঃ

١٢٠٩– حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ ثَنَا سَعِيْدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ ثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ اَنَا اَبُوْ اِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيُّ عَنْ جَوَّرِ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ التَّيْمِيِّ قَالَ ثَنَا يَزِيْدُ بْنُ شَرِيْكٍ اَبُوْ اِبْرَاهِيْمَ التَّيْمِيُّ اَنَّهُ قَالَ سَأَلْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ عَنِ الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الْاِمَامِ فَقَالَ لِيْ اِقْرَأْ فَقُلْتُ اِنْ كُنْتُ خَلْفَكَ فَقَالَ وَاِنْ كُنْتَ خَلْفِيْ قُلْتُ وَاِنْ قَرَأْتَ قَالَ وَاِنْ قَرَأْتُ .

১২০৯. সালিহ ইব্ন আবদির রহমান (র) ...... ইয়াযীদ ইব্ন শরীক আবূ ইবরাহীম তায়মী (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি একবার উমার ইব্ন খাত্তাব (রা)-কে ইমামের পিছনে কিরাআত করা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছি। তিনি আমাকে বললেন, পড়। আমি বললাম, যদিও আপনার পিছনে হই? তিনি বললেন, যদিও আমার পিছনে হও। বললাম, যদিও আপনি কিরাআত করেন? বললেন, যদিও আমি কিরাআত করি।

١٢١٠– حَدَّثَنَا صَالِحٌ قَالَ ثَنَا سَعِيْدٌ قَالَ ثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ اَنَا اَبُوْ بِشْرٍ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عَمْرٍو يَقْرَأُ خَلْفَ الْاِمَامِ فِيْ صَلٰوةِ الظُّهْرِ مِنْ سُوْرَةِ مَرْيَمَ .

১২১০. সালিহ (র) ..... মুজাহিদ (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি একবার আবদুল্লাহ্ ইব্ন আমর (রা)-কে যুহরের সালাতে ইমামের পিছনে সূরা 'মারয়াম' পড়তে শুনেছি।

١٢١١– حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا دَاوُدُ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ حُصَيْنٍ قَالَ سَمِعْتُ مُجَاهِدًا يَقُوْلُ صَلَّيْتُ مَعَ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ فَكَانَ يَقْرَأُ خَلْفَ الْاِمَامِ .

১২১১. আবূ বাকরা (র) ..... হুসাইন (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি মুজাহিদ (র)-কে বলতে শুনেছি ঃ "আমি একবার আবদুল্লাহ্ ইব্ন আমর (রা)-এর সঙ্গে যুহর ও আসরের সালাত আদায় করেছি। তিনি ইমামের পিছনে কিরাআত করতেন"।

উক্ত প্রশ্নকারীর উত্তরে বলা হবে ঃ এটা অবশ্যই তাঁদের থেকে বর্ণিত আছে, যাদের উল্লেখ আপনারা করেছেন। আর অন্যদের থেকে এর পরিপন্থী রিওয়ায়াতও বর্ণিত আছে ঃ

١٢١٢- حَدَّثَنَا فَهْدٌ قَالَ ثَنَا اَبُوْ نُعَيْمٍ قَالَ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِىْ لَيْلٰى وَمَرَّ عَلٰى دَارِ بْنِ اِصْبَهَانِىِّ قَالَ حَدَّثَنِىْ صَاحِبُ هٰذِهِ الدَّارِ وَكَانَ قَدْ قَرَأَ عَلٰى اَبِىْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنِ الْمُخْتَارِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ لَيْلٰى قَالَ قَالَ عَلِىٌّ مَنْ قَرَأَ خَلْفَ الْاِمَامِ فَلَيْسَ عَلَى الْفِطْرَةِ .

১২১২. ফাহাদ (র) .... আবূ নু'আইম (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি মুহাম্মদ ইব্ন আবদির রাহমান ইব্ন আবী লায়লা (র) যখন ইব্ন ইসবাহানীর গৃহের নিকট দিয়ে অতিক্রম করছিলেন তখন তাঁকে বলতে শুনেছি ঃ "আমাকে এই গৃহের মালিক বর্ণনা করেছেন। আর তিনি মুখতার ইব্ন আবদিল্লাহ ইব্ন আবী লায়লা (র) থেকে রিওয়ায়াত করতে গিয়ে আমার পিতা আবদুর রাহমান-এর সম্মুখে পড়েছেন। তিনি বলেন, আলী (রা) বলেছেন, যে ব্যক্তি ইমামের পিছনে কিরাআত করবে সে ফিৎরাতের (দ্বীনের) উপর প্রতিষ্ঠিত নয়"।

١٢١٣- حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا الْخُصَيْبُ قَالَ ثَنَا وُهَيْبُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ مَنْصُوْرِ بْنِ الْمُعْتَمِرِ عَنْ اَبِىْ وَائِلٍ عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ اَنْصِتْ لِلْقِرَاءَةِ وَاِنَّ فِى الصَّلٰوةِ شُغْلاً وَّسَيَكْفِيْكَ ذٰلِكَ الْاِمَامُ .

১২১৩. নাস্‌র ইব্ন মারযূক (র) ..... ইব্ন মাসঊদ (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, কিরাআতের সময় চুপ থাকবে। কারণ, সালাতের মধ্যে ব্যস্ততা রয়েছে এবং ওই (কিরাআতের) বিষয়ে তোমার জন্য ইমামই যথেষ্ট।

١٢١٤- حَدَّثَنَا مُبَشِّرُ بْنُ الْحَسَنِ قَالَ ثَنَا اَبُوْ عَاصِمٍ اَوْ اَبُوْ جَابِرٍ اَنَا اَشُكُّ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ مَّنْصُوْرٍ عَنْ اَبِىْ وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ مِثْلَهُ .

১২১৪. মুবাশ্‌শির ইব্‌নুল হাসান (র) ..... আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

١٢١٥- حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْفَرَجِ قَالَ ثَنَا يُوْسُفُ بْنُ عَدِىٍّ قَالَ ثَنَا اَبُوْ الْاَحْوَصِ عَنْ مَّنْصُوْرٍ عَنْ اَبِىْ وَائِلٍ عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ نَحْوَهُ .

১২১৫. রাওহ ইব্‌নুল ফারাজ (র) .... ইব্ন মাসঊদ (রা) থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

١٢١٦- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا خَدِيْجُ بْنُ مُعَاوِيَةَ عَنْ اَبِىْ اِسْحَاقَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ لَيْتَ الَّذِىْ يَقْرَاُ خَلْفَ الْاِمَامِ مُلِئَ فُوْهُ تُرَابًا .

১২১৬. আবূ বাকরা (র) ..... ইব্ন মাসঊদ (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, হায়! সেই ব্যক্তির মুখ যদি মাটি দ্বারা ভরে দেয়া হত, যে কিনা ইমামের পিছনে কিরাআত করে।

١٢١٧- حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ ثَنَا اَبُوْ نُعَيْمٍ قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّبَيْرِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ نَحْوَهُ .

১২১৬. হুসাইন ইব্ন নাসর (র) ..... আলকামা (র) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

١٢١٨- حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ عَنْ بَكْرِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ مِقْسَمٍ اَنَّهُ سَاَلَ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ وَزَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ وَّجَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ فَقَالُوْا لاَ تَقْرَؤُا خَلْفَ الْاِمَامِ فِىْ شَىْءٍ مِنَ الصَّلَوَاتِ .

১২১৮. ইউনুস (র) ..... উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন মিকসাম (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি একবার আবদুল্লাহ ইব্ন উমার (রা), যায়দ ইব্ন সাবিত (রা) ও জাবির ইব্ন আবদিল্লাহ (রা)-কে জিজ্ঞাসা করেছেন। তাঁরা সকলে বলেছেন, কোন সালাতে ইমামের পিছনে কিরাআত করবে না।

١٢١٩- حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ مَخْرَمَةُ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ مِقْسَمٍ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ ثُمَّ ذَكَرَ الْحَدِيْثَ بِمِثْلِ ذٰلِكَ .

১২১৯. ইউনুস (রা)... উবায়দুল্লাহ ইব্ন মিকসাম (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি জাবির ইব্ন আবদিল্লাহ (রা)-কে বলতে শুনেছি। তারপর তিনি অনুরূপ হাদীস উল্লেখ করেছেন।

١٢٢٠- حَدَّثَنَا يُوْنُسُ بْنُ عَبْدِ الْاَعْلٰى قَالَ اَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ مَخْرَمَةُ بْنُ بُكَيْرٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ سَمِعَهُ يَقُوْلُ لاَ تَقْرَاْ خَلْفَ الْاِمَامِ فِىْ شَىْءٍ مِّنَ الصَّلَوَاتِ .

১২২০. ইউনুস ইব্ন আবদিল আ'লা (র) ..... আতা ইব্ন ইয়াসার (র) যায়দ ইব্ন সাবিত (রা)-কে বলতে শুনেছেন ঃ "কোন সালাতে ইমামের পিছনে কিরাআত করবে না"।

١٢٢١- حَدَّثَنَا فَهْدُ قَالَ ثَنَا عَلِىُّ بْنُ مَعْبَدٍ قَالَ ثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ اَبِىْ كَثِيْرٍ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ قُسَيْطٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ زَيْدٍ مِثْلَهُ .

১২২১. ফাহাদ (র) ...... যায়দ (রা) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

١٢٢٢- حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ صَالِحٍ الْحَرَّانِىُّ قَالَ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ اَبِىْ حَمْزَةَ قَالَ قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ اَقْرَاُ وَالْاِمَامُ بَيْنَ يَدَىَّ قَالَ لاَ .

১২২২. ইব্‌ন আবী দাঊদ (র) ..... আবূ হামযা (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি ইব্‌ন আব্বাস (রা)-কে জিজ্ঞাসা করেছি যে, ইমাম আমার সম্মুখে থাকা অবস্থায় আমি কি কিরাআত করতে পারব? তিনি বললেন, না।

١٢٢٣- حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَنَّ مَالِكًا حَدَّثَهُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ كَانَ اِذَا سُئِلَ هَلْ يَقْرَأُ اَحَدُ خَلْفَ الْاِمَامِ يَقُوْلُ اِذَاصَلّٰى اَحَدُكُمْ خَلْفَ الْاِمَامِ فَحَسْبُهُ قِرَاءَةُ الْاِمَامِ وَكَانَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَلَا يَقْرَأُ خَلْفَ الْاِمَامِ .

১২২৩. ইউনুস (র) ..... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমার (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তাঁকে যখন জিজ্ঞাসা করা হত যে, ইমামের পিছনে কি কেউ কিরাআত করবে? তিনি বললেন, তোমাদের কোন ব্যক্তি যখন ইমামের পিছনে সালাত আদায় করে, তখন তার জন্য ইমামের কিরাআতই যথেষ্ট। আর আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমার (রা) ইমামের পিছনে কিরাআত করতেন না।

١٢٢٤- حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا وَهْبُ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَقَالَ يَكْفِيْكَ قِرَاءَةُ الْاِمَامِ .

১২২৪. ইব্‌ন মারযূক (র) ...... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমার (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, 'তোমার জন্য ইমামের কিরাআতই যথেষ্ট।'

ইমাম তাহাবী (র)-এর মূল্যায়ন

বস্তুত ইনারা হলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সাহাবীগণের একদল, যাঁরা ইমামের পিছনে কিরাআত না করার বিষয়ে ঐকমত্য পোষণ করেছেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণিত যে সমস্ত হাদীস আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি তা তাঁদের অনুকূলে রয়েছে এবং যুক্তিও তাদের স্বপক্ষে সাক্ষ্য বহন করে, যা আমরা উল্লেখ করেছি। সুতরাং এটা এর পরিপন্থী অভিমত অপেক্ষা উত্তম হবে।

١٩- بَابُ الْخَفْضِ فِى الصَّلٰوةِ هَلْ فِيْهِ تَكْبِيْرٌ

১৯. অনুচ্ছেদ ঃ সালাতে নিচু হওয়ার সময় তাকবীর বলা

١٢٢٥- حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ عِمْرَانَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ خَيْثَمَةَ قَالَ ثَنَا يَحْىَ بْنُ حَمَّادٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبْزٰى عَنْ اَبِيْهِ اَنَّهُ صَلّٰى مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَكَانَ لَا يُتِمُّ التَّكْبِيْرَ .

১২২৫. ইব্‌ন আবী ইমরান (র) ..... ইব্‌ন আবদির রাহমান ইব্‌ন আব্‌যা (র) তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি একবার রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সঙ্গে সালাত আদায় করেন। তিনি তাকবীর পূর্ণ করতেন না।

١٢٢٦- حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا عَمْرُو بْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ فَذَكَرَ مِثْلَهُ بِاِسْنَادِهِ .

১২২৬. ইব্‌ন আবী দাঊদ (র) .....শু'বা (র) থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

ইমাম আবূ জা'ফর তাহাবী (র) বলেন, একদল ফকীহ্ আলিম এই মত গ্রহণ করেছেন। তাঁরা সালাতে নিচু হওয়ার সময় তাকবীর বলতেন না। কিন্তু উঠার সময় তাকবীর বলতেন। বনূ উমাইয়াও অনুরূপ করতেন।

পক্ষান্তরে এ বিষয়ে অপরাপর আলিমগণ তাঁদের বিরোধিতা করেছেন। তাঁরা উঠা-নামা উভয় অবস্থায় তাকবীর বলেছেন। তাঁরা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সেই সমস্ত মুতাওয়াতির হাদীস দ্বারা দলীল পেশ করেছেন যা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণিত আছে ঃ

١٢٢٧– حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا اَبُوْ الْوَلِيْدِ قَالَ ثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ اِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْاَسْوَدِ عَنْ اَبِيْهِ وَعَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ اَنَا رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يُكَبِّرُ فِيْ كُلِّ وَضْعٍ وَرَفْعٍ .

১২২৭. ইব্‌ন মারযূক (র) ..... আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে প্রত্যেক উঠা-নামায় তাকবীর বলতে দেখেছি।

١٢٢٨– حَدَّثَنَا اَبُوْ بِشْرٍ الرَّقِيُّ قَالَ ثَنَا شُجَاعُ عَنْ زُهَيْرٍ فَذَكَرَ مِثْلَهُ بِاِسْنَادِهِ قَالَ وَرَأَيْتُ اَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ يَفْعَلَانِ ذٰلِكَ .

১২২৮. আবূ বিশ্‌র রকী (র) ..... যুহায়র (র) থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন। তিনি বলেন, আমি আবূ বাকার (রা) ও উমার (রা)কেও অনুরূপ করতে দেখেছি।

١٢٢٩– حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا عَفَّانُ قَالَ ثَنَا هَمَّامُ قَالَ ثَنَا عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ قَالَ حَدَّثَنِيْ سَالِمُ الْبَرَّادُ قَالَ وَكَانَ عِنْدِيْ اَوْثَقَ مِنْ نَفْسِيْ قَالَ قَالَ اَبُوْ مَسْعُوْدٍ الْبَدْرِيُّ اَلَا اُصَلِّيْ لَكُمْ صَلٰوةَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَصَلّٰى بِنَا اَرْبَعَ رَكَعَاتٍ يُكَبِّرُ فِيْهِنَّ كُلَّمَا خَفَضَ وَرَفَعَ وَقَالَ هٰكَذَا رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ صَلّٰى .

১২২৯. ইব্‌ন মারযূক (র) ..... আতা ইব্‌ন সাইব (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমাকে সালিম বাররাদ (র) বর্ণনা করেছেন এবং তিনি আমার নিকট আমার থেকেও অধিক নির্ভরযোগ্য। তিনি বলেন, আবূ মাসঊদ বদরী (রা) বলেছেন, আমি কি তোমাদের জন্য রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সালাতের মত সালাত আদায় করব না? এরপর তিনি আমাদেরকে নিয়ে চার রাক'আত সালাত আদায় করলেন এবং তাতে যখনই উঠা-নামা করতেন তাকবীর বলতেন। তারপর বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে অনুরূপভাবে সালাত আদায় করতে দেখেছি।

١٢٣٠– حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِيْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ الْمُخْتَارِ قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ الدَّانَاجُ قَالَ ثَنَا عِكْرَمَةُ قَالَ صَلّٰى بِنَا اَبُوْ هُرَيْرَةَ فَكَانَ يُكَبِّرُ اِذَا رَفَعَ وَاِذَا وَضَعَ فَاَتَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ فَاَخْبَرْتُهُ بِذٰلِكَ فَقَالَ اَوَلَيْسَ ذٰلِكَ سُنَّةَ اَبِي الْقَاسِمِ ﷺ .

১২৩০. ইব্‌ন আবী দাঊদ (র) ..... ইকরামা (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, একবার আমাদেরকে নিয়ে আবূ হুরায়রা (রা) সালাত আদায় করলেন এবং তিনি যখন উঠা-নামা করতেন তাকবীর বলতেন। আমি ইব্‌ন আব্বাস (রা)-এর নিকট এলাম এবং তাঁকে এ বিষয়ে অবহিত করলাম। তিনি বললেন, এটা কি আবুল কাসিম ﷺ-এর সুন্নাত নয়? (অর্থাৎ তাঁর সুন্নাত)।

١٢٣١- حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ ثَنَا سَعِيْدُ قَالَ ثَنَا هُشَيْمُ قَالَ اَخْبَرَنَا اَبُوْ بِشْرٍ عَنْ عِكْرِمَةَ مِثْلَهُ وَلَمْ يَذْكُرْ اَبَا هُرَيْرَةَ .

১২৩১. সালিহ ইব্‌ন আবদির রাহমান (র) .... ইকরামা (র) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে তিনি আবূ হুরায়রা (রা)-এর উল্লেখ করেননি।

١٢٣٢- حَدَّثَنَا رَبِيْعُ الْمُؤَذِّنُ قَالَ ثَنَا اَسَدُ قَالَ ثَنَا اِسْرَائِيْلُ عَنْ اَبِيْ اِسْحَاقَ عَنِ الْاَسْوَدِ بْنِ يَزِيْدَ قَالَ قَالَ اَبُوْ مُوْسَى الْاَشْعَرِيُّ ذَكَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ كُنَّا نُصَلِّيْهَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ اِمَّا نَسِيْنَاهَا وَاِمَّا تَرَكْنَاهَا عَمَدًا يُكَبِّرُ كُلَّمَا خَفَضَ وَكُلَّمَا رَفَعَ وَكُلَّمَا سَجَدَ .

১২৩২. রবীউল মুআয্‌যিন (র) .... আসওয়াদ ইব্‌ন ইয়াযীদ (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আবূ মূসা আশ্‌আরী (রা) বলেন, আলী (রা) আমাদেরকে সেই সালাত স্মরণ করিয়ে দিলেন, যা আমরা নবী ﷺ-এর সঙ্গে আদায় করতাম। হয়ত আমরা তা ভুলে গিয়েছি অথবা ইচ্ছাকৃতভাবে তা ছেড়ে দিয়েছিলাম। তিনি যখনই নিচে যেতেন, উপরে উঠতেন এবং সিজ্‌দা করতেন তাকবীর বলতেন।

١٢٣٣- حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا سَعِيْدُ بْنُ عَامِرٍ قَالَ ثَنَا سَعِيْدُ بْنُ اَبِيْ عَرُوْبَةَ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا عَفَّانُ قَالَ ثَنَا هَمَّامُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ يُوْنُسَ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ حِطَّانَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ الرَّقَاشِيِّ عَنْ اَبِيْ مُوْسٰى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اِذَا كَبَّرَ الْاِمَامُ وَسَجَدَ فَكَبِّرُوْا وَاسْجُدُوْا .

১২৩৩. ইব্‌ন মারযূক (র) ..... আবূ মূসা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে রিওয়ায়াত করেন। তিনি বলেন, ইমাম যখন তাকবীর বলবে এবং সিজ্‌দা করবে তখন তোমরাও তাকবীর বলবে এবং সিজ্‌দা করবে।

١٢٣٤- حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِيْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيْرِيُّ قَالَ ثَنِيْ يَحْيَ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنِيْ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ الْاَصَمُّ قَالَ سَمِعْتُ اَنَسًا يَقُوْلُ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَاَبُوْ بَكْرٍ وَعُمَرُ يُتِمُّوْنَ التَّكْبِيْرَ يُكَبِّرُوْنَ اِذَا سَجَدُوْا وَاِذَا رَفَعُوْا وَاِذَا قَامُوْا مِنَ الرَّكْعَةِ .

১২৩৪. ইব্‌ন আবী দাঊদ (র) ...... আবদুর রাহমান আল-আসাম্ম (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি আনাস (রা)-কে বলতে শুনেছি যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আবূ বাকর (রা) ও উমার (রা) তাকবীরকে পূর্ণরূপে বলতেন। তাঁরা যখন সিজ্‌দা করতেন, তা থেকে উঠতেন এবং রুকূ থেকে উঠতেন, তাকবীর বলতেন।

١٢٣٥- حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا اَبُوْ عَاصِمٍ وَّاَبُوْ حُذَيْفَةَ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْاَصَمِّ فَذَكَرَ بِاِسْنَادِهِ مِثْلَهُ .

১২৩৫. ইব্‌ন মারযূক (র) ..... আবদুর রাহমান আল-আসাম্ম (র) থেকে বর্ণনা করেন। অতঃপর তিনি নিজস্ব ইসনাদে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

١٢٣٦- حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ اَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ مَالِكُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ اَنَّ اَبَا هُرَيْرَةَ كَانَ يُصَلِّى لَهُمُ الْمَكْتُوْبَةَ فَيُكَبِّرُ كُلَّمَا خَفَضَ وَرَفَعَ فَاِذَا انْصَرَفَ قَالَ وَاللّٰهِ اِنِّىْ لَاَشْبَهُكُمْ صَلٰوةً بِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ .

১২৩৬. ইউনুস (র) ...... আবূ সালামা (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, আবূ হুরায়রা (রা) তাদেরকে ফরয সালাত পড়াতেন। তিনি যখনই উঠা-নামা করতেন তাকবীর বলতেন। সালাম ফিরানোর পরে বললেন, আল্লাহ্‌র কসম! তোমাদের সকলের অপেক্ষা আমার সালাত রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সালাতের সাথে অধিক সাদৃশ্যপূর্ণ।

١٢٣٧- حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا وَهْبُ قَالَ ثَنَا اَبِىُّ قَالَ سَمِعْتُ النُّعْمَانَ يُحَدِّثُ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ وَاَبِىْ بَكْرَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَنَّ اَبَا هُرَيْرَةَ يُصَلِّىْ بِهِمُ الْمَكْتُوْبَةَ فَذَكَرَ مِثْلَهُ .

১২৩৭. ইব্‌ন মারযূক (র)...... আবূ সালামা (র) ও আবূ বাকর ইব্‌ন আব্‌দির রাহমান (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, আবূ হুরায়রা (রা) তাদেরকে নিয়ে ফরয সালাত আদায় করতেন। তারপর তিনি অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

١٢٣٨- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ شُعَيْبٍ قَالَ ثَنَا اَسَدُ بْنُ مُوْسٰى قَالَ ثَنَا ابْنُ اَبِىْ ذِئْبٍ عَنِ الْمُقْرِىِّ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ نَحْوَهُ .

১২৩৮. সুলায়মান ইব্‌ন শু'আইব (র) ...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

١٢٣٩- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ عَامِرٍ قَالَ ثَنَا ابْنُ اَبِىْ ذِئْبٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ سَمْعَانَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُكَبِّرُ كُلَّمَا سَجَدَ وَرَفَعَ .

১২৩৯. আবূ বাকরা (রা)..... আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে বর্ণনা করে বলেন, রাসূল ﷺ সাজদা কালে এবং সাজদা থেকে উঠার সময় তাক্‌বীর বলতেন।

Contents

١٢٤٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَيْمُوْنٍ قَالَ ثَنَا الْوَلِيْدُ عَنِ الْاَوْزَاعِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيٰى اَنَّ اَبَا سَلَمَةَ قَالَ رَأَيْتُ اَبَا هُرَيْرَةَ يُكَبِّرُ فِي الصَّلٰوةِ كُلَّمَا خَفَضَ وَرَفَعَ فَقُلْتُ يَا اَبَا هُرَيْرَةَ مَا هٰذِهِ الصَّلٰوةُ فَقَالَ اِنَّهَا لَصَلٰوةُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ .

১২৪০. মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদিল্লাহ্ ইব্‌ন মায়মূন (র) ..... আবূ সালামা (র) থেকে বর্ণনা করেন যে তিনি বলেছেন, আমি আবূ হুরায়রা (রা)-কে দেখেছি, তিনি সালাতে যখনই উঠা-নামা করতেন তাকবীর বলতেন। আমি বললাম, হে আবূ হুরায়রা! এটা কিরূপ সালাত? তিনি বললেন, এটা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সালাত।

ইমাম তাহাবী (র)-এর মূল্যায়ন

বস্তুত প্রত্যেক উঠা-নামায় তাকবীর বলা প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণিত এই সমস্ত রিওয়ায়াত আবদুর রাহমান ইব্‌ন আবযা (রা)-এর হাদীস অপেক্ষা অধিক সুস্পষ্ট ও অধিক মুতাওয়াতির। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর পরে আবূ বাকর (রা), উমার (রা) ও আলী (রা)-এরূপ আমল করেছেন। আজ পর্যন্ত এগুলোর উপর মুতাওয়াতিরভাবে আমল হয়ে আসছে। কোন অস্বীকারকারী এগুলোকে অস্বীকার করেনি এবং না কোন প্রত্যাখ্যানকারী এগুলোকে প্রত্যাখ্যান করেছে।

তাছাড়া যুক্তিও এর স্বপক্ষে সাক্ষ্য বহন করছে। আর তা এরূপ ঃ আমরা লক্ষ্য করছি যে, সালাতে প্রবেশ করা হয় তাকবীরের মাধ্যমে। তারপর রুকূ ও সিজ্‌দা থেকে বের হওয়াও তাকবীর দ্বারা হয়। অনুরূপভাবে বসা থেকে কিয়ামের দিকে স্থানান্তরও তাকবীরের মাধ্যমে হয়। সুতরাং এগুলো আমরা যা উল্লেখ করেছি যে, এক অবস্থা থেকে অন্য অবস্থার দিকে পরিবর্তনের ব্যাপারে ঐকমত্যভাবে তাকবীর রয়েছে। তাই এরই ভিত্তিতে যুক্তির দাবি হল যে, কিয়াম থেকে রুকূর দিকে এবং (অনুরূপভাবে) সিজ্‌দার দিকে অবস্থার পরিবর্তনও তাকবীরের সাথে হওয়া বাঞ্ছনীয়। এটা হল সেই উল্লিখিত বিষয়বস্তুর উপর কিয়াস তথা যুক্তি। এটাই ইমাম আবূ হানীফা (রা), ইমাম আবূ ইউসুফ (র) ও ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর অভিমত।

٢٠- بَابُ التَّكْبِيْرِ لِلرُّكُوْعِ وَالتَّكْبِيْرُ لِلسُّجُوْدِ وَالرَّفْعِ مِنَ الرُّكُوْعِ

২০. অনুচ্ছেদ ঃ রুকূ, সিজ্‌দা ও রুকূর থেকে উঠার সময় হাত উঠাতে হয় কিনা

١٢٤١- حَدَّثَنَا رَبِيْعُ الْمُؤَذِّنُ قَالَ ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ اَبِي الزِّنَادِ عَنْ مُوْسٰى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْاَعْرَجِ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِي رَافِعٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَبِي طَالِبٍ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَنَّهُ كَانَ اِذَا قَامَ اِلَى الصَّلٰوةِ الْمَكْتُوْبَةِ كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ وَيَصْنَعُ مِثْلَ ذٰلِكَ اِذَا قَضٰى قِرَاءَتَهُ اِذَا اَرَادَ اَنْ يَرْكَعَ وَيَصْنَعُهُ اِذَا فَرَغَ وَرَفَعَ مِنَ الرُّكُوْعِ وَلَا يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي شَيْءٍ مِنْ صَلٰوتِهِ وَهُوَ قَاعِدٌ وَاِذَا قَامَ مِنَ السَّجْدَتَيْنِ رَفَعَ يَدَيْهِ كَذٰلِكَ وَكَبَّرَ .

১২৪১. রবীউল মুআয্যিন (র) ..... আলী ইব্ন আবী তালিব (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে রিওয়ায়াত করেন যে, তিনি যখন ফরয সালাতের জন্য দাঁড়াতেন তখন তাকবীর বলতেন; দু'হাত কাঁধ বরাবর উঠাতেন; কিরায়াত পূর্ণ করে যখন রুকূ করতে ইচ্ছা পোষণ করতেন তখনও অনুরূপ করতেন; রুকূ থেকে অবসর হয়ে যখন দাঁড়াতেন তখনও অনুরূপ করতেন। বসা অবস্থায় তিনি কোন সালাতে-ই হাত উঠাতেন না। দুই সিজ্দা থেকে যখন দাঁড়াতেন তখনও অনুরূপভাবে হাত উঠাতেন এবং তাকবীর বলতেন।

١٢٤٢- حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ اِذَا افْتَتَحَ الصَّلٰوةَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَتّٰى يُحَاذِيَ مَنْكِبَيْهِ وَاِذَا اَرَادَ اَنْ يَّرْكَعُ وَبَعْدَ مَا يَرْفَعُ وَلاَ يَرْفَعُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ .

১২৪২. ইউনুস (র) .... সালিম (র) তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি নবী ﷺ-কে দেখেছি, তিনি সালাত আরম্ভ করার সময় কাঁধ বরাবর হাত উঠাতেন; রুকূ করার সময় এবং তা থেকে উঠার সময়ও হাত উঠাতেন। দুই সিজ্দার মাঝে হাত উঠাতেন না।

١٢٤٣- حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ اَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَنَّ مَالِكًا اَخْبَرَهُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ اِذَا افْتَتَحَ الصَّلٰوةَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ وَاِذَا كَبَّرَ لِلرُّكُوْعِ وَاِذَا رَفَعَ مِنَ الرُّكُوْعِ رَفَعَهُمَا كَذٰلِكَ وَقَالَ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ وَكَانَ لاَ يَفْعَلُ ذٰلِكَ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ .

১২৪৩. ইউনুস (র) ...... সালিম (র) তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন সালাত শুরু করতেন এবং রুকূর জন্য তাকবীর বলতেন; রুকূ থেকে মাথা তুলতেন তখন কাঁধ বরাবর হাত উঠাতেন। আর বলতেন ঃ "সামিআল্লাহুলিমান হামিদাহ, রাব্বানা লাকাল হামদ্" এবং তিনি দুই সিজ্দার মাঝখানে এরূপ করতেন না।

١٢٤٤- حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ قَالَ ثَنَا مَالِكُ فَذَكَرَ بِاِسْنَادِهِ مِثْلَهُ

১২৪৪. ইব্ন মারযূক (র) ...... মালিক (র) থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

١٢٤٥- حَدَّثَنَا فَهْدُ قَالَ ثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ قَالَ ثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عَمْرٍو عَنْ زَيْدٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ رَأَيْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ رَفَعَ يَدَيْهِ حِذَاءَ مَنْكِبَيْهِ فِي الصَّلٰوةِ ثَلاَثَ مِرَارٍ حِيْنَ افْتَتَحَ الصَّلٰوةَ وَحِيْنَ رَكَعَ وَحِيْنَ رَفَعَ رَأْسَهُ قَالَ جَابِرُ فَسَأَلْتُ سَالِمًا عَنْ ذٰلِكَ فَقَالَ سَالِمُ رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ يَفْعَلُ ذٰلِكَ وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَفْعَلُ ذٰلِكَ .

১২৪৫. ফাহাদ (র) ..... জাবির (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি সালিম ইব্ন আবদিল্লাহ (র)-কে দেখেছি, তিনি সালাতে তিনবার হাত কাঁধ বরাবর উঠিয়েছেন ঃ (১) যখন সালাত শুরু করতেন, (২) রুকূর সময় এবং (৩) রুকূ থেকে মাথা তোলার সময়। জাবির (র) বলেন, আমি এ বিষয়ে সালিম (র)-কে জিজ্ঞাসা করেছি। সালিম (র) বলেছেন, আমি ইব্ন উমার (রা)-কে অনুরূপ করতে দেখেছি এবং ইব্ন উমার (রা) বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে অনুরূপ করতে দেখেছি।

١٢٤٦- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ عَاصِمٍ قَالَ ثَنَا عَبْدُ الْحَمِيْدِ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا حُمَيْدٍ السَّاعِدِيَّ فِيْ عَشْرَةٍ مِّنْ اَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ اَحَدُهُمْ اَبُوْ قَتَادَةَ قَالَ قَالَ اَبُوْ حُمَيْدٍ اَنَا اَعْلَمُكُمْ بِصَلٰوةِ النَّبِيِّ ﷺ قَالُوْا لِمَ فَوَاللّٰهِ مَا كُنْتَ اَكْثَرَنَا لَهُ تَبِعَةً وَلاَ اَقْدَمَنَا لَهُ صُحْبَةً فَقَالَ بَلٰى فَقَالُوْا فَاعْرِضْ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا قَامَ اِلَى الصَّلٰوةِ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتّٰى يُحَاذِيَ بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ ثُمَّ يُكَبِّرُ ثُمَّ يَقْرَأُ ثُمَّ يُكَبِّرُ فَيَرْفَعُ يَدَيْهِ حَتّٰى يُحَاذِيَ بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ ثُمَّ يَرْكَعُ ثُمَّ يَرْفَعُ رَاْسَهُ فَيَقُوْلُ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ثُمَّ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَتّٰى يُحَاذِيَ بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ ثُمَّ يَقُوْلُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ يَهْوِيْ اِلَى الْاَرْضِ فَاِذَا قَامَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتّٰى يُحَاذِيَ بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ ثُمَّ صَنَعَ مِثْلَ ذٰلِكَ فِيْ بَقِيَّةِ صَلٰوتِهِ قَالَ فَقَالُوْا جَمِيْعًا صَدَقْتَ هٰكَذَا كَانَ يُصَلِّيْ .

১২৪৬. আবূ বাকরা (র) ...... মুহাম্মদ ইব্ন আমর ইব্ন আতা (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি দশজন সাহাবীর উপস্থিতিতে, যাদের মধ্যে আবূ কাতাদা (রা) অন্যতম, আবূ হুমায়দ সাঈদী (রা)-কে বলতে শুনেছি ঃ "আমি নবী ﷺ-এর সালাত সম্পর্কে তোমাদের সকলের অপেক্ষা অধিক অবগত রয়েছি।"

তাঁরা বললেন ঃ কেন? আল্লাহ্র কসম! আপনি তো আমাদের অপেক্ষা তাঁর অধিক অনুসরণকারী এবং সাহচর্যের দিক দিয়ে অগ্রগামী নন। তিনি বললেন, হ্যাঁ,! তাঁরা বললেন ঃ আচ্ছা উপস্থাপন করুন। তিনি বললেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন সালাতের জন্য দাঁড়াতেন তখন কাঁধ বরাবর হাত উঠাতেন। তারপর তাকবীর বলতেন এবং কিরাআত পড়তেন; এরপর তাকবীর বলতেন এবং কাঁধ বরারবর হাত উঠাতেন। তারপর রুকূ করতেন এবং মাথা তোলার সময় "সামিআল্লাহুলিমান হামিদাহ" বলতেন, এরপর কাঁধ বরাবর হাত উঠাতেন; অতঃপর 'আল্লাহু আকবার' বলে (সিজদার জন্য) ভূমির দিকে ঝুঁকে পড়তেন; দু'রাক'আতের পরে দাঁড়াবার সময় তাকবীর বলতেন এবং হাতকে কাঁধ বরাবর উঠাতেন। তারপর তাঁর অবশিষ্ট সালাতে অনুরূপ করতেন। রাবী বলেন, এতে (উপস্থিত) সকল সাহাবী বললেন ঃ আপনি সত্য বলেছেন, তিনি ﷺ এরূপভাবে সালাত আদায় করতেন।

١٢٤٧- حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا اَبُوْ عَامِرِ الْعَقَدِىُّ قَالَ ثَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ عَبَّاسِ بْنِ سَهْلٍ قَالَ اَجْتَمَعَ اَبُوْ حُمَيْدٍ وَاَبُوْ اُسَيْدٍ وَّسَهْلُ بْنُ سَعْدٍ فَذَكَرُوْا صَلٰوةَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ اَبُوْ حُمَيْدٍ اَنَا اَعْلَمُكُمْ بِصَلٰوةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ كَانَ اِذَا قَامَ رَفَعَ يَدَيْهِ ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ حِيْنَ يُكَبِّرُ لِلرُّكُوْعِ فَاِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوْعِ رَفَعَ يَدَيْهِ .

১২৪৭. ইব্‌ন মারযূক (র)..... আব্বাস ইব্‌ন সাহল (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, একবার আবূ হুমায়দ (রা), আবূ উসায়দ (রা) ও সাহল ইব্‌ন সা'দ (রা) একত্রিত হলেন এবং তাঁরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সালাত নিয়ে আলোচনা করেন। তখন আবূ হুমায়দ (রা) বললেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সালাত সম্পর্কে আমি তোমাদের অপেক্ষা অধিক অবগত আছি। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন দাঁড়াতেন তখন দুই হাত উঠাতেন; এরপর রুকূর জন্য তাকবীর বলার সময় এবং রুকূ থেকে মাথা উঠাবার সময় হাত উঠাতেন।

١٢٤٨- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ اِسْمَاعِيْلَ قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ قَالَ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ حِيْنَ يُكَبِّرُ لِلصَّلٰوةِ وَحِيْنَ يَرْكَعُ وَحِيْنَ يَرْفَعُ رَاْسَهُ مِنَ الرُّكُوْعِ رَفَعَ يَدَيْهِ حِيَالَ اُذُنَيْهِ .

১২৪৮. আবূ বাক্‌রা (র).... ওয়াইল ইব্‌ন হুজ্‌র (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে দেখেছি, যখন তিনি সালাতের জন্য তাকবীর বলতেন; রুকূ করতেন এবং রুকূ থেকে মাথা উঠাতেন তখন কান বরাবর হাত উঠাতেন।

١٢٤٩- حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ ثَنَا يُوْسُفُ بْنُ عَدِىٍّ قَالَ ثَنَا اَبُوْ الْاَحْوَصِ عَنْ عَاصِمٍ فَذَكَرَ بِاِسْنَادِهِ مِثْلَهُ .

১২৪৯. সালিহ ইব্‌ন আবদির রাহমান(র).... আসিম (র) থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

١٢٥٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ نُمَيْرٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِىْ عَرُوْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ نَصْرِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ قَالَ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اِذَا رَكَعَ وَاِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ رُكُوْعِهِ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَتّٰى يُحَاذِىَ بِهِمَا فَوْقَ اُذُنَيْهِ .

১২৫০. মুহাম্মদ ইব্‌ন আমর (র).... মালিক ইব্‌নুল হুওয়ায়রিছ (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে দেখেছি, তিনি রুকূ করার এবং রুকূ থেকে মাথা উঠাবার সময় কানের উপর পর্যন্ত হাত উঠাতেন।

١٢٥١– حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا سَعِيْدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ ثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ اِذَا افْتَتَحَ الصَّلٰوةَ وَحِيْنَ يَرْكَعُ وَحِيْنَ يَسْجُدُ .

১২৫১. ইব্‌ন আবী দাউদ (র).... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন সালাত শুরু করতেন, রুকূ করতেন এবং সিজ্‌দা করতেন তখন হাত উঠাতেন।

বিশ্লেষণ

ইমাম আবূ জা'ফর তাহাবী (র) বলেন ঃ একদল আলিম এ সমস্ত হাদীসের মর্ম গ্রহণ করেছেন। তাঁরা সমস্ত সালাতে রুকূর সময়, রুকূ থেকে মাথা উঠাবার সময় এবং বসা থেকে কিয়ামের দিকে উঠবার সময় হাত তোলাকে ওয়াজিব সাব্যস্ত করেছেন।

পক্ষান্তরে অপরাপর আলিমগণ এ বিষয়ে তাঁদের বিরোধিতা করেছেন। তাঁরা বলেছেন ঃ আমাদের মতে শুধুমাত্র প্রথম তাকবীরের সময় হাত উঠান বিধেয়।

তাঁরা এ বিষয়ে নিম্নোক্ত হাদীসসমূহ দ্বারা দলীল পেশ করেছেন ঃ

١٢٥٢– حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا مُؤَمَّلٌ قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ قَالَ ثَنَا يَزِيْدُ بْنُ اَبِىْ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ اَبِىْ لَيْلٰى عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ اِذَا كَبَّرَ لِافْتِتَاحِ الصَّلٰوةِ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتّٰى يَكُوْنَ اِبْهَامَاهُ قَرِيْبًا مِّنْ شَحْمَتَىْ اُذُنَيْهِ ثُمَّ لَا يَعُوْدُ .

১২৫২. আবূ বাক্‌রা (র)..... বারা' ইব্‌ন আযিব (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, নবী ﷺ যখন সালাত শুরু করার জন্য তাকবীর বলতেন, তখন তিনি হাত তুলতেন এবং তাঁর বৃদ্ধাঙ্গুলী প্রায় কানের লতি বরাবর উঠে যেত। তারপর পুনরায় আর হাত উঠাতেন না।

١٢٥٣– حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ قَالَ اَنَا خَالِدُ عَنِ ابْنِ اَبِىْ لَيْلٰى عَنْ عِيْسٰى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ مِثْلَهُ .

১২৫৩. ইব্‌ন আবী দাউদ (র).... বারা ইব্‌ন আযিব (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

١٢٥٤– حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ النُّعْمَانِ قَالَ ثَنَا يَحْىَ بْنُ يَحْيٰى قَالَ ثَنَا وَكِيْعٌ عَنِ ابْنِ اَبِىْ لَيْلٰى عَنْ اَخِيْهِ وَعَنِ الْحَكَمِ عَنِ ابْنِ اَبِىْ لَيْلٰى عَنِ الْبَرَاءِ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ مِثْلَهُ .

১২৫৪. মুহাম্মদ ইব্‌ন নো'মান (র)..... বারা ইব্‌ন আযিব (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

١٢٥٥– حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ قَالَ ثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْاَسْوَدِ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ اَنَّهُ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِىْ اَوَّلِ تَكْبِيْرَةٍ ثُمَّ لَا يَعُوْدُ .

১২৫৫. ইব্ন আবি দাউদ (র).... আবদুল্লাহ্ (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি শুধু প্রথম তাকবীরে হাত তুলতেন, তারপর পুনরায় আর হাত তুলতেন না।

١٢٥٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ النُّعْمَانِ قَالَ ثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَ قَالَ ثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ فَذَكَرَ مِثْلَهُ بِاسْنَادِهِ .

১২৫৬. মুহাম্মদ ইব্ন নো'মান (র).... সুফইয়ান (র) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

١٢٥٧- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا مُؤَمَّلٌ قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْمُغِيْرَةِ قَالَ قُلْتُ لِابْرَاهِيْمَ حَدِيْثُ وَائِلٍ اَنَّهُ رَأَىُ النَّبِيَّ ﷺ يَرْفَعُ يَدَيْهِ اِذَا افْتَتَحَ الصَّلٰوةَ وَاِذَا رَكَعَ وَاِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوْعِ فَقَالَ اِنْ كَانَ وَائِلٌ رَّاٰهُ مَرَّةً يَّفْعَلُ ذٰلِكَ فَقَدْ رَاٰهُ عَبْدُ اللّٰهِ خَمْسِيْنَ مَرَّةً لاَّ يَفْعَلُ ذٰلِكَ .

১২৫৭. আবূ বাক্‌রা (র)..... মুগীরা (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি একবার ইবরাহীম (র) কে ওয়াইল (রা)-এর হাদীস সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম যে, তিনি নবী ﷺ কে দেখেছেন, তিনি সালাতের শুরুতে এবং রুকূর সময়; রুকূ থেকে মাথা উঠাবার সময় হাত তুলতেন। তিনি বললেন; যদি ওয়াইল (রা) তাঁকে একবার এরূপ করতে দেখে থাকেন তাহলে আবদুল্লাহ্ (রা) তাঁকে পঞ্চাশবার এরূপ না করতে দেখেছেন।

١٢٥٨- حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِيْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ ثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ ثَنَا حُصَيْنٌ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ قَالَ دَخَلْتُ مَسْجِدَ حَضَرَمَوْتَ فَاِذَا عَلْقَمَةُ بْنُ وَائِلٍ يُحَدِّثُ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ قَبْلَ الرُّكُوْعِ وَبَعْدَهُ فَذَكَرْتُ ذٰلِكَ لِابْرَاهِيْمَ فَغَضِبَ وَقَالَ رَاٰهُ هُوَ وَلَمْ يَرَاهُ ابْنُ مَسْعُوْدٍ وَلاَ اَصْحَابُهُ .

১২৫৮. আহমদ ইব্ন দাউদ (র).... আমর ইব্ন মুররা (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি একবার 'হাযরা মাউত'-এর মসজিদে প্রবেশ করলাম, দেখলাম আলকামা ইব্ন ওয়াইল (র) তাঁর পিতা থেকে হাদীস বর্ণনা করছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ রুকূর পূর্বে ও পরে হাত তুলতেন। আমি বিষয়টি ইবরাহীম (র)-এর নিকট উল্লেখ করলে তিনি রাগান্বিত হয়ে পড়লেন এবং বললেন ঃ তিনি-ই তাঁকে দেখেছেন, আর আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসউদ (রা)ও অন্য সাহাবীগণ তাঁকে দেখেননি?

ইমাম তাহাবী (র)-এর মন্তব্য

বস্তুত যা কিছু আমরা নবী ﷺ থেকে রিওয়ায়াত করেছি এটা এই অভিমত পোষণকারীদের অভিমতের স্বপক্ষে দলীল হিসাবে বিবেচিত। এ বিষয়ে তাঁদের বিরুদ্ধে তাঁদের বিরোধী পক্ষের দলীল হল ঃ তাঁরা বলেন, আমাদের নিকট যে সমস্ত রিওয়ায়াত রয়েছে সেগুলো সব মুতাওয়াতির, সহীহ্ (বিশুদ্ধ) ও সুদৃঢ় সনদ বিশিষ্ট। সুতরাং আমাদের অভিমত আপনাদের অভিমত অপেক্ষা উত্তম বলে বিবেচিত।

এ বিষয়ে তাঁদের বিরুদ্ধে প্রমাণ, যা আমরা ইনশাআল্লাহ্ তা শীঘ্রই বর্ণনা করব।

সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আলী (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত ইব্ন আবিয্ যিনাদ (র)-এর হাদীস, যা আমরা এই অনুচ্ছেদের শুরুতে উল্লেখ করেছি ঃ

١٢٥٩– فَانَّ اَبَا بَكْرَةَ قَدْ حَدَّثَنَا قَالَ ثَنَا اَبُوْ اَحْمَدَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ بَكْرِ النَّهْشَلِىُّ قَالَ ثَنَا عَاصِمُ بْنُ كُلَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ عَلِيًّا كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِىْ اَوَّلِ تَكْبِيْرَةٍ مِّنَ الصَّلٰوةِ ثُمَّ لاَ يَرْفَعُ بَعْدُ .

১২৫৯. আবূ বাক্রা (র)..... আসিম ইব্ন কুলায়ব (র) তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন যে, আলী (রা) সালাতের প্রথম তাকবীরের সময় হাত তুলতেন। তারপর আর পরবর্তীতে হাত তুলতেন না।

١٢٦٠– حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا اَحْمَدُ بْنُ يُوْنُسَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ بَكْرِ النَّهْشَلِىُّ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ اَبِيْهِ وَكَانَ مِنْ اَصْحَابِ عَلِىِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنْ عَلِىٍّ مِّثْلَهُ .

১২৬০. ইব্ন আবী দাঊদ (র)..... আসিম (র) তাঁর পিতা থেকে, যিনি আলী (রা)-এর সাথীদের অন্যতম ছিলেন, রিওয়ায়াত করেন, তিনি আলী (রা) থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেন।

আসিম ইব্ন কুলায়ব (র)-এর এই হাদীস দ্বারা বুঝা যাচ্ছে যে, ইব্ন আবিয্যিনাদ (র)-এর হাদীস দুই অবস্থা থেকে কোন একটির উপর প্রয়োগ হবে। হয় তা স্বয়ং দুর্বল হবে অথবা তাতে হাত তোলার উল্লেখ মোটেও নেই। যেমনটি অন্যরা রিওয়ায়াত করেছেন ঃ

١٢٦١– فَانَّ ابْنَ خُزَيْمَةَ حَدَّثَنَا قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ رَجَاءٍ ح حَدَّثَنَا بْنُ اَبِىْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ صَالِحٍ وَالْوَهْبِىُّ قَالُوْا اَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْفَضْلِ فَذَكَرُوْا مِثْلَ حَدِيْثِ ابْنِ اَبِى الزِّنَادِ فِىْ اِسْنَادِهٖ وَمَتْنِهٖ وَلَمْ يَذْكُرُوْا الرَّفْعَ فِيْ شَىْءٍ مِّنْ ذٰلِكَ .

১২৬১. ইব্ন খুযায়মা (র) ও ইব্ন আবী দাঊদ (র).... আবদুল্লাহ্ ইব্ন রাজা (র), আবদুল্লাহ্ ইব্ন সালিহ্ (র) ও ওয়াহবী (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তাঁরা সকলে বলেছেন, আমাদেরকে আবদুল আযীয ইব্ন আবী সালামা (র) আবদুল্লাহ্ ইব্ন ফযল (র) থেকে রিওয়ায়াত করে খবর দিয়েছেন যে, তাঁরা সকলে সনদ (সূত্র) এবং মতন (হাদীসের মূল পাঠ)-এর দিক দিয়ে ইব্ন আবিয্ যিনাদ (র)-এর হাদীসের অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন। কিন্তু তাঁরা সকলে কোথাও হাত তোলার উল্লেখ করেন নি। যদি এই হাদীস সংরক্ষিত এবং ইব্ন আবিয্ যিনাদ (র)-এর হাদীস ভুল হয়, তাহলে এতে আপনাদের জন্য ভুল হাদীস দ্বারা প্রমাণ পেশ করা নাকচ হয়ে যাওয়া আবশ্যক হবে। আর ইব্ন আবিয্ যিনাদ (র) যে হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন তা যদি সহীহ্ হয় যেহেতু তাতে অন্যদের রিওয়ায়াত অপেক্ষা অতিরিক্ত রয়েছে, তবে তা এজন্য হতে পারে না যে, আলী (রা) নবী ﷺ-কে হাত তুলতে যদি দেখে থাকেন তাহলে তারপর পরবর্তীতে হাত তোলা পরিত্যাগ করেন কিভাবে! হ্যাঁ

এটা তখন সম্ভব হতে পারে যে, তাঁর নিকট হাত তোলার বিধান রহিত হয়ে গিয়েছে। সুতরাং আলী (রা)-এর হাদীস 'সহীহ' হওয়ার অবস্থায় তাতে সেই সমস্ত লোকের প্রমাণ অধিক (গুরুত্বপূর্ণ) হবে, যারা হাত তোলাকে বিধেয় মনে করেন না।

আর ইব্ন উমার (রা)-এর পূর্ব বর্ণিত হাদীসে (যে হাত উঠানোর উল্লেখ রয়েছে) যা তাঁর সূত্রে নবী ﷺ থেকে আমরা বর্ণনা করেছি। কিন্তু তারপর নবী ﷺ-এর অব্যবহিত পরে তাঁর থেকে এর পরিপন্থী আমল বর্ণিত আছে ঃ

١٢٦٢– حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا اَحْمَدُ بْنُ يُوْنُسَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ حُصَيْنٍ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ صَلَّيْتُ خَلْفَ ابْنِ عُمَرَ فَلَمْ يَكُنْ يَرْفَعُ يَدَيْهِ اِلاَّ فِى التَّكْبِيْرَةِ الْاُوْلٰى مِنَ الصَّلٰوةِ .

১২৬২. ইব্ন আবী দাঊদ (র).... মুজাহিদ (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি ইব্ন উমার (রা)-এর পিছনে সালাত আদায় করেছি। তিনি সালাতে প্রথম তাকবীরের সময় ছাড়া হাত তুলতেন না।

মূল্যায়ন

ইনি হলেন ইব্ন উমার (রা), যিনি নবী ﷺ-কে হাত তুলতে দেখেছেন। তারপর তিনি নবী ﷺ-এর অব্যবহিত পরে হাত তোলা পরিত্যাগ করেছেন। সুতরাং এটা শুধুমাত্র তখন-ই হতে পারে, যখন তাঁর নিকট নবী ﷺ-এর সেই আমল রহিত হওয়া প্রমাণিত হয়ে গিয়েছিল, যা তিনি দেখেছিলেন, এবং এর পরিপন্থী দলীল সাব্যস্ত হয়ে গিয়েছিল।

যদি কোন প্রশ্নকারী বলে যে, এই হাদীসটি 'মুনকার'। (উত্তরে) তাকে বলা হবে যে, এর স্বপক্ষে কি দলীল আছে? তুমি কখনও তা পেশ করতে সক্ষম হবে না।

যদি বল, তাউস (র) উল্লেখ করেছেন, তিনি ইব্ন উমার (রা)কে সেই অনুযায়ী আমল করতে দেখেছেন যা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে তাঁর সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত আছে। তাদেরকে (উত্তরে) বলা হবে যে, তাউস (র) তা উল্লেখ করেছেন বটে, কিন্তু মুজাহিদ (র)-এর পরিপন্থী কথা বলেছেন। তাই হতে পারে যে, ইব্ন উমার (রা) সেই আমল যা তাউস (র) দেখেছেন সেই সময় করেছেন, যখন তাঁর নিকট এটা রহিত হওয়ার প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত হয়নি। তারপর তাঁর নিকট এটা রহিত হওয়ার প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেলে তা ছেড়ে দিয়েছেন এবং সেই আমল করেছেন যা মুজাহিদ (র) তাঁর থেকে বর্ণনা করেছেন। সাহাবীগণ থেকে যা বর্ণিত আছে তা এরূপভাবে প্রয়োগ করাই শ্রেয় এবং এর থেকে সংশয় দূর হয়ে তা সাব্যস্ত হয়ে যায়। অন্যথায় অধিকাংশ রিওয়ায়াত রহিত হয়ে যাবে।

থাকল ওয়াইল (রা)-এর হাদীস, ইবরাহীম (র) সেই হাদীস দ্বারা এর বিরোধিতা করেছেন, যা আমরা আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণনা করেছি যে, তিনি নবী ﷺ-কে উল্লিখিত আমল করতে দেখেন নি। আর আবদুল্লাহ্ (রা) ওয়াইল (রা) অপেক্ষা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সঙ্গে সাহচর্যের দিক দিয়ে অগ্রণী এবং তাঁর কার্যাদি সম্পর্কে অধিক প্রজ্ঞা সম্পন্ন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মুহাজিরীনদেরকে নিজের নিকটবর্তী করতে পছন্দ করতেন, যেন তাঁরা তাঁর থেকে (বিধিবিধান) সংরক্ষণ করতে সক্ষম হন।

١٢٦٣- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ بَكْرٍ قَالَ ثَنَا حُمَيْدُ عَنْ اَنَسٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُحِبُّ اَنْ يَّلِيَهُ الْمُهَاجِرُوْنَ وَالْاَنْصَارُ لِيَحْفَظُوْا عَنْهُ .

১২৬৩. আলী ইব্‌ন মা'বাদ (র)…. আনাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মুহাজিরীন ও আনসারদেরকে নিজের নিকটবর্তী করতে পছন্দ করতেন, যেন তাঁরা তাঁর থেকে (বিধিবিধান) সংরক্ষণ করতে পারেন।

١٢٦٤- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ بَكْرٍ فَذَكَرَ بِاِسْنَادِهِ مِثْلَهُ .

১২৬৪. আবূ বাক্‌রা (র) বলেন, আমাদেরকে আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আবী বাক্‌র (র) বর্ণনা করেছেন। তারপর তিনি অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

আবূ জা'ফর তাহাবী (র) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ তোমাদের মধ্য থেকে বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ লোক যেন আমার নিকটবর্তী থাক ঃ

١٢٦٥- حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا بِشْرُ بْنُ عَمْرٍو قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ قَالَ اَخْبَرَنِيْ سُلَيْمَانُ قَالَ سَمِعْتُ عُمَارَةَ بْنَ عُمَيْرٍ يُحَدِّثُ عَنْ اَبِيْ مَعْمَرٍ عَنْ اَبِيْ مَسْعُوْدٍ الْاَنْصَارِيِّ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ لِيَلِيَنِيْ مِنْكُمْ اُوْلُوا الْاَحْلَامِ وَالنُّهٰى ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ .

১২৬৫. ইবরাহীম ইব্‌ন মারযূক (র) ….. আবূ মাসঊদ আনসারী (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলতেন ঃ তোমাদের মধ্য থেকে বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ লোকেরা আমার নিকটবর্তী থাকা বাঞ্ছনীয়। তারপর (থাকবেন) যারা তাদের নিকটবর্তী, এরপর তাদের নিকটবর্তীগণ।

١٢٦٦- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ وَابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَا ثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيْرٍ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ اَبِيْ حَمْزَةَ عَنْ اَيَاسِ بْنِ قَتَادَةَ عَنْ قَيْسِ بْنِ عَبَّادٍ قَالَ قَالَ لِيْ اُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ قَالَ لَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كُوْنُوْا فِي الصَّفِّ الَّذِيْ يَلِيْنِيْ .

১২৬৬. আবূ বাক্‌রা (র) ও ইব্‌ন মারযূক (র)…. কায়স ইব্‌ন আব্বাদ (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমাকে উবায় ইব্‌ন কা'ব (রা) বলেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদেরকে বলেছেনঃ তোমরা সেই কাতারে (অবস্থান কর) যা আমার নিকটবর্তী।

ইমাম তাহাবী (র)-এর মূল্যায়ন

আবূ জা'ফর তাহাবী (র) বলেন ঃ আবদুল্লাহ্ (রা) সেই সমস্ত লোকদের (সাহাবীগণের) অন্তর্ভুক্ত যাঁরা নবী ﷺ-এর নিকটবর্তী থাকতেন; যেন তাঁরা সালাতে তাঁর কার্যাদি কিরূপ তা লক্ষ্য করে লোকদেরকে তা শিক্ষা দিতে পারেন। সুতরাং তাঁরা এ বিষয়ে যা বর্ণনা করেছেন তা সালাতে তাঁর থেকে দূরবর্তীদের বর্ণনা অপেক্ষা উত্তম হবে।

যদি তাঁরা বলেন যে, তোমরা যা কিছু ইবরাহীম (র)-এর মাধ্যমে আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণনা করেছ, তা 'মুত্তাসিল' নয়।

তাদেরকে (উত্তরে) বলা হবে যে, ইবরাহীম (র) আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে তখন 'ইরসাল' (মধ্যবর্তী রাবীর উল্লেখ বাদ দেয়া) করেন যখন সেই রিওয়ায়াত তাঁর নিকট সহীহ্ প্রমাণিত হয় এবং আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে মুতাওয়াতির রূপে বর্ণিত হয়। আ'মাশ (র) তাঁকে বলেছেন, আমাকে যখন আপনি হাদীস বর্ণনা করবেন তখন সনদ উল্লেখ করবেন। তিনি বললেন ঃ যখন আমি তোমাকে বলব যে, আবদুল্লাহ্ (রা) বলেছেন; (তখন মনে রাখবে যে,) আমি একথা তখন বলি যখন তা আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে আমাকে এক দল (লোক) বর্ণনা করেন। আর যখন আমি বলি যে, আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে অমুক আমাকে বর্ণনা করেছেন, তখন তা তাঁর থেকে-ই হবে, যিনি আমাকে বর্ণনা করেছেন।

١٢٦٧- حَدَّثَنَا بِذٰلِكَ اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ شَكَّ اَبُوْ جَعْفَرٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ بِذٰلِكَ .

১২৬৭. ইবরাহীম ইব্ন মারযূক (র).... আ'মাশ (র) থেকে অনুরূ বর্ণনা করেছেন।

আবূ জা'ফর তাহাবী (র) বলেন ঃ সুতরাং তিনি (ইবরাহীম র) বলেছেন যে, আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে যখন তিনি 'ইরসাল' করেন তখন তাঁর নিকট এই রিওয়ায়াত সেই রিওয়ায়াত অপেক্ষা অধিক সহীহ হিসাবে বিবেচিত হবে, যা কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তির মাধ্যমে আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে রিওয়ায়াত করবেন। অনুরূপভাবে আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে এই 'মুরসাল' রিওয়ায়াতও তার নিকট সেই রিওয়ায়াত অপেক্ষা অধিক সহীহ্ হবে, যা তিনি কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তির মাধ্যমে আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। উপরন্তু আমরা আবদুর রহমান ইব্ন আসওয়াদ (র)-এর হাদীসে ওটাকে 'মুত্তাসিল' হিসাবে বর্ণনা করেছি যে, আবদুল্লাহ্ (ইব্ন মাসউদ রা) সমস্ত সালাতে অনুরূপ করতেন।

١٢٦٨- حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا اَحْمَدُ بْنُ يُوْنُسَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ الْاَحْوَصِ عَنْ حُصَيْنٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ كَانَ عَبْدُ اللّٰهِ لَا يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِىْ شَىْءٍ مِّنَ الصَّلٰوةِ اِلاَّ فِى الْاِفْتِتَاحِ .

১২৬৮. ইব্ন আবী দাঊদ (র).... ইবরাহীম (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আবদুল্লাহ্ (রা) সালাতের শুরু ব্যতীত কোথাও হাত তুলতেন না।

উমার ইব্ন খাত্তাব (রা) থেকেও অনুরূপ বর্ণিত আছে ঃ

١٢٦٩- حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا الْحِمَّانِىُّ قَالَ ثَنَا يَحْىَ بْنُ اٰدَمَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَيَّاشٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ اَبْجَرٍ عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَدِىٍّ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْاَسْوَدِ قَالَ رَاَيْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِىْ اَوَّلِ تَكْبِيْرَةٍ ثُمَّ لَا يَعُوْدُ قَالَ وَرَاَيْتُ اِبْرَاهِيْمَ وَالشَّعْبِىَّ يَفْعَلَانِ ذٰلِكَ .

১২৬৯. ইব্ন আবী দাঊদ (র).... আস্ওয়াদ (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি উমার ইব্ন খাত্তাব (রা)কে দেখেছি, তিনি প্রথম তাকবীরে হাত তুলতেন। তারপর পুনরায় হাত তুলতেন না। রাবী (যুবায়র ইব্ন আদী র) বলেন ঃ এবং আমি ইবরাহীম (র) ও শা'বী (র)কেও অনুরূপ করতে দেখেছি।

আবূ জা'ফর তাহাবী (র) বলেন ঃ ইনি হলেন উমার (রা), যিনি এই হাদীস মুতাবিক শুধু প্রথম তাকবীরে হাত তুলতেন। আর এটা সহীহ্ হাদীস। যেহেতু এই হাদীসের ভিত্তি হল হাসান ইব্ন আইয়াশ (র)-এর উপর এবং তিনি নির্ভরযোগ্য এবং প্রামাণ্য (হুজ্জত) রাবী। যেমনটি ইয়াহইয়া ইব্ন মাঈন (র) প্রমুখ উল্লেখ করেছেন।

আপনাদের কি ধারণা যে, উমার ইব্ন খাত্তাব (রা)-এর নিকট এটা গোপন থাকবে যে, নবী ﷺ রুকূ এবং সিজদায় হাত তুলতেন অথচ অন্যরা তা জ্ঞাত হয়েছেন। আর এটাও কি সম্ভব যে, তাঁর সাথীগণ তাঁকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর আমলের পরিপন্থী করতে দেখেছেন, তারপরও এ ব্যাপারে তাঁর বিরুদ্ধে কোন প্রতিবাদ করা হয়নি। আমাদের মতে এটা অসম্ভব ব্যাপার। উমার (রা)-এর এই আমল এবং সাহাবীগণ কর্তৃক এ বিষয়ে তাঁর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ না করা এ বিষয়ের সহীহ্ দলীল যে, এটাই সঠিক পন্থা, কারো জন্য এর বিরোধিতা করা সমীচীন নয়।

সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে রিওয়ায়াত রয়েছে তাতো ইসমাঈল ইব্ন আইয়াশ (র)-এর মাধ্যমে সালিহ ইব্ন কায়সান থেকে বর্ণিত। তাঁরা (বিরোধীগণ) ইসমাঈল কর্তৃক শাম দেশীয় রাবীদের ব্যতীত অন্যদের থেকে রিওয়ায়াতকে প্রমাণ হিসাবে স্বীকৃতি দেন না। তাহলে তাঁরা নিজেদের প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে এরূপ রিওয়ায়াত দ্বারা কিরূপে প্রমাণ পেশ করতে পারেন, যে ক্ষেত্রে এর দ্বারা তাঁদের বিরুদ্ধে প্রমাণ পেশ করা হলে তারা তা গ্রহণ করেন না।

আনাস ইব্ন মালিক (রা)-এর হাদীসের ব্যাপারে তাঁদের ধারণা যে, তা ভুল (সহীহ নয়)। কেন না ওটাকে বিশেষ করে আবদুল ওহাব সাকাফী (র) ব্যতীত অন্য কেউ 'মারফূ' হিসাবে বর্ণনা করেননি। আর (হাদীসের) হাফিযগণ এটাকে আনাস (রা)-এর উপর 'মাওকূফ' হিসাবে বর্ণনা করেন।

আবদুল হামিদ ইব্ন জা'ফর (র)-এর হাদীসের ব্যাপারে বলা যায় যে, তাঁরা আবদুল হামিদ (র)কে দুর্বলরূপে সাব্যস্ত করেন এবং তাঁরা তাঁকে প্রমাণ হিসাবে স্বীকৃতি দেন না। সুতরাং এরূপ বিষয়ে তাঁরা তাঁর দ্বারা কিভাবে প্রমাণ পেশ করবেন? তাছাড়া মুহাম্মদ ইব্ন আমর ইব্ন আতা (র) এই হাদীস না আবদুল হামিদ থেকে শুনেছেন না তাদের থেকে যাদেরকে ওই হাদীসে তাঁর সঙ্গে উল্লেখ করা হয়েছে। যেহেতু তাদের উভয়ের মাঝে এক অজ্ঞাত ব্যক্তি বিদ্যমান রয়েছ। আত্তাফ ইব্ন খালিদ তার সূত্রে এক অজ্ঞাত ব্যক্তি থেকে তা রিওয়ায়াত করেছেন। আমি তা 'সালাতে বসা' শীর্ষক অনুচ্ছেদে ইনশা আল্লাহ্ বর্ণনা করব। আবদুল হামিদ থেকে আবূ আসিম এর সেই রিওয়ায়াতে রয়েছে যে, সকলে বলেছেন ঃ তুমি সত্য বলেছ। আবূ আসিম (র) ব্যতীত একথা কেউ বলেন নি।

١٢٧٠– حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ شَيْبَةَ قَالَ ثَنَا يَحْيَ بْنُ يَحْيٰ قَالَ ثَنَا هُشَيْمُ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ اَبِيْ عِمْرَانَ قَالَ ثَنَا الْقَوَارِيْرِىُّ قَالَ ثَنَا يَحْيَ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ ثَنَا عَبْدُ الْحَمِيْدِ فَذَكَرَ بِاِسْنَادِهِ وَلَمْ يَقُوْلاَ فَقَالُوْا جَمِيْعًا صَدَقْتَ وَهٰكَذَا رَوَاهُ غَيْرُ عَبْدِ الْحَمِيْدِ .

১২৭০. আলী ইব্‌ন আবী শায়বা (র) ও ইব্‌ন আবী ইমরান (র)... হুশাইম (র) ও আবদুল হামিদ (র) থেকে তা রিওয়ায়াত করেছেন। কিন্তু তাঁরা এটা বলেননি যে, তাঁরা (সাহাবা) সকলে বলেছেন, 'তুমি সত্য বলেছ'। আবদুল হামিদ ব্যতীত অন্যরাও তা অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। আমরা 'সালাতে বসা' শীর্ষক অনুচ্ছেদে তা উল্লেখ করেছি।

সঠিক বিশ্লেষণ

এই সমস্ত রিওয়ায়াতের অনুসন্ধান ও বিশ্লেষণের পরে এটাই বুঝা যাচ্ছে যে, রুকূতে হাত তোলা যাবে না। হাদীস সমূহে বর্ণনার ভিত্তিতে এই অনুচ্ছেদের এটাই হচ্ছে সঠিক বিশ্লেষণ।

ইমাম আবূ জা'ফর তাহাবী (র) বলেন ঃ এর দ্বারা কোন আলিমের দুর্বলতা বর্ণনা করা আমার উদ্দেশ্য নয় এবং না এটা আমার নীতি। বরং আমার উদ্দেশ্য হচ্ছে, সেই যুলুমকে স্পষ্ট করা, যা আমাদের বিরোধীগণ আমাদের উপর করেছেন।

যুক্তির নিরিখে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের বিশ্লেষণ ঃ তাঁরা (আলিমগণ) সকলে ঐকমত্য পোষণ করেছেন যে, প্রথম তাকবীরে হাত তোলার বিধান রয়েছে। কিন্তু দুই সিজদার মাঝে তাকবীর বলার সময় হাত তোলার বিধান নেই। বস্তুত তাঁরা উঠে দাঁড়াবার তাকবীরে এবং রুকূর তাকবীরে মতবিরোধ করেছেন।

একদল আলিম বলেছেন ঃ এর বিধান প্রথম তাকবীরের বিধানের অনুরূপ এবং এ দু'য়ের মাঝে অনুরূপভাবে হাত তুলবে যেমনিভাবে প্রথম তাকবীরে তোলা হয়। অপরাপর আলিমগণ বলেন, এই দু'য়ের বিধান হল দুই সিজ্‌দার মাঝে তাকবীরের বিধানের অনুরূপ। ওই দু'য়ের মাঝে হাত তোলা নেই, যেমনিভাবে সিজ্‌দার মাঝে নেই।

আমরা লক্ষ্য করেছি যে, প্রথম তাকবীর সালাতের রুকন সমূহের অন্যতম। এটা ব্যতীত সালাত হয় না। পক্ষান্তরে দুই সিজ্‌দার মধ্যবর্তী তাকবীর এরূপ নয়। কারণ, কোন ব্যক্তি যদি তা পরিত্যাগ করে তাহলে তার সালাত বিনষ্ট হয় না এবং আমরা আরো লক্ষ্য করেছি যে, রুকূ এবং রুকূ থেকে উঠার তাকবীর সালাতের রুকন সমূহের অন্তর্ভুক্ত নয়। কারণ, কোন পরিত্যাগকারী যদি তা পরিত্যাগ করে তাহলে তার সালাত বিনষ্ট হয় না। বরং তা হল সালাতের সুন্নাত সমূহের অন্তর্ভুক্ত। যখন এটাও সিজ্‌দার মধ্যবর্তী তাকবীরের ন্যায় সালাতের সুন্নাতের অন্তর্ভুক্ত, তাহলে ওই দুইটা তার ন্যায় হবে যে, ঐ দুইটাতেও হাত তোলা নেই, যেমনিভাবে তাতে হাত তোলা নেই। এটাই হল এই অনুচ্ছেদের যুক্তি ভিত্তিক বিশ্লেষণ। আর এটা-ই হল ইমাম আবু হানীফা (র), ইমাম আবূ ইউসুফ (র) ও ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর অভিমত।

١٢٧١– حَدَّثَنِيْ ابْنُ اَبِيْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا اَحْمَدُ بْنُ يُوْنُسَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ قَالَ مَا رَأَيْتُ فَقِيْهًا قَطُّ يَفْعَلُهُ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِيْ غَيْرِ التَّكْبِيْرَةِ الْاُوْلٰى .

১২৭১. ইব্‌ন আবী দাউদ (র)..... আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আইয়াশ (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি কোন ফকীহ (আলিম)-কে কখনও প্রথম তাকবীর ব্যতীত হাত তুলতে দেখিনি।

٢١- بَابُ التَّطْبِيْقِ فِى الرُّكُوْعِ

২১. অনুচ্ছেদ ঃ রুকূতে 'তাত্‌বীক' তথা দুই হাত একত্রে মিলিয়ে উরুর মাঝে চেপে ধরা প্রসঙ্গে

١٢٧٢- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُوسٰى قَالَ اَنَا اِسْرَائِيْلَ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ وَالْاَسْوَدِ اَنَّهُمَا دَخَلاَ عَلٰى عَبْدِ اللّٰهِ فَقَالَ أَصَلّٰى هٰؤُلاَءِ خَلْفَكُمْ فَقَالاَ نَعَمْ فَقَامَ بَيْنَهُمَا عَنْ يَّمِيْنِهِ وَالْاٰخَرَ عَنْ شِمَالِهِ ثُمَّ رَكَعْنَا فَوَضَعْنَا اَيْدِيَنَا عَلٰى رُكَبِنَا فَضَرَبَ اَيْدِيَنَا فَطَبَّقَ ثُمَّ طَبَّقَ بِيَدَيْهِ فَجَعَلَهُمَا بَيْنَ فَخِذَيْهِ فَلَمَّا صَلّٰى قَالَ هٰكَذَا فَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ .

১২৭২. আলী ইব্‌ন শায়বা (র)..... আলকামা (র) ও আসাওয়াদ (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তাঁরা উভয়ে একবার আবদুল্লাহ্ (ইব্‌ন মাসউদ রা)-এর নিকট গেলেন। তিনি বললেন, তোমাদের পিছনের লোকজন কি সালাত আদায় করেছে? তাঁরা বললেন, হ্যাঁ! তখন তিনি তাঁদের উভয়ের মাঝে দাঁড়ালেন এবং তাঁদের একজনকে তাঁর ডানে অপরজনকে তাঁর বামে দাঁড় করালেন। রাবী দুইজন বললেন, তারপর আমরা রুকূ করলাম এবং হাতকে হাঁটুতে রাখলাম। তিনি আমাদের হাতের উপর মেরে 'তাত্‌বীক'[১] করালেন। এরপর নিজ হাতের দ্বারা 'তাত্‌বীক' করলেন। তিনি দুই হাতকে উরুর মাঝে চেপে ধরলেন। সালাত শেষে বলনে ঃ নবী ﷺ অনুরূপ করেছেন।

١٢٧٣- حَدَّثَنَا عَلِيُّ قَالَ ثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ قَالَ ثَنَا اِسْرَائِيْلُ عَنْ اَبِى اِسْحٰقَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْاَسْوَدِ عَنْ عَلْقَمَةَ وَالْاَسْوَدِ اَنَّهُمَا كَانَا مَعَ عَبْدِ اللّٰهِ ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَهُ .

১২৭৩. আলী (র).... আলকামা (র) ও আসওয়াদ (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তাঁরা উভয়ে আবদুল্লাহ্ (রা)-এর সঙ্গে ছিলেন। তারপর তিনি অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

١٢٧٤- حَدَّثَنَا فَهْدُ قَالَ عُمَرُ بْنَ حَفْصٍ قَالَ ثَنَا اَبِىْ قَالَ ثَنَا الْاَعْمَشُ قَالَ حَدَّثَنِىْ اِبْرَاهِيْمُ عَنِ الْاَسْوَدِ عَنْ عَلْقَمَةَ وَالْاَسْوَدُ قَالَ دَخَلْتُ اَنَا وَعَلْقَمَةُ عَلٰى عَبْدِ اللّٰهِ فَقَالَ اَصَلّٰى هٰؤُلاَءِ خَلْفَكُمْ فَقُلْنَا نَعَمْ قَالَ فَصَلُّوا فَصَلّٰى بِنَا فَلَمْ يَأْمُرْنَا بِاَذَانٍ وَلاَ اِقَامَةٍ فَقُمْنَا خَلْفَهُ فَقَدمْنَا فَقَامَ اَحَدُنَا عَنْ يَمِيْنِهِ وَالْاٰخَرُ عَنْ شِمَالِهِ فَلَمَّا رَكَعَ وَضَعَ يَدَيْهِ بَيْنَ رِجْلَيْهِ وَحَنَّا قَالَ وَضَرَبَ يَدَىَّ عَلٰى رُكْبَتَيَّ وَقَالَ هٰكَذَا وَاَشَارَ بِيَدِهِ فَلَمَّا صَلّٰى قَالَ اِذَا كُنْتُمْ ثَلٰثَةً فَصَلُّوْا جَمِيْعًا وَاِذَا كُنْتُمْ اَكْثَرَ مِنْ ذٰلِكَ فَقَدِّمُوْا اَحَدَكُمْ فَاِذَا رَكَعَ اَحَدُكُمْ فَلْيَقُلْ هٰكَذَا وَطَبَّقَ يَدَيْهِ ثُمَّ لِيَفْرِشْ ذِرَاعَيْهِ بَيْنَ فَخِذَيْهِ فَكَاَنِّىْ اَنْظُرُ اِلٰى اَصَابِعِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ .

১, রুকূতে দুই হাত একত্রে মিলিয়ে উরুর মাঝে চেপে ধরাকে 'তাত্‌বীক" বলা হয়। -অনুবাদক।

১২৭৪. ফাহাদ (র).... আসওয়াদ (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, একবার আমি ও আলকামা (র) আবদুল্লাহ্ (রা)-এর নিকট গেলাম। তিনি বললেন, তোমাদের পিছনের লোকেরা কি সালাত আদায় করে ফেলেছে? আমরা বললাম, হ্যাঁ! তিনি বললেন, আচ্ছা, তোমরা সালাত আদায় কর। তারপর তিনি আমাদের নিয়ে সালাত আদায় করলেন। আমাদেরকে তিনি আযান ও ইকামতের নির্দেশ দিলেন না। আমরা তাঁর পিছনে দাঁড়ালাম। কিন্তু তিনি আমাদেরকে সম্মুখে অগ্রসর করালেন। আমাদের একজন তাঁর ডানে অপরজন তাঁর বামে দাঁড়াল। তিনি যখন রুকূ করলেন, তখন হাতকে হাঁটুর মাঝে রাখলেন এবং ঝুঁকে পড়লেন। রাবী (আসওয়াদ র) বলেন, তিনি আমার হাত হাঁটুতে মারলেন এবং ইশারা করে বললেন ঃ যখন তোমরা তিনজন হবে তখন একত্রিত হয়ে সালাত আদায় করবে। আর যখন তার চাইতে অধিক হবে তখন একজনকে সম্মুখে অগ্রসর করে নেবে। যখন তোমাদের কেউ রুকূ করবে তখন এরূপ করবে এবং তিনি হাতকে 'তাত্বীক' করলেন। তারপর (বললেন) উভয় বাহুকে উরুর মাঝে এমনভাবে বিছিয়ে দিবে যেন আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর অঙ্গুলীসমূহকে দেখছি।

আবূ জা'ফর তাহাবী (র) বলেন ঃ একদল আলিম এ মত গ্রহণ করেছেন এবং তাঁরা এই হাদীস দ্বারা প্রমাণ পেশ করেছেন।

পক্ষান্তরে এ বিষয়ে অপরাপর আলিমগণ তাঁদের বিরোধিতা করেছেন। তাঁরা বলেছেন, রুকূর সময় মুসল্লীর জন্য হাতকে এমনভাবে হাঁটুর উপর রাখা বাঞ্ছনীয়, যেন হাঁটু দু'টি ধরে আছে এবং অঙ্গুলীগুলো ফাঁক করে রাখবে। তাঁরা এ বিষয়ে নিম্নোক্ত হাদীসসমূহ দ্বারা প্রমাণ পেশ করেছেন ঃ

١٢٧٥- حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ سِنَانٍ قَالَ ثَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ وَحَبَّانُ بْنُ هِلَالٍ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ قَالَ اَخْبَرَنِى اَبُوْ حَصِيْنٍ عَنْ اَبِىْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ قَالَ عُمَرُ اَمِسُّوْا فَقَدْ سُنَّتْ لَكُمُ الرُّكَبُ .

১২৭৫. ইয়াযীদ ইব্ন সিনান (র)..... আবূ আবদির রাহ্মান (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, উমার (রা) বলেছেন ঃ তোমরা হাঁটু ধরে রাখ, কেননা তোমাদের জন্য হাঁটু ধরে রাখাই সুন্নাত।

١٢٧٦- حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا عَفَّانُ قَالَ ثَنَا هَمَّامُ قَالَ ثَنَا عَطَاءِ بْنُ السَّائِبِ قَالَ ثَنَا سَالِمُ الْبَرَّادِ قَالَ وَكَانَ عِنْدِىْ اَوْثَقُ مِنْ نَفْسِىْ قَالَ قَالَ لَنَا اَبُوْ مَسْعُوْدٍ الْبَدْرِىُّ اَلاَاُرِيْكُمْ صَلٰوةَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَذَكَرَ حَدِيْثًا طَوِيْلاً قَالَ ثُمَّ رَكَعَ فَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلٰى رُكْبَتَيْهِ وَفَضْلَةَ اَصَابِعِهِ عَلٰى سَاقَيْهِ .

১২৭৬. ইব্ন মারযূক (র).... আতা ইব্ন সাইব (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমাকে সালিম বাররাদ (র) বর্ণনা করেছেন এবং তিনি আমার নিকট আমার থেকেও অধিক নির্ভরযোগ্য। তিনি বলেন, আবূ মাসউদ বদরী (রা) আমাদেরকে বলেছেন, আমি কি তোমাদেরকে

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সালাত দেখিয়ে দেব না? তারপর সুদীর্ঘ হাদীস বর্ণনা করলেন। রাবী বলেন, এরপর তিনি রুকূ করলেন, হাতের তালুকে হাঁটুর উপর রাখলেন এবং অঙ্গুলীগুলোকে পায়ের নলীতে ফাঁক করে রাখলেন।

١٢٧٧- حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا اَبُوْ عَامِرِ الْعَقْدِىُّ قَالَ ثَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمٰنَ عَنْ عَبَّاسِ بْنِ سَهْلٍ قَالَ اَجْتَمَعَ اَبُوْ حُمَيْدٍ وَاَبُوْ اُسَيْدٍ وَسَهْلُ بْنُ سَعْدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ فِيْمَا يَظُنُّ ابْنُ مَرْزُوْقٍ فَذَكَرُوْا صَلٰوةَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ اَبُوْ حُمَيْدٍ اَنَا اَعْلَمُكُمْ بِصَلٰوةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ كَانَ اِذَا رَكَعَ وَضَعَ يَدَيْهِ عَلٰى رُكْبَتَيْهِ كَاَنَّهُ قَابِضٌ عَلَيْهِمَا .

১২৭৭. ইব্‌ন মারযূক (র).... আব্বাস ইব্‌ন সাহল (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, একবার আবূ হুমায়দ (রা), আবূ উসায়দ (রা), সাহল ইব্‌ন সা'দ (রা) ও মুহাম্মদ ইব্‌ন মাসলামা (রা) প্রমুখ (সাহাবীগণ) একস্থানে একত্রিত হলেন। তাঁরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সালাত সম্পর্কে আলোচনা করছিলেন। আবূ হুমায়দ (রা) বললেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সালাত সম্পর্কে তোমাদের মধ্যে আমি সবচাইতে ভাল জানি। তিনি (সা) যখন রুকূ করতেন তখন তাঁর দুই হাঁটুতে তাঁর দুই হাত এমনভাবে স্থাপন করতেন, যেন হাঁটু দু'টি কবজা করে ধরে আছেন।

١٢٧٨- حَدَّثَنَا اَبُوْبَكْرَةَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ عَاصِمٍ قَالَ ثَنَا عَبْدُ الْحَمِيْدِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا حُمَيْدِ السَّاعِدِىَّ فِىْ عَشَرَةٍ مِّنَ اَصْحَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَحَدُهُمْ اَبُوْ قَتَادَةَ فَذَكَرَ مِثْلَهُ قَالَ فَقَالُوْا جَمِيْعًا صَدَقْتَ .

১২৭৮. আবু বাক্‌রা (রা).... মুহাম্মদ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন আতা (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি দশজন সাহাবীর, যাঁদের মধ্যে আবূ কাতাদা (রা) অন্যতম, উপস্থিতিতে আবূ হুমায়দ আস্-সাঈদী (রা)-কে বলতে শুনেছি। তারপর তিনি অনুরূপ উল্লেখ করেছেন। তাঁরা তখন সকলে বললেন "আপনি সত্য বলেছেন"।

١٢٧٩- حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ ثَنَا يُوْسُفُ بْنُ عَدِىٍّ قَالَ ثَنَا اَبُوْ الْاَحْوَصِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ قَالَ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اِذَا رَكَعَ وَضَعَ يَدَيْهِ عَلٰى رُكْبَتَيْهِ .

১২৭৯. সালিহ ইব্‌ন আব্দির রহমান (র)..... ওয়াইল ইব্‌ন হুজ্‌র (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে দেখেছি, তিনি যখন রুকূ করতেন তখন দুই হাতকে দুই হাঁটুর উপর রাখতেন।

١٢٨٠- حَدَّثَنَا رَبِيْعُ الْجِيْزِيُّ قَالَ ثَنَا اَبُوْ زُرْعَةَ قَالَ اَنَا حَيْوَةُ قَالَ سَمِعْتُ اَبْنَ عَجْلَانَ يُحَدِّثُ عَنْ سُمَيٍّ عَنْ اَبِيْ صَالِحٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّهُ قَالَ اِشْتَكَى النَّاسُ اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ التَّفَرُّجَ فِي الصَّلٰوةِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِسْتَعِيْنُوْا بِالرُّكَبِ ـ

১২৮০. রবী' আল-জীযী (র).... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, লোকেরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট সালাতে প্রশস্ততার (সংকীর্ণতা থেকে মুক্তির) জন্য অভিযোগ করল। তিনি বললেন ঃ এই ক্ষেত্রে তোমরা হাঁটুর সাহায্য গ্রহণ কর।

বিশ্লেষণ

বস্তুত এই সমস্ত রিওয়ায়াত প্রথমোক্ত হাদীসের পরিপন্থী। তাছাড়া সেটা অপেক্ষা এগুলোতে 'তওয়াতুর'[১] অধিক।

তাই আমরা লক্ষ্য করতে প্রয়াস পাব যে, এই সমস্ত রিওয়ায়াতের কোনটিতে দুই বিষয়ের কোন একটির রহিত হওয়ার উপর প্রমাণ আছে কিনা ? আমরা লক্ষ্য করছি ঃ

١٢٨١- فَاِذَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَدْ حَدَّثَنَا قَالَ ثَنَا اَبُوْ الْوَلِيْدِ الطَّيَالِسِيُّ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ اَبِيْ يَعْفُوْرَ قَالَ سَمِعْتُ مُصْعَبَ بْنَ سَعْدٍ يَقُوْلُ صَلَّيْتُ اِلَى جَنْبِ اَبِيْ فَجَعَلْتُ يَدَيَّ بَيْنَ رُكْبَتَيَّ فَضَرَبَ يَدَيَّ فَقَالَ يَابُنَيَّ اِنَّا كُنَّا نَفْعَلُ هٰذَا فَاَمَرَنَا اَنْ نَضْرِبَ بِالْاَكُفِّ عَلَى الرُّكَبِ ـ

১২৮১. আবূ বাকরা (র)..... আবূ ইয়া'কুব (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি মুস্আব ইব্ন সা'দ (রা) কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, আমি একবার আমার পিতার পার্শ্বে সালাত আদায় করছিলাম। আমি আমার হাত দুই হাঁটুর মাঝে স্থাপন করি। তখন তিনি আমার হাতে হাত মেরে বললেন ঃ হে বৎস! আমরা পূর্বে এরূপ করতাম। কিন্তু (পরবর্তীতে) আমাদেরকে হাতের তালু হাঁটুর উপর স্থাপন করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

١٢٨٢- حَدَّثَنَا رَبِيْعُ الْمُؤَذِّنُ قَالَ ثَنَا اَسَدٌ قَالَ ثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ اَبِيْ يَعْفُوْرَ فَذَكَرَ بِاِسْنَادِهِ مِثْلَهُ ـ

১২৮২. রবীউল মু'আয্যিন (র).... আবূ ইয়া'ফূর (র) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

١٢٨٣- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا دَاوُدُ قَالَ ثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ اِسْحٰقَ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ سَعْدٍ فَلَمَّا اَرَدْتُ الرُّكُوْعَ طَبَّقْتُ فَنَهَانِيْ عَنْهُ وَقَالَ كُنَّا نَفْعَلُ حَتّٰى نُهِيْنَا عَنْهُ ـ

১. যে সহীহ্ হাদীস প্রত্যেক যুগে এত অধিক লোক রিওয়ায়াত করেছেন, যাদের পক্ষে মিথ্যার উপর ঐক্যবদ্ধ হওয়া অসম্ভব, তাকে মুতাওয়াতির বা তাওয়াতুর সূত্র বলে। (অনুবাদক)

১২৮৩. আবূ বাক্‌র (র).... মুস'আব ইব্‌ন সা'দ (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি একবার সা'দ (রা)-এর সঙ্গে সালাত আদায় করেছি। যখন রুকূতে যেতে চাইলাম তখন 'তাত্‌বীক' করলাম। তিনি তা থেকে আমাকে নিষেধ করলেন আর বললেন ঃ পূর্বে আমরা এরূপ করতাম। তারপর এ থেকে নিষেধ করে দেয়া হয়।

বিশ্লেষণ

যা কিছু আমরা উল্লেখ করেছি তা দ্বারা 'তাত্‌বীক'-এর রহিত করণ সাব্যস্ত হলো। আর 'তাত্‌বীক' রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর দুই হাঁটুর উপর দুই হাত স্থাপন করার পূর্ববর্তী সময়ের (আমল)।

যুক্তির নিরিখে আমরা সংশ্লিষ্ট বিষয়ের বিধান অনুসন্ধান করার প্রয়াস পাব যে, তা কিরূপ? আমরা লক্ষ্য করেছি যে, 'তাত্‌বীক'-এর মধ্যে হাত মিলিত করা হয় আর হাঁটু'তে হাত স্থপন করাতে তা পৃথক করা হয়। তাই আমরা সালাতে অনুরূপ অপরাপর অঙ্গগুলোকে দেখব যে, তা কেমন। আমরা দেখছি যে, নবী ﷺ থেকে সুন্নাত হিসাবে বর্ণিত আছে যে, রুকূ ও সিজ্‌দায় অঙ্গ সমূহকে পৃথক পৃথক রাখা এবং এর উপর মুসলমানদের ঐকমত্য রয়েছে। আর এটা তখনই সম্ভব যখন অঙ্গসমূহকে পৃথক রাখা হবে। অনুরূপভাবে সেই ব্যক্তি যে সালাতে দাঁড়িয়েছে, তাকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে, সে যেন দুই পায়ের মাঝে ফাঁক রাখে (বা পর পর ভর দেয়) । আর এটাই ইব্‌ন মাসঊদ (রা) থেকে বর্ণিত রয়েছে এবং তিনি-ই 'তাত্‌বীক'-এর বিষয়টি রিওয়ায়াত করেছেন। সুতরাং যখন আমরা দেখছি এতে অঙ্গসমূহকে একটিকে অপরটির সঙ্গে মিলিত করার স্থানে পৃথক রাখা উত্তম, আর রুকূতে মিলিত করা ও পৃথক রাখার ব্যাপারে তাঁরা মতবিরোধ করেছেন; তাই যুক্তির দাবি হল বিরোধপূর্ণ বস্তুকে ঐকমতের বস্তুর দিকে ফিরানো। অতএব যেমনিভাবে আমাদের উল্লিখিত অঙ্গগুলোতে পৃথকীকরণ উত্তম, অপরাপর অঙ্গগুলোতেও তা অনুরূপভাবে উত্তম হবে।

সিজ্‌দাতে দুই হাত পার্শ্বদেশ থেকে সরিয়ে পৃথক রাখার বিষয়ে বর্ণিত আছে ঃ

١٢٨٤– حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا عَفَّانُ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ اَبِىْ اِسْحٰقَ عَنِ التَّيْمِىِّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ اِذَا سَجَدَ يُرٰى بَيَاضُ اِبْطَيْهِ .

১২৮৪. ইব্‌ন মারযূক (র)..... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন সিজ্‌দা করতেন তখন তাঁর বগলের শুভ্রতা দেখা যেত।

١٢٨٥– حَدَّثَنَا اَبُوْ اُمَيَّةَ قَالَ ثَنَا كَثِيْرُ بْنُ هِشَامٍ وَاَبُوْ نُعَيْمٍ قَالاَ ثَنَا بُرْقَانُ قَالَ حَدَّثَنِىْ يَزِيْدُ بْنُ الْاَصَمِّ عَنْ مَيْمُوْنَةَ زَوْجِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَتْ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ اِذَا سَجَدَ جَافٰى حَتّٰى يُرٰى مِنْ خَلْفِهٖ وَسَخُ اِبِطَيْهِ .

১২৮৫. আবূ উমাইয়া (র) .... উম্মুল মু'মিনীন মায়মূনা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, নবী ﷺ যখন সিজ্‌দা করতেন তখন তিনি দুই হাত পার্শ্বদেশ থেকে সরিয়ে রাখতেন। এমনকি তাঁর পিছনে অবস্থানকারী ব্যক্তি তাঁর বগলের শুভ্রতা দেখতে পেত।

١٢٨٦- حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِى دَاوُدَ قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالَ ثَنَا اِسْمَعِلُ بْنُ زَكَرِيَّا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ وَعَبْدِ اللّٰهِ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الاَصَمِّ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ الاَصَمِّ عَنْ مَيْمُوْنَةَ بِنَحْوِه .

১২৮৬. ইব্‌ন আবী দাঊদ (র)...... মায়মূনা (রা) থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

١٢٨٧- حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِى دَاوُدَ قَالَ ثَنَا عَلِىُّ بْنُ بَحْرٍ قَالَ ثَنَا هِشَامُ بْنُ يُوْسُفَ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ اَبِى الْجَعْدِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ اِذَا سَجَدَ جَافٰى حَتّٰى يُرٰى بَيَاضُ اِبْطَيْهِ اَوْ حَتّٰى اَرٰى بَيَاضَ اِبِطَيْهِ .

১২৮৭. ইব্‌ন আবী দাঊদ (র)..... জা'বির ইব্‌ন আবদিল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন সিজ্‌দা করতেন তখন দুই হাত পার্শ্বদেশ থেকে সরিয়ে রাখতেন। এমনকি তাঁর বগলের শুভ্রতা দেখা যেত অথবা বলেছেন, আমি তার বগলের শুভ্রতা দেখতে পেতাম।

١٢٨٨- حَدَّثَنَا اَبُوْ اُمَيَّةَ قَالَ ثَنَا يَحْيَى بْنُ اِسْحٰقَ قَالَ ثَنَا ابْنُ لَهِيْعَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ الْمُغِيْرَةِ قَالَ حَدَّثَنِىْ اَبُوْ الْهَيْثَمِ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا سَعِيْدٍ يَقُوْلُ كَاَنِّىْ اَنْظُرُ اِلٰى بَيَاضِ كَشْحَىْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ سَاجِدٌ .

১২৮৮. আবূ উমাইয়া (র)..... আবুল হায়সাম (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি আবূ সাঈদ (রা) কে বলতে শুনেছি ঃ "যেন আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর পাঁজরের শুভ্রতা দেখতে পাচ্ছিলাম যখন তিনি সিজ্‌দা করছিলেন।"

١٢٨٩- حَدَّثَنَا اَبُوْ اُمَيَّةَ قَالَ ثَنَا يَحْيَى الْحِمَّانِىْ قَالَ ثَنَا شُرَيْكُ عَنْ اَبِى اِسْحٰقَ قَالَ رَأَيْتُ الْبَرَاءَ اِذَا سَجَدَ خَوّٰى وَرَفَعَ عَجِيْزَتَه وَقَالَ هٰكَذَا رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَفْعَلُ .

১২৮৯. আবূ উমাইয়া (র).... আবূ ইসহাক (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি বারা (রা)-কে দেখেছি, তিনি যখন সিজ্‌দা করতেন পেটকে ভূমি থেকে সরিয়ে রাখতেন এবং নিতম্বকে উঁচু রাখতেন। আর বলতেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে অনুরূপ করতে দেখেছি।

١٢٩٠- حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ شَيْبَةَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ يَحْيَى بْنُ اَيُّوْبَ عَنْ جَعْفَرِبْنِ رَبِيْعَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ هُرْمُزَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بُحَيْنَةَ اَنَّهُ حَدَّثَهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ اِذَا سَجَدَ فَرَّجَ بَيْنَ ذِرَاعَيْهِ وَبَيْنَ جَنْبَيْهِ حَتّٰى يُرٰى بَيَاضُ اِبِطَيْهِ .

১২৯০. আলী ইব্ন শায়বা (র)..... আবদুল্লাহ্ ইব্ন বুহায়না (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেছেন , রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন সিজ্দা করতেন তখন বাহু ও পার্শ্বদেশের মাঝে ফাঁক রাখতেন। এমনকি তাঁর বগলের শুভ্রতা দেখা যেত।

١٢٩١– حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ اَخْبَرَنِى عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ نَافِعٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنَ اَقْرَمَ الْكَعْبِىِّ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ يُصَلِّى فَنَظَرْتُ اِلٰى عُفْرَةِ اِبْطَيْهِ يَعْنِى بَيَاضَ اِبطَيْهِ وَهُوَسَاجِدٌ .

১২৯১. ইউনুস (র)..... উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন আবদিল্লাহ্ ইব্ন আকরাম আল-কা'বী (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে দেখেছি তিনি সালাত আদায় করেছেন। আমি তাঁর বগলের শুভ্রতা দেখেছি, তখন তিনি সিজ্দা করছিলেন।

١٢٩٢– حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا ابْنُ اَبِى مَرْيَمَ قَالَ اَخْبَرَنِى نَافِعُ بْنُ يَزِيْدَ قَالَ اَخْبَرَنِى خَالِدُ بْنُ يَزِيْدَ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ الْمُغِيْرَةِ عَنْ اَبِى الْهَيْثَمِ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ اَنَّهُ قَالَ كَاَنِّى اَنْظُرُ اِلٰى بَيَاضِ كَشْحَىْ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ سَاجِدٌ .

১২৯২. নাস্‌র ইব্ন মারযূক (র) ...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, এখনও যেন আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর পাঁজরের শুভ্রতা দেখতে পাচ্ছি, তখন তিনি সিজ্দা করছিলেন।

١٢٩٣– حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِىِّ بْنِ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ نُعَيْمٍ وَعَفَّانُ قَالاَ حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ رَاشِدٍ قَالَ ثَنَا الْحَسَنُ قَالَ حَدَّثَنِى اَحْمَرُ صَاحِبُ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اِنْ كُنَّا لَنَاْوِى لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِمَّا يُجَافِى يَدَيْهِ عَنْ جَنْبَيْهِ اِذَ اسَجَدَ .

১২৯৩. মুহাম্মদ ইব্ন আলী ইব্ন দাঊদ (র)..... হাসান (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমাকে নবী ﷺ-এর সাহাবী আহমার (রা) বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর জন্য বিচলিত ও বিগলিত হতাম যখন তিনি সিজ্দাকালে বাহুকে পার্শ্বদেশ থেকে সরিয়ে রাখতেন। (সরিয়ে রেখে কষ্ট করতেন)।

١٢٩٤– حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا اَبُوْ عَاصِمٍ وَاَبُوْ عَامِرٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ مَيْسَرَةَ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ اَخْبَرَنِى اَحْمَرُ صَاحِبُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِثْلَهُ -

১২৯৪. ইব্ন মারযূক (র).... হাসান (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমাকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সাহাবী আহমার (রা) অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

ব্যাখ্যা

বস্তুত যখন আমাদের পূর্বোক্ত বর্ণনা মতে সুন্নাত হল অঙ্গসমূহকে ফাঁক করে রাখা, মিলিত করে রাখা নয়, তাই যা কিছু আমরা উল্লেখ করেছি তাতেও অনুরূপভাবে ফাঁক রাখার বিধানই প্রযোজ্য হবে।

সুতরাং যা কিছু আমরা উল্লেখ করেছি যখন তার দ্বারা ('তাত্বীক') রহিত হওয়া সব্যস্ত হল, তাই এখন 'তাত্বীক' বিলুপ্ত হয়ে দুই হাত দুই হাঁটুর উপর স্থাপন করা ওয়াজিব হবে। আর এটাই ইমাম আবূ হানীফা (র), ইমাম আবূ ইউসুফ (র) ও ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর অভিমত।

٢٢- بَابُ مِقْدَارِ الرُّكُوْعِ وَالسُّجُوْدِ الَّذِىْ لاَيَجْزِى اَقَلُّ مِنْهُ

২২. অনুচ্ছেদ ঃ রুকূ ও সিজ্‌দার সর্বনিম্ন পরিমাণ, যা অপেক্ষা কম জায়িয নয়

١٢٩٥- حَدَّثَنَا رَبِيْعُ الْمُؤَذِّنُ قَالَ ثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ ثَنَا ابْنُ اَبِى ذِئْبٍ عَنْ اِسْحٰقِ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ عَوْنِ بْنِ عَبْدِاللّٰهِ عَنْ ابْنِ مَسْعُوْدٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ اَنَّهُ قَالَ اِذَا قَالَ اَحَدُكُمْ فِى رُكُوْعِهِ سُبْحَانَ رَبِّىَ الْعَظِيْمُ ثَلاَثًا فَقَدْ تَمَّ رُكُوْعُهُ وَذٰلِكَ اَدْنَاهُ وَاِذَا قَالَ فِىْ سُجُوْدِهِ سُبْحَانَ رَبِّىَ الْاَعْلٰى ثَلٰثًا فَقَدْ تَمَّ سُجُوْدُه وَذٰلِكَ اَدْنَاهُ .

১২৯৫. রবী'উল মুআয্যিন (র).... ইব্ন মাসঊদ (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ যদি রুকূতে তিনবার "সুবহানা রাব্বিয়াল আযীম" পাঠ করে নেয় তবে তার রুকূ পূর্ণ হল। আর এ হল সর্বনিম্ন পরিমাণ। এমনিভাবে কেউ যদি সিজ্‌দার মাঝে "সুবহানা রাব্বিয়াল আ'লা" তিনবার পাঠ করে নেয় তবে তার সিজ্‌দাও পূর্ণ হল। আর এ হল সর্বনিম্ন পরিমাণ।

١٢٩٦- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ عَامِرقَالَ ثَنَا ابْنُ اَبِىْ ذِئْبٍ فَذَكَرَ بِاِسْنَادِهِ مِثْلَهُ .

১২৯৬. আবূ বাক্‌রা (র).... ইব্‌ন আবী যি'ব (র) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

আবূ জা'ফর তাহাবী (র) বলেন ঃ একদল আলিম এই মত গ্রহণ করেছেন। তাঁরা বলেছেন, রুকূ ও সিজ্‌দার সর্বনিম্ন পরিমাণ যা অপেক্ষা কম জায়িয নয়, তা হল এটাই। তাঁরা এ বিষয়ে উল্লিখিত এই হাদীস দ্বারা প্রমাণ পেশ করেছেন।

পক্ষান্তরে এ বিষয়ে অপরপর আলিমগণ তাদের বিরোধিতা করেছেন। তাঁরা বলেছেন ঃ রুকূর পরিমাণ হল রুকূতে সম্পূর্ণভাবে সোজা হয়ে যাওয়া এবং সিজ্‌দার পরিমাণ হল, সিজ্‌দাকালে সিজ্‌দাতে সুস্থির হয়ে যাওয়া। এটাই হল রুকূ-সিজ্‌দার আবশ্যিক পরিমাণ। তাঁরা এ বিষয়ে নিম্নোক্ত হাদীস দ্বারা প্রমাণ পেশ করেন ঃ

١٢٩٧- حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِيْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا يَحْيَى بْنُ صَالِحِ الْوُحَاظِيُّ قَالَ ثَنَا سُلَيْمٰنُ بْنُ بِلَالٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ شُرَيْكُ بْنُ اَبِيْ نَمِرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَحْيٰى عَنْ عَمِّهٖ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ جَالِسًا فِي الْمَسْجِدِ فَدَخَلَ رَجُلٌ فَصَلّٰى وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَنْظُرُ اِلَيْهِ فَقَالَ لَهُ اِذَا قُمْتَ فِيْ صَلٰوتِكَ فَكَبِّرْ ثُمَّ اقْرَأْ اِنْ كَانَ مَعَكَ قُرْاٰنٌ فَاِنْ لَّمْ يَكُنْ مَعَكَ قُرْاٰنٌ فَاحْمَدِ اللّٰهَ وَكَبِّرْ وَهَلِّلْ ثُمَّ ارْكَعْ حَتّٰى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا ثُمَّ قُمْ حَتّٰى تَعْتَدِلَ قَائِمًا ثُمَّ اسْجُدْ حَتّٰى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا ثُمَّ اجْلِسْ حَتّٰى تَطْئِنَّ جَالِسًا فَاِذَا فَعَلْتَ ذٰلِكَ فَقَدْ تَمَتْ صَلَاتُكَ وَمَا نَقَصْتَ مِنْ ذٰلِكَ فَاِنَّمَا تَنْقُصُ مِنْ صَلَاتِكَ .

১২৯৭. ইব্‌ন আবী দাউদ (র).... আলী ইব্‌ন ইয়াহইয়া (র) তাঁর চাচা রিফায়া ইব্‌ন রাফি' (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, একবার রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মসজিদে বসা ছিলেন। এমন সময় জনৈক ব্যক্তি প্রবেশ করে সালাত আদায় করল, আর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তার দিকে দেখছিলেন। তিনি তাকে বললেন, যখন সালাতের জন্য দাঁড়াবে তখন তাকবীর বলবে। তারপর কুরআন থেকে যা কিছু তোমার স্মরণ আছে, তিলাওয়াত করবে। আর যদি কুরআন তোমার স্মরণ না থাকে তাহলে আল্লাহ্‌র প্রশংসা ও মাহাত্ম্য বর্ণনা করবে এবং 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু' পড়বে। এরপর রুকূ করবে এবং সুস্থিরভাবে রুকূ করবে। তারপর সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে যাবে, দাঁড়াবে সুস্থিরভাবে। এরপর সিজ্‌দা করবে, সিজ্‌দা করবে সুস্থিরভাবে। তারপর সুস্থিরভাবে বসবে। যখন তুমি এরূপ করবে, তোমার সালাত পূর্ণ হয়ে যাবে। আর এর থেকে কিছু কম করলে তোমার সালাতে ঘাটতি হবে।

١٢٩٨- حَدَّثَنَا فَهْدٌ قَالَ ثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ قَالَ ثَنَا اِسْمٰعِيْلُ بْنُ اَبِيْ كَثِيْرِ الْاَنْصَارِيُّ عَنْ يَحْيٰى بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَحْيٰى عَنْ خَلَّادٍ الزُّرَقِيِّ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهٖ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ .

১২৯৮. ফাহাদ (র)..... ইয়াহইয়া ইব্‌ন আলী ইব্‌ন খাল্লাদ যুরাকী (র) তাঁর পিতা-পিতামহ রিফায়া ইব্‌ন রাফি (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

١٢٩٩- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ ثَنَا يَحْيٰى بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنِيْ سَعِيْدُ بْنُ اَبِيْ سَعِيْدِ الْمَقْبُرِيُّ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ .

১২৯৯. আহমদ আব্‌ন দাউদ (র).... আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

বিশ্লেষণ

বস্তুত রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এ দুই হাদীসে সেই ফরযের বিষয় ব্যক্ত করেছেন, যা জরুরী এবং এর দ্বারাই সালাত পূর্ণ হয়। সুতরাং আমরা জানতে পারলাম যে, তা ব্যতীত যা কিছু বর্ণনা হয়েছে তার দ্বারা কমছে কম ফযীলত অর্জন করা উদ্দেশ্য। উপরন্তু ওই (প্রথমোক্ত) হাদীস 'মুনকাতি' (সূত্র বিচ্ছিন্ন) হওয়ার কারণে সনদের দিক দিয়ে এ দুই হাদীসের সমকক্ষ নয়। আর এটা-ই ইমাম আবূ হানীফা (র), ইমাম আবূ ইউসুফ (র) ও ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর অভিমত।

٢٣– بَابُ مَايَنْبَغِىْ اَنْ يُّقَالَ فِى الرُّكُوْعِ وَالسُّجُوْدِ

২৩. অনুচ্ছেদ ঃ রুকূ ও সিজদায় কি বলতে হয়?

١٣٠٠– حَدَّثَنَا رَبِيْعُ الْمُؤَذِّنُ قَالَ ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ اِبْنُ الزِّنَادِ عَنْ مُوْسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ فَضْلٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْاَعْرَجِ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ رَافِعٍ عَنْ عَلِىِّ بْنِ اَبِىْ طَالِبٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ وَهُوَ رَاكِعٌ اَللّٰهُمَّ لَكَ رَكَعْتُ وَبِكَ اٰمَنْتُ وَلَكَ اَسْلَمْتُ وَاَنْتَ رَبِّىْ خَشَعَ لَكَ سَمْعِىْ وَبَصَرِىْ وَمُخِّىْ وَعَظْمِىْ وَعَصَبِىْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ وَيَقُوْلُ فِىْ سُجُوْدِهٖ اَللّٰهُمَّ لَكَ سَجَدْتُ وَلَكَ اَسْلَمْتُ وَاَنْتَ رَبِّىْ سَجَدَ وَجْهِىْ لِلَّذِىْ خَلَقَهٗ وَشَقَّ سَمْعَهٗ وَبَصَرَهٗ تَبَارَكَ اللّٰهُ اَحْسَنُ الْخَالِقِيْنَ ۔

১৩০০. রবী'উল মুআয্যিন (র)..... আলী ইব্ন আবী তালিব (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ রুকূ অবস্থায় এ দু'আ পড়তেন ঃ

اَللّٰهُمَّ لَكَ رَكَعْتُ وَبِكَ اٰمَنْتُ وَلَكَ اَسْلَمْتُ وَاَنْتَ رَبِّىْ خَشَعَ لَكَ سَمْعِىْ وَبَصَرِىْ وَمُخِّىْ وَعَظْمِىْ وَعَصَبِىْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ ۔

"হে আল্লাহ্, আমি তোমার জন্যই রুকূ করেছি, তোমারই উপর ঈমান এনেছি, তোমারই আনুগত্য করি, তুমি আমার প্রতিপালক। আমার কান, আমার চোখ, আমার মগজ, আমার হাড় ও আমার মেরুদন্ড সব তোমার উদ্দেশ্যে অবনত হয়ে গিয়েছে। (আর এটা) সেই আল্লাহ্র জন্য, যিনি জগত সমূহের প্রতিপালক।'

এবং তিনি সিজ্দায় বলতেন ঃ

اَللّٰهُمَّ لَكَ سَجَدْتُ وَلَكَ اَسْلَمْتُ وَاَنْتَ رَبِّىْ سَجَدَ وَجْهِىْ لِلَّذِىْ خَلَقَهٗ وَشَقَّ سَمْعَهٗ وَبَصَرَهٗ تَبَارَكَ اللّٰهُ اَحْسَنُ الْخَالِقِيْنَ ۔

"হে আল্লাহ্! আমি তোমারই উদ্দেশ্যে সিজ্‌দা করেছি; তোমারই আনুগত্য করি; তুমি আমার প্রতিপালক। আমার মুখমণ্ডল সেই সত্তার উদ্দেশ্যে সিজ্‌দা করেছে, যিনি একে সৃষ্টি করেছেন, এর কান ও চোখ সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ্ তা'আলা বরকতপূর্ণ সত্তা এবং সর্বোত্তম শ্রষ্টা।

١٣٠١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ رَجَاءٍ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ اَبِى دَاوُدَ قَالَ ثَنَا الْوَهْبِىُّ وَعَبْدُ اللّٰهِ بْنُ صَالِحٍ قَالُوْا اَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنِ الْمَاجِشُوْنَ عَنْ الْمَاخِشُوْنَ وَعَبْدُ اللّٰهِ بْنِ الْفَضْلِ عَنِ الْاَعْرَجِ فَذَكَرُوْا بِاِسْنَادِهِ مِثْلَهُ .

১৩০১. মুহাম্মদ ইব্‌ন খুযায়মা (র) ও ইব্‌ন আবী দাঊদ (র)..... আ'রাজ (র) থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

١٣٠٢- حَدَّثَنَا اَبُوْ اُمَيَّةَ قَالَ ثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ مُوْسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْاَعْرَجِ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنُ اَبِى رَافِعٍ عَنْ عَلِىٍّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ اِذَا رَكَعَ قَالَ اَللّٰهُمَّ لَكَ رَكَعْتُ وَبِكَ اٰمَنْتُ وَلَكَ اَسْلَمْتُ وَاَنْتَ رَبِّىْ خَشَعَ لَكَ سَمْعِىْ وَبَصَرِىْ وَمُخِّىْ وَعَظْمِىْ وَمَا اِسْتَقَلَّتْ بِهِ قَدَمِىْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ .

১৩০২. আবূ উমাইয়া (র).... আলী (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ রুকূ কালে বলতেন ঃ

اَللّٰهُمَّ لَكَ رَكَعْتُ وَبِكَ اٰمَنْتُ وَلَكَ اَسْلَمْتُ وَاَنْتَ رَبِّىْ خَشَعَ لَكَ سَمْعِىْ وَبَصَرِىْ وَمُخِّىْ وَعَظْمِىْ وَمَا اِسْتَقَلَّتْ بِهِ قَدَمِىْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ .

"হে আল্লাহ্! আমি তোমারই উদ্দেশ্যে রুকূ করেছি, তোমরাই প্রতি ঈমান এনেছি; তোমারই উদ্দেশ্যে আনুগত্য করি, তুমি আমার প্রতিপালক। আমার কান, চোখ, মগজ, হাড় ও যার দ্বারা আমার পা প্রতিষ্ঠিত আছে, সব তোমার উদ্দেশ্যে অবনত হয়ে গিয়েছে সে আল্লাহ্‌র জন্য, যিনি জগত সমূহের প্রতিপালক"।

١٣٠٣- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنِ مُحَمَّدِ التَّيْمِىُّ قَالَ اَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اِسْحٰقَ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ عَلِىٍّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ نُهِيْتُ اَنْ اَقْرَأَ وَاَنَا رَاكِعٌ اَوْ سَاجِدٌ فَاَمَّا الرُّكُوْعُ فَعَظِّمُوْا فِيْهِ الرَّبَّ وَاَمَّا السُّجُوْدُ فَاجْتَهِدُوْا فِى الدُّعَاءِ فَقَمِنَ اَنْ يُسْتَجَابَ لَكُمْ .

১৩০৩. আহমদ ইব্‌ন আবী দাউদ (র).... আলী (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ আমাকে রুকূ বা সিজ্‌দাকালে কিরাআত করা থেকে নিষেধ করা হয়েছে। (আর নির্দেশ দেয়া আছে ঃ) "রুকূতে তোমরা নিজ প্রতিপালকের মাহাত্ম্য বর্ণনা কর, আর সিজ্‌দায় অত্যন্ত বেশি করে দু'আতে লিপ্ত হও। এটা তোমাদের জন্য কবূল হওয়ার বেশি উপযোগী"।

١٣٠٤- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْكُوْفِيُّ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُيَيْنَةَ يَقُوْلُ حَدَّثَنَا سُلَيْمٰنُ بْنُ سُحَيْمٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَعْبَدٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَشَفَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ السِتَارَةَ وَالنَّاسُ صُفُوْفٌ خَلْفَ اَبِىْ بَكْرٍ ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ ۔

১৩০৪. আহমদ ইব্‌নুল হাসান কূফী (র).... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ (দরোজা থেকে) পর্দা উঠিয়ে দেখলেন, লোকেরা আবূ বাকর (রা)-এর পিছনে কাতারবন্দী হয়ে রয়েছে। তারপর তিনি অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

١٣٠٥- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ اِسْمٰعِيْلَ قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ اَبِىْ الضُّحٰى عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ يُكْثِرُ اَنْ يَّقُوْلَ فِىْ رُكُوْعِهِ سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ اَسْتَغْفِرُكَ وَاَتُوْبُ اِلَيْكَ فَاغْفِرْلِىْ اِنَّكَ اَنْتَ التَّوَّابُ ۔

১৩০৫. আবূ বাক্‌রা (র)..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ রুকূতে এ বাক্যগুলো অধিক বলতেন ঃ

سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ اَسْتَغْفِرُكَ وَاَتُوْبُ اِلَيْكَ فَاغْفِرْلِىْ اِنَّكَ اَنْتَ التَّوَّابُ ۔

"হে আল্লাহ্! আমি তোমারই প্রশংসার সঙ্গে তোমার পবিত্রতা ঘোষণা করছি; তোমার নিকট ক্ষমা চাচ্ছি এবং তোমার দিকে প্রত্যাবর্তন করছি। আমাকে ক্ষমা করে দাও, অবশ্যই তুমি তাওবা কবূলকারী"।

١٣٠٦- حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيْرٍ وَبِشْرُ بْنُ عُمَرَ ح وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ قَالُوْا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُوْرٍ فَذَكَرُوْا بِاِسْنَادِهِ مِثْلَهُ ۔

১৩০৬. ইব্‌রাহীম ইব্‌ন মারযূক (র) ও আবূ বাক্‌রা (র).... মানসূর (র) থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

١٣٠٧- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ شَيْبَةَ قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الْكُنَاسِيُّ قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُوْرٍ فَذَكَرَ بِاِسْنَادِهِ مِثْلَهُ ۔

১৩০৭. আলী ইব্‌ন শায়বা (র).... মানসূর (র) থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

١٣٠٨– حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ سِنَانٍ قَالَ ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ ثَنَا سَعِيْدُ بْنُ اَبِى عَرُوْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ يَقُوْلُ فِى رُكُوْعِهِ وَسُجُوْدِهِ سُبُّوْحٌ قُدُّوْسٌ رَبُّ الْمَلٰئِكَةِ وَالرُّوْحِ .

১৩০৮. ইয়াযীদ ইব্ন সিনান (র).... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী ﷺ রুকূ ও সিজ্দায় এরূপ বলতেন ঃ سُبُّوْحٌ قُدُّوْسٌ رَبُّ الْمَلٰئِكَةِ وَالرُّوْحِ .

"ফেরেশতাগণ ও 'রূহুর কুদ্স' (জিব্রাঈল আ.)-এর প্রতিপালক পবিত্র ও মহিমান্বিত"।

١٣٠٩– حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا سَعِيْدُ بْنُ عَامِرٍ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ فَذَكَرَ بِاِسْنَادِهِ مِثْلَهُ .

১৩০৯. ইব্ন মারযূক (র)..... কাতাদা (র) থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

١٣١٠– حَدَّثَنَا رَبِيْعُ الْمُؤَذِّنُ قَالَ ثَنَا اَسَدُ قَالَ ثَنَا الْفَرَجُ بْنُ فُضَالَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ فَقَدْتُ النَّبِىَّ ﷺ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَظَنَنْتُ اَنَّهُ اَتٰى جَارِيَتَهُ فَالْتَمَسْتُهُ بِيَدَىَّ فَوَقَعَتْ يَدِىْ عَلٰى صُدُوْرِ قَدَمَيْهِ وَهُوَ سَاجِدٌ يَقُوْلُ اللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ وَاَعُوْذُ بِعَفْوِكَ مِنْ عِقَابِكَ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْكَ لاَ اُحْصِىْ ثَنَاءً عَلَيْكَ اَنْتَ كَمَا اَثْنَيْتَ عَلٰى نَفْسِكَ .

১৩১০. রবী'উল মুআয্যিন (র)..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, এক রাতে আমি নবী ﷺ কে খুঁজে পাইনি। (আমার বিছানায় পাইনি), ভাবলাম হয়ত তিনি তাঁর দাসীর কাছে চলে গেছেন। আমি তাঁকে হাত দ্বারা খুঁজলাম। তখন আমার হাত তাঁর পায়ের অগ্রভাগে গিয়ে পড়ল; তখন তিনি সিজ্দা করছিলেন আর বলছিলেন ঃ

اللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ وَاَعُوْذُ بِعَفْوِكَ مِنْ عِقَابِكَ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْكَ لاَ اُحْصِىْ ثَنَاءً عَلَيْكَ اَنْتَ كَمَا اَثْنَيْتَ عَلٰى نَفْسِكَ .

"হে আল্লাহ্! আমি তোমার অসন্তুষ্টি থেকে সন্তুষ্টির আশ্রয় চাচ্ছি; তোমার শাস্তি থেকে পানাহ, ক্ষমা ও অনুগ্রহের আশ্রয় চাচ্ছি; তোমার (ক্রোধ) থেকে তোমাররই আশ্রয়ে আসছি। আমি তোমার প্রশংসা করতে সক্ষম নই, তোমার সে শান, যা তুমি নিজেই বর্ণনা করেছ।

١٣١١– حَدَّثَنَا يُوْنُسُ بْنُ عَبْدِ الْاَعْلٰى قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَنَّ مَالِكًا حَدَّثَهُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ الْحَارِثِ التَّيْمِىِّ اَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ .

১৩১১. ইউনুস ইব্ন আবদিল আ'লা (র)...... মুহাম্মদ ইব্ন ইবরাহীম ইব্ন হারিস আত্তায়মী (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, আয়েশা (রা) বলেছেন। তারপর তিনি অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

١٣١٢- حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ ثَنَا ابْنُ مَرْيَمَ قَالَ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ قَالَ حَدَّثَنِي عُمَارَةُ بْنُ غَزِيَّةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا النَّضْرِ يَقُولُ سَمِعْتُ عُرْوَةَ يَقُولُ قَالَتْ عَائِشَةُ فَذَكَرَ مِثْلَهُ .

১৩১২. হুসাইন ইব্ন নাস্র (র)..... উরওয়া (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আয়েশা (রা) বলেছেন। তারপর তিনি অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে তিনি ঃ لاَ أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ বাক্য উল্লেখ করেন নি। অবশ্য তিনি এটা অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন ঃ أُثْنِي عَلَيْكَ لاَ أَبْلُغُ كُلَّمَا فِيْكَ 'আমি তোমার প্রশংসা করছি কিন্তু তোমার পূর্ণতা পর্যন্ত পৌঁছতে পারি না"।

١٣١٣- حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ غَزِيَّةَ عَنْ سُمَيٍّ مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَقُوْلُ فِيْ سُجُوْدِهِ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِيْ ذَنْبِيْ كُلَّهُ دِقَّهُ وَجِلَّهُ أَوَّلَهُ وَاٰخِرَهُ وَعَلاَنِيَتَهُ وَسِرَّهُ .

১৩১৩. ইউনুস (র)..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সিজ্দায় বলতেন ঃ

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِيْ ذَنْبِيْ كُلَّهُ دِقَّهُ وَجِلَّهُ أَوَّلَهُ وَاٰخِرَهُ وَعَلاَنِيَتَهُ وَسِرَّهُ .

"হে আল্লাহ্! আমার ছোট-বড়, প্রথম শেষ, প্রকাশ্য ও গোপন সমস্ত ত্রুটি ক্ষমা করে দাও।"

١٣١٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ ثَنَا أَبُوْ سَالِمٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ غَزِيَّةَ عَنْ سُمَيٍّ مَوْلَى أَبِيْ بَكْرَةَ عَنْ أَبِيْ صَالِحٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ أَقْرَبُ مَايَكُوْنُ الْعَبْدُ إِلَى اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ وَهُوَ سَاجِدٌ فَأَكْثِرُوْا الدُّعَاءَ

১৩১৪. মুহাম্মদ ইব্ন খুযায়মা (র).... আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন ঃ সিজ্দা অবস্থায় বান্দা আল্লাহ্ তা'আলার সর্বাপেক্ষা অধিক নৈকট্য অর্জন করে। সুতরাং (সিজ্দায়) অধিক দু'আ কর।

বিশ্লেষণ

আবূ জা'ফর তাহাবী (র) বলেন ঃ একদল আলিম এ সমস্ত হাদীসের মর্ম গ্রহণ করেছেন যে, কোন ব্যক্তি তার রুকূ ও সিজদাতে পছন্দনীয় দু'আ করাতে কোনরূপ অসুবিধা নেই এবং তাঁদের মতে এ

বিষয়ে কোন কিছু নির্দিষ্ট নেই। তাঁরা এ বিষয়ে এ সমস্ত উল্লিখিত হাদীস দ্বারা প্রমাণ পেশ করেন। পক্ষান্তরে এ বিষয়ে অপরাপর আলিমগণ তাঁদের বিরোধিতা করেছেন। তাঁরা বলেছেন, তার জন্য রুকূতে "সুবহানা রাব্বিআল আযীম"-এর অতিরিক্ত কিছু বলা সমীচীন নয়। তা যতবার ইচ্ছা পড়বে, কিন্তু তিনবারের চেয়ে যেন কম না হয়। এমনিভাবে সিজদাতে তার জন্য "সুবহানা রাব্বিআল আ'লা"-এর অতিরিক্ত কিছু বলা সমীচীন নয়। অবশ্য তা যতবার ইচ্ছা পড়তে পারে, কিন্তু যেন তিনবারের কম না হয়।

তাঁরা নিম্নোক্ত রিওয়ায়াত দ্বারা প্রমাণ পেশ করেছেন ঃ

١٣١٥- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ الْجَارُوْدِ قَالَ ثَنَا اَبُوْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْمُقْرِئُ قَالَ ثَنَا مُوْسَى بْنِ اَيُّوْبَ عَنْ عَمِّهِ اِيَاسَ بْنَ عَامِرٍ الْغَافِقِيْ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرِ الْجُهْنِيْ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيْمِ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ اَجْعَلُوْهَا فِيْ رُكُوْعِكُمْ وَلَمَّا نَزَلَتِ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلٰى قَالَ النَّبِيُّ ﷺ اِجْعَلُوْهَا فِيْ سُجُوْدِكُمْ .

১৩১৫. আবদুর রাহমান ইবনুল জারুদ (র)..... উকবা ইব্ন আমের জুহানী (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, যখন কুরআনের আয়াত ঃ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيْمِ অবতীর্ণ হল, তখন নবী ﷺ বললেন, এটা তোমাদের রুকূতে অন্তর্ভুক্ত কর। আর যখন আয়াত ঃ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلٰى অবতীর্ণ হল, তখন নবী ﷺ বললেন, এটা তোমাদের সিজদাতে অন্তর্ভুক্ত কর।

١٣١٦- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ وَهْبٍ قَالَ ثَنَا عَمِّيْ قَالَ حَدَّثَنِيْ مُوْسَى بْنُ اَيُّوْبَ فَذَكَرَ بِاِسْنَادِهِ مِثْلَهُ .

১৩১৬. আহমদ ইব্ন আবদির রাহমান ইব্ন ওহাব (র) ..... মূসা ইব্ন আয়্যুব (র) থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

١٣١٧- حَدَّثَنَا سُلَيْمٰنُ بْنُ شُعَيْبٍ قَالَ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنِ زِيَادٍ قَالَ ثَنَا يَحْيَى بْنُ اَيُّوْبَ قَالَ ثَنَا مُوْسَى بْنُ اَيُّوْبَ عَنْ اِيَاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَبِيْ طَالِبٍ فَذَكَرَ مِثْلَهُ .

১৩১৭. সুলায়মান ইব্ন শু'আইব (র) ..... আলী ইব্ন আবী তালিব (রা) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

ব্যাখ্যা

বস্তুত সংশ্লিষ্ট বিষয়ে তাঁদের এটাও প্রমাণরূপে বিবেচিত যে, সম্ভবত যা কিছু প্রথমোক্ত রিওয়ায়াতসমূহে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত রয়েছে, তা এ দু' আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বেকার, যা আমরা উকবা (রা)-এর হাদীসে উল্লেখ করেছি।

যখন এ দু' আয়াত অবতীর্ণ হয়, তখন নবী ﷺ তাঁদেরকে এ নির্দেশ প্রদান করেন। সুতরাং তাঁর নির্দেশ প্রদান, তাঁর পূর্ববর্তী আমলের জন্য নাসিখ (রহিতকারী) সাব্যস্ত হবে।

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে এটাও বর্ণিত আছে যে, তিনি নিজ রুকূ ও সিজদায় সেই 'তাসবীহ' পড়তেন (আমল করতেন) যা তিনি উকবা (রা)-এর হাদীসে নির্দেশ দিয়েছেন।

١٣١٨- حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا سَعِيْدُ بْنُ عَامِرٍ وَبِشْرُ بْنُ عُمَرَ قَالاَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سُلَيْمٰنَ الْاَعْمَشِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ عَنِ الْمُسْتَوْرِدِ عَنْ صِلَةَ بْنِ زُفَرَ عَنْ حُذَيْفَةَ اَنَّهُ صَلّٰى مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَكَانَ يَقُوْلُ فِىْ رُكُوْعِهٖ سُبْحَانَ رَبِّىَ الْعَظِيْمِ وَفِىْ سُجُوْدِهٖ سُبْحَانَ رَبِّىَ الْاَعْلٰى .

১৩১৮. ইব্ন মারযূক (র) ..... হুযায়ফা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি এক রাতে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সঙ্গে সালাত আদায় করেছেন। তিনি তাঁর রুকূতে "সুবহানা রাব্বিআল আযীম" এবং সিজদাতে "সুবহানা রাব্বিআল আ'লা" পড়তেন।

١٣١٩- حَدَّثَنَا فَهْدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ ثَنَا سُحَيْمُ الْحَرَّانِىْ قَالَ ثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ مُجَالِدٍ عَنِ الشَّعْبِىِّ عَنْ صِلَةٍ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ فِىْ رُكُوْعِهٖ سُبْحَانَ رَبِّىَ الْعَظِيْمِ ثَلاَثًا وَفِىْ سُجُوْدِهٖ سُبْحَانَ رَبِّىَ الْاَعْلٰى ثَلاَثًا .

১৩১৯. ফাহাদ ইব্ন সুলায়মান (র) ..... হুযায়ফা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ নিজ রুকূতে "সুবহানা রাব্বিআল আযীম" তিনবার এবং সিজদাতে "সুবহানা রাব্বিআল আ'লা" তিনবার পড়তেন।

ব্যাখ্যা

এটাও সেই কথার প্রমাণ বহন করছে, যা আমরা উল্লেখ করেছি যে, তিনি অবহিত করছেন যে, রুকূ ও সিজদাতে নির্দিষ্ট দু'আ পড়া বাঞ্ছনীয়। অপরাপর আলিমগণ বলেন, রুকূতে আল্লাহ্ তা'আলার 'তা'যীম' মাহাত্ম্য-এর উপর কোন কিছুকে অতিরিক্ত করবে না এবং সিজদাতে দু'আ বেশি করে করবে। তাঁরা এ বিষয়ে আলী (রা) ও ইব্ন আব্বাস (রা)-এর হাদীস দুইটি দ্বারা প্রমাণ পেশ করেছেন, যা আমরা অনুচ্ছেদের শুরুতে উল্লেখ করেছি।

এ বিষয়ে তাঁদের বিরুদ্ধে প্রমাণ হল ঃ তাঁরা নবী ﷺ-এর বক্তব্য ঃ "রুকূতে আল্লাহ্র 'মাহাত্ম্য' বর্ণনা কর" এটাকে প্রথমোক্ত হাদীসসমূহে বর্ণনাকৃত তাঁর আমলের জন্য 'নাসিখ' (রহিতকারী) সাব্যস্ত করেছেন। সুতরাং সম্ভাবনা থাকছে যে, তিনি রুকূতে মাহাত্ম্য বর্ণনা করার নির্দেশ তাঁর উপর فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيْمِ আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে প্রদান করেছিলেন এবং তাঁদেরকে সিজদাতে পছন্দনীয় দু'আতে সাধ্যমত চেষ্টা করার নির্দেশ তার উপর سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلٰى

আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে প্রদান করেছিলেন। যখন তাঁর উপর এ আয়াত অবতীর্ণ হয় তখন তিনি তাঁদেরকে সিজদাতে শুধু সেই বিষয়ের নির্দেশ দিয়েছিলেন, যা উকবা (রা)-এর হাদীসে ব্যক্ত হয়েছে এবং এর উপর তারা অতিরিক্ত করতেন না। সুতরাং এটা তাঁর পূর্ববর্তী হুকুমের জন্য 'নাসিখ' (রহিতকারী) হিসাবে বিবেচিত হবে। যেমনিভাবে فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيْمِ আয়াত অবতীর্ণ হওয়ায় তাঁর নির্দেশে পূর্ববর্তী হুকুমকে রহিত করে দিয়েছে।

কেউ যদি প্রশ্ন করে যে, সেই বিষয়টি (যা প্রথমোক্ত রিওয়ায়াতে উল্লেখ রয়েছে) নবী ﷺ-এর ওফাত নিকটবর্তী কালের। কারণ, ইব্‌ন আব্বাস (রা)-এর হাদীসে এসেছে যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ (দরজার) পর্দা উন্মুক্ত করেছেন, তখন লোকেরা (সাহাবীগণ) আবূ বাকর (রা)-এর পিছনে কাতারবন্দী ছিলেন।

তাঁকে উত্তরে বলা হবে ঃ এই হাদীসে কি একথা ব্যক্ত হয়েছে যে, ওটা সেই সালাত ছিল, যার পরে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর ওফাত হয়ে গিয়েছে বা সেটা সেই অসুস্থতা ছিল, যাতে তিনি ইন্তিকাল করেছেন। হাদীসে এ সম্পর্কে কোন কিছু উল্লেখ নেই। হতে পারে এটা সেই সালাত ছিল, যার পরে তিনি ওফাত পেয়েছেন বা তা অন্য কোন সালাত ছিল, যার পরে তিনি সুস্থ হয়ে উঠেছিলেন। যদি এটা সেই সালাত হয়, যার পরে তিনি ওফাত পেয়েছেন, তাহলে সম্ভবত সেই সালাতের পরে তাঁর ইন্তিকালের পূর্বে ঃ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى আয়াত তাঁর উপর অবতীর্ণ হয়েছে। আর যদি এটা পূর্ববর্তী সালাত হয়, তাহলে যেমনটি আমরা উল্লেখ করেছি তা পরবর্তী আয়াত দ্বারা (তানবীহ নির্দিষ্ট) হওয়া অধিকতর উপযোগী।

আর এটাই হল রিওয়ায়াতসমূহের সঠিক মর্ম নির্ধারণের দিক থেকে এ বিষয়ের বর্ণনা ও বিশ্লেষণ।

সংশ্লিষ্ট বিষয়ের যুক্তিভিত্তিক প্রমাণ ও বিশ্লেষণ

বস্তুত আমরা লক্ষ্য করছি, সালাতের কতগুলো স্থানে আল্লাহ্‌র যিক্‌র রয়েছে। তা থেকে কিছু হল, সালাতে প্রবেশ করার জন্য তাকবীর (আল্লাহু আকবার) বলা। অনুরূপভাবে রুকূ-সিজদা ও বসা থেকে উঠার জন্য তাকবীর বলা হয়। এটা তাকবীর ('আল্লাহ্ আকবার' বলা) তাকবীর হিসাবে বিবেচিত। লোকেরা এর উপর অবহিত হয়েছে এবং তা শিখে নিয়েছে। সুতরাং তাদের জন্য এটা ছেড়ে অন্য বাক্য গ্রহণ করা সমীচীন নয়। অনুরূপভাবে বৈঠকে যে লোকেরা 'তাশাহহুদ' পড়ে, তারা এ সম্পর্কে জ্ঞাত হয়েছে এবং তা শিখে নিয়েছে। তাদের জন্য এস্থলে অন্য যিকর গ্রহণ করার অনুমতি নেই। কারণ, কোন ব্যক্তি যদি 'আল্লাহু আকবার'-এর স্থলে 'আল্লাহু আযামু' বা 'আল্লাহু আজাল্লু' বলে তাহলে সে এ ব্যাপারে গোনাহগার প্রমাণিত হবে।

অনুরূপভাবে কোন ব্যক্তি যদি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ও সাহাবীগণ থেকে বর্ণিত 'তাশাহহুদ' ব্যতীত হাদীস বিরোধী অন্য শব্দমালা পড়ে, তাহলে সে এ বিষয়ে গোনাহগার বিবেচিত হবে। শেষ তাশাহহুদ থেকে অবসর হওয়ার পর তার জন্য পছন্দনীয় দু'আ পড়া জায়িয আছে। ইব্‌ন মাসঊদ (রা) কর্তৃক নবী ﷺ থেকে বর্ণিত হাদীস মুতাবিক তাকে বলা হবে ঃ "তারপর যা ইচ্ছা সে পড়বে।" সুতরাং প্রত্যেক যিকর-এর মধ্যে নির্দিষ্ট শব্দের অনুসরণ রয়েছে। এর থেকে নিজের পছন্দনীয় বাক্যের দিকে

অতিক্রম করতে পারবে না, (শুধু এ বিষয়ে যা অবহিত হওয়া গিয়েছে, তা ব্যতীত)। যদিও তা তার সমার্থক হউক না কেন।

অতএব যখন এ বিষয়ে ঐকমত্য রয়েছে যে, রুকূ ও সিজদাতে যিক্র রয়েছে, কিন্তু এ বিষয়ে ঐকমত্য নেই যে, তার জন্য তাতে ইচ্ছাকৃত যে কোন যিকর জায়িয কি-না। তাই যুক্তির দাবি হল যে, উক্ত যিকর তার সালাতের তাকবীর, তাশাহহুদ, সামিআল্লাহুলিমান হামিদাহ এবং মুকতাদীর রাব্বানা ওয়া লাকাল হামদসহ অপরাপর যিকর-এর অনুরূপ হবে। ওটা নির্দিষ্ট বাক্য হবে। কারো জন্য যেমনিভাবে সালাতের অপরাপর যিক্রসমূহের অন্য বাক্যের দিকে অতিক্রম করা জায়িয নেই, তেমনিভাবে এখানেও অন্য বাক্যের দিকে অতিক্রম করা জায়িয নেই। তার জন্য অন্য বাক্যের দিকে অতিক্রম করা একমাত্র সেখানেই জায়িয হবে যেখানে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ অনুমতি প্রদান করেছেন।

এতে সেই সমস্ত আলিমের অভিমত সাব্যস্ত হলো, যারা তাতে নির্দিষ্ট যিকর নির্ধারণ করেছেন এবং যারা উকবা (রা) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসের মর্ম গ্রহণ করেছেন, যাতে রুকূ ও সিজদার বাক্যগুলো নির্দিষ্ট করে দেয়ার বিবরণ রয়েছে। আর এটাই হল, ইমাম আবূ হানীফা (র), ইমাম আবূ ইউসুফ (র) ও ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর অভিমত।

যদি কোন প্রশ্নকারী প্রশ্ন উত্থাপন করে যে, 'তাশাহহুদ'-এর পরে সালাত আদায়কারীর জন্য নিজের পছন্দনীয় বাক্য বলার অনুমতি কোথায় দেয়া হয়েছে ?

তাকে (উত্তরে) বলা হবে ঃ ইব্ন মাসঊদ (রা)-এর হাদীসে এর উল্লেখ রয়েছে ঃ

١٣٢٠- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ قَالَ ثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ سُلَيْمٰنَ عَنْ شَقِيْقٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ كُنَّا نَقُوْلُ خَلْفَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اِذَا جَلَسْنَا فِى الصَّلٰوةِ اَلسَّلَامُ عَلَى اللّٰهِ وَعَلٰى عِبَادِهِ اَلسَّلَامُ عَلٰى جِبْرَائِيْلَ وَمِيْكَائِيْلَ اَلسَّلَامُ عَلٰى فُلَانٍ وَفُلَانٍ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اللّٰهَ هُوَالسَّلَامُ فَلَا تَقُوْلُوْا هٰكَذَا وَلٰكِنْ قُوْلُوْا فَذَكَرَ التَّشَهُّدَ عَلٰى مَا ذَكَرَ فِىْ غَيْرِ هٰذَا الْمَوْضِعِ عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ ثُمَّ لِيَخْتَرْ اَحَدُكُمْ بَعْدَ ذٰلِكَ اَطْيَبَ الْكَلَامِ اَوْ مَا اَحَبَّ مِنَ الْكَلَامِ .

১৩২০. আবূ বাকরা (র) ..... আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর পিছনে যখন সালাতে বসতাম তখন এ বাক্যগুলো বলতাম ঃ

اَلسَّلَامُ عَلَى اللّٰهِ وَعَلٰى عِبَادِهِ اَلسَّلَامُ عَلٰى جِبْرَائِيْلَ وَمِيْكَائِيْلَ اَلسَّلَامُ عَلٰى فُلَانٍ .

"আল্লাহ্র প্রতি শান্তি বর্ষিত হউক; তাঁর বান্দাদের প্রতি শান্তি বর্ষিত হউক; জিবরাঈল (আ) ও মীকাঈল (আ)-এর প্রতি শান্তি বর্ষিত হউক এবং অমুক ও অমুকের প্রতি শান্তি বর্ষিত হউক।"

এতে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা তো নিজেই সালাম তথা শান্তিদাতা। সুতরাং এরূপ বলবে না। বরং এরূপ বলবে ঃ এরপর তিনি তাশাহহুদ-এর উল্লেখ করলেন। যেমনটি আমরা অন্য

স্থানে ইব্‌ন মাসউদ (রা) থেকে রিওয়ায়াত করেছি। তারপর বলেছেন ঃ "এরপর তোমাদের কোন ব্যক্তির জন্য 'সর্বোত্তম বাক্য' অথবা বলেছেন 'পছন্দনীয় বাক্য' গ্রহণ করার ইখতিয়ার রয়েছে।"

١٣٢١- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا سَعِيْدُ بْنُ عَامِرٍ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ اَبِى اِسْحٰقَ عَنْ اَبِى الْاَحْوَصِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ كُنَّا لَانَدْرِىْ مَا نَقُوْلُ بَيْنَ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ غَيْرَ اَنَّا نُسَبِّحُ وَكَبِّرُ وَنَحْمَدُ رَبَّنَا وَاَنَّ مُحَمَّدًا ﷺ اُوْتِىَ فَوَاتِحَ الْكَلِمِ وَخَوَاتِمَهُ فَقَالَ اِذَا قَعَدْتُّمْ فِى الرَّكْعَتَيْنِ فَقُوْلُوْا فَذَكَرَ التَّشَهُّدَ ثُمَّ يَتَخَيَّرُ اَحَدُكُمْ مِنَ الدُّعَاءِ اَعْجَبَهُ اِلَيْهِ فَيَدْعُوْ بِهِ رَبَّهُ .

১৩২১. আবূ বাক্‌রা (র) ..... আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমরা জানতাম না যে, প্রতি দু'রাকআতের মাঝে কি বলব। তবে আমরা আল্লাহ্ তা'আলার তাসবীহ, তাকবীর ও হাম্‌দ বর্ণনা করতাম। মুহাম্মদ ﷺ-কে 'ফাওয়াতিহুল কালিম' বা 'জাওয়ামিউল কালিম' বা 'খাওয়াতিমুল কালিম' (সুদূর প্রসারী অর্থবোধক বাক্যাবলী) দান করা হয়েছে। তিনি বলেছেন ঃ "যখন দু' রাকআতের পরে বসবে তখন বলবে, এরপর 'তাশাহহুদ'কে উল্লেখ করেছেন। (আর বলেছেন) "তারপর যে দু'আ তোমাদের পছন্দনীয় তা গ্রহণ করবে এবং আল্লাহ্‌র নিকট দু'আ করবে।"

١٣٢٢- حَدَّثَنَا رَبِيْعُ الْمُؤَذِّنُ قَالَ ثَنَا اَسَدُ قَالَ ثَنَا الْفُضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ عَنْ مَنْصُوْرِ بْنِ الْمُعْتَمِرِ عَنْ شَقِيْقٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِثْلَهُ غَيْرَ اَنَّهُ قَالَ ثُمَّ لِيَتَخَيَّرَ مِنَ الْكَلَامِ بَعْدُ مَاشَاءَ .

১৩২২. রবী'উল মুআযযিন (র) ..... আবদুল্লাহ্ (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে তিনি বলেছেন, তারপর যে বাক্য ইচ্ছা গ্রহণ করবে।

সুতরাং তার জন্য এখানে জায়িয সাব্যস্ত করা হয়েছে যে, যে দু'আ পছন্দনীয় হয় গ্রহণ করবে। পক্ষান্তরে এটা ব্যতীত অপরাপর যিক্‌রসমূহের বিষয় এর বিপরীত। যেমনিভাবে আমরা তাকবীরের বিষয়টি তার স্থানসমূহে, তাশাহহুদ তার স্থানে, ছানা তার স্থানে ও সালাম তার স্থানে (বলতে হয় বলে) উল্লেখ করেছি। অতএব এটা নির্দিষ্ট যিকর, যা অন্য যিক্‌র দ্বারা পরিবর্তিত করা যাবে না। তাই যুক্তির দাবি হল যে, রুকূ ও সিজদাতেও অনুরূপভাবে নির্দিষ্ট যিক্‌র হবে, যা অন্য যিক্‌রের মাধ্যমে অতিক্রান্ত হবে না।

٢٤- بَابُ الْاِمَامَ يَقُوْلُ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ هَلْ يَنْبَغِى لَهُ اَنْ يَقُوْلَ بَعْدَهَا رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ اَمْ لَا ؟

২৪. অনুচ্ছেদ ঃ ইমামের জন্য সামিআল্লাহুলিমান হামিদা বলার পরে রাব্বানা ওয়া লাকালহামদ বলা সমীচীন কি-না ?

١٣٢٣- حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ ثَنَا هَمَّامُ وَاَبُوْ عَوَانَةَ وَاَبَّانَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ يُوْنُسَ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ حِطَّانِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ اَبِىْ مُوْسَى الْاَشْعَرِىِّ قَالَ عَلَّمْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الصَّلٰوةَ فَقَالَ اِذَا كَبَّرَ الْاِمَامُ فَكَبِّرُوْا وَ اِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوْا وَاِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوْا وَاِذَا قَالَ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقَالَ اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ يَسْمَعُ اللّٰهُ لَكُمْ فَاِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ عَلٰى لِسَانِ نَبِيِّهِ ﷺ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ .

১৩২৩. ইবরাহীম ইব্‌ন মারযূক (র)..... আবূ মূসা আল-আশআরী (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদের সালাত শিক্ষা দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, ইমাম যখন তাকবীর বলবে, তোমরাও তাকবীর বলবে; (ইমাম) রুকূ করলে তোমরাও রুকূ করবে; (ইমাম) সিজদা করলে তোমরাও সিজদা করবে; ইমাম سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ বললে তোমরা বলবে اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ। আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের কথা শুনবেন। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর নবী ﷺ-এর জবানীতে বলেছেন ঃ "যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র প্রশংসা করে, তিনি তা শুনেন।"

١٣٢٤- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ وَابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالاَ ثَنَا سَعِيْدُ بْنُ عَامِرٍ قَالَ ثَنَا سَعِيْدُ بْنُ اَبِىْ عَرُوْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ فَذَكَرَ بِاِسْنَادِهِ مِثْلَهُ .

১৩২৪. আবূ বাকরা (র) ও ইব্‌ন মারযূক (র) ..... কাতাদা (রা) থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

١٣٢٥- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ يَعْلَىْ بْنِ عَطَاءٍ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا عَلْقَمَةَ يُحَدِّثُ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنْ رَّسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ نَحْوَهُ غَيْرَ اَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ قَوْلَهُ يَسْمَعُ اللّٰهُ لَكُمْ اِلَى اٰخِرِ الْحَدِيْثِ .

১৩২৫. আবূ বাকরা (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে তিনি তাঁর এ উক্তি يَسْمَعُ اللّٰهُ لَكُمْ (আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের কথা শুনবেন) উল্লেখ করেননি।

١٣٢٦- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا سَعِيْدُ بْنُ عَامِرٍ قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ اَبِي سَلَمَةَ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ .

১৩২৬. আবূ বাকরা (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

١٣٢٧- حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا الْخَصِيْبُ بْنُ نَاصِحٍ قَالَ ثَنَا وُهَيْبُ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقُرْشِيِّ عَنْ اَبِيْ صَالِحٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ .

১৩২৭. নাস্র ইব্ন মারযূক (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

١٣٢٨- حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ اَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَنَّ مَالِكًا حَدَّثَه عَنْ سُمَيٍّ عَنْ اَبِيْ صَالِحٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِذَا قَالَ الاِمَامُ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُوْلُوْا اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ فَاِنَّهُ مَنْ وَافَقَ قَوْلُه قَوْلَ الْمَلاَئِكَةِ غُفِرَلَه مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِه .

১৩২৮. ইউনুস (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, ইমাম যখন سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ বলবে তখন তোমরা বলবে اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ — যার দু'আ পাঠ ফেরেশতাদের এই দু'আর অনুরূপ হবে তার পূর্ববর্তী গুনাহসমূহ মাফ হয়ে যাবে।

ব্যাখ্যা

একদল আলিম এই সমস্ত হাদীসের মর্ম গ্রহণ করেছেন, যাতে ইমাম ও মুকতাদী উভয়ের উক্তির বর্ণনা রয়েছে। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর ইরশাদ ঃ ইমাম যখন سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ বলবে তোমরাও তখন اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ বলবে, এতে প্রমাণিত হয় যে, سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ এটা শুধু ইমাম বলবে, মুকতাদী নয় এবং رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ এটা শুধু মুকতাদী বলবে, ইমাম নয়।

যাঁরা এ অভিমত পোষণ করেছেন ইমাম আবূ হানীফা (র) ও ইমাম মালিক (র) তাদের অন্যতম।

পক্ষান্তরে এ বিষয়ে অপরাপর আলিমগণ ভিন্নমত পোষণ করে বলেছেন, বরং ইমাম سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَه এবং رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ উভয়টি বলবে। তারপর মুকতাদী শুধু رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ বলবে।

তাঁরা বলেন, নবী ﷺ-এর ইরশাদ ঃ যখন ইমাম سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ বলবে তখন তোমরা رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ বলবে, এতে এ কথার কোনরূপ প্রমাণ নেই যে, এটা শুধু মুকতাদী বলবে অন্য কেউ নয়। যদি বিষয়টি অনুরূপ হত তাহলে যে ব্যক্তি মুকতাদী নয়, তার জন্য এটা বলা জায়িয হত না। অথচ তোমাদেরকে দেখছি তোমরা ঐকমত্য পোষণ করছ যে, একাকী সালাত আদায়কারী سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ -এর সঙ্গে ঐ বাক্যগুলোও (رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ) বলবে।

সুতরাং যেভাবে একাকী সালাত আদায়কারী এ বাক্যগুলো বলে অথচ সে মুকাতাদী নয় এবং আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর যে উক্তি উল্লেখ করেছি, তা এটা নাকচ করে না। তাই ইমামও অনুরূপভাবে এ বাক্যগুলো বলবেন। এ বিষয়ে তাঁরা নিম্নোক্ত রিওয়ায়াত দ্বারা প্রমাণ পেশ করেছেন ঃ

١٣٢٩- حَدَّثَنَا رَبِيعُ الْمُؤَذِّنُ قَالَ ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِى الزِّنَادِ عَنْ مُوْسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الفَضْلِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْاَعْرَجِ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ رَافِعٍ عَنْ عَلِىِّ بْنِ اَبِىْ طَالِبٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ اَنَّهُ كَانَ اِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوْعِ قَالَ اَللّٰهُمَّ رَبَّنَالَكَ الْحَمْدُ مِلْءَ السَّمَاءِ وَ مِلْءَ الْاَرْضِ وَمِلْءَ مَاشِئْتَ مِنْ شَىْءٍ بَعْدُ .

১৩২৯. রবীউল মুআয্যিন (র) ..... আলী ইব্‌ন আবী তালিব (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি (রাসূলুল্লাহ্ সা) যখন রুকূ থেকে মাথা তুলতেন তখন বলতেন ঃ

اَللّٰهُمَّ رَبَّنَالَكَ الْحَمْدُ مِلْءَ السَّمَاءِ وَ مِلْءَ الْاَرْضِ وَمِلْءَ مَاشِئْتَ مِنْ شَىْءٍ بَعْدُ .

হে আল্লাহ্! আমাদের রব, আপনার জন্যই সকল প্রশংসা! আকাশ ও পৃথিবী এ ছাড়াও আপনি যে পরিমাণ চান তা সব পরিপূর্ণ করে দেয়, এমন প্রশংসা আপনারই জন্য।

١٣٣٠- حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ قَالَ اَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ عَنْ قَيْسِ بْنِ سَوْدٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِثْلَهُ .

১৩৩০. ইবরাহীম ইব্‌ন মারযূক (র) ..... ইব্‌ন আব্বাস (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

١٣٣١- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ الْوَلِيْدِ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ قَالَ اَخْبَرَنِىْ عُبَيْدُ هُوَ ابْنُ الْحَسَنِ اَبُوْ الْحَسَنِ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ اَبِىْ اَوْفٰى يُحَدِّثُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِثْلَهُ.

১৩৩১. আবূ বাকরা (র) ..... ইব্‌ন আবী আওফা (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

١٣٣٢- حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَيْفٍ قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنِ يُوْسُفُ الدِّمَشْقِى قَالَ اَنَا سَعِيْدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ التَّنُوْخِىِّ عَنْ عَطِيَّةَ بْنِ قَيْسِ الكِلَاعِىِّ عَنْ قَزَعَةَ بْنِ يَحْيٰى عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِىِّ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِثْلَهُ وَزَادَ اَهْلُ الثَّنَاءِ وَالْمَجْدِ اَحَقُّ مَا قَالَ الْعَبْدُ وَكُلُّنَا لَكَ عَبْدٌ لَا نَازِعَ لِمَا اَعْطَيْتَ وَلَا يَنْفَعُ ذَاالْجِدِّ مِنْكَ الْجَدُّ .

১৩৩২. মালিক ইব্‌ন আবদিল্লাহ্ ইব্‌ন সায়ফ (র) ..... আবূ সাঈদ খুদরী (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন। তবে তিনি নিম্নোক্ত বাক্যগুলো অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন ঃ

أَهْلُ الثَّنَاءِ وَالْمَجْدِ أَحَقُّ مَا قَالَ الْعَبْدُ وَكُلُّنَا لَكَ عَبْدٌ لاَ نَازِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلاَ يَنْفَعُ ذَاالْجِدّ مِنْكَ الْجِدُّ .

"বান্দা যা কিছু বলেছে, প্রশংসার অধিকারী ও মহিমান্বিত সত্তা এর অধিক উপযোগী। আমরা সকলে তোমার বান্দা; যা তুমি দান কর তা কেউ ছিনিয়ে নিতে পারে না এবং প্রচেষ্টাকারীর প্রচেষ্টা অথবা কোন ধনাঢ্য ব্যক্তির ধনসম্পদ (আল্লাহ্‌র আনুগত্য ব্যতীত) তার কোন উপকার করতে পারে না।

١٣٣٣- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُدَ قَالَ ثَنَا سَعِيْدُ بْنُ سُلَيْمنَ عَنْ شَرِيْكٍ عَنْ أَبِي عُمَرَ وَهُوَ الْمُنَبِهِيُّ عَنْ أَبِيْ جُحَيْفَةَ قَالَ ذُكِرَتِ الْجُدُوْدُ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ جَدُّ فُلاَنٍ فِي الإِبِلِ وَقَالَ بَعْضُهُمْ فِي الْخَيْلِ فَسَكَتَ النَّبِيُّ ﷺ فَلَمَّا قَامَ يُصَلِّي فَرَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوْعِ قَالَ اللّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلْءَ السَّمَاءِ وَمِلْءَ الْأَرْضِ لاَمَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلاَمُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ وَلاَيَنْفَعُ ذَالجِدِّ مِنْكَ الْجَدُّ .

১৩৩৩. ইব্‌ন আবী দাউদ (র) ..... আবূ জুহায়ফা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, একবার নবী ﷺ-এর নিকট বিত্ত সম্পদের আলোচনা হল। এক ব্যক্তি বলল, অমুক ব্যক্তির সম্পদ রয়েছে উটের মধ্যে, আরেক ব্যক্তি বলল, ঘোড়ার মধ্যে। নবী ﷺ চুপ রইলেন। যখন সালাতের জন্য দাঁড়ালেন, তখন তিনি রুকূ থেকে মাথা তুলে বললেন ঃ

اللّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلْءَ السَّمَاءِ وَمِلْءَ الْأَرْضِ وَمِلْءَ مَاشِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ .

"হে আল্লাহ্! হে আমাদের রব, আপনার জন্যই সকল প্রশংসা। আকাশ ও পৃথিবী এবং এছাড়ও আপনি যে পরিমাণ চান, তা সব পরিপূর্ণ করে দেয় এমন প্রশংসা আপনারই জন্য। যাকে আপনি দান করেন তা কেউ ঠেকাতে পারে না এবং যাকে আপনি আটকিয়ে রাখেন তার জন্য কেউ দান করতে পারে না; কোন ধনাঢ্য ব্যক্তিকে তার সম্পদ কোন উপকার দিতে পারে না।"

সুতরাং এই সমস্ত হাদীসে এরূপ কোন কথা নেই যে, তিনি ইমামতি অবস্থায় ঐ বাক্যগুলো বলেছেন। এ বিষয়ে এখানে কোন দলীল নেই। তবে এর দ্বারা এতটুকু সাব্যস্ত হয় যে, কোন ব্যক্তি একাকী সালাত আদায় করলে সে سَمِعَ اللّهُ لِمَنْ حَمِدَه رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ বলবে।

আমরা লক্ষ্য করতে প্রয়াস পাব যে, নবী ﷺ থেকে কি এরূপ কিছু বর্ণিত আছে, যা দ্বারা এ বিষয়ে ইমামের বিধান কি, তা বুঝা যায়? থাকলে তা কিরূপ? এবং সেও কি সেই বাক্যগুলো বলবে যা একাকী সালাত আদায়কারী বলে থাকে?

এ বিষয়ে আমরা নিম্নোক্ত হাদীসকে লক্ষ্য করছি ঃ

١٣٣٤- فَاِذَا يُوْنُسُ قَدْ حَدَّثَنَا قَالَ اَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِى يُوْنُسُ بْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ وَاَبِى سَلَمَةَ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ اَنَّهُمَا سَمِعَاهُ يَقُوْلُ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حِيْنَ يَفْرُغُ مِنْ صَلٰوةِ الْفَجْرِ مِنَ الْقِرَاءَةِ وَيُكَبِّرُ وَيَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوْعِ يَقُوْلُ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ اَللّٰهُمَّ اَنْجِ الْوَلِيْدَ بْنِ الْوَلِيْدِ بْنِ الْوَلِيْدِ ثُمَّ ذَكَرَ الْحَدِيْثَ .

১৩৩৪. ইউনুস (র) .... সাঈদ ইব্‌ন মুসাইয়্যিব (র) ও আবূ সালামা (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তাঁরা আবূ হুরায়রা (রা)-কে বলতে শুনেছেন ঃ "রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন ফজরের সালাতে কিরাআত থেকে অবসর হতেন এবং তাকবীর বলতেন, তারপর রুকূ থেকে মাথা তুলে বলতেন ঃ

سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ اَللّٰهُمَّ اَنْجِ الْوَلِيْدَ بْنِ الْوَلِيْدِ بْنِ الْوَلِيْدِ

তারপর সম্পূর্ণ হাদীস উল্লেখ করেছেন।

এতেও সম্ভবত তিনি তা কুনূতে (নাযিলার অংশ) হিসাবে পড়েছেন। তারপর তা পরবর্তীতে ছেড়ে দিয়েছেন। যখন তিনি এ কুনূত পরিত্যাগ করেছেন। সুতরাং আমরা অন্য হাদীসের দিকে প্রত্যাবর্তন করব এবং দেখব তাতে আমরা যা উল্লেখ করেছি তার কোন কিছুর প্রমাণ রয়েছে কি-না ঃ

١٣٣٥- فَاِذَا رَبِيْعُ الْمُؤَذِّنُ قَدْ حَدَّثَنَا قَالَ ثَنَا اَسَدَ قَالَ ثَنَا ابْنُ اَبِى ذِئْبٍ عَنِ الْمَقْبُرِىِّ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ اَنَّهُ قَالَ اَنَا اَشْبَهُكُمْ صَلٰوةَ بِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ كَانَ اِذَا قَالَ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ قَالَ اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ .

১৩৩৫. রবীউল মুআয্‌যিন (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, তোমাদের সকলের অপেক্ষা আমার সালাত রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সালাতের সাথে বেশি সাদৃশ্যপূর্ণ। তিনি যখন سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ বলতেন তখন (সাথে সাথে) اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ বলতেন।

١٣٣٦- وَاِذَا يُوْنُسُ قَدْ اَخْبَرَنِى قَالَ اَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِى يُوْنُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ خَسِفَتِ الشَّمْسُ فِى حَيٰوةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَصَلّٰى بِالنَّاسِ فَلَمَّا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوْعِ قَالَ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ .

১৩৩৬. ইউনুস (র)..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর জীবদ্দশায় চন্দ্রগ্রহণ লাগলে তিনি লোকদেরকে নিয়ে সালাত আদায় করেন। যখন তিনি রুকূ থেকে মাথা তুললেন, তখন سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ বললেন।

١٣٣٧- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ اَبِى الْوَزِيْرِ قَالَ ثَنَا مَالِكُ بْنُ اَنَسٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ اِذَا قَامَ مِنَ الرُّكُوْعِ قَالَ ذٰلِكَ .

১৩৩৭. আবূ বাকরা (র) ..... সালিম (র) তাঁর পিতা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন রুকূ থেকে মাথা তুলতেন তখন তা (অনুরূপ) বলতেন।

বস্তুত এসব হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, ইমাম তা সেভাবে বলবেন যেভাবে একাকী সালাত আদায়কারী বলে। কারণ, আয়েশা (রা)-এর হাদীসে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ লোকদের নিয়ে সালাত আদায়কালে তা বলেছেন। আর আবূ হুরায়রা (রা)-এর হাদীসে রয়েছে যে, তোমাদের সকলের অপেক্ষা আমার সালাত রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সালাতের সাথে অধিক সাদৃশ্যপূর্ণ।

তারপর তিনি তা উল্লেখ করেছেন এবং ব্যক্ত করেছেন যে, তিনি সালাতে সেসব কিছু করেছেন, যা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ নিজে সালাতে করতেন, অন্য কিছু করতেন না। ইব্ন উমার (রা)-এর হাদীসে তাই রয়েছে, যা আমরা তাঁরই সূত্রে উল্লেখ করেছি। তাতেও তাঁর ﷺ সালাতের বিবরণ কিরূপ ছিল ব্যক্ত হয়েছে।

সুতরাং যখন তাঁর থেকে প্রমাণিত হল যে, তিনি ইমামতি অবস্থায় যখন রুকূ থেকে মাথা তুলতেন তখন سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ বলতেন, তাই এতে প্রমাণিত হল যে, তাঁর অনুসরণে ইমামও অনুরূপ করবে। কারণ, এই আমল রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে প্রমাণিত রয়েছে।

এটাই হল হাদীসসমূহের বর্ণনার ভিত্তিতে এ বিষয়ের বিশ্লেষণ। যুক্তির নিরিখে এর বর্ণনা হল যে, একাকী সালাত আদায়কারীর ব্যাপারে সকল আলিমদের ঐকমত্য রয়েছে যে, সে উক্ত বাক্যগুলো বলবে। আমরা ইমামের বিষয়ে লক্ষ্য করতে প্রয়াস পাব যে, এ বিষয়ে তার বিধান কি সেইরূপ, যা একাকী সালাত আদায়কারীর বিধান হিসাবে বিবেচিত, না অন্য কোন রকম ? আমরা দেখছি যে, ইমাম তার সমস্ত সালাতে তাকবীর, কিরাআত, কিয়াম, বৈঠক ও তাশাহহুদ ইত্যাদির বিষয়ে অনুরূপ আমল করে থাকেন, যা একাকী সালাত আদয়কারী করে থাকে। আরো দেখছি যে, যদি ইমামের সালাতে এরূপ কোন কিছু ঘটে যায়, যার দ্বারা সালাত বিনষ্ট হয়ে যায়, সিজদা সাহু ওয়াজিব হয় ইত্যাদি, তাহলে এর সেই বিধান, যা একাকী সালাত আদায়কারীর জন্য অনুরূপ অবস্থায় হয়ে থাকে। সুতরাং এ বিষয়ে ইমাম ও একাকী সালাত আদায়কারীর (মুনফারিদের) বিধান অভিন্ন, মুকতাদীর পরিপন্থী (অর্থাৎ ইমাম ও মুকতাদী অভিন্ন নয়)।

অতএব যখন তাঁদের (আলিমদের) ঐকমত্যের দ্বারা সাব্যস্ত হল যে, একাকী সালাত আদায়কারী سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ-এর পরে رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ বলবে, তাহলে এতে সাব্যস্ত হল যে, ইমামও سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ-এর পরে তা (রাব্বানা ওয়া লাকালহাম্দ) বলবে। আর এ বিষয়ে এটাই হল যুক্তির দাবি এবং আমরা এ অভিমতই গ্রহণ করি। ইমাম আবূ ইউসুফ (র) ও ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর এটাই অভিমত। পক্ষান্তরে ইমাম আবূ হানীফা (র) সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রথমোক্ত অভিমত পোষণ করেন।

٢٥- بَابُ الْقُنُوْتِ فِىْ صَلٰوةِ الْفَجْرِ وَغَيْرِهَا

২৫. অনুচ্ছেদ ঃ ফজরের সালাত ও অন্যান্য সালাতে দু'আ কুনূত পাঠ করা

١٣٣٨- حَدَّثَنَا يُوْنُسُ بْنُ عَبْدِ الْاَعْلٰى قَالَ اَنَا ابْنُ وَهَبٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ يُوْنُسُ بْنُ يَزِيْدَ عَنْ اِبْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيْدٍ وَاَبِىْ سَلَمَةَ اَنْهُمَا سَمِعَا اَبَا هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ يَقُوْلُ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ حِيْنَ يَفْرُغُ مِنْ صَلٰوةِ الْفَجْرِ مِنَ الْقِرَاءَةِ وَيُكَبِّرُ وَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ وَيَقُوْلُ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ يَقُوْلُ وَهُوَ قَائِمٌ : اَللّٰهُمَّ اَنْجِ الْوَلِيْدَ بْنِ الْوَلِيْدِ وَسَلَمَةَ بْنِ هِشَامٍ وَعَيَّاشَ بْنِ اَبِىْ رَبِيْعَةَ وَ الْمُسْتَضْعَفِيْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اَللّٰهُمَّ اَشْدُدْ وَطْأَتَكَ عَلٰى مُضَرَ وَاجْعَلْهَا عَلَيْهِمْ سِنِيْنَ كَسِنِىْ يُوْسُفَ اَللّٰهُمَّ الْعَنْ لَحْيَانَ وَرِعْلاً وَذَكْوَانَ وَعُصَيَّةً عَصَتِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ ـ

১৩৩৮. ইউনুস ইব্‌ন আব্দুল আ'লা (র) ..... সাঈদ ও আবূ সালামা (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তাঁরা উভয়ে আবূ হুরায়রা (রা)-কে বলতে শুনেছেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ফজরের সালাতের কিরা'আত শেষ করে তাক্‌বীর বলে রুকূ করতেন এবং রুকূ থেকে মাথা উঠিয়ে–"সামিআল্লাহু লিমান্ হামিদাহ্, রাব্বানা ওয়ালাকাল হাম্‌দ" বলতেন। তখন তিনি দাঁড়িয়ে থাকা অবস্থায় বলতেন ঃ

اَللّٰهُمَّ اَنْجِ الْوَلِيْدَ بْنِ الْوَلِيْدِ وَسَلَمَةَ بْنِ هِشَامٍ وَعَيَّاشَ بْنِ اَبِىْ رَبِيْعَةَ وَ الْمُسْتَضْعَفِيْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اَللّٰهُمَّ اَشْدُدْ وَطْأَتَكَ عَلٰى مُضَرَ وَاجْعَلْهَا عَلَيْهِمْ سِنِيْنَ كَسِنِىْ يُوْسُفَ اَللّٰهُمَّ الْعَنْ لَحْيَانَ وَرِعْلاً وَذَكْوَانَ وَعُصَيَّةً عَصَتِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ ـ

হে আল্লাহ! (কাফিরদের কবল থেকে) ওলীদ ইব্‌নুল ওলীদ, সালামাহ্ ইব্‌ন হিশাম, আয়্যাশ ইব্‌ন আবূ রাবি'আ সহ দুর্বল মুসলমানদেরকে মুক্তি দাও। হে আল্লাহ! মুদার গোত্রের উপর তোমার বিনাশ ও ধ্বংসের তীব্রতা বৃদ্ধি করো। এবং তাদের উপর ইউসুফ (আ)-এর যুগের ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের ন্যায় দুর্ভিক্ষ চাপিয়ে দাও। হে আল্লাহ! লাহ্‌য়ান,[১] রি'ল, যাক্‌ওয়ান ও উসাইয়া গোত্রসমূহকে অভিশপ্ত কর, তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অবাধ্য হয়েছে।

١٣٣٩- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا هِشَامُ بْنُ اَبِىْ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ يَحْيٰى بْنِ اَبِىْ كَثِيْرٍ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ اِذَا صَلّٰى الْعِشَاءَ الاخِرَةَ فَرَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوْعِ قَالَ اَللّٰهُمَّ اَنْجِ الْوَلِيْدَ بْنِ الْوَلِيْدِ ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ ـ

১. এরূপ মুদ্রিত রয়েছে। প্রসিদ্ধ উচ্চারণ 'লিহয়ান'। –সম্পাদক

১৩৩৯. আবূ বাক্‌রা (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূল ﷺ ইশা'র সালাতে (শেষ রাক'আতের) রুকূ থেকে মাথা উঠানোর পর বলতেন, হে আল্লাহ! ওলীদ ইব্‌নুল ওলীদকে (কাফিরদের কবল থেকে) পরিত্রাণ দাও। তারপর তিনি পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেন।

١٣٤٠– حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ اَبِىْ كَثِيْرٍ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ قَالَ قَالَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ لَاُرِيَنَّكُمْ صَلٰوةَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَوْ كَلِمَةً نَحْوَهَا ـ فَكَانَ اِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوْعِ وَقَالَ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ دَعَا لِلْمُؤْمِنِيْنَ وَلَعَنَ الْكَافِرِيْنَ ـ

১৩৪০. আবূ বাকরা (র) ..... আবূ সালামা (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, আবূ হুরায়রা (রা) বলেছেনঃ আমি অবশ্যই তোমাদেরকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সালাতের পদ্ধতি দেখাব, অথবা তিনি অনুরূপ কোন বাক্য বলেছেন। তিনি ﷺ রুকূ থেকে নিজ মাথা উঠিয়ে 'সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ' বলার পর মু'মিনদের জন্য দু'আ করতেন এবং কাফিরদের অভিসম্পাত করতেন।

١٣٤١– حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ شَيْبَةَ قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ بَكْرٍ قَالَ ثَنَا هِشَامُ بْنُ اَبِىْ عَبْدِ اللّٰهِ يَحْيَى بْنِ اَبِىْ كَثِيْرٍ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَنَّهُ كَانَ اِذَا قَالَ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فِى الرَّكْعَةِ الْاَخِيْرَةِ مِنْ صَلٰوةِ الْعِشَاءِ قَالَ اَللّٰهُمَّ اَنْجِ الْوَلِيْدَ ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَ حَدِيْثِ اَبِىْ بَكْرَةَ عَنْ اَبِىْ دَاوُدَ ـ

১৩৪১. আলী ইব্‌ন শায়বা (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইশা'র সালাতের শেষ রাক্'আতে 'সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ্' বলার পর এই বলে দু'আ করতেন ঃ হে আল্লাহ্! ওলীদকে মুক্তি দাও। তারপর তিনি আবূ দাঊদ থেকে আবূ বাক্‌রা বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেন।

١٣٤٢– حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَيْمُوْنَ قَالَ ثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنِ الْاَوْزَاعِىِّ عَنْ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنِىْ اَبُوْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ مِثْلَهُ ـ قَالَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ وَاَصْبَحَ ذَاتَ يَوْمٍ وَلَمْ يَدْعُ لَهُمْ فَذَكَرْتُ ذٰلِكَ فَقَالَ اَوَمَا تَرَاهُمْ قَدْ قَدِمُوْا ـ

১৩৪২. মুহাম্মদ ইব্‌ন আব্দুল্লাহ ইব্‌ন মায়মূন (র) ..... ইয়াহইয়া (র) আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। আবূ হুরায়রা (রা) বলেছেন যে, একদিন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সকালে তাদের জন্য দু'আ করলেন না, আমি তা উল্লেখ করলে তিনি বললেন, তুমি কি তাদের ব্যাপারে অবহিত নও যে, তারা তো চলে এসেছে।

١٣٤٣– حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ سَلَمَةَ مُوْسَى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ قَالَ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعْدٍ قَالَ ثَنَا ابْنُ شِهَابٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَاَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِىْ

هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ اِذَا اَرَادَ اَنْ يَدْعُوَ لاَحَدٍ اَوْ يَدْعُوَ عَلٰى اَحَدٍ قَنَتَ بَعْدَ الرُّكُوْعِ وَرُبَّمَا قَالَ اِذَا قَالَ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ اَللّٰهُمَّ اَنْجِ الْوَلِيْدَ ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ - غَيْرَ اَنَّه لَمْ يَذْكُرْ قَوْلَ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ فَاصْبَحَ ذَاتَ يَوْمٍ وَلَمْ يَدْعُ لَهُمْ اِلَى اٰخِرِ الْحَدِيْثِ - وَزَادَ قَالَ يَجْهَرُ بِه وَكَانَ يَقُوْلُ فِىْ بَعْضِ صَلاَتِه اَللّٰهُمَّ الْعَنْ فُلاَنًا وَفُلاَنًا اَحْيَاءً مِّنَ الْعَرَبِ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ تَعَالٰى: لَيْسَ لَكَ مِنَ الاَمْرِ شَىْءٌ اَوْ يَتُوْبَ عَلَيْهِمْ اَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَاِنَّهُمْ ظَالِمُوْنَ -

১৩৪৩. আহমদ ইব্‌ন দাউদ (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন কারো জন্য দু'আ অথবা কারো রিরুদ্ধে বদ্ দু'আ করার ইচ্ছা পোষণ করতেন, তখন রুকূ' করার পরে কুনূত পাঠ করতেন। আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ 'সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ', রাব্বানা ওয়ালাকাল হাম্‌দ' বলার পর দু'আ করতেন, হে আল্লাহ! ওলীদকে মুক্তি দাও। তারপর তিনি পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেন। তবে তিনি "রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একদিন সকালে তাদের জন্য যথারীতি দু'আ করলেন না...." আবূ হুরায়রা (রা)-এর এই উক্তির উল্লেখ করেননি এবং রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কুনূত উচ্চস্বরে পাঠ করতেন। এবং তাঁর কোন কোন সালাতে এইভাবে বদ্ দু'আ করতেন ঃ হে আল্লাহ্! আরবের অমুক অমুক গোত্রের উপর লা'নত কর। এই কথাটি তিনি অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন। তারপর আল্লাহ তা'আলা আয়াত অবতীর্ণ করেন ঃ

لَيْسَ لَكَ مِنَ الاَمْرِ شَىْءٌ اَوْ يَتُوْبَ عَلَيْهِمْ اَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَاِنَّهُمْ ظَالِمُوْنَ -

"তিনি তাদের প্রতি ক্ষমাশীল হবেন অথবা তাদেরকে শাস্তি দিবেন– এই বিষয়ে তোমার করণীয় কিছুই নেই, কারণ তারা যালিম" (৩ ঃ ১২৮)

١٣٤٤– حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ حُسَيْنُ بْنُ مَهْدِىْ قَالَ ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ اَنَا مَعْمَرُ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فِىْ صَلٰوةِ الصُّبْحِ حِيْنَ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوْعِ قَالَ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ فِى الرَّكْعَةِ الاٰخِرَةِ ثُمَّ قَالَ اللّٰهُمَّ الْعَنْ فُلاَنًا وَفُلاَنًا عَلٰى نَاسٍ مِّنَ الْمُنَافِقِيْنَ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ تَعٰلٰى لَيْسَ لَكَ مِنَ الاَمْرِ شَىْءٌ اَوْ يَتُوْبَ عَلَيْهِمْ اَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَاِنَّهُمْ ظٰلِمُوْنَ -

১৩৪৪. আবূ বাকরা (র) ..... সালিমের পিতা থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি ফজরের সালাতের শেষ রাক'আতে রুকূ' থেকে মাথা উঠানোর পর রাসূলুল্লাহ ﷺ 'রাব্বানা ওয়ালাকাল হামদ' বলতে শুনেছেন ঃ তারপর তিনি ﷺ বলেছেন ঃ হে আল্লাহ! মুনাফিকদের মধ্য থেকে অমুক অমুক এর উপর লা'নত কর। এরপর আল্লাহ তা'আলা অবতীর্ণ করেন ঃ

لَيْسَ لَكَ مِنَ الاَمْرِ شَىْءٌ اَوْ يَتُوْبَ عَلَيْهِمْ اَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَاِنَّهُمْ ظٰلِمُوْنَ -

"তিনি তাদের প্রতি ক্ষমাশীল হবেন অথবা তাদেরকে শাস্তি দিবেন—এই বিষয়ে তোমার করণীয় কিছুই নাই, কারণ তারা যালিম।" (৩ঃ ১২৮)

١٣٤٥– حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِيْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا الْمَقْدُمِيُّ قَالَ ثَنَا سَلَمَةُ بْنُ رَجَاءٍ قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اِسْحٰقَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ كَعْبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِيْ بَكْرٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ اِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرَّكْعَةِ الْاٰخِرَةِ قَالَ اَللّٰهُمَّ اَنْجِ ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَ حَدِيْثِ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ الَّذِيْ ذَكَرْنَاهُ فِيْ اَوَّلِ هٰذَا الْبَابِ وَزَادَ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ لَيْسَ لَكَ مِنَ الْاَمْرِ شَيْءٌ قَالَ فَمَا دَعَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِدُعَاءٍ عَلٰى اَحَدٍ ـ

১৩৪৫. ইব্‌ন আবূ দাঊদ (র) ..... আব্‌দুর রহমান ইব্‌ন আবূ বাকার (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ শেষ রাক্'আতের রুকূ' থেকে মাথা উত্তোলন করে বলতেন ঃ হে আল্লাহ্! পরিত্রাণ দাও। তারপর আবূ হুরায়রা (রা)-এর হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন, যা আমি এই পরিচ্ছেদের সূচনায় উল্লেখ করে এসেছি। তিনি অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন ঃ তারপর আল্লাহ্ তা'আলা "এই বিষয়ে তোমার করণীয় কিছুই নাই" আয়াত অবতীর্ণ করেন। রাবী বলেন, এরপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কারো প্রতি বদ্ দু'আ করেননি।

١٣٤٦– حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا وَهَبُ بْنُ جَرِيْرٍ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ ابْنِ لَيْلٰى عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ حَدَّثَهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَقْنُتُ فِى الصُّبْحِ وَالْمَغْرِبِ ـ

১৩৪৬. ইব্‌ন মারযূক (র) ..... বারা ইব্‌ন আযিব (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ফজর ও মাগরিবের সালাতে কুনূত পাঠ করতেন।

١٣٤٧– حَدَّثَنَا فَهْدٌ قَالَ ثَنَا اَبُوْ نُعَيْمٍ قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ وَشُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِيْ لَيْلٰى عَنِ الْبَرَاءِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَقْنُتُ فِى الصُّبْحِ وَالْمَغْرِبِ ـ

১৩৪৭, ফাহাদ (র) ..... বারা ইব্‌ন আযিব (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ফজর ও মাগরিবের সালাতে কুনূত পাঠ করতেন।

١٣٤٨– حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِيْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا اَحْمَدُ بْنُ يُوْنُسَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ نُصَيْرٍ عَنْ اَبِيْ حَمْزَةَ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَنَتَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ثَلٰثِيْنَ يَوْمًا ـ

১৩৪৮. ইব্‌ন আবূ দাঊদ (র) ..... আব্‌দুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসঊদ (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ত্রিশ দিন কুনূত পাঠ করেছেন।

١٣٤٩- حَدَّثَنَا فَهْدُ قَالَ ثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرِ الْعَبْدِىُّ قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو قَالَ ثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ حَرْمَلَةَ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ خُفَافٍ عَنْ خُفَافِ بْنِ اِيْمَاءٍ قَالَ رَكَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ غِفَارُ غَفَرَ اللّٰهُ لَهَا وَاَسْلَمُ سَالَمَهَا اللّٰهُ وَعُصَيَّةُ عَصَتِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ اَللّٰهُمَّ الْعَنْ بَنِىْ لَحْيَانَ اَللّٰهُمَّ الْعَنْ رِعْلاً وَذَكْوَانَ اَللّٰهُ اَكْبَرُ ثُمَّ خَرَّ سَاجِدًا -

১৩৪৯. ফাহাদ (র) ..... খুফাফ ইব্‌ন ঈ'মা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ রুকূ এরপর মাথা তুলে বললেন, গিফার গোত্রকে আল্লাহ্ ক্ষমা করুন, আস্‌লাম গোত্রকে আল্লাহ্ নিরাপদ রাখুন, উসাইয়া গোত্র আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের অবাধ্য হয়েছে। হে আল্লাহ্! বানূ লাহ্ইয়ান গোত্রকে অভিশপ্ত কর, হে আল্লাহ! রি'ল ও যাক্‌ওয়ান গোত্রদ্বয়ের উপর লা'নত কর, তারপর আল্লাহু আকবার বলে সিজদা করেন।

١٣٥٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْكَثِيْرِى الْمَدَنِىُّ قَالَ ثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ اَبِىْ اُوَيْسٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَلْقَمَةَ اللَّيْثِىْ عَنْ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ حَرْمَلَةَ الْمُدْلَجِىْ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ خُفَافِ بْنِ اِيْمَاءِ بْنِ رَحْضَةَ الْغِفَارِى عَنْ خُفَافِ بْنِ اِيْمَاءٍ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِثْلَهُ غَيْرَ اَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ اَنَّهُ لَمَّا خَرَّ سَاجِدًا قَالَ اَللّٰهُ اَكْبَرُ وَزَادَ فَقَالَ خُفَافُ فَجُعِلَتْ لَعْنَتُ الْكَفَرَةِ مِنْ اَجْلِ ذٰلِكَ -

১৩৫০. মুহাম্মদ ইব্‌ন ইব্‌রাহীম ইব্‌ন আব্‌দুর রহমান আল-কাসিরী আল-মাদানী (র) ..... খুফাফ ইব্‌ন ঈ'মা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। কিন্তু এতে তিনি "রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আল্লাহু আকবার বলে সিজদায় চলে যান" এর উল্লেখ করেন নি। বরং এতে অতিরিক্ত বর্ণনা রয়েছে যে, তারপর রাবী খুফাফ বলেছেন, এ কারণেই আমি কাফিরদের প্রতি লা'নত করতে থাকি।

١٣٥١- حَدَّثَنَا فَهْدُ قَالَ ثَنَا عَلِىُّ بْنُ مَعْبَدٍ قَالَ ثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ اَبِىْ كَثِيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو فَذَكَرَ بِاِسْنَادِهِ مِثْلَهُ -

১৩৫১. ফাহাদ (র) ..... মুহাম্মদ ইব্‌ন আম্‌র (র) সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

١٣٥٢- حَدَّثَنَا اِبْنُ اَبِىْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ سُئِلَ اَنَسُ اَقَنَتَ النَّبِىُّ ﷺ فِىْ صَلٰوةِ الْفَجْرِ قَالَ نَعَمْ فَقِيْلَ لَهُ اَوْ فَقُلْتُ لَهُ قَبْلَ الرُّكُوْعِ وَبَعْدَهُ قَالَ بَعْدَ الرُّكُوْعِ يَسِيْرًا -

১৩৫২. ইব্‌ন আবূ দাঊদ (র) ..... মুহাম্মদ (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ফজরের সালাতে কুনূত পাঠ করেছেন কি-না—এ বিষয়ে আনাস (রা)-কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি হাঁ সূচক উত্তর দেন। তারপর আনাস (রা)-কে বলা হলো, অথবা রাবী বলেন, আমি তাঁকে বল্‌লাম, রুকূ'র পূর্বে না পরে কুনূত পাঠ করেছেন ? তিনি বললেন, রুকূ'র অল্প পরে।

١٣٥٣- حَدَّثَنَا اِبْنُ اَبِىْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ مَعْمَرٍ قَالَ ثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ ثَنَا عَمْرُو بْنُ عُبَيْدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِىِّ ﷺ فَلَمْ يَزَلْ يَقْنُتُ فِىْ صَلٰوةِ الْغَدَاةِ حَتّٰى فَارَقْتُهُ وَصَلَّيْتُ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَلَمْ يَزَلْ يَقْنُتُ فِىْ صَلٰوةِ الْغَدَاةِ حَتّٰى فَارَقْتُهُ -

১৩৫৩. ইব্‌ন আবূ দাঊদ (র) ..... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি আজীবন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সাথে সালাত আদায় করেছি, তিনি সর্বদা ফজরের সালাতে কুনূত পাঠ করেছেন। এবং আমি উমার ইব্‌নুল খাত্তাব (রা)-এর ইনতিকাল পর্যন্ত তার সঙ্গে সালাত আদায় করেছি। তিনি অবিরত ফজরের সালাতে কুনূত পাঠ করেছেন।

١٣٥٤- حَدَّثَنَا اِبْنُ اَبِىْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا يَحْيَى بْنُ صَالِحِ الْوَحَاظِىْ قَالَ ثَنَا سَعِيْدُ بْنُ كَثِيْرٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَنَتَ شَهْرًا يَدْعُوْ عَلٰى عُصَيَّةَ وَذَكْوَانَ وَرِعْلَ وَلَحْيَانَ -

১৩৫৪. ইব্‌ন আবূ দাঊদ (র) ..... আনাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এক মাসব্যাপী কুনূত পাঠের মাধ্যমে উসাইয়া, যাক্‌ওয়ান, রি'ল ও লাহ্‌ইয়ান গোত্রসমূহের বিরুদ্ধে বদ্‌দু'আ করেছেন।

١٣٥٥- حَدَّثَنَا اَبُوْ اُمَيَّةَ قَالَ ثَنَا قَبِيْصَةُ بْنُ عُقْبَةَ قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ اَنَسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ اِنَّمَا قَنَتَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بَعْدَ الرَّكْعَةِ شَهْرًا قَالَ قُلْتُ فَكَيْفَ الْقُنُوتُ قَالَ قَبْلَ الرُّكُوْعِ -

১৩৫৫. আবূ উমাইয়া (র) ..... আনাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, অবশ্যই রাসূলুল্লাহ্ ﷺ (রুকূ'র) পরে এক মাস ব্যাপী কুনূত পাঠ করেছেন। রাবী বলেন, আমি বললাম, (সাধারণত) কখন কুনূত পাঠ করা হয় ? তিনি বললেন, রুকূ'র পূর্বে।

١٣٥٦– حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ يُوْنُسَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنْ عَاصِمٍ قَالَ سَأَلْتُ اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ الْقُنُوْتِ قَبْلَ الرُّكُوْعِ اَوْبَعْدَ الرُّكُوْعِ فَقَالَ لاَ بَلْ قَبْلَ الرُّكُوْعِ قُلْتُ اِنَّ نَاسًا يَزْعَمُوْنَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَنَتَ بَعْدَ الرُّكُوْعِ قَالَ اِنَّمَا قَنَتَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ شَهْرًا يَدْعُوْ عَلَى اُنَاسٍ قَتَلُوْانَاسًا ـ مِنْ اَصْحَابِهِ يُقَالُ لَهُمْ الْقُرَّاءُ ـ

১৩৫৬. মুহাম্মদ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন ইউনুস (র) ..... আসিম (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি আনাস (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, কুনূত পাঠ রুকূ'র পূর্বে না পরে ? তিনি বললেন, না, বরং রুকূ'র পূর্বে। আমি বললাম, লোকেরা ধারণা পোষণ করে যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ রুকূ'র পরে কুনূত পাঠ করেছেন। তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এক মাস ব্যাপী সেই সমস্ত লোকদের বিরুদ্ধে বদ্ দু'আ করার নিমিত্ত কুনূত পাঠ করেছিলেন, যারা কিছু সংখ্যক কুরআনের দক্ষ হাফিয সাহাবীকে শহীদ করেছিলো।

١٣٥٧– حَدَّثَنَا اِبْنُ اَبِيْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا شَاذُ بْنُ فَيَّاضٍ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّهُ قَالَ كَانَ الْقُنُوْتُ فِي الْفَجْرِ وَالْمَغْرِبِ ـ

১৩৫৭. ইব্‌ন আবূ দাঊদ (র) ..... আনাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, ফজর ও মাগরিবের সালাতে কুনূত পাঠ করা হয়।

١٣٥٨– حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ اَبِيْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا اَحْمَدُ بْنُ يُوْنُسَ قَالَ ثَنَا زَائِدَةُ بْنُ قُدَامَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيْ عَنْ اَبِيْ مِجْلَزٍ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَنَتَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ شَهْرًا يَدْعُوْ عَلٰى رِعْلٍ وَذَكْوَانَ ـ

১৩৫৮. আহমদ ইব্‌ন আবূ দাঊদ (র) ..... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একমাস রি'ল ও যাক্‌ওয়ান গোত্রদ্বয়ের বিরুদ্ধে বদ্ দু'আ স্বরূপ কুনূত পাঠ করেছিলেন।

١٣٥٩– حَدَّثَنَا اِبْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا مُسْلِمُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ ثَنَا الْحَارِثُ بْنُ عُبَيْدٍ قَالَ ثَنَا حَنْظَلَةُ السُّدُوْسِ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ مِنْ قُنُوْتِ النَّبِيِّ ﷺ وَاَجْعَلْ قُلُوْبَهُمْ عَلٰى قُلُوْبِ نِسَاءٍ كَوَافِرَ ـ

১৩৫৯. ইব্‌ন মারযূক (র) ..... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কুনূত পাঠ ছিলো এইভাবে– "তাদেরকে কাফির নারীদের অন্তরাত্মার ন্যায় করে দাও"।

١٣٦٠– حَدَّثَنَا فَهْدٌ قَالَ ثَنَا اَبُوْ نُعَيْمٍ قَالَ ثَنَا اَبُوْ جَعْفَرَ الرَّازِى عَنِ الرَّبِيْعِ بْنِ اَنَسٍ قَالَ كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ فَقِيْلَ لَه اِنَّمَا قَنَتَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ شَهْرًا فَقَالَ مَازَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَقْنُتُ فِىْ صَلٰوةِ الْغَدَاةِ حَتّٰى فَارَقَ الدُّنْيَا ـ

১৩৬০. ফাহাদ (র) ..... রবী' ইব্‌ন আনাস (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি আনাস ইব্‌ন মালিক (রা)-এর নিকট বসা ছিলাম, এমতাবস্থায় তাঁকে বলা হলো– রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এক মাসকাল যাবত কুনূত পাঠ করেছেন ? তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আজীবন ফজরের সালাতে কুনূত পাঠ করতেন।

١٣٦١– حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَرْوَانِ الْاَصْفَرِ قَالَ سَأَلْتُ اَنَسًا اَقَنَتَ عُمَرُ فَقَالَ قَدْ قَنَتَ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِّنْ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ ـ

১৩৬১. আহমদ ইব্‌ন দাঊদ (র) ..... মারওয়ান আস্‌ফার (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি আনাস (রা)-কে জিজ্ঞাসা করি, উমার (রা) কি কুনূত পাঠ করেছেন ? তিনি বললেন, যিনি উমার থেকে শ্রেষ্ঠ তিনিও কুনূত পাঠ করেছেন।

١٣٦٢– حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا اَحْمَدُ بْنُ يُوْنُسَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ بَكْرٍ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ اَنَسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَنَتَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عِشْرِيْنَ يَوْمًا ـ

১৩৬২. ইব্‌ন আবূ দাঊদ (র) ..... আনাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বিশ দিন কুনূত পাঠ করেছেন।

١٣٦٣– حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَنْصُوْرِ الْبَالِسِىْ قَالَ ثَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ جَمِيْلٍ قَالَ ثَنَا اَبُوْ هِلَالٍ الرَّاسِبِىْ عَنْ حَنْظَلَةَ السَّدُوْسِ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِىَّ ﷺ فِىْ صَلٰوةِ الصُّبْحِ يُكَبِّرُ حَتّٰى اِذَا فَرَغَ كَبَّرَ فَرَكَعَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَه فَسَجَدَ ثُمَّ قَامَ فِى الثَّانِيَةِ فَقَرَأَ حَتّٰى اِذَا فَرَغَ كَبَّرَ فَرَكَعَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَه فَدَعَا ـ

১৩৬৩. হাসান ইব্‌ন আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন মান্‌সূর আল-বালিসী (র) ..... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে দেখেছি ফজরের সালাতে তাকবীরে তাহ্‌রীমার পর কিরা'আত শেষ করে তাকবীর বলে রুকূ' করেছেন, তারপর রুকূ' থেকে মাথা উত্তোলন করে সিজদা করেছেন। তারপর দ্বিতীয় রাক'আতে দাঁড়িয়ে কিরা'আত পড়েছেন। কিরা'আত শেষে তাকবীর বলে রুকূ' করেছেন, রুকূ' থেকে মাথা উত্তোলন করার পর দু'আ করেছেন।

١٣٦٤ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ رَجَاءٍ قَالَ اَنَا هَمَّامٌ عَنْ اِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِى طَلْحَةَ حَدَّثَنِى اَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ دَعَا النَّبِىُّ ﷺ ثَلَاثِيْنَ صَبَاحًا عَلَى رِعْلٍ وَذَكْوَانَ وَعُصَيَّةَ الَّذِيْنَ عَصَوُا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ ـ

১৩৬৪. মুহাম্মদ ইব্ন খুযায়মা (র) ..... আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এক মাসকাল যাবত ফজরের সালাতে রি'ল, যাক্ওয়ান এবং আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের অবাধ্য উসাইয়া গোত্রসমূহের বিরুদ্ধে বদ্ দু'আ করেছেন।

١٣٦٥ – حَدَّثَنَا فَهْدٌ قَالَ ثَنَا اَبُوْ نُعَيْمٍ قَالَ ثَنَا هِشَامُ الدَّسْتَوَائِىُّ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَنَتَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ شَهْرًا بَعْدَ الرُّكُوْعِ يَدْعُوْ عَلَى حَىٍّ مِنْ اَحْيَاءِ الْعَرَبِ ثُمَّ تَرَكَهُ ـ

১৩৬৫. ফাহাদ (র) আনাস (রা) ..... থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এক মাসকাল যাবত রুকূ'র পরে আরব গোত্র সমূহের এক গোত্রের বিরুদ্ধে বদ্ দু'আ করেছেন, তারপর উহা ত্যাগ করেন।

পর্যালোচনা ঃ আবূ জা'ফর (ইমাম তাহাবী র) বলেন ঃ আলিম ও ফকীহ্গণের একটি দল ফজরের সালাতে কুনূত পাঠ প্রমাণিত আছে বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন। তারপর এই অভিমত ব্যক্তকারীরা দুই দলে বিভক্ত হয় এক দল বলেছেন, কুনূত পাঠ রুকূ' করার পর, অন্যরা বলেছেন, রুকূ' করার পূর্বে। যাঁরা রুকূ'র পূর্বে বলে মত ব্যক্ত করেছেন, তাঁদের মতে ইব্ন আবূ লায়লা (র) ও ইমাম মালিক ইব্ন আনাস (র)-ও রয়েছেন। যেমন ইউনুস (র) ইব্ন ওহাব (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন ঃ আমি ইমাম মালিক (র)-কে বলতে শুনেছি, যা আমার হৃদয়ে বিশেষভাবে স্থান করে নিয়েছে, সে-টি হচ্ছে– ফজরের সালাতে রুকূ' করার পূর্বে কুনূত পাঠ করতে হয়।

আর যারা বলেছেন, কুনূত পাঠ হচ্ছে রুকূ' করার পরে, তাদের দলীল হচ্ছে– আবূ হুরায়রা (রা), ইব্ন উমার (রা) ও আবদুর রহমান ইব্ন আবূ বাকার (রা) থেকে বর্ণিত পূর্বোল্লিখিত হাদীসসমূহ। তাঁদের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় দলের দলীল হচ্ছে– সুফ্য়ান, আসিম আনাস (রা) সূত্রে বর্ণিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এক মাসকাল যাবত রুকূ'র পরে কুনূত পাঠ করেছেন, অথচ কুনূত পাঠ হচ্ছে– রুকূ' করার পূর্বে।

এ বিষয়ে অন্যান্য আলিমগণ তাঁদের বিরোধিতা করে বলেছেন ঃ ফজরের সালাতে রুকূ'র পূর্বে কিংবা পরে কোন অবস্থাতেই আমরা কুনূত পাঠের বিষয় স্বীকার করিনা।

এ বিষয়ে তাঁদের প্রমাণ হচ্ছে, কুনূত সংক্রান্ত ওই সমস্ত হাদীস, যা আমরা পূর্বে উল্লেখ করে এসেছি। আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসঊদ (রা) কর্তৃক বর্ণিত, একটি হাদীসে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ত্রিশদিন কুনূত পাঠ করেছেন। অতএব আব্দুল্লাহ্ ইব্ন মাসঊদ (রা)-এর নিকট রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কর্তৃক পঠিত কুনূত ও এর জ্ঞান সুপ্রমাণিত। তারপর আমরা তাঁর থেকে আরো হাদীস পেয়েছি– যা নিম্নোক্ত সূত্রে বর্ণিত হয়েছে–

١٣٦٦- حَدَّثَنَا فَهْدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ غَسَّانٍ قَالَ ثَنَا شَرِيْكُ عَنْ اَبِى حَمْزَةَ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ لَمْ يَقْنُتِ النَّبِىُّ ﷺ اِلاَّ شَهْرًا لَمْ يَقْنُتْ قَبْلَه وَلاَ بَعْدَه -

১৩৬৬. ফাহাদ ইব্‌ন সুলায়মান (র) আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এক মাসকাল ব্যতীত কুনূত পাঠ করেননি। ইহার পূর্বেও কুনূত পাঠ করেননি, পরেও করেননি।

١٣٦٧- وَحَدَّثَنَا اِبْنُ اَبِى دَاؤُدَ قَالَ ثَنَا الْمُقَدَّمِىُّ قَالَ ثَنَا اَبُوْ مَعْشَرٍ قَالَ ثَنَا اَبُوْ حَمْزَةَ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَلْقَمَةَ عَنْ اِبْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَنَتَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ شَهْرًا يَدْعُوْ عَلَى عُصَيَّةَوَذَكْوَانَ فَلَمَّا ظَهَرَ عَلَيْهِمْ تَرَكَ الْقُنُوْتَ وَكَانَ اِبْنُ مَسْعُوْدٍ لاَ يَقْنُتُ فِىْ صَلٰوةِ الْغَدَاةِ -

১৩৬৭. ইব্‌ন আবূ দাউদ (র) ..... ইব্‌ন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ উসাইয়া ও যাকওয়ান গোত্রদ্বয়ের বিরুদ্ধে বদ্ দু'আ করার নিমিত্ত এক মাসকাল যাবত কুনূত পাঠ করেছেন। তারপর তিনি যখন তাদের উপর বিজয়ী হন তখন থেকে কুনূত পাঠ ত্যাগ করেন। ইব্‌ন মাসউদ (রা) ফজরের সালাতে কুনূত পাঠ করতেন না।

আবূ জা'ফর (ইমাম তাহাবী র) বলেন ঃ এ-ই ইব্‌ন মাসউদ (রা) বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কুনূত ছিলো বদ্ দু'আ করার নিমিত্ত এবং তিনি পরিশেষে উহা ত্যাগ করেছেন। অতএব কুনূত পাঠ রহিত হয়ে যায়। তাই ইব্‌ন মাসউদ (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর ইন্তিকালের পরে কুনূত পাঠ করতেন না।

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে কুনূত পাঠ সংক্রান্ত অন্যতম বর্ণনাকারী হচ্ছেন আব্দুল্লাহ ইব্‌ন উমর (রা)। তিনি জানিয়ে দিয়েছেন যে, যখন আল্লাহ তা'আলা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর প্রতি নিম্নোক্ত আয়াত অবতীর্ণ করেন ঃ لَيْسَ لَكَ مِنَ الْاَمْرِ شَىْءُ اَوْ يَتُوْبَ عَلَيْهِمْ اَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَاِنَّهُمْ ظٰلِمُوْنَ "তিনি তাদের প্রতি ক্ষমাশীল হবেন অথবা তাদেরকে শাস্তি দিবেন– এই বিষয়ে তোমার করণীয় কিছুই নাই, কারণ তারা যালিম" (৩ ঃ ১২৮)। তখন (কুনূত) পাঠ থেকে বিরত থাকেন। বস্তুত ইব্‌ন উমর (রা)-এর নিকটও কুনূত রহিতরূপে প্রমাণিত ছিলো এবং তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর ইন্তিকালের পরে কুনূত পাঠ করতেন না। এমন কি যাঁরা কুনূত পাঠ করতেন তাঁদেরকে তিনি তিরস্কার করতেন।

١٣٦٨- حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ قَالَ ثَنَا قَتَادَةُ عَنْ اَبِى مِجْلَزٍ قَالَ صَلَّيْتُ خَلْفَ اِبْنِ عُمَرَ الصُّبْحَ فَلَمْ يَقْنُتْ فَقُلْتُ الْكِبَرُ يَمْنَعُكَ فَقَالَ مَا اَحْفَظُه عَنْ اَحَدٍ مِّنْ اَصْحَابِىْ -

১৩৬৮. ইব্‌রাহীম ইব্‌ন মারযূক (র) আবূ মিজলায (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি ইব্‌ন উমার (রা)-এর পেছনে ফজরের সালাত আদায় করেছি; কিন্তু তিনি কুনূত পাঠ করেননি। আমি প্রশ্ন করলাম, বার্ধক্য জনিত কারণ আপনাকে কুনূত থেকে বিরত রেখেছে ? তিনি উত্তরে বললেন, আমার সাথীদের (সাহাবা) কারো থেকে কুনূত পাঠ করা আমার নিকট প্রমাণিত নয়।

١٣٦٩- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا وَهَبٌ وَمُؤَمَّلٌ قَالاَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ اَبِى الشَّعْثَاءِ قَالَ سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ الْقُنُوْتِ فَقَالَ مَا شَهِدْتُ وَمَا رَأَيْتُ هٰكَذَا فِىْ حَدِيْثِ وَهَبٍ وَفِىْ حَدِيْثِ مُؤَمَّلٍ وَلاَ رَأَيْتَ اَحَدًا يَفْعَلُهُ -

১৩৬৯. আবূ বাকরা (র) ..... আবুশ শা'ছা (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, আমি ইব্‌ন উমর (রা)-কে কুনূত পাঠ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম। তিনি উত্তরে বললেন, আমি কাউকে কুনূত পাঠ করতে দেখিওনি এবং পাঠকালে উপস্থিতও ছিলাম না। ওহাব (র)-এর হাদীসেও এরূপ বর্ণিত হয়েছে এবং মুআম্মিল (র)-এর হাদীসে এসেছে, আমি কাউকে কুনূত পাঠ করতে দেখিনি।

١٣٧٠- حَدَّثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا زَائِدَةُ عَنِ الاَشْعَثِ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ الْقُنُوْتِ فَقَالَ وَمَا الْقُنُوْتُ فَقَالَ اِذَا فَرَغَ الاِمَامُ مِنَ الْقِرَاءَةِ فِى الرَّكْعَةِ الْاٰخِرَةِ قَامَ يَدْعُوْ قَالَ مَا رَأَيْتُ اَحَدًا يَفْعَلُه وَاِنِّىْ لَاَظُنُّكُمْ مَعَاشَرَ اَهْلِ الْعِرَاقِ تَفْعَلُوْنَه -

১৩৭০. আবূ দাঊদ (র) আবূ বাকরা (র) ..... আশ'আস (র)-এর পিতা থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, ইব্‌ন উমার (রা)-কে কুনূত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে উত্তরে তিনি বলেন– কুনূত কি? তিনি বলেন ঃ ইমাম যখন শেষ রাক'আতের কিরা'আত শেষ করবেন তখন দাঁড়িয়ে থেকে দু'আ করবেন। তিনি (রা) বলেন– আমি কাউকে তা করতে দেখিনি; বরং হে ইরাকবাসী, আমার ধারণা, এটা তোমরাই করছ।

١٣٧١- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا زَائِدَةُ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ تَمِيْمِ بْنِ سَلَمَةَ قَالَ سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ الْقُنُوْتِ فَذَكَرَ مِثْلَه اِلاَّ اَنَّه قَالَ مَا رَأَيْتُ وَلاَ عَلِمْتُ -

১৩৭১. আবূ বাকরা (র) ..... তামীম ইব্‌ন সালামা থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, ইব্‌ন উমর (রা)-কে কুনূত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি অনুরূপ উল্লেখ করেন। তবে এই বর্ণনায় রয়েছে, তিনি বলেন, আমি দেখিওনি এবং অবগতও নই।

সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত হাদীসের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ হচ্ছে এই যে, তিনি নিম্নোক্ত আয়াত অবতীর্ণ না হওয়া পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে শেষ রাক্'আত থেকে মাথা উত্তোলন করে কুনূত পাঠ করতে দেখেছেন, আয়াতটি হচ্ছে–

لَيْسَ لَكَ مِنَ الْاَمْرِ شَىْءٌ اَوْ يَتُوْبَ عَلَيْهِمْ اَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَاِنَّهُمْ ظَالِمُوْنَ -

"তিনি তাদের প্রতি ক্ষমাশীল হবেন অথবা তাদেরকে শাস্তি দিবেন– এই বিষয়ে তোমার করণীয় কিছুই নাই, কারণ তারা যালিম"। (৩ ঃ ১২৮) তারপর এ আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার কারণে তিনি ﷺ যে কুনূত পাঠ করতেন তা থেকে বিরত থাকেন। আবূ মিজ্‌লায (র) ইব্‌ন উমর (রা)-কে প্রশ্ন করলেন যে, বার্ধক্য আপনাকে কুনূত থেকে বিরত রাখছে ? তিনি উত্তরে বললেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সাহাবীগণের কারো কুনূত পাঠ করা আমার নিকট প্রমাণিত নয়, অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কুনূত পাঠ ছেড়ে দেয়ার পর তাঁরা তা পাঠ করতেন না।

ইব্‌ন উমর (রা)-কে আবুশ শা'ছা কুনূত সম্পর্কে প্রশ্ন করেন এবং ইব্‌ন উমর (রা) তাকে পাল্টা প্রশ্ন করেন, কুনূত পাঠ কি ? তিনি তাঁকে অবহিত করলেন যে, ইমাম ফজরের সালাতের শেষ রাক্'আতে যখন কিরা'আত শেষ করবেন তখন দাঁড়িয়ে থেকে দু'আ করবেন। তখন তিনি বললেন, আমি কাউকে কুনূত পাঠ করতে দেখিনি। যেহেতু তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কর্তৃক পঠিত কুনূত সম্পর্কে যা জানতেন তা ছিলো রুকূ'র পরে দু'আ করা। আর রুকূ'র পূর্বে তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এবং তাঁর পরে অন্য কাউকে কুনূত পাঠ করতে দেখেন নি। এই কারণেই তিনি তা অস্বীকার করেছেন।

বস্তুত আমরা তাঁর সূত্রে যে হাদীস বর্ণনা করেছি এর দ্বারা প্রমাণিত হয়ে গেল যে, রুকূ'র পরে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কর্তৃক কুনূত পাঠ করা রহিত হয়ে গেছে এবং রুকূ'র পূর্বে কোন অবস্থাতেই যে কুনূত পাঠ নেই তাও প্রমাণিত হয়ে গেল। রহিত হয়ে যাওয়ার পর রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর পরবর্তী খুলাফায়ে রাশেদীন তা পাঠ করতেন না।

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে কুনূত পাঠ সম্পর্কে আরেক রাবী হচ্ছেন– আব্‌দুর রহমান ইব্‌ন আবূ বাকার (রা)। তিনি তাঁর বর্ণনাকৃত হাদীসে অবহিত করেছেন (যা আমরা বর্ণনা করে এসেছি) যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কুনূতে কাফিরদের বিরুদ্ধে বদ্ দু'আ করতেন। আর আল্লাহ্ তা'আলা তা নিম্নোক্ত আয়াত দ্বারা রহিত করে দিয়েছেন– لَيْسَ لَكَ مِنَ الْاَمْرِ شَىْءٌ اَوْ يَتُوْبَ عَلَيْهِمْ اَوْ يُعَذِّبَهُمْ "তিনি তাদের প্রতি ক্ষমাশীল হবেন অথবা তাদেরকে শাস্তি দিবেন–এই বিষয়ে তোমার করণীয় কিছুই নেই" (৩ঃ১২৮)। বস্তুত এতেও ফজরের সালাতে কুনূত পাঠ পরিত্যাগ করার বিষয়টি অবধারিতভাবে প্রমাণিত হয়।

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে কুনূত পাঠ সংক্রান্ত বর্ণনাকারীদের মধ্যে খুফাফ ইব্‌ন ঈ'মা (রা) অন্যতম। তিনি উল্লেখ করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন রুকূ' থেকে মাথা উত্তোলন করলেন তখন বললেন ঃ 'আসলাম গোত্রকে, আল্লাহ্ নিরাপদ রাখুন,' গিফার গোত্রকে আল্লাহ্ ক্ষমা করুন, উসাইয়া গোত্র আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের ﷺ নাফরমানী করেছে, হে আল্লাহ্! বানূ লাহ্ইয়ানকে অভিসম্পাত কর এবং তাদেরকেও, যাদের কথা তাদের সাথে তিনি উল্লেখ করেছেন।

বস্তুত ইব্‌ন উমার (রা) ও আবদুর রহমান (রা)-এর হাদীসদ্বয়ের ন্যায় এই হাদীসেও রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কাফির গোত্রগুলোর বিরুদ্ধে অভিসম্পাত করেছেন, যা স্পষ্টত বুঝা যাচ্ছে। তাঁরা উভয়ে তাদের বর্ণিত হাদীসে এই মর্মে অবহিত করছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর উপর পূর্বোক্ত আয়াত অবতীর্ণ হলে তিনি কুনূত পাঠ পরিত্যাগ করেন।

অতএব যেমনিভাবে তাঁদের বর্ণিত উভয় হাদীস রহিত হয়ে গেছে, অনুরূপভাবে খুফাফ ইব্ন ঈ'মা (রা)-এর হাদীসও রহিত হয়ে গেছে। বরং ইব্ন ঈ'মা (রা)-এর হাদীস অপেক্ষা তাদের উভয়ের হাদীস উত্তম। এতেও কুনূত পাঠ পরিত্যাগ করার বিষয়টি অবধারিতভাবে প্রমাণিত হয়।

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে কুনূত সংক্রান্ত বর্ণনাকারীগণের মধ্যে বারা (রা)ও একজন। তাঁর থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ফজর ও মাগরিবের সালাতে কুনূত পাঠ করতেন। কিন্তু তিনি তাঁর কুনূতের স্বরূপ ব্যাখ্যা করেননি। সম্ভবত তাঁর রিওয়ায়াতে সে-ই কুনূত-ই উদ্দেশ্য, যা ইব্ন উমর (রা) ও আবদুর রহমান ইব্ন আবূ বাকার (রা)-এর রিওয়ায়াতদ্বয়ে এবং অন্যান্যদের রিওয়ায়াতে বর্ণিত হয়েছে। তারপর তাও এই আয়াত দ্বারা রহিত হয়ে যায়।

এই হাদীসে ফজর এবং মাগরিবকে মিলিত করে উল্লেখ করা হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ উভয় সালাতে কুনূত পাঠ করতেন। বস্তুত আমাদের বিপক্ষ অবলম্বনকারীদের নিকটও মাগরিবের সালাতে কুনূত পাঠ রহিতকরণ একটি স্বীকৃত বিষয়। কারো জন্য উক্ত সালাতে কুনূত পাঠ করা বৈধ নয়। অতএব এটা-ই প্রমাণ বহন করছে যে, ফজরের সালাতে কুনূত পাঠ করাও অনুরূপভাবে রহিত হয়ে গেছে।

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে ফজরের সালাতে কুনূত পাঠ সংক্রান্ত রাবীদের মধ্যে আনাস ইব্ন মালিক (রা) অন্যতম। আম্র ইব্ন উবায়দ (র) আনাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ফজরের সালাতের রুকূ'র পরে সর্বদা এবং আজীবন কুনূত পাঠ করতেন। এই হাদীসে ফজরের সালাতে কুনূত পাঠ প্রমাণিত করা হয়েছে এবং কুনূত পাঠ যে রহিত হয় নাই তা ব্যক্ত হয়েছে।

বস্তুত আনাস (রা) থেকে উল্লিখিত (আমর ইব্ন উবায়দের) রিওয়ায়াতের বিপরীতে একাধিক রিওয়ায়াত বর্ণিত আছে। আয়্যূব (র) মুহাম্মদ ইব্ন সীরীন (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আনাস (রা)-কে এই মর্মে প্রশ্ন করা হয় যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ফজরের সালাতে কুনূত পাঠ করেছেন ? তিনি উত্তরে বলেন, হাঁ, তারপর তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হয়– রুকূ'র পূর্বে না পরে ? তিনি বলেছেন, রুকূ'র সামান্য পরে। ইসহাক ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন আবূ তালহা (র) আনাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ত্রিশ দিন রি'ল ও যাক্ওয়ান গোত্রদ্বয়ের বিরুদ্ধে বদ্ দু'আ স্বরূপ কুনূত পাঠ করেছেন। কাতাদা (র) আনাস (রা) থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন। হুমায়দ (র) আনাস (রা) থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

হুমায়দ (র) আনাস (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বিশ দিন কুনূত পাঠ করেছেন। উল্লিখিত সকলে আমর ইব্ন উবায়দ ..... হাসান বসরী (র) সূত্রে বর্ণিত রিওয়ায়াতের পরিপন্থী রিওয়ায়াত করেছেন। আসিম (র) আনাস (রা) থেকে রুকূ'র পরে কুনূত পাঠকে সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করার কথা বর্ণনা করেছেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ শুধু একমাস কুনূত পাঠ করেছেন। কিন্তু কুনূত পাঠ ছিলো রুকূ'র পূর্বে। অতএব এটাও আমর ইব্ন উবায়দ-এর রিওয়ায়াতের পরিপন্থী ও বিপরীত হলো। বস্তুত আনাস (রা)-এর রিওয়ায়াত দু'ভাবে দুই সূত্রে এসেছে। কারো জন্য দুই সূত্রের কোন একটিকে প্রাধান্য দিয়ে প্রমাণ পেশ করা ঠিক হবে না। যেহেতু তার পরিপন্থী সূত্র দ্বারা প্রমাণ পেশ করার অবকাশ রয়েছে।

অবশ্য তাঁর উক্তি, "কিন্তু কুনুত পাঠ রুকূ'র পূর্বে" এটা তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে শুনেছেন বলে উল্লেখ করেননি। সম্ভবত আনাস (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর পরে কোন সাহাবী থেকে এটা নিয়েছেন। অথবা এটা আনাস (রা) এর ইজতিহাদ প্রসূত অভিমত, যা অন্যান্য সাহাবীদের অভিমত ও বর্ণনার পরিপন্থী। সুতরাং সুস্পষ্ট কোনরূপ শরয়ী প্রমাণ ব্যতীত তার প্রতিপক্ষ আনাস (রা)-এর অভিমত তার প্রতিপক্ষ অপরাপর সাহাবীর অভিমতের উপর প্রধান্য পেতে পারেনা।

কোন প্রশ্নকারী যদি প্রশ্ন করে যে, আবূ জা'ফর রাযী (র) রাবী' ইব্ন আনাস (র) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, আমি আনাস ইব্ন মালিক (রা)-এর নিকট বসা ছিলাম। তাঁকে বলা হলো– রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এক মাস কাল কুনূত পাঠ করেছেন? তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সর্বদা ফজরের সালাতে কুনূত পাঠ করতেন, তারপর তিনি পৃথিবী থেকে বিদায় নেন।

এর উত্তরে বলা যায়, বর্ণিত কুনূতটি সে-ই কুনূত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে ,যা আমর ইব্ন উবায়দ (র) আনাস (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। যদি তাই হয় তাহলে তো এটা আমাদের পূর্বোল্লেখিত বর্ণনার পরিপন্থী। আর যদি কুনূত বলতে রুকূ'র পূর্বের কুনূত বুঝানো হয়ে থাকে, যা আসিম (র)-এর সূত্রে আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। ফলে আমাদের নিকট রুকূ'র পূর্বে কুনূত সংক্রান্ত কোন হাদীস রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে আনাস (রা) সূত্রে প্রমাণিত নয়। প্রমাণিত আছে তাঁর থেকে কেবলমাত্র রুকূ'র পরে কুনূত পাঠ রহিত হয়ে যাওয়ার বিষয়টি।

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে ফজরের সালাতে কুনূত পাঠ করার বিষয়ে বর্ণনাকারীদের মধ্যে আবূ হুরায়রা (রা)ও অন্যতম। সেই কুনূতে এক সম্প্রদায়ের জন্য ছিলো মুক্তির দু'আ; আরেক সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে ছিলো অভিসম্পাতের বদ্ দু'আ। তাঁর সূত্রে বর্ণিত হাদীসে এসেছে যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর প্রতি যখন আল্লাহ্ তা'আলা لَيْسَ لَكَ مِنَ الْاَمْرِ شَىْءٌ আয়াত অবতীর্ণ করেন তখন তিনি তা পাঠ করা থেকে বিরত থাকেন।

কেউ যদি প্রশ্ন করেন, এটা কিভাবে সম্ভব ? অথচ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর ইন্তিকালের পরে আবূ হুরায়রা (রা) ফজরের সালাতে কুনূত পাঠ করতেন। যেমন–

١٣٧٢– حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنِ يُوْسُفَ ح وَحَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْفَرَجِ قَالَ ثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنُ بُكَيْرٍ قَالاَ ثَنَا بَكْرُ بْنُ مُضَرَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيْعَةَ عَنِ الاَعْرَجِ قَالَ كَانَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ يَقْنُتُ فِىْ صَلٰوةِ الصُّبْحِ -

১৩৭২. ইউসুফ (র) এবং রাওহ ইব্নুল ফারাজ (র)-এর সূত্রে জা'ফর ইব্ন রাবীআ' (র) আ'রাজ (র)-এর উক্তি উল্লেখ করেছেন যে, আবূ হুরায়রা (রা) ফজরের সালাতে কুনূত পাঠ করতেন।

আবূ জা'ফর তাহাবী (র) বলেন : এ থেকে বুঝা যাচ্ছে যে, আবূ হুরায়রা (রা)-এর মতে রহিত হয়ে গিয়েছিলো রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কর্তৃক কাফিরদের বিরুদ্ধে পঠিত বদ্ দু'আ। কিন্তু এর সাথে যেই কুনূত ছিলো তা কিন্তু রহিত হয়নি।

এ প্রশ্নের উত্তরে বলা যায় ইউনুস ইব্ন ইয়াযীদ (র) যুহ্রী (র) থেকে সেই কুনূতের হাদীস বর্ণনা করেছেন যা আমরা এই অধ্যায়ের সূচনায় বর্ণনা করে এসেছি। যেটি ইউনুস ইব্ন আবদুল আ'লা (র)

ইব্‌ন শিহাব (র)-এর সূত্রে উক্ত দীর্ঘ হাদীস বর্ণনা করেছেন। এতে তিনি বলেছেন ঃ আমরা এই বিষয়ে অবগত হয়েছি যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর প্রতি যখন لَيْسَ لَكَ مِنَ الْاَمْرِ شَيْءٌ আয়াত অবতীর্ণ হয় তখন তিনি তা পরিত্যাগ করেন। অতএব প্রমাণিত হলো যে, উক্ত আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার উল্লেখ হলো ইমাম যুহ্‌রীর (র) উক্তি। কুনূত পাঠ পরিত্যাগ করার উক্তি আবূ হুরায়রা (রা)-এর উক্তি নয়, যেটিকে সাঈদ ও আবূ সালামা (র) আবূ হুরায়রা (রা) এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

অতএব প্রথমত এই সম্ভাবনা উপেক্ষা করা যায় না যে, আবূ হুরায়রা (রা) উক্ত আয়াত অবতরণের ব্যাপারে অবহিত ছিলেন না। ফলে তিনি নবুয়ত যুগ পরবর্তী সময়ে স্বীয় জ্ঞান অনুযায়ী আমল তথা ফজরের কুনূত পাঠ অব্যাহত রেখেছেন, যা তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর আমল ও তাঁর পঠিত কুনূতকে প্রত্যক্ষ করেছিলেন। যেহেতু এর পরিপন্থী দলিল প্রমাণ তার নিকট পৌঁছায়নি।

পক্ষান্তরে আব্‌দুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা) ও আবদুর রহমান ইব্‌ন আবূ বাকার (রা) উক্ত আয়াত অবতরণের ব্যাপারে অবহিত ছিলেন। যা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর আমল তথা কুনূত পাঠকে রহিত করে দিয়েছে। ফলে তাঁরা উভয়ে তা পাঠ থেকে বিরত থেকেছেন। এবং পূর্ববর্তী রহিত বিষয়কে পরিত্যাগ করেছেন।

দ্বিতীয় প্রমাণ ঃ ইব্‌ন ঈ'মা'র হাদীসে এসেছে যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ রুকূ থেকে মাথা উত্তোলন করে বলেছেন ঃ গিফার গোত্রকে আল্লাহ্ ক্ষমা করুন, তারপর তিনি পূর্ণ হাদীস বর্ণনা করেছেন। এতে রয়েছে এরপর তিনি ﷺ আল্লাহু আকবার বলে সিজ্‌দায় লুটিয়ে পড়লেন। এতে প্রমাণিত হলো যে, তিনি যা কিছু বলতেন তা সবই উক্ত আয়াত অবতরণের কারণে পরিত্যাগ করেছেন। এবং সেই কুনূত, যাতে তিনি মক্কাস্থ সেই সমস্ত বন্দীদের জন্য দু'আ করতেন, তাদের পর তিনি তা পাঠ করা ছেড়ে দেন।

ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন কাসীর (র) সূত্রে বর্ণিত হাদীসে আবূ হুরায়রা (রা)-এর উক্তি আমরা আবূ সালামা ..... আবূ হুরায়রা সূত্রে এই অধ্যায়ে পূর্বে বর্ণনা করে এসেছি। সেখানে তিনি কুনূতের কথা উল্লেখ করেছেন। সেই হাদীসে আবূ হুরায়রা (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ দু'আ করলেন না। আমি কারণ জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন, তুমি কি (অবগত নও) যে, তারা আমার নিকট আগমন করেছে।

উক্ত হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইশা'র সালাতে উক্ত কুনূত পাঠ করতেন, যেমনিভাবে তিনি ফজরের সালাতে পাঠ করতেন। বস্তুত ইশা'র সালাতে কুনূত পাঠ পূর্ণরূপে রহিত হয়ে যাওয়া (অন্য কুনূত নয়) স্বীকৃত বিষয়। সুতরাং ফজরের সালাতেও অনুরূপ কুনূত পাঠ রহিত হয়ে যাওয়া প্রমাণিত হয়।

কুনূত সংক্রান্ত রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণিত এই সমস্ত হাদীসের প্রেক্ষাপট ও বিশ্লেষণ যখন আমরা সুস্পষ্টরূপে বর্ণনা করলাম এবং ফজরের সালাতে এখন কুনূত পাঠের অপরিহার্যতা প্রমাণিত হয়– এইরূপ কোন হাদীস পেলাম না, তাই আমরা এতে কুনূত পাঠের হুকুম দেই না; বরং পরিত্যাগ করার হুকুম দেই। প্রকৃতপক্ষে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এর কতক সাহাবী উক্ত কুনূত পাঠকে পরিপূর্ণরূপে অস্বীকার করেছেন। যেমন আলী ইব্‌ন মা'বাদ (র), হুসায়ন ইব্‌ন নাস্‌র (র) ও আলী ইব্‌ন শায়বা (র) ..... আবূ মালিক আল-আশজাঈ সা'দ ইব্‌ন তারিক (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন ঃ আমি

আমার পিতাকে বললাম ঃ আব্বু! আপনি তো রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আর আবূ বাকার (রা), উমার (রা), উস্‌মান (রা)-এর পিছনে সালাত আদায় করেছেন। এমনিভাবে কুফায় আলী (রা)-এর পিছনে প্রায় পাঁচ বছর সালাত আদায় করেছেন। বলুন তো তাঁরা কি ফজরের সালাতে কুনূত পাঠ করতেন ? তিনি বললেন, হে বৎস! (এই কুনূত পাঠ) বিদ'আত।

আবূ জা'ফর তাহাবী (র) বলেন ঃ আমরা ফজরের সালাতে কুনূত পাঠকে এই অর্থে বিদ'আত বলবো না যে, তা ছিলো না, পরে হয়েছে। বরং এই বিদ'আত তো পূর্বে ছিলো, তবে পরবর্তীতে রহিত হয়ে যায়। যা আমরা উভয় প্রকারের রিওয়ায়াতকে পূর্বে এই অধ্যায়ে বর্ণনা করে এসেছি।

যেহেতু রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে কুনূত পাঠ আমাদের নিকট প্রমাণিত হলো না, তাই আমরা সংশ্লিষ্ট ব্যাপারে তাঁর সাহাবীগণের বর্ণিত রিওয়ায়াতের দিকে মনোনিবেশ করি।

١٣٧٣– صَالِحُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الاَنْصَارِىُّ قَدْ حَدَّثَنَا قَالَ ثَنَا سَعِيْدُ بْنِ مَنْصُوْرٍ قَالَ ثَنَا هُشَيْمُ قَالَ اَنَا ابْنُ ابِىْ لَيْلٰى عَنْ عَطَاءِ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ صَلَّيْتُ خَلْفَ عُمَرَ صَلٰوةَ الْغَدَاةِ فَقَنَتَ فِيْهَا بَعْدَ الرُّكُوْعِ وَقَالَ فِى قُنُوْتِهِ : اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْتَعِيْنُكَ وَنَسْتَغْفِرُكَ وَنُثْنِىْ عَلَيْكَ الْخَيْرَ كُلَّه وَنَشْكُرُكَ وَلاَ نَكْفُرُكَ وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَّنْ يَفْجُرُكَ اَللّٰهُمَّ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَلَكَ نُصَلِّىْ وَنَسْجُدُ وَاِلَيْكَ نَسْعٰى وَنَحْفِدُ وَنَرْجُوْ رَحْمَتَكَ وَنَخْشٰى عَذَابَكَ اِنَّ عَذَابَكَ بِالْكُفَّارِ مُلْحِقٌ -

১৩৭৩. সালিহ্ ইব্‌ন আবদুর রহমান আল-আনসারী (র) ..... উবায়দ ইব্‌ন উমায়র (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি উমর (রা)-এর পিছনে ফজরের সালাত আদায় করেছি। তিনি তাতে রুকূ'র পরে কুনূত পাঠ করেছেন, এবং তিনি কুনূতে বলেছেন ঃ

اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْتَعِيْنُكَ وَنَسْتَغْفِرُكَ وَنُثْنِىْ عَلَيْكَ الْخَيْرَ كُلَّه وَنَشْكُرُكَ وَلاَ نَكْفُرُكَ وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَّنْ يَفْجُرُكَ اَللّٰهُمَّ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَلَكَ نُصَلِّىْ وَنَسْجُدُ وَاِلَيْكَ نَسْعٰى وَنَحْفِدُ وَنَرْجُوْ رَحْمَتَكَ وَنَخْشٰى عَذَابَكَ اِنَّ عَذَابَكَ بِالْكُفَّارِ مُلْحِقٌ -

হে আল্লাহ্! আমরা তোমার নিকট সাহায্য চাচ্ছি এবং তোমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি, তোমারই উত্তম প্রশংসা করছি এবং আমরা তোমার শোকর আদায় করছি, তোমার না শোকরী করছি না, যারা তোমার নাফরমানী করে তাদের আমরা পরিত্যাগ করে চলি। হে আল্লাহ্! আমরা একমাত্র তোমারই ইবাদাত করি, একমাত্র তোমারই জন্য সালাত আদায় করি, একমাত্র তোমাকেই সিজ্‌দা করি এবং একমাত্র তোমার আদেশ পালনের জন্য সর্বদা প্রস্তুত আছি। তোমার রহমতের আশা এবং তোমার আযাবের ভয় হৃদয়ে পোষণ করি। বস্তুত যদিও তোমার প্রকৃত শাস্তি শুধু কাফিরগণের উপরই হবে।

١٣٧٤- وَاِذَا صَالِحُ قَدْ حَدَّثَنَا قَالَ ثَنَا سَعِيْدُ قَالَ ثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ اَنَا حُصَيْنُ عَنْ ذَرٍّ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ الْهَمْدَانِيِّ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبْزَى الْخُزَاعِيْ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّهُ صَلَّى خَلْفَ عُمَرَ فَفَعَلَ مِثْلَ ذٰلِكَ الاَّ اَنَّه قَالَ وَنُثْنِيْ عَلَيْكَ وَلاَ نَكْفُرُكَ وَنَخْشٰى عَذَابَكَ الْجِدَّ-

১৩৭৪. সালিহ্ (র) ..... আবদুর রহমান ইব্‌ন আব্‌যা আল- খুযাঈ' (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি উমর (রা)-এর পিছনে সালাত আদায় করেছেন তিনি অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। কিন্তু এতে তিনি বলেছেন, "আমরা তোমার উত্তম প্রশংসা করছি এবং তোমার অকৃতজ্ঞ হব না, তোমার কঠিন শাস্তিকে ভয় করি।"

١٣٧٥- وَاِذَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَدْ حَدَّثَنَا قَالَ ثَنَا وَهَبُ بْنِ جَرِيْرَ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدَةِ بْنِ اَبِيْ لُبَابَةَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبْزٰى عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ عُمَرَ قَنَتَ فِيْ صَلٰوةِ الْغَدَاةِ قَبْلَ الرُّكُوْعِ بِالسُّوْرَتَيْنِ -

১৩৭৫. ইব্‌ন মারযূক (র) ..... আব্‌দুর রহমান ইব্‌ন আব্‌যা (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, উমর (রা) ফজরের সালাতে রুকূ'র পূর্বে দু'টি সূরা দিয়ে কুনূত পাঠ করেছেন।

١٣٧٦- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا وَهَبُ بْنُ جَرِيْرٍ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ مِقْسَمٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عُمَرَ اَنَّه كَانَ يَقْنُتُ فِيْ صَلٰوةِ الصُّبْحِ بِسُوْرَتَيْنِ اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْتَعِيْنُكَ وَاَللّٰهُمَّ اِيَّاكَ نَعْبُدُ -

১৩৭৬. আবূ বাকরা (র) ..... উমার (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি ফজরের সালাতে দু'টি সূরা দিয়ে কুনূত পাঠ করতেন ঃ একটি হচ্ছে- اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْتَعِيْنُكَ আর অপরটি হচ্ছে- اَللّٰهُمَّ اِيَّاكَ نَعْبُدُ

١٣٧٧- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَبِيْ رَافِعٍ قَالَ صَلَّيْتُ خَلْفَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ صَلٰوةَ الصُّبْحِ فَقَرَأَ بِالاَحْزَابِ فَسَمِعْتُ قُنُوْتَهُ وَاَنَا فِيْ اٰخِرِ الصُّفُوْفِ -

১৩৭৭. আবূ বাকরা (র) ..... আবূ রাফি' (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন ঃ আমি উমর ইব্‌নুল খাত্তাব (রা)-এর পিছনে ফজরের সালাত আদায় করেছি। তিনি সূরা আহ্‌যাব দিয়ে কিরা'আত করেছেন এবং আমি তাঁর কুনূত শ্রবণ করেছি, অথচ আমি শেষ কাতারে ছিলাম।

١٣٧٨- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا مُؤَمَّلٌ قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ ح وَحَدَّثَنَا فَهْدٌ قَالَ ثَنَا اَبُوْ نُعَيْمٍ قَالَ ثَنَا اِسْرَائِيْلُ كِلاَهُمَا عَنْ مُخَارِقٍ عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ قَالَ صَلَّيْتُ خَلْفَ عُمَرَ صَلٰوةَ الصُّبْحِ فَلَمَّا فَرَغَ مِنَ الْقِرَاءَةِ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ كَبَّرَ ثُمَّ قَنَتَ ثُمَّ كَبَّرَ فَرَكَعَ -

১৩৭৮. আবূ বাকরা (র) ..... তারিক ইব্ন শিহাব (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন ঃ আমি উমর (রা)-এর পিছনে ফজরের সালাত আদায় করেছি। তিনি যখন দ্বিতীয় রাক'আতের কিরা'আত শেষ করেন, তখন তাকবীর বলেন, তারপর কুনূত পাঠ করেন, তারপর তাকবীর বলে রুকূ' করেন।

١٣٧٩- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُخَارِقٍ فَذَكَرَ بِاِسْنَادِهِ مِثْلَهُ -

১৩৭৯. আবূ বাকরা (র) ..... মুখারিক (র)-এর সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

١٣٨٠- حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ ثَنَا سَعِيْدٌ قَالَ ثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ اَنَا بْنُ عَوْنٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيْرِيْنَ اَنَّ سَعِيْدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ ذُكِرَلَهُ قَوْلُ ابْنِ عُمَرَ بِالْقُنُوْتِ فَقَالَ اَمَّا اَنَّهُ قَدْ قَنَتَ مَعَ اَبِيْهِ وَلٰكِنَّهُ نَسِيَ -

১৩৮০. সালিহ্ ইব্ন আবদুর রহমান (র) ..... মুহাম্মদ ইব্ন সীরীন (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, সাঈদ ইব্নুল মুসাইয়্যাবের (র) নিকট কুনূত সম্পর্কে ইব্ন উমর (রা)-এর উক্তির উল্লেখ করা হলে তিনি বলেন ঃ অবশ্যই ইব্ন উমর (রা) নিজ পিতা উমর (রা)-এর সাথে কুনূত পাঠ করেছেন। কিন্তু তিনি তা ভুলে গিয়েছেন।

আবূ জা'ফর তাহাবী (র) বলেন ঃ উপরোল্লিখিত বর্ণনাগুলো উমর (রা) থেকে বর্ণিত। আবার তাঁর থেকে এগুলোর পরিপন্থী রিওয়ায়াতও বর্ণিত হয়েছে।

١٣٨١- حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا وَهَبٌ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْاَسْوَدِ اَنَّ عُمَرَ كَانَ لَايَقْنُتُ فِىْ صَلٰوةِ الصُّبْحِ -

১৩৮১. ইব্ন মারযূক (র) ..... আসওয়াদ (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, উমর (রা) ফজরের সালাতে কুনূত পাঠ করতেন না।

١٣٨٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ رَجَاءٍ قَالَ ثَنَا زَائِدَةُ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْاَسْوَدِ وَعَمْرِو بْنِ مَيْمُوْنَ قَالَا صَلَّيْنَا خَلْفَ عُمَرَ الْفَجْرَ فَلَمْ يَقْنُتْ -

১৩৮২. মুহাম্মদ ইব্ন খুযায়মা (র) ..... আস্ওয়াদ (র) ও আমর ইব্ন মায়মূন (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তাঁরা উভয়ে বলেছেন, আমরা উমর (রা)-এর পিছনে ফজরের সালাত আদায় করেছি, তিনি কুনূত পাঠ করেননি।

١٣٨٣- حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا عَبْدُ الْحَمِيْدِ بْنِ صَالِحٍ قَالَ ثَنَا اَبُوْ شِهَابٍ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ وَالْاَسْوَدِ وَمَسْرُوْقٍ اَنَّهُمْ قَالُوْا كُنَّا نُصَلِّىْ خَلْفَ عُمَرَ الْفَجْرَ فَلَمْ يَقْنُتْ -

১৩৮৩. ইব্ন আবূ দাঊদ (র) ..... আলকামা (র), আসওয়াদ (র) ও মাসরূক (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তাঁরা বলেছেন ঃ আমরা উমর (রা)-এর পিছনে ফজরের সালাত আদায় করেছি; তিনি কুনূত পাঠ করেননি।

١٣٨٤- حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِى دَاوُدَ قَالَ ثَنَا عَبْدُ الْحَمِيْدِ بْنِ صَالِحٍ قَالَ ثَنَا اَبُوْ شِهَابٍ بِاِسْنَادِهِ هٰذَا اَنَّهُمْ قَالُوْا كُنَّا نُصَلِّىْ خَلْفَ عُمَرَ نَحْفَظُ رُكُوْعَهُ وَسُجُوْدَهُ وَلاَ نَحْفَظُ قِيَامَ سَاعَةٍ يَعْنُوْنَ الْقُنُوْتَ -

১৩৮৪. ইব্ন আবূ দাঊদ (র) ..... আবূ শিহাব (র) সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, তাঁরা বলেছেন ঃ আমরা উমর (রা)-এর পিছনে সালাত আদায় করেছি, তাঁর রুকূ এবং সিজ্দার বিষয় আমাদের স্মৃতিতে সংরক্ষণ করেছি, কিন্তু মুহূর্তকালের কিয়াম অর্থাৎ কুনূতের কথা আমাদের স্মৃতিতে নেই।

١٣٨٥- حَدَّثَنَا فَهْدٌ قَالَ ثَنَا عَلِىُّ بْنُ مَبْعَدٍ قَالَ ثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ الاَسْوَدِ وَعَمْرِو بْنِ مَيْمُوْنٍ قَالاَ صَلَّيْنَا خَلْفَ عُمَرَ فَلَمْ يَقْنُتْ فِى الْفَجْرِ -

১৩৮৫. ফাহাদ (র) ..... আসওয়াদ (র) ও আমর ইব্ন মায়মূন (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তারা উভয়ে বলেছেন ঃ আমরা উমর (রা)-এর পিছনে সালাত আদায় করেছি, তিনি ফজরের সালাতে কুনূত পাঠ করেননি।

١٣٨٦- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُوْرٍ قَالَ سَمِعْتُ اِبْرَاهِيْمَ يُحَدِّثُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُوْنٍ نَحْوَهُ -

১৩৮৬. আবূ বাকরা (র) ..... মানসূর (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি ইব্রাহীম (র)-কে আমর ইব্ন মায়মূন (র) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করতে শুনেছি।

আবূ জা'ফর তাহাবী (র) বলেন ঃ এগুলো প্রথমে বর্ণিত হাদীসসমূহের পরিপন্থী। অতএব সম্ভাবনা থাকছে যে, তিনি (রা) উভয় বিষয়ে (কুনূত পাঠ করা না করা) সময়ভেদে আমল করেছেন। এ বিষয়ে আমরা পর্যবেক্ষণ ও অনুসন্ধান করে দেখছি, দেখা যায় ঃ

١٣٨٧- فَاِذَا يَزِيْدُ بْنِ سِنَانٍ قَدْ حَدَّثَنَا قَالَ ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ ثَنَا مَسْعَرُ بْنِ كِدَامٍ قَالَ حَدَّثَنِى عَبْدُ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهَبٍ قَالَ رُبَّمَاقَنَتَ عُمَرُ -

১৩৮৭. ইয়াযীদ ইব্ন সিনান (র) ..... যায়দ ইব্ন ওহাব (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেনঃ বস্তুত অনেক সময় উমর (রা) কুনূত পাঠ করেছেন।

সুতরাং যায়দ (র) তাই বর্ণনা করেছেন, যা আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি যে, তিনি অনেক সময় কুনূত পাঠ করেছেন। আবার অনেক সময় (উমর রা) কুনূত পাঠ করেননি। কি কারণে তিনি কুনূত পাঠ করেছেন, তার স্বরূপ উদ্ঘাটনের জন্য আমরা অনুসন্ধানী দৃষ্টি প্রসারিত করার ইচ্ছা পোষণ করেছি– আমরা দেখলাম ঃ

١٣٨٨- فَاذَا ابْنُ اَبِيْ عِمْرَانَ قَدْ حَدَّثَنَا قَالَ ثَنَا سَعِيْدُ بْنُ سُلَيْمنِ الْوَاسْطِيُّ عَنْ اَبِيْ شِهَابِ الْخَيَّاطِ عَنْ اَبِيْ حَنِيْفَةَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ الاَسْوَدِ قَالَ كَانَ عُمَرُ اِذَا حَارَبَ قَنَتَ وَاِذَا لَمْ يُحَارِبْ لَمْ يَقْنُتْ ـ

১৩৮৮. ইব্‌ন আবূ ইমরান (র) ..... আস্‌ওয়াদ (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন ঃ যখন উমর (রা) যুদ্ধবিগ্রহে ব্যস্ত থাকতেন তখন তিনি কুনূত পাঠ করতেন। পক্ষান্তরে যখন যুদ্ধ-বিগ্রহে ব্যস্ত থাকতেন না তখন কুনূত পাঠ করতেন না।

সুতরাং আসওয়াদ (র) সেই কারণ ও মর্মই বর্ণনা করেছেন, যা সামনে রেখে উমর (রা) কুনূত পাঠ করতেন অর্থাৎ, তিনি যখন যুদ্ধ-বিগ্রহে ব্যস্ত থাকতেন তখন শত্রুদের বিরুদ্ধে কুনূতের মাধ্যমে বদ্ দু'আ করতেন এবং তাদের বিরুদ্ধে আল্লাহ্ তা'আলার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করতেন। যেমনিভাবে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সাহাবীগণকে শহীদ করার কারণে কাফিরদের বিরুদ্ধে বদ্ দু'আ করেছিলেন। তারপর আল্লাহ্ তা'আলা নিম্নোক্ত আয়াত অবতীর্ণ করেন ঃ তিনি তাদের প্রতি ক্ষমাশীল হবেন অথবা তাদেরকে শাস্তি দিবেন– এই বিষয়ে তোমার করণীয় কিছুই নাই, কারণ তারা যালিম। (৩ ঃ ১২৮) আব্‌দুর রহমান ইব্‌ন আবূ বাকার (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এরপর আর কারো বিরুদ্ধে বদ্ দু'আ করেননি।

সুতরাং উপরোক্ত আয়াত আব্‌দুর রহমান (রা) ও আব্‌দুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা) এবং তাঁদের মত পোষণকারীদের নিকট সালাতের মধ্যে কারো বিরুদ্ধে বদ্ দু'আ করা রহিত করে দিয়েছে। পক্ষান্তরে উমর (রা)-এর নিকট যুদ্ধ-বিগ্রহের সময় কুনূতের মাধ্যমে কাফিরদের বিরুদ্ধে বদ 'দুআ করাকে উক্ত আয়াত রহিত করেনি। তবে তাঁর নিকট উক্ত আয়াত সাধারণ অবস্থায়, যুদ্ধ-বিগ্রহ না থাকাকালীন পরিস্থিতিতে কাফিরদের বিরুদ্ধে কুনূতের মাধ্যমে বদ্ দু'আ করা রহিত করে দিয়েছে। বস্তুত এর দ্বারা তাদের উক্তির অসারতা প্রমাণিত হয়ে গেল, যারা ফজরের সালাতে সর্বদা কুনূত পাঠের মত ব্যক্ত করেন। এই অধ্যায়ে উমর (রা) থেকে বর্ণিত হাদীসসমূহের এটাই হচ্ছে সঠিক বিশ্লেষণ। সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আলী (রা) থেকে বর্ণিত হাদীস হলো নিম্নরূপ ঃ

١٣٨٩- وَاَمَّا عَلِيُّ بْنُ اَبِيْ طَالِبٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ فَرُوِيَ عَنْهُ فِيْ ذٰلِكَ ـ مَا قَدْ حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمنِ قَالَ ثَنَا سَعِيْدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ ثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ اَبِيْ عَبْدِ الرَّحْمنِ عَنْ عَلِيٍّ اَنَّهُ كَانَ يَقْنُتُ فِيْ صَلوةِ الصُّبْحِ قَبْلَ الرُّكُوْعِ ـ

১৩৮৯. সালিহ্ ইব্‌ন আব্‌দুর রহমান (র) ..... আলী (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি ফজরের সালাতে রুকূ'র পূর্বে কুনূত পাঠ করতেন।

١٣٩٠- حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنِ عَبْدِ الْوَارِثِ وَاَبُوْ دَاوُدَ قَالاَ ثَنَا شُعْبَةُ ح وَحَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ ثَنَا اَبُوْ نُعَيْمٍ قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ كِلاَهُمَا عَنْ اَبِيْ

حَصِيْنٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَعْقِلٍ فِيْ حَدِيْثِ سُفْيَانَ قَالَ كَانَ عَلِيٌّ وَاَبُوْ مُوْسٰى يَقْنُتَانِ فِيْ صَلٰوةِ الْغَدَاةِ وَفِيْ حَدِيْثِ شُعْبَةَ قَنَتَ بِنَا عَلِيٌّ وَاَبُوْمُوْسٰى ـ

১৩৯০. ইব্‌ন মারযূক (র) ..... শু'বা (র), হুসাইন ইব্‌ন নাসর (র), আব্‌দুল্লাহ্ ইব্‌ন মা'কাল (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, (সুফয়ানের বর্ণনা মতে) আলী (রা) ও আবূ মূসা (রা) উভয়ে ফজরের সালাতে কুনূত পাঠ করতেন। আর শু'বা (র)-এর বর্ণনা মতে আলী (রা) ও আবূ মূসা (রা) আমাদেরকে নিয়ে কুনূত পাঠ করতেন।

١٣٩١- وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ الْحَسَنِ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ مَعْقِلٍ يَقُوْلُ صَلَّيْتُ خَلْفَ عَلِيٍّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَلصُّبْحَ فَقَنَتَ ـ

১৩৯১. আবূ বাকরা (র) ..... ইব্‌ন মা'কাল (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন ঃ আমি আলী (রা)-এর পিছনে ফজরের সালাত আদায় করেছি, তিনি কুনূত পাঠ করেছেন।

আবূ জা'ফর তাহাবী (র) বলেন ঃ এটা সম্ভব যে, আলী (রা) ফজরের সালাতে কুনূত পাঠকে সর্বদা বৈধ মনে করতেন। আবার এ সম্ভাবনাও রয়েছে যে, তিনি বিশেষ সময়ে সেই কারণে কুনূত পাঠ করতেন, যে কারণে উমর (রা) তা পাঠ করতেন। তারপর আমরা অনুসন্ধানী দৃষ্টি দিয়ে দেখলাম–

١٣٩٢- فَاِذَا رَوْحُ بْنُ الْفَرَجِ قَدْ حَدَّثَنَا قَالَ ثَنَا يُوْسُفُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ ثَنَا اَبُوْ الاَحْوَصِ عَنْ مُغِيْرَةَ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ كَانَ عَبْدُ اللّٰهِ لاَيَقْنُتُ فِى الْفَجْرِ وَاَوَّلُ مَنْ قَنَتَ فِيْهَا عَلِيٌّ وَكَانُوْا يَرَوْنَ اَنَّهُ اِنَّمَا فَعَلَ ذٰلِكَ لاَنَّهُ كَانَ مُحَارِبًا ـ

১৩৯২. রাওহ ইবনুল ফারাজ (র) ..... ইব্‌রাহীম (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলছেন ঃ ফজরের সালাতে আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসঊদ (রা) কুনূত পাঠ করতেন না। ফজরে সর্ব প্রথম কুনূত পাঠ করেছেন আলী (রা) এবং লোকজনের ধারণা যে, তিনি যুদ্ধরত হওয়ার কারণে তা করেছেন।

١٣٩٣- حَدَّثَنَا فَهْدٌ قَالَ ثَنَا مُحْرِزُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ ثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ مُغِيْرَةَ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اِنَّمَا كَانَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ يَقْنُتُ فِيْهَا هٰهُنَا لاَنَّهُ كَانَ مُحَارِبًا فَكَانَ يَدْعُوْ عَلٰى اَعْدَائِهِ فِى الْقُنُوْتِ فِى الْفَجْرِ وَالْمَغْرِبِ ـ

১৩৯৩. ফাহাদ (র) ..... ইব্‌রাহীম (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন ঃ আলী (রা) ফজরের সালাতে এ স্থানে কুনূত পাঠ করেছেন। যেহেতু তিনি যুদ্ধরত ছিলেন। তিনি ফজর ও মাগরিবের সালাতে কুনূতের মাধ্যমে শত্রুদের বিরুদ্ধে বদ্ দু'আ করতেন।

আমাদের উল্লিখিত বর্ণনার দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে যে, কুনূত পাঠ সম্পর্কে আলী (রা)-এর অভিমত অনুরূপ, যা আমরা পূর্বে বর্ণনা করে এসেছি। আলী (রা) ফজরের সালাতেই কুনূত পাঠ সীমাবদ্ধ রাখতেন না। যেহেতু ইব্‌রাহীম (র)-এর বর্ণনা মতে তিনি কখনো কখনো মাগরিবের সালাতেও কুনূত পাঠ করতেন ঃ

١٣٩٤- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ عَنْ شُعْبَةَ قَالَ اَخْبَرَنِى حُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمنِ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمنِ بْنَ مَعْقِلٍ يَقُوْلُ صَلَّيْتُ خَلْفَ عَلِىٍّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ الْمَغْرِبَ فَقَنَتَ وَدَعَا-

১৩৯৪. আবূ বাকরা (র) ..... আব্দুর রহমান ইব্ন মা'কাল (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন ঃ আমি আলী (রা)-এর পিছনে মাগরিবের সালাত আদায় করেছি, তিনি কুনূত পাঠ এবং দু'আ করেছেন।

বস্তুত সকল আলিম এ ব্যাপারে একমত যে, যুদ্ধরত না থাকা অবস্থায় মাগরিবের সালাতে কুনূত পাঠ করা হয় না। আর আলী (রা) যুদ্ধরত থাকার কারণে তাতে কুনূত পাঠ করেছেন। অতএব আমাদের মতে ফজরের সালাতেও তাঁর কুনূত পাঠ ছিল অনুরূপ।

কুনূত পাঠ সম্পর্কে ইব্ন আব্বাস (রা) থেকেও হাদীস বর্ণনা করা হয়েছে ঃ

١٣٩٥- حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ شَيْبَةَ قَالَ ثَنَا قَبِيْصَةُ بْنُ عُقْبَةَ قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَوْفٍ عَنْ اَبِىْ رَجَاءٍ عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَهُ الْفَجْرَ فَقَنَتَ قَبْلَ الرَّكْعَةِ -

১৩৯৫. আলী ইব্ন শায়বা (র) ..... আবূ রাজা (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন ঃ আমি ইব্ন আব্বাস (রা)-এর সাথে ফজরের সালাত আদায় করেছি, তিনি রুকূ'র পূর্বে কুনূত পাঠ করেছেন।

١٣٩٦- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ عَاصِمٍ قَالَ ثَنَا عَوْفُ فَذَكَرَ بِاِسْنَادِهِ مِثْلَهُ وَزَادَ قَالَ هٰذِهِ الصَّلٰوةُ الْوُسْطٰى -

১৩৯৬. আবূ বাকরা (র) ..... আউফ (র)-এর সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন এবং এই রিওয়ায়াতে তিনি অতিরিক্ত এটাও বলেন ঃ ইব্ন আব্বাস (রা) বলেছেন, এটাই হলো 'সালাতে উস্‌তা'।

বস্তুত এখানেও কুনূত সম্পর্কে ইব্ন আব্বাস (রা)-এর ব্যাপারে তা প্রযোজ্য যা আলী (রা)-এর ব্যাপারে প্রযোজ্য।

আমরা অনুসন্ধানী দৃষ্টি দিয়ে দেখি তাঁর থেকে এর পরিপন্থী কোন বর্ণনা আছে কিনা। দেখা যায় ঃ

١٣٩٧- فَاِذَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَدْ حَدَّثَنَا قَالَ ثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ اِسْمٰعِيْلَ قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِىُّ- عَنْ وَاقِدٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ صَلَّيْتُ خَلْفَ اِبْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ وَاِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ فَكَانَ لَايَقْنُتَانِ فِى صَلٰوةِ الصُّبْحِ -

১৩৯৭. আবূ বাকরা (র) ..... সাঈদ ইব্ন জুবায়র (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন ঃ আমি ইব্ন উমর (রা) ও ইব্ন আব্বাস (রা)-এর পিছনে সালাত আদায় করেছি, তাঁরা ফজরের সালাতে কুনূত পাঠ করতেন না।

١٣٩٨– حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنِ رَجَاءٍ قَالَ اَنَا زَائِدَةُ عَنْ مَنْصُوْرٍ قَالَ ثَنَا مُجَاهِدُ اَوْ سَعِيْدُ بْنُ جُبَيْرٍ اَنَّ اِبْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ كَانَ لاَيَقْنُتُ فِيْ صَلٰوةِ الْفَجْرِ ـ

১৩৯৮. মুহাম্মদ ইব্‌ন খুযায়মা (র) ..... মুজাহিদ (র) অথবা সাঈদ ইব্‌ন জুবায়র (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রা) ফজরের সালাতে কুনূত পাঠ করতেন না।

١٣٩٩– حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ ثَنَا سَعِيْدُ قَالَ ثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ اَنَا حُصَيْنُ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حَارِثِ السُّلَمِيِّ قَالَ صَلَّيْتُ خَلْفَ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ فِيْ دَارِهِ الصُّبْحَ فَلَمْ يَقْنُتْ قَبْلَ الرُّكُوْعِ وَلاَ بَعْدَهُ ـ

১৩৯৯. সালিহ্ ইব্‌ন আব্‌দুর রহমান (র) ..... ইমরান ইব্‌ন হারিস আস-সুলামী (র) থেকে বর্ণনা করেন যে তিনি বলেছেন ঃ আমি ইব্‌ন আব্বাস (রা)-এর গৃহে ফজরের সালাত আদায় করেছি, তিনি রুকূ'র পূর্বে এবং পরে কুনূত পাঠ করেননি।

١٤٠٠– حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ حُصَيْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ اَنَا عِمْرَانُ بْنُ الْحَارِثِ السُّلَمِيِّ قَالَ صَلَّيْتُ خَلْفَ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَلصُّبْحَ فَلَمْ يَقْنُتْ ـ

১৪০০. আবূ বাকরা (র) ..... ইমরান ইব্‌ন হারিস আস-সুলামী (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন ঃ আমি ইব্‌ন আব্বাস (রা)-এর পিছনে ফজরের সালাত আদায় করেছি, তিনি কুনূত পাঠ করেননি।

আবূ জা'ফর (তাহাবী র) বলেন ঃ ইব্‌ন আব্বাস (রা) -এর থেকে কুনূত বর্ণনাকারীদের মধ্যে একজন হচ্ছেন আবূ রাজা (র)। আর তিনি তখন বর্ণনা করেছেন যখন ইব্‌ন আব্বাস (রা) আলী (রা)-এর পক্ষ থেকে বসরার গভর্ণর হিসাবে নিয়োজিত ছিলেন। (তাই গভর্ণর নিযুক্ত অবস্থায় শত্রুদের বিরুদ্ধে কুনূত পাঠ করতেন)। তাঁর থেকে এর পরিপন্থী বর্ণনাকারী অপরজন হচ্ছেন, সাঈদ ইব্‌ন জুবায়র (র)। আর তাঁর সাথে সাঈদ (র)-এর সালাত আদায় ছিলো মক্কাতে, যখন তিনি আলী (রা)-এর মক্কাতে চলে এসেছিলেন। অতএব সংশ্লিষ্ট বিষয়ে তার অভিমত ছিলো উমর (রা) ও আলী (রা)-এর সাথে অভিমতের অনুরূপ।

বস্তুত ফজরের সালাতে কুনূত পাঠ সংক্রান্ত সেই সমস্ত হাদীস, যা আমরা তাঁদের থেকে বর্ণনা করেছি, সেগুলো ছিল বিশেষ কারণে অর্থাৎ যুদ্ধরত থাকার কারণে যা আমরা পূর্বেই বর্ণনা করেছি। সে জন্য ফজর এবং অপরাপর সালাতে তাঁরা কুনূত পাঠ করেছেন। পক্ষান্তরে উক্ত অনিবার্য কারণ না থাকা অবস্থায় তারা তা পাঠ পরিত্যাগ করেছেন।

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর অপরাপর সাহাবী থেকেও সারা বছর কুনূত পাঠ পরিত্যাগ করার রিওয়ায়াত আমরা পূর্বেই বর্ণনা করেছি। এর মধ্যে উল্লেখ্য ঃ

١٤٠١- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا مُؤَمَّلٌ قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ اَبِىْ اِسْحٰقَ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ كَانَ عَبْدُ اللّٰهِ لاَيَقْنُتُ فِىْ صَلٰوةِ الصُّبْحِ -

১৪০১. আবূ বাকরা (র) ..... আলকামা (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন ঃ আব্দুল্লাহ্ ইব্ন মাসঊদ (রা) ফজরের সালাতে কুনূত পাঠ করতেন না।

١٤٠٢- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا الْمَسْعُوْدِىُّ قَالَ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنِ الاَسْوَدِ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ كَانَ ابْنُ مَسْعُوْدٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ لاَيَقْنُتُ فِىْ شَىْءٍ مِّنَ الصَّلَوَاتِ اِلاَّ الْوِتْرَ فَاِنَّهُ كَانَ يَقْنُتُ قَبْلَ الرَّكْعَةِ -

১৪০২. আবূ বাকরা (র) ..... আস্ওয়াদ (রা) বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন ঃ ইব্ন মাসঊদ (রা) বিতর ব্যতীত কোন সালাতে কুনূত পাঠ করতেন না। তিনি তাতে রুকূ'র পূর্বে কুনূত পাঠ করতেন।

١٤٠٣- حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا اَبُوْ عَامِرٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ اَبِىْ اِسْحٰقَ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ كَانَ عَبْدُ اللّٰهِ لاَيَقْنُتُ فِىْ صَلٰوةِ الصُّبْحِ -

১৪০৩. ইব্ন মারযূক (র) ..... আলকামা (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন ঃ আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসঊদ (রা) ফজরের সালাতে কুনূত পাঠ করতেন না।

١٤٠٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ رَجَاءٍ قَالَ اَنَا الْمَسْعُوْدِىُّ فَذَكَرَ مِثْلَ حَدِيْثِ اَبِىْ بَكْرَةَ عَنْ اَبِىْ دَاوُدَ عَنِ الْمَسْعُوْدِىِّ بِاِسْنَادِهِ -

১৪০৪. মুহাম্মদ ইব্ন খুযায়মা (র) ..... মাসঊদ (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি উপরোক্ত সনদে আবূ বাকরা (র)..... আবূ দাঊদ (র) ..... আলমা সঊদী (র)-এর হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

١٤٠٥- حَدَّثَنَا فَهْدُ قَالَ ثَنَا الْحِمَّانِىُّ قَالَ ثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ عَنْ فُضَيْلِ بْنِ غَزْوَانَ عَنِ الْحَارِثِ الْعَكْلِىِّ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ قَيْسٍ قَالَ لَقِيْتُ اَبَا الدَّرْدَاءِ بِالشَّامِ فَسَاَلْتُهُ عَنِ الْقُنُوْتِ فَلَمْ يَعْرِفْهُ -

১৪০৫. ফাহাদ (র) ..... আলকামা ইব্ন কায়স (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন ঃ আমি সিরিয়াতে আবূদ্দারদা (রা)-এর সাথে সাক্ষাত করে তাঁকে কুনূত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করি, তিনি এ ব্যাপারে তাঁর অজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

١٤٠٦- حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَنَّ مَالِكًا حَدَّثَهُ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا الْقَعْنَبِىُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّهُ كَانَ لاَيَقْنُتُ فِىْ شَىْءٍ مِّنَ الصَّلَوَاتِ -

১৪০৬. ইউনুস (র) ..... মালিক (র), ইব্ন মারযূক (র) ..... ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি কোন সালাতে কুনূত পাঠ করতেন না।

١٤٠٧- حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِى دَاوُدَ قَالَ ثَنَا ابْنُ اَبِى مَرْيَمَ قَالَ اَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ الطَّائِفِىُّ قَالَ حَدَّثَنِى عَمْرُو بْنُ دِيْنَارٍ قَالَ كَانَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنِ الزُّبَيْرِ يُصَلِّى بِنَا الصُّبْحَ بِمَكَّةَ فَلَا يَقْنُتُ ـ

১৪০৭. ইব্ন আবূ দাঊদ (র) ..... আম্র ইব্ন দীনার (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন ঃ আব্দুল্লাহ্ ইব্ন যুবায়র (রা) আমাদেরকে নিয়ে মক্কাতে ফজরের সালাত আদায় করতেন, তিনি কুনূত পাঠ করতেন না।

আবূ জা'ফর (তাহাবী) বলেন ঃ এই আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসঊদ (রা) আজীবন কুনূত পাঠ করতেন না। অথচ তাঁর যুগে সমস্ত মুসলমান এরূপ ছিলেন যে, উমর (রা)-এর খিলাফতের পূর্ণ সময়কালে অথবা অধিকাংশ সময়কালে শত্রুর বিরুদ্ধে সামরিক অভিযানে ব্যস্ত ছিলেন। (তিনি তাদেরই একজন ছিলেন) এতদসত্ত্বেও তিনি কুনূত পাঠ করতেন না। এবং এই আবূদ্দারদা (রা) কুনূতকে অস্বীকার করতেন। আর ইব্ন যুবায়র (রা) কুনূত পড়তেন না। অথচ তিনি তখন রণ-অভিযানে ব্যস্ত ছিলেন। যেহেতু শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকাকাল ব্যতীত তিনি লোকদের ইমামতি করেছেন কিনা তা আমাদের জানা নেই।

বস্তুত উল্লিখিত সকলেই উমর ইব্নুল খাত্তাব (রা), আলী ইব্ন আবূ তালিব (রা) ও আব্দুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস (রা)-এর বিরোধিতা করেছেন। তাঁরা যুদ্ধাভিযান অবস্থায় কুনূত আছে বলে মত ব্যক্ত করেছেন। যুদ্ধ বিগ্রহ না থাকাকালীন পরিস্থিতিতে কুনূত পাঠ না করা তাদেরও অভিমত।

তাহাবী (র)-এর যুক্তিভিত্তিক দলীল

যখন আলিমগণ কুনূত সম্পর্কে মতবিরোধ করেছেন, অতএব অনুসন্ধানী দৃষ্টিকোণ থেকে এর বিশ্লেষণ অপরিহার্য। যাতে আমরা সঠিক মর্ম উদ্ধার করতে সক্ষম হই।

আবূ হুরায়রা (রা)-এর রিওয়ায়াত ব্যতীত অপরাপর সাহাবী থেকে আমরা বর্ণনা করেছি যে, তারা যুদ্ধাভিযান অবস্থায় সালাতগুলো থেকে ফজর ও মাগরিবের সালাতে কুনূত পাঠ করেছেন। আবূ হুরায়রা (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি ইশা'র সালাতে কুনূত পাঠ করতেন। বস্তুত মাগরিব অথবা ইশা'র সালাত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

তাঁদের কারো থেকে এই ব্যাপারে আমাদের জানা নেই যে, তিনি যুদ্ধরত অথবা যুদ্ধবিহীন কোন অবস্থায় যুহর ও আসর- এর সালাতে কুনূত পাঠ করেছেন।

অতএব যখন এই দুই সালাতে যুদ্ধবিহীন কোন অবস্থায় কুনূত পাঠ নেই এবং ফজর, মাগরিব ও ইশা'র সালাতে ও যুদ্ধভিযান বিহীন অবস্থায় কুনূত পাঠ নেই। তাই প্রমাণিত হলো, এই সমস্ত সালাতে যুদ্ধাভিযান অবস্থায়ও কুনূত পাঠ নেই। আমরা অনুসন্ধান করে দেখেছি পূর্ণ বছর বিতর সালাতে দু'আ কুনূত পাঠ করা অধিকাংশ ফকীহের মাযহাব। পক্ষান্তরে তাঁদের এক দলের মাযহাব হচ্ছে, রামাদানের পনের তারিখ রাত্রে বিশেষ করে দু'আ কুনূত পাঠ করা। অতএব সমস্ত ফকীহ্গণ

যুদ্ধাভিযান অথবা অন্য কোন বিশেষ পরিস্থিতি ব্যতীত শুধুমাত্র সালাত হিসেবে বিতর-এর সালাতে কুনূত পাঠ করেন।

যখন বিতর ব্যতীত অপরাপর সালাতে একমাত্র 'সালাত হওয়ার' কারণে অন্য কোন কারণ ব্যতীত কুনূত পাঠ করা ওয়াজিব হওয়া খণ্ডন হয়ে গেল, তাহলে বিতর সালাত ব্যতীত অন্য কোন কারণে কুনূত পাঠ করা ওয়াজিব হওয়া খণ্ডন হয়ে গেল। (অর্থাৎ বিতর সালাতে সালাত হওয়ার কারণে কুনূত পড়া হয়, যুদ্ধাভিযানের কারণে নয়)।

আমাদের উল্লিখিত বর্ণনার দ্বারা প্রমাণিত হলো; যুদ্ধ অবস্থায় এবং যুদ্ধবিহীন অবস্থায় ফজরের সালাতে কুনূত পাঠ করা যুক্তি ও অনুসন্ধানের নিরিখে সমান নয়। যা আমরা উল্লেখ করে এসেছি। আর এটাই আবূ হানীফা (র), আবূ ইউসুফ (র) ও মুহাম্মদ (র)-এর উক্তি ও মাযহাব।

٢٦ـ بَابُ مَا يَبْدَأُ بِوَضْعِهِ فِي السُّجُوْدِ اَلْيَدَيْنِ اَوِالرُّكْبَتَيْنِ

২৬. অনুচ্ছেদ ঃ সিজ্‌দায় যেতে প্রথমে উভয় হাত না উভয় হাঁটু রাখবে

١٤٠٨– حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُغِيْرَةِ الْكُوْفِيُّ قَالَ ثَنَا اَصْبَغُ بْنُ الْفَرْجِ قَالَ ثَنَا الدَّرَاوَرْدِيُّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ اِبْنِ عُمَرَ اَنَّهُ كَانَ اِذَا سَجَدَ بَدَأَ بِوَضْعِ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ وَكَانَ يَقُوْلُ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَصْنَعُ ذٰلِكَ ـ

১৪০৮. আলী ইব্‌ন আবদুর রহমান (র) ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি সিজ্‌দায় যাওয়ার সময় উভয় হাঁটুর পূর্বে উভয় হাত রাখতেন। আর বলতেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এরূপ করতেন।

١٤٠٩– حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِيْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا سَعِيْدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ وَاَصْبَغُ بْنُ الْفَرْجِ قَالَ ثَنَا الدَّرَاوَرْدِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ اَبِي الزِّنَادِ عَنِ الاَعْرَجِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِثْلَهُ ـ

১৪০৯. ইব্‌ন আবূ দাউদ (র) আবূ হুরায়রা (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

١٤١٠– حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمنِ قَالَ ثَنَا سَعِيْدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ اَبِي الزِّنَادِ عَنِ الاَعْرَجِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا سَجَدَ اَحَدُكُمْ فَلاَ يَبْرُكُ كَمَا يَبْرُكُ الْبَعِيْرُ وَلٰكِنْ يَضَعُ يَدَيْهِ ثُمَّ رُكْبَتَيْهِ ـ

১৪১০. সালিহ্ ইব্‌ন আবদুর রহমান (র) আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ যখন সিজ্‌দা করবে তখন যেন উটের ন্যায় না বসে। বরং (প্রথমে) উভয় হাত রাখবে, তারপর উভয় হাঁটু।

এক সম্প্রদায় সংশয় প্রকাশ করে বলে যে, (হাদীসে ব্যক্ত) এ কথাটি অসম্ভব, যেহেতু রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, উটের ন্যায় বসবে না। আর উট নিজের উভয় হাতের উপরে বসে। তারপর বলেছেন, বরং উভয় হাঁটুর পূর্বে উভয় হাত রাখবে। বস্তুত এখানে উটের অনুরূপ করার জন্য নির্দেশ দেয়া হয়েছে। পক্ষান্তরে হাদীসের প্রথম অংশে উটের অনুরূপ করার ব্যাপারে নিষেধ করা হয়েছে।

হাদীসের বক্তব্যটির বিশুদ্ধতা, বাস্তবতা প্রমাণ ও এর অসম্ভাব্যতা খণ্ডনের ব্যাপারে সংশয়কারীদের বিরুদ্ধে দলীল হচ্ছে যে, উটের উভয় হাঁটু তার উভয় হাতে বিদ্যমান। অপরাপর জন্তুর অবস্থাও তাই অনুরূপ। পক্ষান্তরে মানুষ এরূপ নয়। (অতএব হাদীসের অর্থ হচ্ছে) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, তোমরা (সিজদায় যাওয়ার সময়) উভয় হাঁটুর উপর বসবে না, যা উভয় পায়ে বিদ্যমান। যেমনিভাবে উট নিজের উভয় হাঁটুর উপর বসে, যা তার উভয় হাতে বিদ্যমান। বরং প্রথমত উভয় হাত রাখবে, যাতে উভয় হাঁটু বিদ্যমান নেই। তারপর উভয় হাঁটু রাখবে, উট যা করে সেইরূপ নয়।

একদল আলিম বলেছেন যে, সিজ্দায় যেতে উভয় হাঁটুর পূর্বে উভয় হাত রাখবে। তাঁরা বর্ণিত হাদীসগুলো দ্বারা দলীল পেশ করেন। পক্ষান্তরে অপর একদল আলিম এ ব্যাপারে তাদের বিরোধিতা করে বলেছেন ঃ বরং উভয় হাতের পূর্বে নিজের উভয় হাঁটু রাখবে। আর তাঁরা এ ব্যাপারে নিম্নোক্ত হাদীসগুলো দ্বারা দলীল পেশ করেন ঃ

١٤١١- حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا يُوْسُفُ بْنُ عَدِىٍّ قَالَ ابْنُ فُضَيْلٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ جَدِّهٖ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ اِذَا سَجَدَ بَدَأَ بِرُكْبَتَيْهِ قَبْلَ يَدَيْهِ -

১৪১১. ইব্ন আবূ দাঊদ (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন সিজ্দা করতেন তখন নিজের উভয় হাতের পূর্বে উভয় হাঁটু রাখতেন।

١٤١٢- حَدَّثَنَا رَبِيْعُ الْمُؤَذِّنُ قَالَ ثَنَا اَسَدُ بْنُ مُوْسٰى قَالَ ثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ جَدِّهٖ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ اِذَا سَجَدَ اَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ بِرُكْبَتَيْهِ قَبْلَ يَدَيْهِ وَلَا يَبْرُكُ بُرُوْكَ الْفَحْلِ -

১৪১২. রবি'উল মু'আয্যিন (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, তোমাদের কেউ যখন সিজ্দা করবে সে যেন নিজের হাতের পূর্বে হাঁটু দিয়ে আরম্ভ করে। এবং উটের ন্যায় বসবে না।

বস্তুত এ হাদীসটি আবূ হুরায়রা (রা) থেকে আরাজ (র) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসের পরিপন্থী আর এ হাদীসের অর্থ হচ্ছে, নিজের উভয় হাতের উপর বসবে না, যেমনিভাবে উট নিজের উভয় হাতের উপর বসে থাকে।

١٤١٣- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ اَبِىْ عِمْرَانَ قَالَ ثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اَبِىْ اِسْرَائِيْلَ قَالَ اَنَا يَزِيْدُ بْنُ هٰرُوْنَ قَالَ اَنَا شَرِيْكٌ عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ الْجَرْمِىِّ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا سَجَدَ بَدَأَ بِوَضْعِ رُكْبَتَيْهِ قَبْلَ يَدَيْهِ -

১৪১৩. আহ্মদ ইব্ন আবূ ইম্রান (র) ওয়াইল ইব্ন হুজ্র (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন সিজ্দা করতেন তখন নিজের উভয় হাত রাখার পূর্বে উভয় হাঁটু রাখতেন।

١٤١٤– حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ عُمَرَ اَلْحَوْضِىْ قَالَ ثَنَا هُمَامٌ قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِىْ عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ مِثْلَه وَلَمْ يَذْكُرْ وَائِلاً كَذَا قَالَ ابْنُ اَبِىْ دَاوُدَ مَنْ حَفَظَه سُفْيَانُ الثَّوْرِىْ وَقَدْ غَلَطَ وَالصَّوَابُ شَقِيْقُ وَهُوَ اَبُوْ لَيْثٍ كَذَالِكَ ـ

১৪১৪. ইব্ন আবূ দাঊদ (র) ..... কুলাইব (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে তিনি ওয়ায়িল-এর উল্লেখ করেন নাই। অনুরূপভাবে ইব্ন আবূ দাঊদ (র) স্বীয় স্মৃতি থেকে 'সুফয়ান সাওরী' (র) বলেছেন, এতে তিনি ভুল করেছেন, সঠিক হচ্ছে, শাকীক আর তিনি-ই হচ্ছেন আবূ লায়স।

١٤١٥– حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ سِنَانٍ مِنْ كِتَابِهِ قَالَ ثَنَا حَبَّانُ بْنُ هِلاَلٍ قَالَ ثَنَا هُمَامٌ عَنْ شَقِيْقٍ اَبِىْ لَيْثٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ وَشَقِيْقٌ اَبُوْ لَيْثٍ هٰذَا فَلاَ يُعْرَفُ ـ

১৪১৫. ইয়াযিদ ইব্ন সিনান (র) নিজ গ্রন্থ থেকে ..... কুলাইব (রা) সূত্রে বর্ণনা করেছেন। এ-ই শাকীক আবূ লায়স একজন অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তি।

বস্তুত সিজ্দায় যেতে সর্বপ্রথম কোন অঙ্গ স্থাপন করবে, এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে আপাত দৃষ্টিতে পরস্পর বিরোধী রিওয়ায়াত বর্ণিত হয়েছে। তাই আমরা এ বিষয়ে পর্যবেক্ষণমূলক দৃষ্টি দেই। আর হাদীসগুলোর সঠিক মর্ম নির্ধারণের পন্থা হলো এই যে, ওয়াইল (রা) কর্তৃক বর্ণিত হাদীস পরস্পর বিরোধী নয়। বরং আবূ হুরায়রা (রা) কর্তৃক বর্ণিত হাদীস হচ্ছে পরস্পর বিরোধী।

অতএব আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত হাদীস যা অপরাপর রিওয়ায়াতগুলোর সাথে সাংঘর্ষিক হবে সেটি দলীলরূপে গৃহীত না হওয়া-ই স্বাভাবিক। আর ওয়াইল (রা)-এর বর্ণিত হাদীসটি দলীল হিসাবে প্রমাণিত। এ-টিই হচ্ছে হাদীসের সঠিক মর্ম-নির্ধারণের পন্থা।

ইমাম তাহাবী (র)-এর যুক্তিভিত্তিক দলীল

বস্তুত অনুসন্ধানী দৃষ্টিকোণ থেকে পূর্বোক্ত ব্যাখ্যার কারণ হচ্ছে এই যে, আমাদেরকে যে সমস্ত অঙ্গ দ্বারা সিজ্দা করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে সে-গুলো হচ্ছে সাতটি। এ বিষয়ে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বহু হাদীস বর্ণিত হয়েছে। এ বিষয়ে একটি হাদীস নিম্নরূপ ঃ

١٤١٦– حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ اَبِى الْوَزِيْرِ قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ جَعْفَرَ عَنْ اِسْمٰعِيْلَ بْنَ مُحَمَّدٍ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ اُمِرُ الْعَبْدُ اَنْ يَسْجُدَ عَلٰى سَبْعَةِ اَرَابٍ وَجْهِهٖ وَكَفَّيْهِ وَرُكْبَتَيْهِ وَقَدَمَيْهِ اَيُّهَا لَمْ يَقَعْ فَقَدِ انْتَقَصَ ـ

১৪১৬. আবূ বাকরা (র) ..... সা'দ (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন ঃ বান্দাকে সাতটি অঙ্গে সিজ্‌দা দেয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে, মুখমণ্ডল, দু'হাত, দু'হাঁটু ও দু'পা-এর যে কোন একটি। সিজ্‌দায় পতিত না হলে সালাত ত্রুটিপূর্ণ হবে।

١٤١٧- حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا اَبُوْ عَامِرٍ قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ جَعْفَرَ عَنْ اِسْمٰعِيْلَ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ اِذَا سَجَدَ الْعَبْدُ سَجَدَ عَلٰى سَبْعَةِ اٰرَابٍ ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ ـ

১৪১৭. ইব্‌ন মারযূক (র) ..... সা'দ (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন ঃ বান্দা যখন সিজ্‌দা করে সে সাতটি অঙ্গে সিজ্‌দা করে। তারপর পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

١٤١٨- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ وَفَهْدُ قَالاَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنِ صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنِى اللَّيْثُ ح وَحَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنِ يُوْسُفَ قَالَ ثَنَا اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِىْ اِبْنُ الْهَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ اَبِىْ وَقَّاصٍ عَنْ عَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ اَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اِذَا سَجَدَ الْعَبْدُ سَجَدَ مَعَهُ سَبْعَةُ اٰرَابٍ وَجْهُهُ وَكَفَّاهُ وَرُكْبَتَاهُ وَقَدَمَاهُ ـ

১৪১৮. মুহাম্মদ ইব্‌ন খুযায়মা, ফাহাদ (র) এবং ইউনুস (র) ..... আব্বাস ইব্‌ন আবদুল মুত্তালিব (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলতে শুনেছেন, বান্দা যখন সিজ্‌দা করে তার সাথে সাতটি অঙ্গ সিজ্‌দা করে, তার মুখমণ্ডল, দু'হাত, দু'হাঁটু ও দু'পা।

١٤١٩- وَحَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا اَبُوْ عَامِرٍ الْعَقْدِىْ قَالَ ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ يَزِيْدَ بِنْ الْهَادِ فَذَكَرَ بِاِسْنَادِهِ مِثْلَهُ ـ

১৪১৯. ইব্‌ন মারযূক (র) ..... ইয়াযিদ ইব্‌ন আল-হাদ থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনিও অনুরূপ উল্লেখ করেছেন।

١٤٢٠- حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَمَرَ النَّبِىُّ ﷺ اَنْ يَسْجُدَ عَلٰى سَبْعَةِ اَعْظُمٍ ـ

১৪২০. ইউনুস (র) ..... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সাত অঙ্গে সিজ্‌দা করার নির্দেশ দিয়েছেন।

١٤٢١- حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنِ الْمِنْهَالِ قَالَ ثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ ثَنَا رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَمْرٍو عَنْ عَطَاءٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ مِثْلَهُ ـ

১৪২১. ইব্‌ন আবূ দাঊদ (র) ..... ইব্‌ন আব্বাস (রা)-এর বরাতে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন। অতএব এই সমস্ত অঙ্গগুলোর উপরই সিজ্‌দা হয়।

আমরা অনুসন্ধানী দৃষ্টি দেই যে, অঙ্গগুলো স্থাপনের ব্যাপারে ঐকমত্যের বিধান কিরূপ, যাতে অবহিত হওয়া যায়, এ ব্যাপারে তারা যে মতবিরোধ পোষণ করেছেন তার বিধান কিরূপ। বস্তুত আমরা দেখতে পেলাম যে, কোন ব্যক্তি যখন সিজ্‌দা করে তখন সে নিজের উভয় হাঁটু অথবা উভয় হাত এ দুটোর কোন একটিকে প্রথমে রাখে। তারপর রাখে তার মাথা। আরো আমরা দেখি যখন সে সিজ্‌দা থেকে উঠে তখন সে প্রথমে মাথা উঠায়। অতএব দেখা গেল যে, উঠানোর ব্যাপারে মাথা হচ্ছে সর্বপ্রথম আর রাখার ক্ষেত্রে মাথা হচ্ছে সর্বশেষ। মাথা উঠানোর পরে উভয় হাত উঠায় তারপর উঠায় উভয় হাঁটু। এটি হচ্ছে সকলের কাছে ঐকমত্যের বিষয়।

অতএব অনুসন্ধানী দৃষ্টিকোণ থেকে প্রমাণিত হলো যে, মাথা যখন উঠানোর ব্যাপারে অগ্রবর্তী হচ্ছে, রাখার ব্যাপারে হবে পরবর্তী। অনুরূপ বিধান হলো উভয় হাতের। যেহেতু উঠানোর ব্যাপারে উভয় হাত উভয় হাঁটুর অগ্রবর্তী, তাই রাখার ব্যাপারে উভয় হাত হবে উভয় হাঁটু অপেক্ষা পরবর্তী।

এতে ওয়াইল (রা) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসের বিষয়বস্তু-ই প্রমাণিত হলো। আর এটি-ই সঠিক দৃষ্টিকোণ। এটিকেই আমরা গ্রহণ করি এবং এটিই ইমাম আবূ হানীফা (র), আবূ ইউসূফ (র) ও মুহাম্মাদ (র)-এর অভিমত।

হযরত উমর (রা), আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসঊদ (রা) প্রমুখ থেকেও এরূপ বর্ণিত আছে। যেমন—

١٤٢٢– حَدَّثَنَا فَهْدُ بْنُ سُلَيْمنَ قَالَ ثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ قَالَ ثَنَا اَبِىْ قَالَ ثَنَا الاَعْمَشُ قَالَ حَدَّثَنِىْ اِبْرَاهِيْمُ عَنْ اَصْحَابِ عَبْدِ اللّٰهِ عَلْقَمَةُ وَالاَسْوَدُ فَقَالاَحَفِظْنَا عَنْ عُمَرَ فِىْ صَلاَتِهِ اَنَّهُ خَرَّ بَعَدَ رُكُوْعِهِ عَلٰى رُكْبَتَيْهِ كَمَا يَخِرُّ الْبَعِيْرُ وَوَضَعَ رُكْبَتَيْهِ قَبْلَ يَدَيْهِ ـ

১৪২২. ফাহাদ ইব্‌ন সুলায়মান (র) ..... আল্‌কামা ও আস্‌ওয়াদ (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তাঁরা বলেছেন, আমরা উমর (রা)-এর সালাত থেকে স্মরণ রেখেছি যে, তিনি রুকূ'র পরে হাঁটুর উপর ভর করে সিজ্‌দায় গিয়েছেন। যেমনিভাবে উট বসে। এবং তিনি উভয়-হাতের পূর্বে উভয় হাঁটু রেখেছেন।

١٤٢٣– حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ عُمَرَ الضَّرِيْرُ قَالَ اَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ اَنَّ الْحَجَّاجَ بْنَ اَرْطَاةٍ اَخْبَرَهُمْ قَالَ قَالَ اِبْرَاهِيْمُ النَّخْعِىْ حَفَظَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بِنْ مَسْعُوْدٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رُكْبَتَيْهِ كَانَتَا تَقَعَانِ اِلَى الْاَرْضِ قَبْلَ يَدَيْهِ ـ

১৪২৩. আবূ বাকরা (র) ..... ইব্‌রাহীম নাখ্‌ঈ (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসঊদ (রা)-এর উভয় হাঁটু উভয় হাতের পূর্বে ভূমিতে স্থাপিত হতো।

١٤٢٤–حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا وَهَبُ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ مُغِيْرَةَ قَالَ سَأَلْتُ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ الرَّجُلِ يَبْدَأُ بِيَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ اِذَا سَجَدَ فَقَالَ اَوَ يَضَعُ ذٰلِكَ اِلاَّ اَحْمَقُ اَوْ مَجْنُوْنُ ـ

১৪২৪. ইব্‌ন মারযূক (র) ..... মুগীরা (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি ইব্‌রাহীম (নাখঈ)-কে এরূপ ব্যক্তির ব্যাপারে প্রশ্ন করি, যে সিজ্‌দায় যেতে নিজের উভয় হাঁটুর পূর্বে উভয় হাত স্থাপন করে। তিনি বললেন নির্বোধ অথবা পাগল ছাড়া কেউ কি এরূপ করে?

١٤٢٥- حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا وَهَبُ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ مُغِيْرَةَ قَالَ سَأَلْتُ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ الرَّجُلِ يَبْدَأُ بِيَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ اِذَا سَجَدَ فَقَالَ اَوَ يَضَعُ ذٰلِكَ اِلاَّ اَحْمَقُ اَوْ مَجْنُوْنٌ -

১৪২৫. ইব্‌ন মারযূক (র) ..... মুগীরা (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি ইব্‌রাহীম (নাখঈ)-কে এরূপ ব্যক্তির ব্যাপারে প্রশ্ন করি, যে সিজ্‌দায় যেতে নিজের উভয় হাঁটুর পূর্বে উভয় হাত স্থাপন করে। তিনি বললেন, নির্বোধ অথবা পাগল ছাড়া কেউ কি এরূপ করে।

٢٧- بَابُ وَضْعِ اَلْيَدَيْنِ فِى السُّجُوْدِ اَيْنَ يَنْبَغِى اَنْ يَكُوْنَ

২৭. অনুচ্ছেদ ঃ সিজ্‌দারত অবস্থায় কোথায় হাত রাখা উত্তম

١٤٢٦- حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا اَبُوْ عَامِرٍ قَالَ ثَنَا فَلَيْحُ بْنُ سُلَيْمنَ عَنْ عَبَّاسِ بْنِ سَهْلٍ قَالَ اجْتَمَعَ اَبُوْ حُمَيْدٍ وَاَبُوْ اُسَيْدٍ وَ سَهْلُ بْنُ سَعْدٍ فَذَكَرُوْا صَلٰوةَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ اَبُوْ حُمَيْدٍ اَنَا اَعْلَمُكُمْ بِصَلٰوةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ اِذَا سَجَدَ اَمْكَنَ اَنْفَهُ وَجَبْهَتَهُ وَنَحّى يَدَيْهِ عَنْ جَنْبَيْهِ وَوَضَعَ كَفَّيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ -

১৪২৬. ইব্‌রাহীম ইব্‌ন মারযূক (র) ..... আব্বাস ইব্‌ন সাহ্‌ল (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, একবার আবূ হুমায়দ, আবূ উসায়দ ও সাহ্‌ল ইব্‌ন সা'দ একত্রিত হয়ে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সালাতের বিষয় আলোচনা করছিলেন। তখন আবূ হুমায়দ বললেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সালাত সম্পর্কে আমি সবচেয়ে ভাল জ্ঞাত আছি। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন সিজ্‌দা করতেন তখন নিজের নাক এবং মুখমণ্ডলকে সুদৃঢ় করে (ভূমিতে) রাখতেন। আর নিজের উভয় হাতকে উভয় পার্শ্ব থেকে দূরে রাখতেন। আর উভয় হাতকে নিজের উভয় কাঁধ বরাবর রাখতেন।

আবূ জাফর তাহাবী (র) বলেন, একদল আলিম এই মত গ্রহণ করেছেন। তাঁরা বলেছেন, সালাত আদায়কারীর জন্য সিজ্‌দারত অবস্থায় নিজের উভয় হাতকে উভয় কাঁধ বরাবর রাখা উত্তম। এ বিষয়ে অন্য একদল আলিম তাঁদের সাথে ভিন্নমত পোষণ করে বলেছেন, বরং (সালাত আদায়কারী) সিজ্‌দারত অবস্থায় নিজের উভয় হাত উভয় কান বরাবর রাখবে।

তাঁরা এই বিষয়ে নিম্নোক্ত হাদীসগুলো দ্বারা দলীল পেশ করেছেন ঃ

١٤٢٧- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا مُؤَمَّلٌ قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِىُّ عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ الْجَرْمِىِّ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا سَجَدَ كَانَتْ يَدَاهُ حِيَالَ اُذُنَيْهِ -

১৪২৭. আবূ বাকরা (র) ..... ওয়াইল ইব্ন হুজ্র (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন সিজ্দা করতেন তাঁর উভয় হাত উভয় কান বরাবর থাকত।

١٤٢٨- حَدَّثَنَا فَهْدَ بْنُ سُلَيْمنَ قَالَ ثَنَا الْحِمَّانِيْ قَالَ ثَنَا خَالِدُ قَالَ ثَنَا عَاصِمُ فَذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ -

১৪২৮. ফাহাদ ইব্ন সুলায়মান (র) ..... আসিম (রা) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

١٤٢٩- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِيْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا أَبُوْ مَعْمَرٍ قَالَ ثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جُحَادَةَ قَالَ حَدَّثَنِيْ عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ قَالَ كُنْتُ غُلاَمًا لاَ أَعْقِلُ صَلَوٰةَ أَبِيْ فَحَدَّثَنِيْ وَائِلُ بْنُ عَلْقَمَةَ عَنْ أَبِيْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ قَالَ صَلَّيْتُ خَلْفَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَكَانَ إِذَا سَجَدَ وَضَعَ وَجْهَهُ بَيْنَ كَفَّيْهِ

১৪২৯. ইব্ন আবূ দাঊদ (র) ..... আব্দুল জাব্বার ইব্ন ওয়াইল ইব্ন হুজ্র (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি কিশোর ছিলাম, আমার পিতার সালাত আমি হৃদয়ঙ্গম করতে সক্ষম ছিলাম না। তারপর ওয়াইল ইব্ন আলকামা আমার পিতা ওয়াইল ইব্ন হুজ্র (রা) থেকে আমার কাছে হাদীস বর্ণনা করে বললেন যে, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর পিছনে সালাত আদায় করেছি। তিনি যখন সিজ্দায় যেতেন তখন তাঁর মুখমণ্ডলকে নিজের উভয় (হাতের) তালুর মধ্যখানে রাখতেন।

١٤٣٠- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ دَاوُدَ بْنُ مُوْسَى قَالَ ثَنَا عُثْمَانُ قَالَ ثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِيْ إِسْحٰقَ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ سَأَلْتُهُ أَيْنَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَضَعُ جَبْهَتَهُ إِذَا صَلَّى قَالَ بَيْنَ كَفَّيْهِ -

১৪৩০. আহমদ ইব্ন দাঊদ ইব্ন মূসা (র) ..... আবূ ইসহাক (র) বারা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, আমি তাঁকে প্রশ্ন করেছি যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন সালাত আদায় করতেন তখন তাঁর মুখমণ্ডল কোথায় রাখতেন ? তিনি বললেন, তাঁর উভয় হাতের তালুর মাঝখানে।

যাঁরা সালাতের সূচনায় (তাকবীরে তাহ্রীমা'র সময়) উভয় কাঁধ পর্যন্ত হাত উঠানোর বক্তব্য প্রদান করেন, তাঁরা সিজ্দারত অবস্থায়ও উভয় হাত কাঁধ বরাবর রাখার কথা বলেন। পক্ষান্তরে যাঁরা সালাতের সূচনায় উভয় কান পর্যন্ত হাত উঠানোর মত পোষণ করেন, তাঁরা সিজ্দারত অবস্থায়ও উভয় কান পর্যন্ত উভয় হাত রাখার মত পেশ করেন।

বস্তুত যাঁরা সালাতের সূচনায় উভয় কান বরাবর হাত উঠানোর মত পোষণ করেছেন, তাঁদের মতের বিশুদ্ধতা এই গ্রন্থে ইতিপূর্বে প্রমাণিত করা হয়েছে। অতএব যারা সিজ্দারত অবস্থায়ও উভয় কান পর্যন্ত উভয় হাত রাখার মত পোষণ করেন, তাঁদের মতের বিশুদ্ধতাও প্রমাণিত হয়। আর এটিই আবূ হানীফা (র), আবূ ইউসূফ (র) ও মুহাম্মদ (র)-এর অভিমত।

٢٨- بَابُ صِفَةِ الْجُلُوْسِ فِي الصَّلٰوةِ كَيْفَ هُوَ

২৮. অনুচ্ছেদ ঃ সালাতে বসার বিবরণ, কিভাবে বসবে?

١٤٣١- حَدَّثَنَا يُوْنُسُ بْنُ عَبْدِ الاَعْلٰى قَالَ اَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَنَّ مَالِكًا حَدَّثَه-عَنْ يَحْيٰى بْنِ سَعِيْدٍ اَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ اَرَاهُمُ الْجُلُوْسَ فَنَصَبَ رِجْلَهُ الْيُمْنٰى وَثَنٰى رِجْلَهُ اَلْيُسْرٰى وَجَلَسَ عَلٰى وَرِكِهِ اَلْيُسْرٰى وَلَمْ يَجْلِسْ عَلٰى قَدَمَيْهِ - ثُمَّ قَالَ اَرَانِيْ هٰذَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ وَحَدَّثَنِيْ اَنَّ اَبَاهُ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ كَانَ يَفْعَلُ ذٰلِكَ -

১৪৩১. ইউনুস ইব্ন আব্দুল আ'লা (র) ইয়াহইয়া ইব্ন সাঈদ (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, কাসিম ইব্ন মুহাম্মদ (র) তাঁদেরকে বসার অবস্থা দেখিয়েছেন। তিনি ডান পা খাড়া করে দিয়েছিলেন এবং বাম পা বিছিয়ে দিয়েছিলেন। আর বাম নিতম্বের উপর বসেছিলেন; উভয় পায়ের উপর বসেন নাই। তারপর তিনি বলেছিলেন ঃ আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (র) এটি আমাকে দেখিয়েছেন এবং আমার নিকট তিনি বর্ণনা করেছেন যে, তাঁর পিতা আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) এরূপ করতেন।

١٤٣٢- حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ اَنَا وَهْبٌ اَنَّ مَالِكًا حَدَّثَهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ اَنَّه اَخْبَرَهُ اَنَّهُ كَانَ يَرٰى عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ يَتَرَبَّعُ فِي الصَّلٰوةِ اِذَا جَلَسَ قَالَ فَفَعَلْتُه يَوْمَئِذٍ وَاَنَا حَدِيْثُ السِّنِ فَنَهَانِيْ عَبْدُ اللّٰهِ بِنُ عُمَرَ وَقَالَ اِنَّمَا تَنْصِبُ رِجْلَكَ الْيُمْنٰى وَتَثْنِى الْيُسْرٰى فَقُلْتُ لَهُ فَاِنَّكَ تَفْعَلُ ذٰلِكَ فَقَالَ اِنَّ رِجْلِيْ لاَتَحْمِلاَنِيْ -

১৪৩২. ইউনুস (র) ..... আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি তাকে অবহিত করেছেন যে, তিনি আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) কে সালাতের মাঝে আসন গেড়ে বসতে দেখতেন। তিনি বলেছেন, আমি একদিন ঐ রকম করি। তখন আমি অল্পবয়স্ক বালক। আমাকে আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমার (রা) এরূপ করতে নিষেধ করেন। এবং বলেনঃ সালাতের সুন্নাত হলো– তোমার ডান পা খাড়া করে দেয়া এবং বাম পা বিছিয়ে দেয়া। আমি তাঁকে বললাম, আপনি তো এমনটি করছেন, তিনি বলেন– আমার পা আমাকে বহন করতে সক্ষম নয়।

আবূ জা'ফর তাহাবী (র) বলেন ঃ একদল আলিম বলেছেন যে, সালাতের সমস্ত বৈঠকে ডান পা খাড়া করে বাম পা বিছিয়ে দিবে এবং যমীনের উপর বসে পড়বে। তাঁরা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে দলীল হিসাবে ইয়াহ্ইয়া ইব্ন সাঈদ (র) কর্তৃক বর্ণিত বসা সংক্রান্ত হাদীস পেশ করেন, এবং তাঁরা দলীল হিসাবে আবদুর রহমান ইব্নুল কাসিম (র)-এর হাদীসে উল্লিখিত আবদুল্লাহ্ ইব্ন 'উমর (রা)-এর উক্তিকে পেশ করেন। উক্তিটি হলো, 'এরূপ বসা সালাতের সুন্নাত।'

আলিমগণ বলেন, সুন্নাত শুধুমাত্র রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে হয়ে থাকে।

পক্ষান্তরে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অপরাপর আলিমগণ তাদের সাথে ভিন্নমত পোষণ করেছেন। তাঁরা বলেছেনঃ সালাতের শেষ বৈঠকে তোমরা যা উল্লেখ করেছ সেরূপই বটে। কিন্তু সালাতের প্রথম বৈঠকে বাম পা বিছিয়ে এর উপর বসবে।

প্রথম দলের আলিমগণের দলীলের উত্তর ঃ আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা)-এর যে উক্তি "সালাতের সুন্নাত" বস্তুত হাদীসে উল্লেখ নেই যে এটি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে তিনি উদ্ধৃত করেছেন। সম্ভবত এটি তার নিজস্ব অভিমত, অথবা এটিকে তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর পরবর্তী কোন সাহাবী'র আমল থেকে গ্রহণ করেছেন। যেহেতু রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সাহাবী'র আমলকে সুন্নাত আখ্যায়িত করেছেন, যেমন বলেছেন ঃ "আমার সুন্নাত এবং আমার পরবর্তী হিদায়াত প্রাপ্ত খুলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাতকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়িয়ে ধর।" (অনুরূপভাবে) রাবিআ' যখন সাঈদ ইব্নুল-মুসাইইব (র)-কে নারী'র আঙ্গুলের দিয়ত সম্পর্কে প্রশ্ন করেছেন তখন তিনি বলেছিলেন, এটি সুন্নাত। অথচ এটি একমাত্র যায়দ ইব্ন সাবিত (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে। এখানে সাঈদ (র) যায়দ ইব্ন সাবিত (রা)-এর উক্তি কে সুন্নাত আখ্যায়িত করেছেন। অনুরূপভাবে সম্ভবত আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) এটাকেও সুন্নাত আখ্যায়িত করেছেন। যদিও তাঁর কাছে এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে কোন কিছু বর্ণিত নাও হয়ে থাকে।

দ্বিতীয় উত্তর

আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবদুল্লাহ্ (র) সালাতের মধ্যে বসার বিবরণ দেখিয়েছেন। যা তার উল্লিখিত হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। আবদুর রহমান ইব্নুল কাসিম (রা) আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) থেকে উল্লেখ করেছেন যে, যখন তিনি তাঁকে বললেন, "আপনি তো অনুরূপ করছেন।" তখন তিনি বলেছেন, আমার উভয় পা আমাকে বহন করতে সক্ষম নয়।" বস্তুত এর অর্থ হচ্ছে, যদি উভয় পা আমাকে বহন করতে সক্ষম হতো, তাহলে একটি খাড়া করে দিয়ে অপরটির উপর বসতাম। যেহেতু তিনি উভয় পায়ের উল্লেখ করায় এটি বুঝা যায় না যে একটি অপরটিকে বাদ দিয়ে ব্যবহার করতেন, বরং উভয়টি ব্যবহার করতেন। এভাবে যে একটির উপর বসতেন আর অপরটি খাড়া করে দিতেন। অতএব এটি ইয়াহ্ইয়া ইব্ন সাঈদ (র) বর্ণিত হাদীসের বিষয়বস্তুর পরিপন্থী।

এ বিষয়ে আবূ হুমায়দ আস সাইদী (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন, যা নিম্নরূপ ঃ

١٤٣٣– حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ عَاصِمٍ قَالَ ثَنَا عَبْدُ الْحَمِيْدِ بْنِ جَعْفَرَ قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَطَاءٍ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا حُمَيْدِ السَّاعِدِيَّ فِيْ عَشَرَةٍ مِنْ اَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ اَحَدُهُمْ اَبُوْ قَتَادَةَ قَالَ قَالَ اَبُوْ حُمَيْدٍ اَنَا اَعْلَمُكُمْ بِصَلٰوةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالُوْا لِمَ فَوَاللّٰهِ مَا كُنْتَ اَكْثَرِنَالَهُ تَبِعَةً وَلاَ اَقْدَمَنَا لَهُ صُحْبَةً فَقَالَ بَلٰى قَالُوْا فَاَعْرِضْ فَذَكَر اَنَّهُ كَانَ فِى الْجَلْسَةِ الاُوْلٰى يَثْنِىْ رِجْلَهُ الْيُسْرٰى فَيَقْعُدُ عَلَيْهَا حَتّٰى اِذَا كَانَتْ السَّجْدَةُ التَّىْ يَكُوْنُ فِى آخِرِ التَّسْلِيْمِ اَخَّرَ رِجْلَهُ الْيُسْرٰى وَقَعَدَ مُتَوَرِّكًا عَلٰى شَقِّهِ الاَيْسَرِ قَالَ فَقَالُوْا جَمِيْعًا صَدَقْتَ ـ

১৪৩৩. আবূ বাকরা (র) ..... মুহাম্মদ ইব্ন 'আমর ইব্ন আতা (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন ঃ আবূ কাতাদা (রা) সহ দশজন সাহাবীর এক সমাবেশে আমি আবূ হুমায়দ আস্-সাইদী (রা)-কে বলতে শুনেছি। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সালাত সম্পর্কে তোমাদের মধ্যে আমি অধিক অবহিত। তাঁরা বললেন কেন, আল্লাহর কসম, আপনি তো আমাদের অপেক্ষা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর অধিক অনুসারী নন এবং ইসলামে আমাদের তুলনায় অধিক প্রবীণও নন। তিনি বললেন, অবশ্যই আমি অধিক পরিজ্ঞাত। তাঁরা বললেন আচ্ছা তাহলে তা পেশ করুন তো। তখন তিনি উল্লেখ করলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ প্রথম বৈঠকে বাম পা বিছিয়ে দিয়ে এর উপর বসতেন। তারপর যখন সেই সিজ্দায় পৌঁছতেন যার শেষে সালাম রয়েছে (শেষ বৈঠকে) নিজের বাম পা বিছিয়ে দিতেন এবং বামপার্শ্ব (নিতম্ব) দিয়ে যমীনের উপর বসতেন। বর্ণনাকারী বলেন, তারপর তাঁরা সকলে বললেন, আপনি যথার্থ বলেছেন।

١٤٣٤- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ وَهْبٍ قَالَ ثَنَا عَمِّىْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ حَدَّثَنِى اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ يَزِيْدِ بْنِ يَزِيْدِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقُرَشِىْ وَيَزِيْدُ بْنِ اَبِىْ حَبِيْبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَلْحَلَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ ح قَالَ اَخْبَرَنِىْ ابْنُ لَهِيْعَةَ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِىْ حَبِيْبٍ وَعَبْدُ الْكَرِيْمِ بْنِ الْحَارِث عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِ وبْنَ عَطَاءً عَنْ اَبِىْ حُمَيْدِ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ نَحْوَهُ غَيْرَ اَنَّهُ لَمْ يَقُلْ فَقَالُوْا جَمِيْعًا صَدَّقْتَ -

১৪৩৪. আহমদ ইব্ন আব্দুর রহমান ইব্ন ওহাব (র) ইব্ন লিহি'আ (র)-এর সূত্রে ..... আবূ হুমায়দ (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। কিন্তু তিনি "তারপর তাঁরা সকলে বললেন, আপনি যথার্থ বলেছেন" বাক্যটি বলেননি।

١٤٣٥- حَدَّثَنِى اَبُوْ الْحُسَيْنِ الاِصْبَهَانِىْ هُوَ مُحَمَّدُ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنُ مَخْلَدٍ قَالَ ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ قَالَ ثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ قَالَ ثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَفْصٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَلْحَلَةَ الدُّوَلِىِّ فَذَكَرَ بِاِسْنَادِهِ مِثْلَهُ -

১৪৩৫. আবূ হুসায়ন আল-ইস্ফাহানী (র) .... মুহাম্মদ ইব্ন আমর ইব্ন হাল্হালা আল-দু'আলী (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি অনুরূপ বিবরণ দিয়েছেন।

বস্তুত এ হাদীস্টি (উল্লিখিত) মতাবলম্বীদের মতের অনুকূলে রয়েছে।

এ বিষয়ে অপরাপর আলিম ও ফকীহ্গণ ভিন্নমত পোষণ করে বলেছেন ঃ প্রথম বৈঠকের ব্যাপারে দ্বিতীয় মত পোষণকারীদের মতের ন্যায় সালাতের সমস্ত বৈঠক একই রকম। (অর্থাৎ) ডান পা খাড়া করে বাম পা বিছিয়ে দিয়ে এর উপর বসে যাওয়া।

তাঁরা এ ব্যাপারে (নিম্নোক্ত) হাদীসসমূহ দ্বারা দলীল পেশ করেন ঃ

١٤٣٦- حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ وَرَوْحُ بْنُ الْفَرَجِ قَالاَحَدَّثَنَا يُوْنُسُ بْنُ عَدِيٍّ قَالَ ثَنَا اَبُوْ الاَحْوَصِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ الْجَرْمِيِّ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ الْحَضْرَمِيِّ قَالَ صَلَّيْتُ خَلْفَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقُلْتُ لاَحْفَظَنَّ صَلٰوةَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ فَلَمَّا قَعَدَ لِتَشَهُّدِ فَرَشَ رِجْلَهُ الْيُسْرٰى ثُمَّ قَعَدَ عَلَيْهَا وَوَضَعَ كَفَّهُ الْيُسْرٰى عَلٰى فَخِذِهِ الْيُسْرٰى وَوَضَعَ مِرْفَقَهُ الاَيْمَنَ عَلٰى فَخِذِهِ الْيُمْنٰى ثُمَّ عَقَدَ اَصَابِعَهُ وَجَعَلَ حَلْقَةً بِالاْبِهَامِ وَالْوُسْطٰى ثُمَّ جَعَلَ يَدْعُوْ بِالاُخْرٰى -

১৪৩৬. সালিহ্ ইব্ন আব্দুর রহমান (রা) এবং রাওহ ইব্নুল ফারাজ (রা) ..... ওয়াইল ইব্ন হুজ্র আল-হায্রামী (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর পিছনে সালাত আদায় করলাম। আর মনে মনে ভাবলাম, আমি অবশ্যই রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সালাত লক্ষ্য করে দেখব। বর্ণনাকারী বলেন, যখন তিনি তাশাহ্হুদের জন্য বসলেন, তখন বাম পা বিছিয়ে দিলেন তারপর এর উপর বসলেন, এবং বাম উরুতে তাঁর বাম (হাতের) তালু রাখলেন আর ডান উরুতে তাঁর ডান হাত রাখলেন। তারপর আঙ্গুলিগুলোকে বেঁধে বৃদ্ধাঙ্গুলি এবং মধ্যমা আঙ্গুলি দ্বারা বৃত্ত (হাল্কা) বানিয়ে অপর আঙ্গুলি (শাহাদাত) দিয়ে ইশারা করে দু'আ করতে লাগলেন।

١٤٣٧- حَدَّثَنَا فَهَدُ بْنُ سُلَيْمٰنَ قَالَ ثَنَا الْحَمَّانِيُّ قَالَ ثَنَا عَنْ عَاصِمٍ فَذَكَرَ بِاِسْنَادِهِ مِثْلَهُ -

১৪৩৭. ফাহাদ ইব্ন সুলায়মান (র) ..... আসিম (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনিও অনুরূপ উল্লেখ করেছেন।

আবূ জা'ফর (তাহাবী র) বলেন ঃ অতএব এটি সংশ্লিষ্ট বিষয়ে তাঁদের মতের অনুকূলে রয়েছে। পক্ষান্তরে ওয়াইল (রা)-এর উক্তি "তারপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ নিজ আঙ্গুলি বেঁধে বৃত্ত বানিয়ে ইশারা করে দু'আ করতে লাগলেন।" থেকে প্রমাণিত হচ্ছে যে, এটি সালাতের শেষ পর্যায়ে ছিল।
অতএব এ হাদীস এবং আবূ হুমায়দ (রা) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসের মধ্যে বৈপরিত্য পরিলক্ষিত হচ্ছে। এজন্য আমরা উভয় হাদীসের বিশুদ্ধতা ও সনদগত যথার্থতা নিরূপণে যুক্তির নিরিখে দৃষ্টি দিতে প্রয়াস পেয়েছি।

তাহাবী (র)-এর যুক্তিভিত্তিক দলীল

বস্তুত যখন ফাহ্দ এবং ইয়াহ্ইয়া ইব্ন উসমান (র) ..... মুহাম্মদ ইব্ন আমর ইব্ন আতা (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেনঃ আমার নিকট এক ব্যক্তি বর্ণনা করেছেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর দশজন সাহাবীকে বসা অবস্থায় পেয়েছেন। তারপর তিনি আবূ আসিম (র) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ উল্লেখ করেছেন।

আবূ জা'ফর (তাহাবী র) বলেন ঃ আমাদের আলোচনা দ্বারা আবূ হুমায়দ কর্তৃক বর্ণিত হাদীসের অসারতা প্রমাণিত হল। যেহেতু হাদীসটি মুহাম্মদ ইব্ন আমর (র) একজন অজ্ঞাত পরিচয় বর্ণনাকারী থেকে বর্ণনা করেছেন। হাদীস বিশারদগণ এরূপ হাদীস দ্বারা দলীল পেশ করেন না।

অন্য পক্ষ যদি এ ব্যাপারে আপত্তি করে যে, আত্তাফ ইব্‌ন খালিদ দুর্বল রাবী। অর্থাৎ তাঁর রিওয়ায়াত দ্বারা আবূ হুমায়দ সাঈদী (রা) -এর রিওয়ায়াত কে দুর্বল বলা যাবে না, যেহেতু আত্তাফ ইব্‌ন খালিদ নিজেই দুর্বল ও বিতর্কিত রাবী।

উত্তরে তাদেরকে বলা হবে যে, তোমরাও তো- আত্তাফ ইব্‌ন খালিদ অপেক্ষা আব্‌দুল হামিদ ইব্‌ন জা'ফরকে অধিক দুর্বল হিসাবে বিবেচনা করে থাক। অতএব তোমরা যদি আবদুল হামিদ-এর রিওয়ায়াত দ্বারা দলীল পেশ করতে পার, তাহ্‌লে আমরা আত্তাফ ইব্‌ন খালিদ-এর রিওয়ায়াত দ্বারা কেন দলীল দিতে পারব না ?

অথচ তোমরা আত্তাফের সমস্ত হাদীসকে অগ্রহণযোগ্য মনে কর না। তোমরা-ই বলে থাক যে, তাঁর প্রাথমিক যুগের সমস্ত হাদীস-ই বিশুদ্ধ ও নির্ভরযোগ্য। কিন্তু তাঁর পরবর্তী যুগের হাদীসগুলোতে কিছুটা দুর্বলতা ঢুকে গেছে। যেমনটি ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন মাঈন (র) তাঁর গ্রন্থে বলেছেন। বস্তুত আবূ সালিহ্ (আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন সালিহ্-এর উপনাম) আত্তাফ (র)-এর প্রাথমিক যুগের শিষ্য এবং তাঁর থেকে তিনি প্রাথমিক যুগে নিশ্চিতরূপে হাদীস শুনেছেন।

অতএব এটি ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন মাঈন (র) বর্ণিত তাঁর বিশুদ্ধ হাদীসের অন্তর্ভুক্ত।

এতদসত্ত্বেও মুহাম্মাদ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন আতা (র)-এর বয়স এর ব্যাপারটি এমনটির সম্ভাবনা রাখে না। এবং আবদুল হামিদ ব্যতীত কেউ আবূ হুমায়দ (রা) থেকে যে মুহাম্মদ ইব্‌ন আমর হাদীস শুনেছেন তা স্বীকার করেন না। অথচ আবদুল হামিদ তোমাদের নিকট অত্যন্ত দুর্বল রাবী। পক্ষান্তরে আবূ হুমায়দ (রা)-এর রিওয়ায়াত আবদুল হামিদ (র)-এর অনুরূপ অপরাপর মুহাদ্দিসগণ বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছেন এবং মুত্তাসিল (অবিচ্ছিন্ন) সনদ রূপে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু তারা বৈঠকের বিধান সম্পর্কে তাঁর ন্যায় সবিস্তারে বর্ণনা করেননি।

বরং তাদের রিওয়ায়াতগুলো ওয়াইল ইব্‌ন হুজ্‌র (রা)-এর রিওয়ায়াতের সদৃশ। অতএব তাঁদের রিওয়ায়াতের মুকাবিলায় তাঁর রিওয়ায়াত দলীল হিসাবে গ্রহণযোগ্য হতে পারে না।

অপরাপর মুহাদ্দিসগণের রিওয়ায়াত

١٤٣٨– حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَمَّارٍ الْبَغْدَادِيُّ قَالَ ثَنَا عَلِيُّ بْنُ اَشْكَابٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ اَبُوْ بَدْرٍ شُجَاعُ بْنُ الْوَلِيْدِ قَالَ قَالَ اَبُوْ خَيْثَمَةَ قَالَ ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الْحُرُّ قَالَ حَدَّثَنِيْ عِيْسَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ اَحَدُ بَنِيْ مَالِكٍ عَنْ عَيَّاشٍ اَوْ عَبَّاسِ بْنِ سَهْلٍ السَّاعِدِيِّ وَكَانَ فِيْ مَجْلِسٍ فِيْهِ اَبُوْهُ وَكَانَ مِنْ اَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَفِيْ الْمَجْلِسِ اَبُوْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ وَاَبُوْ اُسَيْدٍ وَاَبُوْ حُمَيْدٍ السَّاعِدِيُّ مِنَ الاَنْصَارِ اَنَّهُمْ تَذَاكَرُوْا الصَّلٰوةَ فَقَالَ اَبُوْ حُمَيْدٍ اَنَا اَعْلَمُكُمْ بِصَلٰوةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالُوْا وَكَيْفَ فَقَالَ اتَّبَعْتُ ذٰلِكَ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالُوْا فَاَرِنَا قَالَ فَقَامَ يُصَلِّيْ وَهُمْ يَنْظُرُوْنَ فَبَدَأَ فَكَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ نَحْوَ الْمَنْكِبَيْنِ ثُمَّ كَبَّرَ لِلرُّكُوْعِ وَرَفَعَ يَدَيْهِ اَيْضًا ثُمَّ

أَمْكَنَ يَدَيْهِ مِنْ رُكْبَتَيْهِ غَيْرَ مُقْنِعٍ رَأْسَهُ وَلاَ مُصَوِّبِهِ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ ثُمَّ قَالَ اَللّٰهُ اَكْبَرُ فَسَجَدَ فَانْتَصَبَ فَجَلَسَ فَتَوَرَّكَ اِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى كَفَّيْهِ وَرُكْبَتَيْهِ وَصُدُورِ قَدَمَيْهِ وَهُوَ سَاجِدٌ ثُمَّ كَبَّرَ وَنَصَبَ قَدَمَهُ الْأُخْرٰى ثُمَّ كَبَّرَ فَسَجَدَ ثُمَّ كَبَّرَ فَقَامَ فَلَمْ يَتَوَرَّكْ ثُمَّ عَادَ فَرَكَعَ الرَّكْعَةَ الْأُخْرٰى وَكَبَّرَ كَذٰلِكَ ثُمَّ جَلَسَ بَعْدَ الرَّكْعَتَيْنِ حَتّٰى اِذَا هُوَ اَرَادَ اَنْ يَّنْهَضَ لِلْقِيَامِ قَامَ بِتَكْبِيْرٍ ثُمَّ رَكَعَ الرَّكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ عَنْ يَمِيْنِهِ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَسَلَّمَ عَنْ شِمَالِهِ اَيْضًا اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ -

১৪৩৮. নাস্‌র ইব্‌ন আম্মার আল-বাগদাদী (র) ..... আইয়াশ (র) অথবা আব্বাস ইব্‌ন সাহ্‌ল সাঈদী (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি এক মজলিসে ছিলেন, যেখানে তাঁর পিতাও ছিলেন এবং তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাহাবীগণের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। আর মজলিসে আবূ হুরায়রা (রা), আবূ উসায়দ (রা) ও আবূ হুমায়দ সাঈদী আনসারী (রা)ও ছিলেন। তাঁরা সালাতের বিষয়ে আলোচনা করছিলেন। তখন আবূ হুমায়দ (রা) বললেনঃ আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সালাত সম্পর্কে সবচেয়ে ভাল জ্ঞাত আছি। তাঁরা বললেন, তা কিভাবে ? তিনি বললেনঃ আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অনুসরণ করে তা (শিখেছি)। তাঁরা বললেন, দেখাও তো, বর্ণনাকারী বলেন, তারপর তিনি সালাত আদায় করতে দাঁড়ালেন আর অন্যান্যরা তা দেখছিলেন। তিনি কাঁধ বরাবর উভয় হাত উত্তোলন করে তাক্‌বীরের মাধ্যমে সূচনা করলেন। এরপর রুকূর জন্য তাকবীর বললেন এবং উভয় হাতও উত্তোলন করলেন। এরপর উভয় হাত সুদৃঢ়ভাবে হাঁটুতে রাখলেন, পিঠ থেকে মাথা উপরেও রাখলেন না এবং নিচুও করলেন না। তারপর (রুকূ থেকে) মাথা উঠালেন। আর 'সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ্ আল্লাহুম্মা রাব্বানা ওয়ালাকাল হামদ্' বলে উভয় হাত উত্তোলন করলেন। এরপর আল্লাহু আক্‌বার বলে সিজ্‌দা করলেন এবং উভয় হাত, হাঁটু ও পায়ের অগ্রভাগ (আঙ্গুলি)-এর উপর সিজ্‌দারত থাকলেন তারপর তাকবীর বলে এক পা বিছিয়ে দিয়ে অপর পা খাড়া করে বসলেন। এরপর তাকবীর বলে (দ্বিতীয়) সিজ্‌দা করলেন। এরপর তাকবীর বলে দাঁড়ালেন এবং আসন গেড়ে বসলেন না। তারপর দ্বিতীয় রাক্'আত আদায় করলেন এবং অনুরূপভাবে তাকবীর বল্‌লেন। দু'রাক্'আত আদায় করার পর বসলেন। অবশেষে যখন তিনি দাঁড়াবার ইচ্ছা পোষণ করলেন, তাকবীর বলে দাঁড়ালেন। তারপর দু'রাক্'আত আদায় করলেন। এরপর ডান দিকে 'আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রাহ্‌মাতুল্লাহ' বলে সালাম ফিরালেন এবং বাম দিকেও 'আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রাহ্‌মাতুল্লাহ' বলে সালাম ফিরালেন।

١٤٣٩- حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ ثَنَا عَلِيٌّ قَالَ ثَنَا اَبُوْ بَدْرٍ قَالَ ثَنَا اَبُوْ خَيْثَمَةَ قَالَ ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الْحُرِّ قَالَ حَدَّثَنِيْ عِيْسٰى هٰذَا الْحَدِيْثَ هٰكَذَا اَوْ وَحَدِيْثَ عِيْسٰى اَنَّ مِمَّا حَدَّثَهُ اَيْضًا فِى الْجُلُوْسِ فِى التَّشَهُّدِ اَنْ يَّضَعَ يَدَهُ الْيُسْرٰى عَلٰى فَخِذِهِ الْيُسْرٰى وَيَضَعُ يَدَهُ الْيُمْنٰى عَلٰى فَخِذِهِ الْيُمْنٰى ثُمَّ يُشِيْرُ فِى الدُّعَاءِ بِاِصْبَعٍ وَاحِدَةٍ -

১৪৩৯. নাস্‌র ইব্‌ন আম্মার (র) ..... হাসান ইব্‌নু হুর (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন ঃ আমাকে ঈসা ইব্‌ন আবদুর রহমান (র) এই হাদীসটি অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। আর ঈসা ইব্‌ন আবদুর রহমান (র) বর্ণিত হাদীসেও তাশাহ্‌হুদে বসা সম্পর্কে বর্ণনা করা হয়েছে যে, বাম হাত বাম উরুতে এবং ডান হাত ডান উরুতে রাখবে। তারপর এক অঙ্গুলি দ্বারা দু'আতে ইশারা করবে।

١٤٤٠- حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا اَبُوْ عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ قَالَ ثَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمٰنَ عَنْ عَبَّاسِ بْنِ سَهْلٍ قَالَ اجْتَمَعَ اَبُوْ حُمَيْدٍ وَاَبُوْ اُسَيْدٍ وَسَهْلُ بْنُ سَعْدٍ فَذَكَرُوْا صَلٰوةَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَذَكَرُوْا الْقُعُوْدَ عَلٰى مَاذَكَرَهُ عَبْدُ الْحَمِيْدِ فِىْ حَدِيْثِهِ فِى الْمَرَّةِ الْاُوْلٰى لَمْ يَذْكُرْ غَيْرَ ذٰلِكَ -

১৪৪০. ইব্‌রাহীম ইব্‌ন মারযূক (র) ..... আব্বাস ইব্‌ন সাহ্‌ল (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন ঃ আবূ হুমায়দ (রা), আবূ উসায়দ (রা) ও সাহ্‌ল ইব্‌ন সা'দ (রা) একত্রিত হয়ে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সালাত সম্পর্কে আলোচনা করছিলেন। তারা (এক পর্যায়ে) বৈঠক নিয়ে আলোচনা করেন, আবদুল হামিদ তাঁর বর্ণিত হাদীসে প্রথম বৈঠক সম্পর্কে যা বর্ণনা করেছেন তার অনুরূপ তিনি আর অন্য কিছু বর্ণনা করেননি।

١٤٤١- حَدَّثَنِىْ اَبُوْ الْحُسَيْنِ الاِصْبَهَانِىُّ قَالَ ثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ ثَنَا اِسْمٰعِيْلُ بْنُ عَيَّاشٍ قَالَ ثَنَا عُتْبَةُ بْنُ اَبِىْ حَكِيْمٍ عَنْ عِيْسٰى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْعَدَوِىِّ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ سَهْلٍ عَنْ اَبِىْ حُمَيْدٍ السَّاعِدِىِّ اَنَّهُ كَانَ يَقُوْلُ لاَصْحَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَنَا اَعْلَمُكُمْ بِصَلٰوةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالُوْا مِنْ اَيْنَ قَالَ رَقَبْتُ ذٰلِكَ مِنْهُ حَتّٰى حَفَظْتُ صَلاَتَهُ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا قَامَ اِلَى الصَّلٰوةِ كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ حِذَاءَ وَجْهِهِ فَاِذَا كَبَّرَ لِلرُّكُوْعِ فَعَلَ مِثْلَ ذٰلِكَ اِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوْعِ قَالَ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَعَلَ مِثْلَ ذٰلِكَ فَقَالَ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ اِذَا سَجَدَ فَرَّجَ بَيْنَ فَخِذَيْهِ غَيْرَ حَامِلٍ بَطْنَهُ عَلٰى شَيْءٍ مِنْ فَخِذَيْهِ وَلاَ مُفْتَرِشٍ ذِرَاعَيْهِ فَاِذَا قَعَدَ لِلتَّشَهُّدِ اَضْجَعَ رِجْلَهُ الْيُسْرٰى وَنَصَبَ الْيُمْنٰى عَلٰى صَدْرِهَا وَيَتَشَهَّدُ -

১৪৪১. আবুল হুসায়ন আল-ইস্‌ফাহানী (র) ..... আবূ হুমায়দ আস-সাইদী (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সাহাবীগণকে বলতেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সালাত সম্পর্কে তোমাদের অপেক্ষা অধিক অবহিত। তাঁরা বললেন, (তা) কিভাবে? তিনি বললেন, আমি তাঁর প্রতি লক্ষ্য করেছি এবং তাঁর সালাতকে সংরক্ষণ করেছি। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন সালাতের জন্য দাঁড়াতেন তখন তাকবীর বল্‌তেন এবং মুখমণ্ডল বরাবর উভয় হাত উত্তোলন করতেন। যখন রুকূর জন্য তাকবীর বলতেন অনুরূপ করতেন। আর যখন রুকূ থেকে মাথা উঠাতেন তখন

'সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ' বলে অনুরূপ করতেন। আর বলতেন, 'রাব্বানা ওয়ালাকাল হাম্দ'। আর যখন সিজ্দা করতেন তখন পেটকে উভয় উরু'র উপর ভর না দিয়ে সরিয়ে রাখতেন এবং উভয় হাতকে (যমীনের উপর) বিছিয়ে রাখতেন না। যখন তাশাহ্হুদের জন্য বসতেন তখন বাম পাকে বিছিয়ে দিয়ে ডান পা-কে এর অগ্রভাগের (আঙ্গুলের) উপর খাড়া করে রাখতেন এবং তাশাহ্হুদ পড়তেন।

পক্ষান্তরে এটি-ই হচ্ছে আবূ হুমায়দ আস্-সাইদী (রা)-এর মূল এবং বিস্তারিত হাদীস। এতে বৈঠকের উল্লেখ ওয়াইল ইব্ন হুজ্র (রা) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ। বস্তুত যে হাদীসটি মুহাম্মদ ইব্ন আমর (র) রিওয়ায়াত করেছেন এটি সুপরিচিত (মা'রূফ) নয় এবং আমাদের নিকট আবূ হুমায়দ (রা) থেকে অবিচ্ছিন্ন সনদযুক্ত (মুত্তাসিল)ও নয়। যেহেতু তাঁর হাদীসে উল্লেখ রয়েছে যে, তিনি আবূ হুমায়দ (রা) এবং আবূ কাতাদা (রা)-এর সাথে ছিলেন। অথচ আবূ কাতাদা (রা)-এর দীর্ঘকাল পূর্বে ইন্তেকাল করেছেন। যেহেতু তিনি আলী (রা)-এর যুগে শহীদ হয়েছেন এবং 'আলী (রা) তাঁর জানাযা'র সালাত পড়েছেন। তাই কোথায় আবূ কাতাদা (রা) আর কোথায় মুহাম্মদ ইব্ন আমর ইব্ন আতা (র)-এর বয়স।

অতএব আবূ হুমায়দ (রা) কর্তৃক বর্ণিত মুত্তাসিল-হাদীস-ই দলীল হিসাবে গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হবে, যা ওয়াইল (রা)-এর রিওয়ায়াতের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। তাই এর ভিত্তিতেই উক্তি করা সঠিক, এর বিপরীত দ্বারা বৈধ নয়।

তাহাবী (র)-এর যুক্তিভিত্তিক দলীল

বস্তুত সংশ্লিষ্ট বিষয়টিকে যুক্তি ভিত্তিক দলীল আরো সুদৃঢ় করে। আর সেটি হচ্ছে, আমরা দেখতে পাই যে, সালাতের মধ্যে প্রথম বৈঠক এবং প্রতি রাক'আতে দু'সিজ্দার মধ্যবর্তী বৈঠকের অবস্থা হচ্ছে, বাম পা বিছিয়ে দিয়ে এর উপর বসে যাওয়া। তারপর আলিমগণের মধ্যে শেষ বৈঠকের ব্যাপারে মতবিরোধ রয়েছে। শেষ বৈঠকের দুটি হুকুম হয়তো সুন্নাত অন্যথায় ফরয। যদি তা সুন্নাত হয় তাহলে-এর উপর প্রথম বৈঠকের বিধান প্রযোজ্য হবে। (অর্থাৎ নিতম্বের উপর না বসে বাম পা বিছিয়ে এর উপর বসা প্রমাণিত হবে) আর যদি তা ফরয হয় তাহলে এর উপর উভয় সিজ্দার মধ্যবর্তী বৈঠকের বিধান প্রযোজ্য হবে। অর্থাৎ নিতম্বের উপর না বসে বাম পা বিছিয়ে দিয়ে এর উপর বসা প্রমাণিত হবে। এর দ্বারা ওয়াইল ইব্ন হুজ্র (রা) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসের বিষয়বস্তু প্রমাণিত হলো। আর এটি-ই হচ্ছে আবূ হানীফা (র), আবূ ইউসূফ (র) ও মুহাম্মদ (র)-এর অভিমত। ইব্রাহীম নাখ্ঈ (র)ও উক্ত মত পোষণ করেছেন। যেমন–

١٤٤٢– حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْفَرَجِ قَالَ ثَنَا يُوسُفُ بْنُ عَدِيٍّ قَالَ ثَنَا اَبُوْ الاَحْوَصِ عَنْ الْمُغِيْرَةِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ اَنَّهُ كَانَ يَسْتَحِبُّ اِذَا جَلَسَ فِى الصَّلٰوةِ اَنْ يَّفْرِشَ قَدَمَهُ الْيُسْرٰى عَلَى الاَرْضِ ثُمَّ يَجْلِسُ عَلَيْهَا -

১৪৪২. রাওহ ইব্নুল ফারাজ (র) ..... ইব্রাহীম নাখ্ঈ (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি সালাতের মধ্যে বাম পা যমীনে বিছিয়ে দিয়ে এর উপর বসাকে মুস্তাহাব (সুন্নাত) মনে করতেন।

٢٩– بَابُ التَّشَهُّدِ فِى الصَّلٰوةِ كَيْفَ هُوَ

২৯. অনুচ্ছেদ ঃ সালাতের তাশাহ্হুদ কিরূপ

١٤٤٣– حَدَّثَنَا يُوْنُسُ بْنُ عَبْدِ الْاَعْلٰى قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهَبٍ قَالَ اَخْبَرْنِىْ عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ وَمَالِكُ بْنُ اَنَسٍ اَنَّ ابْنَ شِهَابٍ حَدَّثَهُمَا عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَبْدِ الْقَارِىْ اَنَّهُ سَمِعَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ يُعَلِّمُ النَّاسَ التَّشَهُّدَ عَلَى الْمِنْبَرِ وَهُوَ يَقُوْلُ قُوْلُوْا اَلتَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ الزَّاكِيَاتُ لِلّٰهِ الصَّلَوَاتُ لِلّٰهِ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِىُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ اَلسَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلٰى عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِيْنَ اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ ـ

১৪৪৩. ইউনুস ইব্‌ন 'আবদুল আ'লা (র) ..... আবদুর রহমান ইব্‌ন আবদুল কারী (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি উমর ইব্‌নুল খাত্তাব (রা)-কে মিম্বারের উপর লোকদেরকে তাশাহ্হুদ শিখাতে শুনেছেন, তিনি বলছিলেন– তোমরা বল ঃ

اَلتَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ الزَّاكِيَاتُ لِلّٰهِ الصَّلَوَاتُ لِلّٰهِ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِىُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ اَلسَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلٰى عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِيْنَ اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ ـ

١٤٤٤– وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ عَاصِمٍ قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ اَنَا ابْنُ شِهَابٍ عَنْ حَدِيْثِ عُمْرَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَبْدِ الْقَارِىْ فَذَكَرَ مِثْلَهُ ـ

১৪৪৪. আবূ বাকরা (র) ..... আবদুর রহমান ইব্‌ন আবদুল কারী (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি অনুরূপ উল্লেখ করেছেন।

١٤٤٥– حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ عَاصِمٍ قَالَ ثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ قُلْتُ لِنَافِعٍ كَيْفَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَتَشَهَّدُ قَالَ كَانَ يَقُوْلُ بِسْمِ اللّٰهِ اَلتَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ وَالصَّلَوَاتُ لِلّٰهِ الزَّاكِيَاتُ لِلّٰهِ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِىُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ اَلسَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلٰى عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِيْنَ ثُمَّ يَتَشَهَّدُ فَيَقُوْلُ شَهِدْتُ اَنَّ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ شَهِدْتُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ ـ

১৪৪৫. আবূ বাকরা (র) ..... ইব্‌ন জুরায়জ (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি নাফি' (র)-কে বলি, ইব্‌ন উমর (রা) কিভাবে তাশাহ্হুদ পড়তেন। তিনি উত্তরে বলেন ঃ তিনি বলতেন–

بِسْمِ اللّٰهِ اَلتَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ وَالصَّلَوَاتُ لِلّٰهِ الزَّاكِيَاتُ لِلّٰهِ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلٰى عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِيْنَ -

তারপর শাহাদাতের বাক্যগুলো এভাবে বলতেন ঃ

شَهِدْتُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ شَهِدْتُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ -

١٤٤٦- حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ صَالِحٍ ح وَحَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْفَرَجِ قَالَ ثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنُ بُكَيْرٍ قَالَا حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ عَقِيْلُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ اِبْنِ شِهَابٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ اِذَا تَشَهَّدَ اَحَدُكُمْ فَلْيَقُلْ ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَ تَشَهُّدِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ -

১৪৪৬. নাস্‌র ইব্‌ন মারযূক (র) এবং রাওহ্ ইব্‌নুল ফারাজ (র) ..... আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ যখন তাশাহ্হুদ পড়ে তখন সে যেন বলেঃ তারপর তিনি উমর (রা)-এর অনুরূপ তাশাহ্হুদ উল্লেখ করেছেন।

١٤٤٧- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ وَفَهْدٌ قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ الْهَادِ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ قَالَ كَانَتْ عَائِشَةُ تُعَلِّمُنَا التَّشَهُّدَ وَتُشِيْرُ بِيَدِهَا ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ -

১৪৪৭. মুহাম্মদ ইব্‌ন খুযায়মা (র) এবং ফাহাদ (র) ..... কাসিম (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আয়েশা (রা) আমাদের তাশাহ্হুদ শিখিয়েছেন এবং তিনি নিজ হাতে ইশারা করেছেন। তারপর কাসিম (র)-এর বর্ণনার অনুরূপ উল্লেখ করেছেন।

একদল আলিম এই হাদীসগুলো গ্রহণ করে বলেছেন ঃ সালাতের মাঝে তাশাহ্হুদ এরূপই। যেহেতু উমর ইব্‌নুল খাত্তাব (রা) মুহাজিরীন ও আন্‌সারগণের উপস্থিতিতে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর মিম্বারের উপর লোকদেরকে এটা শিখিয়েছেন। অথচ তাঁদের মধ্য থেকে কেউ এই তাশাহ্হুদকে প্রত্যাখ্যান করেননি।

এ ব্যাপারে অপরাপর আলিমগণ তাঁদের বিরোধিতা করে বলেছেন ঃ তোমরা যা উল্লেখ করেছ তা যদি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সাহাবীগণের নিকট অপরিহার্য হতো, তাহলে তাঁদের কেউ এ ব্যাপারে উমর (রা)-এর বিরোধিতা করতেন না। অথচ তাঁরা এতে তাঁর বিরোধিতা করেছেন এবং তাঁরা এর বিপরীত আমল করেছেন। তাঁদের অধিকাংশ সেটিকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে রিওয়ায়াত করেছেন।

সাহাবীদের মধ্যে যারা এ ব্যাপারে উমর (রা)-এর বিরোধিতা করেছেন, আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসঊদ (রা) তাঁদের অন্যতম। সংশ্লিষ্ট বিষয়ে তাঁর সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে নিম্নোক্ত হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে ঃ

١٤٤٨- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ دَاؤُدَ وَوَهَبٌ وَاَبُوْ عَامِرٍ قَالُوْا ثَنَا هِشَامُ الدَّسْتَوَائِيُّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ اَبِيْ سُلَيْمٰنَ عَنْ اَبِيْ وَائِلٍ عَنْ اِبْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ

قَالَ كُنَّا اِذَا صَلَّيْنَا خَلْفَ النَّبِىِّ ﷺ قُلْنَا اَلسَّلَامُ عَلَى اللّٰهِ اَلسَّلَامُ عَلٰى جِبْرَائِيْلَ اَلسَّلَامُ عَلٰى مِيْكَائِيْلَ فَالْتَفَتَ اِلَيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ لَاتَقُوْلُوْا اَلسَّلَامُ عَلَى اللّٰهِ فَاِنَّ اللّٰهَ هُوَ السَّلَامُ وَلٰكِنْ قُوْلُوْا اَلتَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِىُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلٰى عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِيْنَ ـ اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ ـ

১৪৪৮. আবূ বাক্‌রা (র) ..... ইব্‌ন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর পিছনে সালাত আদায় করতাম, আর বলতাম ঃ

اَلسَّلَامُ عَلَى اللّٰهِ اَلسَّلَامُ عَلٰى جِبْرَائِيْلَ اَلسَّلَامُ عَلٰى مِيْكَائِيْلَ ـ

অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদের দিকে তাকালেন এবং বললেন, তোমরা اَلسَّلَامُ عَلَى اللّٰهِ বলবে না, আল্লাহ'ই হচ্ছেন সালাম। বরং তোমরা বল ঃ

اَلتَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِىُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلٰى عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِيْنَ ـ اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ ـ

١٤٤٩ـ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنُ بْنُ زِيَادٍ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ حَمَّادٍ فَذَكَرَ مِثْلَهُ بِاِسْنَادِهِ ـ

১৪৪৯. হুসায়ন ইব্‌ন নাস্‌র (র) ..... আবদুর রহমান (রা) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

١٤٥٠ـ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ قَالَ ثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ سُلَيْمٰنَ عَنْ شَقِيْقٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ مِثْلَهُ ـ

১৪৫০. নাস্‌র ইব্‌ন মারযূক ..... আব্দুল্লাহ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

١٤٥١ـ وَحَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا الْخَصِيْبُ بْنُ نَاصِحٍ قَالَ ثَنَا وُهَيْبٌ عَنْ مَنْصُوْرِ بْنِ الْمُعْتَمِرِ عَنْ اَبِىْ وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ مِثْلَهُ ـ

১৪৫১. নাস্‌র ইব্‌ন মারযূক ..... আব্দুল্লাহ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

١٤٥٢ـ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ اَحْمَدُ قَالَ ثَنَا مُحِلُّ بْنُ مُحْرِزٍ الضَّبِّىُّ ح وَحَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ ثَنَا اَبُوْ نُعَيْمٍ قَالَ ثَنَا مُحِلُّ بْنُ مُحْرِزٍ قَالَ ثَنَا شَقِيْقٌ فَذَكَرَ مِثْلَهُ بِاِسْنَادِهِ وَزَادَ حُسَيْنٌ فِىْ حَدِيْثِهِ قَالُوْا وَكَانُوْا يَتَعَلَّمُوْنَهَا كَمَا يَتَعَلَّمُ اَحَدُكُمُ السُّوْرَةَ مِنَ الْقُرْاٰنِ ـ

১৪৫২ আবূ বাকরা (র) এবং হুসায়ন ইব্‌ন নাস্‌র (র) ..... শাকিক (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনিও অনুরূপ উল্লেখ করেছেন। আর হুসায়ন (র) তাঁর বর্ণনায় অতিরিক্ত বলেছেন যে, তাঁরা বলেছেন ঃ তাঁরা এভাবে তাশাহ্‌হুদ শিখতেন, যেমন তোমাদের কেউ কুরআন থেকে সূরা শিখে থাকে।

١٤٥٣– حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا عُمَرُ بْنُ حَبِيْبٍ قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اِسْحٰقَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْاَسْوَدِ عَنْ اَبِيْهِ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّهُ قَالَ : أَخَذْتُ التَّشَهُّدَ مِنْ فِيْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَلَقَّنِيْهَا كَلِمَةً كَلِمَةً ثُمَّ ذَكَرَ التَّشَهُّدَ الَّذِيْ فِيْ حَدِيْثِ اَبِيْ وَائِلٍ وَزَادَ قَالَ : فَكَانُوْا يُخْفُوْنَ التَّشَهُّدَ وَلَا يُظْهِرُوْنَهُ ـ

১৪৫৩. ইব্‌ন মারযূক (র) ..... আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন ঃ আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর মুখ থেকে তাশাহ্‌হুদ শিক্ষা গ্রহণ করেছি এবং তিনি আমাকে তা এক এক শব্দ করে শিক্ষা দিয়েছেন। তারপর তিনি আবূ ওয়াইল (রা) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসের তাশাহ্‌হুদ উল্লেখ করেছেন। এবং তিনি অতিরিক্ত এও বলেছেন ঃ তারা তাশাহ্‌হুদকে নিঃশব্দে পাঠ করতেন, উচ্চস্বরে তা পাঠ করতেন না।

١٤٥٤– حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ ثَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ يُوْنُسَ قَالَ ثَنَا زُهَيْرٌ قَالَ ثَنَا مُغِيْرَةُ الضَّبِّيُّ قَالَ ثَنَا شَقِيْقُ بْنُ سَلَمَةَ ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَ حَدِيْثِ حَمَّادٍ وَمَنْصُوْرٍ وَ سُلَيْمٰنَ وَمُحِلٍ عَنْ اَبِيْ وَائِلٍ غَيْرَ اَنَّهُ لَمْ يَقُلْ وَبَرَكَاتُهُ ـ

১৪৫৪. হুসায়ন ইব্‌ন নাস্‌র (র) ..... শাকিক ইব্‌ন সালামা (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি আবূ ওয়াইল (র) থেকে হাম্মাদ, মানসূর, সুলায়মান ও মুহিল (র)-এর হাদীসের অনুরূপ উল্লেখ করেছেন। কিন্তু তিনি وَبَرَكَاتُهُ শব্দটি বলেননি।

١٤٥٥– حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا سَعِيْدُ بْنُ عَامِرٍ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا وَهْبٌ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ ح وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ شَيْبَةَ قَالَ ثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُوْسٰى قَالَ اَنَا اِسْرَائِيْلُ كِلَاهُمَا عَنْ اَبِيْ اِسْحٰقَ عَنْ اَبِي الْاَحْوَصِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ كُنَّا لَا نَدْرِيْ مَا نَقُوْلُ بَيْنَ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ غَيْرَ اَنْ نُسَبِّحَ وَنُكَبِّرَ وَنَحْمَدَ رَبَّنَا عَزَّ وَجَلَّ وَاَنَّ مُحَمَّدًا عَلَّمَ فَوَاتِحَ الْكَلِمِ وَخَوَاتِمَهُ ـ اَوْ قَالَ وَجَوَامِعَهُ فَقَالَ اِذَا قَعَدَ اَحَدُكُمْ فِي الرَّكْعَتَيْنِ فَلْيَقُلْ ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ ـ

১৪৫৫. আবূ বাকরা (র), ইব্‌ন মারযূক (র) ও আলী ইব্‌ন শায়বা (র) ..... আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন ঃ প্রতি দু'রাক্'আতের মাঝে কী বলব আমরা জানতাম না, শুধু আমরা আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ্ তা'আলার তাস্‌বীহ, তাকবীর ও হাম্‌দ করতাম। আর নিশ্চয়

মুহাম্মদ ﷺ (আমাদিগকে) তাশাহ্হুদের প্রথম ও শেষ শব্দমালা কিংবা, রাবী বলেছেন, ব্যাপক শব্দমালা শিক্ষা দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, তোমাদের কেউ যখন দু'রাক'আতের পর বসবে তখন যেন বলে, তারপর তিনি পূর্বের হাদীসের অনুরূপ উল্লেখ করেছেন।

١٤٥٦– حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ ثَنَا شَبَابَةُ بْنِ سَوَّارٍ وَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنِ زِيَادٍ قَالاَ ثَنَا الْمَسْعُوْدِيُّ عَنْ اَبِي اِسْحٰقَ عَنْ اَبِي الاَحْوَصِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ عَلَّمَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ خُطْبَةَ الصَّلٰوةِ فَذَكَرَ مِثْلَهُ ـ

১৪৫৬. হুসায়ন ইব্ন নাস্র (র) ..... আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদেরকে সালাতের খুত্বা (তাশাহ্হুদ) শিখিয়েছেন। তারপর তিনি অনুরূপ উল্লেখ করেছেন।

তাশাহ্হুদের বিষয়ে আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস (রা) ও উমর (রা)-এর বিরোধিতা করেছেন। এ বিষয়ে তাঁর সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

١٤٥٧– حَدَّثَنَا رَبِيْعُ الْمُؤَذِّنُ قَالَ ثَنَا شُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثِ وَ اَسَدُ بْنُ مُوْسٰى قَالاَ ثَنَا اللَّيْثُ عَنْ اَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَطَاوُسٌ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُعَلِّمُنَا التَّشَهُّدَ كَمَا يُعَلِّمُنَا الْقُرْاٰنَ فَكَانَ يَقُوْلُ اَلتَّحِيَّاتُ الْمُبَارَكَاتُ الصَّلَوَاتُ الطَّيِّبَاتُ لِلّٰهِ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ اَلسَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلٰى عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِيْنَ اَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ ـ

১৪৫৭. রবি'উল মু'আয্যিন (র) ..... ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদেরকে যেভাবে কুরআন শিখিয়েছেন অনুরূপভাবে তাশাহ্হুদ শিখিয়েছেন। তিনি বলতেন ঃ اَلتَّحِيَّاتُ الْمُبَارَكَاتُ الصَّلَوَاتُ ..... اَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ

١٤٥٨– وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ اَنَا اَبُوْ عَاصِمٍ قَالَ اَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ سُئِلَ عَطَاءٌ وَاَنَا اَسْمَعُ عَنِ التَّشَهُّدِ فَقَالَ اَلتَّحِيَّاتُ الْمُبَارَكَاتُ الطَّيِّبَاتُ الصَّلَوَاتُ لِلّٰهِ ـ ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ ثُمَّ قَالَ لَقَدْ سَمِعْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ الزُّبَيْرِ يَقُوْلُهُنَّ عَلَى الْمِنْبَرِ يُعَلِّمُهُنَّ النَّاسَ وَلَقَدْ سَمِعْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عَبَّاسٍ يَقُوْلُ مِثْلَ مَا سَمِعْتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ يَقُوْلُ قُلْتُ فَلَمْ يَخْتَلِفْ ابْنُ الزُّبَيْرِ وَابْنُ عَبَّاسٍ فَقَالَ لاَ ـ

১৪৫৮. আবূ বাকরা (র) ..... ইব্ন জুরায়জ (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আতা (র)-কে তাশাহ্হুদ প্রসঙ্গে প্রশ্ন করা হয়েছিল এবং আমি শুনছিলাম। তিনি বলেছেন–

اَلتَّحِيَّاتُ الْمُبَارَكَاتُ الطَّيِّبَاتُ الصَّلَوَاتُ لِلّٰهِ ـ

তারপর তিনি অনুরূপ উল্লেখ করেছেন। আর তিনি বলেছেন, আমি আবদুল্লাহ্ ইব্ন যুবায়র (রা)-কে মিম্বারের উপর উক্ত শব্দগুলো বলতে শুনেছি, এবং তিনি লোকদেরকে তা শিখিয়েছেন। আতা (র) বলেন, আমি আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস (রা)-কে ইব্ন যুবায়র (রা)-এর অনুরূপ বলতে শুনেছি। (বর্ণনাকারী বলেন) আমি বললাম, ইব্ন যুবায়র (রা) এবং ইব্ন আব্বাস (রা)-এর মতে (এ ব্যাপারে) কোন মত পার্থক্য ছিল না ? তিনি বললেন, না।

আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা)ও তাশাহ্হুদ বিষয়ে উমর (রা)-এর বিরোধিতা করেছেন ঃ

١٤٥٩– حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ ثَنَا اَبَانُ بْنُ يَزِيْدَ قَالَ ثَنَا قَتَادَةُ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ بَابِيْ الْمَكِّيُّ قَالَ صَلَّيْتُ اِلٰى جَنْبِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ فَلَمَّا قَضٰى صَلاَتَهُ ضَرَبَ يَدَهُ عَلٰى فَخِذِيْ فَقَالَ اَلاَ اُعَلِّمُكَ تَحِيَّةَ الصَّلٰوةِ كَمَا كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُعَلِّمُنَا قَالَ فَتَلاَ هٰؤُلاَءِ الْكَلِمَاتِ مِثْلَ مَافِيْ حَدِيْثِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ـ

১৪৫৯. ইব্ন মারযূক (র) ..... আবদুল্লাহ্ ইব্ন বাবী আল-মাক্কী (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন ঃ আমি আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা)-এর পার্শ্বে সালাত আদায় করেছি। তিনি সালাত শেষ করে তাঁর হাত দিয়ে আমার উরুতে মারলেন এবং বললেন, আমি কি তোমাকে সালাতের সেই তাহিয়াহ (তাশাহ্হুদ) শিখাব না? যা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদেরকে শিখিয়েছেন। রাবী বলেন, এরপর তিনি ইব্ন মাসঊদ (রা) কর্তৃক রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ শব্দগুলো পড়লেন।

١٤٦٠– حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِيْ دَاوُدَ وَيَحْيٰى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ الْبَغْدَادِيُّ بِطَبْرِيَّةَ قَالاَ ثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ ثَنَا اَبِيْ قَالَ ثَنَا شُعَيْبَةُ عَنْ اَبِيْ بِشْرٍ قَالَ ابْنُ اَبِيْ دَاوُدَ فِيْ حَدِيْثِهٖ عَنْ مُجَاهِدٍ وَقَالَ يَحْيٰى سَمِعْتُ مُجَاهِدًا يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَلتَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ الصَّلَوَاتُ الطَّيِّبَاتُ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ اَلسَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلٰى عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِيْنَ اَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ اِلاَّ اَنَّ يَحْيٰى زَادَ فِيْ حَدِيْثِهٖ قَالَ ابْنُ عُمَرَ زِدْتُّ فِيْهَا وَبَرَكَاتُهُ وَزِدْتُ فِيْهَا وَحْدَهُ لاَشَرِيْكَ لَهُ ـ

১৪৬০. ইব্ন আবূ দাঊদ (র) এবং ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইস্মাঈল বাগদাদী (র) বাত্রিয়ায়া ..... মুজাহিদ (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি তাশাহ্হুদ প্রসঙ্গে ইব্ন উমর (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণনা করেন ঃ

اَلتَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ الصَّلَوَاتُ الطَّيِّبَاتُ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ اَلسَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلٰى عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِيْنَ اَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ ـ

কিন্তু বর্ণনাকারী ইয়াহইয়া (র) তাঁর বর্ণনায় অতিরিক্ত বলেছেন যে, ইব্‌ন উমর (রা) বলেছেন, আমি এতে وَبَرَكَاتُهُ এবং وَحْدَهُ لاَشَرِكَ لَهُ বৃদ্ধি করেছি।

١٤٦١- حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِيْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُعَاذٍ قَالَ ثَنَا اَبِيْ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ اَبِيْ بِشْرٍ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ كُنْتُ اَطُوْفُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ بِالْبَيْتِ وَهُوَ يُعَلِّمُنِي التَّشَهُّدَ يَقُوْلُ اَلتَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ الصَّلَوَاتُ الطَّيِّبَاتُ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ قَالَ ابْنُ عُمَرَ وَزِدْتُ فِيْهَا وَبَرَكَاتُهُ اَلسَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِيْنَ اَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ قَالَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ وَزِدْتُ فِيْهِ وَحْدَهُ لاَشَرِيْكَ لَهُ وَ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ -

১৪৬১. ইব্‌ন আবূ দাঊদ (র) ..... মুজাহিদ (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন ঃ আমি ইব্‌ন উমর (রা)-এর সাথে বায়তুল্লাহ্‌'র তাওয়াফ করছিলাম আর তিনি আমাকে তাশাহ্‌হুদ শিখাচ্ছিলেন, তিনি বলছিলেন ঃ

اَلتَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ الصَّلَوَاتُ الطَّيِّبَاتُ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ -

ইব্‌ন উমর (রা) বলেছেন, আমি এতে- وَبَرَكَاتُهُ اَلسَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِيْنَ اَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ অতিরিক্ত বলেছি। এবং এতে আরো বাড়িয়ে দিয়েছি ঃ وَحْدَهُ لاَشَرِيْكَ لَهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ

١٤٦٢- حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِيْ دَاوُدَ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ مُعَاذٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ اَبِيْ بِشْرٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ وَلَمْ يَذْكُرِ النَّبِيُّ ﷺ اِلاَّ اَنَّ قَوْلَ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ فِيْهِ وَزِدْتُ فِيْهَا مَايَدُلُّ اَنَّهُ اَخَذَ ذٰلِكَ عَنْ غَيْرِهِ مِمَّنْ هُوَ خِلاَفُ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اِمَّا رَسُوْلُ ﷺ وَاِمَّا اَبُوْ بَكْرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ -

১৪৬২. ইব্‌ন আবূ দাঊদ (র) ..... ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি রাসূলুল্লাহ্‌ ﷺ-এর উল্লেখ করেননি।

বস্তুত হাদীসে ইব্‌ন উমর (রা)-এর উক্তি "এবং এতে আমি বাড়িয়ে দিয়েছি" থেকে বুঝা যায় না যে, তিনি এটিকে অন্য কারো কাছে থেকে নিয়েছেন, যিনি ইব্‌ন উমর (রা)-এর বিরোধী। তিনি হয়তো রাসূলুল্লাহ্‌ ﷺ নয়তো আবূ বকর (রা)।

١٤٦٣- وَحَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ ثَنَا اَبُوْ نُعَيْمٍ قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ زَيْدِ الْعَمِّيِّ عَنْ اَبِي الصِّدِّيْقِ النَّاجِيِّ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ اَبُوْ بَكْرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ يُعَلِّمُنَا التَّشَهُّدَ عَلَى الْمِنْبَرِ كَمَا تُعَلِّمُوْنَ الصِّبْيَانَ الْكِتَابَ ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَ تَشَهُّدِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ سَوَاءً -

১৪৬৩. হুসায়ন ইব্‌ন নাস্‌র (র) .... ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন ঃ আবূ বকর (রা) আমাদেরকে মিম্বারের উপর অনুরূপভাবে তাশাহ্‌হুদ শিখিয়েছেন, যেমনিভাবে তোমরা শিশুদেরকে (কুরআন) শিখিয়ে থাক। তারপর তিনি ইব্‌ন মাসঊদ (রা)-এর তাশাহ্‌হুদের অনুরূপ উল্লেখ করেছেন।

বস্তুত ইব্‌ন উমর (রা) থেকে আমাদের বর্ণিত এই রিওয়ায়াত সালিম ও নাফি' (র)-এর রিওয়ায়াত বিরোধী, যা তাঁরা ইব্‌ন উমর (রা) থেকে (এই অনুচ্ছেদের সূচনায় মাওকূফ হিসাবে) বর্ণনা করেছেন। আর এটি-ই উত্তম। যেহেতু এটি তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ও আবূ বকর (রা) থেকে (মারফূ'রূপে) বর্ণনা করেছেন এবং এটি তিনি মুজাহিদ (র)-কে (গুরুত্ব সহকারে) শিখিয়েছেন। অতএব ইব্‌ন উমর (রা)-এর পক্ষে অসম্ভব ব্যাপার যে, তিনি যে হাদীস রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে গ্রহণ করেছেন, তা পরিত্যাগ করে অন্যের হাদীস গ্রহণ করবেন।

তাশাহ্‌হুদের ব্যাপারে আবূ সাঈদ আল-খুদ্‌রী (রা) ও উমর (রা)-এর বিরোধিতা করেছেন ঃ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে তাঁর থেকে–

١٤٦٤– حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا مُوْسٰى بْنُ هٰرُوْنُ الْبَرْدِىُّ قَالَ ثَنَا سَهْلُ بْنُ يُوْسُفَ الاَنْمَاطِىُّ قَالَ ابْنُ اَبِىْ دَاوُدَ بَصْرِىْ ثِقَةٌ قَالَ ثَنَا حُمَيْدُ عَنْ اَبِى الْمُتَوَكِّلِ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِىِّ قَالَ كُنَّا نَتَعَلَّمُ التَّشَهُّدَ كَمَا نَتَعَلَّمُ السُّوْرَةَ مِنَ الْقُرْاٰنِ ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَ تَشَهُّدِ ابْنِ مَسْعُوْدِ سَوَاءً ـ

১৪৬৪. ইব্‌ন আবূ দাঊদ (র) ..... আবূ সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেনঃ আমরা কুরআন মজীদের সূরার ন্যায় তাশাহ্‌হুদ শিক্ষা করতাম। তারপর তিনি ইব্‌ন মাসঊদ (রা)-এর তাশাহ্‌হুদের অনুরূপ উল্লেখ করেছেন।

এ ব্যাপারে জাবির (রা)ও তাঁর (উমার (রা)-এর) বিরোধিতা করেছেন ঃ এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে জাবির (রা)-এর সূত্রে হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

١٤٦٥– حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا اَبُوْ عَامِرِ الْعَقَدِىْ قَالَ ثَنَا اَيْمَنُ بْنُ نَابِلٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ اَبُوْ الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُعَلِّمُنَا التَّشَهُّدَ كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّوْرَةَ مِنَ الْقُرْاٰنِ بِسْمِ اللّٰهِ وَبِاللّٰهِ ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَ تَشَهُّدِ ابْنِ مَسْعُوْدِ سَوَاءً اِلاَّ اَنَّهُ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ وَرَسُوْلُهُ وَاَسْاَلُ اللّٰهَ الْجَنَّةَ وَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ النَّارِ ـ

১৪৬৫. ইব্‌রাহীম ইব্‌ন মারযূক (র) ..... জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন ঃ আমাদের কে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যেভাবে কুরআনের সূরা শিখাতেন অনুরূপভাবে তাশাহ্‌হুদ শিখাতেন, এই বলে.... بِسْمِ اللّٰهِ وَبِاللّٰهِ তারপর তিনি ইব্‌ন মাসঊদ (রা)-এর তাশাহ্‌হুদের অনুরূপ হুবহু উল্লেখ করেছেন। কিন্তু তিনি এতটুকু পার্থক্য করে বলেছেন–

عَبْدُ اللّٰهِ وَرَسُوْلُه وَاَسْأَلُ اللّٰهَ الْجَنَّةَ وَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ النَّارِ ـ

সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আবূ মূসা আল-আশ্‌আরী (রা) ও উমর (রা)-এর বিরোধিতা করেছেন ঃ

এ বিষয়ে তাঁর সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে হাদীস বর্ণিত হয়েছে–

١٤٦٦– حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ وَابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالاَ ثَنَا سَعِيْدُ بْنُ عَامِرٍ قَالَ ثَنَا سَعِيْدُ بْنُ اَبِىْ عَمْرٍو عَنْ قَتَادَةَ عَنْ يُوْنُسَ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ حِطَّانِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ الرَّقَاشِىِّ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا مُوْسَى الاَشْعَرِىَّ يَقُوْلُ اِنَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ خَطَبَنَا فَعَلَّمَنَا صَلاَتَنَا وَبَيَّنَ لَنَا سُنَّتَنَا فَقَالَ اِذَا كَانَ فِىْ الْقَعْدَةِ الثَّانِيَةِ فَلْيَكُنْ مِنْ قَوْلِ اَحَدِكُمْ اَلتَّحِيَّاتُ الطَّيِّبَاتُ الصَّلَوَاتُ لِلّٰهِ اَلسَّلاَمُ اَوْ قَالَ سَلاَمٌ شَكَّ سَعِيْدُ عَلَيْكَ يَا اَيُّهَا النَّبِىُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ اَلسَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلٰى عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِيْنَ اَشْهَدُ اَنَّ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ ـ

১৪৬৬. আবূ বাক্‌রা (র) এবং ইব্‌ন মারযূক (র) ..... হাত্‌তান ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ আল-রাক্‌কাশী (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন ঃ আমি আবূ মূসা আল-আশআরী (রা) কে বলতে শুনেছি যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ খুত্‌বা দিতে গিয়ে আমাদেরকে সালাত শিখিয়েছেন এবং আমাদেরকে আমাদের জীবন পদ্ধতি (সুন্নাত) বিশদভাবে বর্ণনা করেছেন। তারপর বলেছেন, দ্বিতীয় বৈঠকে (শেষ বৈঠক) তোমাদের দু'আ হবে ঃ

اَلتَّحِيَّاتُ الطَّيِّبَاتُ اَلصَّلَوَاتُ لِلّٰهِ اَلسَّلاَمُ ـ عَلَيْكَ يَا اَيُّهَا النَّبِىُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ اَلسَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلٰى عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِيْنَ اَشْهَدُ اَنَّ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ ـ

অথবা বলেছেন ঃ سَلاَمٌ এ ব্যাপারে রাবী সাঈদ সন্দেহ করেছেন।

١٤٦٧– حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا عَفَّانُ قَالَ ثَنَا هَمَّامٌ قَالَ ثَنَا قَتَادَةُ قَالَ ثَنَا اَبُوْ غِلاَبٍ يُوْنُسُ بْنُ جُبَيْرٍ اَنَّ حَطَّانَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ الرَّقَاشِىِّ حَدَّثَنَا قَالَ قَالَ لِىْ اَبُوْ مُوْسَى الاَشْعَرِىُّ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ خَطَبَنَا فَعَلَّمَنَا سُنَّتَنَا وَعَلَّمَنَا صَلاَتَنَا فَقَالَ اِذَا كَانَ عِنْدَ الْقَعْدَةِ فَلْيَكُنْ مِنْ قَوْلِ اَحَدِكُمْ اَلتَّحِيَّاتُ الطَّيِّبَاتُ الصَّلَوَاتُ لِلّٰهِ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِىُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُه اَلسَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلٰى عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِيْنَ اَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ ـ

১৪৬৭. ইব্‌ন মারযূক (র) ..... হাত্‌তান ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ আল-রাক্‌কাশী (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন যে, আমাকে আবূ মূসা আল-আশ্‌আরী (রা) বলেছেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদেরকে খুত্‌বা প্রদান করেছেন, আমাদেরকে তিনি আমাদের সুন্নাত ও সালাত শিখিয়েছেন। তারপর বলেছেন, (সালাতের) বৈঠকে তোমাদের দু'আ যেন হয় ঃ

اَلتَّحِيَّاتُ الطَّيِّبَاتُ اَلصَّلَوَاتُ لِلّٰهِ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِىُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلٰى عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِيْنَ اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ -

এ বিষয়ে আবদুল্লাহ্ ইব্ন যুবায়র (রা) ও উমর (রা)-এর বিরোধিতা করেছেন ঃ

এ বিষয়ে তাঁর সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণিত আছে, মুহাম্মদ ইব্ন হুমায়দ আবূ কুররা (র) ..... আবূ আস্‌লাম আল-মু'আযযিন (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি আবদুল্লাহ্ ইব্ন যুবায়র (রা)-কে বলতে শুনেছেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর তাশাহ্‌হুদ ছিল নিম্নরূপ ঃ

بِسْمِ اللّٰهِ وَبِاللّٰهِ خَيْرِ الاَسْمَاءِ اَلتَّحِيَّاتُ الطَّيِّبَاتُ الصَّلَوَاتُ لِلّٰهِ اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَاشَرِيْكَ لَهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ اَرْسَلَهُ بِالْحَقِّ بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا وَاَنَّ السَّاعَةَ اٰتِيَةٌ لَّارَيْبَ فِيْهَا - اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِىُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلٰى عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِيْنَ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ وَاهْدِنِىْ -

বিশ্লেষণ

বস্তুত এঁরা সকলেই তাশাহ্‌হুদ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে রিওয়ায়াত করেছেন, যা আমরা উল্লেখ করে এসেছি। এদের সকলের রিওয়ায়াত তাশাহ্‌হুদ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে ধারাবাহিক সূত্র পরম্পরায় উমর (রা) কর্তৃক বর্ণিত তাশাহ্‌হুদের বিপরীত প্রমাণিত হয়েছে–

অতএব তাঁদের রিওয়ায়াতগুলোকে পরিত্যাগ করে অন্য তাশাহ্‌হুদ গ্রহণ করা কোনভাবেই সমীচীন হবে না, এবং তাঁদের রিওয়ায়াত বহির্ভূত অতিরিক্ত কোন কিছু গ্রহণ করা যেতে পারে না।

তবে ইব্ন আব্বাস (রা)-এর হাদীসে বর্ণিত তাশাহ্‌হুদে অন্যদের তুলনায় اَلْمُبَارَكَاتُ শব্দটি অতিরিক্ত রয়েছে।

কিছু সংখ্যক আলিম বলেছেন ঃ অন্য তাশাহ্‌হুদ অপেক্ষা ইব্ন আব্বাস (রা)-এর তাশাহ্‌হুদ উত্তম। যেহেতু এতে তিনি অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন, আর অতিরিক্ত অসম্পূর্ণ অপেক্ষা উত্তম হয়ে থাকে।

অপরাপর আলিমগণ বলেছেন ঃ বরং ইব্ন মাসঊদ (রা), আবূ মূসা (রা) ও ইব্ন উমর (রা)-এর হাদীস যা তাঁর থেকে মুজাহিদ ও ইব্ন বারা (র) রিওয়ায়াত উত্তম বিবেচিত হবে এ বিষয়ে তাঁদের ঐকমত্য এবং তাঁদের সূত্র সুদৃঢ় হওয়ার কারণে। যেহেতু (ইব্ন আব্বাস রা-এর হাদীসের রাবী) আবুয্ যুবায়র (র) ইব্ন (মাসঊদ-এর হাদীসের রাবী) আমাশ, মানসূর ও মুগীরা (র) প্রমুখের সমকক্ষ নন, যারা ইব্ন মাসঊদ (রা)-এর হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন। আবূ মূসা (রা)-এর হাদীসে আবুয্ যুবায়র কাতাদার সমকক্ষ নন এবং সমকক্ষ নন আবূ বিশ্‌র-এর ইব্ন উমর (রা)-এর হাদীসে। বর্ণনাকারীদের মধ্যে দুর্বলতা থাকা সত্ত্বেও অতিরিক্ত শব্দ থাকার কারণে যদি সেই অতিরিক্ত শব্দ সম্বলিত তাশাহ্‌হুদ গ্রহণ করা অপরিহার্য হয় তাহলে (জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ রা-এর তাশাহ্‌হুদ) আয়মান ইব্ন নাবিল (র) আবুয্ যুবায়র (র) সূত্রে যা অতিরিক্ত করেছেন তাও গ্রহণ করা অপরিহার্য হয়ে পড়বে। যেহেতু তিনিও তাশাহ্‌হুদে বাড়িয়ে বলেছেন ঃ بِسْمِ اللّٰهِ অনুরূপভাবে আব্দুল্লাহ্ ইব্ন

যুবায়র (রা)-এর তাশাহ্হুদে যা আবূ আসলাম (র) অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন, সেগুলোও গ্রহণ করা অপরিহার্য হয়ে পড়বে, যেহেতু তিনিও তাশাহ্হুদে বলেছেন ঃ بِسْمِ اللّٰهِ এবং ইব্ন মাসঊদ (রা)-এর হাদীস (তাশাহ্হুদ) অপেক্ষা এতে আরো বাড়তি শব্দ বিদ্যমান রয়েছে।

বস্তুত যখন এই বাড়তি শব্দ গ্রহণযোগ্য নয়, যেহেতু তিনি এটিকে লায়স-এর হাদীসের উপর অতিরিক্ত করেননি। অনুরূপভাবে ইব্ন আব্বাস (রা)-এর হাদীসে আতা ইব্ন রিবাহ্ (র)-এর উপর আবুয্ যুবায়রের অতিরিক্ত শব্দ গ্রহণযোগ্য নয়। যেহেতু ইব্ন জুরায়জ (র) এটিকে আতা (র)-এর সূত্রে ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে 'মাওকূফ' হিসাবে রিওয়ায়াত করেছেন। আবার এটিকে আবুয্ যুবায়র (র) সাঈদ ইব্ন জুবায়র ও তাউস (র)-এর সূত্রে ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে 'মারফূ' হিসাবে রিওয়ায়াত করেছেন। যদি এই সমস্ত হাদীস প্রামাণ্য হয় এবং সনদগুলো সমকক্ষ হয় তাহলে আব্দুল্লাহ্ ইব্ন মাসঊদ (রা)-এর হাদীস সকলের হাদীস অপেক্ষা অবশ্যই উত্তম বিবেচিত হবে। যেহেতু তাঁরা সকলে ঐ ব্যাপারে ঐকমত্য পোষণ করেছেন যে, কারো জন্য আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসঊদ (রা) কর্তৃক বর্ণিত তাশাহ্হুদ ব্যতীত ইচ্ছা মাফিক অন্য তাশাহ্হুদ পড়া ঠিক নয়।

তাশাহ্হুদের শব্দগুলো যখন সুনির্দিষ্ট পন্থায় রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে প্রমাণিত হয়ে আসছে এবং সকলের এ ব্যাপারে ঐকমত্য রয়েছে যে, ইব্ন মাসঊদ (রা)-এর তাশাহ্হুদে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক বর্ণিত শব্দের উপর সংযোজন নেই। পক্ষান্তরে অন্যদের তাশাহ্হুদে বিরোধ এবং সংযোজন বিদ্যমান।

অতএব বিরোধমুক্ত তাশাহ্হুদ বিরোধপূর্ণ তাশাহ্হুদ অপেক্ষা উত্তম বিবেচিত হবে।

অপর একটি দলীল

আমরা আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসঊদ (রা)-কে তাশাহ্হুদের ব্যাপারে কঠোর দেখেছি। তাশাহ্হুদে একটি 'ওয়াও' অক্ষর সংযোজন করলে তিনি তাঁর শিষ্যদেরকে পাকড়াও করতেন, যেন তাঁরা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক বর্ণনাকৃত শব্দের অনুসরণ করেন। এরূপ অন্য কেউ করেছেন বলে আমরা জানি না।

এজন্য আমরা আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসঊদ (রা) থেকে বর্ণিত তাশাহ্হুদকে উত্তম হিসাবে সাব্যস্ত করেন অন্য কারো বর্ণনাকে নয়।

١٤٦٨- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ اَحْمَدَ قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الاَعْمَشِ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحمنِ بْنِ يَزِيْدَ قَالَ كَانَ عَبْدُ اللّٰهِ يَأْخُذُ عَلَيْنَا الْوَاوَ فِي التَّشَهُّدِ ـ

১৪৬৮. আবূ বাকরা (র)....আবদুর রহমান ইব্ন ইয়াযিদ (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেনঃ আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসঊদ (রা) তাশাহ্হুদের মধ্যে 'ওয়াও' (অক্ষর) সংযোজনের ব্যাপারে আমাদেরকে পাকড়াও করতেন।

١٤٦٩- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا مُؤَمَّلُ قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ قَالَ ثَنَا اِسحٰقُ بْنُ يَحْيٰى عَنِ الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِعٍ قَالَ سَمِعَ عَبْدُ اللّٰهِ رَجُلاً يَقُوْلُ فِى التَّشَهُّدِ بِسْمِ اللّٰهِ اَلتَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللّٰهِ أَتَاْكُلُ ـ

১৪৬৯. আবূ বাকরা (র) ..... মুসাইইব ইব্‌ন রাফি' (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন ঃ আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসঊদ (রা) তাশাহ্‌হুদের মধ্যে জনৈক ব্যক্তি কে بِسْمِ اللّٰهِ। بِسْمِ اللّٰهِ সংযোজন করে اَلتَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ। বলতে শুনেন। এতে আবদুল্লাহ্ (রা) বললেন, (সালাত পড়ছ, না) খানা খাচ্ছ।

١٤٧٠ – حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا مُؤَمَّلُ قَالَ ثَنَا الثَّوْرِىُّ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ اَنَّ الرَّبِيْعَ بْنَ خُثَيْمٍ لَقِىَ عَلْقَمَةَ فَقَالَ اِنَّهُ قَدْ بَدَا لِىْ اَنْ اَزِيْدَ فِى التَّشَهُّدِ وَمَغْفِرَتَهُ فَقَالَ لَهُ عَلْقَمَةُ نَنْتَهِىْ اِلَى مَا عَلَّمْنَاهُ ـ

১৪৭০. আবূ বাকরা (র) ..... রবী' ইব্‌ন খায়সাম (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি আলকামা (র)-এর সাথে সাক্ষাত করে বললেন ঃ আমি তাশাহ্‌হুদের মধ্যে وَبَرَكَاتُهُ-এর পরে وَمَغْفِرَتُهُ বাড়িয়ে দেই। আলকামা (র) বললেন, যতটুকু ইব্‌ন মাসঊদ (রা) আমাদেরকে শিখিয়েছেন, ততটুকুতেই আমরা শেষ করি।

١٤٧١ – حَدَّثَنَا فَهْدٌ قَالَ ثَنَا اَبُوْ غَسَّانَ قَالَ ثَنَا زُهَيْرٌ قَالَ ثَنَا اَبُوْ اِسْحٰقَ قَالَ اَتَيْتُ الاَسْوَدَ بْنَ يَزِيْدَ فَقُلْتُ اِنَّ اَبَا الاَحْوَصِ قَدْ زَادَ فِىْ خُطْبَةِ الصَّلٰوةِ وَالْمُبَارَكَاتُ قَالَ فَاتِهِ فَقُلْ لَهُ اِنَّ الاَسْوَدَ يَنْهَاكَ وَيَقُوْلُ لَكَ اَنَّ عَلْقَمَةَ بْنَ قَيْسٍ يَعْلَمُهُنَّ مِنْ عَبْدِ اللّٰهِ كَمَا يَتَعَلَّمُ السُّوْرَةَ مِنَ الْقُرْاٰنِ عَدَّ هُنَّ عَبْدُ اللّٰهِ فِىْ يَدِهِ ثُمَّ ذَكَرَ تَشَهُّدَ عَبْدِ اللّٰهِ ـ

فَلِهٰذَا الَّذِىْ ذَكَرْنَا اسْتَحْبَبْنَا مَارُوِىَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ لِتَشْدِيْدِهِ فِىْ ذٰلِكَ وَلاِجْتِمَاعِهِمْ عَلَيْهِ اِذْ كَانُوْا قَدْ اتَّفَقُوْا عَلٰى اَنَّهُ لاَيَنْبَغِىْ اَنْ يَتَشَهَّدَ اِلاَّ بِخَاصٍّ مِّنَ التَّشَهُّدِ وَهٰذَا قَوْلُ اَبِىْ حَنِيْفَةَ وَاَبِىْ يُوْسُفَ وَمُحَمَّدٍ رَحِمَهُمُ اللّٰهُ تَعَالٰى ـ

১৪৭১. ফাহাদ (র) ..... আবূ ইস্‌হাক (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি আস্‌ওয়াদ ইব্‌ন ইয়াযিদের নিকট এসে বললাম যে, আবুল আহ্‌ওয়াস (র) সালাতের তাশাহ্‌হুদের মধ্যে وَالْمُبَارَكٰتُ -বৃদ্ধি করেন। আস্‌ওয়াদ ইব্‌ন ইয়াযিদ (র) বললেন, তার নিকট গিয়ে বল যে, আসওয়াদ তোমাকে নিষেধ করছে। এবং তিনি তোমাকে আরো বলছেন যে, আলকামা ইব্‌ন কায়স (র) আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসঊদ (রা) থেকে তাশাহ্‌হুদের শব্দগুলোকে কুরআনের সূরার অনুরূপ শিখিয়েছেন। আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসঊদ (রা) তাশাহ্‌হুদের শব্দগুলোকে হাতের আঙ্গুল দ্বারা গুনে গুনে শিখিয়েছেন। তারপর তিনি আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসঊদ (রা)-এর তাশাহ্‌হুদ উল্লেখ করেছেন।

অতএব আমরা যে উল্লেখ করেছি সে মতে আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসঊদ (রা) থেকে বর্ণিত তাশাহ্‌হুদকে অপরিহার্যরূপে নিয়েছি। এ ব্যাপারে তাঁর কঠোরতা, গুরুত্ব আরোপ এবং এর উপর সকলের ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হওয়ার কারণে। যেহেতু তাঁরা সকলেই ঐকমত্য পোষণ করেছেন যে, এটি ব্যতীত অন্য তাশাহ্‌হুদ সমীচীন হবে না। এটি-ই হচ্ছে আবূ হানীফা (র), আবূ ইউসুফ (র) ও মুহাম্মদ (র)-এর অভিমত।

٣٠- بَابُ السَّلَامِ فِى الصَّلٰوةِ كَيْفَ هُوَ؟

৩০. অনুচ্ছেদ ঃ সালাতে সালাম ফিরান প্রসঙ্গ-সালাম কি রূপ?

١٤٧٢- حَدَّثَنَا رَبِيْعُ الْجِيْزِى وَرَوْحُ بْنُ الْفَرَجِ قَالاَ ثَنَا اَحْمَدُ بْنِ اَبِى بَكْرِ الزُّهْرِى قَالَ ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ مُحَمَّدِ الدَّرَاوَرْدِى عَنْ مُصْعَبِ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ اِسْمَعِيْلَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ سَعْدٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يُسَلِّمُ فِى اٰخِرِ الصَّلٰوةِ تَسْلِيْمَةً وَاحِدَةً اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ ـ

১৪৭২. রবি'উল জীযী (র) এবং রাওহ ইবনুল ফারাজ (র) ..... সা'দ (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সালাতের শেষে- اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ বলে এক সালাম ফিরাতেন।

আবূ জা'ফর (তাহাবী র) বলেন ঃ একদল আলিম অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে, মুসল্লী তার সালাতে সামনের দিকে মুখ করে একবার মাত্র সালাম। ফিরাবে এবং বলবে ঃ اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ তাঁরা এ ব্যাপারে এ হাদীস দ্বারা দলীল পেশ করেন।

পক্ষান্তরে অপরাপর আলিমগণ এ ব্যাপারে তাঁদের বিরোধিতা করে ভিন্নমত ব্যক্ত করেছেন, এবং বলেছেন, বরং মুসল্লীর জন্য ডানে-বামে সালাম ফিরানো এবং প্রতি সালামে ঃ اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ বলা উচিত। এ বিষয়ে প্রথম মত ব্যক্তকারীদের বিরুদ্ধে আমাদের দলীল হচ্ছে, সা'দ (রা)-এর এ হাদীসটি বিশেষভাবে দারাওয়ারদী রিওয়ায়াত করেছেন, অথচ মুস্আব (র) থেকে বর্ণনাকারী অন্য সকলেই এ ব্যাপারে তাঁর বিরোধিতা করেছেন।

١٤٧٣- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ دَاوُدَ بْنِ مُوْسٰى قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدِ التَّيْمِىُّ قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْمُبَارَكِ قَالَ ثَنَا مُصْعَبُ بْنُ ثَابِتٍ عَنْ اِسْمَعِيْلَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ سَعْدٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِيْنِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ حَتّٰى يُرٰى بَيَاضُ خَدَّيْهِ مِنْ هٰهُنَا وَمِنْ هٰهُنَا ـ

১৪৭৩. আহ্মদ ইব্ন দাঊদ ইব্ন মূসা (র) ..... সা'দ (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ডানে-বামে সালাম ফিরাতেন এবং বলতেন ঃ اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ যাতে তাঁর উভয় গণ্ড দেশের শুভ্রতা এদিক থেকে ওদিক পর্যন্ত দেখা যেত।

١٤٧٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ وَ اِبْرَاهِيْمُ بْنُ اَبِى دَاوُدَ قَالاَ ثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ ثَنَا يَحْيٰى بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ مُصْعَبِ بْنِ ثَابِتٍ فَذَكَرَ بِاِسْنَادِهِ مِثْلَهُ ـ

১৪৭৪. মুহাম্মদ ইব্ন খুযায়মা (র) এবং ইব্রাহীম ইব্ন আবূ দাউদ (র) ..... মুস'আব ইব্ন সাবিত (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি অনুরূপ উল্লেখ করেছেন।

বস্তুত এ আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুবারক (র) (তাঁর হাদীস বিষয়ে 'ইত্কান') দৃঢ়তা ও সংরক্ষণ ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও এটিকে তিনি মুস'আব (র) থেকে দারাওয়ারদী কর্তৃক বর্ণনাকৃত রিওয়ায়াতের পরিপন্থী রিওয়ায়াত করেছেন। এবং মুহাম্মদ ইব্ন আমর (র) তাঁর অপেক্ষা প্রবীণ ও মর্যাদাসম্পন্ন হওয়া সত্ত্বেও এ বিষয়ে তাঁর সমর্থনে রিওয়ায়াত করেছেন। তারপর বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে এ হাদীসটি ইসমাঈল ইব্ন মুহাম্মদ (র) থেকে মুস্আব (র) ব্যতীত অন্যদের সূত্রেও বর্ণিত হয়েছে। যেমনিভাবে এটিকে মুহাম্মদ ইব্ন আমর (র) ও ইব্নুল মুবারক (র) রিওয়ায়াত করেছেন। কিন্তু তা দারাওয়ারদী'র অনুরূপ নয়।

١٤٧٥– حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ ثَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانٍ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا اَبُوْ عَامِرٍ قَالاَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ جَعْفَرَ عَنْ اِسْمعِيْلَ بْنَ مُحَمَّدٍ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ سَعْدٍ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِيْنِهِ حَتّٰى اَرٰى بَيَاضَ خَدِّهِ وَعَنْ يَسَارِهِ حَتّٰى اَرٰى بَيَاضَ خَدِّهِ ـ

১৪৭৫. ইউনুস (র) মারযূক (র) ..... সা'দ (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ডানদিকে সালাম ফিরাতেন, যাতে আমি তাঁর গণ্ডদেশের শুভ্রতা দেখতে পেতাম, এবং বামদিকে সালাম ফিরাতেন যাতে আমি তাঁর গণ্ডদেশের শুভ্রতা দেখতে পেতাম।

অতএব তাঁর থেকে দারাওয়ারদী যা রিওয়ায়াত করেছেন তা খণ্ডন হয়ে গেল। সা'দ (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি ﷺ দু'সালাম ফিরাতেন।

এ বিষয়ে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর একাধিক সাহাবী তাঁর অনুকূলে রয়েছেন ঃ

١٤٧٦– حَدَّثَنَا فَهْدٌ قَالَ ثَنَا اَحْمَدُ بْنُ يُوْنُسَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ اَبِىْ اِسْحٰقَ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِىْ مَرْيَمَ عَنْ اَبِىْ مُوْسٰى قَالَ صَلّٰى بِنَا عَلِىٌّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ يَوْمَ الْجَمَلِ صَلٰوةً ذَكَّرَنَا صَلٰوةَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اِمَّا اَنْ يَّكُوْنَ نَسِيْنَاهَا اَوْ تَرَكْنَاهَا عَلٰى عَمَدٍ فَكَانَ يُكَبِّرُ فِىْ كُلِّ خَفْضٍ وَرَفْعٍ وَيُسَلِّمُ عَنْ يَمِيْنِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ ـ

১৪৭৬. ফাহাদ (র) ..... আবূ মূসা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন ঃ আলী (রা) (উষ্ট্র) যুদ্ধে আমাদেরকে নিয়ে এমনভাবে সালাত আদায় করেন যে, আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সালাত স্মরণ করেছি। হয়তো আমরা সে সালাত ভুলে গিয়েছিলাম নয়তো ইচ্ছাকৃতভাবে তা ছেড়ে দিয়েছিলাম। তিনি প্রত্যেক উঠা-বসায় তাকবীর বলতেন এবং ডানে-বামে সালাম ফিরাতেন।

١٤٧٧– حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ شَيْبَةَ قَالَ ثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُوْسٰى الْعَبَسِىُّ قَالَ اَنَا سُفْيَانُ عَنْ اَبِىْ اِسْحٰقَ عَنْ اَبِى الْاَحْوَصِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِيْنِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ حَتّٰى يَبْدُوْ بَيَاضُ خَدِّهِ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ ـ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ ـ

১৪৭৭. আলী ইব্‌ন শায়বা (র) ..... আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ডানে-বামে সালাম ফিরাতেন, যাতে তাঁর গণ্ডদেশের শুভ্রতা প্রকাশ হয়ে যেত। (সালাম ফিরানোর সময় বলতেন) السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ ـ اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ

١٤٧٨– حَدَّثَنَا اَبُوْ اُمَيَّةَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ نُعَيْمٍ قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ اَبِىْ اِسْحٰقَ عَنْ اَبِى الاَحْوَصِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِثْلَهٗ ـ

১৪৭৮. আবূ উমাইয়া (র) ..... আবদুল্লাহ্ (রা)-এর সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

١٤٧٩– حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْمُؤْمِنِ الْمَرْوَزِىْ قَالَ ثَنَا عَلِىُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ شَقِيْقٍ قَالَ ثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ وَاقِدٍ قَالَ ثَنَا اَبُوْ اِسْحٰقَ قَالَ ثَنَا عَلْقَمَةُ وَالاَسْوَدُ بْنُ يَزِيْدَ وَاَبُوْ الاَحْوَصِ قَالُوْا حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْعُوْدٍ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِثْلَهٗ ـ

১৪৭৯. আহমদ ইব্‌ন আবদুল মু'মিন আল-মারওয়াযী (র) ..... আলকামা (র), আস্‌ওয়াদ ইব্‌ন ইয়াযিদ (র) ও আবুল আহ্‌ওয়াস (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তাঁরা বলেছেন ঃ আমাদেরকে আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসউদ (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

١٤٨٠– حَدَّثَنَا رَبِيْعُ الْجِيْزِىُّ قَالَ ثَنَا اَسَدُ قَالَ ثَنَا اِسْرَائِيْلُ عَنْ اَبِىْ اِسْحٰقَ عَنِ الاَسْوَدِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِثْلَهٗ ـ

১৪৮০. রবী'উল জীযী (র) ..... আবদুল্লাহ্ (রা)-এর সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

١٤٨١– حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ شَيْبَةَ قَالَ ثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُوْسٰى قَالَ اَنَا اِسْرَائِيْلُ عَنْ اَبِىْ اِسْحٰقَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الاَسْوَدِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَاَبُوْ بَكْرٍ وَعُمَرُ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمْ يُسَلِّمُوْنَ عَنْ اَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ فِى الصَّلٰوةِ اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ ـ

১৪৮১. আলী ইব্‌ন শায়বা (র) ..... আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আবূ বকর (রা) ও উমর (রা) সালাতের মধ্যে তাঁদের ডানে-বামে السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ ـ اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ বলে সালাম ফিরাতেন।

١٤٨٢– حَدَّثَنَا اَبُوْ بِشْرِ الرَّقِّىُّ قَالَ ثَنَا شُجَاعُ بْنُ الْوَلِيْدِ عَنْ زُهَيْرِ بْنِ مُعَاوِيَةَ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا اَبُوْ الْوَلِيْدِ قَالَ ثَنَا زُهَيْرُ ح وَحَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ مَعْبَدٍ قَالَ

ثَنَا اَبُوْ الْجَوَّابِ الاَ حْوَصُ بْنُ جَوَّابٍ قَالَ اَنَا زُهَيْرٌ عَنْ اَبِىْ اِسْحٰقَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الاَسْوَدِ عَنْ اَبِيْهِ وَعَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَاَبِىْ بَكْرٍ وَعُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا مِثْلَهُ ـ

১৪৮২. আবূ বিশ্‌র আল-রুকায় (র) ও ইব্‌ন মারযূক (র) ..... ও উমর (রা) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

١٤٨٣– حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ، وَمَنْصُوْرُ عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ اَبِىْ مَعْمَرٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ صَلَّى اَمِيْرُ بِمَكَّةَ فَسَلَّمَ عَنْ يَمِيْنِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ فَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ مِنْ اَيْنَ عَلِقَهَا قَالَ الْحَكَمُ فِىْ حَدِيْثِهِ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَفْعَلُهُ ـ

১৪৮৩. ইব্‌ন আবূ দাউদ (রা) ..... আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন ঃ মক্কার এক আমীর (শাসনকর্তা) মক্কাতে সালাত আদায় করেছেন এবং তিনি ডানে-বামে সালাম ফিরান। আবদুল্লাহ্ (রা) বললেন, কোত্থেকে এ সুন্নাত নিয়েছেন ? হাকাম রাবী বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এরূপ করতেন।

١٤٨٤– حَدَّثَنَا اَبُوْ اُمَيَّةَ ، قَالَ : ثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمَدِيْنِىُّ قَالَ : ثَنَا يَحْيَى فَذَكَرَ بِاِسْنَادِهِ مِثْلَهُ ـ

১৪৮৪. আবূ উমাইয়া (রা) ..... ইয়াহ্ইয়া (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি অনুরূপ উল্লেখ করেছেন।

١٤٨٥– حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ وَعَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالاَ حَدَّثَنَا يُوْسُفُ بْنُ عَدِىٍّ قَالَ : ثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنِ عَيَّاشٍ عَنْ اَبِىْ اِسْحٰقَ عَنْ صِلَةِ بْنِ زُفَرَ عَنْ عَمَّارٍ ، اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ يُسَلِّمُ فِىْ صَلاَتِهِ عَنْ يَمِيْنِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ ـ

১৪৮৫. সালিহ্ ইব্‌ন আবদুর রহমান (র) এবং আলী ইব্‌ন আবদুর রহমান (র) ..... আম্মার (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সালাতে ডানে-বামে সালাম ফিরাতেন।

١٤٨٦– حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ شَيْبَةَ قَالَ ثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ قَالَ ثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ عَمْرُو بْنُ يَحْيَى الْمَازِنِىُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ عَنْ عَمِّهِ وَاسِعِ بْنِ حَبَّانٍ اَنَّهُ سَاَلَ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنْ صَلاَةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ كَانَ يُكَبِّرُ كُلَّمَا خَفَضَ وَرَفَعَ وَيُسَلِّمُ عَنْ يَمِيْنِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ ـ

১৪৮৬. আলী ইব্‌ন শায়বা (র) ..... ওয়াসি ইব্‌ন হাব্বান (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা)-কে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সালাত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন। উত্তরে তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন উঁচু-নিচু হতেন তখন তাকবীর বলতেন এবং ডানে-বামে- «اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ - اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ» বলে সালাম ফিরাতেন।

١٤٨٧- حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ قَالَ ثَنَا بَقِيَّةُ عَنِ الزُّبَيْدِىِّ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يُسَلِّمُ فِى الصَّلٰوةِ تَسْلِيْمَتَيْنِ عَنْ يَمِيْنِهٖ وَعَنْ شِمَالِهٖ -

১৪৮৭. ইব্‌ন আবূ দাউদ (র) .....সালিমের পিতা ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সালাতে ডানে-বামে দু'সালাম ফিরাতেন।

١٤٨٨- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ اَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ ثَنَا مَسْعَرٌ ح وَحَدَّثَنَا اَبُوْ اُمَيَّةَ قَالَ ثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ قَالَ : ثَنَا مِسْعَرٌ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ الْقِبْطِيَّةِ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ كُنَّا اِذَا صَلَّيْنَا خَلْفَ النَّبِىِّ ﷺ سَلَّمْنَا بِاَيْدِيْنَا قُلْنَا اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ فَقَالَ مَا بَالُ اَقْوَامٍ يُسَلِّمُوْنَ بِاَيْدِيْهِمْ كَاَنَّهَا اَذْنَابُ خَيْلٍ شُمْسٍ اَمَا يَكْفِىْ اَحَدَكُمْ اِذَا جَلَسَ فِى الصَّلَاةِ اَنْ يَضَعَ يَدَهٗ عَلٰى فَخِذِهٖ وَيُشِيْرُ بِاِصْبَعِهٖ ، وَيَقُوْلُ اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ -

১৪৮৮. আবূ বাকরা (রা) এবং আবূ উমাইয়া (র) সূত্রে ..... জাবির ইব্‌ন সামুরা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন ঃ আমরা যখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর পিছনে সালাত আদায় করতাম তখন আমাদের হাত দিয়ে (ইশারা করে) সালাম করতাম, আর বলতাম- «اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ ، اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ» তিনি ﷺ বললেন- লোকদের কি হলো, তারা যে হাতে (ইশারায়) সালাম ফিরাচ্ছে। যেন হাতগুলো অস্থির ও দ্রুতগামী ঘোড়ার লেজের ন্যায় (নড়ছে)। তোমাদের জন্য কি যথেষ্ট নয় যে, যখন সে সালাতে বসবে তখন নিজের হাত উরুর উপর রাখবে এবং অঙ্গুলি দিয়ে ইশারা করবে আর اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ - اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ বলবে।

١٤٨٩- حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ ثَنَا اَبُوْ اِبْرَاهِيْمَ التَّرْجُمَانِىُّ قَالَ ثَنَا حُدَيْجُ بْنُ مُعَاوِيَةَ عَنْ اَبِىْ اِسْحٰقَ عَنِ الْبَرَاءِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يُسَلِّمُ فِى الصَّلٰوةِ تَسْلِيْمَتَيْنِ -

১৪৮৯. আলী ইব্‌ন আবদুর রহমান (র) ..... বারা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সালাতে দু'সালাম দিতেন।

١٤٩٠- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا مُسَدَّدٌ وَاَبُوْ الرَّبِيْعِ قَالاَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ دَاوُدَ عَنْ حُرَيْثٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ الْبَرَاءِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِثْلَهُ -

১৪৯০. আহমদ ইব্‌ন দাউদ (র) ..... বারা (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

١٤٩١- حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا اَبُوْ الْوَلِيْدِ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ ح وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَلَمَةَ بْنَ كُهَيْلٍ قَالَ سَمِعْتُ حُجْرًا اَبَا عَنْبَسَ يُحَدِّثُ عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ صَلّٰى خَلْفَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَسَلَّمَ عَنْ يَمِيْنِهٖ وَعَنْ يَسَارِهٖ -

১৪৯১. ইব্‌ন মারযূক (র) এবং আবূ বাকরা (র) ..... ওয়াইল ইব্‌ন হুজ্‌র (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর পিছনে সালাত আদায় করেছেন। তিনি ﷺ তাঁর ডানে-বামে সালাম ফিরিয়েছেন।

١٤٩٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ رَجَاءٍ قَالَ اَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِوْ بْنِ مُرَّةَ عَنْ اَبِيْ الْبَخْتَرِيْ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ يُحَدِّثُ عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِثْلَهُ -

১৪৯২. মুহাম্মদ ইব্‌ন খুযায়মা (র) ..... ওয়াইল ইব্‌ন হুজ্‌র (রা)-এর সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

١٤٩٣- حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِيْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا يَحْيٰى بْنُ مَعِيْنٍ قَالَ ثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ قَرَأْتُ عَلَى الْفُضَيْلِ حَدَّثَنِيْ اَبُوْ حَرِيْزٍ اَنَّ قَيْسَ بْنَ اَبِيْ حَازِمٍ حَدَّثَهُ اَنَّ عَدِيَّ بْنَ عَمِيْرَةَ الْحَضْرَمِيَّ حَدَّثَهُ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا سَلَّمَ فِيْ الصَّلٰوةِ اَقْبَلَ بِوَجْهِهٖ عَنْ يَمِيْنِهٖ حَتّٰى يُرٰى بَيَاضُ خَدِّهٖ ثُمَّ يُسَلِّمُ عَنْ يَسَارِهٖ وَيُقْبِلُ بِوَجْهِهٖ حَتّٰى يُرٰى بَيَاضُ خَدِّهِ الْاَيْسَرِ -

১৪৯৩. ইব্‌ন আবূ দাউদ (র) ..... আদী ইব্‌ন আমীরা আল-হায্‌রামী (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন সালাতে সালাম ফিরাতেন তখন ডান দিকে নিজের মুখমণ্ডল ফিরাতেন যাতে তাঁর গণ্ডদেশের শুভ্রতা দেখা যেত, তারপর বাম দিকে সালাম ফিরাতেন এবং মুখমণ্ডল ঘুরাতেন যাতে তাঁর বামপার্শ্বস্থ গণ্ডদেশ দেখা যেত।

١٤٩٤- حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِيْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا عَيَّاشُ الرَّقَّامُ قَالَ ثَنَا عَبْدُ الْاَعْلٰى قَالَ ثَنَا قُرَّةُ قَالَ ثَنَا بُدَيْلُ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ غَنَمٍ قَالَ قَالَ اَبُوْ مَالِكٍ

الاَشْعَرِىُّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ لِقَوْمِهِ اَلاَ اُصَلِّىْ بِكُمْ صَلٰوةَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَذَكَرَ الصَّلٰوةَ وَسَلَّمَ عَنْ يَمِيْنِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ ثُمَّ قَالَ هٰكَذَا كَانَتْ صَلٰوةُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ ـ

১৪৯৪. ইব্‌ন আবূ দাঊদ (র) ..... আবূ মালিক আল-আশ্‌আরী (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি তাঁর সম্প্রদায়কে বললেন, আমি কি তোমাদেরকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সালাত পড়াব না ? তিনি সালাতের বিবরণ পেশ করলেন এবং ডানে-বামে সালাম ফিরালেন তারপর বললেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সালাত এরূপ ছিলো।

١٤٩٥- حَدَّثَنَا اَبُوْ اُمَيَّةَ قَالَ ثَنَا عَلِىُّ بْنُ الْمَدِيْنِىِّ قَالَ ثَنَا مُلاَزِمُ بْنُ عَمْرٍو قَالَ ثَنَا هَوْدَةُ بْنُ قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ طَلْقِ بْنِ عَلِىٍّ قَالَ كُنَّا اِذَا صَلَّيْنَا مَعَ رَسُوْلِ ﷺ فَسَلَّمَ رَأَيْنَا بِيَاضَ خَدِّهِ الاَيْمَنِ وَبَيَاضَ خَدِّهِ الاَيْسَرِ ـ

১৪৯৫. আবূ উমাইয়া (র) ..... তাল্‌ক ইব্‌ন আলী (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন ঃ আমরা যখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সঙ্গে সালাত আদায় করতাম আর তিনি সালাম ফিরাতেন তখন আমরা তাঁর ডান পার্শ্বস্থ এবং বামপার্শ্বস্থ গণ্ডদেশের শুভ্রতা দেখতে পেতাম।

١٤٩٦- حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا اَسَدُ بْنُ مُوْسٰى قَالَ ثَنَا قَيْسُ بْنُ الرَّبِيْعِ عَنْ عُمَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ الْمُغِيْرَةِ الطَّائِفِىِّ عَنْ اَوْسِ بْنِ اَوْسٍ اَوْ اَوْسِ بْنِ اَبِىْ اَوْسٍ قَالَ اَقَمْتُ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ نِصْفَ شَهْرٍ فَرَاَيْتُهُ يُصَلِّىْ وَيُسَلِّمُ عَنْ يَمِيْنِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ ـ

১৪৯৬. নাস্‌র ইব্‌ন মারযূক (র) ..... আউস ইব্‌ন আউস (রা) অথবা আউস ইব্‌ন আবূ আউস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট অর্ধ মাস যাবত অবস্থান করেছি, তাঁকে সালাত আদায় করতে দেখেছি এবং তিনি ডানে এবং বামে সালাম ফিরিয়েছেন।

١٤٩٧- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْمُؤْمِنِ الصُّوْفِىُّ قَالَ ثَنَا اَشْعَثُ بْنُ شُعْبَةَ قَالَ ثَنَا الْمِنْهَالُ بْنُ خَلِيْفَةَ عَنِ الاَزْرَقِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ صَلّٰى بِنَا اَبُوْ اُمَيَّةَ ثُمَّ حَدَّثَنَا اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ سَلَّمَ فِى الصَّلٰوةِ عَنْ يَمِيْنِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ ـ

১৪৯৭. আহমদ ইব্‌ন আবদুল মু'মিন আল-সূফী (র) ..... আয্‌রাক ইব্‌ন কায়স (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমাদেরকে নিয়ে আবূ উমাইয়া (রা) সালাত আদায় করেছেন, তারপর তিনি আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সালাতের মধ্যে ডানে এবং বামে সালাম ফিরিয়েছেন।

আবূ জা'ফর (তাহাবী র) বলেন, সালাতে সালাম সংক্রান্ত রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে আমার জানা মতে যত সহীহ্ হাদীস রয়েছে সবগুলোকে আমি এ অধ্যায়ে নিয়ে এসেছি। আর সবগুলো হাদীসই

দারাওয়ারদী (র)-এর বর্ণনার পরিপন্থী, যে বর্ণনার অসারতা আমরা এ অধ্যায়ের প্রারম্ভে বর্ণনা করেছি।

সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আরো একদল আলিম নিচের হাদীস দ্বারা দলীল পেশ করেছেন ঃ

١٤٩٨- حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ دَاوُدَ وَاَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحِيْمِ الْبَرْقِىُّ قَالاَ ثَنَا عَمْرُو بْنُ اَبِىْ سَلَمَةَ قَالَ ثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يُسَلِّمُ تَسْلِيْمَةً وَاحِدَةً -

১৪৯৮. ইব্‌ন আবূ দাউদ (র) এবং আহ্‌মদ ইব্‌ন-আবদুল্লাহ্ (র) ...... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একবার মাত্র সালাম ফিরাতেন।

তাদেরকে বলা হবে যে, এ হাদীসটি আসলে আয়েশা (রা)-এর উক্তি ('মাওকূফ')। হাদীসের হাফিজগণ এভাবেই রিওয়ায়াত করেছেন। আর যুহায়র ইব্‌ন মুহাম্মদ (রা) যদিও নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি কিন্তু তাঁর থেকে আমর ইব্‌ন সালামী-এর রিওয়ায়াত নিশ্চিতরূপে দুর্বল। ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন মাঈন (র) এরূপ বলেছেন। তাঁর থেকে আমাকে আমাদের অনেকেই এরূপ বর্ণনা করেছন। তাঁদের থেকে আলী ইব্‌ন আবদুর রহমান ইব্‌নুল মুগীরা আমার নিকট এসেছেন এবং তিনি বলেছেন যে, এ রিওয়ায়াতে অনেক মিশ্রণ ঘটেছে।

কেউ যদি বলে যে, আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত রিওয়ায়াত তোমার উল্লেখ মত যদি মেনে নেয়া হয় তাহলে এ বিষয়ে তাঁর রিওয়ায়াত রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সাহাবীগণের কাদের সাথে সাংঘর্ষিক হবে?

উত্তরে তাকে বলা হবে, আবূ বকর (রা) এবং উমর (রা)-এর (আমলের) সাথে সাংঘর্ষিক হবে। এ বিষয়ে তাঁদের থেকে আমরা পূর্বে এ অধ্যায়ে রিওয়ায়াত বর্ণনা করে এসেছি।

এ বিষয়ে দ্বিতীয় দলের আরো দলীল

١٤٩٩- حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ نَصْرٍ وَعَلِىُّ بْنُ شَيْبَةَ قَالاَ ثَنَا اَبُوْ نُعَيْمٍ قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ اَبِى الضُّحٰى عَنْ مَسْرُوْقٍ قَالَ كَانَ اَبُوْ بَكْرٍ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِيْنِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ ثُمَّ يَنْفَتِلُ سَاعَتَئِذٍ كَاَنَّهُ عَلَى الرَّضْفِ -

১৪৯৯. হুসাইন ইব্‌ন নাস্‌র (র) এবং আলী ইব্‌ন শায়বা (র) ..... মাস্‌রূক (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন ঃ আবূ বকর (রা) ডানে এবং বামে সালাম ফিরাতেন। তারপর তিনি দ্রুত মুক্তাদিদের দিকে মুখ ফিরাতেন যেন তিনি উত্তপ্ত প্রস্তরের উপর অবস্থান করছিলেন।

١٥٠٠- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ وَوَهْبٌ قَالاَ ثَنَا شُعْبَةُ وَهِشَامٌ ح وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ عَامِرٍ قَالَ ثَنَا هِشَامٌ عَنْ حَمَّادٍ فَذَكَرَ بِاِسْنَادِهِ مِثْلَهُ -

১৫০০. আবূ বাকরা (র) ..... হাম্মাদ (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি অনুরূপ উল্লেখ করেছেন।

١٥٠١- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ شُعَيْبٍ قَالَ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ زِيَادٍ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الاَعْمَشِ عَنْ اَبِى رَزِيْنٍ قَالَ صَلَّيْتُ خَلْفَ عَلِىِّ بْنِ اَبِىْ طَالِبٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ فَسَلَّمَ عَنْ يَمِيْنِهٖ وَعَنْ يَسَارِهٖ

১৫০১. সুলায়মান ইব্ন শু'আয়ব (র) ..... আবূ রাযীন (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন ঃ আমি আলী (রা)-এর পিছনে সালাত আদায় করেছি। তিনি তাঁর ডানে এবং বামে সালাম ফিরিয়েছেন।

١٥٠٢- حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ ثَنَا اَبُوْ نُعَيْمٍ قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ اَبِى رَزِيْنٍ قَالَ كَانَ عَلِىٌّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِيْنِهٖ وَعَنْ شِمَالِهٖ قِيْلَ لِسُفْيَانَ عَلِىٌّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ نَعَمْ -

১৫০২. হুসাইন ইব্ন নাস্র (র) ..... আবূ রাযীন (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন ঃ আলী (রা) তাঁর ডানে এবং বামে সালাম ফিরাতেন। সুফ্য়ান (র)-কে জিজ্ঞাসা করা হলো, আলী (রা) (এরূপ করতেন) ? তিনি বললেন, হাঁ।

١٥٠٣- حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ اَبِى رَزِيْنٍ قَالَ صَلَّيْتُ خَلْفَ عَلِىٍّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ وَعَبْدِ اللّٰهِ فَسَلَّمَا تَسْلِيْمَتَيْنِ -

১৫০৩. ইব্ন মারযূক (র) ..... আবূ রাযীন (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন ঃ আমি আলী (রা) এবং আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসঊদ (রা)-এর পিছনে সালাত আদায় করেছি, তাঁরা উভয়ে দু'সালাম দিয়েছেন।

١٥٠٤- حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا عَمْرُوْبْنُ خَالِدٍ قَالَ ثَنَا زُهَيْرٌ عَنْ اَبِىْ اِسْحٰقَ عَنْ شَقِيْقِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ عَلِىٍّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّهُ كَانَ يُسَلِّمُ فِى الصَّلٰوةِ عَنْ يَمِيْنِهٖ وَعَنْ شِمَالِهٖ -

১৫০৪. ইব্ন আবূ দাঊদ (র) ..... আলী (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি সালাতে নিজের ডানে এবং বামে সালাম ফিরাতেন।

١٥٠٥- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ شُعَيْبٍ قَالَ ثَنَا الْخَصِيْبُ قَالَ ثَنَا هَمَّامٌ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ اَبِى عَبْدِ الرَّحْمٰنِ السُّلَمِىِّ اَنَّهُ صَلّٰى خَلْفَ عَلِىٍّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ وَابْنِ مَسْعُوْدٍ فَكِلاَهُمَا يُسَلِّمُ عَنْ يَمِيْنِهٖ وَعَنْ يَسَارِهٖ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ -

১৫০৫. সুলায়মান ইব্ন শু'আয়ব (র) ..... আবূ আবদুর রহমান আল-সুলামী (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি আলী (রা) এবং ইব্ন মাসঊদ (রা)-এর পিছনে সালাত আদায় করেছেন। তাঁরা উভয়ে–

السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ ـ السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّٰهُ বলে নিজেদের ডানে এবং বামে সালাম ফিরিয়েছেন।

١٥٠٦– حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ عَنْ اَبِىْ اِسْحٰقَ عَنْ شَقِيْقٍ عَنْ عَلِىٍّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ كَانَ يُسَلِّمُ فِى الصَّلٰوةِ عَنْ يَمِيْنِهٖ وَعَنْ شِمَالِهٖ ـ

১৫০৬. আবূ বাক্‌রা (র) ..... আলী (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি সালাতে ডানে এবং বামে সালাম ফিরাতেন।

١٥٠٧– حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ قَالَ ثَنَا جَرِيْرُ عَنِ الاَعْمَشِ عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ اَمِيْرًا صَلّٰى بِمَكَّةَ فَسَلَّمَ تَسْلِيْمَتَيْنِ فَقَالَ ابْنُ مَسْعُوْدٍ رَضِىَ اللّٰهُ مِنْ اَيْنَ عَلِقَهَا ـ فَسَمِعْتُ ابْنَ اَبِىْ دَاوُدَ يَقُوْلُ قَالَ يَحْىٰ بْنُ مَعِيْنٍ هٰذَا مِنْ اَصَحِّ مَا رُوِىَ فِىْ هٰذَا الْبَابِ ـ

১৫০৭ ইব্‌ন আবূ দাউদ (র) ..... আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, মক্কায় এক শাসনকর্তা সালাত আদায় করেছেন, তিনি দু'সালাম দিয়েছেন। ইব্‌ন মাসঊদ (রা) বললেন, কী মনে হয়, ইনি কোত্থেকে এ সুন্নাত গ্রহণ করেছেন ?

তাহাবী (র) বলেন ঃ আমি ইয়াহ্ইয়াহ ইব্‌ন মাঈন (র)-এর সূত্রে ইব্‌ন আবূ দাউদ (র)-কে বলতে শুনেছি যে, এ বিষয়ে এটি হচ্ছে– বিশুদ্ধতম রিওয়ায়াত।

١٥٠٨– حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا وَهْبٌ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ اَبِىْ اِسْحٰقَ عَنْ حَارِثَةَ بْنِ مُضَرِّبٍ قَالَ كَانَ عَمَّارُ اَمِيْرًا عَلَيْنَا سَنَةً لاَ يُصَلِّى صَلٰوةً اِلاَّ سَلَّمَ عَنْ يَمِيْنِهٖ وَعَنْ شِمَالِهٖ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ ـ

১৫০৮. ইব্‌ন মারযূক (র) ..... হারিসা ইব্‌ন মুদাররিব (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আম্মার (রা) এক বছর আমাদের শাসক ছিলেন। তিনি প্রতি সালাতে– اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ ـ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ বলে নিজের ডানে এবং বামে সালাম ফিরাতেন।

١٥٠٩– حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْفَرَجِ قَالَ ثَنَا يَحْيىٰ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ اَبِىْ حَازِمٍ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّهُ رَأىٰ سَهْلَ بْنَ سَعْدِ السَّاعِدِىَّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اِذَا انْصَرَفَ مِنَ الصَّلٰوةِ سَلَّمَ عَنْ يَمِيْنِهٖ وَعَنْ شِمَالِهٖ ـ

১৫০৯ রাওহ ইব্‌নুল ফারাজ (র) ..... আবূ হাযিম (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি সাহ্ল ইব্‌ন সা'দ সাইদী (রা)-কে দেখেছেন যখন তিনি সালাত শেষ করতেন তখন ডানে এবং বামে সালাম ফিরাতেন।

আবূ জা'ফর (তাহাবী র) বলেন ঃ আবূ বকর (রা), উমর (রা), আলী (রা), ইব্ন মাসউদ (রা) ও আম্মার (রা) প্রমুখ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সাহাবী এবং পূর্বে উল্লিখিত অপরাপর সাহাবী সকলে-ই নিজেদের ডানে এবং বামে সালাম ফিরাতেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর যুগের সাথে তাদের নিকটবর্তী হওয়া এবং তাঁর কার্যাদি তাঁদের কর্তৃক সংরক্ষণ হওয়া সত্ত্বেও অন্যরা কেউ এ ব্যাপারে তাঁদের প্রতিবাদ করেনি।

অতএব এ বিষয়ে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে কোন কিছু বর্ণিত না হলেও তাঁদের বিরোধিতা করা কারো জন্য সমীচীন হতো না। অথচ এ বিষয়ে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে হাদীস বর্ণিত রয়েছে যা তাঁদের কার্যাদির অনুকূলে সু-প্রমাণিত। তাই তাঁদের বিরোধিতা কিভাবে করা যাবে ?

যদি কোন অস্বীকারকারী আবূ ওয়াইল (র) সূত্রে আলী (রা) থেকে আমরা যে রিওয়ায়াত করেছি তা অস্বীকার করে, যাতে উল্লেখ রয়েছে যে, তিনি সালাতে দু'সালাম দিতেন এবং এ বিষয়ে আমাদের সেই রিওয়ায়াতও অস্বীকার করে, যাতে তাঁর সূত্রে আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসঊদ (রা) থেকে (দু'সালামের কথা) বর্ণিত আছে, এবং দলীল হিসাবে এক সালাম সংক্রান্ত নিম্নের রিওয়ায়াত পেশ করে ঃ

١٥١٠- حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا سَعِيْدُ بْنُ عَامِرٍ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ ح وَبِمَا حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ ثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ قَالَ قُلْتُ لاَبِىْ وَائِلٍ اَتَحْفَظُ التَّكْبِيْرَ قَالَ نَعَمْ قَالَ قُلْتُ فَالتَّسْلِيْمُ قَالَ وَاحِدَةٌ قَالَ فَكَيْفَ يَجُوْزُ اَنْ يَحْفَظَ هُوَ التَّسْلِيْمَ وَاحِدَةً وَقَدْ رَأى عِلِيًّا وَعَبْدَ اللّٰهِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ يُسَلِّمَانِ اِثْنَتَيْنِ -

১৫১০. ইব্ন মারযূক (র) এবং আবূ বাকরা (র) ..... আমর ইব্ন মুররাহ্ (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি আবূ ওয়াইল (রা) কে জিজ্ঞাসা করলাম, আপনি কি তাকবীরের বিষয় স্মরণ রাখেন ? তিনি বললেন, হাঁ, রাবী বলেন, আমি বললাম, সালামের বিষয়টি ? তিনি বললেন, একবার। রাবী বলেন, সালামের বিষয় একবার হওয়া কিভাবে সম্ভব হতে পারে অথচ তিনি আলী (রা) এবং আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসঊদ (রা)-কে দু'বার সালাম ফিরাতে দেখেছেন ?

অতএব এ রিওয়ায়াত তাঁর সূত্রে প্রমাণিত হলে দু'সালাম সংক্রান্ত যে রিওয়ায়াত তাঁর সূত্রে আপনারা করেছেন, তা অসার হওয়া অপরিহার্য সাব্যস্ত হবে।

উত্তরে তাকে বলা হবে ঃ দু'সালাম সংক্রান্ত তাঁর থেকে আমরা যে রিওয়ায়াত করেছি এটি সহীহ্ (বিশুদ্ধ)। এর সনদ এবং মূল বক্তব্যে কোন রূপ একটি অনুপ্রবেশ করেনি। বস্তুত দু'সালাম সম্বলিত এ রিওয়ায়াতটি রুকূ এবং সিজ্দা বিশিষ্ট সালাত সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে। পক্ষান্তরে আমর ইব্ন মুররাহ্ (র)-এর সূত্রে আবূ ওয়াইল (র) কর্তৃক যে এক সালাম বর্ণিত হয়েছে সেটি হচ্ছে তাকবীর বিশিষ্ট (জানাযার) সালাত সম্পর্কে। যেহেতু কূফাবাসী একদল আলিম, যাঁদের মধ্যে ইব্রাহীম (র) ও অন্তর্ভুক্ত রয়েছেন— তাঁদের জানাযার সালাতে চুপিসারে এক সালাম দেন আর তাঁদের অবশিষ্ট

সালাতগুলোতে তাঁরা দু'সালাম দেন। সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আমাদের নিকট আবূ ওয়াইল (র)-এর হাদীসের অর্থ এটাই।

অতএব এ বিষয়ে তাঁর থেকে বর্ণিত রিওয়ায়াতটি উল্লেখিত অর্থে ব্যবহার করা-ই উত্তম হবে, যাতে তাঁর হাদীসগুলো পারস্পরিক সংঘর্ষ থেকে মুক্ত থাকে।

যদি কোন প্রশ্নকারী প্রশ্ন উত্থাপন করে বলে যে, উমর ইব্ন আবদুল আযীয (র), হাসান বস্রী (র) ও ইব্ন সীরীন (র) (প্রমুখ বিশিষ্ট তাবেঈগণ) নিজ নিজ সালাতে একবার মাত্র সালাম ফিরাতেন এবং এ ব্যাপারে বর্ণিত আছে ঃ

١٥١١- حَدَّثَنَا اَبُوْ بِشْرِ الرَّقِّيُّ قَالَ ثَنَا مُعَاذٌ عَنْ اِبْنِ عَوْنٍ عَنْ مُحَمَّدٍ وَعَنْ اَشْعَثَ عَنِ الْحَسَنِ اَنَّهُمَا كَانَا يُسَلِّمَانِ فِى الصَّلٰوةِ تَسْلِيْمَةً وَاحِدَةً حِيَالَ وُجُوْهِهِمَا -

১৫১১. আবূ বিশ্‌র আল-রকী (র) ..... হাসন বসরীর (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তাঁরা উভয়ে সালাতে সামনের দিকে একবার মাত্র সালাম দিতেন।

١٥١٢- حَدَّثَنَا اِبْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا سَعِيْدُ بْنُ عَامِرٍ عَنْ اِبْنِ عَوْنٍ عَنِ الْحَسَنِ وَمُحَمَّدٍ تَسْلِيْمَةً وَاحِدَةً -

১৫১২. ইব্ন মারযূক (র) ..... হাসান আল-বস্‌রী (র) এবং মুহাম্মদ ইব্ন সীরীন (র) থেকে মাত্র একটি সালামের কথা বর্ণনা করেছেন।

١٥١٣- حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا سَعِيْدٌ عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيْزِ مِثْلَهُ -

১৫১৩. ইব্রাহীম ইব্ন মারযূক (র) ..... উমর ইব্ন আবদুল আযিয (র) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

উত্তরে তাকে বলা হবে যে, তুমি সত্য বলেছ বাস্তবিকই এই সমস্ত তাবেঈগণ থেকে এক সালাম বর্ণিত হয়েছে। অথচ তাঁদের পূর্ববর্তী এবং তাঁদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ তাবেঈগণ থেকে এ বিষয়ে দু'সালাম সম্বলিত বিরোধী রিওয়ায়াত বর্ণিত হয়েছে। তাছাড়া এ বিষয়ে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে অকাট্য সূত্রে (মুতাওয়াতির) বর্ণিত হয়েছে, যা আমি ইতিপূর্বে এ অনুচ্ছেদে উল্লেখ করে এসেছি। আবার পূর্বোল্লিখিত তাবেঈগণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ দুই তাবেঈ সাঈদ ইব্নূল মূসাইয়্যাব (র) এবং ইব্ন আবী লায়লা (র) থেকে তাঁদের পরিপন্থী রিওয়ায়াত বর্ণিত হয়েছে।

١٥١٤- حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ اَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ سَعِيْدُ بْنُ اَبِىْ اَيُّوْبَ عَنْ زَهْرَةَ بْنِ مَعْبَدٍ قَالَ كَانَ سَعِيْدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِيْنِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ -

১৫১৪. ইউনুস (র) ..... যাহ্‌রাহ্ ইব্ন মা'বাদ (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন ঃ সাঈদ ইব্নূল মূসাইয়্যাব (র) ডানে এবং বামে সালাম ফিরাতেন।

١٥١٥- حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا وَهْبٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنِ الْحَكَمِ قَالَ كُنْتُ أُصَلِّيْ مَعَ ابْنِ اَبِيْ لَيْلٰى فَيُسَلِّمُ عَنْ يَمِيْنِهٖ وَعَنْ شِمَالِهٖ اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ ـ

১৫১৫. ইব্রাহীম ইব্ন মারযূক (র) ..... হাকাম (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি ইব্ন আবী লায়লা (র)-এর সাথে সালাত আদায় করছিলাম, তিনি তাঁর ডানে এবং বামে– اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ ـ اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ বলে সালাম ফিরাচ্ছিলেন।

বস্তুত এ দু'জন তাবেঈরই রয়েছে প্রবীণত্ব এবং রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর বিপুলসংখ্যক সাহাবীর সাহচর্য যা তাঁদের বিরোধীদের নেই। যাদের আলোচনা আমি এ পরিচ্ছেদে করে এসেছি। অতএব এ বিষয়ে তাঁদের দু'জন থেকে যে রিওয়ায়াত আমি বর্ণনা করেছি তাই উত্তম বিবেচিত হবে। যেহেতু তাঁরা উভয়ে পূর্ববর্তীদের অনুসরণ করেছেন এবং এ বিষয়ে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে যা প্রমাণিত আছে তার সাথে তাদের রয়েছে সামঞ্জস্য। এটি ইমাম আবূ হানীফা (র), আবূ ইউসুফ (র) ও মুহাম্মদ (র)-এরও অভিমত।

٣١- بَابُ السَّلَامِ فِي الصَّلٰوةِ هَلْ هُوَ مِنْ فُرُوْضِهَا اَوْ مِنْ سُنَنِهَا

৩১. অনুচ্ছেদ ঃ সালাতে সালাম ফরয না সুন্নাত ?

١٥١٦- حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ ثَنَا الْفِرْيَابِيُّ قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيْلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَنَفِيَّةِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَبِيْ طَالِبٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِفْتَاحُ الصَّلٰوةِ الطُّهُوْرُ وَاِحْرَامُهَا التَّكْبِيْرُ وَاِحْلَالُهَا التَّسْلِيْمُ ـ

১৫১৬. হুসাইন ইব্ন নাস্র (র) ..... আলী ইব্ন আবী তালিব (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেনঃ সালাতের চাবি হলো পবিত্রতা, এর ইহরাম (প্রবেশের মাধ্যম) হলো তাক্বীরে তাহ্রিমা, আর এর হালাল করণ (বের হওয়ার মাধ্যম) হচ্ছে সালাম ফিরানো।

একদল আলিম বলেছেন যে, কেউ যদি সালাম ব্যতীত সালাত শেষ করে তবে তার সালাত বাতিল বলে গণ্য হবে। যেহেতু রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ সালাত থেকে হালাল (বের) হওয়ার মাধ্যম হবে সালাম ফিরানো। অতএব সালাম ব্যতীত সালাত থেকে বের হওয়া জায়িয হবে না।

এ ব্যাপারে অপরাপর আলিমগণ ভিন্নমত ব্যক্ত করেছেন। তারা আবার দু'ভাগে বিভক্ত হয়েছেন। একদল বলেছেনঃ কেউ তাশাহ্হুদ পরিমাণ বসলে তার সালাত পূর্ণ হয়ে যাবে যদিও সে সালাম না ফিরায়। অন্যদল বলেছেন ঃ কেউ তার সালাতের শেষ সিজ্দা থেকে মাথা উত্তোলন করলে তার সালাত পূর্ণ হয়ে যাবে, যদিও সে তাশাহ্হুদ না পড়ে এবং সালামও না ফিরায়।

বস্তুত প্রথম মত ব্যক্তকারীদের বিরুদ্ধে উভয় দলের আলিমদের দলীল হচ্ছে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণিত হাদীস-সালাতের হালালকরণ (বের হওয়ার মাধ্যম) হচ্ছে, সালাম ফিরানো। যা আলী (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে।

অন্য দিকে আলী (রা) থেকে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে তাঁর নিজস্ব অভিমত (ফাত্ওয়া) বর্ণিত হয়েছে। যাতে বুঝা যায় যে, তিনি এ বিষয়ে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর উক্তির যে অর্থ নিয়েছেন, প্রথম দল আলিমগণ কিন্তু সে অর্থ গ্রহণ করেননি বরং ভিন্ন অর্থ নিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে তাঁরা নিম্নোক্ত হাদীস উল্লেখ করেছেনঃ

١٥١٧– حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ عَاصِمٍ عَنْ اَبِىْ عَوَانَةَ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ عَنْ عَلِيٍّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ اِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ اٰخِرِ سَجْدَةٍ فَقَدْ تَمَّتْ صَلاَتُهُ ـ

১৫১৭. আবূ বাকরা (র) ..... আলী (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন ঃ সালাত আদায়কারী যখন শেষ সিজ্দা থেকে মাথা উত্তোলন করবে অবশ্যই তখন তার সালাত পূর্ণ হয়ে যাবে।

বস্তুত আলী (রা) যিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে রিওয়ায়াত করেছেন ঃ "সালাতের হালালকরণ (বের হওয়ার মাধ্যমে) হচ্ছে সালাম ফিরানো। তাঁর নিকট এর এ অর্থ নয় যে, সালাম ব্যতীত সালাত পূর্ণ হবে না। যেহেতু তাঁর নিকট সালামের পূর্বের বস্তু (সিজ্দা) দ্বারা সালাত পূর্ণ হয়ে যায়। আর তাঁর নিকট "সালাতের হালালকরণ হচ্ছে সালাম"-এর অর্থ হলো সালাম দিয়ে সালাত থেকে বের হওয়া বাঞ্ছনীয়, অন্য কিছু দিয়ে নয়। আর সেই পূর্ণতা যার পরে হাদাস হলে সালাত পুন আদায় করা ওয়াজিব নয়।

কোন প্রশ্নকারী যদি প্রশ্ন উত্থাপন করে বলে যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, সালাতের তাহ্রিমা হলো তাকবীর, অতএব তাকবীর হলো এরূপ বস্তু, যা ব্যতীত সালাতে প্রবেশ করা যাবে না। অনুরূপভাবে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, সালাত থেকে তাহলীল (বের হওয়া) একমাত্র সালামই। অতএব বুঝা গেল যে সালামও তাকবীর-এর ন্যায় অপরিহার্য, যা ব্যতীত সালাত থেকে বের হওয়া যায় না।

উত্তরে তাকে বলা হবে যে, অনেক বস্তু এরূপ রয়েছে, যেগুলোতে প্রবেশের জন্য নির্দিষ্ট শর্তাবলী ও পদ্ধতি রয়েছে, যেগুলো ব্যতীত তাতে প্রবেশ করা যায় না। অথচ এগুলো থেকে বের হওয়ার জন্য যে উপকরণ ও শর্তাবলী নির্দিষ্ট রয়েছে, সেগুলো পূরণ করে বা না করে উভয়ভাবে বের হওয়া শুদ্ধ হয়।

বস্তুত সেগুলোর মধ্যে আমরা বিবাহের ক্ষেত্রে দেখতে পাই যে, কোন নারীকে ইদ্দতের অবস্থায় বিবাহ করা নিষিদ্ধ এবং নাজায়িয। আর যে ব্যক্তি এরূপ অবস্থায় বিবাহ করবে, সে এ বিবাহ দ্বারা নারীর যোনির অধিকারী হবে না এবং নারীর উপর বিবাহকারীর জন্য বিবাহের হকসমূহ কার্যকর হবে না। বস্তুত এর অনেক দৃষ্টান্ত রয়েছে, যার উল্লেখ গ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধি করবে। আর স্বামীকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, এমন তালাক দ্বারা বিবাহ থেকে বের হবে যার মধ্যে কোনরূপ গোনাহ হয় নাই এবং এরূপ (পবিত্রতা) কালে তালাক যার মধ্যে স্ত্রী সহবাস করা হয়নি। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি আদিষ্ট পন্থা পরিপন্থী স্ত্রীকে এক (পবিত্রতায়) তিন তালাক অথবা এক বাক্যে তিন তালাক অথবা ঋতুবতী অবস্থায় তালাক দেয়, তাহলে স্বামী গুনাহগার তো হবে, কিন্তু নিষিদ্ধ তালাক হওয়া সত্ত্বেও তালাক কার্যকর হয়ে যাবে এবং বিবাহ থেকে বেরিয়ে আসবে। অতএব সাব্যস্ত হলো যে, যে সমস্ত উপকরণ দ্বারা নারী যোনির অধিকারী হতে পারা যায় তা কিরূপ এবং যেগুলোর দ্বারা নারী যোনির অধিকার ছুটে যায়, তা

কেমন। এগুলোর বিপরীত কিছু করার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে। অতএব যে ব্যক্তি নিষিদ্ধ পন্থায় বিবাহে প্রবেশ করতে চায় প্রবেশ করতে পারবে না। পক্ষান্তরে যখন নিষিদ্ধ পন্থায় বিবাহ থেকে বের হয়ে যেতে চায় তাহলে বের হয়ে যেতে পারবে। তাই যেহেতু নিষিদ্ধ পন্থায় প্রবেশ করা যায় না এবং আদিষ্ট ও নিষিদ্ধ উভয় পন্থায় বের হওয়াটা বিশুদ্ধ হয়, অতএব এর উপর ভিত্তি করে সালাতের ব্যাপারকে বুঝতে হবে যে, আদিষ্টের পরিপন্থী (তাকবীরে তাহ্‌রিমা ব্যতীত) সালাতে প্রবেশ করা বৈধ হতে পারে না এবং আদিষ্ট (সালামের সাথে) ও আদিষ্টের পরিপন্থী (সালাম ব্যতীত) উভয় অবস্থায় সালাত থেকে বের হওয়া বৈধ হবে। যারা একথা বলে যে, সালাত আদায়কারী যখন তার সালাতের শেষ সিজ্‌দা থেকে মাথা উত্তোলন করবে তার সালাত পূর্ণ হয়ে যাবে, তাদের দলীল ঃ

١٥١٨- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ زِيَادِ بْنِ اَنْعُمٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ رَافِعٍ وَبَكْرِ بْنِ سَوَادَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ اِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ اٰخِرِ السُّجُوْدِ فَقَدْ مَضَتْ صَلَاتُهُ اِذَا هُوَ اَحْدَثَ -

১৫১৮. আবূ বাকরা (রা) ..... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আমর (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ সালাত আদায়কারী যখন শেষ সিজ্‌দা থেকে মাথা উত্তোলন করবে তারপর তার উযূ ভঙ্গ হয়ে গেলেও তার সালাম পূর্ণ হয়ে যাবে।

١٥١٩- حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ سِنَانٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْعَبَّاسِ بْنِ الرَّبِيْعِ اللُّؤْلُؤِىُّ قَالَا ثَنَا مُعَاذُ بْنُ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ زِيَادٍ فَذَكَرَ مِثْلَهُ بِاِسْنَادِهِ -

১৫১৯. ইয়াযিদ ইব্‌ন সিনান (র) ..... আবদুর রহমান ইব্‌ন যিয়াদ (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি অনুরূপ উল্লেখ করেছেন।

তাদেরকে বলা হবে যে, এ হাদীসটির ব্যাপারে মতপার্থক্য রয়েছে। একদল আলিম এটিকে উক্তরূপ রিওয়ায়াত করেছেন। পক্ষান্তরে অন্য একদল আলিম এর বিপরীত বর্ণনা করেছেন।

١٥٢٠- حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُنْقِذٍ وَعَلِىُّ بْنُ شَيْبَةَ قَالَا ثَنَا اَبُوْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْمُقْرِىْ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ زِيَادِ بْنِ اَنْعُمٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ رَافِعٍ التَّنُوْخِىْ وَبَكْرِ بْنِ سَوَادَةَ الْجُذَامِىْ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِذَا قَضَى الْاِمَامُ الصَّلٰوةَ فَقَعَدَ فَاَحْدَثَ هُوَ وَاحَدٌ مِمَّنْ اَتَمَّ الصَّلٰوةَ مَعَهُ قَبْلَ اَنْ يُسَلِّمَ الْاِمَامُ فَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ فَلَا يَعُوْدُ فِيْهَا -

১৫২০. ইব্‌রাহীম ইব্‌ন মুন্‌কিয (র) এবং আলী ইব্‌ন শায়বা (র) ..... আবদুল্লাহ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন আল-আস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ ইমাম সালাত আদায় করলে

শেষ সময় তার অথবা ইমামের সাথে যারা সালাত আদায় করে তাদের কারো ইমামের সালামের পূর্বে উযূ ভঙ্গ হয়ে যায়, তাহলে অবশ্যই তার সালাত পূর্ণ হয়ে যাবে, পুন সালাত আদায় করতে হবে না।

আবূ জা'ফর (তাহাবী র) বলেন ঃ বস্তুত এ হাদীসটির বিষয়বস্তু প্রথম হাদীসের বিষয়বস্তু থেকে ভিন্ন। আর এ হাদীসটি ভিন্ন শব্দেও বর্ণিত হয়েছে।

١٥٢١- حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ سِنَانٍ قَالَ ثَنَا مُعَاذُ بْنُ الْحَكَمِ قَالَ : ثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِىُّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ زِيَادِ بْنِ اَنْعُمٍ فَذَكَرَ مِثْلَ حَدِيْثِ اَبِىْ بَكْرَةَ عَنْ اَبِىْ دَاوُدَ عَنْ ابْنِ الْمُبَارَكِ قَالَ مُعَاذُ فَلَقِيْتُ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنِ زِيَادِ بْنِ اَنْعُمٍ فَحَدَّثَنِىْ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ رَافِعٍ وَبَكْرِ بْنِ سَوَادَةَ فَقُلْتُ لَهُ لَقِيْتَهُمَا جَمِيْعًا فَقَالَ كِلَيْهِمَا حَدَّثَنِىْ بِهِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ وَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِذَا رَفَعَ الْمُصَلِّى رَأْسَهُ مِنْ اٰخِرِ صَلاَتِهِ وَقَضٰى تَشَهُّدَهُ ثُمَّ اَحْدَثَ فَقَدْ تَمَّتْ صَلاَتُهُ فَلاَ يَعُوْدُ لَهَا ـ

১৫২১. ইয়াযিদ ইব্ন সিনান (র) ..... আবদুল্লাহ্ ইব্ন আমর (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ মুসল্লী যখন তার শেষ সিজ্দা থেকে মাথা উত্তোলন করবে এবং তাশাহ্হুদ পূর্ণ করবে তারপর তার উযূ ভঙ্গ হয়ে যাবে তার সালাত পূর্ণ হয়ে যাবে, পুনরায় সালাত আদায় করা লাগবে না।

যাঁরা বলেন, সালাতে যতক্ষণ পর্যন্ত তাশাহ্হুদ পরিমাণ না বসবে ততক্ষণ পর্যন্ত সালাত পূর্ণ হবে না, তাঁরা দলীল হিসাবে নিম্নের হাদীস পেশ করেন ঃ

١٥٢٢- حَدَّثَنَا فَهْدُ قَالَ ثَنَا اَبُوْ نُعَيْمٍ وَاَبُوْ غَسَّانٍ وَاللَّفْظُ لاَبِىْ نُعَيْمٍ قَالاَ ثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُرِّ قَالَ حَدَّثَنِى الْقَاسِمُ بْنُ مُخَيْمِرَةَ قَالَ اَخَذَ عَلْقَمَةُ بِيَدِىَّ فَحَدَّثَنِىْ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَخَذَ بِيَدِهِ وَاَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَخَذَ بِيَدِهِ وَعَلَّمَهُ التَّشَهُّدَ فَذَكَرَ التَّشَهُّدَ عَلٰى مَا ذَكَرَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ فِى التَّشَهُّدِ وَقَالَ فَاذَا فَعَلْتَ ذٰلِكَ اَوْ قَضَيْتَ هٰذَا فَقَدْ تَمَّتْ صَلاَتُكَ اِنْ شِئْتَ اَنْ تَقُوْمَ فَقُمْ اِنْ شِئْتَ اَنْ تَقْعُدَ فَاقْعُدْ ـ

১৫২২. ফাহাদ (র) ..... আল-কাসিম ইব্ন মুখায়মারা থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন ঃ আলকামা (র) আমার হাত ধরে বর্ণনা করেছেন যে, আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসঊদ (রা) তাঁর হাত ধরেছেন এবং রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর হাত ধরে তাঁকে তাশাহ্হুদ শিখিয়েছেন। তারপর তিনি তাশাহ্হুদের উল্লেখ করেন। যা আমরা তাশাহ্হুদ অনুচ্ছেদে বর্ণনা করে এসেছি। (তাশাহ্হুদ শিখানোর পরে) তিনি ﷺ বলেছেনঃ যখন তুমি ওটা করবে অথবা বলেছেন এটিকে পূর্ণ করবে, তখন তোমার সালাত পূর্ণ হয়ে গেলো। যদি তুমি উঠে পড়তে চাও তাহলে উঠে পড়ো আর যদি আরো বসতে চাও তাহলে বসো।

١٥٢٣- حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ ثَنَا اَحْمَدُ بْنُ يُوْنُسَ قَالَ ثَنَا زُهَيْرٌ قَالَ ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الْحُرِّ فَذَكَرَ مِثْلَهُ بِاِسْنَادِهِ ـ

১৫২৩. হুসাইন ইব্ন নাস্‌র (র) ..... হাসান ইব্ন আল-হুরর (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি অনুরূপ উল্লেখ করেছেন।

١٥٢٤- حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ اَبِيْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا الْمَقْدِمِيُّ قَالَ ثَنَا اَبُوْ مَعْشَرِ الْبَرَاءُ عَنْ اَبِيْ حَمْزَةَ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ثُمَّ ذَكَرَ التَّشَهُّدَ وَقَالَ لاَصَلٰوةَ اِلاَّ بِتَشَهُّدٍ ـ فَرَوَوْا مَا ذَكَرْنَا مِنْ قَوْلِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ ثُمَّ رَوَوْا مِنْ قَوْلِ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ مَا حَدَّثَنَا سُلَيْمٰنُ بْنُ شُعَيْبٍ قَالَ ثَنَا يَحْيٰى بْنُ حَسَّانٍ قَالَ ثَنَا اَبُوْ وَكِيْعٍ عَنْ اَبِيْ اِسْحٰقَ عَنْ اَبِي الاَحْوَصِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ اَلتَّشَهُّدُ اِنْقِضَاءُ الصَّلٰوةِ وَالتَّسْلِيْمُ اِذْنٌ بِاِنْقِضَائِهَا ـ

১৫২৪. ইব্‌রাহীম ইব্ন আবূ দাঊদ (র) ..... আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসঊদ (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে তাশাহ্হুদের উল্লেখ করেছেন এবং বলেছেন, তাশাহ্হুদ ব্যতীত সালাত হবে না। বস্তুত আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর যে উক্তি উল্লেখ করেছি তাঁরা তা রিওয়ায়াত করেছেন। তারপর তাঁরা আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসঊদ (রা)-এর সেই উক্তি রিওয়ায়াত করেছেন, যা সুলায়মান ইব্ন শু'আইব (র) ..... আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসঊদ (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন ঃ তাশাহ্হুদ হলো সালাতের পূর্ণতার কারণ, আর সালাম হলো সালাতের পূর্ণতার ঘোষক।

তারপর (দলীল হিসাবে) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে এরূপও বর্ণিত আছে, যার দ্বারা বুঝা যায় যে, সালাম পরিত্যাগ করা সালাতকে বিনষ্ট করে না। আর সে হাদীসটি হচ্ছেঃ (একদা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যুহরের সালাত পাঁচ রাক'আত আদায় করলেন কিন্তু সালাম ফিরাননি। যখন তাঁকে এ ব্যাপারে অবহিত করা হলো তখন তিনি নিজ পা বিছিয়ে দু'সিজ্‌দা (সাহ্উ) করে নিলেন।

١٥٢٥- حَدَّثَنَا رَبِيْعُ الْمُؤَذِّنُ قَالَ ثَنَا يَحْيٰى بْنُ حَسَّانٍ قَالَ ثَنَا وُهَيْبُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ مَنْصُوْرِ بْنِ الْمُعْتَمِرِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ بِذٰلِكَ ـ

১৫২৫. রবী'উল মু'আয্যিন (র) ..... আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসঊদ (রা) সূত্রে এ বিষয়ে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন।

এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হলো যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সালামের পূর্বে সালাত বহির্ভূত এক রাক'আত সালাতের ভিতরে ঢুকিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি এটি সালাতের জন্য বিনষ্টকর মনে করেননি। যদি এটিকে সালাতের জন্য বিনষ্টকর মনে করতেন তাহলে অবশ্যই সেই সালাত পুন আদায় করতেন।

যখন তা পুন আদায় করেননি এবং তা থেকে সালাম ফিরানো ব্যতীত পঞ্চম রাক'আতের দিকে বের হয়ে গেছেন, এতে প্রমাণিত হয় যে, সালাম সালাতের রুকনের অন্তর্ভুক্ত নয়। তুমি কি লক্ষ্য করনি যে, কেউ যদি সিজ্‌দা পরিত্যাগ করে পঞ্চম রাক'আতের জন্য উঠে যান তাহলে এটি তাঁর চার রাক'আতকে বিনষ্ট করে দেয়। যেহেতু তিনি এগুলোর বহির্ভুত বস্তুকে এগুলোর সাথে মিশ্রিত করে দিয়েছেন। অতএব যদি সালাতের সিজ্‌দার ন্যায় সালাম ফরয হতো তাহলে এ বিধানও অনুরূপ হতো। কিন্তু তা এর থেকে ভিন্ন, বরং এটি (সালাম) সুন্নাত (ওয়াজিব)।

এর দলীল হিসাবে আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকেও বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যখন তোমাদের কেউ সালাত আদায় করে এবং তার সন্দেহ হয়ে যায় যে, তিন রাক'আত পড়েছে, না চার রাক'আত, তাহলে নিশ্চিত এর উপর ভিত্তি করে সন্দেহকে পরিত্যাগ করবে। এখন তার সালাত যদি কম হয়ে থাকে তাহলে অবশ্যই তা (সিজ্‌দা সাহ্উ'-এর সাথে) পূর্ণ করে ফেলেছে এবং সাহ্উ'র দু'সিজ্‌দা শয়তানকে লাঞ্ছিত করেছে। আর যদি তার সালাত পূর্ণ হয়ে থাকে তাহলে অতিরিক্ত দু'সিজ্‌দা তার জন্য নফল হিসাবে গণ্য হবে।

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ অতিরিক্ত পঞ্চম রাক'আত এবং সাহ্উ'-এর দু'সিজ্‌দাকে নফল আখ্যায়িত করেছেন এবং এর দ্বারা পূর্ববর্তী সালাতকে বিনষ্ট সাব্যস্ত করেননি। যদিও মুসল্লী অবশ্যই সালাত থেকে পঞ্চম রাক'আতের দিকে বের হয়ে গিয়েছেন। অতএব এতে প্রমাণিত হলো যে, সালাম ব্যতীত সালাত পূর্ণ হয়ে যায়। আর সালাতে সালাম ফিরানো হলো এর সুন্নাত (ওয়াজিব), এর রুকন (ফরয) নয়।

বস্তুত এ বিষয়ে বর্ণিত হাদীসগুলোর অর্থগত বিশ্লেষণ ওই দলের অভিমতকে প্রমাণিত করে যারা বলেন, তাশাহ্হুদ পরিমাণ না বসলে সালাতপূর্ণ হবে না। যেহেতু রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে আলী (রা)-এর সূত্রে বর্ণিত হাদীসে আমরা যা উল্লেখ করেছি তার সম্ভাবনা রয়েছে। আর আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আমর (রা)-এর সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর হাদীস বিরোধপূর্ণ যা আমরা পূর্বে বর্ণনা করেছি। পক্ষান্তরে ইব্‌ন মাসঊদ (রা)-এর হাদীস এমন যার মধ্যে কোন বিরোধ নেই।

তাহাবী (র)-এর যুক্তিভিত্তিক দলীল

বস্তুত সংশ্লিষ্ট বিষয়ের যুক্তিভিত্তিক প্রমাণ হচ্ছে, যারা বলেন যে, মুসল্লী যখন সালাতে শেষ সিজ্‌দা থেকে মাথা তুলবে, অবশ্যই তার সালাত পূর্ণ হয়ে যাবে। তাঁরা বলেছেন ঃ আমরা লক্ষ্য করছি যে, এ বৈঠকটি (শেষ বৈঠক) এরূপ যার মধ্যে তাশাহ্হুদ পড়া হয় এবং সালাত থেকে বের হওয়ার জন্য সালামও ফিরানো হয়। আর আমরা এর পূর্বে সালাতের মধ্যে প্রথম বৈঠক এর প্রতি লক্ষ্য করে দেখেছি যে, সেটিও এরূপ বৈঠক যাতে তাশাহহুদ পড়া হয় এবং সমস্ত আলিমদের ঐকমত্য রয়েছে যে, প্রথম বৈঠক এবং এর তাশাহ্হুদ সালাতের রুকন তথা ফরয নয়, বরং এটি সালাতের সুন্নাত (ওয়াজিব)।

পক্ষান্তরে শেষ বৈঠকের ব্যাপারে বিরোধ সৃষ্টি হয়েছে। অতএব আমাদের বর্ণনা মতে যুক্তি হচ্ছে যে, এটি-ও প্রথম বৈঠকের ন্যায় সুন্নাত (ওয়াজিব) হবে এবং এর মধ্যে যা কিছু করা হয় তা সুন্নাত (ওয়াজিব) হবে। যেমনিভাবে প্রথম বৈঠক এবং এর মধ্যে যা কিছু করা হয় সুন্নাত (ওয়াজিব) ছিলো।

অনুরূপভাবে আমরা সমস্ত সালাতের কিয়াম (দাঁড়ানো), রুকূ ও সিজ্‌দা ইত্যাদির প্রতি লক্ষ্য করেছি যে, সবই একরকম (অর্থাৎ ফরয)।
অতএব আমরা যা বর্ণনা করেছি সে মতে যুক্তি হচ্ছে যে, সালাতের সমস্ত বৈঠক গুলোর (বিধান) ও একই রকম হবে (অর্থাৎ ফরয না হওয়া)।

দ্বিতীয় দলের পক্ষ থেকে উপরোক্ত যুক্তিভিত্তিক দলীলের উত্তর

তাঁদের বিরুদ্ধে অপরাপর আলিমগণ দলীল পেশ করে বলেছেন ঃ আমরা লক্ষ্য করছি যে, কেউ যদি ভুলে প্রথম বৈঠক না করে পরিপূর্ণরূপে দাঁড়িয়ে যায় তাহলে বৈঠকের দিকে ফিরে আসার নির্দেশ দেয়া হয় না বরং তার কিয়াম-এর উপর অটল থাকার নির্দেশ দেয়া হয়। আবার লক্ষ্য করছি যে, কেউ যদি শেষ বৈঠক না করে ভুলে পরিপূর্ণরূপে দাঁড়িয়ে যায় তাহলে তাকে বৈঠকের দিকে ফিরে আসার নির্দেশ দেয়া হয়। আলিমগণ বলেছেন ঃ যে বৈঠক থেকে দাঁড়ানোর পরে এর দিকে ফিরে আসার নির্দেশ দেয়া হয় এটি ফরয হিসাবে বিবেচিত হবে। আর যে বৈঠক থেকে দাঁড়ানোর পরে এর দিকে ফিরে আসার নির্দেশ দেয়া হয় না তা ফরযরূপে বিবেচিত হবে না। তুমি কি লক্ষ্য কর না যে, কেউ যদি তার সালাতের সিজদা ছেড়ে দিয়ে পরিপূর্ণরূপে দাঁড়িয়ে যায় তাহলে তাকে সিজ্‌দার দিকে ফিরে আসার নির্দেশ রয়েছে। যেহেতু সে দাঁড়িয়ে ফরযকে পরিত্যাগ করেছে এজন্য তাকে সিজ্‌দার দিকে ফিরে আসার নির্দেশ দেয়া হয়। অনুরূপভাবে শেষ বৈঠক, যখন– তা ছেড়ে দিলে এর দিকে ফিরে আসার নির্দেশ দেয়া হয় এতেই প্রমাণিত হচ্ছে যে, এটি ফরয, যদি এটি ফরয না হতো তাহলে এর দিকে ফিরে আসার নির্দেশ দেয়া হতো না। যেমনি নির্দেশ দেয়া হয় না প্রথম বৈঠকের দিকে ফিরে আসার।

প্রথম দলের পক্ষ থেকে দ্বিতীয় দলের উত্তরের সমালোচনা ঃ তাদের উত্তরের বিরুদ্ধে অপরাপর আলিমদের দলীল হচ্ছে ঃ যে ব্যক্তি প্রথম বৈঠক থেকে পরিপূর্ণরূপে দাঁড়িয়ে যায় তাকে তার কিয়ামের উপর অবিচল থাকার নির্দেশ দেয়া হয় এবং সে তার বৈঠকের দিকে ফিরে আসবে না। এর কারণ হচ্ছে ঃ সে এরূপ বৈঠক থেকে দাঁড়িয়ে গিয়েছে যা ফরয নয় আর এরূপ কিয়ামের মধ্যে প্রবেশ করেছে যা ফরয। এজন্যই তাকে ফরয পরিত্যাগ করে ফরয নয় এমন কাজের দিকে প্রত্যাবর্তনের নির্দেশ দেয়া হয় না। বরং তাকে ফরযের উপর অটল থেকে তা পূর্ণ করার নির্দেশ দেয়া হয়। আর যদি সে প্রথম বৈঠক ছেড়ে পরিপূর্ণরূপে দাঁড়িয়ে না যায়, তাহলে তাকে বৈঠকের দিকে প্রত্যাবর্তনের নির্দেশ রয়েছে। যেহেতু যখন পূর্ণরূপে না দাঁড়ায় তখন সে ফরযের মধ্যে প্রবেশ করেনি। এজন্য তাকে এমন কাজ থেকে প্রত্যাবর্তনের নির্দেশ রয়েছে, যা সুন্নাত (ওয়াজিব) ও নয় এবং ফরযও নয় এরূপ বৈঠকের দিকে, যা সুন্নাত (ওয়াজিব)। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি শেষ বৈঠক ছেড়ে দিয়ে পরিপূর্ণরূপে দাঁড়িয়ে যায়, সে ওয়াজিব কিংবা ফরযের মধ্যে প্রবেশ করেনি। আর সে অবশ্যই এমন বৈঠক থেকে দাঁড়িয়ে গিয়েছে যা ওয়াজিব। এজন্য তাকে এর দিকে প্রত্যাবর্তনের নির্দেশ রয়েছে এবং এমন সালাত অব্যাহত রাখা পরিহার করার কথা বলা হয়েছে, যা ওয়াজিবও নয় এবং ফরযও নয়। যেমন সে ব্যক্তির জন্য হুকুম রয়েছে, যে প্রথম বৈঠক ছেড়ে পরিপূর্ণরূপে দাঁড়ায়নি, ফলে সে ফরযের মধ্যে দাখিল হয়নি। তাই সে এ অবস্থা থেকে বৈঠকের দিকে প্রত্যাবর্তন করবে, যা ওয়াজিব। অতএব যে

ব্যক্তি শেষ বৈঠক ছেড়ে উঠে গিয়ে পরিপূর্ণরূপে দাঁড়ায়নি, তার জন্য হুকুম রয়েছে যে, সে বৈঠকের দিকে প্রত্যাবর্তন করবে। ব্যাপারটি সে রকম নয়, যা অপরাপর আলিমগণ বলেছেন।

আবূ জা'ফর তাহাবী (র) বলেছেন ঃ এ বিষয়ে আমাদের নিকট এটি-ই হচ্ছে যুক্তিভিত্তিক বিশ্লেষণ। এমনটি নয় যা অপরাপর আলিমগণ বলেছেন। (অর্থাৎ যারা শেষ বৈঠক ফরয হওয়াকে স্বীকার করেন না) কিন্তু আবূ হানীফা (র), আবূ ইউসুফ (র) ও মুহাম্মদ (র) এ বিষয়ে তাঁদের অভিমতই গ্রহণ করেছেন যারা বলেন শেষ বৈঠক তাশাহহুদ পরিমাণ সালাতের রুকন, তথা ফরযের অন্তর্ভুক্ত। বস্তুত তাঁরা এ বিষয়ে যা বলেছেন পূর্ববর্তী আলিমদের থেকে কেউ কেউ অনুরূপ বলেছেন। যেমন ঃ

١٥٢٦- حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ اِدْرِيْسَ قَالَ ثَنَا اٰدَمُ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ يُوْنُسَ عَنِ الْحَسَنِ فِى الرَّجُلِ يَحْدُثُ بَعْدَ مَارَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ اٰخِرِ سَجْدَةٍ فَقَالَ لاَ يُجْزِيْهِ حَتّٰى يَتَشَهَّدَ اَوْيَقْعُدَ قَدْرَ التَّشَهُّدِ -

১৫২৬. বকর ইব্ন ইদ্রিস (র) ..... হাসান আল-বস্রী (র) থেকে সেই ব্যক্তির ব্যাপারে বর্ণনা করেন, শেষ সিজ্দা থেকে মাথা উঠানোর পরে যার উযূ ভঙ্গ হয়েছে এ সম্পর্কে তিনি বলেছেন ঃ তার সালাত বিশুদ্ধ হবে না যতক্ষণ না সে তাশাহ্হুদ পড়বে অথবা তাশাহ্হুদ পরিমাণ বসবে।

١٥٢٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ ثَنَا سَعِيْدُ بْنُ سَابِقِ الرَّشِيْدِىْ قَالَ ثَنَا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ عَنْ اِبْنِ جُرَيْجٍ قَالَ كَانَ عَطَاءُ يَقُوْلُ اِذَا قَضٰى الرَّجُلُ التَّشَهُّدَ الاَخِيْرَ فَقَالَ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِىُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ اَلسَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلٰى عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِيْنَ فَاَحْدَثَ وَاِنْ لَّمْ يَكُنْ سَلَّمَ عَنْ يَمِيْنِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ فَذَكَرَ كَلاَمًا مَعْنَاهُ فَقَدْ مَضَتْ صَلاَتُهُ اَوْ قَالَ فَلاَ يَعُوْدُ اِلَيْهَا -

১৫২৭. মুহাম্মদ ইব্ন খুযায়মা (র) ..... ইব্ন জুরাইজ (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আতা (র) বলতেন ঃ যখন কেউ এই বলে –

اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِىُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ اَلسَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلٰى عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِيْنَ

শেষ তাশাহহুদ পূর্ণ করে, তারপর তার উযূ ভঙ্গ হয়ে যায়; যদিও সে ডানে এবং বামে সালাম ফিরায়নি, (তারপর তিনি নিম্নের অর্থবোধক বাক্যের উল্লেখ করেছেন) ঃ "অবশ্যই তার সালাত পরিপূর্ণ হয়ে গিয়েছে" অথবা বলেছেন, "সালাতের দিকে তাকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে না"।

٣٢- بَابُ الْوِتْرِ

৩২. অনুচ্ছেদ ঃ বিত্‌র প্রসঙ্গ

١٥٢٨- حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ اَبِىْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا عَلِىُّ بْنُ الْجَعْدِ قَالَ اَنَا شُعْبَةُ ح وَحَدَّثَنَا بَكَّارُ قَالَ ثَنَا وَهْبُ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ اَبِى التَّيَّاحِ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا مِجْلَزٍ يُحَدِّثُ عَنْ اِبْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ الْوِتْرُ رَكْعَةٌ مِّنْ آخِرِ اللَّيْلِ ـ

১৫২৮. ইব্‌রাহীম ইব্‌ন আবূ দাঊদ (র) ও বাক্‌কার (র) ..... ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ রাতের শেষ প্রহরে বিত্‌র হচ্ছে এক রাক'আত।

١٥٢٩- حَدَّثَنَا سُلَيْمٰنُ بْنُ شُعَيْبِ الْكَيْسَانِىُّ قَالَ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بِنْ زِيَادٍ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا مِجْلَزٍ فَذَكَرَ مِثْلَهُ ـ

১৫২৯. সুলায়মান ইব্‌ন শু'আইব আল-কায়সানী (র) ..... কাতাদা (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন ঃ আমি আবূ মিজলায (র)-কে অনুরূপ উল্লেখ করতে শুনেছি।

١٥٣٠- حَدَّثَنَا سُلَيْمٰنُ قَالَ ثَنَا الْخَصِيْبُ قَالَ ثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَبِىْ مِجْلَزٍ قَالَ سَأَلْتُ اِبْنَ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ الْوِتْرِ فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ رَكْعَةٌ مِّنْ آخِرِ اللَّيْلِ وَسَأَلْتُ اِبْنَ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ فَقَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ رَكْعَةٌ مِّنْ آخِرِ اللَّيْلِ ـ

১৫৩০. সুলায়মান (র) ..... আবূ মিজলায (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন ঃ আমি ইব্‌ন আব্বাস (রা)-কে বিত্‌র সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছি। তিনি বলেছেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, তিনি বলেছেনঃ রাতের শেষ প্রহরে (বিত্‌র হচ্ছে) এক রাক'আত। আর ইব্‌ন উমর (রা)কে জিজ্ঞাসা করেছি, তিনি বলেছেন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ রাতের শেষ প্রহরে (বিত্‌র) এক রাক'আত।

আবূ জা'ফর তাহাবী (র) বলেন ঃ একদল আলিম উল্লিখিত হাদীসের বিষয়বস্তুর অনুকূলে মত পোষণ করেছেন এবং এটিকে তাঁরা ভিত্তি রূপে গ্রহণ করেছেন।

এ বিষয়ে অপরাপর আলিমগণ তাঁদের বিরোধিতা করেছেন এবং তারা দু'ভাগে বিভক্ত হয়েছেন। কেউ বলেছেন ঃ বিত্‌র হচ্ছে তিন রাক'আত এবং এ তিন রাক'আত শেষে সালাম ফিরাবে। কেউ বলছেন ঃ বিত্‌র হচ্ছে তিন রাক'আত এবং দু'রাক'আতের মাথায় একবার সালাম আর শেষ রাক'আতে আরেকবার সালাম ফিরাবে।

তাঁরা বলেন, বস্তুত রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর উক্তি "রাতের শেষ প্রহরে এক রাক'আত বিত্‌র" এটিতে আমাদের নিকট সেই সম্ভাবনাও রয়েছে যা প্রথম মত ব্যক্তকারীরা বলেছেন। আর এটিরও সম্ভাবনা রয়েছে যে, শেষের এক রাক'আত দু'রাক'আতের পূর্ববর্তী সাথে মিলে তাকেও বেজোড় বা বিত্‌র করে দেয়। এ বিশ্লেষণের সমর্থনে ইব্‌ন উমর (রা)-এর রিওয়ায়াত আসছে, যা তাঁদের কেউ কেউ বর্ণনা করেছেন ঃ

١٥٣١- حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ سِنَانٍ قَالَ ثَنَا اَبُوْ عَاصِمٍ عَنْ اِبْنِ عَوْنٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ اِبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَجُلاً سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ صَلٰوةِ اللَّيْلِ فَقَالَ مَثْنٰى مَثْنٰى فَاِذَا خَشِيْتَ الصُّبْحَ فَصَلِّ رَكْعَةً تُوْتِرُ لَكَ صَلاَتَكَ ـ

১৫৩১. ইয়াযিদ ইব্‌ন সিনান (র) ..... ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে সালাতুল লায়ল (রাতের সালাত) সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলো। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ দু'রাক'আত, দু'রাক'আত করে। আর যখন তুমি সুবহি সাদিক হয়ে যাওয়ার আশংকা করবে, এক রাক'আত পড়ে নিবে, যা তোমার সালাতকে বিত্‌র করে দিবে।

١٥٣٢- حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ اَنَا اِبْنُ وَهَبٍ اَنَّ مَالِكًا حَدَّثَه عَنْ نَافِعٍ وَعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ اِبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِثْلَهُ ـ

১৫৩২. ইউনুস (র) ..... ইব্‌ন উমর (রা)-এর সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

١٥٣٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنُ مَيْمُوْنٍ قَالَ ثَنَا اَلْوَلِيْدُ عَنِ الاَوْزَاعِيِّ عَنْ يَحْيٰى عَنْ نَافِعٍ عَنْ اِبْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ نَحْوَهُ ـ

১৫৩৩. মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মায়মূন (র) ..... ইব্‌ন উমর (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

١٥٣٤- حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ قَالَ ثَنَا اِسْمعِيْلُ بْنُ جَعْفَرَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ اِبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ ـ

১৫৩৪. নাস্‌র ইব্‌ন মারযূক (র) ..... ইব্‌ন উমর (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

١٥٣٥- حَدَّثَنَا بَكَّارٌ قَالَ ثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ طَاؤُسٍ عَنْ اِبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ ـ

১৫৩৫. বাক্‌কার (র) ..... ইব্‌ন উমর (রা)-এর সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

١٥٣٦- حَدَّثَنَا فَهْدٌ قَالَ ثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ قَالَ ثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ حَبِيْبٍ عَنْ طَاؤُسٍ عَنْ اِبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ ـ

১৫৩৬. ফাহাদ (র) ..... ইব্‌ন উমর (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

١٥٣٧- حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ ثَنَا سَعِيْدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ ثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ اَنَا خَالِدٌ قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنِ شَقِيْقٍ عَنْ اِبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ ـ

১৫৩৭. সালিহ ইব্ন আবদুর রহমান (র) ..... ইব্ন উমর (রা)-এর সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

١٥٣٨- حَدَّثَنَا فَهْدٌ قَالَ ثَنَا اَبُوْ نُعَيْمٍ قَالَ ثَنَا فِطْرٌ عَنْ حَبِيْبِ بْنِ اَبِي ثَابِتٍ عَنْ طَاؤُسٍ قَالَ سَمِعْتُ اِبْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ ـ

১৫৩৮. ফাহাদ (র) ..... তাউস (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন ঃ আমি ইব্ন উমর (রা)-কে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করতে শুনেছি।

١٥٣٩- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ بُدَيْلِ بْنِ مَيْسَرَةَ وَاَيُّوْبُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ شَقِيْقٍ عَنْ اِبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ ـ

১৫৩৯. আহমদ ইব্ন দাউদ (র) ..... ইব্ন উমর (রা)-এর সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

١٥٤٠- حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِي دَاوُدَ قَالَ ثَنَا يَحْيَى بْنُ صَالِحٍ قَالَ ثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ سَلَّامٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ اَبِي كَثِيْرٍ عَنْ اَبِي سَلَمَةَ وَنَافِعٍ عَنْ اِبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَخْبَرَهُمَا عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِثْلَهُ ـ

১৫৪০. ইব্ন আবী দাঊদ (র) ..... আবূ সালামা (র) ও নাফি‘ (র)-এর বরাতে বর্ণনা করেন যে, ইব্ন উমর (রা) তাঁদের উভয়কে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

١٥٤١- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ ثَنَا عَمِّيٌّ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ ثَنَا عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ اِبْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ وَحُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ حَدَّثَاهُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِثْلَهُ ـ

১৫৪১. আহমদ ইব্ন আবদুর রহমান (র) ..... আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

দ্বিতীয় দলের আলিমদের দলীল

١٥٤٢- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ دَاوُدَ بْنِ مُوْسٰى قَالَ ثَنَا عَلِيُّ بْنُ بَحْرٍ الْقَطَّانِ قَالَ ثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنِ الْوَضِيْنِ بْنِ عَطَاءٍ قَالَ اَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ اِبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَنَّهُ كَانَ يَفْصِلُ بَيْنَ شَفْعِهِ وَوِتْرِهِ بِتَسْلِيْمَةٍ ـ

১৫৪২. আহমদ ইব্‌ন দাঊদ ইব্‌ন মূসা (র) ..... ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি দু'রাক'আত এবং বিত্‌রকে সালাম দ্বারা পৃথক করতেন। আর ইব্‌ন উমর (রা) বলেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এরূপ করতেন। তিনি রিওয়ায়াত করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ জোড় দু'রাক'আত এবং বিত্‌র আদায় করতেন, আর কোন কোন সময় তা সবই বিত্‌র হতো।

বস্তুত তাঁর উক্তি "সালাম দ্বারা তিনি পৃথক করতেন" এ সালাম দ্বারা তাশাহ্‌হুদ উদ্দেশ্য হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে; আবার সালাম দ্বারা এরূপ সালামও উদ্দেশ্য হতে পারে যা দ্বারা সালাত শেষ করা যায়।

আমরা এ বিষয়ে অনুসন্ধানী দৃষ্টিকোণ থেকে দেখেছি ঃ

١٥٤٣- فَاذَا يُوْنُسُ قَدْ حَدَّثَنَا قَالَ اَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَنَّ مَالِكًا حَدَّثَهُ عَنْ نَافِعٍ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا كَانَ يُسَلِّمُ بَيْنَ الرَّكْعَتَيْنِ فِي الْوِتْرِ حَتّٰى يَأْمُرَ بِبَعْضِ حَاجَتِهِ -

১৫৪৩. ইউনুস (র) ..... নাফি' (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, আব্‌দুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা) বিত্‌র-এর দুই ও এক রাক'আতের মধ্যে দু'রাক'আত-এর মাথায় সালাম ফিরানোর পরে নিজস্ব কোন প্রয়োজনের জন্য হুকুম করতেন।

١٥٤٤- حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ ثَنَا سَعِيْدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ ثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ صَلّٰى ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ قَالَ يَا غُلَامُ اِرْحَلْ لَنَا ثُمَّ قَامَ فَاَوْتَرَ بِرَكْعَةٍ -

১৫৪৪. সালিহ ইব্‌ন আবদুর রহমান (র) ..... বকর ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন ঃ ইব্‌ন উমর (রা) দু'রাক'আত সালাত আদায় করার পর ক্রীতদাসকে বললেন, আমাদের জন্য হাওদা বেঁধে নাও। তারপর উঠে এক রাক'আত মিলিয়ে বিত্‌র আদায় করলেন।

অতএব এ সমস্ত হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, তিনি তিন রাক'আত বিত্‌র পড়তেন। কিন্তু তিনি এক রাক'আত এবং দু'রাক'আত-এর মধ্যে (সালাম দিয়ে) পৃথক করতেন। অবশ্যই তাঁর থেকে বিত্‌র যে তিন রাক'আত তা সর্বসম্মত রূপে প্রমাণিত হলো।

তৃতীয় দলের পক্ষ থেকে দ্বিতীয় দলের দলীলের উত্তর

ইব্‌ন উমর (রা) থেকে তাঁর এরূপ মতামতও বর্ণিত আছে, যার দ্বারা বুঝা যায় যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর উক্তি যা আমরা উল্লেখ করে এসেছি যে, তাতে বিশ্লেষণের অবকাশ রয়েছে।

١٥٤٥- حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْفَرَجِ قَالَ ثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بُكَيْرٍ قَالَ ثَنَا بَكْرُ بْنُ مُضَرَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيْعَةَ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ

اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنِ الْوِتْرِ فَقَالَ اَتَعْرِفُ وِتْرَ النَّهَارِ قُلْتُ نَعَمْ صَلٰوةُ الْمَغْرِبِ قَالَ صَدَقْتَ اَوْ اَحْسَنْتَ ثُمَّ قَالَ بَيْنَا نَحْنُ فِى الْمَسْجِدِ قَامَ رَجُلٌ فَسَأَلَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الْوِتْرِ اَوْ عَنْ صَلٰوةِ اللَّيْلِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ صَلٰوةُ اللَّيْلِ مَثْنٰى مَثْنٰى فَاِذَا خَشِيْتَ الصُّبْحَ فَاَوْتِرْ بِوَاحِدَةٍ ـ

১৫৪৫. রাওহ ইব্নুল ফারাজ (র) ..... উকবা ইব্ন মুসলিম (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা)-কে বিত্র সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছি। তিনি (উত্তরে) বলেন, তুমি কি দিনের বিত্র- (সম্পর্কে) অবহিত আছ ? আমি বললাম, হাঁ, তা মাগরিবের সালাত। তিনি বললেন, তুমি সত্য বলেছ অথবা বল্লেন উত্তমরূপে বুঝেছ। তারপর ইব্ন উমর (রা) বললেন, আমরা মসজিদে (বসা) ছিলাম। এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বিত্র অথবা সালাতুল লায়ল সম্পর্কে প্রশ্ন করল। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, রাতের সালাত দু'রাক'আত দু'রাক'আত করে। আর তুমি যদি সুবহি সাদিক হয়ে যাওয়ার আশংকা কর তাহলে (দু'রাক'আতের সাথে) এক রাক'আত মিলিয়ে বিত্র পড়ে নাও।

বস্তুত লক্ষ্য করার বিষয় যে, এখানে ইব্ন উমর (রা)-কে যখন উক্বা (র) বিত্র সম্পর্কে প্রশ্ন করেছেন তখন তিনি বলেছেন ঃ তুমি কি দিনের বিত্র সম্পর্কে অবহিত ? অর্থাৎ রাতের বিত্র দিনের বিত্রের অনুরূপ। আর এতে বুঝা যাচ্ছে যে, ইব্ন উমর (রা)-এর নিকট মাগরিবের সালাতের ন্যায় বিত্র তিন রাক'আত। কেননা তিনি রাতের বিত্র সম্পর্কে প্রশ্নকারীকে উত্তর দিয়েছেন ঃ তুমি কি দিনের বিত্র তথা মাগরিবের সালাত সম্পর্কে অবহিত ? তারপর তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন, যা আমরা উল্লেখ করে এসেছি। অতএব প্রমাণিত হলো যে, তাঁর উক্তি "এক রাক'আত মিলিয়ে বিত্র আদায় করে নাও" অর্থাৎ এর পূর্ববর্তী আদায়কৃত রাক'আতের সাথে তোমার এ এক রাক'আত পূর্ববর্তী সালাতকে বিত্র করে নিবে। তা সবই বিত্র। উত্তরে এটিও বর্ণনা করা হয় ঃ

١٥٤٦– حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا سَعِيْدُ بْنُ اَبِىْ مَرْيَمَ قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جُعْفَرَ قَالَ اَخْبَرَنِىْ مُوْسٰى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ اَبِىْ اِسْحٰقَ عَنْ عَامِرِ الشَّعْبِىِّ قَالَ سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ وَابْنَ عُمَرَ كَيْفَ كَانَ صَلٰوةُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ بِاللَّيْلِ فَقَالاَ ثَلٰثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً ثَمَانٌ وَيُوْتِرُ بِثَلٰثٍ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْفَجْرِ ـ

১৫৪৬. ইব্ন আবী দাউদ (র) ..... আমির আল-শা'বী (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি ইব্ন আব্বাস (রা) ও ইব্ন উমর (রা)-কে জিজ্ঞাসা করেছি ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর রাতের সালাত কিরূপ ছিলো। তাঁরা বললেন, তের রাক'আত। আট রাক'আত তাহাজ্জুদ আর তিন রাক'আত দিয়ে বিত্র পড়তেন এবং সুব্হি সাদিক হওয়ার পরে দু'রাক'আত ফজরের সুন্নাত পড়তেন।

١٥٤٧- حَدَّثَنَا سُلَيْمٰنُ بْنُ شُعَيْبٍ قَالَ ثَنَا بِشْرُ بْنِ بَكْرٍ قَالَ ثَنَا الاَوْزَاعِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي الْمُطَّلِبُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الْمَخْزُوْمِيُّ اَنَّ رَجُلاً سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ الْوِتْرِ فَاَمَرَهُ اَنْ يَفْصِلَ فَقَالَ الرَّجُلُ اِنِّي لاَخَافُ اَنْ يَّقُوْلَ النَّاسُ هِيَ الْبَتَيْرَاءُ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ تُرِيْدُ سُنَّةَ اللّٰهِ وَسُنَّةَ رَسُوْلِهِ ﷺ هٰذِهِ سُنَّةُ اللّٰهِ وَسُنَّةُ رَسُوْلِهِ ﷺ -

১৫৪৭. সুলায়মান ইব্‌ন শু'আইব (র) ..... মুত্তালিব ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ আল-মাখযূমী(র) থেকে বর্ণনা করেন যে, জনৈক ব্যক্তি ইব্‌ন উমর (রা)-কে বিত্‌র সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছে। তিনি তাকে মাঝখানে পৃথক করতে নির্দেশ দিলেন। লোকটি বলল, আমি আশংকা বোধ করছি যে, লোকেরা এটিকে বূতায়রা (লেজকাটা সালাত) আখ্যায়িত করবে। ইব্‌ন উমর (রা) বললেন ঃ তুমি তো আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সুন্নাত চাচ্ছ, এটি হচ্ছে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সুন্নাত।

তৃতীয় দলের দলীলসমূহ

আয়েশা (রা) থেকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর বিত্‌র সংক্রান্ত যে বর্ণনা পাওয়া যায়, তার দ্বারা আমাদের পূর্ববর্তী আলোচনার সত্যতা প্রকাশ পায় ঃ

١٥٤٨- حَدَّثَنَا اَبُوْ بِشْرٍ الرَّقِّيُّ قَالَ ثَنَا شُجَاعُ بْنُ الْوَلِيْدِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِيْ عَرُوْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ اَوْفٰى عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَتْ كَانَ نَبِيُّ اللّٰهِ ﷺ لاَيُسَلِّمُ فِيْ رَكْعَتَيِ الْوِتْرِ -

১৫৪৮. আবূ বিশ্‌র আল-রুক্কী (র) ..... সা'দ ইব্‌ন হিশাম সূত্রে 'আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বিত্‌রে দু'রাক'আতে সালাম ফিরাতেন না।

١٥٤٩- حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِيْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَالِ قَالَ ثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنْ سَعِيْدٍ فَذَكَرَ بِاِسْنَادِهِ مِثْلَهُ -

১৫৪৯. ইব্‌ন আবী দাঊদ (রা) ..... সাঈদ (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন। আয়েশা (রা) বর্ণনা করেছেন ঃ বিত্‌র হচ্ছে তিন রাক'আত। তিনি ﷺ এগুলোর মধ্যবর্তী কোন রাক'আতে সালাম ফিরাতেন না।

তারপর আয়েশা (রা) থেকে উল্লিখিত রিওয়ায়াতসমূহ ছাড়াও বিত্‌র সংক্রান্ত অনেক রিওয়ায়াত বর্ণিত আছে। বস্তুত যখন এগুলোর বিষয়বস্তু স্পষ্টরূপে সম্মুখে আসবে তখন সা'দ ইব্‌ন হিশাম (র) বর্ণিত হাদীসের বিষয়বস্তুই প্রমাণিত হবে। সেগুলোর মধ্যে উল্লেখ্য ঃ

١٥٥٠- حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ ثَنَا سَعِيْدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ ثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ اَنَا اَبُوْ حُرَّةَ قَالَ ثَنَا الْحَسَنُ عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ

كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ افْتَتَحَ صَلَاتَه بِرَكْعَتَيْنِ خَفِيْفَتَيْنِ ثُمَّ صَلّٰى ثَمَانَ رَكْعَاتٍ ثُمَّ اَوْتَرَ ـ

১৫৫০. সালিহ ইব্ন আবদুর রহমান (র) ..... সা'দ ইব্ন হিশাম (র) সূত্রে আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন রাতে উঠতেন তখন তিনি সংক্ষিপ্ত দু'রাক'আত দ্বারা সালাত শুরু করতেন। তারপর আট রাক'আত পড়তেন। তারপর বিত্র পড়তেন। আয়েশা (রা) এখানে বর্ণনা করেছেন যে তিনি ﷺ দু'রাক'আত পড়তেন। তারপর আট রাক'আত। তারপর বিত্র পড়তেন।

বস্তুত "তারপর বিত্র পড়তেন"– এ উক্তির অর্থ এটিও হতে পারে যে, তারপর তিনি তিন রাক'আত দ্বারা বিত্র পড়তেন, আট রাক'আত থেকে দু'রাক'আত এবং এর পরে এক রাক'আত। অতএব তাঁর আদায়কৃত সালাত হবে মোট এগার রাক'আত। অথবা এ সম্ভাবনাও আছে যে, তারপর তিনি ধারাবাহিকরূপে পরবর্তী তিন রাক'আত দ্বারা বিত্র পড়তেন। অতএব তাঁর আদায়কৃত সমস্ত সালাত হবে মোট তের রাক'আত।

এরপর আমরা দৃষ্টি দিলাম যে, এরূপ কোন হাদীস আছে কি না যা উল্লিখিত হাদীসের সাথে হুবহু মিল রাখে। আমরা দেখিঃ

١٥٥١– فَاِذَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مَرْزُوْقٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمٰنَ الْبَاغَنْدِىُّ قَدْ حَدَّثَنَا قَالَا حَدَّثَنَا اَبُوْ الْوَلِيْدِ قَالَ ثَنَا حُصَيْنُ بْنُ نَافِعِ الْعَنْبَرِىُّ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ قَالَ دَخَلْتُ عَلٰى عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا فَقُلْتُ حَدِّثْنِىْ عَنْ صَلٰوةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَتْ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ يُصَلِّىْ بِاللَّيْلِ ثَمَانَ رَكْعَاتٍ وَيُوْتِرُ بِالتَّاسِعَةِ فَلَمَّا بَدَّنَ صَلّٰى سِتَّ رَكْعَاتٍ وَاَوْتَرَ بِالسَّابِعَةِ وَصَلّٰى رَكْعَتَيْنِ وَ هُوَ جَالِسٌ ـ

১৫৫১. ইবরাহীম ইব্ন মারযূক (র) এবং মুহাম্মদ ইব্ন সুলায়মান আল-বাগিন্দী (র) ..... হাসান আল বসরী (র) সূত্রে সা'দ ইব্ন হিশাম (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন ঃ আমি আয়েশা (রা)-এর নিকট গিয়ে বললাম, আমাকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সালাত সম্পর্কে বর্ণনা করুন। তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ রাতে আট রাক'আত সালাত পড়তেন এবং নবম রাক'আত দ্বারা বিত্র পড়তেন। যখন তাঁর শরীর ভারী হয়ে গেল তখন ছয় রাক'আত পড়েছেন এবং সপ্তম রাক'আত দ্বারা বিত্র পড়েছেন। তারপর শেষে দু'রাক'আত বসে আদায় করতেন।

এ হাদীস দ্বারা বুঝা গেল যে, তিনি নবম রাক'আত দ্বারা বিত্র পড়তেন। এ হাদীসে সম্ভাবনা রয়েছে যে, তিনি পূর্ববর্তী আট রাক'আত থেকে দু'রাক'আতের সাথে নবম এক রাক'আত (অতিরিক্ত) মিলিয়ে বিত্র আদায় করতেন, যাতে এ হাদীস এবং যুরারা (র) বর্ণিত হাদীস সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়ে যায় এবং উভয়ের মধ্যে কোন বৈপরিত্য থাকে না।

١٥٥٢- حَدَّثَنَا بَكَّارٌ قَالَ ثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ حُرَّةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ الاَنْصَارِيِّ اَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا عَنْ صَلٰوةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ بِاللَّيْلِ فَقَالَتْ كَانَ يُصَلِّى الْعِشَاءَ ثُمَّ يَتَجَوَّزُ بِرَكْعَتَيْنِ وَقَدْ اُعِدَّ سِوَاكُهُ وَطَهُوْرُهُ فَيَبْعَثُهَا اللّٰهُ لِمَا شَاءَ اَنْ يَّبْعَثَهُ فَيَتَسَوَّكُ وَيَتَوَضَّأُ ثُمَّ يُصَلِّىْ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ يَقُوْمُ فَيُصَلِّى ثَمَانَ رَكْعَاتٍ يُسَوِّىْ بَيْنَهُنَّ فِى الْقِرَاءَةِ ثُمَّ يُوْتِرُ بِالتَّاسِعَةِ فَلَمَّا اَسَنَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَاَخَذَهُ اللَّحْمُ جُعِلَ تِلْكَ الثَّمَانِىَ سِتًّا ثُمَّ يُوْتِرُ بِالسَّابِعَةِ ثُمَّ يُصَلِّىْ رَكْعَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ يَقْرَأُ فِيْهِمَا بِقُلْ يَا اَيُّهَا الْكَافِرُوْنَ وَاِذَا زُلْزِلَتِ الْاَرْضُ -

১৫৫২. বাক্‌কার (র) ..... সা'দ ইব্‌ন হিশাম আল-আনসারী (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি আয়েশা (রা)-কে যখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর রাতের সালাত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছেন। তিনি বলেছেন ঃ তিনি ইশা'র সালাত আদায় করতেন, তারপর (ঘুমানোর পূর্বে) সংক্ষিপ্তভাবে দু'রাক'আত পড়তেন। এরপর তাঁর মিসওয়াক ও উযূ'র পানি প্রস্তুত থাকত। তারপর আল্লাহ্ তা'আলা যখন ইচ্ছা করতেন তখন তাঁকে (ঘুম থেকে) উঠাতেন। (ঘুম থেকে উঠে) তিনি উযূ-মিসওয়াক করতেন এবং দু'রাক'আত সালাত আদায় করতেন। তারপর দাঁড়িয়ে সমান কিরা'আত দ্বারা আট রাক'আত সালাত আদায় করতেন। তারপর এর সাথে নবম রাক'আত দ্বারা বিত্‌র পড়তেন। যখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বয়স বেড়ে গেল এবং শরীর ভারী হয়ে গেল তখন আট রাক'আতের স্থলে ছয় রাক'আত পড়তেন এবং এগুলোর সাথে সপ্তম রাক'আত মিলিয়ে বিত্‌র পড়তেন। তারপর (শেষে) দু'রাক'আত বসে আদায় করতেন। আর এ দু'রাক'আতে قُلْ يَاَيُّهَا الْكَافِرُوْنَ (১০৯) এবং اِذَا زُلْزِلَتِ الْاَرْضُ (৯৯) দুটি সূরা পড়তেন।

বস্তুত এ হাদীস দ্বারা বুঝা গেল যে, তিনি আট রাক'আতের পূর্বে (যার সাথে নবম রাক'আত মিলিয়ে বিত্‌র পড়তেন) চার রাক'আত আদায় করতেন। তা মোট তের রাক'আত ছিলো, এগুলো থেকেই বিত্‌র হতো, যা যুরারা (র) সা'দ (র) সূত্রে আয়েশা (রা) থেকে ব্যাখ্যা করেছেন। আর তা হচ্ছে, তিন রাক'আত যার শেষ রাক'আতের পূর্বে সালাম ফিরাতেন না। অতএব আয়েশা (রা) থেকে সা'দ (র)-এর রিওয়ায়াত অবশ্যই সহীহ এবং প্রমাণিত, যা আমরা পূর্বে বর্ণনা করে এসেছি।

এ বিষয়ে আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন শাকীক (র) আয়েশা (রা) থেকে রিওয়ায়াত করেছেন ঃ

١٥٥٣- حَدَّثَنَا رَبِيْعُ الْمُؤَذِّنُ قَالَ ثَنَا اَسَدٌ قَالَ ثَنَا هُشَيْمُ بْنُ بَشِيْرٍ قَالَ اَنَا خَالِدُ الْحَذَّاءُ قَالَ اَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ شَقِيْقٍ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا عَنْ تَطَوُّعِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ بِاللَّيْلِ فَقَالَتْ كَانَ اِذَا صَلّٰى بِالنَّاسِ الْعِشَاءَ يَدْخُلُ فَيُصَلِّىْ رَكْعَتَيْنِ قَالَتْ وَكَانَ يُصَلِّىْ عَنِ اللَّيْلِ تِسْعَ رَكْعَاتٍ فِيْهِنَّ الْوِتْرُ فَاِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ صَلّٰى رَكْعَتَيْنِ فِىْ بَيْتِىْ ثُمَّ يَخْرُجُ فَيُصَلِّىْ بِالنَّاسِ صَلٰوةَ الْفَجْرِ -

১৫৫৩. র'বীউল মু'আয্যিন (র) ..... আবদুল্লাহ্ ইব্ন-শাকীক (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন ঃ আমি আয়েশা (রা)-কে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর রাতের নফল সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছি, তিনি বলেছেন, তিনি ﷺ লোকদের নিয়ে ইশা'র সালাত আদায় করার পর (গৃহে) প্রবেশ করতেন এবং দু'রাক'আত সালাত আদায় করতেন। আয়েশা (রা) বলেন, তিনি রাতে বিত্র সহ নয় রাক'আত সালাত পড়তেন। আর যখন ফজর হতো তখন আমার গৃহে (ফজরের সুন্নাত) দু'রাক'আত আদায় করতেন। তারপর বের হয়ে লোকদের নিয়ে ফজরের সালাত আদায় করতেন।

বস্তুত এ হাদীসে এসেছে যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইশা'র পরে যখন নিজ গৃহে প্রবেশ করতেন তখন দু'রাক'আত সালাত আদায় করতেন। আর রাতে বিত্র সহ নয় রাক'আত পড়তেন। এটি আমাদের নিকট সংক্ষিপ্ত দু'রাক'আত ব্যতীত নয় রাক'আত। যা আয়েশা (রা)-এর বরাতে সা'দ ইব্ন হিশাম (র) বলেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ রাতের সালাত সংক্ষিপ্ত দু'রাক'আত দ্বারা শুরু করতেন। আর আমরা আবদুল্লাহ্ ইব্ন শাকীক (র)-এর হাদীসকে এ অর্থে নিয়েছি যেন এটি এবং সা'দ ইব্ন হিশাম এর হাদীস পরস্পর বিরোধী না হয়।

এ বিষয়ে আবূ সালমা ইব্ন আবদুর রহমান (র) আয়েশা (রা) থেকে যে রিওয়ায়াত করেছেন, তা হলো ঃ

١٥٥٤- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا سَهْلُ بْنُ بَكَّارٍ قَالَ ثَنَا اَبَانُ بْنُ يَزِيْدَ قَالَ ثَنَا يَحْيَى بْنُ اَبِى كَثِيْرٍ قَالَ ثَنَا اَبُوْ سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمنِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ يُصَلِّىْ مِنَ اللَّيْلِ ثَلٰثَ عَشَرَةَ رَكْعَةً يُصَلِّىْ ثَمَانَ رَكْعَاتٍ ثُمَّ يُوْتِرُ بِرَكْعَةٍ ثُمَّ يُصَلِّىْ رَكْعَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ فَاِذَا اَرَادَ اَنْ يَّرْكَعَ قَامَ فَرَكَعَ وَصَلَّى بَيْنَ اَذَانِ الْفَجْرِ وَالاِقَامَةِ رَكْعَتَيْنِ -

১৫৫৪. আহমদ ইব্ন দাউদ (রা) ..... আবূ সালমা ইব্ন আবদুর রহমান (র) সূত্রে আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ রাতে তের রাক'আত সালাত আদায় করতেন। তিনি আট রাক'আত পড়তেন। তারপর এক রাক'আত মিলিয়ে বিত্র পড়তেন। তারপর বসে দু'রাক'আত পড়তেন। আর যখন সালাত আদায়ের ইচ্ছা করতেন তখন উঠে ফজরের আযান এবং ইকামতের মাঝখানে দু'রাক'আত (ফজরের সুন্নাত) পড়তেন।

বস্তুত এ হাদীসে দু'টি সম্ভাবনা রয়েছে ঃ (ক) এ হাদীসে বলা হয়েছে যে, আট রাক'আতের সাথে নবম রাক'আত মিলিয়ে বিত্র পড়তেন। আর এটি-ই সেই আট রাক'আত যা সা'দ (র) আয়েশা (রা)-এর বরাতে উল্লেখ করেছেন ঃ

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এগুলোর পূর্বে চার রাক'আত পড়তেন। এভাবে এ হাদীস এবং সা'দ (রা)-এর হাদীস সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়ে যায়। আর এ হাদীসে বিত্র এর পরে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কর্তৃক নফল পড়ার অতিরিক্ত বর্ণনা রয়েছে যা সা'দ (র) এবং আবদুল্লাহ্ শাকীক (র)-এর হাদীস দুটিতে নেই।

(খ) এ সম্ভাবনাও রয়েছে যে, নয় রাক'আত হচ্ছে সেই নয় রাক'আত যা সা'দ ইব্ন হিশাম (র) বর্ণিত হাদীসে আয়েশা (রা) থেকে রিওয়ায়াত করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তা পড়তেন। তবে যখন তাঁর

শরীর ভারী হয়ে যায় তখন (সংক্ষিপ্ত দু'রাক'আত সিজদা দিয়ে তিনি সালাত শুরু করতেন) তা হয়ে যায় নয় রাক'আত তারপর বিত্‌র-এর পরে বসে দু'রাক'আত পড়তেন, যা তিনি শরীর ভারী হয়ে যাওয়ার পূর্বে দাঁড়িয়ে পড়তেন তার বদলে। অতএব এ হাদীসও তের রাক'আতই নির্দেশ করে।

١٥٥٥- حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا هَرُوْنُ بْنُ اِسْمعِيْلَ الْخَزَّازُ قَالَ ثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ قَالَ ثَنَا يَحْيٰى بْنُ اَبِىْ كَثِيْرٍ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا عَنْ صَلٰوةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ بِاللَّيْلِ فَقَالَتْ كَانَ يُصَلِّى ثَلٰثَ عَشَرَةَ رَكْعَةً يُصَلِّىْ ثَمَانَ رَكْعَاتٍ ثُمَّ يُصَلِّىْ رَكْعَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ فَاِذَا اَرَادَ اَنْ يَّرْكَعَ قَامَ فَرَكَعَ قَائِمًا ثُمَّ يَسْجُدُ وَكَانَ يُصَلِّىْ رَكْعَتَيْنِ بَيْنَ الاَذَانِ وَالاِقَامَةِ مِنْ صَلٰوةِ الصُّبْحِ ـ

১৫৫৫. ইব্‌রাহীম ইব্‌ন মারযূক (র) ..... আবূ সালমা (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন ঃ আমি আয়েশা (রা)-কে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর রাতের সালাত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছি। তিনি বলেছেনঃ তিনি ﷺ তের রাক'আত পড়তেন। প্রথমে আট রাক'আত তারপর বসে দু'রাক'আত পড়তেন। আর যখন রুকূ করার ইচ্ছা করতেন তখন উঠতেন এবং দাঁড়িয়ে রুকূ করতেন। তারপর সিজ্‌দা করতেন। আর তিনি ফজরের সালাতের আযান এবং ইকামাতের মধ্যখানে দু'রাক'আত (সুন্নাত) আদায় করতেন।

বস্তুত এ হাদীস এবং সাহ্‌ল (র) সূত্রে বর্ণিত আহমদ ইব্‌ন দাঊদ (র)-এর হাদীসের বিষয়বস্তু অভিন্ন; কিন্তু তিনি বিত্‌র-এর উল্লেখ করে নি।

١٥٥٦- حَدَّثَنَا فَهْدٌ قَالَ ثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ قَالَ ثَنَا اِسْمعِيْلُ بْنُ اَبِىْ كَثِيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ وَعَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا اَنَّهَا قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُصَلِّىْ بِاللَّيْلِ اِحْدٰى عَشَرَةَ رَكْعَةً مِنْهَا رَكْعَتَانِ وَهُوَ جَالِسٌ وَيُصَلِّىْ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الصُّبْحِ فَذٰلِكَ ثَلٰثَ عَشَرَةَ رَكْعَةً ـ

১৫৫৬. ফাহাদ (র) ..... আবূ সালমা (র) সূত্রে আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেনঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ রাতে এগার রাক'আত সালাত আদায় করতেন। আর এগুলো থেকে দু'রাক'আত বসে পড়তেন, এবং দু'রাক'আত (ফজরের সালাতের পূর্বে সুন্নাত) আদায় করতেন। মোট হতো তের রাক'আত।

বস্তুত এ হাদীসও আহমদ ইব্‌ন দাঊদ (র)-এর হাদীসের সাথে মিলে যায়। আয়েশা (রা)-এর উক্তি "তিনি ফজরের সালাতের পূর্বে দু'রাক'আত (সুন্নাত) আদায় করতেন" অর্থাৎ ফজরের ফরয সালাতের পূর্বে। আর এ সেই দু রাক'আত যা আহমদ ইব্‌ন দাঊদ (র) তাঁর বর্ণিত হাদীসে উল্লেখ করেছেন যে, তিনি ﷺ এ দু' রাক'আত আযান এবং ইকামাতের মধ্যখানে আদায় করতেন।

١٥٥٧- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ اَبِىْ عِمْرَانِ قَالَ ثَنَا الْقَوَارِيْرِىُّ ح وَحَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْفَرَجِ قَالَ ثَنَا حَامِدُ بْنُ يَحْيىَ قَالاَ ثَنَا سُفْيَانُ قَالَ ثَنَا ابْنُ اَبِىْ لَبِيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا سَلَمَةَ يَقُوْلُ دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ فَسَأَلْتُهَا عَنْ صَلوةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ بِاللَّيْلِ فَقَالَتْ كَانَتْ صَلاَتُهُ فِىْ رَمَضَانَ وَغَيْرِهِ ثَلٰثَ عَشَرَةَ رَكْعَةً مِنْهَا رَكْعَتَا الْفَجْرِ -

১৫৫৭. আহমদ ইব্ন আবী ইমরান (র) এবং রাওহ ইব্নুল ফারাজ (র) ..... ইব্ন আবী লাবিদ (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন আমি আবূ সালমা (র)-কে বলতে শুনেছি ঃ আমি আয়েশা (রা)-এর নিকট গিয়ে তাঁকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর রাতের সালাত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছি, তিনি বলেছেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর (রাতের) সালাত রামাযানে এবং অন্য সময়ে তের রাক'আত ছিলো। আর ফজরের দু'রাক'আত (সুন্নাত)-এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

বস্তুত এ হাদীসটিও পূর্বে আমাদের বর্ণনাকৃত আবূ সালমা (র)-এর হাদীসগুলোর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

١٥٥٨- حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ اَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَنَّ مَا لِكاَحَدَّثَه عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِىْ سَعِيْدِ الْمَقْبُرِىِّ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَنَّه اَخْبَرَهُ اَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا كَيْفَ كَانَتْ صَلٰوةُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِىْ رَمَضَانَ فَقَالَتْ مَا كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَزِيْدُ فِىْ رَمَضَانَ وَلاَ فِىْ غَيْرِهِ عَلَى اِحْدٰى عَشَرَةَ رَكْعَةً يُصَلِّىْ اَرْبَعًا فَلاَ تَسْئَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُوْلِهِنَّ ثُمَّ يُصَلِّىْ اَرْبَعًا فَلاَ تَسْأَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُوْلِهِنَّ ثُمَّ يُصَلِّىَ ثَلٰثًا قَالَتْ عَائِشَةُ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَتَنَامُ قَبْلَ اَنْ تُوْتِرَ قَالَ يَا عَائِشَةُ عَيْنَىَّ تَنَامَانِ وَلاَيَنَامُ قَلْبِىْ -

১৫৫৮. ইউনুস (র) ..... আবূ সালামা ইব্ন আবদুর রহমান (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি আয়েশা (রা)-কে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, রামাযানে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সালাত কিরূপ ছিলো ? উত্তরে তিনি বললেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ রামাযান এবং অন্যান্য মাসে এগার রাক'আত অপেক্ষা বেশি সালাত আদায় করতেন না। (আর তা পড়তেন এভাবে) (প্রথমে) চার রাক'আত সালাত আদায় করতেন। এটা যে কত সুন্দর ছিলো এবং কত দীর্ঘ হতো সে সম্পর্কে আমাকে তোমরা জিজ্ঞাসা করো না। এরপর আরো চার রাক'আত আদায় করতেন। এটা যে কত সুন্দর ছিলো এবং কত যে দীর্ঘ হতো, সে সম্পর্কে তোমরা আমাকে জিজ্ঞাসা করো না। তারপর তিনি তিন রাক'আত (বিত্র) আদায় করতেন। আয়েশা (রা) বলেনঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! আপনি বিত্র আদায় না করে শুয়ে পড়েন ? তিনি বললেন ঃ হে আয়েশা! আমার দু'চোখ ঘুমায়; আমার হৃদয় ঘুমায় না।

বস্তুত এ হাদীসের শেষে আয়েশা (রা)-এর উক্তি "তারপর তিনি ﷺ তিন রাক'আত সালাত আদায় করতেন" এতে দু'টি সম্ভাবনা রয়েছে ঃ

(ক) পূর্বের আট রাক'আত থেকে দু'রাক'আতের সাথে এক রাক'আত মিলিয়ে বিত্‌র (তিন রাক'আত) আদায় করতেন। তারপর অবশিষ্ট দু'রাক'আত আদায় করতেন, যে দু'রাক'আতের কথা পূর্বে আবূ সালামা (র) উল্লেখ করছেন, যা আমরা তাঁর থেকে রিওয়ায়াত করেছি যে, তিনি ﷺ-এ দু'রাক'আত বসা অবস্থায় আদায় করতেন। এভাবে এ হাদীস এবং তাঁর পূর্ববর্তী হাদীসগুলোর বিষয় বস্তু অভিন্ন হয়ে যায়।

(খ) এটিরও সম্ভাবনা রয়েছে যে, তিন রাক'আত সবই (পৃথকভাবে) বিত্‌র। আর এটি হচ্ছে দু'অর্থের অধিকতর সম্ভাব্য অর্থ। যেহেতু এ তিন রাক'আত তাঁর সালাতকে পৃথক করে দিয়েছে। আয়েশা (রা) বলেনঃ তিনি ﷺ চার রাক'আত আদায় করতেন। তারপর চার রাক'আত। আর এ সমস্তকে সুন্দর এবং দীর্ঘ ছিল বলে আখ্যায়িত করেছেন। এরপর রিওয়ায়াত ঃ তারপর তিনি তিন রাক'আত আদায় করেছেন। পক্ষান্তরে এ তিন রাক'আতকে দীর্ঘতার গুণে আখ্যায়িত করেননি। আর তিন রাক'আতকে এক সাথে উল্লেখ করেছেন। অতএব এটি আমাদের নিকট বিত্‌র হিসাবে গণ্য হবে। তাহলে তাঁর আদায়কৃত সালাত হবে সা'দ ইব্‌ন হিশাম এর হাদীসে বর্ণিত সংক্ষিপ্ত দু'রাকআতসহ মোট এগার রাক'আত অথবা বিত্‌র-এর পরে বসা অবস্থায় যে দু'রাক'আত আদায় করতেন তা সহ।

বস্তুত এ হাদীসটি হচ্ছে আবূ সালামা (র)-এর সমস্ত রিওয়ায়াতগুলোর সর্বোৎকৃষ্ট রিওয়ায়াত। যেহেতু তাঁর (সূত্রে বর্ণিত) সমস্ত রিওয়ায়াতে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর শরীর ভারী হয়ে যাওয়ার পরে আদায়কৃত সালাতের বর্ণনা রয়েছে। পক্ষান্তরে সা'দ ইব্‌ন হিশাম (র)-এর (সূত্রে বর্ণিত) হাদীসে তাঁর শরীর ভারী হয়ে যাওয়ার পূর্বাপর আদায়কৃত সালাতের বর্ণনা রয়েছে।

এ বিষয়ে উরওয়া ইব্‌ন যুবায়র (র) আয়েশা (রা) সূত্রে নিম্নোক্ত হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন ঃ

١٥٥٩- حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَنَّ مَالِكًا حَدَّثَهُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّيْ مِنَ اللَّيْلِ اِحْدٰى عَشَرَةَ رَكْعَةً وَيُوْتِرُ مِنْهَا بِوَاحِدَةٍ فَاِذَا فَرَغَ مِنْهَا اِضْطَجَعَ عَلٰى شِقِّهِ الْاَيْمَنِ حَتّٰى يَأْتِيَهُ الْمُؤَذِّنُ فَيُصَلِّيْ رَكْعَتَيْنِ خَفِيْفَتَيْنِ -

১৫৫৯. ইউনুস (র) ..... উরওয়া (র) আয়েশা (রা)-এর সূত্রে রিওয়ায়াত করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ রাতে এগার রাক'আত সালাত আদায় করতেন। আর এগুলোর মধ্যে এক রাক'আত বিত্‌র আদায় করতেন। এই সালাত সম্পাদনের পর ডান পাশে কাত হয়ে শুয়ে থাকতেন। তারপর তাঁর নিকট মুআয্‌যিন আসত এবং তিনি সংক্ষিপ্ত দু'রাক'আত (ফজরের সুন্নাত) আদায় করতেন।

এ হাদীসে "এগুলোর মধ্যে এক রাক'আত বিত্‌র হিসাবে পড়তেন" এতে দু'টি সম্ভাবনা রয়েছে ঃ

(ক) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এগার রাক'আত সালাত তাঁর শরীর ভারী হয়ে যাওয়ার পূর্বে ছিলো। অতএব এগার রাক'আত-এর মধ্যে তাঁর প্রাথমিক সংক্ষিপ্ত দু'রাক'আতও অন্তর্ভুক্ত হবে যা দ্বারা তিনি সালাত আরম্ভ করতেন।

(খ) এ সম্ভাবনাও রয়েছে যে, এ সালাত ছিলো তাঁর শরীর ভারী হয়ে যাওয়ার পরে। অতএব তা হবে এগার রাক'আত। এগুলোর মধ্যে নয় রাক'আত যার মধ্যে বিত্‌র রয়েছে এবং পরে দু'রাক'আত যা বসে আদায় করতেন। যা আবূ সালামা (র), সা'দ ইব্‌ন হিশাম ও আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন শাকীক (র)-এর হাদীসে ব্যক্ত হয়েছে। কিন্তু রাবী মালিক ভিন্ন অন্যরা এ হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন এবং এতে কিছু অতিরিক্ত যোগ করেছেন।

١٥٦٠- حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ اَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ يُوْنُسُ وَعَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ وَابْنُ اَبِيْ ذِئْبٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ اَخْبَرَهُمْ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُصَلِّيْ فِيْمَا بَيْنَ اَنْ يَّفْرُغَ مِنْ صَلٰوةِ الْعِشَاءِ اِلَى الْفَجْرِ اِحْدٰى عَشْرَةَ رَكْعَةً يُسَلِّمُ بَيْنَ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ وَيُوْتِرُ بِوَاحِدَةٍ وَيَسْجُدُ سَجْدَةً قَدْرَ مَا يَقْرَأُ اَحَدُكُمْ خَمْسِيْنَ اٰيَةً فَاِذَا سَكَتَ الْمُؤَذِّنُ مِنْ صَلٰوةِ الْفَجْرِ وَتَبَيَّنَ لَهُ الْفَجْرُ قَامَ فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ خَفِيْفَتَيْنِ ثُمَّ اضْطَجَعَ عَلٰى شِقِّهِ الْاَيْمَنِ حَتّٰى يَأْتِيَهُ الْمُؤَذِّنُ لِلْاِقَامَةِ فَيَخْرُجُ مَعَهُ بَعْضُهُمْ يَزِيْدُ عَلٰى بَعْضٍ فِيْ قِصَّةِ الْحَدِيْثِ ـ

১৫৬০. ইউনুস (র) ..... উরওয়া (র) আয়েশা (রা) থেকে রিওয়ায়াত করেন যে, তিনি বলেছেনঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইশা এবং ফজরের মধ্যখানে এগার রাক'আত সালাত আদায় করতেন। প্রতি দু'রাক'আতের মাথায় সালাম ফিরাতেন। আর এ এক রাক'আত মিলিয়ে বিত্‌র পড়তেন এবং এত দীর্ঘ সিজ্‌দা করতেন, যাতে তোমাদের কেউ পঞ্চাশ আয়াত পড়তে পারে। যখন মুআয্‌যিন ফজরের আযান শেষ করতেন এবং তাঁর জন্য ফজর স্পষ্ট হয়ে যেতো তখন তিনি উঠে সংক্ষিপ্তভাবে দু'রাক'আত (সুন্নাত) পড়ে তিনি নিতেন। তারপর তিনি ডান পাশে কাত হয়ে শুয়ে যেতেন। অবশেষে ইকামতের জন্য তাঁর নিকট মুআয্‌যিন আসতেন, তিনি তার সাথে বের হয়ে যেতেন। কতক রাবী কতকের চাইতে হাদীসের ঘটনাতে অতিরিক্ত যোগ করেছেন।

١٥٦١- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ قَالَ ثَنَا ابْنُ اَبِيْ ذِئْبٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ فَذَكَرَ مِثْلَهُ بِاِسْنَادِهِ ـ

১৫৬১. আবূ বাকরা (র) ..... যুহরী (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি অনুরূপ উল্লেখ করেছেন।

বস্তুত এ হাদীসে ব্যক্ত হয়েছে যে, তিনি ইশার পর থেকে ফজর পর্যন্ত যা আদায় করতেন তা ছিলো এগার রাক'আত। এটিতেও আবূ সালামা-এর হাদীসের অনুরূপ বিষয় ব্যক্ত হয়েছে। আর আমরা এতে অবহিত হলাম যে, এ সমস্ত সালাত ছিল তাঁর শরীর ভারী হয়ে যাওয়ার পরবর্তীকালের। পক্ষান্তরে আয়েশা (রা)-এর উক্তি "প্রতি দু'রাক'আতের মাথায় সালাম দিতেন"-এর দু'টি অর্থের সম্ভাবনা রয়েছে ঃ (ক) বিত্‌র ইত্যাদিতে প্রতি দু'রাক'আতের মাথায় সালাম ফিরাতেন। এতে আহলে মদীনার মাযহাব প্রমাণিত হচ্ছে যে, জোড় দু'রাক'আত এবং বিত্‌র-এর মধ্যখানে সালাম ফিরাতে হবে। (খ) আর এ সম্ভাবনাও আছে যে, বিত্‌র ব্যতীত প্রতি দু'রাক'আতের মাথায় সালাম ফিরাতেন।

এ ব্যাখ্যায় এ হাদীস এবং সা'দ ইব্‌ন হিশাম (র)-এর হাদীস অভিন্ন হয়ে যায়, পরস্পর বিরোধী থাকেনা। তাছাড়া এ বিষয়ে যুহরী (র) বর্ণিত রিওয়ায়াতের বিরোধী বিষয়বস্তু উরওয়া থেকে বর্ণিত হয়েছে। এর মধ্য থেকে উল্লেখ্য ঃ

١٥٦٢– حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ اَنَا اِبْنُ وَهْبٍ اَنَّ مَالِكًا حَدَّثَهُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّيْ بِاللَّيْلِ ثَلٰثَ عَشَرَةَ رَكْعَةً ثُمَّ يُصَلِّيْ اِذَا سَمِعَ النِّدَاءَ رَكْعَتَيْنِ خَفِيْفَتَيْنِ ـ

১৫৬২. ইউনুস (র) ..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ রাতে তের রাক'আত সালাত আদায় করতেন। তারপর যখন (ফজরের) আযান শুনতেন তখন সংক্ষিপ্ত দু'রাক'আত (সুন্নাত) পড়তেন।

এ হাদীস ইব্‌ন আবী যি'ব (র), আম্‌র (র) ও ইউনুস (র)-এর হাদীসের বিষয়বস্তুর পরিপন্থী, যা তাঁরা যুহরী (র)-এর বরাতে উরওয়া (র) থেকে রিওয়ায়াত করেছেন।

বস্তুত এ হাদীসে সম্ভবত যে অতিরিক্ত দু'রাক'আতের উল্লেখ হয়েছে, এটিই সেই সংক্ষিপ্ত দু'রাক'আত, যা সা'দ ইব্‌ন হিশাম (র) বর্ণিত হাদীসে উল্লেখ রয়েছে। কিন্তু এতে তাঁর বিত্‌র কিরূপ ছিল, সে বিষয়ে কোন দলীল নেই। এ বিষয়ে আমরা দৃষ্টি দিয়ে দেখলাম ঃ

١٥٦٣– اِبْنُ مَرْزُوْقٍ قَدْ حَدَّثَنَا قَالَ ثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيْرٍ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ يُوْتِرُ بِخَمْسِ سَجْدَاتٍ يَعْنِىْ رَكْعَاتُ ـ

১৫৬৩. ইব্‌ন মারযূক (র) ..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ পাঁচ সিজ্‌দা (রাক'আত) বিত্‌র আদায় করতেন।

١٥٦٤– حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْفَرَجِ قَالَ ثَنَا يَحْيٰى بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنِى اللَّيْثُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يُوْتِرُ بِخَمْسِ سَجْدَاتٍ وَلَا يَجْلِسُ بَيْنَهَا حَتّٰى يَجْلِسَ فِى الْخَامِسَةِ ثُمَّ يُسَلِّمُ ـ

১৫৬৪. রাওহ ইব্‌নুল ফারাজ (র) ..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ পাঁচ সিজ্‌দা (রাক'আত) এর বিত্‌র আদায় করতেন এবং তিনি মাঝখানে কোথাও বসতেন না, বরং পঞ্চম রাক'আতে বৈঠক করতেন এবং এরপর সালাম ফিরাতেন।

١٥٦٥– حَدَّثَنَا اِبْنُ اَبِىْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُمَيْرٍ قَالَ ثَنَا يُوْنُسُ بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ اَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اِسْحٰقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُوْتِرُ بِخَمْسٍ لَا يَجْلِسُ اِلَّا فِىْ اٰخِرِهِنَّ ـ

১৫৬৫. ইব্‌ন আবী দাঊদ (র) ..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ পাঁচ রাক'আত দ্বারা বিত্‌র আদায় করতেন এবং শুধুমাত্র শেষ রাক'আতে বৈঠক করতেন।

বস্তুত হিশাম (র) এবং মুহাম্মদ ইব্‌ন জা'ফর (র) উরওয়া (র) থেকে যে সমস্ত রিওয়ায়াত বর্ণনা করেছেন তা যুহরী (র)-এর রিওয়ায়াতের পরিপন্থী সাব্যস্ত হয়েছে। তাঁর উক্তি "রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তের রাক'আত সালাত আদায় করতেন আর এগুলোর মধ্যে এক রাক'আত মিলিয়ে বিত্‌র পড়তেন এবং প্রতি দু'রাক'আতের মাথায় সালাম ফিরাতেন।"

অতএব যখন এ **বিষয়ে** রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর বিত্‌র সংক্রান্ত আয়েশা (রা) এর বরাতে উরওয়া (র) থেকে যে সমস্ত রিওয়ায়াত বর্ণিত হয়েছে এর মধ্যে পরস্পর বিরোধী বক্তব্য (ইয্‌তিরাব) রয়েছে তাই এ বিষয়ে আয়েশা (রা) থেকে উরওয়া বর্ণিত রিওয়ায়াতগুলো দলীল হিসাবে গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। আমরা ফিরে যাব আয়েশা (রা) থেকে উরওয়া ভিন্ন অন্যান্যদের রিওয়ায়াতের দিকে। এ বিষয়ে আমরা লক্ষ্য করেছি ঃ

١٥٦٦- عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَدْ حَدَّثَنَا قَالَ ثَنَا عَبْدُ الْغَفَّارِ بْنُ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا مُوْسَى بْنُ اَعْيَنَ عَنِ الاَعْمَشِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ الاَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ يُوْتِرُ بِتِسْعِ رَكْعَاتٍ -

১৫৬৬. আলী ইব্‌ন আবদুর রহমান (র) ..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ নয় রাক'আতের বিত্‌র আদায় করতেন।

١٥٦٧- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا مُوْسَى بْنُ اَعْيَنَ عَنِ الاَعْمَشِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ الاَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ يُوْتِرُ بِتِسْعِ رَكْعَاتٍ -

১৫৬৭. আহমদ ইব্‌ন দাঊদ (র) ..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ নয় রাক'আতের বিত্‌র আদায় করতেন।

١٥٦٨- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا سَهْلُ بْنُ بَكَّارٍ قَالَ ثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنِ الاَعْمَشِ عَنْ اَبِى الضُّحٰى عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُوْتِرُ بِتِسْعٍ فَلَمَّا بَلَغَ سِنًّا وَثَقُلَ اَوْتَرَ بِسَبْعٍ -

১৫৬৮. আহমদ ইব্‌ন দাঊদ (র) ..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ নয় রাক'আতবিশিষ্ট বিত্‌র আদায় করতেন। যখন তিনি বয়সের কারণে ভারী হয়ে গেলেন তখন সাত রাক'আত বিশিষ্ট বিত্‌র আদায় করতেন।

١٥٦٩- حَدَّثَنَا اَبُوْ اَيُّوْبَ يَعْنِىْ اِبْنَ خَلَفِ الطَّبْرَانِىَّ قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُمَيْرٍ قَالَ ثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ عَنِ الاَعْمَشِ عَنْ عُمَارَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ الجَزَّارِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِىِّ ﷺ مِثْلَهُ -

১৫৬৯. আবূ আইয়ুব ইব্ন খালাফ আল-তাবরানী (র) ..... আয়েশা (রা)-এর বরাতে বর্ণনা করেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

বস্তুত এ হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর বিত্‌র নয় রাক'আত ছিল বলে ব্যক্ত হয়েছে।

١٥٧٠- الاَّ اَنَّ فَهْدًا حَدَّثَنَا قَالَ ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الرَّبِيْعِ قَالَ ثَنَا اَبُوْ الاَحْوَصِ عَنِ الاَعْمَشِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ - قَالَ اَبُوْ جَعْفَرٍ فِيْمَا اَظُنُّ عَنِ الاَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُصَلِّى مِنَ اللَّيْلِ تِسْعَ رَكْعَاتٍ -

১৫৭০. কিন্তু ফাহাদ (র) ..... আসওয়াদ সূত্রে আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ রাতের সালাত নয় রাক'আত আদায় করতেন।

এ হাদীসে ব্যক্ত হয়েছে যে, নয় রাক'আত হচ্ছে তাঁর সেই সালাত, যা তিনি রাতে আদায় করতেন। অতএব এটি পূর্ববর্তী আস্‌ওয়াদ (র)-এর হাদীসের পরিপন্থী। অথবা এটিও হতে পারে যে, সমস্ত সালাতকে বিত্‌ররূপে আখ্যায়িত করার অর্থ হলো ঃ তার আদায়কৃত সমস্ত সালাত যার মধ্যে বিত্‌রও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এর স্বপক্ষে দলীলরূপে ইয়াহইয়া ইব্ন আল-জায্‌যার (র)-এর হাদীস পেশ করা হয়ঃ

١٥٧١- وَالدَّلِيْلُ عَلَى ذٰلِكَ مَافِى حَدِيْثِ يَحْيَى بْنِ الْجَزَّارِ اَنَّهُ كَانَ يُصَلِّى قَبْلَ اَنْ يَضْعُفَ تِسْعًا فَلَمَّا بَلَغَ سِنًّا صَلَّى سَبْعًا -

১৫৭১. এতে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ (এর শরীর) দুর্বল হয়ে যাওয়ার পূর্বে নয় রাক'আত আদায় করতেন। যখন তাঁর বয়স বেড়ে গেল তখন সাত রাক'আত আদায় করেছেন।

অতএব এটি সা'দ ইব্ন হিশাম (র) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসের বিষয়বস্তুর সাথে অভিন্ন হয়ে যাবে যে, তিনি ﷺ প্রথমে আট রাক'আত আদায় করতেন এবং এক রাক'আতের সাথে বিত্‌র পড়তেন। আর যখন তাঁর শরীর ভারী হয়ে গেল তখন সেই আট রাক'আতকে ছয় রাক'আতে নিয়ে আসলেন এবং সপ্তম রাক'আত দ্বারা বিত্‌র আদায় করেছেন। এতে বুঝা গেল যে, তাঁর রাতের সমস্ত সালাতকে যার মধ্যে বিত্‌রও থাকত বিত্‌ররূপে অভিহিত করা হয়েছে। এভাবে এ সমস্ত হাদীস সমার্থবোধক হয়ে যায় এবং পরস্পর বৈপরিত্য থাকে না। কিন্তু আমরা এখনো বিত্‌র এর (দু'রাকআতে সালাম ফিরানো আর না ফিরানোর) স্বরূপ জানতে পারিনি। হাঁ শুধুমাত্র সা'দ ইব্ন হিশাম (র) সূত্রে যুরারা ইব্ন আওফা (র)-এর হাদীসে এর স্বরূপ জানতে পেরেছি।

আমরা এদিকে অনুসন্ধানমূলক দৃষ্টি দিয়েছি যে, উল্লিখিত রিওয়ায়াতগুলো ব্যতীত অন্য কোন রিওয়ায়াতে বিত্‌র-এর স্বরূপ সম্পর্কিত দলীল আছে কিনা এবং তা কিরূপ ? আমরা দেখতে পাই ঃ

١٥٧٢- فَاِذَا حُسَيْنُ بْنُ نَصْرٍ قَدْ حَدَّثَنَا قَالَ ثَنَا سَعِيْدُ بْنُ عُفَيْرٍ قَالَ اَنَا يَحْيَى بْنُ اَيُّوْبَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا

اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَقْرَأُ فِى الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ كَانَ يُوْتِرُ بَعْدَهُمَا بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الاَعْلٰى وَقُلْ يَا اَيُّهَا الْكَافِرُوْنَ وَيَقْرَأُ فِى الَّتِىْ فِى الْوِتْرِ قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ وَقُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ وَقُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ ـ

১৫৭২. হুসাইন ইব্‌ন নাস্‌র (র) ..... আমরা বিন্‌ত আবদুর রহমান (রা) আয়েশা (রা)-এর বরাতে রিওয়ায়াত করেছেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যে দু'রাক'আতের পরে বিত্‌র করতেন তাতে سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الاَعْلٰى (৮৭) এবং قُلْ يَا اَيُّهَا الْكَافِرُوْنَ (১০৯) পাঠ করতেন। আর যে রাক'আত দিয়ে বিত্‌র করতেন তাতে قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ ও (১১২+১১৩) قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ وَقُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدُ (১১৪) পাঠ করতেন।

١٥٧٣- حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ سَهْلِ الدِّمْيَاطِىُّ قَالَ ثَنَا شُعَيْبُ بْنُ يَحْيٰى قَالَ ثَنَا يَحْيَى بْنُ اَيُّوْبَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ يُوْتِرُ بِثَلٰثٍ يَقْرَأُ فِىْ اَوَّلِ رَكْعَةٍ بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الاَعْلٰى وَفِى الثَّانِيَةِ قُلْ يَا اَيُّهَا الْكَافِرُوْنَ وَفِى الثَّالِثَةِ قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ وَالْمُعَوِّذَتَيْنِ ـ

১৫৭৩. বকর ইব্‌ন সাহ্‌ল আল-দিময়াতী (র) ..... আমরা (র) সূত্রে আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তিন রাক'আত বিত্‌র আদায় করতেন। প্রথম রাক'আতে سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الاَعْلٰى (৮৭) দ্বিতীয় রাক'আতে قُلْ يَا اَيُّهَا الْكَافِرُوْنَ (১০৯) এবং তৃতীয় রাক'আতে قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدُ (১১২) ও মুআওয়াযাতায়ন قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ (১১৩) وَقُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ (১১৪) পাঠ করতেন।

এ হাদীসে আমরা (র) আয়েশা (রা) থেকে বিত্‌র-এর প্রকৃতি কিরূপ ছিল তা বর্ণনা করেছেন। আর এ বিষয়ে তিনি সা'দ ইব্‌ন হিশাম (র)-এর অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। সা'দ (র) তাঁর বর্ণনায় অতিরিক্ত বলেছেন যে, তিনি ﷺ এক মাত্র শেষ রাক'আতে সালাম ফিরাতেন।

١٥٧٤- حَدَّثَنَا اَبُوْ زُرْعَةَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَمْرٍو الدِّمَشْقِىُّ قَالَ ثَنَا صَفْوَانُ بْنُ صَالِحٍ قَالَ ثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ اِسْمٰعِيْلَ بْنِ عَيَّاشٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَزِيْدَ الرَّحْبِىِّ عَنْ اَبِىْ اِدْرِيْسَ عَنْ اَبِىْ مُوْسٰى عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَقْرَأُ فِىْ وِتْرِهٖ فِىْ ثَلٰثِ رَكْعَاتٍ قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ وَالْمُعَوِّذَتَيْنِ ـ

১৫৭৪. আবূ যুরআ আব্‌দুর রহমান ইব্‌ন আমর আল-দামেস্কী (র) ..... আবূ মূসা (রা) সূত্রে আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বিত্‌রের তিন রাক'আতে قُلْ هُوَ اللّٰهُ

اَحَدٌ (১১২) এবং মুআওয়ায়াতায়ন (১১৩-১১৪) পাঠ করতেন।

এ হাদীসটিও সা'দ (র) ও আমরা (র)-এর রিওয়ায়াতের অনুকূলে হয়েছে।

١٥٧٥- حَدَّثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ قَيْسٍ قَالَ قُلْتُ لِعَائِشَةَ بِكَمْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُوْتِرُ قَالَتْ كَانَ يُوْتِرُ بِاَرْبَعٍ وَثَلٰثٍ وَثَمَانٍ وَثَلٰثٍ وَعَشْرٍ وَثَلٰثٍ وَلَمْ يَكُنْ يُوْتِرُ بِاَنْقَصَ مِنْ سَبْعٍ وَلاَ بِاَكْثَرَ مِنْ ثَلٰثَ عَشْرَةَ -

১৫৭৫. বাহ্র ইব্‌ন নাস্‌র (র) ..... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আবূ কায়স সূত্রে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি আয়েশা (রা) থেকে জিজ্ঞাসা করেছি যে, কত রাক'আত দ্বারা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বিত্‌র আদায় করতেন ? তিনি বলেন, তিনি ﷺ বিত্‌র চার রাক'আত এবং তিন রাক'আত দ্বারা, আট রাক'আত এবং তিন রাক'আত দ্বারা, দশ রাক'আত এবং তিন রাক'আত দ্বারা আদায় করতেন। তিনি বিত্‌র সাত রাক'আতের কম এবং তের রাক'আতের বেশি আদায় করতেন না।

বস্তুত এ হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর রাতে নফল সালাত আদায় করার কথা উল্লেখ করা হয়েছে এবং একে (পূর্বের সাথে অত্যন্ত সম্পর্কশীল হওয়ার কারণে) বিত্‌র রূপে আখ্যায়িত করা হয়েছে। কিন্তু তিন এর মধ্যে এবং এর সাথে উল্লিখিত সালাতের মধ্যে পার্থক্য থাকত বলে উল্লেখ রয়েছে। বুঝা যাচ্ছে যে এ হাদীসের মর্ম আসওয়াদ (র), মাসরূক (র) ও ইয়াহইয়া ইব্‌ন আল জায্‌যার (র) সূত্রে আয়েশা (রা) বর্ণিত হাদীসের মর্মের অনুরূপ। আর এর স্বপক্ষে অতিরিক্ত দলীল হচ্ছে যা আয়েশা (রা)-এর উক্তি থেকে বর্ণিত হয়েছে ঃ

١٥٧٦- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا ابْنُ اَبِىْ عُمَرَ قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيْدِ بْنِ شَيْبَةَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ الْوِتْرُ سَبْعًا وَخَمْسًا وَالثَّلٰثُ بُتَيْرَاءُ فَكَرِهَتْ اَنْ تُجْعَلَ الْوِتْرُ ثَلٰثًا لَمْ يَتَقَدَّمْهُنَّ شَىْءٌ حَتّٰى يَكُوْنَ قَبْلَهُنَّ غَيْرُهُنَّ فَلَمَّا كَانَ الْوِتْرُ عِنْدَهَا اَحْسَنَ مَا يَكُوْنُ هُوَ اَنْ يَتَقَدَّمَهُ تَطَوُّعٌ اِمَّا اَرْبَعٌ وَاِمَّا اثْنَتَانِ جُمِعَتْ بِذٰلِكَ تَطَوُّعُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِى اللَّيْلِ الَّذِىْ صَلَحَ بِهِ الْوِتْرُ الَّذِىْ بَعْدَهَا وَالْوِتْرُ فَسُمِّتْ ذَالِكَ بِذَالِكَ وِتْرًا اِلاَّ اَنَّهُ قَدْ ثَبَتَ فِىْ جُمْلَةِ ذٰلِكَ عَنْهَا اَنَّ الْوِتْرَ ثَلٰثٌ فَثَبَتَ مِنْ رِوَايَتِهَا عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مَا رَوَاهُ عَنْهَا سَعْدُ بْنُ هِشَامٍ لِمُوَافَقَةِ قَوْلِهَا مِنْ رَأْيِهَا اِيَّاهُ -

১৫৭৬. আহমদ ইব্‌ন দাউদ (র) ..... সাঈদ ইব্‌নুল মুসায়্যাব (র) সূত্রে আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন বিত্‌র সাত রাক'আত এবং পাঁচ রাক'আত ছিলো। আর শুধু তিন রাক'আত হচ্ছে বুতায়রা (লেজকাটা) এতে বুঝা গেল যে, আয়েশা (রা) বিত্‌র এর পূর্বে নফল সালাত ব্যতীত

শুধু বিত্‌র আদায়কে মাকরূহ মনে করেন। বিতরের পূর্বে যেন অন্য সালাত আদায় করা হয়। তাঁর নিকট উত্তম বিত্‌র হচ্ছে যার পূর্বে নফল বিদ্যমান থাকবে। চাই তা চার রাক'আত হোক অথবা দু'রাক'আত হোক। যার সাথে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর রাতের নফল সালাত একত্রিত হয়ে যায় এবং যার সাথে পরবর্তী সালাত বিত্‌র হওয়ার যোগ্যতা রাখে। যেহেতু সমস্ত সালাতের উপর বিত্‌র এর সম্পর্ক অত্যন্ত গভীর, এজন্য সমস্তকে বিত্‌ররূপে আখ্যায়িত করা হয়েছে। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত সমন্বিত রিওয়ায়াত দ্বারা প্রমাণিত হলো যে, বিত্‌র হচ্ছে তিন রাক'আত। আয়েশা (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে রিওয়ায়াত দ্বারা তা-ই প্রমাণিত হলো, যা সা'দ ইব্‌ন হিশাম (র) আয়েশা (রা) থেকে রিওয়ায়াত করেছেন। যেহেতু তাঁর উক্তি নিজস্ব অভিমতের অনুকূলে হয়েছে। এতে প্রমাণিত হলো যে, বিত্‌র হচ্ছে তিন রাক'আত যার শেষ রাক'আতেই একমাত্র সালাম ফিরানো হবে।

এ বিষয়ে হিশাম (র) তাঁর পিতা উরওয়া (র) থেকে যে হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ পাঁচ রাক'আত বিশিষ্ট বিত্‌র আদায় করতেন যার শেষে একমাত্র বৈঠক করতেন। বস্তুত এর কোন অর্থ আমরা খুঁজে পাই না। পক্ষান্তরে উরওয়া এবং অন্যান্যদের সূত্রে আয়েশা (রা) থেকে সাধারণ রাবীদের রিওয়ায়াতগুলো এর পরিপন্থী। অতএব তাঁর একক ও স্বতন্ত্র বর্ণনা অপেক্ষা সাধারণ সংখ্যাগরিষ্ঠ রাবীদের রিওয়ায়াত উত্তম বিবেচিত হবে ।

আর ইব্‌ন আব্বাস (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে এ বিষয়ে এরূপ অনেক হাদীস বর্ণিত আছে সেগুলোর অর্থ ও বিষয়বস্তু আয়েশা (রা) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসের বিষয়বস্তুর অনুরূপ। সেগুলো থেকে উল্লেখ্য ঃ

١٥٧٧- حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ وَبَكَّارٌ قَالاَ ثَنَا وَهْبٌ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ اَبِىْ جَمْرَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُصَلِّىْ مِنَ اللَّيْلِ ثَلٰثَ عَشَرَةَ رَكْعَةً ـ

১৫৭৭. ইব্‌ন মারযূক (র) আবূ হামজা সূত্রে ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ রাতে তের রাক'আত সালাত আদায় করতেন।

١٥٧٨- حَدَّثَنَا ابْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ ثَنَا مُعَلَّى بْنُ اَسَدٍ قَالَ ثَنَا وُهَيْبُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ طَاؤُسٍ عَنْ عِكْرَمَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّهُ بَاتَ عِنْدَ خَالَتِهٖ مَيْمُوْنَةَ فَقَامَ النَّبِىُّ ﷺ مِنَ اللَّيْلِ يُصَلِّى فَقُمْتُ فَتَوَضَّأْتُ ثُمَّ قُمْتُ عَنْ يَسَارِهٖ فَجَذَبَنِى فَاَدَارَنِىْ عَنْ يَمِيْنِهٖ فَصَلّٰى ثَلٰثَ عَشَرَةَ رَكْعَةً قِيَامُهُ فِيْهِنَّ سَوَاءٌ ـ

১৫৭৮. ইব্‌ন খুযায়মা (র) ..... ইক্‌রামা ইব্‌ন খালিদ (র) সূত্রে ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি (একদা) তাঁর খালা মায়মুনা (রা)-এর নিকট রাত অতিবাহিত করলেন। রাতে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সালাত আদায়ের জন্য উঠলেন। তারপর আমিও উঠে উযূ করে তাঁর বাম দিকে দাঁড়ালাম। তিনি আমাকে টেনে তাঁর ডান দিকে ঘুরিয়ে দাঁড় করিয়ে দিলেন। এরপর তিনি তের রাক'আত সালাত আদায় করলেন, যার প্রত্যেক রাক'আতের কিয়াম ছিল সমপরিমাণ।

١٥٧٩- حَدَّثَنَا بَكَّارٌ قَالَ ثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ قَالَ سَمِعْتُ كُرَيْبًا يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ فَذَكَرَ مِثْلَهُ وَقَالَ فَتَكَامَلَتْ صَلٰوةُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ ثَلٰثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً -

১৫৭৯. বাক্কার (র) ..... সালামা ইব্ন কুহায়ল (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি কুরায়ব (র) কে ইব্ন আব্বাস (রা) এর বরাতে হাদীস বর্ণনা করতে শুনেছি। তিনি অনুরূপ উল্লেখ করেছেন এবং বলেছেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সালাত্ তের রাক'আতে পূর্ণ হয়েছে।

বস্তুত এ হাদীসটি এবং আয়েশা (রা)-এর হাদীস তাঁর সমস্ত সালাতের ব্যাপারে অভিন্ন যে, তা ছিলো তের রাক'আত। কিন্তু ইব্ন আব্বাস (রা)-এর হাদীসে (বিত্র সংক্রান্ত) কোন বিশ্লেষণ নেই। এ জন্য আমরা দৃষ্টি দেয়ার ইচ্ছা পোষণ করলাম যে, এ বিষয়ের বিশ্লেষণে ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে কোন হাদীস বর্ণিত আছে কি না। এ বিষয়ে দৃষ্টি দিয়ে দেখলাম ঃ

١٥٨٠- فَاِذَا عَلِىُّ بْنُ مَعْبَدٍ قَدْ حَدَّثَنَا قَالَ ثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ قَالَ ثَنَا يُوْنُسُ بْنُ اَبِىْ اِسْحٰقَ عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ عَلِىِّ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ اَمَرَنِى الْعَبَّاسُ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنْ اَبِيْتَ بِاٰلِ النَّبِىِّ ﷺ وَتَقَدَّمَ اِلَى اَنْ لَا تَنَامُ حَتّٰى تَحْفَظَ لِىْ صَلٰوةَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ فَصَلَّيْتُ مَعَ النَّبِىِّ ﷺ الْعِشَاءَ ثُمَّ نَامَ ثُمَّ قَامَ فَبَالَ ثُمَّ تَوَضَّاَ ثُمَّ صَلّٰى رَكْعَتَيْنِ لَيْسَتَا بِطَوِيْلَتَيْنِ وَلَا بِقَصِيْرَتَيْنِ ثُمَّ عَادَ اِلٰى فِرَاشِهِ ثُمَّ نَامَ حَتّٰى سَمِعْتُ غَطِيْطَهُ اَوْ خَطِيْطَهُ ثُمَّ اسْتَوٰى وَفَعَلَ مِثْلَ ذٰلِكَ حَتّٰى صَلّٰى سِتَّ رَكَعَاتٍ وَاَوْتَرَ بِثَلٰثٍ -

১৫৮০. আলী ইব্ন মা'বাদ (র) ..... আলী ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস (র) বরাতে ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন ঃ আমাকে আব্বাস (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর পরিবারের সাথে রাত অতিবাহিত করার নির্দেশ দিলেন। আর আমাকে না ঘুমানোর জন্য বললেন, যতক্ষণ না রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সাথে ইশা'র সালাত আদায় করলাম। তারপর তিনি ঘুমিয়ে পড়লেন। এরপর উঠে পেশাব করে উযূ করলেন। তারপর এরূপ দু'রাক'আত সালাত আদায় করলেন যা দীর্ঘও ছিলো না এবং সংক্ষিপ্তও ছিলো না। তারপর তিনি ﷺ তাঁর বিছানায় প্রত্যাবর্তন করে ঘুমিয়ে পড়লেন যাতে আমি তাঁর নাক ডাকার আওয়ায শুনেছি। তারপর তিনি সোজা হয়ে উঠেছেন এবং অনুরূপ করেছেন। এমন করে ছয় রাক'আত (সালাত) আদায় করেছেন এবং তিন রাক'আত বিশিষ্ট বিত্‌র করেছেন।

١٥٨١- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ الْوَلِيْدِ قَالَ ثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ حُصَيْنٍ عَنْ حَبِيْبِ بْنِ اَبِىْ ثَابِتٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِىِّ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ ثَنَا اَبِىْ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ مِثْلَهُ -

১৫৮১. আহমদ ইব্‌ন দাঊদ (র) ..... মুহাম্মদ ইব্‌ন আলী ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আব্বাস (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমাকে আমার পিতা আলী ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (র) ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

١٥٨٢– حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ ثَنَا سَعِيْدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ ثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ اَنَا حُصَيْنٌ عَنْ حَبِيْبِ بْنِ اَبِيْ ثَابِتٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهٖ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهٗ غَيْرَ اَنَّهٗ قَالَ ثُمَّ اَوْتَرَ وَلَمْ يَقُلْ بِثَلٰثٍ ـ

১৫৮২. সালিহ ইব্‌ন আবদুর রহমান (র) ..... ইব্‌ন আব্বাস (রা)-এর বরাতে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন। কিন্তু তিনি এতে বলেছেন ঃ তারপর তিনি বিত্‌র আদায় করেছেন। তবে তিন রাক'আত বিশিষ্ট কথাটি বলেন নি।

আলী ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আব্বাস (র) তাঁর পিতা আবদুল্লাহ ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সালাতে বিত্‌র কিরূপ ছিল বর্ণনা করেছেন ;আর তা তিন রাক'আত ছিল বলে উল্লেখ করেছেন। বস্তুত তিনি নফল এর সংখ্যার ব্যাপারে আবূ হামযা (র), ইকরামা ইব্‌ন খালিদ (র) ও কুরায়ব (র)-এর বিরোধিতা করেছেন।

আর সাঈদ ইব্‌ন জুবায়র এ বিষয়ে ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে এ হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন ঃ

١٥٨٣– حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيْدَ بْنَ جُبَيْرٍ يَقُوْلُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ ـ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا اَبُوْ عَامِرٍ ح وَحَدَّثَنَا سُلَيْمٰنُ بْنُ شُعَيْبٍ قَالَ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنُ بْنُ زِيَادٍ قَالَا ثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ بِتُّ فِيْ بَيْتِ خَالَتِيْ مَيْمُوْنَةَ فَصَلّٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْعِشَاءَ ثُمَّ جَاءَ فَصَلّٰى اَرْبَعًا ثُمَّ قَامَ فَصَلّٰى خَمْسَ رَكْعَاتٍ ثُمَّ صَلّٰى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ نَامَ حَتّٰى سَمِعْتُ غَطِيْطَهٗ اَوْ خَطِيْطَهٗ ثُمَّ خَرَجَ اِلَى الصَّلٰوةِ ـ

১৫৮৩. আবূ বাকরা (র) এবং ইব্‌ন মারযূক (র) ..... সাঈদ ইব্‌ন জুবায়র (র) সূত্রে ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন ঃ আমি (একদা) আমার খালা মায়মুনা (রা)-এর গৃহে রাত অতিবাহিত করেছি। দেখলাম রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইশা'র সালাত আদায় করেন। তারপর ইশা'র পরে চার রাক'আত আদায় করেছেন। তারপর (রাতে) উঠে পাঁচ রাক'আত-এর পর দু'রাক'আত আদায় করে ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। যাতে আমি তাঁর নাক ডাকার আওয়ায শুনেছি। তারপর তিনি (ফজরের) সালাতের জন্য বের হয়ে গেছেন।

এ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এগার রাক'আত সালাত আদায় করেছেন। এর মধ্যে দু'রাক'আত হচ্ছে বিত্‌র এর পরে। (কিন্তু এ বর্ণনায় বিত্‌র সংক্রান্ত কোন বিশ্লেষণ নেই) এ হাদীসে

সাঈদ ইব্ন জুবায়র (র) আলী ইব্ন আবদুল্লাহ্ বর্ণিত নয় রাক'আতের ব্যাপারে অভিন্ন রিওয়ায়াত করেছেন, যার মধ্যে বিত্র অন্তর্ভুক্ত ছিল এবং এর সাথে তিনি বিত্র-এর পর দু'রাক'আতকে যোগ করেছেন।

সাঈদ ইব্ন জুবায়র (র) এবং ইয়াহইয়া ইব্ন আল জায্যার (র) সূত্রে ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর বিত্র এককভাবে বর্ণিত হয়েছে যাতে বুঝা যাচ্ছে, তা ছিল তিন রাক'আত। তা থেকে উল্লেখ্য ঃ

١٥٨٤- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ بَكْرِ النَّهْشَلِيُّ عَنْ حَبِيْبِ بْنِ اَبِيْ ثَابِتٍ عَنْ يَحْيٰى بْنِ الْجَزَّارِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يُوْتِرُ بِثَلٰثِ رَكْعَاتٍ ـ

১৫৮৪: আবূ বাক্রা (রা) ..... ইয়াহইয়া ইব্ন আল-জায্যার সূত্রে ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তিন রাক'আত বিত্র আদায় করতেন।

١٥٨٥- حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْفَرَجِ قَالَ ثَنَا لُوَيْنٌ قَالَ ثَنَا شَرِيْكٌ عَنْ اَبِيْ اِسْحٰقَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ ـ

১৫৮৫. রাওহ ইব্নুল ফারাজ (র) ..... সাঈদ ইব্ন জুবায়র (র) সূত্রে ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

١٥٨٦- حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْفَرَجِ قَالَ ثَنَا لُوَيْنٌ قَالَ ثَنَا شُرَيْكٌ عَنْ مُخَوَّلٍ عَنْ مُسْلِمِ الْبَطِيْنِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُوْتِرُ بِثَلٰثٍ يَقْرَأُ فِي الْاُوْلٰى بِسَبِّحِ اسْمُ رَبِّكَ الْاَعْلٰى وَفِيْ الثَّانِيَةِ قُلْ يٰاَيُّهَا الْكَافِرُوْنَ وَفِي الثَّالِثَةِ قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ ـ

১৫৮৬. রাওহ ইব্নুল ফারাজ (র) ..... সাঈদ ইব্ন জুবায়র (র) সূত্রে ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তিন রাক'আত বিত্র আদায় করতেন। প্রথম রাক'আতে سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلٰى (৮৭) দ্বিতীয় রাক'আতে قُلْ يَا اَيُّهَا الْكَافِرُوْنَ (১০৯) পাঠ করতেন। আর তৃতীয় রাক'আত قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ (১১২) পাঠ করতেন।

١٥٨٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ ثَنَا اِبْنُ رَجَاءٍ قَالَ اَنَا اِسْرَائِيْلُ عَنْ اَبِيْ اِسْحٰقَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ ـ

১৫৮৭. মুহাম্মদ ইব্ন খুযায়মা (র) ..... সাঈদ ইব্ন জুবায়র (র) ইব্ন আব্বাস (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

এতে সেই হাদীসের সঠিক বিশ্লেষণ রয়েছে, যা আলী ইব্ন আবদুল্লাহ্ স্বীয় পিতা থেকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর বিত্‌র সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন যে, তা তিন রাক'আত ছিল।

তবে কুরায়ব (র) এ বিষয়ে ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন ঃ

١٥٨٨- حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا الوُحَاظِىُّ قَالَ ثَنَا سُلَيْمٰنُ بْنُ بِلَالٍ قَالَ ثَنَا شُرَيْكُ بْنُ اَبِىْ نَمِرٍ اَنَّ كُرَيْبًا اَخْبَرَهُ اَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ يَقُوْلُ بِتُّ لَيْلَةً عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَكَمَا انْصَرَفَ مِنَ الْعِشَاءِ الاخِرَةِ انْصَرَفْتُ مَعَه فَلَمَّا دَخَلَ الْبَيْتَ رَكَعَ رَكْعَتَيْنِ خَفِيْفَتَيْنِ رَكُوْعُهُمَا مِثْلَ سُجُوْدِهِمَا وَسُجُوْدُهُمَا مِثْلَ قِيَامِهِمَا ثُمَّ اَضْطَجَعَ مَكَانَهُ فِىْ مُصَلَّاهُ فَرَقَدَ حَتّٰى سَمِعْتُ غَطِيْطَهُ ثُمَّ تَعَارَّ ثُمَّ تَوَضَّأَ فَصَلّٰى رَكْعَتَيْنِ كَذٰلِكَ ثُمَّ اضْطَجَعَ ثَانِيَةً مَكَانَه فَرَقَدَ حَتّٰى سَمِعْتُ غَطِيْطَه ثُمَّ فَعَلَ مِثْلَ ذٰلِكَ خَمْسَ مَرَّاتٍ فَصَلّٰى عَشَرَ رَكْعَاتٍ ثُمَّ اَوْتَرَ بِوَاحِدَةٍ وَاَتَاهُ بِلَالٌ فَاٰذَنَهُ بِالصُّبْحِ فَصَلّٰى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ خَرَجَ اِلَى الصَّلٰوةِ ـ

১৫৮৮. ইব্‌ন আবূ দাঊদ (র) ..... শরীক ইব্‌ন আবী নামির (র) থেকে বর্ণনা করেন যে কুরায়ব (র) তাঁর নিকট বর্ণনা করেছেন, তিনি ইব্‌ন আব্বাস (রা)-কে বলতে বলতে শুনেছেন ঃ আমি একদা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট রাত অতিবাহিত করেছি। যখন তিনি ইশা'র সালাত আদায় করে (গৃহাভিমুখে) ফিরেছেন আমি তাঁর সাথে ফিরেছি। তিনি গৃহে প্রবেশ করে সংক্ষিপ্তভাবে দু'রাক'আত সালাত আদায় করেন। উভয় রাক'আতের রুকূ ছিলো সিজ্‌দার ন্যায় এবং সিজ্‌দা ছিলো কিয়ামের অনুরূপ। তারপর তিনি তাঁর স্থানে জায়নামাযের উপর শুয়ে পড়লেন। যাতে আমি তাঁর নাক-ডাকার আওয়ায শুনেছি। তারপর ঘুম থেকে উঠে উযূ করে অনুরূপভাবে দু'রাক'আত সালাত আদায় করেছেন। তারপর দ্বিতীয়বার নিজের স্থানে শুয়ে পড়লেন এবং ঘুমিয়ে গেলেন। যাতে আমি তাঁর নাক-ডাকার আওয়ায শুনেছি। এভাবে তিনি অনুরূপ পাঁচ বার করেছেন এবং দশ রাক'আত আদায় করেছেন। তারপর এক রাক'আত দ্বারা বিত্‌র করেছেন। এরপর তাঁর নিকট বিলাল (রা) এসে তাঁকে ফজরের (সময় হয়েছে বলে) অবহিত করেন। তিনি (ফজরের) দু'রাক'আত (সুন্নাত) আদায় করে (ফজরের) সালাতের জন্য বের হয়ে গেলেন।

বস্তুত এ হাদীসে বলা হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ দশ রাক'আত আদায় করেছেন। তারপর এক রাক'আত দ্বারা বিত্‌র করেছেন। এর দ্বারা এটিও হতে পারে যে, পূর্বের দু'রাকআতের সাথে এক রাক'আত মিলিয়ে তিনি বিত্‌র আদায় করেছেন। অতএব সেই দু'রাক'আত এই একরাক'আতের সাথে মিলে তিন রাক'আত হয়। এভাবে এ হাদীসের বিষয়বস্তু আর আলী ইব্‌ন আবদুল্লাহ্, সাঈদ ইব্‌ন জুবায়র ও ইয়াহইয়া-ইব্‌নুল জায়যার (র)-এর হাদীসের বিষয়বস্তু এক ও অভিন্ন হয়ে যায়। তারপর আমরা যাচাই করলাম যে, তাঁর থেকে কোন হাদীস বর্ণিত আছে কি না যা এ বিষয়টিকে স্পষ্ট করে তোলে। আমরা দেখলাম ঃ

١٥٨٩– اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُنْقِذِ الْعُصْفُرِىُّ حَدَّثَنَا قَالَ ثَنَا الْمُقْرِىُّ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِى اَيُّوْبَ قَالَ ثَنَا عَبْدُ رَبِّهِ بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ سُلَيْمٰنَ عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلٰى اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ حَدَّثَهُ قَالَ فَصَلّٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ اَوْ تَرَ بِثَلٰثٍ ـ

১৫৮৯. ইব্‌রাহীম ইব্‌ন মুন্‌কিয আল-আস্‌ফারী (র) ..... ইব্‌ন আব্বাস (রা)-এর আযাদকৃত গোলাম কুরায়ব (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন আব্বাস (রা) তাঁর কাছে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্‌ ﷺ ইশা'র পরে দু'রাক'আত আদায় সালাত করেছেন। তারপর দু'রাক'আত, তারপর দু'রাক'আত, তারপর দু'রাক'আত, তারপর তিন রাক'আতের বিত্‌র আদায় করেছেন।

অতএব এ হাদীস আর ইব্‌ন আবী দাঊদ বর্ণিত হাদীস অভিন্ন হয়ে গেল। রাসূলুল্লাহ্‌ ﷺ সর্বমোট এগার রাক'আত আদায় করেছেন। এবং এ হাদীসটি স্পষ্টরূপে বর্ণনা করছে যে, এতে তিন রাক'আত ছিল বিত্‌র। এতে প্রমাণিত হলো যে, ইব্‌ন আবী দাঊদ বর্ণিত হাদীসের অর্থ হচ্ছে, রাসূলুল্লাহ্‌ ﷺ পূর্বের দু'রাক'আতের সাথে এক রাক'আত মিলিয়ে বিত্‌র পড়েছেন।

١٥٩٠– حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ ثَنَا اِبْنُ وَهْبٍ اَنَّ مَالِكًا حَدَّثَهُ عَنْ مَخْرَمَةَ بْنِ سُلَيْمٰنَ عَنْ كُرَيْبٍ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ حَدَّثَهُ اَنَّهُ بَاتَ لَيْلَةً عِنْدَ مَيْمُوْنَةَ وَهِىَ خَالَتُهُ فَصَلّٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ اَوْتَرَ ثُمَّ اضْطَجَعَ ثُمَّ جَاءَهُ الْمُؤَذِّنُ فَقَامَ فَصَلّٰى رَكْعَتَيْنِ خَفِيْفَتَيْنِ ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى الصُّبْحَ ـ

১৫৯০. ইউনুস (র) ..... কুরায়ব (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন আব্বাস (রা) তাঁর কাছে বর্ণনা করেছেন যে, একদা তিনি তাঁর খালা মায়মুনা (রা)-এর নিকট রাত অতিবাহিত করেছেন। (তিনি দেখেছেন) রাসূলুল্লাহ্‌ ﷺ দু'রাক'আত সালাত আদায় করেছেন। তারপর দু'রাক'আত, তারপর দু'রাক'আত, তারপর দু'রাক'আত, তারপর দু'রাক'আত, তারপর দু'রাক'আত, তারপর বিত্‌র আদায় করেছেন। তারপর ঘুমিয়ে পড়েছেন। তারপর তাঁর কাছে মুআয্‌যিন এসেছেন, তিনি (আযানের পর) উঠে (ফজরের) সংক্ষিপ্ত দু'রাক'আত (সুন্নাত) আদায় করে বের হয়ে গেলেন এবং ফজরের সালাত আদায় করেন।

এ হাদীসে তিনি দু'রাক'আত অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন, বিত্‌র এর ব্যাপারে ভিন্নতা করেননি। অতএব ইব্‌ন আব্বাস (রা) কর্তৃক বর্ণিত রিওয়ায়াতের বিষয়বস্তু থেকে বুঝা যাচ্ছে, রাসূলুল্লাহ্‌ ﷺ তিন রাক'আত বিত্‌র আদায় করতেন।

ইব্‌ন আব্বাস (রা)-এর অভিমত

ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে এ বিষয়ে তাঁর কিছু উক্তি বর্ণিত আছে ঃ

١٥٩١– حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَجَّاجِ الْحَضْرَمِىُّ قَالَ ثَنَا الْخَصِيْبُ بْنُ نَاصِحٍ قَالَ ثَنَا يَزِيْدُ بْنُ عَطَاءٍ عَنِ الاَعْمَشِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ اِنِّىْ لاَكْرَهُ اَنْ يَّكُوْنَ بَتْرَاءُ ثَلْثًا وَلٰكِنْ سَبْعًا اَوْخَمْسًا ـ

১৫৯১. মুহাম্মদ ইবনুল হাজ্জাজ আল-হাদ্‌রামী (র) ..... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন ঃ স্বতন্ত্রভাবে তিন রাক'আত বিত্‌র আদায় করা কে আমি অপসন্দ করি। বরং সাত অথবা পাঁচ রাক'আত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

١٥٩٢– حَدَّثَنَا عِيْسى بْنُ اِبْرَاهِيْمَ الْغَافِقِىُّ قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الاَعْمَشِ فَذَكَرَ بِاِسْنَادِهِ نَحْوَهُ ـ

১৫৯২. ঈসা ইব্‌ন ইব্‌রাহীম আল গাফেকী (র) ..... আ'মাশ (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

١٥٩٣– حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ رَجَاءٍ قَالَ اَنَا شُعْبَةُ عَنِ الاَعْمَشِ فَذَكَرَ بِاِسْنَادِهِ مِثْلَهُ ـ

১৫৯৩. মুহাম্মদ ইব্‌ন খুযায়মা (র) ..... আমাশ (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

অতএব আমাদের ব্যাখ্যায় ইব্‌ন আব্বাস (রা)-এর মতে বিত্‌র পূর্ব নফল ব্যতীত বিত্‌র আদায় করা মাক্‌রূহ এবং বিত্‌র পূর্ব দু'রাক'আত অথবা চার রাক'আত নফল বিদ্যমান থাকা উত্তম।

কেউ যদি সন্দেহ প্রকাশ করে বলে যে, ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে এর বিপরীত (অর্থাৎ এক রাক'আত বিত্‌রের) কথাও বর্ণিত আছে। যেমন ঃ

١٥٩٤– حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَيْمُوْنِ الْبَغْدَادِىُّ قَالَ ثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنِ الاَوْزَاعِىِّ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ قَالَ رَجُلٌ لاِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ هَلْ لَكَ فِىْ مُعَاوِيَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَوْتَرَ بِوَاحِدَةٍ وَهُوَ يُرِيْدُ اَنْ يَعِيْبَ مُعَاوِيَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَصَابَ مُعَاوِيَةُ ـ

১৫৯৪. মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মায়মূন আল-বাগদাদী (র) ..... আতা (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, জনৈক ব্যক্তি ইব্‌ন আব্বাস (রা)-কে প্রশ্ন করল, মুআ'বিয়া (রা)-এর ব্যাপারে আপনি কিরূপ ধারণা পোষণ করেন ? তিনি তো বিত্‌র এক রাক'আত আদায় করেন। উক্ত ব্যক্তি মুআ'বিয়া (রা)-এর দোষচর্চা করছিলো। ইব্‌ন আব্বাস (রা) বললেন, মুআ'বিয়া সঠিক করেছে।

এর উত্তরে বলা হবে যে, ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে এরূপ হাদীস বর্ণিত আছে, যা থেকে বুঝা যাচ্ছে, তিনি মুআ'বিয়া (রা)-এর এ কাজকে অস্বীকার এবং প্রত্যাখ্যান করেছেন। আর সে-টি হচ্ছে ঃ

١٥٩٥– اَنَّ اَبَا غَسَّانَ مَالِكَ بْنُ يَحْيٰى الْهَمْدَانِىُّ حَدَّثَنَا قَالَ ثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنِ عَطَاءٍ قَالَ اَنَا عِمْرَانُ بْنُ حُدَيْرٍ عَنْ عِكْرَمَةَ اَنَّهُ قَالَ كُنْتُ مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عِنْدَ مُعَاوِيَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ نَتَحَدَّثُ حَتّٰى ذَهَبَ هَزِيْعٌ مِنَ اللَّيْلِ فَقَامَ مُعَاوِيَةُ فَرَكَعَ رَكْعَةً وَاحِدَةً فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ مِنْ اَيْنَ تَرٰى اَخَذَهَا الْحِمَارُ۔

১৫৯৫. আবূ গাস্‌সান মালিক ইব্ন ইয়াহইয়া আল-হামদানী (র) ..... ইক্‌রামা (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি ইব্ন আব্বাস (রা)-এর সাথে মুআ'বিয়া (রা)-এর নিকট ছিলাম এবং আমরা আলোচনা করছিলাম যাতে রাতের কিছু অংশ অতিবাহিত হয়ে গেল। তারপর মুআ'বিয়া (রা) উঠে একরাক'আত (বিত্‌র) আদায় করে নিলেন। এতে ইব্ন আব্বাস (রা) বললেন, দেখ তো এ গাধা, এটি কোত্থেকে গ্রহণ করেছে ?

١٥٩٦– حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ قَالَ ثَنَا عِمْرَانُ فَذَكَرَ بِاِسْنَادِهٖ مِثْلَهٗ اِلاَّ اَنَّهٗ لَمْ يَقُلِ الْحِمَارَ۔

১৫৯৬. আবূ বাকরা (র) ..... ইমরান (র) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। কিন্তু তিনি 'গাধা' (শব্দটি) বলেননি।

আর ইব্ন আব্বাস (রা)-এর উক্তি "মুআ'বিয়া (রা) সঠিক করেছে" ছিল আত্মরক্ষামূলক। অর্থাৎ তিনি অপরাপর বিষয়ে সঠিক কাজ করে থাকেন। যেহেতু তিনি তাঁর শাসনকালে বাস করছিলেন এবং তাঁর জন্য আমাদের মতানুসারে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যা করতেন বলে তিনি জানতেন তার বিরোধিতা করাকে সঠিক বলা জায়িজ হতে পারে না।

ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বিত্‌র সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, তাহলো তিন রাক'আত ঃ

١٥٩٧– حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْفَرَجِ قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْفَهْمِىُّ قَالَ اَنَا ابْنُ لَهِيْعَةَ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ اَبِىْ مَنْصُوْرٍ قَالَ سَأَلْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ الْوِتْرِ فَقَالَ ثَلٰثٌ قَالَ ابْنُ لَهِيْعَةَ وَحَدَّثَنِىْ يَزِيْدُ بْنُ اَبِىْ حَبِيْبٍ عَنْ عَمْرِ وبْنِ الْوَلِيْدِ بْنِ عَبَدَةَ عَنْ اَبِىْ مَنْصُوْرٍ بِذٰلِكَ۔

১৫৯৭. রাওহ ইব্‌নুল ফারাজ (র) ..... আবূ মানসূর (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন আমি আবদুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রা)-কে বিতর সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছি। তিনি বলেছেন, (বিত্‌র হচ্ছে) তিন রাক'আত। ইব্ন লাহিআ (র) ..... আবূ মানসূর (র)-এর বরাতে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

١٥٩٨- حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ حُصَيْنٍ عَنْ اَبِي يَحْيٰى قَالَ سَمَرَ الْمِسْوَرُ بْنُ مَخْرَمَةَ وَابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ حَتّٰى طَلَعَتِ الْحَمْرَاءُ ثُمَّ نَامَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ فَلَمْ يَسْتَيْقِظْ اِلاَّ بِاَصْوَاتِ اَهْلِ الزَّوْرَاءِ فَقَالَ لاَصْحَابِهِ اَتَرَوْنِيْ اُدْرِكُ اُصَلِّيْ ثَلٰثًا يُرِيْدُ الْوِتْرَ وَرَكْعَتَيِ الْفَجْرِ وَصَلٰوةَ الصُّبْحِ قَبْلَ اَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَقَالُوْا نَعَمْ فَصَلّٰى وَهٰذَا فِيْ اٰخِرِ وَقْتِ الْفَجْرِ -

১৫৯৮. ইউনুস (র) ..... আবূ ইয়াহইয়া (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, মিস্ওয়ার ইব্ন মাখ্রামা (রা) এবং ইব্ন আব্বাস (রা) (ইশা'র সালাতের পর কোন বিষয়ে) আলোচনা শুরু করে ছিলেন, যাতে সুবহি সাদিক হয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়ে পড়েছিলো। তারপর ইব্ন আব্বাস (রা) ঘুমিয়ে পড়লেন। তারপর তিনি 'যাওরা (মদীনার বাজার)-এর অধিবাসীদের আওয়ায শুনে জেগে উঠে তাঁর সাথীদেরকে বললেন ঃ তোমাদের কি ধারণা, আমি কি সূর্য উদিত হওয়ার পূর্বে তিন রাক'আত বিত্র, ফজরের দু'রাক'আত সুন্নাত এবং ফজরের সালাত আদায় করতে পারব ? তাঁরা বললেন, হ্যাঁ। তিনি তা আদায় করলেন, আর এটি ছিলো ফজরের শেষ ওয়াক্তে।

বস্তুত এতে বুঝা যাচ্ছে, তাঁর কাছে বিত্র তিন রাক'আতের কম হওয়া ছিল অসম্ভব ব্যাপার। তিনি বিত্র তখনো তিন রাক'আত আদায় করছেন যখন কিনা (সংকীর্ণ সময়ের কারণে) ফজর ছুটে যাওয়ার আশংকা করছিলেন। এটা স্পষ্টত প্রমাণ বহন করছে যে, বিত্র সংক্রান্ত তাঁর হাদীসগুলোর বিষয়বস্তু তিন রাক'আত ছিল বলে আমরা যে বিশ্লেষণ করেছি তাই সঠিক।

আলী ইব্ন আবূ তালিব (রা) থেকেও বর্ণিত আছে যে, বিত্র হলো তিন রাক'আত ঃ

١٥٩٩- حَدَّثَنَا فَهْدٌ قَالَ ثَنَا اَبُوْ غَسَّانَ قَالَ ثَنَا اِسْرَائِيْلُ عَنْ اَبِيْ اِسْحٰقَ عَنِ الْحَارِثِ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُوْتِرُ بِتِسْعِ سُوَرٍ مِنَ الْمُفَصَّلِ فِي الرَّكْعَةِ الاُوْلٰى اَلْهٰكُمُ التَّكَاثُرُ وَاِنَّآ اَنْزَلْنَاهُ فِيْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَاِذَا زُلْزِلَتْ وَفِي الثَّانِيَةِ وَالْعَصْرِ وَاِذَا جَآءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَاِنَّا اَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ وَفِي الثَّالِثَةِ قُلْ يٰاَيُّهَا الْكٰفِرُوْنَ وَتَبَّتْ وَقُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ -

১৫৯৯. ফাহাদ (র) ..... আলী (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ (সফরে) মুফাসসলের নয়টি সূরা দিয়ে (তিন রাক'আত) বিত্র আদায় করতেন। প্রথম রাক'আতে اَلْهٰكُمُ التَّكَاثُرُ (তাকাসুর ১০২) اِنَّا اَنْزَلْنَاهُ فِيْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ (কাদর ৯৭) এবং اِذَا زُلْزِلَتْ (যিলযাল ৯৯), দ্বিতীয় রাক'আতে وَالْعَصْرِ (আসর ১০৩), اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللّٰهِ (নসর ১১০) এবং اِنَّا اَعْطَيْنَا الْكَوْثَرَ (কাওসার ১০৮) আর তৃতীয় রাক'আতে قُلْ يَا اَيُّهَا الْكَافِرُوْنَ (কাফিরূন ১০৯), تَبَّتْ (লাহাব ১১১) এবং قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ (ইখ্লাস ১১২) পাঠ করতেন।

আর ইম্রান ইব্ন হুসায়ন (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

١٦٠٠- حَدَّثَنَا فَهْدٌ قَالَ ثَنَا الحِمَّانِيُّ قَالَ ثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ عَنِ الْحَجَّاجِ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ اَوْفَى عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ يَقْرَأُ فِي الْوِتْرِ فِي الرَّكْعَةِ الْاُوْلٰى بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الاَعْلَى وَفِي الثَّانِيَةِ قُلْ يَاَيُّهَا الْكٰفِرُوْنَ وَفِي الثَّالِثَةِ قُلْ هُوَاللّٰهُ اَحَدٌ -

১৬০০. ফাহাদ (র) ..... ইমরান ইব্ন হুসায়ন (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বিত্র-এর প্রথম রাক'আতে سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الاَعْلٰى (আল-আ'লা), দ্বিতীয় রাক'আতে قُلْ يَا اَيُّهَا الْكَافِرُوْنَ (কাফিরূন ১০৯), এবং তৃতীয় রাক'আতে قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ (ইখ্লাস ১১২) পাঠ করতেন।

যায়দ ইব্ন খালিদ আল-জুহানী (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে এ বিষয়ে নিম্নোক্ত হাদীস বর্ণিত আছে ঃ

١٦٠١- حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَنَّ مَالِكًا حَدَّثَهٗ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِيْ بَكْرٍ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ قَيْسِ بْنَ مَخْرَمَةَ اَخْبَرَهٗ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدِ الْجُهَنِيِّ اَنَّه قَالَ لَاَرْمُقَنَّ صَلٰوةَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ فَتَوَسَّدْتُ عُتْبَتَهٗ اَوْفُسْطَاطَه فَصَلّٰى رَسُوْلُ اللّٰه ﷺ رَكْعَتَيْنِ خَفِيْفَتَيْنِ ثُمَّ صَلّٰى رَكْعَتَيْنِ طَوِيْلَتَيْنِ طَوِيْلَتَيْنِ طَوِيْلَتَيْنِ ثَلٰث مِرَارٍ ثُمَّ صَلّٰى رَكْعَتَيْنِ وَهُمَا دُوْنَ اللَّتَيْنِ قَبْلَهُمَا ثُمَّ صَلّٰى رَكْعَتَيْنِ هُمَادُوْنَ اللَّتَيْنِ قَبْلَهُمَا ثُمَّ اَوْتَرَ فَذٰلِكَ ثَلٰثَ عَشَرَةَ رَكْعَةً -

১৬০১. ইউনুস (র) ..... যায়দ ইব্ন খালিদ আল-জুহানী (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেনঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সালাতকে সংরক্ষণ করার উদ্দেশ্যে তাঁর চৌকাঠে অথবা তাঁবুতে হেলান দিয়ে বসি। (আমি লক্ষ্য করলাম) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সংক্ষিপ্ত দু'রাক'আত সালাত আদায় করেন। তারপর দীর্ঘ-দীর্ঘ-দীর্ঘ দু' দু'রাক'আত করে আদায় করেন। দীর্ঘ শব্দটি তিনবার বলা হয়েছে। তারপর দু'রাক'আত আদায় করেন, যা পূর্বের দু'রাক'আত অপেক্ষা কম দীর্ঘ ছিলো। তারপর দু'রাক'আত আদায় করেন, যা পূর্বের দু'রাক'আত অপেক্ষা কম দীর্ঘ ছিলো। তারপর তিনি বিত্র আদায় করেন। এ হলো (মোট) তের রাক'আত। এ বিষয়ে বক্তব্য হচ্ছে পূর্বের বক্তব্যের অনুরূপ।

এ বিষয়ে আবূ উমামা (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে নিম্নোক্ত হাদীস বর্ণিত আছে ঃ

١٦٠٢- حَدَّثَنَا سُلَيْمٰنُ بْنُ شُعَيْبٍ قَالَ ثَنَا الخَصِيْبُ بْنُ نَاصِحٍ قَالَ ثَنَا عَمَارَةُ بْنُ زَاذَانَ عَنْ اَبِيْ غَالِبٍ عَنْ اَبِيْ اُمَامَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰه ﷺ كَانَ يُوْتِرُ بِتِسْعٍ فَلَمَّا بَدَّنَ وَكَثُرَ لَحْمُهٗ اَوْتَرَ بِسَبْعٍ وَصَلّٰى رَكْعَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ يَقْرَأُ فِيْهِمَا اِذَا زُلْزِلَتْ وَقُلْ يٰاَيُّهَا الْكٰفِرُوْنَ -

১৬০২. সুলায়মান ইব্ন শু'আয়ব (রা) ..... আবূ উমামা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ নয় রাক'আত বিশিষ্ট বিত্র আদায় করতেন। যখন তাঁর শরীর ভারী হয়ে যায় তখন তিনি সাত রাক'আত আদায় করতেন। এবং পরে বসে দু'রাক'আত আদায় করতেন, যাতে সূরা اِذَا زُلْزِلَتْ (যিলযাল ৯৯) এবং قُلْ يَا اَيُّهَا الْكَافِرُوْنَ (কাফিরূন ১০৯) পাঠ করতেন।

বস্তুত এখানে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নফল এবং বিত্র সবগুলোকে বিত্র আখ্যায়িত করা হয়েছে। যেমন আমরা পূর্বে অনুরূপ কিছু আলোচনা করে এসেছি। আর আমরা আবূ উমামা (রা) থেকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর এরূপ আমল বর্ণনা করে এসেছি, যা এর প্রমাণ বহন করে।

١٦٠٣- حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا اَبُوْ دَاؤُدَ قَالَ ثَنَا سُلَيْمٰنُ بْنُ حَيَّانَ عَنْ اَبِىْ غَالِبٍ اَنَّ اَبَا اُمَامَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ كَانَ يُوْتِرُ بِثَلٰثٍ -

১৬০৩. ইব্ন মারযূক (র) ..... আবূ গালিব (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, আবূ উমামা (রা) তিন রাক'আত বিশিষ্ট বিত্র আদায় করতেন।

এতে প্রমাণিত হলো যে, আবূ উমামা (রা)-এর নিকট বিত্র তা-ই ছিলো যা আমরা উল্লেখ করেছি। আর এটি অসম্ভব ব্যাপার যে, তিনি এরূপ (তিন রাক'আত) আদায় করতেন যদি তাঁর জানা থাকত যে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর পরিপন্থী আমল করেছেন। বস্তুত তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর আমলকে সেভাবেই জানতেন যেভাবে আমরা ব্যাখ্যা করেছি। আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞ।

এ বিষয়ে উম্মুদ্ দারদা (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে নিম্নোক্ত হাদীস বর্ণিত আছে ঃ

١٦٠٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ ثَنَا نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ قَالَ ثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الاَعْمَشِ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ الْجَزَّارِ عَنْ اُمِّ الدَّرْدَاءِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُوْتِرُ بِثَلٰثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً فَلَمَّا كَبُرَ وَضَعُفَ اَوْتَرَ بِسَبْعٍ -

১৬০৪. মুহাম্মদ ইব্ন খুযায়মা (র) ..... উম্মুদ্ দারদা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তের রাক'আত দ্বারা বিত্র আদায় করতেন। যখন তাঁর বয়স বেড়ে গেল এবং দুর্বল হয়ে পড়লেন তখন সাত রাক'আত দ্বারা বিত্র করতেন। আবূ উমামা (রা) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ বক্তব্য এখানেও প্রযোজ্য।

যদি প্রশ্ন করা হয় যে, এ বিষয়ে উম্মে সালামা (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে (ভিন্ন মর্মের) নিম্নোক্ত হাদীস বর্ণিত আছে ঃ

١٦٠٥- حَدَّثَنَا فَهْدٌ قَالَ ثَنَا عَلِىُّ بْنُ مَعْبَدٍ قَالَ ثَنَا جَرِيْرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيْدِ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ مِقْسَمٍ عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُوْتِرُ بِخَمْسٍ وَبِسَبْعٍ لاَيُفْصِلُ بَيْنَهُنَّ بِسَلاَمٍ وَلاَ كَلاَمٍ -

১৬০৫. ফাহাদ (র) ..... উম্মে সালামা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেনঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ পাঁচ এবং সাত রাক'আত দ্বারা বিত্র আদায় করতেন। এগুলো'র মাঝখানে সালাম এবং কালাম (কথা) দ্বারা পার্থক্য করতেন না।

তার উত্তরে বলা যায়

বস্তুত এটি (পাঁচ অথবা সাত রাক'আত বিত্র) তখনকার যখন পৃথকরূপে বিত্র-এর বিধান অবতীর্ণ হয়নি, তখন কেউ ইচ্ছা করলে পাঁচ রাক'আত দ্বারা, বিতর আদায় করত। তাঁদের থেকে শুধু চাওয়া হতো যে, তারা বিত্র আদায় করুক, যার কোন নির্দিষ্ট রাক'আত সংখ্যা ছিল না।

আবূ আইয়্যুব (রা) থেকে এরূপ হাদীস বর্ণিত আছে, যাতে প্রমাণিত হয় যে,বিত্র অনুরূপই ছিলো । (অর্থাৎ তিন, পাঁচ, সাত ও এক রাক'আত)

١٦٠٦– حَدَّثَنَا اَبُوْ غَسَّانَ قَالَ ثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هٰرُوْنَ قَالَ اِنَّ سُفْيَانَ بْنَ حُسَيْنٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيْدَ اللَّيْثِيِّ عَنْ اَبِىْ اَيُّوْبَ الاَنْصَارِيِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَوْتِرْ بِخَمْسٍ فَاِنْ لَّمْ تَسْتَطِعْ فَبِثَلٰثٍ فَاِنْ لَّمْ تَسْتَطِعْ فَبِوَاحِدَةٍ فَاِنْ لَّمْ تَسْتَطِعْ فَاَوْمِ اِيْمَاءً ـ

১৬০৬. আবূ গাসসান (র) ..... আবূ আইয়্যুব আনসারী (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেনঃ পাঁচ রাক'আত দ্বারা বিত্র আদায় কর, যদি এর সামর্থ্য না রাখ তাহলে তিন রাক'আত দ্বারা আর যদি তাও না পার তাহলে এক রাক'আত দ্বারা, আর যদি এতেও সক্ষম না হও তাহলে ইশারা কর।

١٦٠٧– حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا سَهْلُ بْنُ بَكَّارٍ قَالَ ثَنَا وُهَيْبُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ ثَنَا مَعْمَرُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ اَبِىْ اَيُّوْبَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اَلْوِتْرُ حَقٌّ فَمَنْ اَوْتَرَ بِخَمْسٍ فَحَسَنٌ فَمَنْ اَوْتَرَ بِثَلٰثٍ فَقَدْ اَحْسَنَ وَمَنْ اَوْتَرَ بِوَاحِدَةٍ فَحَسَنَ فَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ فَلْيُوْمِ اِيْمَاءً ـ

১৬০৭. আহমদ ইব্ন দাঊদ (র) ..... আবূ আইয়্যুব (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেনঃ বিত্র হলো হক তথা প্রমাণিত, যে ব্যক্তি পাঁচ রাক'আতে বিত্র করে তবে তা হচ্ছে উত্তম, আর যে ব্যক্তি তিন রাক'আতে বিত্র করে অবশ্যই তাও ভাল করেছে, যে ব্যক্তি এক রাক'আতে বিত্র আদায় করে, তাও ভাল। আর যে ব্যক্তি সামর্থ্য রাখে না সে যেন ইশারা করে।

١٦٠٨– حَدَّثَنَا فَهْدٌ قَالَ ثَنَا يَحْيٰى بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الضَّحَّاكِ قَالَ ثَنَا الاَوْزَاعِىُّ قَالَ ثَنَا الزُّهْرِىُّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ اَبِىْ اَيُّوْبَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ اَلْوِتْرُ حَقٌّ فَمَنْ شَاۤءَ اَوْتَرَ بِخَمْسٍ وَمَنْ شَاۤءَ اَوْتَرَ بِثَلٰثٍ وَمَنْ شَاۤءَ اَوْتَرَ بِوَاحِدَةٍ ـ

১৬০৮. ফাহাদ (র) ..... আবূ আয়্যুব (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ বিত্‌র হলো হক তথা আবশ্যিক। কেউ যদি ইচ্ছা করে পাঁচ রাক'আতে বিত্‌র আদায় করবে করুক, কেউ যদি তিন রাক'আতে আদায় করতে চায় করুক, আর কেউ যদি এক রাক'আতে আদায় করতে চায়, তাও করতে পারে।

١٦٠٩- حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيْدَ اللَّيْثِيِّ عَنْ أَبِيْ أَيُّوْبَ قَالَ اَلْوِتْرُ حَقٌّ أَوْ وَاجِبٌ فَمَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِسَبْعٍ وَمَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِخَمْسٍ وَمَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِثَلْثٍ وَمَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِوَاحِدَةٍ وَمَنْ غَلَبَ إِلَى أَنْ يُّوْمِيَ فَلْيُوْمِ -

১৬০৯. ইউনুস (র) ..... আবূ আয়্যুব (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন ঃ বিত্‌র হলো হক অথবা ওয়াজিব। কেউ যদি সাত রাক'আতে বিত্‌র আদায় করতে চায় করুক, কেউ যদি পাঁচ রাক'আতে করতে চায় করুক, কেউ যদি তিন রাক'আত করতে চায় করুক, আর কেউ যদি এক রাক'আতে আদায় করতে চায় তাও করতে পারে। পক্ষান্তরে কেউ যদি অসমর্থ হয়ে যায় সে যেন ইশারা দেয়।

এ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, তারা তাঁদের ইচ্ছামত বিত্‌র আদায় করার ব্যাপারে স্বাধীন ছিলেন। এর কোন নির্ধারিত রাক'আত সংখ্যা ছিলো না। তারা বিত্‌র আদায় করলেই হত।

উত্তর ঃ বস্তুত রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর পরে সমস্ত উম্মত এর (স্বাধীনভাবে বিত্‌র আদায় করার) বিপরীতে ইজমা তথা ঐকমত্য পোষণ করেছেন। তারা এরূপ বিত্‌র আদায় করেছেন যে, প্রত্যেক আদায় কারীর জন্য এর থেকে কোন কিছু পরিত্যাগ করা বৈধ হবে না। অতএব তাদের ইজমা দ্বারা বুঝা যাচ্ছে যে, এর পূর্ববর্তী তথা আবূ আয়্যুব (রা) বর্ণিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর উক্তি রহিত হয়ে গিয়েছে। যেহেতু আল্লাহ্ তা'আলা গোটা উম্মতকে গোমরাহীর উপর একত্রিত করেন না।

এ বিষয়ে আবদুর রহমান ইব্‌ন আব্‌যা (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে রিওয়ায়াত করেছেন ঃ

١٦١٠- حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا أَبُوْ الْمُطَرِّنِ بْنِ أَبِي الْوَزِيْرِ قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ طَلْحَةَ عَنْ زُبَيْدٍ عَنْ ذَرٍّ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبْزَى عَنْ أَبِيْهِ أَنَّهُ صَلَّى مَعَ النَّبِيِّ ﷺ اَلْوِتْرَ فَقَرَأَ فِي الْأُوْلَى بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى وَفِي الثَّانِيَةِ قُلْ يَاأَيُّهَا الْكُفِرُوْنَ وَفِي الثَّالِثَةِ قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوْسِ ثَلْثًا يَمُدُّ صَوْتَهُ بِالثَّالِثَةِ -

১৬১০. আবূ বাকরা (র) ..... আব্‌দুর রহমান ইব্‌ন আব্‌যা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সাথে বিত্‌র আদায় করেছেন। তিনি ﷺ প্রথম রাক'আতে سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى। দ্বিতীয় রাক'আতে قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُوْنَ আর তৃতীয় রাক'আতে قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ পাঠ করেছেন। যখন তিনি (সালাত শেষ করলেন তখন سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوْسِ তিন বার পড়লেন এবং তৃতীয় শব্দটিতে নিজের আওয়ায প্রলম্বিত করলেন।

١٦١١– حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ ثَنَا اَبُوْ نُعَيْمٍ قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ زُبَيْدٍ فَذَكَرَ مِثْلَهُ بِاِسْنَادِهِ ـ

১৬১১. হুসায়ন ইব্ন নাস্র (র) ..... যুবায়দ (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

١٦١٢– حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِى دَاوُدَ قَالَ ثَنَا اَحْمَدُ بْنُ يُوْنُسَ قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ طَلْحَةَ عَنْ زُبَيْدٍ فَذَكَرَ مِثْلَهُ بَاِسْنَادِهِ غَيْرَ اَنَّهُ قَالَ وَفِى الثَّانِيَةِ قُلْ لِلَّذِيْنَ كَفَرُوْا يَعْنِى قُلْ يٰاَيُّهَا الْكٰفِرُوْنَ وَفِى الثَّالِثَةِ اَللّٰهُ الْوَاحِدُ الصَّمَدُ ـ

১৬১২. ইব্ন আবূ দাঊদ (র) ..... যুবায়দ (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন। কিন্তু তিনি বলেছেন, দ্বিতীয় রাক'আতে-বলুন, তাদেরকে, যারা কুফরী করেছে। অর্থাৎ قُلْ يَا اَيُّهَا اَلْكَافِرُوْنَ আর তৃতীয় রাক'আতে اَللّٰهُ الْوَاحِدُ الصَّمَدُ (অর্থাৎ সূরা ইখলাস)।

এটিও প্রমাণ বহন করছে যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তিন রাক'আতে বিত্র আদায় করতেন।

(প্রশ্ন জাগে যে,) এ বিষয়ে আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণিত আছে ঃ

١٦١٣– حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ ثَنَا عَمِّىْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ ثَنَا سُلَيْمٰنُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ وَالْاَعْرَجِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَاتُوْتِرُوْا بِثَلٰثٍ وَاَوْتِرُوْا بِخَمْسٍ اَوْ بِسَبْعٍ وَلَا تُشَبِّهُوْا بِصَلٰوةِ الْمَغْرِبِ ـ

১৬১৩. আহমদ ইব্ন আবদুর রহমান (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন ঃ তোমরা তিন রাক'আতে বিত্র আদায় কর না, বরং পাঁচ রাক'আতে অথবা সাত রাক'আতে বিত্র আদায় কর এবং মাগরিবের সালাতের মত করে পড়বে না।

١٦١٤– حَدَّثَنَا فَهْدٌ قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ قَالَ ثَنَا بَكْرُ بْنُ مُضَرٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيْعَةَ حَدَّثَهُ عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ وَلَمْ يَرْفَعْهُ قَالَ لَاتُوْتِرُوْا بِثَلٰثِ رَكْعَاتٍ وَتُشَبِّهُوْا بِالْمَغْرِبِ وَلٰكِنْ اَوْتِرُوْا بِخَمْسٍ اَوْ بِسَبْعٍ اَوْبِتِسْعٍ اَوْ بِاِحْدٰى عَشَرَةَ ـ

১৬১৪. ফাহাদ (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি এটি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর উক্তি রূপে না বলে নিজে বলেছেন, তোমরা তিন রাক'আতে বিত্র আদায় কর না, যাতে তোমরা মাগ্‌রিবের সদৃশ করে ফেল, বরং তোমরা পাঁচ অথবা সাত অথবা নয় অথবা এগার রাক'আতে বিত্র আদায় কর।

এর উত্তরে বলা যায় এখানে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এককভাবে বিত্‌র আদায় করাকে অপছন্দ করেছেন, যাতে এর সাথে নফল বিদ্যমান থাকে। যা আমরা ইতিপূর্বে ইব্‌ন আব্বাস (রা) এবং আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করে এসেছি। অতএব তা হবে বিত্‌র পূর্ব নফল। আর এতে এককভাবে বিত্‌র আদায় কে অপছন্দ করা হয়েছে। এখানে এক রাক্‌আতে বিতর হওয়া নাকচ করা হয়েছে। আবার এখানে আমাদের পূর্ব বর্ণিত আবূ আয়্যুব (রা)-এর হাদীসের বিষয়বস্তুরও সম্ভাবনা থাকতে পারে। অর্থাৎ বিত্‌র এর সংখ্যা সংক্রান্ত ইখ্‌তিয়ারের কথা বুঝানো হতে পারে। তবে এতে এক রাক'আতে বিত্‌র আদায়ের বৈধতার উল্লেখ নেই।

অতএব রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে আমাদের এ সমস্ত হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে যে, বিত্‌র এক রাক'আতের অধিক। আর যে সমস্ত হাদীসে বিত্‌র এক রাক'আত হিসাবে বর্ণিত হয়েছে তার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ তা-ই হবে যা আমরা এ অধ্যায়ের যথাস্থানে বর্ণনা করেছি।

তাহাবী (র)-এর যুক্তিভিত্তিক দলীল

তারপর আমরা এটিকে (বিত্‌র তিন রাক'আত) যুক্তির নিরিখে প্রমাণ অন্বেষণের ইচ্ছা পোষণ করছি। বস্তুত বিত্‌রের অবস্থা দুটির যে কোন একটি হতে পারে ঃ হয় তা ফরয হবে নয়ত সুন্নাত। যদি তা ফরয হয়, তাহলে আমরা ফরয সমূহের তিন অবস্থা দেখতে পাই, কিছু ফরয দু'রাক'আত বিশিষ্ট, কিছু চার রাক'আত বিশিষ্ট আর কিছু আছে তিন রাক'আত বিশিষ্ট, আর সমস্ত আলিমদের ঐকমত্য রয়েছে যে, বিত্‌র দু'রাক'আত এবং চার রাক'আত বিশিষ্ট হতে পারে না। এতে প্রমাণিত হলো যে, বিত্‌র তিন রাক'আত-ই হবে। এ বিশ্লেষণ তখনই হবে যখন বিত্‌র কে ফরয হিসাবে মেনে নেয়া হবে।

পক্ষান্তরে যদি বিত্‌র সুন্নাত হয়, তাহলে আমরা দেখতে পাই যে, প্রত্যেক সুন্নাতেরই দৃষ্টান্ত ফরযের মধ্যেও বিদ্যমান রয়েছে। কিছু সালাত নফল আর কিছু ফরয। অনুরূপ অবস্থা সাদকারও। নফল সাদাকার মূল রয়েছে,ফরযের মধ্যে। আর সেটি হচ্ছে, যাকাত। এমনিভাবে (নফল) সিয়াম, ফরযের মধ্যে এর মূল বিদ্যমান রয়েছে, সেটি হচ্ছে, রামাদান মাসের সিয়াম এবং কাফ্‌ফারাসমূহের সিয়াম, যা আল্লাহ্ তা'আলা ওয়াজিব করেছেন। অনুরূপভাবে নফল হজ্জ, এর মূল বিদ্যমান রয়েছে, ইসলামের ফরয হজ্জে। অনুরূপ অবস্থা উমরার যা নফল হিসাবে আদায় করা হয়। তবে উমরা ওয়াজিব হওয়ার ব্যাপারে মতবিরোধ রয়েছে, ইনশাআল্লাহ যথাস্থানে এটি বর্ণনা। অনুরূপভাবে নফল গোলাম আযাদ করা, ফরযের মধ্যে এর মূল রয়েছে, সেটি হচ্ছে, যিহারের কাফ্‌ফারা এবং অন্যান্য কাফফারা, যা আল্লাহ্ তা'আলা কুরআন শরীফে ফরয করেছেন।

বস্তুত উল্লিখিত এ সমস্ত নফল ইবাদত যার প্রতিটির জন্য ফরযের মধ্যে মূল বিদ্যমান রয়েছে। আমরা এরূপ কোন নফলের অস্তিত্ব দেখতে পাই না যার মূল ফরযের মধ্যে বিদ্যমান নেই। তবে হ্যাঁ এরূপ কিছু বস্তু আমরা দেখতে পাই, যা ফরয, কিন্তু এর জন্য নফল সাব্যস্ত করা বৈধ নয়। যেমন জানাযার সালাত। এটি তো ফরয, এর জন্য নফল সাব্যস্ত করা বৈধ নয় এবং কারো জন্য কোন মৃতের উপর দু'বার জানাযার সালাত আদায় করা, এবং দ্বিতীয়টি নফল সাব্যস্ত করা জায়িয নয়। অতএব প্রমাণিত হলো যে, কোন কোন ফরয এরূপ হয় যার অনুরূপ নফল সাব্যস্ত করা জায়িয নয়। আর আমরা এরূপ

কোন নফলের অস্তিত্ব খুঁজে পাইনি যার দৃষ্টান্ত ফরযের মধ্যে বিদ্যমান নেই, যার থেকে এটা নেয়া হয়েছে।

অতএব বিত্‌র যদি নফল হয় তাহলে এর জন্য অবশ্যই ফরযের মধ্যে দৃষ্টান্ত বিদ্যামন থাকতে হবে। আর আমরা ফরযের মধ্যে এর দৃষ্টান্ত তিন রাক'আতকে (মাগরিব) পাই। এতে প্রমাণিত হলো যে, বিত্‌র তিন রাক'আত।

বস্তুত এটি-ই হচ্ছে, যুক্তিভিত্তিক বিশ্লেষণ। আর এটি-ই আবূ হানীফা (র), আবূ ইউসুফ (র) ও মুহাম্মদ (র)-এর উক্তি ও অভিমত।

সংশ্লিষ্ট বিষয়ে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সাহাবীগণ থেকে নিম্নোক্ত রিওয়ায়াতসমূহ বর্ণিত আছে ঃ

١٦١٥- حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ اَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَنَّ مَالِكًا حَدَّثَهُ ح وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ قَالَ ثَنَا مَالِكُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يُوْسُفَ عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيْدَ قَالَ اَمَرَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اُبَىَّ بْنَ كَعْبٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ وَتَمِيْمَا الدَّارِىْ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنْ يَقُوْمَا لِلنَّاسِ بِاِحْدٰى عَشْرَةَ رَكْعَةً قَالَ فَكَانَ الْقَارِئُ يَقْرَأُ بِالْمِئِيْنَ حَتّٰى يَعْتَمِدَ عَلَى الْعَصَرِ مِنْ طُوْلِ الْقِيَامِ وَمَا كُنَّا نَنْصَرِفُ اِلاَّ فِىْ فُرُوْعِ الْفَجْرِ -

১৬১৫. ইউনুস (র) ও আবূ বাকরা (র) ..... সায়িব ইব্‌ন ইয়াযিদ (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেনঃ উমর (রা) উবায় ইব্‌ন কা'ব (রা) ও তামীমে দারী (রা)-কে নির্দেশ প্রদান করলেন, যেন তাঁরা উভয়ে লোকদেরকে নিয়ে এগার রাক'আত (সালাত) আদায় করেন। রাবী বলেন, কারী (কুরআন পাঠকারী) দু'শত আয়াত পাঠ করছেন, ফলে দীর্ঘ কিয়ামের কারণে তিনি লাঠির উপর ভর দিতেন। আর আমরা (সালাত থেকে) ফজরের আগে ফিরতাম না। বস্তুত এতে প্রমাণিত হয় যে, তারা বিত্‌র তিন রাক'আত আদায় করতেন। যেহেতু এটি হতে পারে না যে তাঁরা এক জোড় রাক'আত (শাফ'আ) আদায় করতেন তারপর তাঁরা ফিরে যেতেন এবং তা আদায় করতেন অন্য জোড় রাক'আত দ্বারা।

١٦١٦- حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٰنَ الْجُعْفِىُّ قَالَ اَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ عَمْرُو عَنِ ابْنِ اَبِىْ هِلاَلٍ عَنْ ابْنِ السَّبَّاقِ عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ قَالَ دَفَنَّا اَبَا بَكْرٍ لَيْلاً فَقَالَ عُمَرُ اِنِّىْ لَمْ اُوْتِرْ فَقَامَ وَصَفَفْنَا وَرَاءَهُ فَصَلّٰى بِنَا ثَلٰثَ رَكْعَاتٍ لَمْ يُسَلِّمْ اِلاَّ فِىْ اٰخِرِهِنَّ -

১৬১৬. ইব্‌ন আবূ দাউদ (র) ..... মিস্ওয়ার ইব্‌ন-মাখ্‌রামা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন ঃ আমরা আবূ বকর (রা)-কে রাতে দাফন করেছি। উমর (রা) বললেন, আমি তো বিত্‌র আদায় করিনি। তিনি দাঁড়িয়ে গেলেন আর আমরাও তাঁর পিছনে কাতারবন্দী হয়ে দাঁড়িয়ে গেলাম। তিনি আমাদেরকে নিয়ে তিন রাক'আত আদায় করলেন। তিনি সালাত শেষ না করে সালাম ফিরালেন না।

١٦١٧- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ خَلْدَةَ قَالَ سَأَلْتُ اَبَا الْعَالِيَةِ عَنِ الْوِتْرِ فَقَالَ عَلِمْنَا اَصْحَابَ مُحَمَّدٍ ﷺ اَوْ عَلَّمُوْنَا اَنَّ الْوِتْرَ مِثْلَ صَلٰوةِ الْمَغْرِبِ غَيْرَ اَنَّا نَقْرَأُ فِى الثَّالِثَةِ فَهٰذَا وِتْرُ اللَّيْلِ وَهٰذَا وِتْرُ النَّهَارِ -

১৬১৭. আবূ বাকরা (র) ..... আবূ খাল্‌দা (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন ঃ আমি আবুল আলিয়া (র)-কে বিত্‌র সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছি। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সাহাবীগণ সম্পর্কে জেনেছি অথবা তাঁরা আমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন যে, বিত্‌র মাগরিবের সালাতের অনুরূপ। কিন্তু আমরা তৃতীয় রাক'আতে কিরা'আত পাঠ করতাম। এটি হচ্ছে, রাতের বিত্‌র, আর অন্যটি (মাগরিব) হচ্ছে দিনের বিত্‌র।

١٦١٨- حَدَّثَنَا اَبُوْ بِشْرٍ الرَّقِىُّ قَالَ ثَنَا شُجَاعٌ عَنْ سُلَيْمٰنَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ اَلْوِتْرُ ثَلٰثٌ كَوِتْرِ النَّهَارِ صَلٰوةِ الْمَغْرِبِ -

১৬১৮. আবূ বিশ্‌র আল-রকী' (র) ..... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসঊদ (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে; তিনি বলেছেন ঃ বিত্‌র হলো তিন রাক'আত, দিনের বিত্‌র তথা মাগরিবের সালাতের অনুরূপ।

١٦١٩- حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا اَبُوْ حُذَيْفَةَ قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الاَعْمَشِ عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحَارِثِ فَذَكَرَ مِثْلَهُ بِاِسْنَادِهِ -

১৬১৯. ইব্‌ন মারযূক (র) ..... মালিক ইব্‌ন হারিস (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি অনুরূপ উল্লেখ করেছেন।

١٦٢٠- حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ عَبْدِ الرَّحمنِ قَالَ ثَنَا سَعِيْدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ ثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ اَنَسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ اَلْوِتْرُ ثَلٰثُ رَكْعَاتٍ وَكَانَ يُوْتِرُ بِثَلٰثِ رَكْعَاتٍ -

১৬২০. সালিহ ইব্‌ন আবদুর রহমান (র) ..... আনাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন ঃ বিত্‌র হলো তিন রাক'আত। আর তিনি তিন রাক'আতে বিত্‌র আদায় করতেন।

١٦٢١- حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا عَفَّانُ قَالَ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ ثَنَا ثَابِتٌ قَالَ صَلَّى بِىْ اَنَسُ اَلْوِتْرَاَنَا عَنْ يَمِيْنِه وَاُمُّ وَلَدِه خَلْفَنَا ثَلٰثَ رَكْعَاتٍ لَمْ يُسَلِّمْ اِلاَّ فِىْ اٰخِرِهِنَّ ظَنَنْتُ اَنَّهُ يُرِيْدُ اَنْ يُعَلِّمَنِىْ -

১৬২১. ইব্‌ন মারযূক (র) ..... সাবিত (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন ঃ আমাকে নিয়ে আনাস (রা) বিত্‌র-এর সালাত তিন রাক'আত আদায় করেছেন। আমি ছিলাম তাঁর ডান পার্শ্বে আর তাঁর উম্মে ওয়ালাদ ছিলো আমাদের পিছনে। তিনি একমাত্র শেষ রাক'আতে সালাম ফিরিয়েছেন। আমার ধারণা, তিনি আমাকে শিখানোর ইচ্ছা পোষণ করেছিলেন।

١٦٢٢– حَدَّثَنَا اَبُوْ اُمَيَّةَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ عَاصِمٍ عَنْ اِبْنِ عَجْلاَنَ عَنْ نَافِعٍ وَالْمَقْبُرِىُّ سَمِعًا مُعَاذًا بْنُ الْحَارِثُ اَلْقَارِىْ يُسَلِّمُ فِى الرَّكْعَتَيْنِ مِنَ الْوِتْرِ ـ

১৬২২. আবূ উমায়্যা (র) ..... নাফি' (র) ও আল-মাক্বুরী (র) উভয়ে মু'আয ইব্নুল হারিস আল-কারী (রা)-কে বিত্রের দু'রাক'আতে সালাম ফিরাতে শুনেছেন।

١٦٢٣– حَدَّثَنَا فَهَدٌ قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنِى اللَّيْثُ عَنْ عَيَّاش بْنِ عَبَّاسِ الْقِتْبَانِىِّ عَنْ عَامِرِ بْنِ يَحْيَى عَنْ حَنَشِ الصَّنْعَانِىِّ قَالَ كَانَ مُعَاذٌ يَقْرَأُ لِلنَّاسِ فِىْ رَمَضَانَ فَكَانَ يُوتِرُ بِوَاحِدَةٍ يَفْصِلُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الثِّنْتَيْنِ بِالسَّلاَمِ حَتّٰى يَسْمَعَ مَنْ خَلْفَهٗ تَسْلِيْمَهٗ فَلَمَّا تَوَفّٰى قَامَ لِلنَّاسِ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ فَاَوْتَرَ بِثَلْثٍ لَمْ يُسَلِّمْ حَتّٰى فَرَغَ مِنْهُنَّ فَقَالَ لَهُ النَّاسُ اَرَغِبْتَ عَنْ سُنَّةِ صَاحِبِكَ فَقَالَ لاَ وَلٰكِنْ اِنْ سَلَّمْتُ اِنْفَضَّ النَّاسُ ـ

১৬২৩. ফাহাদ (র) ..... হানাশ আল-সান্'আনী (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন ঃ মু'আয (রা) রামাদানে লোকদেরকে (সালাতে কুরআন) পাঠ করে (শুনাতেন)। তিনি এক রাক'আতে বিত্র করতেন, এক রাক'আতের এবং দু'রাক'আতের মাঝখানে সালাম দ্বারা পৃথক করতেন। যাতে তাঁর পিছনে উপস্থিত ব্যক্তি সালামের (আওয়ায) শুনতো। তিনি যখন ওফাত পেলেন তখন যায়দ ইব্ন সাবিত (রা) (সালাতে) লোকদের জন্য দাঁড়ালেন। তিনি তিন রাক'আতে বিত্র আদায় করেছেন এবং শেষ রাক'আতে সালাম ফিরিয়েছেন। এতে লোকেরা বলল, আপনি কি আপনার সাথীর সুন্নাত থেকে ফিরে গেলেন ? তিনি বললেন, না, কিন্তু আমি যদি সালাম ফিরাই তাহলে এরপর লোকেরা বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে।

বস্তুত রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর এ সমস্ত সাহাবা (রা) সকলেই তিন রাক'আতে বিত্র আদায় করতেন। এদের কেউ দু'রাক'আতে সালাম ফিরাতেন, কেউ সালাম ফিরাতেন না। যখন তাঁদের থেকে প্রমাণিত হলো যে, বিত্র তিন রাক'আত তখন আমরা দু'রাক'আতে সালাম ফিরানোর বিধানের প্রতি মনোযোগ দিলাম যে, এটি কিরূপ ?

লক্ষ্য করলাম যে, সালাম সালাতকে ছিন্ন করে দেয় এবং এর দ্বারা মুসলিম সালাত থেকে বের হয়ে যায়। আর আমরা ফরযের ব্যাপারে আলিমদের ঐকমত্য দেখেছি যে, ফরযের কিছু অংশকে কিছু অংশ থেকে সালাম দ্বারা পৃথক করা উচিত নয়। অতএব যুক্তির নিরিখে বিত্রের ক্ষেত্রেও অনুরূপ হওয়া বাঞ্ছনীয় যে, এর কিছু অংশ কিছু অংশ থেকে সালাম দ্বারা পৃথক হওয়া উচিত নয়।

কোন প্রশ্নকারী যদি প্রশ্ন উত্থাপন করে যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর একাধিক সাহাবী থেকে বর্ণিত আছে যে, তাঁরা বিত্র এক রাক'আত আদায় করেছেন। যেমন উল্লেখ্য ঃ

١٦٢٤– حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْخُزَاعِىُّ قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ التَّيْمِىِّ قَالَ قُلْتُ لاَ يَغْلِبُنِىْ اللَّيْلَةَ عَلَى الْمَقَامِ

اَحَدُ فَقُمْتُ اُصَلِّىْ فَوَجَدْتُّ حِسَّ رَجُلٍ مِنْ خَلْفِىْ فِىْ ظَهْرِىْ فَنَظَرْتُ فَاذَا عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ فَتَنَحَّيْتُ لَهُ فَتَقَدَّمَ فَاسْتَفْتَحَ الْقُرْاٰنَ حَتّٰى خَتَمَ ثُمَّ رَكَعَ وَسَجَدَ فَقُلْتُ اَوْهَمَ الشَّيْخُ فَلَمَّا صَلّٰى قُلْتُ يَا اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ اَمَّا صَلَّيْتَ رَكْعَةً وَاحِدَةً فَقَالَ اَجَلْ هِىَ وِتْرِىْ -

১৬২৪. আবূ বাকরা (র) ..... আবদুর রহমান আল-তায়মী (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন ঃ আমি (মনে মনে) বললাম, আজ কিয়ামুল-লায়ল তথা রাতের সালাত আদায়ে আমার উপর কেউ বিজয়ী হতে পারবে না। তাই আমি সালাত আদায় করতে লাগলাম। হঠাৎ আমার পিছনে এক ব্যক্তির উপস্থিতি অনুভব করলাম। লক্ষ্য করে দেখলাম যে, উসমান ইব্ন আফ্ফান (রা)। আমি তার জন্য পিছনে কিছুটা সরে এলাম, তিনি আগে বেড়ে গিয়ে কুরআন শরীফ পড়া শুরু করে দিলেন এবং পূর্ণ কুরআন খতম করে ফেললেন। তারপর রুকূ এবং সিজ্দা করলেন। আমি (মনে মনে) বললাম, শায়খ তা বিভ্রাট করে ফেলেছেন। তিনি যখন সালাত শেষ করলেন, আমি তাঁকে বললাম, হে আমীরুল মু'মিনীন, আপনিতো শুধু এক রাক'আত আদায় করেছেন। তিনি বললেন, হাঁ, এটি আমার বিত্র।

এর উত্তরে বলা হবে যে, সম্ভবত উসমান (রা) তাঁর দু রাক'আত এবং বিত্রের মধ্য ভাগে পার্থক্য করেছিলেন। তিনি দু'রাক'আত ইতিপূর্বে আদায় করে ফেলেছিলেন তারপর তিনি বিত্র আদায় করেছেন, যখন তাঁকে, আবদুর রহমান (রা) দেখছিলেন। আর আবদুর রহমান (রা) কর্তৃক উসামন (রা)-এর কাজের প্রতি আপত্তি করায় বুঝা যাচ্ছে যে, পূর্ব থেকে বিত্র তিন রাক'আত চালু ছিল এবং তিনি উসমান (রা)-এর কর্মের বিপরীত তথা তিন রাক'আতকে বিত্র হিসাবে জানতেন। আবদুর রহমান (রা) একজন সাহাবী ছিলেন। আর এভাবে এ বিষয়বস্তু প্রথম বিষয়বস্তুর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়।

এ বিষয়ে কেউ যদি সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত হাদীস দ্বারা দলীল উত্থাপন করে ঃ

١٦٢٥- حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ قَالَ ثَنَا بَكْرُ بْنُ مُضَرَ عَنْ جَعْفَرَ بْنِ رَبِيْعَةَ حَدَّثَهُمْ عَنْ يَعْقُوْبَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الاَشَجِّ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ شَهِدَ عِنْدِىْ مَنْ شِئْتَ مِنْ اٰلِ سَعْدِ بْنِ اَبِىْ وَقَّاصٍ اَنَّ سَعْدَ بْنَ اَبِىْ وَقَّاصٍ كَانَ يُوْتِرُ بِوَاحِدَةٍ -

১৬২৫. ইউনুস (র) ..... সাঈদ ইব্নুল মুসাইয়্যাব (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন ঃ আমার নিকট সা'দ ইব্ন আবী ওয়াক্কাস (রা)-এর খান্দানের বৃদ্ধ লোকেরা এসে সাক্ষ্য দিয়েছে যে, সা'দ ইব্ন আবী ওয়াক্কাস (রা) এক রাক'আতে বিত্র আদায় করতেন।

١٦٢٦- حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ ثَنَا سَعِيْدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ ثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ ثَنَا حُصَيْنٌ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّهُ كَانَ يُوْتِرُ بِوَاحِدَةٍ -

১৬২৬. সালিহ্ ইব্ন আবদুর রহমান (র) ..... মুস্‌আব ইব্ন সা'দ (র) স্বীয় পিতা সা'দ (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি এক রাক'আতে বিত্‌র আদায় করতেন।

١٦٢٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ رَجَاءٍ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَلَمَةَ قَالَ اَمَّنَا سَعْدُ بْنُ اَبِي وَقَّاصٍ فِيْ صَلٰوةِ الْعِشَاءِ الْاٰخِرَةِ فَلَمَّا انْصَرَفَ تَنَحّٰى فِيْ نَاحِيَةِ الْمَسْجِدِ فَصَلّٰى رَكْعَةً فَاتَّبَعْتُه فَاَخَذْتُ بِيَدِهٖ فَقُلْتُ لَهٗ يَا اَبَا اِسْحٰقَ مَا هٰذِهِ الرَّكْعَةُ فَقَالَ وِتْرٌ اَنَامُ عَلَيْهِ قَالَ عَمْرٌو فَذَكَرْتُ ذٰلِكَ لِمُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ فَقَالَ كَانَ يُوْتِرُ بِرَكْعَةٍ يَعْنِيْ سَعْدًا ـ

১৬২৭. মুহাম্মদ ইব্ন খুযায়মা (র) ..... আবদুল্লাহ্ ইব্ন সালামা (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন ঃ সা'দ ইব্ন আবী ওয়াক্কাস (রা) ইশা'র সালাতে আমাদের ইমামতি করেছেন। তিনি যখন সালাত শেষ করলেন তখন মসজিদের এক কোণে সরে গিয়ে এক রাক'আত স্বালাত (বিত্‌র) আদায় করলেন। আমি তাঁর পিছনে গেলাম, এবং তাঁর হাত ধরে বললাম হে আবূ ইস্‌হাক এ এক রাক'আত কি ? তিনি বললেন, বিত্‌র, এর উপর আমি ঘুমাব। আম্‌র (র) বললেন, আমি ঘটনা মুস্‌আব ইব্ন সা'দ-এর নিকট উল্লেখ করলে তিনি বললেন, তিনি অর্থাৎ সা'দ (রা) এক রাক'আতে বিত্‌র করতেন।

তাকে উত্তরে বলা হবে, অবশ্যই এখানে সম্ভাবনা রয়েছে যে, সা'দ (রা) এ বিষয়ে তা-ই করেছেন যা উসমান (রা) করেছেন, যা ইতিপূর্বে আমরা উল্লেখ করে এসেছি।

কেউ যদি প্রশ্ন উত্থাপন করে বলে যে, আম্‌র ইব্ন মুররা (রা)-এর হাদীসে এর পরিপন্থী বুঝা যাচ্ছে। যেহেতু তিনি বলেছেন ঃ (উসমান রা) আমাদেরকে নিয়ে সালাত আদায় করেছেন। তারপর সালাত শেষে (মসজিদের এক কোণে) সরে গিয়ে এক রাক'আত (বিত্‌র) আদায় করেছেন।

উত্তরে তাকে বলা হবে ঃ এখানে প্রস্থান থেকে নিজ গৃহ অভিমুখে প্রস্থান করার অবশ্যই সম্ভাবনা বিদ্যমান রয়েছে। আর (সা'দ রা) তাঁর সালাত থেকে ফিরার পর এর পূর্বে বিত্‌রের দু'রাক'আত আদায় করে ফেলেছেন।

١٦٢٨- حَدَّثَنَا اَبُوْ اُمَيَّةَ قَالَ ثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنِ عَطَاءٍ قَالَ ثَنَا دَاوُدُ بْنُ اَبِىْ هِنْدٍ عَنْ عَامِرٍ قَالَ كَانَ اٰلُ سَعْدٍ وَاٰلُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ يُسَلِّمُوْنَ فِيْ الرَّكْعَتَيْنِ مِنَ الْوِتْرِ وَيُوْتِرُوْنَ بِرَكْعَةٍ رَكْعَةً ـ

১৬২৮. আবূ উমাইয়া (র) ..... আমির (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন ঃ সা'দ (রা) ও আবদুল্লাহ ইব্ন উমর (রা)-এর খান্দান বিত্‌রের দু'রাক'আতে সালাম ফিরাতেন এবং তাঁরা এক রাক'আতে বিত্‌র করতেন।

অবশ্যই এ হাদীসে শা'বী (র) বিত্‌র সম্পর্কে সা'দ (রা)-এর খান্দানের মায্‌হাব বর্ণনা করেছেন। আর তাঁরা সা'দ (রা) এবং তাঁর কার্যাদির অনুসরণকারী ছিলেন। তাঁদের এক রাক'আত করে যে

বিত্‌র ছিলো তা হচ্ছে, সালাত পরবর্তী বিত্‌র। যা তাঁরা বিত্‌র এবং বিত্‌রের পূর্ববর্তী দু'রাক'আতের মাঝখানে সালাম দ্বারা পৃথক করতেন।

বস্তুত এটি তাদের উক্তির স্বপক্ষে-ই যাচ্ছে, যারা তিন রাক'আতে বিত্‌র আদায় করার মত ব্যক্ত করেছেন।

١٦٢٩– حَدَّثَنَا بَكَّارٌ قَالَ ثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا حَمَّادٌ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ اَنَّ اِبْنَ مَسْعُوْدٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَابَ ذٰلِكَ عَلٰى سَعْدٍ ـ

১৬২৯. বাক্কার (র) ..... ইবরাহীম (নাখ্‌ঈ) (র) থেকে বর্ণনা করেন যে,ইব্‌ন মাসঊদ (রা) এ বিষয়ে সা'দ (রা)-এর সমালোচনা করেছেন।

আর আমাদের নিকট এটি অসম্ভব ব্যাপার যে, আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসঊদ (রা) এ বিষয়ে সা'দ (রা)-এর সমালোচনা করবেন অথচ সা'দ (রা) তাঁর অপেক্ষা ইল্‌ম ইত্যাদির দিক থেকে শ্রেষ্ঠ। এতে প্রমাণিত হয় যে, ইব্‌ন মাসঊদ (রা)-এর নিকট সা'দ (রা)-এর এ কাজের পরিপন্থী রিওয়ায়াত বিদ্যমান রয়েছে যা তাঁর আমল অপেক্ষা উত্তম। যদি ইব্‌ন মাসঊদ (রা) নিজের অভিমত ও ইজ্‌তিহাদ দ্বারা তাঁর বিরোধিতা করতেন তাহলে কখনো তাঁর অভিমত সা'দ (রা)-এর অভিমত অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হতো না। অতএব বুঝা গেল যে, ইব্‌ন মাসঊদ (রা) এ বিষয়ে সা'দ (রা)-এর কার্যের বিরোধিতা এবং তাঁর সমালোচনা নিজস্ব অভিমত দ্বারা করেননি। (বরং রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদীস দ্বারা করেছেন)।

এ বিষয়ে যদি নিম্নোক্ত হাদীস দ্বারা দলীল পেশ করে প্রশ্ন উত্থাপন করা হয় ঃ

١٦٣٠– حَدَّثَنَا فَهَدُ قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ عَنِ الاَوْزَاعِىِّ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِىْ مَرْيَمَ عَنْ اَبِىْ عُبَيْدِ اللّٰهِ قَالَ رَأَيْتُ اَبَا الدَّرْدَاءِ وَفَضَالَةَ بْنَ عُبَيْدٍ وَمُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ يَدْخُلُوْنَ الْمَسْجِدَ وَالنَّاسُ فِىْ صَلٰوةِ الْغَدَاةِ فَيَتَنَحَّوْنَ اِلٰى بَعْضِ السَّوَارِىْ فَيُوْتِرُ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمْ بِرَكْعَةٍ ثُمَّ يَدْخُلُوْنَ مَعَ النَّاسِ فِى الصَّلٰوةِ ـ

১৬৩০. ফাহাদ (র) ..... আবূ উবায়দুল্লাহ্ (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন ঃ আমি আবূদ্দারদা (রা), ফুযালা ইব্‌ন উবায়দ (রা) ও মু'আয ইব্‌ন জাবাল (রা)-কে মসজিদে প্রবেশ করতে দেখেছি, তখন লোকেরা ফজরের সালাত আদায় করছে। তাঁরা সকলেই (মসজিদের) কতেক খুঁটির সামনে গিয়ে এক রাক'আত করে বিত্‌র আদায় করতেন। তারপর তাঁরা লোকদের সাথে (ফজরের) সালাতে শামিল হতেন।

এর উত্তরে তাকে বলা হবে, সম্ভবত তাঁরা সকলেই নিজ নিজ গৃহে অনেক জোড় রাক'আত সম্বলিত সালাত আদায় করার পর এরূপ করতেন। তাঁরা গৃহে যে সালাত আদায় করতেন তা হতো (দু'রাক'আত) আর মসজিদে যা আদায় করতেন তা হতো বিত্‌র।

বস্তুত এটিও এ কথার প্রমাণ বহন করছে যে, বিত্‌র তিন রাক'আত।

١٦٣١- حَدَّثَنَا رَبِيعُ الْمُؤَذِّنُ قَالَ ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِى ابْنُ اَبِى الزِّنَادِ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ اَثْبَتَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ الْوِتْرَ بِالْمَدِيْنَةِ بِقَوْلِ الْفُقَهَاءِ ثَلٰثًا لاَ يُسَلِّمُ اِلاَّ فِى اٰخِرِهِنَّ -

১৬৩১. রবী'উল মু'আয্যিন (র) ..... আবুয্ যিনাদ (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেনঃ উমর ইব্ন আবদুল আযীয (র) ফকীহদের অভিমত মুতাবিক মদীনা শরীফে মধ্যবর্তী সালাম ব্যতীত বিত্রকে তিন রাক'আত সাব্যস্ত করেছেন।

١٦٣٢- حَدَّثَنَا اَبُوْ الْعَوَامِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ الْمُرَادِىُّ قَالَ ثَنَا خَالِدُ بْنُ نِزَارِ الاَيْلِىُّ قَالَ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ اَبِى الزِّنَادِ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ السَّبْعَةِ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَعُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ وَالْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَاَبِىْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ وَخَارِجَةَ بْنِ زَيْدٍ وَعُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ فِىْ مَشْيَخَةٍ سِوَاهُمْ اَهْلِ فِقْهٍ وَصَلاَحٍ وَفَضْلٍ وَرُبَمَا اخْتَلَفُوْا فِى الشَّئِ فَاُخِذَ بِقَوْلِ اَكْثَرِهِمْ وَاَفْضَلِهِمْ رَأْيًا فَكَانَ مِمَّا وَعَيْتُ عَنْهُمْ عَلٰى هٰذِهِ الصِّفَةِ اَنَّ الْوِتْرَ ثَلٰثٌ لاَ يُسَلِّمُ اِلاَّ فِىْ اٰخِرِهِنَّ -

১৬৩২. আবুল আওয়াম মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবদুল জাব্বার আল-মুরাদী (র) ..... আবুয্ যিনাদ (র) সাতজন ফকীহ– সাঈদ ইব্নুল মুসাইয়্যাব (র), উরওয়া ইব্ন যুবায়র (র), কাসিম ইব্ন মুহাম্মদ (র), আবূ বকর ইব্ন আবদুর রহমান (র), খারিজা ইব্ন যায়দ (র), উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন আবদুল্লাহ্ (র) ও সুলায়মান ইব্ন ইয়াসীর (র) সহ প্রখ্যাত ও শ্রেষ্ঠ ইসলামী আইন বিশেষজ্ঞ মাশায়েখদের থেকে, যারা তাঁদের সমপর্যায়ভুক্ত। কখনো তারা কোন বিষয়ে মতবিরোধ করলে, তাদের অধিকাংশের মতামত এবং তাদের শ্রেষ্ঠ মতামত কে গ্রহণ করা হতো। আমি তাদের থেকে বিত্রকে এরূপই সংরক্ষণ করেছি যে, বিত্র তিন রাক'আত, একমাত্র এগুলোর শেষ রাক'আতে সালাম ফিরানো হবে।

বস্তুত আমাদের উল্লিখিত মদীনা শরীফের আলিম ও ফকীহগণ সকলেই ঐকমত্য পোষণ করেছেন যে, বিত্র তিন রাক'আত, একমাত্র এগুলোর শেষ রাক'আতেই সালাম ফিরাবে। আর এ বিষয়ে এদের অনুসরণ করেছেন উমর ইব্ন আবদুল আযীয (র)। এতে তাদের সমকক্ষ কেউ এর প্রতিবাদ করেননি। সাঈদ ইব্ন মুসাইয়্যাব (র) সা'দ (রা)-এর বিত্র (এক রাক'আত সম্পর্কে) জ্ঞাত হওয়া সত্ত্বেও এর বিপরীত (তিন রাক'আত)-এর ফাত্ওয়া প্রদান করেছেন এবং তিন রাক'আতকে এক রাক'আত অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ মনে করেছেন। ইব্ন যুবায়র (র) ও অনুরূপ ফাত্ওয়া প্রদান করেছেন। আর বিত্র সম্পর্কে তাঁর থেকে যুহরী (র) ও তাঁর পুত্র হিশাম (র) রিওয়ায়াত করেছেন, যা এ অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে।

অতএব এর বিপরীত মত পোষণ করা আমাদের মতে উচিত হবেনা। যেহেতু তিন রাক'আত বিত্রের স্বপক্ষে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর হাদীস, তাঁর সাহাবীগণের আমল এবং তাঁর পরবর্তী অধিকাংশের মতামত সাক্ষ্য বহন করে। তারপর এর উপর তাবেঈনদের ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

٣٣- بَابُ الْقِرَاءَةِ فِىْ رَكْعَتَىِ الْفَجْرِ

৩৩. অনুচ্ছেদ ঃ ফজরের দু'রাক'আত সুন্নাতের কিরা'আত

আবূ জাফর তাহাবী (র) বলেন যে, একদল আলিম বলেছেন ঃ ফজরের দু'রাক'আত সুন্নাতে কিরা'আত করবে না। অপর একদল আলিম বলেছেন ঃ ঐ দু'রাক'আতে শুধু সূরা ফাতিহা পাঠ করবে। এ বিষয়ে উভয় দল নিম্নোক্ত রিওয়ায়াত দ্বারা দলীল পেশ করেছেন ঃ

١٦٣٣- حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ اَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَنَّ مَا لِكًا حَدَّثَهُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ حَفْصَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا اُمَّ الْمُؤْمِنِيْنَ اَخْبَرَتْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ اِذَا سَكَتَ الْمُؤَذِّنُ مِنَ الْاَذَانِ لِصَلٰوةِ الصُّبْحِ اَوِ النِّدَاءِ بِالصُّبْحِ صَلّٰى رَكْعَتَيْنِ خَفِيْفَتَيْنِ قَبْلَ اَنْ تُقَامَ الصَّلٰوةُ -

১৬৩৩. ইউনুস (র) ..... ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণনা, করেন যে, উম্মুল মু'মিনীন হাফ্‌সা (রা) তাঁকে সংবাদ দিয়েছেন ঃ মুআয্‌যিন যখন ফজরের আযান শেষ করত, তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ (ফজরের) সালাত শুরু হওয়ার পূর্বে সংক্ষিপ্ত দু'রাক'আত সালাত আদায় করে নিতেন।

١٦٣٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اِدْرِيْسَ الْمَكِّىُّ رَضِىَ اللّٰهُ قَالَ ثَنَا الْحُمَيْدِىُّ قَالَ ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنِ اَبِىْ حَازِمٍ عَنْ مُوْسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ فَذَكَرَ بِاِسْنَادِهِ نَحْوَهُ -

১৬৩৪. মুহাম্মদ ইব্‌ন ইদ্রিস আল-মাক্কী (র) ..... নাফি' (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তারা বলেছেন ঃ ফজরের দু'রাক'আত সুন্নাতে সংক্ষিপ্তকরণই (তথা কিরা'আত না করা) সুন্নাত। আর যারা বলেন যে, উক্ত দু'রাক'আতে শুধু মাত্র সূরা ফাতিহা পড়া হবে তাঁদের মধ্যে মালিক ইব্‌ন আনাস (র) অন্যতম।

١٦٣٥- حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ اَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ قَالَ مَالِكُ بِذٰلِكَ اٰخُذُ فِىْ خَاصَّةِ نَفْسِىْ اَنْ اَقْرَاَ فِيْهِمَا بِاُمِّ الْقُرْاٰنِ -

১৬৩৫. ইউনুস (র)...... মালিক (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন ঃ শুধুমাত্র আমি আমার ব্যাপারেই এটি গ্রহণ করছি যে, উক্ত দু'রাক'আতে সূরা ফাতিহা পড়ব।

١٦٣٦- حَدَّثَنَا اَبُوْ اُمَيَّةَ قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ حُمْرَانَ قَالَ ثَنَا عَبْدُ الْحَمِيْدِ بْنِ جَعْفَرَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَمِيْرٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُصَلِّىْ رَكْعَتَىْ الْفَجْرِ رَكْعَتَيْنِ خَفِيْفَتَيْنِ حَتّٰى اَقُوْلَ هَلْ قَرَاَ فِيْهِمَا بِاُمِّ الْكِتَابِ -

১৬৩৬. আবূ উমাইয়া (র) ..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ফজরের দু'রাক'আত সুন্নাত সংক্ষিপ্ত করে আদায় করতেন। যাতে আমি বলছিলাম যে, তিনি কি উক্ত দু'রাক'আতে শুধু সূরা ফাতিহার পাঠ করেছেন ?

١٦٣٧- حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ ثَنَا يُوْسُفُ بْنُ عَدِيٍّ قَالَ ثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ فَذَكَرَ بِاسْنَادِهِ نَحْوَهُ -

১৬৩৭. হুসাইন ইব্ন নাস্র (র) ..... ইয়াহ্ইয়া ইব্ন সাঈদ (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

١٦٣٨- حَدَّثَنَا فَهْدٌ قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنِ صَالِحٍ قَالَ ثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ اَنَّ يَحْىٰ بْنَ سَعِيْدٍ حَدَّثَهُ اَنَّ مُحَمَّدَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ حَدَّثَهُ عَنْ اُمِّهِ عَمْرَةَ اَنَّ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَهُ -

১৬৩৮. ফাহাদ (র) ..... আম্রাহ (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, আয়েশা (রা) বলেছেন, এরপর তিনি অনুরূপ উল্লেখ করেছেন।

١٦٣٩- حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ قَالَ اَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ سَمِعْتُ عَمَّتِى عَمْرَةَ تُحَدِّثُ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ اِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَفِيْفَتَيْنِ اَقُوْلُ يَقْرَأُ فِيْهِمَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ -

১৬৩৯. ইব্ন মারযূক (র) ..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, যখন ফজরের ওয়াক্ত শুরু হত তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সংক্ষিপ্ত দু'রাক'আত (সুন্নাত) আদায় করতেন। আমি (সন্দেহ করে) বলেছিলাম, তিনি কি উক্ত দু'রাক'আতে শুধু সূরা ফাতিহার পাঠ করেছেন ?

আবূ জা'ফর তাহাবী (র) বলেন ঃ শু'বা (র) সূত্রে বর্ণিত (আয়েশা রা-এর) এ হাদীসের বিষয়বস্তু আয়েশা (রা)-এর অপরাপর হাদীসগুলোর পরিপন্থী যা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। যেহেতু তিনি বলেনঃ আয়েশা (রা) বলেছেন, আমি (মনে মনে) বলছিলাম, তিনি কি উক্ত দু'রাক'আতে সূরা ফাতিহা পড়েছেন ? এতে বরং উক্ত দু'রাক'আতে তাঁর কিরা'আত (পাঠ) প্রমাণিত হয়। অতএব এটি তাদের বিরুদ্ধে দলীল হিসাবে সাব্যস্ত হবে যারা উক্ত দু'রাক'আতে কিরা'আতকে অস্বীকার করেন। হতে পারে যে, তিনি উক্ত দু'রাক'আতে সূরা ফাতিহা এবং অন্য সূরা অতি সংক্ষিপ্তরূপে পড়েছেন। যাতে তাঁর সংক্ষিপ্তকরণের কারণে আয়েশা (রা) বলছিলেন, তিনি কি উক্ত দু'রাক'আতে শুধু সূরা ফাতিহা পড়েছেন ?

আয়েশা (রা) থেকে মুন্কাতি (বিচ্ছিন্ন) রূপে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ উক্ত দু'রাক'আতে দাঁড়িয়ে ব্যতীত অন্য সূরাও পড়তেন।

١٦٤٠- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا سَعِيْدُ بْنُ عَامِرٍ قَالَ ثَنَا هِشَامٌ عَنْ مُحَمَّدٍ اَنَّ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُخْفِىْ مَا يَقْرَأُ فِيْهِمَا وَذَكَرَتْ قُلْ يَا اَيُّهَا الْكَافِرُوْنَ وَقُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ -

১৬৪০. আবূ বাকরা (র) ..... মুহাম্মদ (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, আয়েশা (রা) বলেছেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ উক্ত দু'রাক'আতে বিনা আওয়াযে কিরা'আত করতেন। তিনি কুল, ইয়া আয়্যুহাল কাফিরূন (১০৯) এবং কুলহু ওয়াল্লাহু আহাদ (১১২)-এর উল্লেখ করেছেন।

বস্তুত আয়েশা (রা)-এর হাদীস দ্বারা যা শু'বা (র) রিওয়ায়াত করেছেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে সূরা ফাতিহার কিরা'আত এবং আবূ বাকরা'র এ হাদীসে 'কুল ইয়া আয়্যুহাল কাফিরূন' এবং 'কুলহু ওয়াল্লাহু আহাদ'-এর কিরা'আত অবশ্যই প্রমাণিত হয়েছে। এতে বুঝা গেল যে, তিনি উক্ত দু'রাক'আতে অপরাপর (নফল) সালাতের অনুরূপ কিরা'আত করতেন।

তারপর আমরা দৃষ্টি নিবদ্ধ করেছি যে, এ বিষয়ে আয়েশা (রা) ব্যতীত অন্য কেউ রিওয়ায়াত করেছেন কিনা ? আমরা দেখি ঃ

١٦٤١– فَاِذَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ اَبِىْ دَاوُدَ قَدْ حَدَّثَنَا قَالَ ثَنَا اَحْمَدُ بْنُ يُوْنُسَ قَالَ ثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ الْوَلِيْدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ اَبِىْ وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ مَا اُحْصِرُمَا سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقْرَأُ فِى الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ وَالرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ بِقُلْ يَا اَيُّهَا الْكَافِرُوْنَ وَقُلْ هُوَاللّٰهُ اَحَدُ ـ

১৬৪১. ইব্রাহীম ইব্ন আবূ দাঊদ (র) ..... আবদুল্লাহ ইব্ন মাসঊদ (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন ঃ আমি অসংখ্যবার রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে ফজরের সালাতের পূর্বে দু'রাক'আতে (সুন্নাত) এবং মাগরিবের পর দু'রাক'আতে কুল, ইয়া আয়্যুহাল কাফিরূন এবং কুল, হুওয়াল্লাহু আহাদ এর কিরা'আত করতে শুনেছি।

١٦٤٢– حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ رَجَاءَ قَالَ اَنَا اِسْرَائِيْلُ عَنْ اَبِىْ اِسْحٰقَ عَنْ مُجَاهِدٍ ح وَحَدَّثَنَا فَهْدٌ قَالَ ثَنَا اَبُوْ نُعَيْمٍ قَالَ ثَنَا اِسْرَائِيْلُ عَنْ اَبِىْ اِسْحٰقَ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ رَمَقْتُ النَّبِىَّ ﷺ اَرْبَعًا وَّ عِشْرِيْنَ مَرَّةً اَوْخَمْسًا وَّعِشْرِيْنَ مَرَّةً يَقْرَأُ فِى الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلٰوةِ الْغَدَاةِ وَفِىْ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ بِقُلْ يَا اَيُّهَا الْكَافِرُوْنَ وَقُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ ـ

১৬৪২. মুহাম্মদ ইব্ন খুযায়মা (র) ফাহাদ (র) ..... ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে চব্বিশ অথবা পচিশবার পর্যবেক্ষণ করেছি যে, তিনি ফজরের সালাতের পূর্বে দু'রাক'আতে এবং মাগরিবের পর দু'রাকআতে- কুল, ইয়া আয়্যহাল কাফিরূন এবং কুল হুওয়াল্লাহু আহাদ পড়েছেন।

١٦٤٣– حَدَّثَنَا رَبِيْعُ الْمُؤَذِّنُ قَالَ ثَنَا اَسَدٌ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَا ثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ قَالَ ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ حَكِيْمِ الْاَنْصَارِىُّ قَالَ اَنَا سَعِيْدُ

بْنُ يَسَارٍ اَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ يَقُوْلُ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَقْرَأُ فِيْ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ فِي الْاُوْلٰى مِنْهُمَا قُوْلُوْا اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَمَا اُنْزِلَ اِلَيْنَا الْاٰيَةَ وَفِي الثَّانِيَةِ قُلْ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَاشْهَدْ بِاَنَّا مُسْلِمُوْنَ ـ

১৬৪৩. রবি'উল মু'আয্যিন (র) ও ইব্ন আবী দাঊদ (র) ..... সাঈদ ইব্ন ইয়াসার (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি ইব্ন আব্বাস (রা)-কে বলতে শুনেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ফজরের (সুন্নাত) দু'রাক'আতের প্রথম রাক'আতে قُوْلُوْا اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَمَا اُنْزِلَ اِلَيْنَا (২ ঃ ১৩৬) এবং দ্বিতীয় রাক'আতে قُلْ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَاشْهَدْ بِاَنَّا مُسْلِمُوْنَ (৩ ঃ ৫২)[১] পড়তেন।

١٦٤٤– حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِيْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا سَعِيْدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ بْنِ مُوْسٰى قَالَ سَمِعْتُ اَبَا الْغَيْثِ يَقُوْلُ سَمِعْتُ اَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقْرَأُ فِي السَّجْدَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ فِي السَّجْدَةِ الْاُوْلٰى قُوْلُوْا اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَمَا اُنْزِلَ اِلَيْنَا وَمَا اُنْزِلَ اِلٰى اِبْرَاهِيْمَ الْاٰيَةَ وَفِي السَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ رَبَّنَا اٰمَنَّا بِمَا اَنْزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُوْلَ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِيْنَ ـ

১৬৪৪. ইব্ন আবী দাঊদ (র) ..... আবুল গায়স (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি আবূ হুরায়রা (রা)-কে বলতে শুনেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে ফজরের সালাতের পূর্বের (সুন্নাত) দু'রাক'আতের প্রথম রাক'আতে قُوْلُوْا اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَمَا اُنْزِلَ اِلَيْنَا وَمَا اُنْزِلَ اِلٰى اِبْرَاهِيْمَ এবং দ্বিতীয় রাক'আতে رَبَّنَا اٰمَنَّا بِمَا اَنْزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُوْلَ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّهِدِيْنَ (৩ঃ৫৩) কিরা'আত করতে শুনেছেন।

١٦٤٥– حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِيْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ مُوْسَى بْنِ خَلَفِ الْعَمِّيُّ قَالَ ثَنَا اَخِيْ خَلَفُ بْنُ مُوْسٰى عَنْ اَبِيْهِ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللّٰهُ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَقْرَأُ فِيْ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ بِقُلْ يَا اَيُّهَا الْكٰفِرُوْنَ وَ قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ ـ

১৬৪৫. ইব্ন আবী দাঊদ (র) ..... আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেনঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ফজরে দু'রাক'আত (সুন্নাতে) কুল, ইয়া আয়্যুহাল কাফিরুন এবং কুল হুওয়াল্লাহু আহাদ পড়তেন।

١٦٤٦– حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ يَحْيٰى بْنِ جَنَادٍ الْبَغْدَادِيُّ قَالَ ثَنَا يَحْيَى بْنُ مَعِيْنٍ قَالَ ثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ يَزِيْدَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اُنَيْسِ الْاَنْصَارِيُّ قَالَ

১. সম্ভবত ছাপার ভুল। আয়াতে قُلْ শব্দটি নেই। – সম্পাদক

سَمِعْتُ طَلْحَةَ بْنَ خِرَاشٍ يُحَدِّثُ عَنْ جَابِرٍ اَنَّ رَجُلاً قَامَ فَرَكَعَ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ فَقَرَأَ فِي الأوْلَى قُلْ يَا اَيُّهَا الْكٰفِرُوْنَ حَتّٰى إِنْقَضَتِ السُّوْرَةُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ هٰذَا عَبْدٌ اٰمَنَ بِرَبِّهِ ثُمَّ قَامَ فَقَرَأَ فِي الْاٰخِرَةِ قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ حَتّٰى انْقَضَتِ السُّوْرَةُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ هٰذَا عَبْدٌ عَرَفَ رَبَّهُ قَالَ طَلْحَةُ فَاَنَا اَسْتَحِبُّ اَنْ اَقْرَأَ هَاتَيْنِ السُّوْرَتَيْنِ فِي هَاتَيْنِ الرَّكْعَتَيْنِ ـ

১৬৪৬. মুহাম্মদ ইব্ন ইব্‌রাহীম (র) ..... জাবির (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, জনৈক ব্যক্তি উঠে ফজরের দু'রাক'আত (সুন্নাত) আদায় করলেন। তিনি প্রথম রাক'আতে সূরা কুল, ইয়া আয়্যুহাল কাফিরূন শেষ পর্যন্ত পড়েছেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, এ বান্দা এরূপ যে নিজ প্রতিপালকের প্রতি ঈমান এনেছে। তারপর ঐ ব্যক্তি উঠে দ্বিতীয় রাক'আতে সূরা কুল হুওয়াল্লাহু আহাদ শেষ পর্যন্ত পড়লেন। এতে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন এ বান্দা এরূপ যে নিজ প্রতিপালকের মা'রিফত (জ্ঞান) লাভ করেছে। তালহা (রা) বলেন ঃ আমি এ দু'রাকআতে এ দু'টি সূরার কিরা'আত করাকে পসন্দ করি।

বস্তুত এ হাদীসগুলোর মধ্যে কতেক হাদীসে এসেছে যে তিনি ﷺ কুল, ইয়া আয়্যুহাল কাফিরূন এবং কুল হুওয়াল্লাহু আহাদ পড়েছেন, কতেক হাদীসে এসেছে, তিনি অন্য সূরা পড়েছেন। কিন্তু এতে একথা নাকচ করা হয়নি যে, এর সাথে তিনি সূরা ফাতিহাও পড়েছেন। (বস্তুত তিনি সূরা ফাতিহাসহ অন্য সূরাও এতে পড়েছেন।)

অতএব আমাদের এ আলোচনা দ্বারা প্রমাণিত হলো যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যে রাক'আতকে সংক্ষিপ্ত করেছেন, এর অর্থ হলো, কিরা'আতের সাথে সংক্ষিপ্ত করণ এবং আমাদের উল্লিখিত বর্ণনার দ্বারা এটিও প্রমাণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ (ফাতিহা'র কিরা'আতের সাথে সাথে) অন্য সূরাও পড়তেন।

যারা উক্ত দু'রাক'আতে ফাতিহা ব্যতীত অন্য সূরা পড়াকে মাকরূহ মনে করে, এর ফলে তাদের উক্তি খন্ডন হয়ে গেছে। অতএব সাব্যস্ত হলো যে, উক্ত দু'রাক'আত (সুন্নাত) অন্যান্য নফলের ন্যায়। যেমনিভাবে নফল সালাতে কিরা'আত করা হয়, অনুরূপভাবে উক্ত দু'রাক'আতেও কিরা'আত পড়া হবে। আমরা এরূপ কোন নফল সালাত পাইনি যাতে কোনরূপ কিরা'আত করা হয় না এবং যাতে শুধু ফাতিহা পড়া হয়। আবার এরূপ কোন নফল সালাতও আমরা পাইনি যাতে দীর্ঘ কিরা'আত মাকরূহ। বরং দীর্ঘ কিরা'আত হলো পসন্দনীয়। আর এ বিষয়ে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে রিওয়ায়াত এসেছে ঃ সেগুলো থেকে উল্লেখ্য ঃ

١٦٤٧– حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ قَالَ ثَنَا شُجَاعُ بْنُ الْوَلِيْدِ قَالَ ثَنَا سُلَيْمٰنُ بْنُ مِهْرَانَ ح وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بِشْرٍ الرَّقِّيُّ قَالَ ثَنَا الْفِرْيَابِيُّ قَالَ ثَنَا مَالِكُ بْنُ مِغْوَلٍ عَنِ الاَعْمَشِ عَنْ اَبِيْ سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ اَتٰى رَجُلٌ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ اَيُّ الصَّلٰوةِ اَفْضَلُ قَالَ طُوْلُ الْقُنُوْتِ ـ

১৬৪৭. আলী ইব্ন মা'বাদ (র) আল-রকী' (র) ..... জাবির (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন ঃ জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট এসে জিজ্ঞাসা করল, কোন ধরনের সালাত উত্তম ? তিনি বললেনঃ যাতে দীর্ঘক্ষণ কিয়াম করা হয়।

١٦٤٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ النُّعْمَانِ قَالَ ثَنَا الْحُمَيْدِيُّ قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا الزُّبَيْرِ يُحَدِّثُ عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اَفْضَلُ الصَّلٰوةِ طُوْلُ الْقِيَامِ -

১৬৪৮. মুহাম্মদ ইব্ন নো'মান (র) ..... জাবির (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ সর্বোত্তম সালাত হচ্ছে দীর্ঘক্ষণ কিয়াম করা।

١٦٤٩- حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا اَبُوْ عَاصِمٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْرٍ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اَفْضَلُ الصَّلٰوةِ طُوْلُ الْقِيَامِ -

১৬৪৯. ইব্ন মারযূক (র.) ..... জাবির (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ সর্বোত্তম সালাত হলো দীর্ঘক্ষণ কিয়াম করা।

١٦٥٠- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ قَالَ ثَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِى سُلَيْمٰنَ عَنْ عَلِيٍّ الاَزْدِى عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ حَبْشِيٍ الْخَثْعَمِيِّ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ سُئِلَ اَىُّ الصَّلٰوةِ اَفْضَلُ قَالَ طُوْلُ الْقِيَامِ -

১৬৫০. আলী ইব্ন মা'বাদ (র) ..... আবদুল্লাহ্ ইব্ন হাব্শী আল-খাস্আমী (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে প্রশ্ন করা হয় কোন ধরনের সালাত উত্তম ? তিনি বল্লেনঃ দীর্ঘক্ষণ কিয়াম করা।

١٦٥١- حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ سِنَانٍ قَالَ ثَنَا حِبَّانُ قَالَ ثَنَا سُوَيْدُ اَبُوْ حَاتِمٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرِ اللَّيْثِيُّ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهٖ اَنَّ رَجُلاً سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ اَىُّ الصَّلٰوةِ اَفْضَلُ قَالَ طُوْلُ الْقُنُوْتِ وَسَمِعْتُ ابْنَ اَبِي عِمْرَانَ يَقُوْلُ -

১৬৫১. ইয়াযিদ ইব্ন সিনান (র) ..... উমায়ের ইব্ন কাতাদা লায়সী (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে প্রশ্ন করেন কোন ধরনের সালাত উত্তম ? তিনি বলেছেনঃ দীর্ঘক্ষণ কিয়াম করা।

তাহাবী (র) বলেন, আমি (আহমদ) ইব্ন আবী ইমরান (র)-কে বলতে শুনেছি যে, তিনি বলেছেন, আমি মুহাম্মদ ইব্ন সামা'আ' (র)-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, আমি মুহাম্মদ ইব্ন হাসান (শায়বানী) (র)-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন ঃ এটি-ই (দীর্ঘক্ষণ কিয়াম করা) আমরা গ্রহণ করি এবং এটি আমাদের নিকট অধিক রুকূ-সিজদা অপেক্ষা উত্তম। আর যখন এটি নফলের বিধানরূপে

সাব্যস্ত হলো, এদিকে ফজরের দু'রাক'আত (সুন্নাত) নফল সমূহের মধ্যে সর্বাপেক্ষা গুরুত্ববাহী ও উত্তম, অতএব অপরাপর নফল অপেক্ষা ফজরের সুন্নাতে দীর্ঘক্ষণ কিয়াম করা উত্তম বিবেচিত হবে। ফজরের দু'রাক'আত (সুন্নাত) সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণিত অন্যান্য হাদীস ঃ

١٦٥٢– وَرُوِىَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ فِيهِمَا مَا قَدْ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا سَعِيْدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْوَاسِطِىُّ قَالَ ثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اسْحٰقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ قُنْفُذٍ عَنْ ابْنِ سَيْلاَنَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ تَتْرُكُوْا رَكْعَتَىِ الْفَجْرِ وَلَوْ طَرَدَتْكُمُ الْخَيْلُ ـ

১৬৫২. ইব্ন আবী দাঊদ (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেনঃ তোমরা ফজরের দু'রাক'আত (সুন্নাত)-কে ছেড়ে দিওনা। যদিও তোমাদের বিরুদ্ধে অশ্বারোহী বাহিনী আক্রমণ করে।

١٦٥٣– حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ حَدَّثَنِى عَطَاءٌ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ لَمْ يَكُنْ عَلٰى شَىْءٍ مِنَ النَّوَافِلِ اَشَدَّ مُعَاهَدَةً مِنْهُ عَلَى الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ ـ

১৬৫৩. আবূ বাকরা (র) ..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ফজরের সালাতের পূর্বে দু'রাক'আত (সুন্নাত) কে যতবেশী গুরুত্ব প্রদান করতেন, অন্য কোন নফলকে এতটুকু গুরুত্ব দিতেন না।

١٦٥٤– حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُمَيْرٍ قَالَ ثَنَا حَفْصٌ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ فَذَكَرَ مِثْلَهُ بِاِسْنَادِهِ ـ

১৬৫৪. ইব্ন আবী দাঊদ (র) ..... আতা (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি অনুরূপ উল্লেখ করেছেন।

١٦٥٥– حَدَّثَنَا فَهْدٌ قَالَ ثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الْحَمِيْدِ قَالَ ثَنَا ابْنُ عَوَانَةَ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ اَوْفٰى عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ رَكْعَتَا الْفَجْرِ خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا ـ

১৬৫৫. ফাহাদ (র) ..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ ফজরের দু'রাক'আত (সুন্নাত) দুনিয়া এবং এর সবকিছু অপেক্ষা উত্তম।

আবূ জা'ফর তাহাবী (র) বলেন ঃ যখন ফজরের দু'রাক'আত (সুন্নাত) সর্বাপেক্ষা উত্তম নফল হিসাবে বিবেচিত, তাহলে এতে তা-ই উত্তমরূপে গণ্য হবে যা নফলের মধ্যে করা উত্তম।

١٦٥٦– حَدَّثَنِى ابْنُ اَبِى عِمْرَانَ قَالَ حَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ شُجَاعٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا حَنِيْفَةَ رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ يَقُوْلُ رُبَمَا قَرَأْتُ فِى رَكْعَتَىِ الْفَجْرِ جُزْئَيْنِ مِنَ الْقُرْاٰنِ -

১৬৫৬. ইব্ন আবী ইমরান (র) ..... হাসান ইব্ন যিয়াদ (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি (ইমাম) আবূ হানীফা (র)-কে বলতে শুনেছিঃ আমি অনেক সময় ফজরের দু'রাক'আত (সুন্নাতে) কুরআন শরীফের দু'পারা পাঠ করতাম।

বস্তুত এটি-ই আমরা গ্রহণ করছি। উক্ত দু'রাক'আতে কিরা'আত পাঠকে দীর্ঘায়িত করায় কোনরূপ অসুবিধা নেই। আর এটি আমাদের নিকট সংক্ষেপন অপেক্ষা উত্তম। যেহেতু এতে দীর্ঘক্ষণ কিয়াম করা হয় যাকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ অন্য নফল সালাতে উত্তম সাব্যস্ত করেছেন।

সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ইব্রাহীম (নাখঈ র) থেকেও রিওয়ায়াত করা হয়েছে ঃ

١٦٥٧– حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ عَامِرٍ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ ثَنَا مُسْلِمُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ ثَنَا هِشَامُ الدَّسْتَوَائِىُّ قَالَ ثَنَا حَمَّادٌ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ فَلَا صَلٰوةَ اِلاَّ الرَّكْعَتَيْنِ اَللَّتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ قُلْتُ لِاِبْرَاهِيْمَ اُطِيْلُ فِيْهِمَا الْقِرَاءَةَ قَالَ نَعَمْ اِنْ شِئْتَ -

১৬৫৭. আবূ বাকরা (র) ও ইব্ন খুযায়মা (র) ইব্রাহীম (নাখঈ) (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেনঃ যখন ফজর শুরু হয়, তখন ফজরের পূর্বে দু'রাক'আত (সুন্নাত) ব্যতীত অন্য কোন সালাত নেই। হাম্মাদ (র) বলেন, আমি ইব্রাহীম (র)-কে বললাম ঃ আমি কি উক্ত দু'রাক'আতে কিরা'আত পাঠ দীর্ঘ করতে পারব ? তিনি বললেন, হাঁ, যদি ইচ্ছা পোষণ কর।

উক্ত দু'রাক'আতে কিরা'আত পাঠ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ পরবর্তী (সাহাবীগণ) থেকে অনেক হাদীস বর্ণিত আছে। এগুলো উল্লেখ করে আমি তাদের বিরুদ্ধে দলীল উপস্থাপন করতে চাচ্ছি যারা বলে, উক্ত দু'রাক'আতে কিরা'আত পাঠ নেই। সে সমস্ত হাদীস নিম্নরূপ ঃ

١٦٥٨– حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ الْمُهَاجِرِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ النَّخْعِىِّ قَالَ كَانَ ابْنُ مَسْعُوْدٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ يَقْرَأُ فِى الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ وَفِى الرَّكَعَتَيْنِ قَبْلَ الصُّبْحِ قُلْ يَا اَيُّهَا الْكَافِرُوْنَ وَقُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ -

১৬৫৮. আবূ বাকরা (র) ..... ইব্রাহীম নাখঈ (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, ইব্ন মাসঊদ (রা) মাগরিবের পর দু'রাক'আতে এবং ফজরের পূর্বে দু'রাক'আতে কুল, ইয়া আয়্যুহাল কাফিরূন এবং কুল, হুওয়াল্লাহু আহাদ পাঠ করতেন।

١٦٥٩- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا سَعِيْدُ بْنُ عَامِرٍ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ الْمُغِيْرَةِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ اَصْحَابِهِ اَنَّهُمْ كَانُوْا يَفْعَلُوْنَ ذٰلِكَ ـ

১৬৫৯. আবূ বাকরা (র) ..... ইব্‌রাহীম (র)-এর শিষ্যদের থেকে বর্ণনা করেন যে, তাঁরা এরূপ করতেন (কিরা'আত পাঠ)।

١٦٦٠- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا سَعِيْدُ بْنُ عَامِرٍ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ قَالَ اَخْبَرَنِى الاَعْمَشُ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ اَنَّ اَصْحَابَ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ كَانُوْا يَفْعَلُوْنَ ذٰلِكَ ـ

১৬৬০. আবূ বাকরা (র) ..... ইব্‌রাহীম নাখঈ (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন মাসঊদ (রা)-এর শিষ্যবৃন্দ এরূপ (কিরা'আত পাঠ) করতেন।

١٦٦١- حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا اَبُوْ عَاصِمٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ الْمُسَيَّبِ اَنَّ اَبَا وَائِلٍ قَرَأَ فِىْ رَكْعَتَىِ الْفَجْرِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَبِاٰيَةٍ ـ

১৬৬১. ইব্‌ন মারযূক (র) ..... আলা ইব্‌ন মুসাইয়্যাব (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, আবূ ওয়ায়িল (র) ফজরের দু'রাক'আতে (সুন্নাতে) সূরা ফাতিহা এবং আয়াত পাঠ করেছেন।

١٦٦٢- حَدَّثَنَا يُوْنُسُ وَفَهْدٌ قَالاَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ قَالَ ثَنَا بَكْرُ بْنُ مُضَرَ قَالَ حَدَّثَنِى جَعْفَرُ بْنُ رَبِيْعَةَ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ جُبَيْرٍ اَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ وَيَقْرَأُ فِىْ رَكْعَتَىِ الْفَجْرِ بِاُمِّ الْقُرْاٰنِ لاَيَزِيْدُ مِنْهَا شَيْئًا ـ

১৬৬২. ইউনুস (র) ও ফাহাদ (র) ..... আব্‌দুর রহমান ইব্‌ন জুবায়র (র) থেকে বর্ণনা করেন যে; তিনি আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আমর (ইব্‌নুল আ'স রা)-কে ফজরের দু'রাক'আতে (সুন্নাতে) সূরা ফাতিহা পাঠ করতে শুনেছেন। এর সাথে অন্য কিছু অতিরিক্ত করেননি, তথা সূরা মিলাননি।

٣٤- بَابُ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ

৩৪. অনুচ্ছেদ ঃ আসরের পর দু'রাক'আতে

١٦٦٣- حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيْرٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ اَبِىْ اِسْحٰقَ عَنِ الاَسْوَدِ وَمَسْرُوْقٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا اَنَّهَا قَالَتْ مَاكَانَ الْيَوْمُ الَّذِىْ يَكُوْنُ عِنْدِىْ فِيْهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الاَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ ـ

১৬৬৩. ইব্‌ন মারযূক (র) ..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এমন কোন দিন আমার নিকট অবস্থানরত ছিলেন না, যাতে আসরের পর দু'রাক'আত সালাত আদায় করেননি।

١٦٦٤- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ دَاؤُدَ قَالَ ثَنَا مُوسَى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ قَالَ ثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنِ زِيَادٍ قَالَ ثَنَا الشَّيْبَانِيُّ قَالَ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنِ الاَسْوَدِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ رَكْعَتَانِ لَمْ يَكُنْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَدَعُهُمَا سِرًّا وَلاَ عَلاَنِيَةً رَكْعَتَانِ قَبْلَ الصُّبْحِ وَرَكْعَتَانِ بَعْدَ الْعَصْرِ -

১৬৬৪. আহমদ ইব্ন দাঊদ (র) ..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন ঃ দু'রাক'আত (সালাত) প্রকাশ্যে এবং গোপনে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ছাড়েননি। দু'রাক'আত ফজরের (সালাতের) পূর্বে এবং দু'রাক'আত আসরের পরে।

١٦٦٥- حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِيْ دَاؤُدَ قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُمَيْرٍ قَالَ ثَنَا حَفْصُ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ثُمَّ ذَكَرَ بِاِسْنَادِهٖ مِثْلَهٗ -

১৬৬৫. ইব্ন আবী দাঊদ (র) ..... শায়বানী (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

١٦٦٦- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا هِلاَلُ بْنُ يَحْيٰى قَالَ ثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ لاَيَدَعُ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ -

১৬৬৬. আবূ বাকরা (র) ..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেছেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আসরের পর দু'রাক'আত (সালাত) ছাড়তেন না।

١٦٦٧- حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِيْ دَاؤُدَ قَالَ ثَنَا الْمُقَدَّمِيُّ قَالَ ثَنَا عَبَّادُ بْنُ عَبَّادٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ وَاللّٰهِ مَا تَرَكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الرَّكْعَتَيْنِ عِنْدِيْ بَعْدَ الْعَصْرِ قَطُّ -

১৬৬৭. ইব্ন আবী দাঊদ (র) ..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন ঃ আল্লাহ্র শপথ, আমার নিকট রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আসরের পর দু'রাক'আত (সালাত) কখনো ছাড়েননি।

١٦٦٨- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ دَاؤُدَ قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيٰى بْنِ اَبِيْ عُمَرَ قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَتْ مَا دَخَلَ عَلَيَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَطُّ بَعْدَ الْعَصْرِ اِلاَّ صَلّٰى رَكْعَتَيْنِ -

১৬৬৮. আহমদ ইব্ন দাঊদ (র) ..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখনই আসরের পর কখনই আমার গৃহে আসতেন তখন অবশ্যই তিনি দু'রাক'আত (সালাত) আদায় করে নিতেন।

١٦٦٩- حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِى دَاوُدَ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ يُوْسُفَ قَالَ ثَنَا ابْنُ الرِّجَالِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا نَحْوَهُ -

১৬৬৯. ইব্ন আবী দাউদ (র) ..... আয়েশা (রা) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

١٦٧٠- حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِى دَاوُدَ قَالَ ثَنَا الحَوْضِىُّ قَالَ ثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ مُغِيْرَةَ عَنْ اُمِّ مُوْسٰى قَالَتْ اَتَيْتُ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا فَسَاَلْتُهَا عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ فَذَكَرَتْ عَنْهَا مِثْلَ ذٰلِكَ اَيْضًا -

১৬৭০. ইব্ন আবী দাউদ (র) ..... উম্মে মূসা (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন ঃ আমি আয়েশা (রা)-এর নিকট এসে আসরের পর দু'রাক'আত (সালাত) সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছি। তিনি তাঁর থেকেও অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

١٦٧١- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ قَالَ ثَنَا اِسْرَائِيْلُ عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ شُرَيْحٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُصَلِّىْ صَلٰوةَ الْعَصْرِ ثُمَّ يُصَلِّىْ بَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ -

১৬৭১. আবূ বাকরা (র) ..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আসরের সালাত আদায় করতেন, তারপর তিনি এর পরের দু'রাক'আত সালাত আদায় করতেন।

١٦٧٢- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ عَاصِمٍ قَالَ ثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا سَعْدَ الاَعْمٰى يُحَدِّثُ عَنْ رَجُلٍ يُقَالُ لَهُ السَّائِبُ مَوْلَى الْقَارِيِّيْنَ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِىِّ اَنَّهُ رَاٰهُ رَكَعَ بَعْدَ الْعَصْرِ رَكْعَتَيْنِ وَقَالَ لاَ اَدَعُهُمَا بَعْدَ مَا رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يُصَلِّيْهِمَا -

১৬৭২. আবূ বাকরা (র) ..... সায়িব নামক ব্যক্তি– যায়দ ইব্ন খালিদ জুহানী (রা) থেকে রিওয়ায়াত করেছেন যে, তিনি তাঁকে আসরের পর দু'রাক'আত (সালাত) আদায় করতে দেখেছেন। আর তিনি বলেছেনঃ যখন থেকে আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে এ দু'রাক'আত (সালাত) আদায় করতে দেখেছি তখন থেকে আমি এ দু'রাক'আত ছাড়িনি।

আবূ জা'ফর (তাহাবী র) বলেন ঃ একদল আলিম এ মত গ্রহণ করেছেন এবং তাঁরা বলেছেন ঃ আসরের পর কেউ দু'রাক'আত সালাত আদায় করাতে কোন দোষ নেই। উক্ত দু'রাক'আত তাঁদের নিকট সুন্নাত। এ বিষয়ে তারা (উল্লিখিত) হাদীসসমূহ দ্বারা দলীল পেশ করেন।

পক্ষান্তরে এ বিষয়ে অধিকাংশ আলিমগণ তাদের বিরোধিতা করেছেন এবং উক্ত দু'রাক'আতকে মাকরূহ বলেছেন।

তাঁরা এ বিষয়ে নিম্নোক্ত হাদীসসমূহ দ্বারা দলীল পেশ করে থাকেন ঃ

١٦٧٣- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ قَالَ ثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُوسَى الْعَبْسِيُّ قَالَ اَنَا طَلْحَةُ بْنُ يَحْيٰى عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُتْبَةَ اَنَّ مُعَاوِيَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَرْسَلَ اِلٰى اُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا يَسْأَلُهَا عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ رَكَعَهُمَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بَعْدَ الْعَصْرِ فَقَالَتْ نَعَمْ صَلّٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عِنْدِىْ رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ فَقُلْتُ اُمِرْتَ بِهِمَا قَالَ لَاوَلٰكِنِّىْ كُنْتُ اُصَلِّيْهِمَا بَعْدَ الظُّهْرِ فَشُغِلْتُ عَنْهُمَا فَصَلَّيْتُهُمَا اَلْاٰنَ ـ

১৬৭৩. আলী ইব্‌ন মা'বাদ (র) ..... উবায়দুল্লাহ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উত্‌বা (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, মুআ'বিয়া (রা) উম্মে সালামা (রা)-এর নিকট লোক পাঠিয়ে সেই দু'রাক'আত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছেন যে, দু'রাক'আত রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আসরের পর আদায় করতেন। উম্মে সালামা (রা) বলেন হাঁ, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমার নিকট আসরের পর দু'রাক'আত আদায় করেছেন। আমি বললাম, আপনি কি আমাকে এ দু'রাক'আতের অনুমতি দিবেন ? তিনি বললেন না, বরং আমি এ দু'রাক'আত যুহরের পরে আদায় করতাম। এ দু'রাক'আত (যুহরের পর) ব্যস্ততার কারণে আদায় করতে পারিনি তাই এখন তা আদায় করছি।

١٦٧٤- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ اَبِىْ عُمَرَ قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنَ اَبِىْ لَبِيْدٍ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَنَّ مُعَاوِيَةَ بْنُ اَبِىْ سُفْيَانَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ لِكَثِيْرِبْنِ الصَّلْتِ اذْهَبْ اِلٰى عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا فَاسْأَلْهَا عَنْ رَكْعَتَيِ النَّبِىِّ ﷺ بَعْدَ الْعَصْرِ قَالَ اَبُوْ سَلَمَةَ فَقُمْتُ مَعَهُ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ لِعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْحَارِثِ اذْهَبْ مَعَهُ فَجِئْنَاهَا فَسَأَلْنَاهَا فَقَالَتْ لَاَ اَدْرِىْ سَلُوْا اُمَّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا فَسَأَلْنَاهَا فَقَالَتْ دَخَلَ عَلَىَّ النَّبِىُّ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ بَعْدَ الْعَصْرِ فَصَلّٰى رَكْعَتَيْنِ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَا كُنْتَ تُصَلِّىْ هَاتَيْنِ الرَّكْعَتَيْنِ فَقَالَ قَدِمَ عَلَىَّ وَفْدٌ مِّنْ بَنِىْ تَمِيْمٍ اَوْ جَائَتْنِىْ صَدَقَةٌ فَشَغَلُوْنِىْ عَنْ رَكْعَتَيْنِ كُنْتُ اُصَلِّيْهِمَا بَعْدَ الظُّهْرِ وَهُمَا هَاتَانِ ـ

১৬৭৪. আহমদ ইব্‌ন দাঊদ (র) ..... আবূ সালামা ইব্‌ন আবদুর রহমান (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, মুআ'বিয়া ইব্‌ন আবূ সুফয়ান (রা) মিম্বারে উঠার পর কাসির ইব্‌ন সাল্‌ত (র)-কে বললেন, আয়েশা (রা)-এর নিকট গিয়ে তাঁকে আসরের পর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর দু'রাক'আত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা কর। আবূ সালামা বলেন, আমি তাঁর সাথে উঠলাম। আর ইব্‌ন আব্বাস (রা) আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন হারিস (র)-কে বললেন, তুমি তাঁর সাথে যাও। আমরা তাঁর (আয়েশা রা) নিকট গিয়ে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন (এ বিষয়ে) আমি জ্ঞাত নই। তোমরা উম্মে সালমা (রা)-কে জিজ্ঞাসা কর। আমরা তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন, একদা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আসরের পর আমার নিকট

আসলেন এবং দু'রাক'আত সালাত আদায় করলেন। আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল, আপনি তো এ দু'রাক'আত সালাত আদায় করতেন না! তিনি বললেন ঃ আমার নিকট বনূ-তামীম গোত্রের প্রতিনিধি দল এসেছে অথবা বললেন, আমার নিকট সাদাকার উট এসেছে। তারা আমাকে দু'রাক'আত থেকে বিরত রেখেছে, যা আমি যুহরের পর আদায় করতাম। সেই দু'রাক'আত এখন (আসরের পর) আদায় করছি।

١٦٧٥- حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ عِمْرَانَ بْنِ الْفَضْلِ الْبَصْرِىّ قَالَ ثَنَا يُوْسُفُ بْنُ مُوْسَى الْقَطَّانِ قَالَ ثَنَا اَبُوْ أُسَامَةَ قَالَ ثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ كَثِيْرٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِىْ مُعَاوِيَةَ اَرْسَلَ اِلٰى عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا يَسْأَلُهَا عَنِ السَّجْدَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ فَقَالَتْ لَيْسَ عِنْدِىْ صَلاَّهُمَا وَلٰكِنْ اُمُّ سَلَمَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا حَدَّثَتْنِىْ اَنَّهُ صَلاَّهُمَا عِنْدَهَا فَاَرْسَلَ اِلٰى اُمِّ سَلَمَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا فَقَالَتْ صَلاَّهُمَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عِنْدِىْ لَمْ اَرَهُ صَلاَّهُمَا قَبْلُ وَلاَ بَعْدُ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ مَا سَجْدَتَانِ رَأَيْتُكَ صَلَّيْتَهُمَا بَعْدَ الْعَصْرِ مَاصَلَّيْتَهُمَا قَبْلُ وَلاَبَعْدُ فَقَالَ هُمَا سَجْدَتَانِ كُنْتُ اُصَلِّيْهِمَا بَعْدَ الظُّهْرِ فَقَدِمَ عَلَىَّ قَلاَئِصُ مِنَ الصَّدَقَةِ فَنَسِيْتُهُمَا حَتّٰى صَلَّيْتُ الْعَصْرَ ثُمَّ ذَكَرْتُهُمَا فَكَرِهْتُ اَنْ اُصَلِّيْهِمَا فِى الْمَسْجِدِ وَالنَّاسُ يَرَوْنِىْ فَصَلَّيْتُهُمَا عِنْدَكَ ـ

১৬৭৫. হাজ্জাজ ইব্‌ন ইমরান ইব্‌ন ফয্‌ল আল-বসরী (র) ..... আবদুর রহমান ইব্‌ন আবূ সুফ্য়ান (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, মুআ'বিয়া (রা) আয়েশা (রা)-এর নিকট লোক পাঠালেন যেন ঐ ব্যক্তি যেন তাকে আসরের পর দু'রাক'আত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। তিনি বললেন ঃ আমার নিকট উক্ত দু'রাক'আত (সালাত) আদায় করেননি, বরং উম্মে সালামা (রা) আমার নিকট বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর নিকট উক্ত দু'রাক'আত (সালাত) আদায় করেছেন। তারপর তিনি উম্মে সালামা (রা)-এর নিকট লোক পাঠালেন। তিনি বললেন, উক্ত দু'রাক'আত (সালাত) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমার নিকট আদায় করেছেন, আমি তাঁকে এর পূর্বে এবং পরে কখনো উক্ত দু'রাক'আত (সালাত) আদায় করতে দেখিনি। আমি বল্‌লাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল, এ দু'রাক'আত (সালাত) কিসের, যা আপনাকে দেখলাম আসরের পর আদায় করেছেন, যা আপনি এর পূর্বে এবং পরে কখনো পড়েননি। তিনি বললেন ঃ এ হচ্ছে, যুহরের পরের দু'রাক'আত (সুন্নাত) যা আমি পড়তাম। (আজকে) আমার নিকট সাদাকার উট এসেছে, এর (ব্যস্ততার) কারণে উক্ত দু'রাক'আত (সুন্নাত) আমি ভুলে গিয়েছি এবং আসরের সালাত আদায় করে ফেলেছি। তারপর সেই দু'রাক'আতের কথা আমার স্মরণ হয়েছে। মস্‌জিদে লোকদের সম্মুখে তা আদায় করা আমি ঠিক মনে করলাম না, এজন্যে তা তোমার নিকট আদায় করছি।

١٦٧٦- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ خُشَيْشٍ قَالَ ثَنَا اَبُوْ الْوَلِيْدِ قَالَ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنِ الاَزْرَقِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ ذَكْوَانَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ صَلّٰى فِىْ بَيْتِهَا رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ فَقُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ مَاهَاتَانِ الرَّكْعَتَانِ فَقَالَ كُنْتُ اُصَلِّيْهِمَا بَعْدَ الظُّهْرِ فَجَاءَ نِىْ مَالٌ فَشَغَلَنِىْ فَصَلَّيْتُهُمَا اَلْاٰنَ -

১৬৭৬. আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুহাম্মদ (র) ..... উম্মে সালামা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ﷺ তাঁর গৃহে আসরের পর দু'রাক'আত (সালাত) আদায় করেছেন। আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল, এ দু'রাক'আত কিসের ? তিনি বললেন ঃ আমি এ দু'রাক'আত যুহ্রের পর পড়তাম। (আজকে) আমার নিকট সম্পদ এসেছে এবং আমাকে তা থেকে বিরত রেখেছে। আর এখন আমি উক্ত দু'রাক'আত পড়ছি।

١٦٧٧- حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ بَكْرُ بْنُ مُضَرَ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ عَنْ بُكَيْرٍ اَنَّ كُرَيْبًا مَوْلٰى ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا . حَدَّثَهُ اَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ وَعَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَزْهَرَ وَالْمِسْوَرَ بْنِ مَخْرَمَةَ اَرْسَلُوْهُ اِلٰى عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا فَقَالُوْا اقْرَأْ هَا السَّلاَمَ مِنَّا جَمِيْعًا وَسَلْهَا عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ وَقُلْ اِنَّا اُخْبِرْنَا اَنَّكِ تُصَلِّيْنَهُمَا وَقَدْ بَلَغَنَا اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى عَنْهُمَا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا وَكُنْتُ اَضْرِبُ النَّاسَ مَعَ عُمَرَ عَلَيْهِمَا قَالَ كُرَيْبُ فَدَخَلْتُ عَلَيْهَا فَبَلَّغْتُهَا مَا اَرْسَلُوْنِىْ بِهٖ فَقَالَتْ سَلْ اُمَّ سَلَمَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا فَخَرَجْتُ اِلَيْهِمْ فَاَخْبَرْتُهُمْ بِقَوْلِهَا فَرَدُّوْنِّىْ اِلٰى اُمِّ سَلَمَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا بِمِثْلِ مَا اَرْسَلُوْنِىْ بِهٖ اِلٰى عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا فَقَالَتْ اُمُّ سَلَمَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَنْهٰى عَنْهُمَا ثُمَّ رَأَيْتُهُ صَلاَّهُمَا اَمَّا حِيْنَ صَلاَّهُمَا فَاِنَّهُ صَلَّى الْعَصْرَ ثُمَّ دَخَلَ عَلَىَّ وَعِنْدِىْ نِسْوَةٌ مِنْ بَنِىْ حَرَامٍ مِنَ الاَنْصَارِ فَصَلاَّهُمَا فَاَرْسَلَتْ اِلَيْهِ الْجَارِيَةَ فَقُلْتُ قُوْمِىْ اِلٰى جَنْبِهٖ فَقُوْلِىْ تَقُوْلُ لَكَ اُمُّ سَلَمَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَلَمْ اَسْمَعْكَ تَنْهٰى عَنْ هَاتَيْنِ الرَّكْعَتَيْنِ وَاَرَاكَ تُصَلِّيْهِمَا فَاِنْ اَشَا رَبِيَدِهٖ فَاسْتَأْخِرِىْ عَنْهُ فَفَعَلَتِ الْجَارِيَةُ فَاَشَا رَبِيَدِهٖ فَاسْتَأْخَرَتْ عَنْهُ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ يَا بِنْتَ اَبِىْ اُمَيَّةَ سَأَلْتِ عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ وَاِنَّهُ اَتَانِىْ اُنَاسٌ مِنْ عَبْدِ الْقَيْسِ بِالاِسْلاَمِ مِنْ قَوْمٍ فَشَغَلُوْنِّىْ عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِفَهُمَا هَاتَانِ -

১৬৭৭. আলী ইব্‌ন আবদুর রহমান (র) ..... বুকায়র (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রা)-এর আযাদকৃত গোলাম-কুরায়ব (র) তাঁকে হাদীস বর্ণনা করেছেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রা), আবদুর রহমান ইব্‌ন আযহার (রা) ও মিসওয়ার ইব্‌ন মাখরামা (রা) সকলে তাঁকে আয়েশা (রা)-এর নিকট প্রেরণ করেন। আর তাঁরা তাঁকে বলেছেন যে, আমাদের সকলের পক্ষ থেকে তাঁকে সালাম বলবে এবং তাঁকে আসরের পর দু'রাক'আত (সালাত) সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবে। তুমি আরো বলবে যে, আমরা সংবাদ প্রাপ্ত হয়েছি যে, আপনি নাকি উক্ত দু'রাক'আত পড়ছেন। অথচ আমাদের নিকট এ মর্মে রিওয়ায়াত পৌঁছেছে যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ উক্ত দু'রাক'আত থেকে নিষেধ করেছেন। ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেছেনঃ আমি উমর (রা)-এর সাথে লোকদেরকে উক্ত দু'রাক'আত পড়ার কারণে প্রহার করতাম। কুরায়ব (র) বলেন ঃ আমি আয়েশা (রা)-এর নিকট গেলাম এবং আমাকে তাঁরা যে উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেছেন তা তাঁর নিকট তা ব্যক্ত করলাম। তিনি বললেন, উম্মে সালামা (রা)-কে (এ বিষয়ে) জিজ্ঞাসা কর। আমি তাঁদের নিকট ফিরে গিয়ে তাঁর উক্তি সম্পর্কে তাঁদের কে সংবাদ দিলাম। তারপর তাঁরা সেই প্রশ্নসহ আমাকে যে প্রশ্ন সহকারে আয়েশা (রা)-এর নিকট প্রেরণ করেছিলেন উম্মে সালামা (রা)-এর নিকট পুনরায় প্রেরণ করলেন। উম্মে সালামা (রা) বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে উক্ত দু'রাক'আত থেকে নিষেধ করতে শুনেছি। তারপর তাঁকে উক্ত দু'রাক'আত পড়তে দেখেছি। তিনি যে, উক্ত দু'রাক'আত পড়েছেন, তা ছিলো এভাবে যে, তিনি আসরের সালাত আদায় করার পর আমার (গৃহে) প্রবেশ করেন। তখন আমার নিকট আনসারের বনু হারাম গোত্রের কিছু সংখ্যক মহিলা উপস্থিত ছিলো। তিনি উক্ত দু'রাক'আত (সালাত) আদায় করলেন। (এদিকে) আমি তাঁর নিকট দাসীকে এ বলে পাঠালাম যে, তুমি তাঁর পার্শ্বে গিয়ে দাঁড়াবে এবং বলবে যে, হে আল্লাহ্‌র রাসূল আপনাকে উম্মে সালামা (রা) বলছেন, আমি কি আপনাকে উক্ত দু'রাক'আত থেকে নিষেধ করতে শুনিনি ? অথচ আপনাকে তা পড়তে দেখছি। যদি তিনি স্বীয় হাতে ইংগিত করেন তাহলে তুমি তাঁর নিকট থেকে চলে আসবে। দাসী তা-ই করল। তিনি ﷺ হাতে ইংগিত করলে সে চলে আসে। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সালাত শেষে বললেন ঃ হে আবূ উমাইয়া'র কন্যা, তুমি (আমাকে) আসর পরবর্তী দু'রাক'আত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছ, (এর বিবরণ শুন) আমার নিকট আবদুল কায়স গোত্রের লোকেরা ইসলাম গ্রহণ উপলক্ষে উপস্থিত হয়েছে, (তাদের সাথে ব্যস্ত থাকার কারণে) তারা আমাকে যুহরের পরবর্তী দু'রাক'আত থেকে বিরত রেখেছে। অতএব সে-ই দু'রাক'আত হচ্ছে এটি।

বস্তুত এ সমস্ত হাদীসে অথবা এর কতেকে বর্ণিত হয়েছে যে, আয়েশা (রা) থেকে প্রথম পরিচ্ছেদে বর্ণিত হাদীসে যখন তাঁকে প্রশ্ন করা হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আসরের পর তাঁর গৃহে আসলেই দু'রাক'আত (সালাত) আদায় করতেন এটিকে তিনি উম্মে সালামা (রা)-এর সাথে সংশ্লিষ্ট করেছেন। এতে প্রথম পরিচ্ছেদে আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত সমস্ত হাদীসের খন্ডন হয়ে যায়। আর উম্মে সালামা (রা)-কে যখন এ বিষয়ে প্রশ্ন করা হয় তখন তিনি সংবাদ দিয়েছেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে উক্ত দু'রাক'আত থেকে নিষেধ করতে শুনেছেন। এরই উপর ইব্‌ন আব্বাস (রা), মিসওয়ার ইব্‌ন মাখরামা (রা) ও আবদুর রহমান ইব্‌ন আযহার (রা) তাঁর সাথে ঐকমত্য পোষণ করেছেন। অবশ্যই তাঁরা তা (তাদের নিকট পৌঁছেছে) রূপে উল্লেখ করেছেন, 'শুনেছেন' বলে উল্লেখ করেননি। এ বিষয়ে তাঁদের একদল (সাহাবী) ঐকমত্য পোষণ করেছেন, যারা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে তা বর্ণনা করেছেন।

এ বিষয়ে বর্ণিত কিছু হাদীস নিম্নরূপ ঃ

١٦٧٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُزَيْرِ الاَيْلِيُّ قَالَ ثَنَا سَلاَمَةُ بْنُ رَوْحٍ عَنْ عُقَيْلٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ ابْنُ شِهَابٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ حَرَامُ بْنُ دَرَّاجٍ اَنَّ عَلِيَّ بْنَ اَبِيْ طَالِبٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ سَبَّحَ بَعْدَ الْعَصْرِ رَكْعَتَيْنِ بِطَرِيْقِ مَكَّةَ فَدَعَاهُ عُمَرُ فَتَغَيَّظَ عَلَيْهِ وَقَالَ وَاللّٰهِ لَقَدْ عَلِمْتَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَنْهَانَا عَنْهُمَا -

১৬৭৮. মুহাম্মদ ইব্ন আযীয আল-আয়লী (র) ..... হারাম ইব্ন দারাজ (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, আলী (রা) মক্কার পথে আসরের পর দু'রাক'আত (সালাত) আদায় করেছেন। এতে উমর (রা) তাঁকে ডাকলেন এবং তাঁর উপর অত্যন্ত রাগান্বিত হলেন। আর তিনি বললেন, আল্লাহ্র কসম অবশ্যই আপনি জ্ঞাত আছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদেরকে উক্ত দু'রাকআত থেকে নিষেধ করতেন।

١٦٧٩- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيْزِ الْعَتَّابِيِّ قَالَ ثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ قَالَ ثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَبِي الْعَالِيَةِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ شَهِدَ عِنْدِيْ رِجَالٌ مَرْضِيُّوْنَ وَاَرْضَاهُمْ عِنْدِيْ عُمَرُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهَى عَنِ الصَّلٰوةِ بَعْدَ الْفَجْرِ حَتّٰى تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَبَعْدَ الْعَصْرِ حَتّٰى تَغْرُبَ الشَّمْسُ -

১৬৭৯. আবদুল আযীয ইব্ন মুআ'বিয়া (র) ..... ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন আমার নিকট এরূপ কিছু বিশ্বস্ত ব্যক্তিরা সাক্ষ্য দিয়েছেন এবং তাঁদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা আস্থাভাজন ব্যক্তি হচ্ছেন আমার নিকট উমর (রা)। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ফজরের পর সূর্য উদয় হওয়া পর্যন্ত এবং আসরের পর সূর্য অস্ত যাওয়া পর্যন্ত সালাত থেকে নিষেধ করেছেন।

١٦٨٠- حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ ثَنَا هُشَيْمُ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَبِي الْعَالِيَةِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ ثَنَا غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ اَصْحَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ -

১৬৮০. সালিহ ইব্ন আবদুর রহমান (র) ..... ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন ঃ আমাকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর একাধিক সাহাবী হাদীস বর্ণনা করেছেন। তারপর অনুরূপ উল্লেখ করেছেন।

١٦٨١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ ثَنَا مُسْلِمُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ ثَنَا اَبَانُ عَنْ قَتَادَةَ فَذَكَرَ بِاِسْنَادِهِ مِثْلَهُ -

১৬৮১. মুহাম্মদ ইব্ন খুযায়মা (র) ..... কাতাদা (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

١٦٨٢- حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ بْنُ اِسْحٰقَ الْكُوْفِيُّ قَالَ ثَنَا اَبُوْ نُعَيْمٍ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا اَبُوْ عَامِرٍ قَالاَ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ اَبِيْ اِسْحٰقَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُصَلِّيْ فِيْ دُبُرِ كُلِّ صَلٰوةٍ رَكْعَتَيْنِ اِلاَّ الْفَجْرَ وَالْعَصْرَ ـ

১৬৮২. ইসমাঈল ইব্‌ন ইসহাক আল-কূফী (র) ও ইব্‌ন মারযূক (র) ..... আলী (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ফজর এবং আসর ব্যতীত প্রত্যেক (ফরয) সালাতের পরে দু'রাক'আত সালাত আদায় করতেন।

١٦٨٣- حَدَّثَنَا فَهْدٌ قَالَ ثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ قَالَ ثَنَا اِسْمٰعِيْلُ بْنُ اَبِيْ كَثِيْرِ الاَنْصَارِيُّ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى عَنْ صَلٰوةٍ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتّٰى تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَعَنْ صَلٰوةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتّٰى تَغْرُبَ الشَّمْسُ ـ

১৬৮৩. ফাহাদ (র) ..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ফজরের পর সূর্য উঠা পর্যন্ত এবং আসরের পর সূর্য অস্ত যাওয়া পর্যন্ত সালাত থেকে নিষেধ করেছেন।

١٦٨٤- حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِيْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا الْمُقَدَّمِيُّ قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ دِيْنَارٍ قَالَ ثَنَا سَعْدُ بْنُ اَوْسٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ مِصْدَعُ اَبُوْ يَحْيٰى قَالَ حَدَّثَتْنِيْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا وَبَيْنِيْ وَبَيْنَهَا سِتْرٌ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ لَمْ يَكُنْ يُصَلِّيْ صَلٰوةً اِلاَّ اَتْبَعَهَا رَكْعَتَيْنِ غَيْرَ الْعَصْرِ وَالْغَدَاةِ فَاِنَّهُ كَانَ يَجْعَلُ الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَهُمَا ـ

১৬৮৪. ইব্‌ন আবূ দাউদ (রা) ..... মিসদা আবূ ইয়াহইয়া (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেনঃ আমাকে আয়েশা (রা) হাদীস বর্ণনা করেছেন এ অবস্থায় যে, আমার এবং তাঁর মাঝখানে পর্দা ছিল। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আসর এবং ফজর ব্যতীত প্রত্যেক (ফরয) সালাতের পরে দু'রাক'আত সালাত আদায় করতেন, এ দু'সময়ে তিনি দু'রাক'আতকে পূর্বে আদায় করে নিতেন।

١٦٨٥- حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا وَهْبٌ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعْدٍ عَنْ نَصْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ مُعَاذِ بْنِ عَفْرَاءَ اَنَّهُ طَافَ بَعْدَ الْعَصْرِ اَوْ بَعْدَ صَلٰوةِ الصُّبْحِ فَلَمْ يُصَلِّ فَسُئِلَ عَنْ ذٰلِكَ فَقَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ صَلٰوةٍ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتّٰى تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَعَنْ صَلٰوةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتّٰى تَغْرُبَ الشَّمْسُ ـ

১৬৮৫. ইব্‌ন মারযূক (র) ..... মু'আয্ ইব্‌ন আফ্‌রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি আসরের পর অথবা ফজরের সালাতের পর তাওয়াফ করলেন কিন্তু কোন সালাত পড়তেন না। এ বিষয়ে তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বললেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ফজরের সালাতের পর সূর্য উঠা পর্যন্ত এবং আসরের সালাতের পর সূর্য অস্ত যাওয়া পর্যন্ত সালাত থেকে নিষেধ করেছেন।

١٦٨٦- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ قَالَ ثَنَا اَبُوْ بَكْرِ النَّهْشَلِيُّ عَنْ عَطِيٍّ الْعَوْفِيْ عَنْ اَبِيْ سَعِيْدٍ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَنَّهُ نَهٰى عَنْ ذٰلِكَ كَمَا ذَكَرَهُ مُعَاذُ بْنُ عَفْرَاءَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ -

১৬৮৬. আবূ বাকরা (র) ..... আবূ সাঈদ (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে রিওয়ায়াত করেছেন যে, তিনি তা থেকে নিষেধ করেছেন যেমনিভাবে এ বিষয়টি মু'আয্ ইব্ন আফ্রা (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে রিওয়ায়াত করেছেন।

١٦٨٧- حَدَّثَنَا ابْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ ثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ ثَنَا حَمَّادٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَبِيْ نَضْرَةَ عَنْ اَبِيْ سَعِيْدٍ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِثْلَهُ -

১৬৮৭. ইব্ন খুযায়মা (র) ..... আবূ সাঈদ (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

١٦٨٨- حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا اَبُوْ عَاصِمٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ ابْنُ شِهَابٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيْدَ اللَّيْثِيِّ عَنْ اَبِيْ سَعِيْدٍ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ نَحْوَهُ -

১৬৮৮. ইব্ন মারযূক (র) ..... আবূ সাঈদ (রা) এর বরাতে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

١٦٨٩- حَدَّثَنَا فَهْدٌ قَالَ ثَنَا يَحْيَى بْنُ صَالِحٍ قَالَ ثَنَا سُلَيْمٰنُ بْنُ بِلَالٍ قَالَ ثَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيٰى عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِيْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِثْلَهُ -

১৬৮৯. ফাহাদ (র) ..... আবূ সাঈদ খুদ্রী (রা) এর বরাতে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

١٦٩٠- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَبْدُ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحِيْمِ الْبَرْقِيُّ قَالَ ثَنَا عَمْرُو بْنُ اَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ زُهَيْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ مُوْسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِثْلَهُ -

১৬৯০. আহমদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবদুর রহমান আল-বারকী (র) ..... ইব্ন উমর (রা) এর বরাতে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

١٦٩١- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ حُمْرَانَ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ اَبِي التَّيَّاحِ الضُّبَعِيِّ قَالَ ثَنَا حُمْرَانُ بْنُ اَبَانَ قَالَ خَطَبَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ اَبِيْ سُفْيَانَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ فَقَالَ يَا اَيُّهَا النَّاسُ اِنَّكُمْ لَتُصَلُّوْنَ صَلٰوةً قَدْ صَحِبْنَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ مَا رَأَيْنَاهُ يُصَلِّيْهَا وَلَقَدْ نَهٰى عَنْهَا يَعْنِي الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ -

১৬৯১. আবূ বাকরা (র) ..... হুমরান ইব্‌ন আবান (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন ঃ আমাদেরকে মুআ'বিয়া ইব্‌ন আবূ সুফ্‌য়ান (রা) খুত্‌বা প্রদান করে বলেন ঃ হে লোকেরা, তোমরা অবশ্যই এরূপ একটি সালাত পড়ছ, অথচ আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সাহচর্য লাভ করেছি, আমরা তাঁকে উক্ত সালাত পড়তে দেখিনি; বরং তিনি উক্ত সালাত থেকে নিষেধ করেছেন অর্থাৎ আসর পরবর্তী দু'রাক'আত।

١٦٩٢– حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ اَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَنَّ مَالِكًا حَدَّثَهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ عَنِ الاَعْرَجِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهَى عَنِ الصَّلٰوةِ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتّٰى تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَبَعْدَ الْعَصْرِ حَتّٰى تَغْرُبَ الشَّمْسُ ـ

১৬৯২. ইউনুস (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ফজরের পর সূর্য উঠা পর্যন্ত এবং আসরের পর সূর্য অস্ত যাওয়া পর্যন্ত সালাত থেকে নিষেধ করেছেন।

বস্তুত রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে মুত্‌ওয়াতির সনদে হাদীসসমূহ এসেছে যাতে আসর পরবর্তী সূর্য অস্ত যাওয়া পর্যন্ত সালাত থেকে নিষেধ রয়েছে। এরই উপর তাঁর পরে তাঁর সাহাবীরা আমল করেছেন। অতএব কারো জন্য এর বিরোধিতা করা আদৌ সমীচীন হবে না।

সাহাবা (রা) থেকে আসর পরবর্তী সালাত বিষয়ে বর্ণিত কিছু হাদীস

١٦٩٣– حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ اَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَنَّ مَالِكًا حَدَّثَهُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيْدَ اَنَّهُ رَأَى عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ يَضْرِبُ الْمُنْكَدِرَ فِى الصَّلٰوةِ بَعْدَ الْعَصْرِ ـ

১৬৯৩. ইউনুস (র) ..... সায়িব ইব্‌ন ইয়াযিদ (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি উমর ইব্‌নুল খাত্তাব (রা)-কে দেখেছেন যে, তিনি মুন্‌কাদির (র)-কে আসর পরবর্তী সালাতের কারণে প্রহার করছেন।

١٦٩٤– حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنِى اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِىْ عَقِيْلٌ عَنْ اِبْنِ شِهَابٍ فَذَكَرَ مِثْلَهُ بِاِسْنَادِهِ ـ

১৬৯৪. ইব্‌ন আবী দাঊদ (র) ..... ইব্‌ন শিহাব (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

١٦٩٥– حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ سِنَانٍ قَالَ ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدِ الْقَطَّانِ قَالَ ثَنَا الاَعْمَشُ عَنْ اَبِىْ وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ كَانَ عُمَرُ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ يَكْرَهُ الصَّلٰوةَ بَعْدَ الْعَصْرِ وَاَنَا اَكْرَهُ مَا كَرِهَ عُمَرُ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ ـ

১৬৯৫. ইয়াযিদ ইব্‌ন সিনান (র) ..... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসঊদ (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন ঃ উমর (রা) আসর পরবর্তী সালাতকে মাকরূহ মনে করতেন। আর উমর (রা) যা মাকরূহ মনে করেছেন আমিও তা মাকরূহ মনে করি।

١٦٩٦- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ قَالَ ثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ سُلَيْمٰنَ فَذَكَرَ بِاِسْنَادِهٖ مِثْلَهٗ -

১৬৯৬. আবূ বাকরা (র) ..... সুলায়মান (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি অনুরূপ উল্লেখ করেছেন।

١٦٩٧- حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا وَهْبٌ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ جَبَلَةَ بْنِ سُحَيْمٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ يَقُوْلُ رَأَيْتُ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ يَضْرِبُ الرَّجُلَ اِذَا رَاٰهُ يُصَلِّى بَعْدَ الْعَصْرِ حَتّٰى يَنْصَرِفَ مِنْ صَلَاتِهٖ -

১৬৯৭. ইব্ন মারযূক (র) ..... ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন ঃ আমি উমর (রা)-কে দেখেছি জনৈক লোককে আসর পরবর্তী সালাত পড়তে দেখে তাকে (প্রহার) করতে থাকেন যতক্ষণ না সে সালাত থেকে বিরত থাকে।

١٦٩٨- حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا وَهْبٌ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ اَبِىْ جَمْرَةَ قَالَ سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ الصَّلٰوةِ بَعْدَ الْعَصْرِ فَقَالَ رَأَيْتُ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ يَضْرِبُ الرَّجُلَ اِذَا رَاٰهُ يُصَلِّي بَعْدَ الْعَصْرِ -

১৬৯৮. ইব্ন মারযূক (র) ..... আবূ জাম্রা (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন ঃ আমি ইব্ন আব্বাস (রা)-কে আসর পরবর্তী সালাত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছি। তিনি বলেছেন ঃ আমি উমর (রা)-কে প্রহার করতে দেখেছি, যখন তিনি কাউকে আসর পরবর্তী সালাত আদায় করতে দেখতেন।

١٦٩٩- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ دَاؤُدَ قَالَ ثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ اَيَادِ بْنِ لَقِيْطٍ عَنْ اَيَّادِ بْنِ لَقِيْطٍ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ بَعَثَنِىْ سُلَيْمَانُ بْنُ رَبِيْعَةَ بَرِيْدًا اِلٰى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ فِىْ حَاجَةٍ لَّهٗ فَقَدِمْتُ عَلَيْهِ فَقَالَ لِىْ لَاتُصَلُّوْا بَعْدَ الْعَصْرِ فَاِنِّىْ اَخَافُ عَلَيْكُمْ اَنْ تَتْرُكُوْهَا اِلٰى غَيْرِهَا -

১৬৯৯. আবূ বাকরা (র) ..... বারা ইব্ন আ'যিব (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন ঃ আমাকে সুলায়মান ইব্ন রাবী'আ (র) তাঁর কোন এক প্রয়োজনে উমর ইব্নুল খাত্তাব (রা)-এর নিকট প্রেরণ করেন। আমি তাঁর নিকট গেলাম। তিনি আমাকে বললেন ঃ তোমরা আসরের পরে সালাত আদায় করবে না। আমি তোমাদের জন্য আশংকা করছি যে, যেন এটি লোকদের জন্য ভিন্ন হিসাবে রেখে না যাও।

١٧٠٠- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ دَاؤُدَ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ قَالَ اَنْبَأَنِىْ سَعْدُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ رَافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ يُحَدِّثُ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ فَاتَتْنِىْ رَكْعَتَانِ مِنَ الْعَصْرِ فَقُمْتُ اَقْضِيْهِمَا وَجَاءَ نِىْ عُمَرُ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ وَمَعَهُ الدِّرَّةُ فَلَمَّا سَلَّمْتُ قَالَ

مَا هٰذِهِ الصَّلٰوةُ فَقُلْتُ فَاتَتْنِى رَكْعَتَانِ فَقُمْتُ اَقْضِيْهِمَا فَقَالَ ظَنَنْتُكَ تُصَلِّى بَعْدَ الْعَصْرِ وَلَوْ فَعَلْتَ ذٰلِكَ لَفَعَلْتُ بِكَ وَفَعَلْتُ ـ

১৭০০. আবূ বাকরা (র) ..... রাফি' ইব্‌ন খাদিজ (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন ঃ আসরের দু'রাক'আত সালাত আমার ছুটে গিয়েছিলো। আমি উক্ত দু'রাক'আত (সালাত) আদায় করতে দাঁড়ালাম, এমন সময় উমর (রা) চাবুক নিয়ে আমার নিকট উপস্থিত হয়ে গেলেন। আমি যখন সালাম ফিরালাম, তখন তিনি (আমাকে) বললেন, এটি কিসের সালাত ? আমি বললাম, আমার দু'রাক'আত (সালাত) ছুটে গিয়েছিলো, তা আদায় করতে দাঁড়িয়েছিলামঐ তখন তিনি বললেন, আমি ভেবেছিলাম, তুমি আসর পরবর্তী সালাত আদায় করছ। আর যদি এমনটি করতে তাহলে আমি তোমাকে কঠিন শাস্তি দিতাম।

١٧٠١ـ حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا وَهْبٌ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعْدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ رَافِعٍ عَنْ اَبِيْهِ فَذَكَرَ مِثْلَهُ ـ

১৭০১. ইব্‌ন মারযূক (র) ..... রাফি' (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

١٧٠٢ـ حَدَّثَنَا فَهْدٌ قَالَ ثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ قَالَ ثَنَا اِسْمٰعِيْلُ بْنُ اَبِى كَثِيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ الْمُغِيْرَةَ بْنِ نَوْفَلٍ عَنْ اَبِى سَعِيْدٍ الْخُدْرِىِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّهُ قَالَ اَمَرَنِى عُمَرَ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنْ اَضْرِبَ مَنْ كَانَ يُصَلِّى بَعْدَ الْعَصْرِ الرَّكْعَتَيْنِ بِالدُّرَّةِ ـ

১৭০২. ফাহাদ (র) ..... আবূ সাঈদ খুদ্‌রী (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন ঃ উমর (রা) আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন, যে ব্যক্তি আসর পরবর্তী দু'রাক'আত সালাত পড়বে তাকে চাবুক দিয়ে প্রহার করতে।

١٧٠٣ـ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ الْحَكَمِ الْجِيْزِىُّ قَالَ ثَنَا اَبُوْ غَسَّانَ قَالَ ثَنَا مَسْعُوْدُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ شَدَّادٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ يَزِيْدَ عَنِ الاَشْتَرِ قَالَ كَانَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيْدِ يَضْرِبُ النَّاسَ عَلَى الصَّلٰوةِ بَعْدَ الْعَصْرِ ـ

১৭০৩. হুসায়ন ইব্‌ন হাকাম আল-জীযী (র) ..... আশ্‌তার (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন ঃ খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদ (রা) আসর পরবর্তী সালাতের কারণে লোকদেরকে প্রহার করতেন।

١٧٠٤ـ حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا اَبُوْ عَاصِمٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ اَخْبَرَنِى عَامِرُ بْنُ مُصْعَبٍ عَنْ طَاؤُسٍ اَنَّهُ سَاَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ

فَنَهَاهُ وَقَالَ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَّلاَمُؤْمِنَةٍ اِذَا قَضَى اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ اَمْرًا اَنْ يَّكُوْنَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ اَمْرِهِمْ الاٰيَةُ ـ

১৭০৪. ইব্ন মারযূক (র) ..... তাউস (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি ইব্ন আব্বাস (রা)-কে আসর পরবর্তী দু'রাক'আত সালাত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছেন, তিনি তাঁকে নিষেধ করে নিম্নের আয়াত তেলাওয়াত করলেন ঃ

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَّلاَمُؤْمِنَةٍ اِذَا قَضَى اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ اَمْرًا اَنْ يَّكُوْنَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ اَمْرِهِمْ الاٰيَةُ ـ

অর্থ ঃ আল্লাহ ও তাঁর রাসূল কোন বিষয়ে নির্দেশ দিলে কোন মু'মিন পুরুষ কিংবা মু'মিন নারীর সে বিষয়ে ভিন্ন সিদ্ধান্তের অধিকার থাকবে না। (৩৩ ঃ ৩৬)

বস্তুত রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর এ সমস্ত সাহাবী উক্ত দু'রাক'আত থেকে নিষেধ করছেন এবং সমস্ত সাহাবীগণের উপস্থিতিতে উমর (রা) উক্ত দু'রাক'আতের কারণে প্রহার করেছেন, এ ব্যাপারে তাঁদের কেউ এ বিষয়ে আপত্তি জ্ঞাপন করেননি। অথচ তাঁরা ছিলেন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর যুগের অত্যন্ত নিকটবর্তী যুগের লোক।

কোন প্রশ্নকারী যদি প্রশ্ন উত্থাপন করে বলে যে, উম্মে সালামা (রা) সংবাদ দিয়েছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ উক্ত দু'রাক'আত থেকে অবশ্যই নিষেধ করতেন। তারপর তিনি তা পড়েছেন, যেদিন তিনি যুহর পরবর্তী দু'রাক'আত ছেড়ে দিয়েছিলেন।

অনুরূপ আমি বলব, যে ব্যক্তি যুহরের পরবর্তী দু'রাক'আত ছেড়ে দিয়েছে সে উক্ত দু'রাক'আত (সুন্নাত) আসরের পরে কাযা পড়বে। কিন্তু কেউ আসরের পরে উক্ত দু'রাক'আত (সুন্নাত) ব্যতীত অন্য কোন নফল সালাত পড়বে না।

এর উত্তরে তাকে বলা হবে যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন উক্ত দু'রাক'আত পড়ছিলেন তখনই তিনি উক্ত দু'রাক'আতের কাযা থেকে নিষেধ করেছেন। এ বিষয়ে নিম্নোক্ত হাদীস লক্ষণীয় ঃ

١٧٠٥ـ اَنَّ عَلِيَّ بْنَ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا قَالَ ثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هٰرُوْنَ قَالَ اَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنِ الاَزْرَقِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ ذَكْوَانَ عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ صَلّٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْعَصْرَ ثُمَّ دَخَلَ بَيْتِي فَصَلّٰى رَكْعَتَيْنِ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّيْتَ صَلٰوةً لَمْ تَكُنْ تُصَلِّيْهَا قَالَ قَدِمَ عَلَيَّ مَالٌ فَشَغَلَنِي عَنْ رَكْعَتَيْنِ كُنْتُ اُصَلِّيْهِمَا بَعْدَ الظُّهْرِ فَصَلَّيْتُهَا الاٰنَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَفَنَقْضِيْهِمَا اِذَا فَاتَتَا قَالَ لاَ ـ

১৭০৫. আলী ইব্ন শায়বা (র) ..... উম্মে সালামা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আসরের সালাত আদায় করেন। তারপর আমার গৃহে প্রবেশ করে দু'রাক'আত (সালাত) আদায় করেন। আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল, এরূপ সালাত তো আপনি (কোন দিন),

আদায় করেননি। তিনি বললেন, আমার নিকট সম্পদ এসেছিলো যা আমাকে যুহর পরবর্তী দু'রাক'আত থেকে বিরত রেখেছে, উক্ত দু'রাক'আত আমি এখন আদায় করছি। আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল, উক্ত দু'রাক'আত ছুটে গেলে আমরা কি তা কাযা করতে পারব ? তিনি বললেন, না। এ হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যুহর পরবর্তী দু'রাকআতকে আসরের পরে কাযা করতে নিষেধ করেছেন। এতে বুঝা গেল যে, উক্ত দু'রাক'আত কারো কাযা হয়ে গেলে এর বিধান রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর বিধানের পরিপন্থী (অর্থাৎ সুন্নাতের কাযা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর জন্য নির্দিষ্ট)। অতএব আসর পরবর্তী দু'রাক'আত এবং আসর পরবর্তী নফল সালাত কারো জন্য কোন মতেই জায়িয নেই।

তাছাড়া এটি যুক্তিভিত্তিক দলীলও বটে। আর তা এভাবে যে, যুহর পরবর্তী দু'রাক'আত ফরয নয়, এ দু'রাক'আত যখন ছুটে যায় এবং আসরের সালাত আদায় করে নেয়া হয়। আসরের পর যদি উক্ত দু'রাক'আত আদায় করা হয়, তাহলে উক্ত দু'রাক'আতকে এমন সময়ে নফলরূপে পড়া হবে যা নফলের ওয়াক্ত নয়। এ কারণেই আমাদেরকে আসর পরবর্তী নফল (সালাত) থেকে নিষেধ করা হয়েছে। আর উক্ত দু'রাক'আত এবং অবশিষ্ট নফল সালাত এ ব্যাপারে সমান আর এটি-ই হচ্ছে, আবূ হানীফা (র), আবূ ইউসুফ (র) ও মুহাম্মদ (র)-এর উক্তি ও অভিমত।

٣٥- بَابُ الرَّجُلِ يُصَلِّى بِالرَّجُلَيْنِ اَيْنَ يُقِيْمُهُمَا

৩৫. অনুচ্ছেদ ঃ মুকতাদী দু'জন হলে ইমাম তাদেরকে কোথায় দাঁড় করাবেন?

আবূ জা'ফর তাহাবী (র) বলেন ঃ আমরা রুকূ'র মধ্যে তাত্‌বিক (উভয় হাত উভয় হাঁটুর মাঝখানে রাখা) শিরোনামে আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসঊদ (রা) থেকে বর্ণনা করে এসেছি যে, তিনি আলকামা (র) এবং আসওয়াদ (র)-কে নিয়ে সালাত আদায় করেন এবং একজন কে তাঁর ডান দিকে অপরজনকে তাঁর বাম দিকে দাঁড় করিয়ে দেন। বর্ণনাকারী বলেন ঃ তারপর আমরা রুকূ করেছি, আমরা আমাদের হাতকে হাঁটুর উপর রেখেছি। তিনি তাঁর হাত দিয়ে আমাদের হাতকে মেরেছেন এবং 'তাত্‌বিক' করেছেন। সালাত শেষে তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ অনুরূপ করেছেন।

বস্তুত আমাদের নিকট উল্লিখিত বক্তব্যের দু'টি সম্ভাব্য ব্যাখ্যা রয়েছে ঃ (ক) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে যা উল্লেখ করা হয়েছে অর্থাৎ তিনি 'তাত্‌বিক' করেছেন। (খ) এটিরও সম্ভাবনা রয়েছে যে, 'তাত্‌বিক হচ্ছে দু'মুক্তাদীর একজনকে তাঁর ডানে এবং অপরজনেক বামে দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন।

এ বিষয়ে কোন রিওয়ায়াত বিদ্যমান আছে কিনা যা উল্লিখিত বিষয়বস্তুকে সমর্থন করে সেদিকে দৃষ্টি দেয়া যাক, দেখা যায় ঃ

١٧٠٦- فَاِذَا حُسَيْنُ بْنُ نَصْرٍ قَدْ حَدَّثَنَا قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هٰرُوْنَ قَالَ اَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اِسْحٰقَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْاَسْوَدِ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ دَخَلْتُ اَنَا وَعَمِّيْ عَلٰى عَبْدِ اللّٰهِ بِالْهَاجِرَةِ فَاَقَامَ الصَّلٰوةَ فَتَاَخَّرْنَا خَلْفَهُ فَاَخَذَ اَحَدَنَا بِيَمِيْنِهٖ وَالْاٰخَرَ بِشِمَالِهٖ

فَجَعَلَنَا عَنْ يَمِيْنِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ فَلَمَّا صَلّٰى قَالَ هٰكَذَا كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَصْنَعُ اِذَا كَانُوْا ثَلٰثًا ـ

১৭০৬. হুসায়ন ইব্‌ন নস্‌র (র) ..... আস্‌ওয়াদ (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন ঃ আমি এবং আমার চাচা দ্বিপ্রহরে আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসঊদ (রা)-এর কাছে গেলাম। তিনি সালাত (যুহর) কায়িম করলেন। আমরা তাঁর পিছনে দাঁড়িয়ে গেলাম। তিনি আমাদের একজনকে তাঁর ডানে এবং অপরজনকে তাঁর বামে দাঁড় করিয়ে দিলেন। অর্থাৎ তিনি আমাদেরকে তাঁর ডানে এবং বামে দাঁড় করালেন। এবং সালাত শেষে বললেনঃ যখন লোক তিনজন হত, তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এরূপ করতেন।

এ হাদীস দ্বারা বুঝা যাচ্ছে যে, "রাসূলুল্লাহ্ ﷺ অনুরূপ করেছেন" আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসঊদ (রা)-এর এ উক্তির মর্ম হচ্ছে– 'তাত্‌বিক' সহকারে দু'জনের একজনকে ডানে এবং অপরজনকে বামে দাঁড় করানো।

উল্লিখিত রিওয়ায়াতের উত্তর

١٧٠٧– حَدَّثَنَا اَبُوْ بِشْرٍ الرَّقِّيُّ قَالَ ثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ عَنْ ابْنِ عَوْنٍ قَالَ كُنْتُ اَنَا وَشُعَيْبُ بْنُ الْحَبْحَابِ عِنْدَ اِبْرَاهِيْمَ فَحَضَرَتِ الْعَصْرُ فَصَلّٰى بِنَا اِبْرَاهِيْمُ فَقُمْنَا خَلْفَهُ فَجَرَّنَا فَجَعَلْنَا عَنْ يَمِيْنِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ قَالَ فَلَمَّا صَلَّيْنَا وَخَرَجْنَا اِلَى الدَّارِ قَالَ اِبْرَاهِيْمُ قَالَ ابْنُ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ هٰكَذَا فَصَلُّوْا وَلَا تُصَلُّوا كَمَا يُصَلِّيْ فُلَانٌ قَالَ فَذَكَرْتُ ذٰلِكَ لِمُحَمَّدِ بْنِ سِيْرِيْنَ وَلَمْ اُسَمِّ لَهُ اِبْرَاهِيْمَ فَقَالَ هٰذَا اِبْرَاهِيْمُ قَدْ قَالَ ذَاكَ عَنْ عَلْقَمَةَ وَلَا اَرٰى ابْنَ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ فَعَلَهُ اِلَّا لِضِيْقٍ كَانَ فِي الْمَسْجِدِ اَوْ لِعُذْرٍ رَاٰهُ فِيْهِ لَا عَلٰى اَنَّ ذٰلِكَ مِنَ السُّنَّةِ قَالَ وَذَكَرْتُهُ لِلشَّعْبِيِّ فَقَالَ قَدْ زَعَمَ ذَاكَ عَلْقَمَةُ بْنُ عَوْنٍ الْقَائِلُ ـ

১৭০৭. আবূ বিশ্‌র আল-রকী' (র) ..... ইব্‌ন আওন (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন ঃ আমি এবং শু'আয়ব ইব্‌নুল হাব্‌হাব (র) উভয়ে ইব্‌রাহীম (র)-এর নিকট ছিলাম। আসরের (সালাতের) সময় হলে ইব্‌রাহীম (র) আমাদেরকে নিয়ে সালাত আদায় করলেন। আমরা তাঁর পিছনে দাঁড়ালাম। তিনি আমাদেরকে তাঁর ডানে এবং বামে করেছিলেন। রাবী বলেন, আমরা যখন সালাত শেষ করে বাড়ীর উদ্দেশ্যে বের হলাম, তখন ইব্‌রাহীম (র) বললেন, ইব্‌ন মাসঊদ (রা) বলেছেন, তোমরা অনুরূপ সালাত আদায় করবে। অমুক যেভাবে সালাত পড়ে সেভাবে পড়বে না। রাবী বলেনঃ আমি এ ঘটনা মুহাম্মদ ইব্‌ন সিরীন (র)-এর নিকট উল্লেখ করে বললাম কিন্তু তাঁকে ইব্‌রাহীম (র)-এর নাম বললাম না। তিনি বললেন, এ ইব্‌রাহীম (র) অবশ্যই তা আলকামা (র) থেকে রিওয়ায়াত করে বলেছেন। আমার ধারণা মতে ইব্‌ন মাসঊদ (রা) তা মসজিদের স্থান সংকীর্ণ হওয়ার কারণে অথবা এতে তাঁর মতে কোন উযর বিদ্যমান থাকার কারণে করেছেন। এরূপ নয় যে, তা

সুন্নাত হিসাবে করেছেন। রাবী বলেন, আমি তা শা'বী (র)-এর কাছে উল্লেখ করলাম, তিনি বললেন যে, এটি অবশ্যই আলকামা ইব্ন আওন এর ধারণা।

এ হাদীসের দ্বারা বুঝা গেল এটি ইব্ন মাসউদ (রা)-এর আমল। এটিকে শা'বী (র) এবং ইব্ন সিরীন (র) আলকামা (র) সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর উক্তি (মারফূ) হিসাবে উল্লেখ করেননি।

এটিও হতে পারে যে, আলকামা (র) শা'বী (র) এবং ইব্ন সিরীন (র)-এর নিকট এ কথা উল্লেখ করেননি যে, ইব্ন মাসউদ (রা) তা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে উল্লেখ করেছেন। তারপর তা আসওয়াদ (র) নিজের ছেলেকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন। বস্তুত এটি কিভাবে হতে পারে অথচ নিম্নোক্ত জাবির (রা)-এর হাদীস এর সাথে সাংঘর্ষিক ?

١٧٠٨- حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ ثَنَا مَهْدِيُّ بْنُ جَعْفَرَ قَالَ ثَنَا حَاتِمُ بْنُ اسْمٰعِيْلَ عَنْ اَبِيْ حَزْرَةَ الْمَدِيْنِيِّ يَعْقُوْبِ بْنِ مُجَاهِدٍ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الْوَلِيْدِ بْنِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ اَتَيْنَا جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ فَقَالَ جَابِرُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ جِئْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ يُصَلِّيْ حَتّٰى قُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ فَاَخَذَنِيْ بِيَدِهِ فَاَدَارَنِيْ حَتّٰى اَقَامَنِيْ عَنْ يَمِيْنِهِ وَجَاءَ جَبَّارُ بْنُ صَخْرٍ فَقَامَ عَنْ يَسَارِهِ فَدَ فَعَنَا بِيَدِهِ جَمِيْعًا حَتّٰى اَقَامَنَا خَلْفَهُ -

১৭০৮. হুসায়ন ইব্ন নস্‌র (র) ..... উবাদা ইব্ন সামিত (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেনঃ আমরা জাবির (রা) এর নিকট এলাম, জাবির (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট এলাম আর তিনি তখন সালাত আদায় করছিলেন। আমি তাঁর বামে দাঁড়িয়ে গেলাম। তিনি তাঁর হাত দিয়ে আমাকে ধরলেন এবং আমাকে ঘুরিয়ে তাঁর ডানদিকে দাঁড় করিয়ে দিলেন। (এমন সময়) জাবির ইব্ন সখর (রা) এসে তাঁর বাম দিকে দাঁড়িয়ে গেলেন। তিনি হাত দিয়ে আমাদের উভয়কে তাঁর পিছনে দাঁড় করিয়ে দিলেন।

١٧٠٩- حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ اَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَنَّ مَالِكًا حَدَّثَهُ عَنْ اِسْحٰقَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِيْ طَلْحَةَ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ جَدَّتَهُ مُلَيْكَةَ دَعَتْ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ لِطَعَامٍ صَنَعَتْهُ فَاَكَلَ مِنْهُ ثُمَّ قَالَ قُوْمُوْا فَلاُصَلِّيْ لَكُمْ قَالَ اَنَسُ فَقُمْتُ اِلٰى حَصِيْرٍ لَنَا قَدِاسْوَدَّ مِنْ طُوْلِ مَا لُبِسَ فَنَضَحْتُهُ بِمَاءٍ فَقَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَصَفَفْتُ اَنَا وَالْيَتِيْمُ وَرَاءَهُ وَالْعَجُوْزُ مِنْ وَرَائِنَا فَصَلّٰى بِنَا رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ انْصَرَفَ -

১৭০৯. ইউনুস (র) ..... আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তাঁর দাদী মুলায়কা (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে স্বহস্তে পাকান খানার জন্য দাওয়াত করেন। তিনি তা থেকে খেলেন। তারপর বললেনঃ তোমরা দাঁড়াও, আমি তোমাদেরকে নিয়ে সালাত পড়ব। আনাস (রা) বলেন, আমি আমাদের একটি চাটাইয়ের উদ্দেশ্যে দাঁড়ালাম, যা দীর্ঘ দিনের ব্যবহারে কালো হয়ে গিয়েছিল। আমি

তা পানি দিয়ে ধুয়ে নিলাম। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ দাঁড়ালেন, আমি এবং একজন ইয়াতীম তাঁর পিছনে কাতার করে দাঁড়ালাম। আর আমাদের পিছনে দাঁড়ালেন বৃদ্ধা। তিনি আমাদেরকে নিয়ে দু'রাক'আত সালাত আদায় করলেন তারপর তিনি ফিরে গেলেন।

যদি কেউ এ প্রশ্ন উত্থাপন করে যে, ইব্‌ন মাসঊদ (রা) পূর্বে বর্ণিত এর আমল তো নবুওয়াত যুগের পরের ঘটনা। এতে বুঝা যায় যে, এটি নাসিখ তথা রহিতকারী এবং ইমামের সামনে দাঁড়ানোর রিওয়ায়াতসমূহ মান্‌সূখ (রহিত)।

এর উত্তরে বলা যায় যে, তাকে বলা হবে যে, ইব্‌ন মাসঊদ (রা) ভিন্ন অপরাপর সাহাবী থেকে বর্ণিত আছে যে, তাঁরা এ বিষয়ে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর ইন্তিকালের পরে জাবির (রা) এবং আনাস (রা)-এর রিওয়ায়াতের অনুরূপ আমল করেছেন। অতএব যদি ইব্‌ন মাসঊদ (রা)-এর আমল রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর যুগের পরের ঘটনা হওয়ার কারণে তা নাসিখ হওয়ার দলীল হয়, তাহলে ইব্‌ন মাসঊদ (রা) ভিন্ন অন্যদের থেকে বর্ণিত রিওয়ায়াত বিরোধীদের নিকট নাসিখ হওয়ার দলীল হবে নিঃসন্দেহে।

এ বিষয়ে ইব্‌ন মাসঊদ (রা) ভিন্ন অন্যদের কিছু রিওয়ায়াত উল্লেখ্য ঃ

١٧١٠- حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ ثنا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِىِّ ح وَحَدَّثَنَا يُوْنُس قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِىِّ ح وَحَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ اَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَنْ مَالِكًا حَدَّثَهُ عَنْ بْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ جِئْتُ بِالْهَاجِرَةِ اِلٰى عُمَرَ فَوَجَدْتُّهُ يُصَلِّىْ فَقُمْتُ عَنْ شِمَالِهٖ فَخَلَّفَنِىْ فَجَعَلَنِىْ عَنْ يَمِيْنِهٖ ثُمَّ جَاءَيَرْفَأُ فَتَاخَّرْتُ فَصَلَّيْتُ اَنَا وَهُوَ خَلْفَهُ.

১৭১০. ইউনুস (র) ..... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন ঃ আমি দুপুর বেলা উমর (রা)-এর নিকট এলাম, এসে দেখতে পেলাম তিনি সালাত আদায় করছেন। আমি তাঁর বামে দাঁড়িয়ে গেলাম, তিনি আমাকে তাঁর ডান দিক দিয়ে পিছনে করে দিলেন। তারপর ইয়ারফা (তাঁর রক্ষী) এলেন। আমি পিছনে সরে গেলাম। এরপর আমি এবং সে তাঁর পিছনে সালাত আদায় করলাম।

١٧١١- حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ اِدْرِيْسَ قَالَ ثَنَا اٰدَمُ بْنُ اَبِىْ اَيَاسٍ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ مَوْلٰى اٰلِ طَلْحَةَ قَالَ سَمِعْتُ سُلَيْمٰنَ بْنِ يَسَارٍ يَقُوْلُ سَمِعْتُ ابْنَ عُتْبَةَ يَقُوْلُ اُقِيْمَتِ الصَّلٰوةُ وَلَيْسَ فِى الْمَسْجِدِ اَحَدٌ اِلاَّ الْمُؤَذِّنُ وَرَجُلٌ وَعُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَجَعَلَهُمْ عُمَرُ خَلْفَهٗ فَصَلّٰى بِهِمْ -

১৭১১. বকর ইব্‌ন ইদ্‌রিস (র) ..... সুলায়মান ইব্‌ন ইয়াসার (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি ইব্‌ন উত্‌বা (র)-কে বলতে শুনেছি যে, সালাত কায়েম হতে যাচ্ছে, অথচ মসজিদে তখন শুধুমাত্র মুআয্‌যিন, জনৈক ব্যক্তি এবং উমর (রা) উপস্থিত ছিলেন। উমর (রা) তাঁদেরকে তাঁর পিছনে দাঁড় করিয়ে দিয়ে তাদের নিয়ে সালাত আদায় করলেন।

তাহাবী (র) এর যুক্তিভিত্তিক দলীল

তারপর আমরা এর যুক্তিভিত্তিক দলীল অনুসন্ধানে প্রয়াসী হলাম। আমরা মৌলিকভাবে দেখতে পেলাম যে, ইমাম যদি একজন মুক্তাদী নিয়ে সালাত আদায় করেন, তাহলে তাকে তার ডান দিকে দাঁড় করাবেন। আনাস (রা) বর্ণিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে এটিই সুন্নাত তরীকা বলে উল্লেখ রয়েছে।

١٧١٢- حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ اِدْرِيْسَ قَالَ ثَنَا اٰدَمُ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ اَتَيْتُ النَّبِىَّ ﷺ وَهُوَ يُصَلِّى فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهٖ فَاَخْلَفَنِىْ فَجَعَلَنِىْ عَنْ يَمِيْنِهٖ -

১৭১২. বকর ইব্‌ন ইদরিস (র) ..... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট এলাম, তখন তিনি সালাত পড়ছিলেন। আমি তাঁর বামে দাঁড়িয়ে গেলাম, তিনি আমাকে ধরে তাঁর ডান দিকে দাঁড় করিয়ে দিলেন।

বস্তুত এটি হচ্ছে ইমামের সাথে (মুক্তাদী) একজন হলে তার স্থান। আর যদি তিনজন নিয়ে সালাত আদায় করতেন, তাহলে তাদেরকে তাঁর পিছনে দাঁড় করাতেন। এ বিষয়ে আলিমদের মতবিরোধ নেই। হাঁ তাঁদের মতবিরোধ হচ্ছে (যদি) মুকতাদী দু'জন হয়। (এ বিষয়ে) তাদের কেউ বলেছেন, একজন কে যেভাবে দাঁড় করাবে, দু'জনকেও সেভাবে দাঁড়া করাবে (অর্থাৎ ডানে-বামে)। আবার তাদের কেউ বলেছেন, তিনজন মুকতাদীকে যেভাবে দাঁড় করাবে, দু'জনকেও সেভাবে দাঁড় করাবে। এ বিষয়ে আমরা অনুসন্ধান করলাম যে, দুজনের বিধান কি তিনজনের মত না একজনের মত ? দেখলাম যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ الاِثْنَانِ فَمَا فَوْقَهُمَا جَمَاعَةٌ। দু'জন বা ততোধিক হচ্ছে জামা'আত।

١٧١٣- حَدَّثَنَا بِذٰلِكَ اَحْمَدُ بْنُ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ التَّيْمِىُّ وَمُوْسَى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ قَالاَ ثَنَا الرَّبِيْعُ بْنُ بَدْرٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهٖ عَنْ اَبِىْ مُوْسَى الاَشْعَرِىِّ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ بِذٰلِكَ فَيَجْعَلُهُمَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ جَمَاعَةً -

১৭১৩. এ বিষয়ে আহমদ ইব্‌ন দাউদ (র) ..... আবূ মুসা আল-আশ্‌আরী (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে রিওয়ায়াত করেছেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ দু'জনকে জামাআত সাব্যস্ত করেছেন। অতএব দু'জনের বিধান হবে দু'য়ের অধিকের বিধান; দু'অপেক্ষা কর্মের বিধান এতে প্রযোজ্য হবে না।

এ **বিষয়ে কুরআন শরীফে দেখেছি** আল্লাহ্ তা'আলা মা-শরীক (বৈপিত্রেয়) (একজন) ভাই অথবা (একজন) বোনের জন্য (মীরাছের ক্ষেত্রে) ষষ্ঠাংশ ($\frac{১}{৬}$) ফরয করেছেন। আর দু' বা অধিকের জন্য এক তৃতীয়াংশ ($\frac{১}{৩}$) ফরয করেছেন। বাপ-শরীক (বৈমাত্রেয়) এক বোনের জন্য নির্ধারণ করেছেন অর্ধেক। আর দু'বোনের জন্য নির্ধারণ করেছেন দু-তৃতীয়াংশ। অনুরূপভাবে তিন বোনের জন্য ও দু-তৃতীয়াংশ নির্ধারণের ব্যাপারে আলিমগণ ঐকমত্য পোষণ করেছেন। অনুরূপভাবে তাঁরা ঐকমত্য পোষণ করেছেন যে, এক কন্যার জন্য অর্ধেক, দু'য়ের অধিক কন্যার জন্য দু-তৃতীয়াংশ। ইব্‌ন

মাসঊদসহ অধিকাংশ আলিমগণ বলেছেন, যে, দু'জনের জন্যও দু'তৃতীয়াংশ। কন্যা তার পিতার উত্তরাধিকারের ব্যাপারে বোন তার ভাই থেকে উত্তরাধিকার পাওয়ার অনুরূপ। তাহলে দু'কন্যাও পিতার উত্তরাধিকারের বিষয়ে দু'বোনের অনুরূপ নিজেদের ভাই থেকে উত্তরাধিকার পাওয়ার ব্যাপারে। অতএব আমাদের উল্লিখিত বর্ণনার দ্বারা সাব্যস্ত হলো যে, দু'য়ের বিধান হচ্ছে, জামাআতের বিধান। একের বিধান নয়।

(ইমামত অধ্যায়ে) যুক্তিভিত্তিক বিশ্লেষণ হচ্ছে এই যে, সালাতে ইমামের সাথে দু'জন মুক্তাদীর দাঁড়ানোর অবস্থান হবে জামাআতের অবস্থান। একজন মুক্তাদীর অবস্থানের অনুরূপ নয়।

এতে জাবির (রা) ও আনাস (রা) যা রিওয়ায়াত করেছেন এবং উমর (রা) যা আমল করেছেন তা সাব্যস্ত ও প্রমাণিত হয়। আর এটি-ই হচ্ছে আবূ হানীফা (র), আবূ ইউসুফ (র) ও মুহাম্মদ (র)-এর উক্তি ও অভিমত। হাঁ আবূ ইউসুফ (র) এতটুকু বলেছেন যে, ইমামের ইখ্‌তিয়ার রয়েছে, যদি তিনি ইচ্ছা পোষণ করেন তাহলে ইব্‌ন মাসঊদ (রা) যা রিওয়ায়াত করেছেন তা করতে পারেন, আর যদি ইচ্ছা করেন, তাহলে আনাস (রা) ও জাবির (রা) যা রিওয়ায়াত করেছেন তা করতে পারেন। আবূ হানীফা (র) ও মুহাম্মদ (র)-এর উক্তি এ বিষয়ে আমাদের নিকট অধিক পসন্দনীয়।

٣٦- بَابُ صَلٰوةِ الْخَوْفِ كَيْفَ هِيَ

৩৬. অনুচ্ছেদ ঃ সালাতুল খাওফ-এর বিবরণ

١٧١٤- حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِى عِمْرَانَ قَالَ ثَنَا عَاصِمُ بْنُ عَلِيٍّ وَخَلَفُ بْنُ هِشَامٍ قَالَا ثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا اَبُوْ اِسْحٰقَ الضَّرِيْرُ ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ مُعَاوِيَةَ قَالَ ثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ قَالَ ثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ ح وَحَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ ثَنَا سَعِيْدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ ثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْاَخْنَسِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ فَرَضَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلٰى لِسَانِ نَبِيِّكُمْ ﷺ اَرْبَعًا فِى الْحَضَرِ وَرَكْعَتَيْنِ فِى السَّفَرِ وَرَكْعَةً فِى الْخَوْفِ -

১৭১৪. ইব্‌ন আবী ইমরান (র), ইব্‌ন মারযূক (র), আবদুল আযীয ইব্‌ন মুআ'বিয়া (র) ও সালিহ ইব্‌ন আবদুর রহমান (র) ..... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন ঃ আল্লাহ তা'আলা তোমাদের নবী ﷺ -এর জবানীতে বাড়িতে অবস্থানকালে চার রাক'আত, সফরে দু'রাক'আত এবং ভীতিকালে এক রাক'আত (সালাত) ফরয করেছেন।

আবূ জা'ফর তাহাবী (র) বলেন ঃ একদল আলিম এ হাদীস গ্রহণ করেছেন এবং তাঁরা এ হাদীসটিকে মূল হিসাবে সাব্যস্ত করে সালাতুল খাওফ (ভয়ের সালাত)-কে এক রাক'আত নির্ধারণ করেছেন।

বস্তুত এ বিষয়ে তাদের বিরুদ্ধে দলীল হচ্ছে ঃ আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন ঃ

وَاِذَا كُنْتَ فِيْهِمْ فَاَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلٰوةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَّعَكَ وَلْيَاْخُذُوْا اَسْلِحَتَهُمْ فَاِذَا سَجَدُوْا فَلْيَكُوْنُوْا مِنْ وَّرَائِكُمْ وَلْتَاْتِ طَائِفَةٌ اُخْرٰى لَمْ يُصَلُّوْا فَلْيُصَلُّوْا مَعَكَ -

অর্থ ঃ এবং তুমি যখন তাদের মধ্যে অবস্থান করবে ও তাদের সংগে সালাত কায়েম করবে তখন তাদের এক দল তোমার সাথে যেন দাঁড়ায় এবং তারা যেন সশস্ত্র থাকে। তাদের সিজ্‌দা করা হলে তারা যেন তোমাদের পিছনে অবস্থান করে, আর অপর একদল যারা সালাতে শরীক হয়নি তারা তোমার সাথে যেন সালাতে শরীক হয়। (৪ ঃ ১০২)

বস্তুত আল্লাহ্ তা'আলা সালাতুল খাওফ কে নিজ কিতাবে (কুরআন) সুস্পষ্টরূপে বর্ণনা করেছেন। অনুরূপভাবে ইমামের সাথে প্রথম রাক'আত পূর্ণ হওয়ার পর অবশিষ্ট দলের (তায়িফার) সালাতকে ফরয করেছেন।

অতএব এর দ্বারা প্রমাণিত হলো যে, ইমাম ভীতির অবস্থায় সালাতুল খাওফ দু'রাকআত আদায় করবেন এটি উল্লিখিত হাদীসের পরিপন্থী। আর এরূপ হাদীস দ্বারা দলীল পেশ করা আদৌ জায়িয (বৈধ) নয় যা কুরআন শরীফের দ্ব্যর্থহীন বর্ণনার (نص) পরিপন্থী।

তারপর ইব্‌ন আব্বাস (রা) বর্ণিত উক্ত হাদীস তাঁরই সূত্রে বর্ণিত অন্য হাদীসের বিরোধী। যেমন ঃ

١٧١٥- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ شَيْبَةَ قَالَ ثَنَا قَبِيْصَةُ بْنُ عُقْبَةَ قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ اَبِيْ بَكْرِ بْنِ اَبِي الْجَهْمِ قَالَ حَدَّثَنِيْ عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ صَلَّى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِذِيْ قَرَدٍ صَلٰوةَ الْخَوْفِ وَالْمُشْرِكُوْنَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ فَصَفَّ صَفًّا خَلْفَهُ وَصَفًّا مُوَازِيَ الْعَدُوِّ فَصَلّٰى بِهِمْ رَكْعَةً ثُمَّ ذَهَبَ هٰؤُلاَءِ اِلٰى مَصَافِّ هٰؤُلاَءِ وَرَجَعَ هٰؤُلاَءِ اِلٰى مَصَافِّ هٰؤُلاَءِ فَصَلّٰى بِهِمْ رَكْعَةً ثُمَّ سَلَّمَ عَلَيْهِمْ فَكَانَتْ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ رَكْعَتَانِ وَلِكُلِّ طَائِفَةٍ رَكْعَةٌ -

১৭১৫. আলী ইব্‌ন শায়বা (র) ..... উবায়দুল্লাহ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (র) সূত্রে ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ 'যী-কায়াত' যুদ্ধে সালাতুল খাওফ আদায় করেছেন। তখন মুশ্‌রিকরা কিব্‌লা এবং তাঁর মাঝখানে অবস্থান করছিলো। একদল তাঁর পিছনে কাতারবন্দী হয়ে দাঁড়ায় অপর দল শত্রুর সামনে থাকে। তিনি তাদের এক দলকে নিয়ে এক রাক'আত পড়েন। তারপর তারা শত্রুর সামনে চলে যান আর শত্রুর সামনে অবস্থানরত দল ফিরে এসে তাদের স্থানে দাঁড়ান এবং তিনি তাদের নিয়ে এক রাক'আত পড়েন। এবং নিজে সালাম ফিরিয়ে নেন, (কারণ তাঁর সালাত শেষ হয়ে গিয়েছিল)। (এ অবস্থায়) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সালাত হয়েছিল দু'রাক'আত এবং প্রত্যেক দলের হয়েছিল এক রাক'আত করে।

আবূ জা'ফর তাহাবী (র) বলেন ঃ এ উবায়দুল্লাহ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (র) ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে যে হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন তা ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে মুজাহিদ সূত্রে বর্ণিত হাদীসের বিপরীত। আর ইমামের জন্য এক রাক'আত ফরয হওয়াটা অসম্ভব। কারণ এতে ইমামের জন্য দ্বিতীয় দলকে

নিয়ে তার সালাত বৈঠক, তাশাহ্হুদ ও সালাম ব্যতীত আদায় করা সাব্যস্ত হয় যা জায়িয নয়। অতএব ইবন আব্বাস (রা) বর্ণিত উভয় হাদীস পরস্পর বিরোধী। (যা দলীল হিসাবে গ্রহণযোগ্য হতে পারে না) আর এ বিষয়ে কারো জন্য মুজাহিদ সূত্রে বর্ণিত ইবন আব্বাস (রা)-এর হাদীসকে দলীল হিসাবে গ্রহণ করা বৈধ নয়। কারণ তাহলে তার বিরোধী পক্ষ এর বিপক্ষে উবায়দুল্লাহ সূত্রে বর্ণিত ইবন আব্বাস (রা)-এর হাদীসকে দলীল হিসাবে গ্রহণ করবে।

প্রশ্ন ঃ কেউ যদি প্রশ্ন উত্থাপন করে বলেন যে, ইবন আব্বাস (রা) ব্যতীত অন্যদের থেকে আমাদের বক্তব্যের স্বপক্ষে (হাদীস) বর্ণিত রয়েছে এবং তারা নিম্নোক্ত হাদীস উল্লেখ করেন ঃ

١٧١٦– حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ شَيْبَةَ قَالَ ثَنَا قَبِيْصَةُ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الرُّكَيْنِ ابْنِ الرَّبِيْعِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ حَسَّانٍ قَالَ اَتَيْتُ ابْنَ وَدِيْعَةَ فَسَأَلْتُهُ عَنْ صَلٰوةِ الْخَوْفِ فَقَالَ ايْتِ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ فَاسْأَلْهُ فَلَقِيْتُهُ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ صَلّٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ صَلٰوةَ الْخَوْفِ فِي بَعْضِ اَيَّامِهِ فَصَفَّ صَفًّا مُوَازِيَ الْعَدُوِّ فَصَلّٰى بِهِمْ رَكْعَةً ثُمَّ ذَهَبَ هٰؤُلَاءِ اِلٰى مَصَافِّ هٰؤُلَاءِ وَجَاءَ هٰؤُلَاءِ اِلٰى مَصَافِّ هٰؤُلَاءِ فَصَلّٰى بِهِمْ رَكْعَةً ثُمَّ سَلَّمَ عَلَيْهِمْ ـ

১৭১৬. আলী ইব্ন শায়বা (রা) ..... কাসিম ইব্ন হাস্সান (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি ইব্ন ওয়াদিয়ার নিকট এসে তাঁকে সালাতুল-খাওফ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছি, তিনি বললেন, তুমি যায়দ ইব্ন সাবিত (রা)-এর নিকট গিয়ে তাঁকে (এ বিষয়ে) জিজ্ঞাসা কর। আমি তাঁর সাথে সাক্ষাত করে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কোন একদিন সালাতুল খাওফ আদায় করেছেন। একদল তাঁর পিছনে কাতার বেঁধেছেন, আরেক দল শত্রুর সামনে অবস্থান নিয়েছেন। তিনি তাদেরকে নিয়ে এক রাক'আত আদায় করলেন। তারপর যে দল এক রাক'আত সালাত আদায় করেছে তারা যে দল শত্রুর সামনে রয়েছে তাদের স্থানে গিয়ে অবস্থান নিয়েছেন আর (শত্রুর সম্মুখে) অবস্থানরত দল তাদের স্থানে এসে সালাতে শরীক হয়েছেন এবং তাদেরকে নিয়ে তিনি এক রাক'আত আদায় করেছেন এবং নিজে সালাম ফিরিয়ে নিয়েছেন।

١٧١٧– حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ اِسْمٰعِيْلَ قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ ثُمَّ ذَكَرَ بِاِسْنَادِهِ مِثْلَهُ وَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَدِيْعَةَ وَزَادَ فَكَانَ لِلنَّبِيِّ ﷺ رَكْعَتَانِ وَلِكُلِّ طَائِفَةٍ رَكْعَةً رَكْعَةً ـ

১৭১৭. আবূ বাকরা (র) ..... সুফয়ান (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন। আবদুল্লাহ্ ইব্ন ওয়াদীয়া (র) অতিরিক্ত বলেছেন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর জন্য হয়েছে দু'রাক'আত এবং প্রত্যেক দলের জন্য হয়েছে এক রাক'আত করে।

١٧١٨– حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ شَيْبَةَ قَالَ ثَنَا قَبِيْصَةُ ح وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا مُؤَمَّلُ قَالَا ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ اَشْعَثَ بْنِ اَبِي الشَّعْثَاءِ عَنِ الْاَسْوَدِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنَ زَهْدَمٍ

الْحَنْظَلِىِّ قَالَ كُنَّا مَعَ سَعِيْدِ بْنِ الْعَاصِ بِطَبَرِسْتَانَ فَقَالَ اَيُّكُمْ شَهِدَ صَلٰوةَ الْخَوْفِ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَامَ حُذَيْفَةُ فَقَالَ اَنَا ثُمَّ فَعَلَ مِثْلَ مَا ذَكَرَ زَيْدٌ سَوَاءً ـ

১৭১৮. আলী ইব্‌ন শায়বা (র) ও আবূ বাকরা (র) ..... সা'লাবা ইব্‌ন যাহ্‌দাম আল-হানজালী (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন ঃ আমরা তবরিস্থানে সাঈদ ইব্‌নুল আ'স (রা)-এর সাথে ছিলাম। তিনি বললেন, তোমাদের মধ্যে কে আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সাথে সালাতুল খাওফ প্রত্যক্ষ করেছ ? হুযায়ফা (রা) উঠে বললেন আমি। তারপর তিনি হুবহু তা-ই বর্ণনা করেছেন যা যায়দ ইব্‌ন সাবিত (রা) উল্লেখ করেছেন।

١٧١٩– حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا عَفَّانُ قَالَ ثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ قَالَ ثَنَا عَطِيَّةُ بْنُ الْحَارِثِ قَالَ حَدَّثَنِىْ مُخْمِلُ بْنُ دِمَاثٍ قَالَ غَزَوْتُ مَعَ سَعِيْدِ بْنِ الْعَاصِ فَسَأَلَ النَّاسُ مَنْ شَهِدَ مِنْكُمْ صَلٰوةَ الْخَوْفِ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ ـ

১৭১৯. ইব্‌ন মারযূক (র) ..... মুহাম্মদ ইব্‌ন দিমাম (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন ঃ আমি সাঈদ ইব্‌নুল আ'স (রা) এর সাথে যুদ্ধে গিয়েছি। লোকেরা জিজ্ঞাসা করেছে যে, তোমাদের মধ্যে কে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সাথে সালাতুল খাওফ প্রত্যক্ষ করেছে। তারপর তিনি অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

١٧٢٠– حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا الْمَسْعُوْدِىُّ عَنْ يَزِيْدَ الْفَقِيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مُقَابِلَ اَلْعَدُوِّ ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ ـ

১৭২০. আবূ বাকরা (র) ..... জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেনঃ আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সাথে শত্রুর মুকাবিলায় ছিলাম। তারপর তিনি অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

١٧٢١– حَدَّثَنَا اَبُوْ خَازِمٍ عَبْدُ الْحَمِيْدِ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ قَالَ حَدَّثَنِىْ اَبُوْ حَفْصٍ الْفَلاَّسُ قَالَ حَدَّثَنِىْ يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ صَالِحِ بْنِ خَوَّاتٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ اَبِىْ حَثْمَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ صَلّٰى بِاَصْحَابِهِ صَلٰوةَ الْخَوْفِ فَذَكَرَ مِثْلَهُ ـ

১৭২১. আবূ খাযিম আবদুল হামিদ ইব্‌ন আবদুল আযীয (র) ..... সাহ্‌ল ইব্‌ন আবী হাছ্‌মা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ স্বীয় সাহাবাদের নিয়ে সালাতুল খাওফ আদায় করেছেন। এরপর তিনি অনুরূপ উল্লেখ করেছেন।

তাদেরকে উত্তরে বলা হবে যে, এটি মুজাহিদ (র) বর্ণিত রিওয়ায়াতের অনুকূলে নয় বরং তা ইব্‌ন আব্বাস (রা) সূত্রে বর্ণিত উবায়দুল্লাহ (র)-এর রিওয়ায়াতের অনুকূলে। আর অবশ্যই এ অনুচ্ছেদের

প্রথমে আমাদের দলীল উল্লিখিত হয়েছে, যেহেতু রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর জন্য এটি অসম্ভব ব্যাপার সে সালাতে তাঁর উপর এক রাক'আত ফরয হবে তারপর তিনি দ্বিতীয় রাক'আত (নফল) উভয়ের মাঝখানে সালাম ব্যতীত পড়বেন।

অতএব আমাদের বর্ণনা দ্বারা প্রমাণিত হলো যে, সালাতুল খাওফ ইমামের উপর দু'রাক'আত ফরয। হাঁ এ হাদীসগুলোতে মুক্তাদীগণ (দ্বিতীয় রাক'আত) পূর্ণ করা বা না করার ব্যাপারে কোন উল্লেখ নেই। এতে সম্ভাবনা রয়েছে যে তারা পূর্ণ করেছেন। আর যুক্তির আলোকে এটি অপরিহার্য যে, তারা অবশ্যই এক রাক'আত এক রাক'আত করে পূর্ণ করে নিয়েছেন। যেহেতু আমরা লক্ষ্য করে দেখেছি যে, নিরাপদ এবং বাড়ীতে অবস্থানকালীন সালাতে ইমাম ও মুক্তাদীর ফরয অভিন্ন। অনুরূপভাবে সফরেও নিরাপদ অবস্থায় উভয়ের সালাত অভিন্ন। আর এটি অসম্ভব ব্যাপার যে, মুকতাদীর সালাত এক রাক'আত ফরয হবে এবং সে অন্য এরূপ ব্যক্তির সাথে তা আদায় করবে যার ফরয সালাত হবে দু'রাক'আত। বরং তার উপর তা-ই ওয়াজিব হবে যা তার ইমামের উপর ওয়াজিব হবে। তুমি কি দেখতে পাচ্ছ না যে, যদি মুসাফির মুকীম ইমামের সালাতে শরীক হয় তাহলে সে চার রাক'আত আদায় করে। মুকতাদীর উপর তা-ই ওয়াজিব হবে যা তার ইমামের উপর ওয়াজিব হবে এবং মুকতাদীর ফরয তার ইমামের ফরযের বৃদ্ধির দ্বারা বৃদ্ধি পাবে। কখনো মুকতাদীর উপর এমন বস্তু ওয়াজিব হয় যা তার ইমামের উপর ওয়াজিব হয় না। যেমন আমরা লক্ষ্য করেছি যে, মুকীম (বাড়ীতে অবস্থানরত ব্যক্তি) যদি মুসাফিরের পিছনে সালাত আদায় করে তাহলে সে তার সালাতের সাথে সালাত আদায় করে পরবর্তীতে উঠে মুকীমের (অবশিষ্ট) সালাত পূর্ণ করে। অতএব প্রমাণিত হলো যে, কখনো মুকতাদীর উপর এমন বস্তু ওয়াজিব হয় যা তার ইমামের উপর ওয়াজিব হয় না এবং তার ইমামের উপর এমন বস্তু ওয়াজিব হয় না যা মুকতাদীর উপর ওয়াজিব হয় না।

বস্তুত যখন আমাদের উল্লিখিত বর্ণনার দ্বারা প্রমাণিত হলো যে,ইমামের উপর (সালাতুল খাওফ) দু'রাক'আত ওয়াজিব, অনুরূপভাবে মুকতাদীর উপর ও দু'রাক'আত ওয়াজিব।

হুযায়ফা (রা) থেকে তাঁর উক্তি বর্ণিত রয়েছে, যা তা-ই বুঝায় যা আমরা তাঁর হাদীসে এবং যায়দ ইব্ন সাবিত (রা), জাবির (রা) ও ইব্ন আব্বাস (রা)-এর হাদীসে ব্যাখ্যা করেছি যে, তাঁরা এক রাক'আত এক রাক'আত করে পূর্ণ করেছেন।

١٧٢٢- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ الْوَلِيْدِ قَالَ ثَنَا شُرَيْكٌ عَنْ اَبِىْ اِسْحٰقَ عَنْ سُلَيْمِ بْنِ عَبْدٍ عَنْ حُذَيْفَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ صَلٰوةُ الْخَوْفِ رَكْعَتَانِ وَاَرْبَعُ سَجْدَاتٍ ـ

১৭২২. আবূ বাকরা (র) ..... হুযায়ফা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন ঃ সালাতুল খাওফ হচ্ছে দু'রাক'আত এবং চার সিজ্দা।

আবূ জা'ফর তাহাবী (র) বলেন ঃ এতে বুঝা যাচ্ছে যে, তাঁরা অবশ্যই রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সাথে অনুরূপ করেছেন যা প্রথমোক্ত হাদীসগুলোতে ব্যক্ত হয়েছে।

তারপর আমরা হাদীসগুলো যাচাই করেছি যে, এ বিষয়ে (দু'রাক'আত) কিছু পাই কি না। আমরা দেখিঃ

١٧٢٣- فَاِذَا اَبُوْ بَكْرَةَ حَدَّثَنَا قَالَ ثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ حُرَّةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ اَبِىْ مُوْسٰى اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ صَلّٰى بِاَصْحَابِهٖ صَلٰوةَ الْخَوْفِ فَصَلّٰى بِطَائِفَةٍ مِّنْهُمْ رَكْعَةً وَكَانَ طَائِفَةٌ بِازَاءِ الْعَدُوِّ فَلَمَّا صَلّٰى بِهِمْ رَكْعَةً سَلَّمَ فَنَكَصُوْا عَلٰى اَعْقَابِهِمْ حَتّٰى انْتَهَوْا اِلٰى اِخْوَانِهِمْ ثُمَّ جَاءَ الْاٰخَرُوْنَ فَصَلّٰى بِهِمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ رَكْعَةً ثُمَّ سَلَّمَ فَقَامَ كُلُّ فَرِيْقٍ فَصَلُّوْا رَكْعَةً ـ

১৭২৩. আবূ বাকরা (র) ..... আবূ মূসা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সাহাবীগণকে নিয়ে সালাতুল খাওফ আদায় করেছেন। তাঁদের একদলকে নিয়ে তিনি এক রাক'আত আদায় করেছেন, আর অন্য দল ছিল শত্রুর মুকাবিলায়। যখন তিনি তাঁদেরকে নিয়ে এক রাক'আত আদায় করে সালাম ফিরালেন, তখন তাঁরা পিছিয়ে তাদের ভাইদের কাছে পৌঁছে গেলেন। তারপর অপর দল (যারা শত্রুর সামনে ছিলেন) আস্‌লেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাদেরকে নিয়ে এক রাক'আত পড়্‌লেন এবং সালাম ফিরালেন। এরপর উভয় দল উঠে এক রাক'আত করে সালাত পড়ে নিলেন।

এ হাদীসে অবশ্যই জানিয়ে দেয়া হয়েছে যে, তাঁরা পূর্ণ করেছেন এবং তা-ই বর্ণনা করেছে যা আমরা প্রথমোক্ত হাদীসগুলো ব্যাপারে বলে এসেছি। প্রথম রাক'আতের পর সালাম ফিরানোর উক্তিতে এ সম্ভাবনাই বিদ্যমান যে, এখানে সালাতকে ছিন্ন করণের উদ্দেশ্যে সালাম ফিরানো হয়নি; বরং মুকতাদীদেরকে প্রত্যাবর্তনে সতর্কীকরণের নিমিত্ত সালাম ফিরানো হয়েছে।

١٧٢٤- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ شَيْبَةَ قَالَ ثَنَا قَبِيْصَةُ قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ ح وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا مُؤَمَّلٌ قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ خُصَيْفٍ عَنْ اَبِىْ عُبَيْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ صَلّٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ صَلٰوةَ الْخَوْفِ فِىْ بَعْضِ اَيَّامِهٖ فَصَفَّ صَفًّا خَلْفَهٗ وَصَفًّا مُوَازِىَ الْعَدُوِّ وَكُلُّهُمْ فِىْ صَلٰوةٍ فَصَلّٰى بِهِمْ رَكْعَةً ثُمَّ ذَهَبَ هٰؤُلَاءِ اِلٰى مَصَافٍّ وَجَاءَ هٰؤُلَاءِ اِلٰى مَصَافٍّ هٰؤُلَاءِ فَصَلّٰى بِهِمْ رَكْعَةً ثُمَّ قَضَوْا رَكْعَةً رَكْعَةً ثُمَّ ذَهَبَ هٰؤُلَاءِ مَصَافٍّ هٰؤُلَاءِ وَجَاءَ هٰؤُلَاءِ اِلٰى مَصَافٍّ هٰؤُلَاءِ فَقَضَوْا رَكْعَةً ـ

১৭২৪. আলী ইব্‌ন শায়বা (র) ও আবূ বাকরা (র) ..... আবদুল্লাহ্ ইবন মাসঊদ (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কোন এক দিন সালাতুল খাওফ আদায় করেন। একদল তাঁর পিছনে কাতার বেঁধেছেন, আরেক দল শত্রুর সামনে অবস্থান নিয়েছেন এবং তারা সকলেই একসাথে সালাতে রয়েছেন। তিনি তাঁদেরকে নিয়ে এক রাক'আত পড়্‌লেন। তারপর যে দল এক রাক'আত সালাত আদায় করেছেন তাঁরা যে দল শত্রুর সামনে রয়েছেন তাদের স্থানে গিয়ে অবস্থান নিয়েছেন আর (শত্রুর সম্মুখে) অবস্থানরত দল তাঁদের স্থানে এসে সালাতে শরীক হয়েছেন এবং তিনি তাঁদেরকে নিয়ে এক রাক'আত পড়েছেন, তারপর তাঁরা এক রাক'আত করে পূর্ণ করে নিয়েছেন। এরপর তাঁরা ওঁদের স্থানে চলে গেছেন এবং ওঁরা তাঁদের স্থানে চলে এসে এক রাক'আত পূর্ণ করে নিয়েছেন।

١٧٢٥- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا بَكْرُ بْنُ بَكَّارٍ الْقَيْسِيُّ قَالَ ثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنَ الْحُسَيْنِ قَالَ ثَنَا خُصَيْفُ عَنْ اَبِيْ عُبَيْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ لَمَّا صَلَّى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ صَلٰوةَ الْخَوْفِ فِيْ حَرَّةِ بَنِيْ سُلَيْمٍ ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَهُ غَيْرَ اَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ وَكُلُّهُمْ فِيْ صَلٰوةٍ زَادَ وَكَانُوْا فِيْ غَيْرِ الْقِبْلَةِ ـ

১৭২৫. আবূ বাকরা (র) ..... আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসঊদ (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন বনূ সুলাইম-এর প্রস্তরভূমিতে সালাতুল খাওফ পড়েছেন। তারপর অনুরূপ উল্লেখ করেছেন, কিন্তু "তারা সকলেই একসাথে সালাতে রয়েছেন" এ বাক্যটি উল্লেখ করেননি। আর তিনি "তারা কিব্লা'র অন্যদিকে ছিলেন" বাক্যটি অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন।

আবূ জা'ফর তাহাবী (র) বলেন ঃ এ হাদীসে অবশ্যই বর্ণনা করা হয়েছে যে, তাঁরা এক রাক'আত করে পূর্ণ করেছেন এবং এতে আরো বর্ণনা করা হয়েছে যে, "তাঁরা সকলেই একসাথে সালাতে প্রবেশ করেছেন।"

বস্তুত এ হাদীস অন্য হাদীসের সাথে এ বিষয়ে বৈপরিত্য আছে কি না, তা আমরা লক্ষ্য করার প্রয়াস পাচ্ছি। সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আমরা নিম্নোক্ত হাদীস দেখা পাচ্ছি ঃ

١٧٢٦- فَاِذَا يُوْنُسُ قَدْ حَدَّثَنَا قَالَ ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَنَّ مَا لِكًا حَدَّثَهُ عَنْ نَافِعٍ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ اِذَا سُئِلَ عَنْ صَلٰوةِ الْخَوْفِ قَالَ يَتَقَدَّمُ الامَامُ وَطَائِفَةٌ مِّنَ النَّاسِ فَيُصَلِّيْ بِهِمْ رَكْعَةً وَيَكُوْنُ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْعَدُوِّ وَلَمْ يُصَلُّوْا فَيَتَقَدَّمُ الَّذِيْنَ لَمْ يُصَلُّوْا وَيَتَاخَّرُوْنَ فَيُصَلِّيْ بِهِمْ رَكْعَةً ثُمَّ يَنْصَرِفُ الامَامُ وَقَدْ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ فَتَقُوْمُ كُلُّ طَائِفَةٍ مِّنَ الطَّائِفَتَيْنِ فَيُصَلُّوْنَ لاَنْفُسِهِمْ رَكْعَةً رَكْعَةً بَعْدَ اَنْ يَّنْصَرِفَ الامَامُ فَيَكُوْنُ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِّنَ الطَّائِفَتَيْنِ قَدْ صَلُّوْا رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ قَالَ نَافِعُ لاَ اَرٰى ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا ذَكَرَ ذٰلِكَ اِلاَّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ـ

১৭২৬. ইউনুস (র) ..... নাফি' (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, যখন আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা)-কে সালাতুল খাওফ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হতো তিনি বলতেন ঃ ইমাম একদল লোকসহ অগ্রসর হবেন এবং তাদেরকে নিয়ে এক রাক'আত সালাত আদায় করবেন আর তাদের অন্য দল ইমাম এবং শত্রুর মাঝখানে অবস্থান করবে এবং সালাত পড়বে না। তারপর যারা সালাত পড়েনি তারা অগ্রসর হবে এবং অন্য দল (যারা সালাত পড়ে নিয়েছে) সরে পড়বে। আর তাদেরকে নিয়ে ইমাম এক রাক'আত পড়ে নিবেন। তারপর ইমাম যিনি দু'রাক'আত পড়েছেন সালাত শেষ করবেন। আর উভয় দল থেকে প্রত্যেক দল ইমামের সালাত শেষে উঠে নিজেদের এক রাক'আত করে পড়ে নিবে। এভাবে প্রত্যেক দল দু'রাক'আত, দু'রাক'আত করে পড়ে নিলো।

নাফি' (র) বলেছেন ঃ ইব্‌ন উমর (রা) এটি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে উল্লেখ করেছেন। আর এ হাদীসে বলে দেয়া হয়েছে যে, ইমাম প্রথম দলকে নিয়ে এক রাক'আত পড়ার পর দ্বিতীয় দল সালাতে প্রবেশ করেছে। উপরন্তু কুরআন শরীফও এর পক্ষে সাক্ষ্য বহন করে।

আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ অর্থাৎ ঃ "আর অপর একদল যারা সালাতে শরীক হয়নি তারা তোমার সাথে যেন সালাতে শরীক হয়"। (৪ ঃ ১০২) আমাদের বর্ণনার দ্বারা অবশ্যই প্রমাণিত হলো যে, ইমাম প্রথম রাক'আত শেষ করার পরে দ্বিতীয় দল সালাতে শরীক হয়েছে। বস্তুত এ হাদীসটি সনদের দিক থেকে সহীহ্ (বিশুদ্ধ) এবং প্রকৃতপক্ষে মারফূ। যদিও নাফি' (র) মারফূ হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করেছেন যখন এটিকে মালিক (র) বর্ণনা করেছেন। অনুরূপভাবে এটিকে তাঁর শীর্ষস্থানীয় ছাত্রবৃন্দ তাঁর থেকে রিওয়ায়াত করেছেন।

١٧٢٧- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ شَيْبَةَ قَالَ ثَنَا قَبِيْصَةُ قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُوْسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ صَلَّى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ صَلٰوةَ الْخَوْفِ فِيْ بَعْضِ اَيَّامِهِ فَقَامَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَهُ وَطَائِفَةٌ مِنْهُمْ فِيْمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْعَدُوِّ فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَةً ثُمَّ ذَهَبَ هٰؤُلَاءِ اِلٰى مَصَافِّ هٰؤُلَاءِ وَجَاءَ هٰؤُلَاءِ اِلٰى مَصَافِّ هٰؤُلَاءِ فَصَلّٰى بِهِمْ رَكْعَةً ثُمَّ سَلَّمَ عَلَيْهِمْ ثُمَّ قَضَتِ الطَّائِفَتَانِ رَكْعَةً رَكْعَةً ـ

১৭২৭. আলী ইব্‌ন শায়বা (র) ..... ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কোন একদিনে সালাতুল খাওফ এভাবে আদায় করেছেন যে, লোকদের একদল তাঁর সাথে দাঁড়িয়েছেন, আর অন্য দল তাঁর এবং শত্রুর মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থান নিয়েছেন। তিনি তাদেরকে নিয়ে এক রাক'আত পড়েছেন। তারপর তারা ওদের স্থানে চলে গেছেন এবং ওরা তাদের স্থানে চলে এসেছেন এবং তাদেরকে নিয়ে এক রাক'আত পড়েছেন তারপর নিজে তাদের উদ্দেশ্যে সালাম ফিরিয়ে নিয়েছেন। এরপর উভয় দল এক রাক'আত করে পূর্ণ করে নিয়েছেন।

١٧٢٨- حَدَّثَنَا فَهْدُ بْنُ سُلَيْمَانَ وَاَحْمَدُ بْنُ مَسْعُوْدِ الْخَيَّاطُ قَالَا ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ عَنِ الْاَوْزَاعِيِّ عَنْ اَيُّوْبَ بْنَ مُوْسٰى عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ بِمِثْلِ مَعْنَاهُ ـ وَقَدْ رَوَاهُ اَيْضًا سَالِمُ عَنْ اَبِيْهِ مَرْفُوْعًا ـ

১৭২৮. ফাহাদ ইব্‌ন সুলায়মান (র) ও আহমদ ইব্‌ন মাসঊদ আল-খাইয়াত (র) ..... ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন। এবং এটিকে সালিম (র) তাঁর পিতা ইব্‌ন উমর (রা) থেকেও মারফূ হিসাবে রিওয়ায়াত করেছেন।

١٧٢٩- حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ سِنَانٍ قَالَ ثَنَا اَبُوْ الرَّبِيْعِ الزَّهْرَانِيْ قَالَ ثَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمٰنَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّهُ صَلَّاهَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ كَذٰلِكَ ـ

১৭২৯. ইয়াযিদ ইব্ন সিনান (র) ..... ইব্ন উমর (রা)-কে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি সালাতুল খাওফ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সাথে অনুরূপ আদায় করেছেন।

١٧٣٠- حَدَّثَنَا اَبُوْ مُحَمَّدٍ فَهْدُ بْنُ سُلَيْمٰنَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ الْيَمَانِ قَالَ اَنَا شُعَيْبُ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ اَخْبَرَنِيْ سَالِمُ اَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ غَزَوْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ غَزْوَتَهُ قِبَلَ نَجْدٍ فَوَازَيْنَا الْعَدُوَّ ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ -

১৭৩০. আবূ মুহাম্মদ ফাহাদ ইব্ন সুলায়মান (র) ..... ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেনঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সাথে নজদ অভিমুখে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছি এবং আমরা শত্রুর মুকাবিলা করেছি। তারপর তিনি অনুরূপ উল্লেখ করেছেন।

অপরাপর আলিমগণ এ বিষয়ে নিম্নোক্ত হাদীসের বিষয়বস্তু গ্রহণ করেছেন ঃ

١٧٣١- حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ اَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَنَّ مَالِكًا حَدَّثَهُ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ رُوْمَانَ عَنْ صَالِحِ بْنِ خَوَّاتٍ عَمَّنْ صَلَّى مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ يَوْمَ ذَاتِ الرِّقَاعِ صَلٰوةَ الْخَوْفِ اَنَّ طَائِفَةً صَفَّتْ مَعَهُ وَطَائِفَةً وِجَاهَ الْعَدُوِّ فَصَلّٰى بِالَّذِيْنَ مَعَهُ رَكْعَةً ثُمَّ ثَبَتَ قَائِمًا وَاَتَمُّوْا لاَنْفُسِهِمْ ثُمَّ انْصَرَفُوْا فَصَفُّوْا وِجَاهَ الْعَدُوِّ وَجَاءَتِ الطَّائِفَةُ الاُخْرٰى فَصَلّٰى بِهِمُ الرَّكْعَةَ الَّتِيْ بَقِيَتْ مِنْ صَلاَتِهِ ثُمَّ ثَبَتَ جَالِسًا وَاَتَمُّوْا لاَنْفُسِهِمْ ثُمَّ سَلَّمَ بِهِمْ -

১৭৩১. ইউনুস (র) ..... সালিহ ইব্ন খাওওয়াত (র) এমন ব্যক্তি থেকে রিওয়ায়াত করেছেন, যিনি যাতুর রিকা যুদ্ধের দিন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সাথে সালাতুল খাওফ আদায় করেছেন। (তা ছিল এভাবে) একদল তাঁর সাথে কাতার বেঁধেছেন এবং অন্যদল শত্রুর সম্মুখে অবস্থান নিয়েছেন। যারা তাঁর সাথে রয়েছেন তাদেরকে নিয়ে এক রাক'আত পড়েছেন তারপর তিনি স্থির রয়েছেন এবং তারা নিজেদের সালাত পূর্ণ করেছেন এরপর তারা সালাত শেষ করে শত্রুর মুকাবিলায় অবস্থান নিয়েছেন এরপর দ্বিতীয় দল এসেছে তিনি তাদেরকে নিয়ে তাঁর অবিশষ্ট সালাত পড়েছেন। তারপর তিনি বসে রয়েছেন এবং তারা নিজেদের সালাত পূর্ণ করে নিয়েছেন। তারপর তিনি তাদের সাথে সালাম ফিরিয়েছেন।

١٧٣٢- حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ اَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَنَّ مَالِكًا حَدَّثَهُ عَنْ يَحْيٰى بْنِ سَعِيْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ اَبِيْ بَكْرٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ خَوَّاتٍ الاَنْصَارِيِّ اَنَّ سَهْلَ بْنَ اَبِيْ حَثْمَةَ اَخْبَرَهُ اَنَّ صَلٰوةَ الْخَوْفِ فَذَكَرَ نَحْوَهُ وَلَمْ يَذْكُرْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَزَادَ فِيْ ذِكْرِ الرَّكْعَةِ الاٰخِرَةِ قَالَ فَيَرْكَعُ بِهِمْ وَيَسْجُدُ ثُمَّ يُسَلِّمُ فَيَقُوْمُوْنَ فَيَرْكَعُوْنَ لاَنْفُسِهِمُ الرَّكْعَةَ الْبَاقِيَةَ ثُمَّ يُسَلِّمُوْنَ -

১৭৩২. ইউনুস (র) ..... সালিহ্ ইব্ন খাওওয়াত আল-আনসারী (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, সাহ্‌ল ইব্ন আবী হাছ্‌মা (রা) তাঁকে খবর দিয়েছেন যে, সালাতুল খাওফ– তারপর তিনি অনুরূপ উল্লেখ করেছেন। কিন্তু এটিকে তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে উল্লেখ করেননি। আর দ্বিতীয় রাক'আতের উল্লেখে অতিরিক্ত রিওয়ায়াত করেছেন,তিনি বলেন ঃ তাদের নিয়ে রুকূ করেছেন এবং সিজ্‌দা করেছেন তারপর সালাম ফিরিয়েছেন। এরপর তারা উঠে নিজেদের অবশিষ্ট দ্বিতীয় রাক'আত পড়েছেন। তারপর তারা সালাম ফিরিয়েছেন।

١٧٣٣– حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا مُؤَمَّلٌ قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ فَذَكَرَ مِثْلَهُ بِاِسْنَادِهِ -

১৭৩৩. আবূ বাকরা (র) ..... ইয়াহইয়া ইব্ন সাঈদ (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি অনুরূপ উল্লেখ করেছেন।

তাদেরকে বলা হবে ঃ ইয়াযিদ ইব্ন রূমান ..... সালিহ ইব্ন খাওওয়াত (র) সূত্রে বর্ণিত এ হাদীসে ব্যক্ত হয়েছে যে, ইমাম সালাত শেষ করার পূর্বে তারা সালাত পড়ে নিয়েছেন এবং শেষ করে ফেলেছেন। অথচ ইতিপূর্বে শু'বা ..... আবদুর রহমান ইব্ন কাসিম ..... তাঁর পিতা কাসিম ..... সালিহ ইব্ন খাওওয়াত সূত্রে বর্ণিত হাদীসে এর বিপরীত বর্ণিত হয়েছে। যেহেতু ইয়াযিদ ইব্ন রূমান (র)-এর হাদীসে ব্যক্ত হয়েছে যে, তিনি প্রথম রাক'আত আদায় করার পর স্থির রয়েছেন এবং তারা নিজেদের সালাত পূর্ণ করে শেষ করেছেন। তারপর দ্বিতীয় দল এসেছে। আর শু'বা (র) ..... আবদুর রহমান (র) ..... তাঁর পিতা কাসিম ..... সালিহ্ ইব্ন খাওওয়াত (র) সূত্রে বর্ণিত হাদীসে ব্যক্ত হয়েছে যে, তিনি ﷺ তাদের এক দলকে নিয়ে এক রাক'আত পড়েছেন। তারপর এরা ওদের স্থানে চলে গিয়েছেন। কিন্তু এটি উল্লেখ করেননি যে, "তারা অবস্থান নেয়ার পূর্বে সালাত পড়ে নিয়েছেন এবং পূর্ণ করেছেন।"

কাসিম অবশ্যই ইয়াযিদ ইব্ন রূমান-এর বিরোধিতা করেছেন। যদি সনদের দিকে লক্ষ্য করা হয় তাহলে ইয়াযিদ ইব্ন রূমান ..... সালিহ্ ..... সাহ্‌ল ইব্ন আবী হাছ্‌মা (রা) থেকে বর্ণিত সনদ অপেক্ষা আবদুর রহমান ..... কাসিম ..... সালিহ্ ইব্ন খাওওয়াত ..... সাহ্‌ল ইব্ন আবী হাছ্‌মা (রা) ..... রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণিত সনদ অধিক শক্তিশালী। আর যদি সনদ সমমর্যাদাসম্পন্ন হয় তাহলে উভয়ের বর্ণনা সাংঘর্ষিক হয়। বস্তুত উভয়ের বর্ণনা পারস্পরিক সাংঘর্ষিক হলে উভয়পক্ষের কারো জন্য এটি দলীল হতে পারবে না। বরং এটি অগ্রহণযোগ্য হিসাবে সাব্যস্ত হবে।

কোন প্রশ্ন উত্থাপনকারী যদি প্রশ্ন করে যে, ইয়াহইয়া ইব্ন সাঈদ (র) কাসিম ইব্ন মুহাম্মদ (র) থেকে তিনি সালিহ ইব্ন খাওওয়াত (র) থেকে তিনি সাহল ইব্ন আবী হাছ্‌মা (রা) থেকে ইয়াযিদ ইব্ন রূমান-এর অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন। আর ইয়াহইয়া ইব্ন সাঈদ (র) যব্‌ত (নিয়ন্ত্রণ) এবং হিফ্‌য (সংরক্ষণ)-এর দিক দিয়ে আবদুর রহমান ইব্ন কাসিম অপেক্ষা দুর্বল।

তাকে উত্তরে বলা হবে যে, ইয়াহইয়া ইব্ন সাঈদ সম্পর্কে তোমার বর্ণনা যথার্থ কিন্তু তিনি হাদীসকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে মারফূ হিসাবে বর্ণনা করেননি বরং তিনি এটিকে সাহ্‌ল (রা)-এর উক্তি

(মাওকূফ) হিসাবে রিওয়ায়াত করেছেন। হতে পারে আবদুর রহমান ইব্নুল কাসিম তিনি কাসিম থেকে তিনি সালিহ থেকে যে হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন তা অনুরূপই (মারফূ) যা সাহল (রা) বিশেষভাবে মারফূ হিসাবে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে রিওয়ায়াত করেছেন। তারপর তিনি বলেছেন ঃ ইয়াহইয়া ইব্ন সাঈদ সূত্রে বর্ণিত রিওয়ায়াতটি সাহল ইব্ন আবী হাছমা (রা)-এর নিজস্ব অভিমত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণিত নয়। এজন্যেই ইয়াহইয়া (র) এটিকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ পর্যন্ত পৌঁছাননি। অতএব মারফূ রিওয়ায়াত এর মুকাবিলায় মাওকূফ দ্বারা দলীল পেশ করা যেতে পারে না।

যুক্তিভিত্তিক দলীল

বস্তুত যুক্তি তা প্রত্যাখ্যান করে। যেহেতু আমরা কোন সালাতে পাইনি যে, মুকতাদী সালাতের কোন অংশ ইমামের পূর্বে সম্পন্ন করে ফেলবেন। বরং মুকতাদী তা ইমামের আমলের সাথে অথবা ইমামের পরে সম্পন্ন করবেন। অতএব বিরোধপূর্ণ বিষয়ের সিদ্ধান্তকে ঐকমত্য পূর্ণ বিষয়ের উপর প্রতিষ্ঠিত করা বিধেয়।

প্রশ্নকারীরা যদি বলে যে, আমরা লক্ষ্য করেছি, কোন সালাতেই কিব্লা থেকে চেহারা ফিরানো জায়িয নেই কিন্তু সালাতুল খাওফ-এ এটি জায়িয আছে। অনুরূপ অস্বীকার করার জো নেই যে, ইমামের পূর্বে মুকতাদীর জন্য নিজ সালাত সম্পন্ন করা সালাতুল খাওফ-এ জায়িয আছে, অন্য কোন সালাতে জায়িয নেই।

তাকে উত্তরে বলা হবে যে, আমরা লক্ষ্য করেছি, কিব্লা থেকে চেহারাকে অন্যদিকে ফিরানো উযরের কারণে অপরাপর সালাতে জায়িয আছে। অতএব সালাতুল খাওফেও এটি জায়িয আছে। এর কারণ হচ্ছে, আলিমগণ ঐকমত্য পোষণ করেছেন যে, যুদ্ধে পরাস্ত ব্যক্তির যদি সালাতের সময় উপস্থিত হয়ে যায় তাহলে সে সালাত আদায় করবে, যদিও তা কিব্লা ব্যতীত অন্যদিকে হয়। অতএব যখন কোন কোন সময়ে পূর্ণ সালাতকে শত্রুর উযরের কারণে কিব্লা ব্যতীত অন্যদিকে আদায় করা হয় এবং এর কারণে তাঁর সালাত বিনষ্ট হয় না, তাহলে সালাতের কিছু অংশ কিব্লা ব্যতীত অন্যদিকে হয়ে আদায় করলে এতে কোন রূপ ক্ষতি না হওয়াই অধিকতর যুক্তিযুক্ত।

বস্তুত আমরা যখন কিব্লা ব্যতীত অন্যদিকে হয়ে সালাত আদায় করার সর্ববাদী সম্মত একটি ভিত্তি পেয়ে গেলাম যে, তা উযরের কারণে কখনো জায়িয হয়, তাহলে বিরোধপূর্ণ সালাতুল খাওফ-এর মধ্যেও উযরের কারণে কিব্লার দিকে পিঠ করে সালাত আদায় করা জায়িয হবে। আর ইমাম সালাত সম্পন্ন করার পূর্বে মুক্তাদীর সালাত সম্পন্ন করার সর্ববাদী সম্মত কোন ভিত্তি যখন আমরা পাইনি, যার সাথে এটিকে আমরা মিলাতে পারি। অতএব তোমাদের অনুমান বাতিল ও প্রত্যাখ্যাত এবং আমরা গ্রহণ করব অপরাপর সেই সমস্ত হাদীস যার আলোচনা আমরা পূর্বে করে এসেছি,যেগুলোর পক্ষে অকাট্য সূত্র পরম্পর (তাওয়াতুর) এবং ঐকমত্যের (ইজ্মার) সাক্ষ্য বহন করছে।

আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে পূর্বোক্ত বর্ণনাগুলোর সম্পূর্ণ পরিপন্থী রিওয়ায়াত বর্ণিত আছে ঃ

١٧٣٤- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ شَيْبَةَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْمُقْرِئِىُّ قَالَ ثَنَا حَيوَةُ وَابْنُ لِهَيْعَةَ قَالاَ اَخْبَرَنَا اَبُوْ الاَسْوَدِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الاَسْدِىُّ اَنَّهُ سَمِعَ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ يُحَدِّثُ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ اَنَّه سَاَلَ اَبَا هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ هَلْ صَلَّيْتَ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ صَلٰوةَ الْخَوْفِ قَالَ نَعَمْ قَالَ مَرْوَانُ مَتٰى قَالَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَامَ غَزْوَةِ نَجْدٍ قَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ لِصَلٰوةِ الْعَصْرِ وَقَامَتْ مَعَهُ طَائِفَةٌ وَطَائِفَةٌ اُخْرٰى مُقَابِلُوْ الْعَدُوِّ وَظُهُوْرُهُمْ اِلَى الْقِبْلَةِ فَكَبَّرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَكَبَّرُوْا جَمِيْعًا الَّذِيْنَ مَعَهُ وَالَّذِيْنَ مُقَابِلُوْا الْعَدُوِّ ثُمَّ رَكَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ رَكْعَةً وَّاحِدَةً وَرَكَعَتْ مَعَهُ الطَّائِفَةُ الَّتِىْ تَلِيْهِ ثُمَّ سَجَدَ وَ سَجَدَتْ مَعَهُ الطَّائِفَةُ الَّتِى تَلِيْهِ وَالْاٰخَرُوْنَ قِيَامُ مُقَابِلُوْ الْعَدُوِّ ثُمَّ قَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَقَامَتِ الطَّائِفَةُ الَّتِىْ مَعَهُ فَذَهَبُوْا اِلَى الْعَدُوِّ فَقَابَلُوْهُمْ وَاَقْبَلَتِ الطَّائِفَةُ الَّتِى كَانَتْ مُقَابِلِى الْعَدُوِّ فَرَكَعُوْا وَسَجَدُوْا وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَائِمٌ كَمَا هُوَ ثُمَّ قَامُوْا فَرَكَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ رَكْعَةً اُخْرٰى فَرَكَعُوْا مَعَهُ ثُمَّ سَجَدَ وَسَجَدُوْا مَعَهُ ثُمَّ اَقْبَلَتِ الطَّائِفَةُ الاُخْرٰى الَّتِىْ كَانَتْ مُقَابِلِى الْعَدُوِّ فَرَكَعُوْا وَسَجَدُوْا وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَاعِدٌ وَمَنْ مَّعَهُ فَسَلَّمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَسَلَّمُوْا مَعَهُ جَمِيْعًا فَكَانَتْ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ رَكْعَتَانِ وَلِكُلِّ رَجُلٍ مِنَ الطَّائِفَتَيْنِ رَكْعَتَانِ ـ

১৭৩৪. আলী ইব্ন শায়বা (র) ..... মারওয়ান ইব্নুল হাকাম থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি আবূ হুরায়রা (রা)-কে জিজ্ঞাসা করেছেন যে, আপনি কি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সাথে সালাতুল খাওফ পড়েছেন ? তিনি বললেন, হাঁ। মারওয়ান বললেন, কখন ? আবূ হুরায়রা (রা) বললেন, নজদ যুদ্ধের বছর (আর তা এভাবে) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আসরের সালাতের জন্য দাঁড়ালেন তাঁর সাথে একদল দাঁড়ালো এবং অন্য দল শত্রুর মুকাবেলায় অবস্থান নিলো, তাদের পিঠ ছিল কিব্লার দিকে। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাকবীর বললেন এবং তাঁর সাথে যারা রয়েছে এবং যারা শত্রুর মুকাবেলায় অবস্থানরত তারা সকলেই তাকবীর বললেন। তারপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এক রুকূ করলেন এবং সেই দল যারা তাঁর পিছনে রয়েছে তাঁর সাথে রুকূ করলেন। এরপর তিনি সিজদা করলেন এবং সেই দল যারা তাঁর পিছনে রয়েছে তাঁর সাথে সিজ্দা করলেন। অপর দল শত্রুর মুকাবেলায় অবস্থান করছিলেন, তারপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ দাঁড়ালেন এবং সেই দলও দাঁড়ালো যারা তাঁর সাথে রয়েছেন এরপর তারা শত্রুর মুকাবেলায় চলে গেলেন। আর যে দল শত্রুর মুকাবেলায় অবস্থানরত ছিলো তারা চলে আসলেন। (তারা এসে) রুকূ করলেন এবং সিজ্দা করলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যথারীতি– দাঁড়িয়ে থাকলেন। তারপর তারা দাঁড়ালেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ দ্বিতীয় রুকূ করলেন, তারাও তাঁর সাথে রুকূ করলেন এরপর তিনি সিজ্দা করলেন তারাও তাঁর সাথে সিজ্দা করলেন। এরপর শত্রুর মুকাবেলায় অবস্থানরত অপর দল

আসলেন এবং তারা রুকূ করলেন, সিজ্দা করলেন। আর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এবং তাঁর সাথে যারা রয়েছেন বসে রইলেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সালাম ফিরালেন, তারাও সকলে সালাম ফিরালেন। অতএব রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর জন্য হলো দু'রাক'আত এবং প্রত্যেক দলের প্রতিজনের জন্য হলো দু'রাক'আত দু'রাক'আত করে।

١٧٣٥- حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُمَيْرٍ قَالَ ثَنَا يُوْنُسُ بْنُ بُكَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ اسْحٰقَ قَالَ حَدَّثَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ صَلّٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ صَلٰوةَ الْخَوْفِ فَصَدَّعَ النَّاسَ صَدْعَيْنِ فَصَلَّتْ طَائِفَةٌ خَلْفَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَطَائِفَةٌ تُجَاهَ الْعَدُوِّ فَصَلّٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِمَنْ خَلْفَهُ رَكْعَةً وَسَجَدَ بِهِمْ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ قَامَ وَقَامُوْا مَعَهُ فَلَمَّا اَسْتَوَوْا قِيَامًا رَجَعَ الَّذِيْنَ خَلْفَهُ وَرَاءَهُمُ الْقَهْقَرٰى فَقَامُوْا وَرَاءَ الَّذِيْنَ بِازَاءِ الْعَدُوِّ وَجَاءَ الْاٰخَرُوْنَ فَقَامُوْا خَلْفَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَصَلَّوْا لِاَنْفُسِهِمْ رَكْعَةً وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَائِمٌ ثُمَّ قَامُوْا فَصَلّٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِهِمْ اُخْرٰى فَكَانَتْ لَهُمْ وَلِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ رَكْعَتَانِ وَجَاءَ الَّذِيْنَ بِازَاءِ الْعَدُوِّ فَصَلَّوْا لِاَنْفُسِهِمْ رَكْعَةً وَسَجْدَتَيْنِ ثُمَّ جَلَسُوْا خَلْفَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَسَلَّمَ بِهِمْ جَمِيْعًا -

১৭৩৫. ইব্‌ন আবী দাঊদ (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সালাতুল খাওফ পড়েছেন। তিনি লোকদেরকে দু'ভাগে বিভক্ত করলেন। এক দল রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর পিছনে সালাত আদায় করলেন। অপর দল শত্রুর মুকাবেলায় অবস্থানরত রইলেন। যারা তাঁর পিছনে রইলেন, তাদেরকে নিয়ে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এক রাক'আত পড়লেন এবং তাদেরকে নিয়ে তিনি দু'সিজ্দা দিলেন। তারপর তিনি দাঁড়ালেন এবং তাঁরাও দাঁড়ালেন। তারা যখন সোজা হয়ে দাঁড়ালেন তখন যারা তাঁর পিছনে ছিলেন পশ্চাৎগামী হয়ে ফিরে গেলেন এবং শত্রুর মুকাবেলায় যারা অবস্থানরত ছিলেন তাদের পিছনে গিয়ে তারা অবস্থান নিলেন। আর অপর দল এসে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর পিছনে দাঁড়ালেন এবং নিজেদের জন্য তারা এক রাক'আত পড়ে নিলেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ দাঁড়িয়ে রইলেন। তারপর তারা দাঁড়ালেন এবং রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাদেরকে নিয়ে দ্বিতীয় রাক'আত পড়লেন। সুতরাং তাদের এবং রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর দু'রাক'আত হয়ে যায়। যারা শত্রুর মুকাবেলায় অবস্থানরত ছিলো তারা এসে নিজেরা এক রাক'আত এবং দু'সিজ্দা করে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর পিছনে বসে গেলেন; আর তিনি তাদের সকলকে নিয়ে সালাম ফিরালেন।

বস্তুত ইমাম রাসূলুল্লাহ্ ﷺ প্রথম দলকে, যারা তাঁর সাথে এক রাক'আত পড়েছেন, শত্রুর মুকাবেলায় স্থানান্তরিত করেছেন বলে এ হাদীসে ব্যক্ত হয়েছে। এটি এ হাদীস ব্যতীত অন্য কোন হাদীসে ব্যক্ত হয়নি। আর আল্লাহ্ তা'আলার কিতাবে (কুরআন শরীফে) এর বিপরীত নিয়মের প্রতি ইংগিত রয়েছে। যেহেতু আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন ঃ

فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوْا اَسْلِحَتَهُمْ فَاِذَا سَجَدُوْا فَلْيَكُوْنُوْا مِنْ وَّرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ اُخْرٰى لَمْ يُصَلُّوْا فَلْيُصَلُّوْا مَعَكَ ـ

অর্থ ঃ তাদের একদল তোমার সাথে যেন দাঁড়ায় এবং তারা যেন সশস্ত্র থাকে। তাদের সিজ্‌দা করা হলে তারা যেন তোমাদের পিছনে অবস্থান করে, আর অপর এক দল যারা সালাতে শরীক হয়নি তারা তোমার সাথে যেন সালাতে শরীক হয়। (৪ ঃ ১০২)

এ আয়াতে এরূপ দু'টি বাক্য রয়েছে যা উক্ত হাদীসের বিষয়বস্তুকে খণ্ডন করে। দু'টির একটিই হচ্ছে– আল্লাহ্ তা'আলার উক্তি ঃ "যারা সালাতে শরীক হয়নি তারা তোমার সাথে যেন সালাতে শরীক হয়"। এতে বুঝা যাচ্ছে যে, তাদের সালাতে শরীক হওয়াটা তখন হবে যখন তারা আসবে, আসার পূর্বে নয়। আল্লাহ্ তা'আলার উক্তি ঃ "তাদের একদল তোমার সাথে যেন দাঁড়ায়।" তারপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন ঃ "আর অপর এক দল যারা সালাতে শরীক হয়নি তারা তোমার সাথে যেন সালাতে শরীক হয়।" উভয় আয়াতকে উভয় দলের জন্য উল্লেখ করেছেন যে তারা ইমামের নিকট আসবে। আর এটি অবশ্যই রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর মুতাওয়াতির হাদীসসমূহের তথা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর আমলের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ যা আমরা পূর্বে উল্লেখ করে এসেছি। বস্তুত এ হাদীস অপেক্ষা সেগুলোই উত্তম বিবেচিত হবে।

সালাতুল খাওফ সম্পর্কে অপর এক দল আলিম নিম্নোক্ত হাদীসের মর্মকে গ্রহণ করেছেন ঃ

١٧٣٦– حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ وَ اِبْنُ مَرْزُوْقٍ قَالاَ ثَنَا اَبُوْ عَاصِمٍ عَنِ الاَشْعَثِ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ اَبِىْ بَكْرَةَ عَنْ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ صَلّٰى بِهِمْ صَلٰوةَ الْخَوْفِ فَصَلّٰى بِطَائِفَةٍ مِّنْهُمْ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ انْصَرَفُوْا وَجَاءَ الْاٰخَرُوْنَ فَصَلّٰى بِهِمْ رَكْعَتَيْنِ فَصَلّٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَرْبَعًا وَصَلّٰى كُلُّ طَائِفَةٍ رَكْعَتَيْنِ ـ

১৭৩৬. আবূ বাকরা (র) ও ইব্‌ন মারযূক (র) ..... হাসান আল-বসরী (র) সূত্রে আবূ বাকরা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাদেরকে নিয়ে সালাতুল খাওফ পড়েছেন। তাদের এক দলকে নিয়ে তিনি দু'রাক'আত পড়েছেন। তারপর তারা ফিরে গেছেন এবং অপর দল এসেছে, তাদেরকে নিয়ে তিনি দু'রাক'আত পড়েছেন। অতএব রাসূলুল্লাহ্ ﷺ পড়েছেন চার রাক'আত এবং প্রত্যেক দল পড়েছেন দু'রাক'আতের।

١٧٣٧– حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ حُرَّةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ اَبِىْ بَكْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ مِثْلَهُ ـ

১৭৩৭. আবূ বাকরা (র) ..... হাসান বসরী (র) সূত্রে আবূ বাকরা (রা)-এর বরাতে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

١٧٣٨- حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِيْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا مُوْسٰى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ قَالَ ثَنَا اَبَانُ قَالَ ثَنَا يَحْيٰى عَنْ اَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِىِّ ﷺ بِذَاتِ الرِّقَاعِ فَاُقِيْمَتِ الصَّلٰوةُ ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ -

১৭৩৮. ইব্‌ন আবী দাঊদ (র) ..... জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন ঃ আমরা 'যাতুর্‌রিকা' যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সাথে ছিলাম। তখন সালাত কায়েম হয়েছে। তারপর তিনি অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

١٧٣٩- حَدَّثَنَا ابْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ اَبِى الشَّوَارِبِ قَالَ ثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ اَبِيْ بِشْرٍ عَنْ سُلَيْمٰنَ بْنِ قَيْسٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مُحَارِبَ خَصَفَةَ فَصَلّٰى بِهِمْ صَلٰوةَ الْخَوْفِ فَذَكَرَ مِثْلَ ذٰلِكَ اَيْضًا -

১৭৩৯. ইব্‌ন খুযায়মা ..... জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বনী মুহারিবের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত ছিলেন। তিনি লোকদেরকে নিয়ে সালাতুল খাওফ পড়েছেন। তারপর তিনি অনুরূপ উল্লেখ করেছেন।

একদল আলিম উক্ত মত পোষণ করে বলেছেন যে, সালাতুল খাওফ অনুরূপ। বস্তুত আমাদের মতানুসারে এ হাদীসগুলোতে তাদের স্বপক্ষের দলীল হতে পারবে না। কারণ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সম্ভবত সালাতুল খাওফ এভাবে পড়েছেন যেহেতু তিনি এরূপ সফররত ছিলেন না যাতে সালাতকে কসর পড়া হয়। (বরং তিনি মুকীম ছিলেন)। তিনি প্রত্যেক দলকে নিয়ে দু'রাক'আত করে পড়েছেন। তারপর তারা পরে দু'রাক'আতের পূর্ণ করে নিয়েছেন। অনুরূপভাবে আমরাও মত পোষণ করি যে, যখন কোন শহরে শত্রু এসে উপস্থিত হয় আর শহরবাসী সালাতুল খাওফ পড়ার ইচ্ছা পোষণ করে তাহলে তাহলে তারা অনুরূপই করবে। অর্থাৎ যদি উক্ত সালাত (চার রাক'আত বিশিষ্ট) যুহ্‌র, আসর কিংবা ই'শা হয়। তাঁরা বলেছেন ঃ পূর্ণ করা সম্পর্কে হাদীসে উল্লেখ নেই।

তাদেরকে বলা হবে যে, সম্ভবত তাঁরা (পরবর্তীতে) কাযা করে নিয়েছেন আর এ কথাটি হাদীসে বর্ণিত হয়নি। হাদীসে অনুরূপ দৃষ্টান্ত অনেক রয়েছে। আর যদি তাঁরা কাযা করে না থাকেন তাহলে আমাদের মতানুসারে এটি তাদের অনুকূলে দলীল হতে পারবে না। যেহেতু এমনও হতে পারে যে এটি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন করেন তখন (প্রাথমিক যুগে) ফরযকে দু'বার পড়া যেত। অতএব তা প্রত্যেক বারই ফরয হিসাবে গণ্য হতো। তারপর পরবর্তীতে তা রহিত হয়ে যায়।

١٧٤٠- حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ سَمِعْتُ يَزِيْدَ بْنَ هٰرُوْنَ قَالَ اَنَا حُسَيْنُ الْمُعَلِّمُ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ سُلَيْمَانَ مَوْلٰى مَيْمُوْنَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَ اَتَيْتُ الْمَسْجِدَ فَرَاَيْتُ ابْنَ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ جَالِسًا وَالنَّاسُ فِى الصَّلٰوةِ فَقُلْتُ اَلَاتُصَلِّىْ مَعَ النَّاسِ فَقَالَ قَدْ صَلَّيْتُ فِىْ رَحْلِيْ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ نَهٰى اَنْ تُصَلّٰى فَرِيْضَةٌ فِىْ يَوْمٍ مَرَّتَيْنِ -

১৭৪০. হুসাইন ইব্‌ন নসর (র) ..... মায়মুনা (রা) এর আযাদকৃত গোলাম সুলায়মান (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন ঃ আমি মসজিদে এলাম, দেখলাম ইব্‌ন উমর (রা) বসে রয়েছেন আর লোকেরা সালাতরত। আমি (তাঁকে) বল্‌লাম, আপনি লোকদের সাথে সালাত পড়ছেন না কেন ? তিনি বললেন, আমি গৃহে সালাত পড়ে নিয়েছি। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একদিনে এক ফরয কে দু'বার পড়তে নিষেধ করেছেন। আর নিষেধাজ্ঞা তো বৈধতার পরে হয়ে থাকে। অবশ্যই মুসলমানরা ইসলামের প্রাথমিক যুগে অনুরূপ করতেন। তাঁরা নিজেদের গৃহে সালাত আদায় করে মসজিদে আসতেন আর উক্ত সালাতই জামাআতে যতটুকু পেতেন ফরয হিসাবে পড়তেন। অতএব বুঝা গেল যে, তাঁরা অবশ্যই একদিনে এক ফরয কে দু'বার (ফরযরূপে) পড়তেন। তারপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাদেরকে এরূপ করতে নিষেধ করেন এরপর তিনি নির্দেশ দেন, যে ব্যক্তি মসজিদে এসে উক্ত (গৃহে আদায়কৃত) সালাত কে পায় তাহলে পড়ে নিবে এবং তা নফল হিসাবে সাব্যস্ত করবে। আর ইব্‌ন উমর (রা) লোকদের সাথে সালাত পড়াকে পরিহার করেছেন। আমাদের নিকট এতে দু'টি সম্ভাবনা রয়েছে ঃ (ক) হতে পারে উক্ত সালাত এমন সময়ের ছিলো যার পরে নফল পড়া হয় না সুতরাং তা পড়া জায়িয নয় তাই তাঁকে সেটা ফরয হিসাবে-ই পড়তে হতো। এ কারণে তিনি বলেছেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এক দিনে এক ফরয সালাতকে দু'বার পড়তে নিষেধ করেছেন। অর্থাৎ আমার জন্য তা ফরয হিসাবে পড়া জায়িয হবে না। যেহেতু আমি তা একবার পড়ে ফেলেছি এবং আমি তাদের সাথে শরীক হব না, যেহেতু আমার জন্য সে সময় নফল পড়া জায়িয হবে না। (খ) এমনও হতে পারে যে, তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে পুনঃ সালাত পড়ার নিষেধাজ্ঞা যথার্থ অর্থেই শুনেছেন তারপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তা নফল হিসাবে পড়ার অনুমতি দিয়েছেন, কিন্তু ইব্‌ন উমর (রা) তা শুনেননি। এ বিষয়ে আমরা দৃষ্টি নিবদ্ধ করে দেখেছি ঃ

١٧٤١– ابْنُ اَبِى دَاوُدَ قَدْ حَدَّثَنَا قَالَ ثَنَا الوَهْبِّى قَالَ ثَنَا الْمَاجِشُوْنَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِى رَافِعٍ قَالَ اَرْسَلَنِى مُحَرَّرْ بْنُ اَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اِلٰى اِبْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ اَسْأَلُهُ اِذَا صَلَّى الرَّجُلُ الظُّهْرَ فِىْ بَيْتِه ثُمَّ جَاءَ اِلٰى الْمَسْجِدِ وَالنَّاسُ يُصَلُّوْنَ فَصَلّٰى مَعَهُمْ اَيَّتُهُمَا صَلاَتُهُ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ صَلاَتُهُ الاُوْلٰى -

১৭৪১. ইব্‌ন আবী দাঊদ (র) ..... উসমান ইব্‌ন আবূ সাঈদ ইব্‌ন আবূ রাফি' (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন ঃ আমাকে মুহাররির ইব্‌ন আবূ হুরায়রা (রা) ইব্‌ন উমর (রা)-এর নিকট প্রেরণ করেন। যেন আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করি যে, কোন ব্যক্তি যখন যুহ্‌রের সালাত নিজ গৃহে পড়ে নেয়, তারপর মসজিদে এসে দেখে লোকেরা সালাত পড়ছে এবং সে তাদের সাথে সালাত আদায় করে, তাহলে তার কোনটি (ফরয) সালাত হিসাবে গণ্য হবে ? ইব্‌ন উমর (রা) বললেন ঃ প্রথমটি-ই তার (ফরয) সালাত হিসাবে গণ্য হবে।

বস্তুত এ হাদীসে ব্যক্ত হয়েছে যে, ইব্‌ন উমর (রা)-এর অভিমত হচ্ছে যে, দ্বিতীয় (সালাত)টি নফল হিসাবে গণ্য হবে। এতে বুঝা যাচ্ছে, সুলায়মান সূত্রে বর্ণিত হাদীসে তিনি যে সালাত ছেড়ে দিয়েছেন তা এজন্য যে, তা ছিল এরূপ সালাত, যার পরে নফল পড়া জায়িয নেই।

বস্তুত আবূ বাকরা (রা) এবং জাবির (রা) বর্ণিত হাদীসের বিধানটি ছিলো প্রাথমিক যুগের যখন যেমনটি আমরা বর্ণনা করে এসেছি যে, ফরয আদায় করার পর তা পুনবার ফরয হিসাবে আদায় করা জায়িয ছিল। এজন্যই রাসূলুল্লাহ্ ﷺ উভয় দলকে নিয়ে তা (সালাতুল খাওফ) দু'বার আদায় করেছেন। আর এটি জায়িয হিসাবে বিবেচিত হতো যদি সে বিধান বহাল থাকত। কিন্তু যখন তিনি এক ফরযকে দু'বার পড়ার নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেন তখন তা রহিত হয়ে যায়। অতএব সে অর্থ খণ্ডন হয়ে গেল যে, তিনি প্রত্যেক দলকে নিয়ে দু'রাক'আত আদায় করেছন এবং এরূপ আমল করাও রহিত হয়ে গেল। সুতরাং আবূ বাকরা (র) এবং জাবির (রা)-এর হাদীস তাদের অনুকূলে দলীল রূপে সাব্যস্ত হতে পারবে না, উক্ত হাদীস দুটিতে সেই সম্ভাবনার কারণে যা আমরা উল্লেখ করে এসেছি।

١٧٤٢– حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا حَبَّانُ يَعْنِي ابْنَ هِلاَلٍ قَالَ ثَنَا هُمَامُ قَالَ ثَنَا قَتَادَةُ عَنْ عَامِرٍ الاَحْوَلِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ اَيْمَنَ الْمُعَافِرِيِّ قَالَ كَانَ اَهْلُ الْعَوَالِيْ يُصَلُّوْنَ فِيْ مَنَازِلِهِمْ وَيُصَلُّوْنَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَنَهَاهُمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ يُّعِيْدُوْا الصَّلٰوةَ فِيْ يَوْمٍ مَرَّتَيْنِ قَالَ عَمْرُو قَدْ ذَكَرْتُ ذٰلِكَ لِسَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ فَقَالَ صَدَقَ -

১৭৪২. আবূ বাকরা (র) ..... খালিদ ইব্‌ন আয়মন আল-মুআফারী (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন ঃ আওয়ালী (মদীনার উঁচু এলাকা)-এর অধিবাসীরা নিজেদের গৃহে (ফরয) সালাত পড়তেন এবং (মসজিদে নববীতে এসে) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সাথেও তাঁরা (উক্ত সালাত) পড়তেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এক দিনে (ফরয) সালাত পুনরায় পড়তে তাদেরকে নিষেধ করে দেন। আমর (র) বলেন ঃ আমি এটি সাঈদ ইব্‌ন মুসাইইব (র)-এর নিকট উল্লেখ করলে তিনি বলেন ঃ তিনি সত্য বলেছেন।

অবশ্য এ বিষয়ে জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে এরূপ হাদীসও বর্ণিত আছে, যার মর্ম ভিন্ন ঃ

١٧٤٣– حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ سِنَانٍ قَالَ ثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ اَبِيْ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ الْيَشْكَرِيِّ اَنَّهُ سَأَلَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنْ اِقْصَارِ الصَّلٰوةِ فِي الْخَوْفِ اَيَّ يَوْمٍ اُنْزِلَ وَاَيْنَ هُوَ قَالَ انْطَلَقْنَا نَتَلَقّٰى عِيْرَ قُرَيْشٍ اٰتِيَةً مِنَ الشَّامِ حَتّٰى اِذَا كُنَّا بِنَخْلٍ جَاءَ رَجُلٌ مِّنَ الْقَوْمِ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ اَنْتَ مُحَمَّدٌ قَالَ نَعَمْ قَالَ تَخَافُنِيْ قَالَ لاَ قَالَ فَمَنْ يَمْنَعُكَ مِنِّيْ قَالَ اَللّٰهُ يَمْنَعُنِيْ مِنْكَ قَالَ فَسَلَّ السَّيْفَ قَالَ فَتَهَدَّدَهُ الْقَوْمُ وَاَوْعَدُوْهُ فَنَادٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِالرَّحِيْلِ وَاَخَذُوْا السِّلاَحَ ثُمَّ نُوْدِيَ بِالصَّلٰوةِ فَصَلّٰي رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِطَائِفَةٍ مِنَ الْقَوْمِ وَطَائِفَةُ اُخْرٰى يَحْرُسُوْنَهُمْ فَصَلّٰى

بِالَّذِيْنِ يَلُوْنَهُ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ تَأَخَّرَ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُ عَلَى أَعْقَابِهِمْ فَقَامُوْا فِى مَصَافِّ أَصْحَابِهِمْ وَجَاءَ الْاٰخَرُوْنَ فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَتَيْنِ وَالاٰخَرُوْنَ يَحْرُسُوْنَهُمْ ثُمَّ سَلَّمَ فَكَانَ لِلنَّبِىِّ ﷺ أَرْبَعَ رَكْعَاتٍ وَلِلْقَوْمِ رَكْعَتَانِ رَكْعَتَانِ فَفِى يَوْمَئِذٍ أَنْزَلَ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ اِقْصَارَ الصَّلٰوةِ وَاَمَرَ الْمُؤْمِنِيْنَ بِاَخْذِ السِّلاَحِ -

১৭৪৩. ইয়াযিদ ইব্ন সিনান (র) ..... সুলায়মান-ইয়াশকুরী (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি জাবির ইব্ন-আবদুল্লাহ্ (রা)-কে সালাতুল খাওফে কসর সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছেন। অর্থাৎ তা কোন দিন এবং কোথায় অবতীর্ণ হয় ? তিনি বলেন আমরা সিরিয়া থেকে প্রত্যাবর্তনরত কুরায়শী কাফেলাকে আক্রমণ করার নিমিত্ত রওয়ানা হলাম। যখন আমরা নাখল নামক স্থানে উপনীত হলাম তখন কাওম থেকে জনৈক (মুশরিক) ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট এসে বলল, তুমি কি মুহাম্মদ ? তিনি বললেন হাঁ। সে বল্ল, তুমি কি আমাকে ভয় কর ? তিনি বললেন, না। সে বল্ল আমার থেকে তোমাকে কে রক্ষা করবে ? তিনি বললেন, তোমার থেকে আমাকে আল্লাহ্ রক্ষা করবেন। রাবী বলেন, তখন লোকটি তরবারী কোষমুক্ত করলে। লোকেরা (সাহাবীগণ) ধম্কালেন এবং ভয় প্রদর্শন করলেন। এরপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ রওয়ানা হওয়ার ঘোষণা প্রদান করলেন এবং লোকেরা অস্ত্র ধারণ করলেন। তারপর সালাতের ঘোষণা দেয়া হয়। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কাওমের একদলকে নিয়ে সালাত পড়লেন আর অপর দল তাদেরকে প্রহরা দিচ্ছিল। যারা তাঁর সাথে ছিলেন তাদেরকে নিয়ে তিনি দু'রাক'আত সালাত আদায় করলেন এবং সালাম ফিরালেন। এরপর যারা তাঁর সাথে (সালাতে) ছিলেন তারা তাদের পশ্চাতে চলে গেলেন এবং নিজেদের সাথীদের যারা শত্রুর মুকাবেলায় ছিলেন তাদের স্থানে গিয়ে দাঁড়ালেন। আর অপর দল যারা শত্রুর মুকাবেলায় ছিলেন তারা আসলেন এবং তিনি তাদেরকে নিয়ে দু'রাক'আত পড়লেন এবং অপরদল তাদেরকে প্রহরা দিচ্ছিলেন। এরপর তিনি সালাম ফিরালেন। সুতরাং রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর জন্য হয়েছে চার রাক'আত এবং কাওমের হয়েছে দু'রাক'আত দু'রাক'আত করে। সেই দিনে-ই আল্লাহ্ তা'আলা সালাতে কসর করার বিধান অবতীর্ণ করেন এবং মু'মিনদেরকে অস্ত্রধারণের নির্দেশ প্রদান করেন।

বস্তুত এ হাদীসের দ্বারা বুঝা যাচ্ছে যে, আল্লাহ তা'আলা তাঁর প্রতি সালাতে কসরের বিধান অবতীর্ণ করার পূর্বে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাদেরকে নিয়ে সেইদিন চার রাক'আত পড়েছেন। আর সালাতে কসর করা, এর নির্দেশ আল্লাহ্ তা'আলা এর পরে দিয়েছেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর উপর সেই দিনের চার রাক'আত ছিলো ফরয। আর যারা তাঁর ইক্তিদা (অনুসরণ) করছিলেন তাদের ফরযও এতে অনুরূপ ছিলো। যেহেতু তাদের সফরে তখন মুকীম অবস্থার বিধানের অনুরূপ ছিলো। আর যখন ঘটনা এরূপ তখন অবধারিত যে উভয় দলের প্রত্যেক দল অবশ্যই দু'রাক'আত দু'রাক'আত করে পূর্ণ করে নিয়েছেন। যেমনিভাবে করা হতো, যদি তারা নিজ নিজ আবাসগৃহে (মুকীম) থাকতেন।

যদি কেউ প্রশ্ন উত্থাপন করে বলে যে, এ হাদীসে ব্যক্ত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ প্রথম দলকে নিয়ে যে দু'রাক'আত পড়েছেন তা শেষ করার পর তিনি সালাত থেকে বের হয়ে গেছেন এবং দ্বিতীয়

দল তাঁর সাথে সালাতে শরীক হওয়ার সময় তিনি (দ্বিতীয়বার) পৃথক ও নতুনভাবে সালাত শুরু করেছেন। যেহেতু হাদীসে ব্যক্ত হয়েছেঃ "তারপর তিনি সালাম ফিরিয়েছেন।"

এর উত্তরে তাকে বলা হবে যে, সম্ভবত এখানে উল্লিখিত সালাম দ্বারা তাশাহ্হুদের সালামের অনুরূপ সালাম বুঝানো হয়েছে যা দ্বারা সালাত ভঙ্গ করা উদ্দেশ্য হয় না। (অথবা) এমনও হতে পারে যে, এরূপ সালাম যদ্দ্বারা প্রথম দলকে (শত্রুর মুকাবেলায়) অবস্থান নেয়ার প্রতি সতর্ক করা হয়েছে। আর তখন সালাতে কথা বলা জায়িয ছিলো, সালাতকে তা ভঙ্গ করত না। বস্তুত এ বিষয়ে আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসঊদ (রা), আবূ সাঈদ খুদ্রী (রা) ও যায়দ ইব্ন আরকাম (রা) থেকে (হাদীস) বর্ণিত আছে। আমরা তাঁদের প্রত্যেকের বরাতে সেই অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণনা করে এসেছি, যেখানে যুল-ইয়াদাঈন -এর হাদীসের কারণসমূহ বর্ণনা করেছি।

জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি সালাতুল খাওফ এ মর্মে নয় বরং ভিন্ন মর্মে (এক রাক'আত) পড়েছেন।

١٧٤٤- حَدَّثَنَا احْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحِيْمِ قَالَ ثَنَا سَعِيْدُ بْنُ اَبِى مَرْيَمَ قَالَ اَنَا يَحْيَى بْنُ اَيُّوْبَ قَالَ حَدَّثَنِى شُرَحْبِيْلُ بْنُ سَعْدٍ اَبُوْ سَعْدٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِىْ صَلٰوةِ الْخَوْفِ قَالَ قَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَطَائِفَةٌ مَّنْ خَلْفِهِ مِنْ وَرَاءِ الطَّائِفَةِ الَّتِىْ خَلْفَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قُعُوْدٌ وُجُوْهُهُمْ كُلُّهُمْ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَكَبَّرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَكَبَّرَتْ طَائِفَتَانِ وَرَكَعَ وَرَكَعَتِ الطَّائِفَةُ الَّتِىْ خَلْفَهُ وَالْاٰخَرُوْنَ قُعُوْدٌ ثُمَّ سَجَدَ فَسَجَدُوْا اَيْضًا وَالْاٰخَرُوْنَ قُعُوْدٌ ثُمَّ قَالَ وَقَامُوْا فَنَكَصُوْا خَلْفَهُ حَتّٰى كَانُوْا مَكَانَ اَصْحَابِهِمْ وَاَتَتِ الطَّائِفَةُ الْاُخْرٰى فَصَلّٰى بِهِمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ رَكْعَةً وَسَجْدَتَيْنِ وَالْاٰخَرُوْنَ قُعُوْدٌ ثُمَّ سَلَّمَ فَقَامَتِ الطَّائِفَتَانِ كِلْتَاهُمَا فَصَلُّوْا لِاَنْفُسِهِمْ رَكْعَةً وَسَجْدَتَيْنِ رَكْعَةً وَّسَجْدَتَيْنِ -

১৭৪৪. আহমদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবদুর রহীম (র)..... জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে সালাতুল খাওফ সম্পর্কে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ দাঁড়িয়েছেন, আর এক দল তাঁর পিছনে দাঁড়িয়েছেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর পিছনে যে দল দাঁড়িয়ে রয়েছেন তাদের পিছনে অন্য দল রয়েছেন। আর তাদের সকলের মুখমণ্ডল রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর অভিমুখে রয়েছে। তারপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাক্বীর বল্লেন এবং উভয় দল তাক্বীর বললেন। তিনি রুকূ করলেন এবং সে দল রুকূ করলেন যে দল তাঁর পিছনে রয়েছে। অপর দল বসে থাকেন। তারপর তিনি সিজ্দা করলেন, তারাও সিজ্দা করলেন এবং অপর দল বসে থাকলেন। এরপর তিনি দাঁড়ালেন এবং তাঁরা দাঁড়ালেন। তারপর তারা পিছিয়ে তাদের সাথীদের (যারা বসে রয়েছেন) স্থানে চলে গেলেন এবং অপর দল (যারা বসেছিলেন) চলে এলেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাদেরকে নিয়ে এক

রাক'আত এবং দু'সিজ্দা আদায় করলেন। অন্যরা বসে থাকলেন। এরপর তিনি সালাম ফিরালেন। এরপর উভয় দল দাঁড়িয়ে নিজেদের জন্য এক রাক'আত, দু'সিজ্দা, এক রাক'আত দু'সিজ্দা আদায় করেন।

বস্তুত এ হাদীসের বিষয়বস্তু আমাদের (হানাফী) মতানুসারে অসম্ভব, এমনটি হতে পারে না। যেহেতু এতে ব্যক্ত হয়েছে যে, তাঁরা বসা অবস্থায় সালাতে শরীক হয়েছেন। অথচ সমস্ত মুসলমানদের ইজ্মা (ঐকমত্য) রয়েছে যে, কেউ যদি বসা অবস্থায় সালাতকে আরম্ভ করে তারপর সে দাঁড়ায় এবং দাঁড়িয়ে তা শেষ করে আর তার এতে কোনরূপ উযর না থাকে তাহলে তার সালাত বাতিলরূপে গণ্য হবে। অতএব রুকূ এবং সিজ্দা ব্যতীত সালাতে শরীক হওয়া জায়িয হবে না। সুতরাং যারা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর পিছনে দ্বিতীয় কাতারে বসে থেকে সালাতে শরীক হয়েছেন তাঁদের এটি অসম্ভব ব্যাপার (না-জায়িজ) হিসাবে বিবেচিত হবে।

অতএব এ হাদীস ব্যতীত জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা)-এর (পূর্ববর্তী) হাদীস যা আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে রিওয়ায়াত করে এসেছি তা-ই প্রমাণিত গণ্য হবে।

সালাতুল খাওফ সম্পর্কে অপর এক দল-আলিম নিম্নোক্ত হাদীসের মর্ম গ্রহণ করেছেন।

١٧٤٥. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ شَيْبَةَ قَالَ ثَنَا قَبِيْصَةُ قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ اَبِيْ عَيَّاشٍ الزُّرَقِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ قَالَ صَلَّى بِنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الظُّهْرَ بِعُسْفَانَ وَالْمُشْرِكُوْنَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ فِيْهِمْ اَوْ عَلَيْهِمْ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيْدِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ فَقَالَ الْمُشْرِكُوْنَ لَقَدْ كَانُوْا فِيْ صَلٰوةٍ لَوْ اَصَبْنَا مِنْهُمْ لَكَانَتِ الْغَنِيْمَةُ فَقَالَ الْمُشْرِكُوْنَ اَنَّهَا سَتَجِيْءُ صَلٰوةٌ هِيَ اَحَبُّ اِلَيْهِمْ مِنْ اٰبَائِهِمْ وَاَبْنَائِهِمْ قَالَ فَنَزَلَ جِبْرِيْلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِالْاٰيَاتِ فِيْمَا بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ قَالَ فَصَلَّى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْعَصْرَ وَصَفَّ النَّاسُ صَفَّيْنِ وَكَبَّرَ وَكَبَّرُوْا مَعَهُ جَمِيْعًا ثُمَّ رَكَعَ وَرَكَعُوْا مَعَهُ جَمِيْعًا ثُمَّ رَفَعَ وَرَفَعُوْا مَعَهُ جَمِيْعًا ثُمَّ سَجَدَ وَسَجَدَ الصَّفُّ الَّذِيْ يَلُوْنَهُ وَقَامَ الصَّفُّ الْمُؤَخَّرُ يَحْرُسُوْنَهُمْ بِسِلَاحِهِمْ ثُمَّ رَفَعَ وَرَفَعُوْا جَمِيْعًا ثُمَّ سَجَدَ الصَّفُّ الْمُؤَخَّرُ ثُمَّ رَفَعُوْا وَتَاَخَّرَ الصَّفُّ الْمُقَدَّمُ وَتَقَدَّمَ الصَّفُّ الْمُؤَخَّرُ فَكَبَّرَ وَكَبَّرُوْا مَعَهُ جَمِيْعًا ثُمَّ رَكَعَ وَرَكَعُوْا مَعَهُ جَمِيْعًا ثُمَّ رَفَعَ وَرَفَعُوْا مَعَهُ جَمِيْعًا ثُمَّ سَلَّمَ عَلَيْهِمْ وَصَلَّاهَا مَرَّةً اُخْرٰى فِيْ اَرْضِ بَنِيْ سُلَيْمٍ.

১৭৪৫. আলী ইব্ন শায়বা (র) ..... আবূ আইয়াশ যুরাকী (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদেরকে নিয়ে উস্ফান নামক স্থানে যুহ্রের সালাত পড়েছেন। মুশ্রিকরা তখন তাঁর ও কিব্লা'র মাঝখানে অবস্থান করছিলো, তাদের মধ্যে অথবা তাদের উপর খালিদ ইব্ন ওলীদ (নেতা হিসাবে) নিযুক্ত ছিলেন। মুশরিকরা বলল, সালাতরত অবস্থায় যদি আমরা

তাদেরকে আক্রমণ করি তাহ্লে আমরা গনীমতের সম্পদ অর্জন করতে সক্ষম হব। মুশ্রিকরা বল্ল, এরূপ এক সালাত সমাগত যা তাদের কাছে তাদের পিতা-পুত্র অপেক্ষা অধিক প্রিয়। রাবী বলেন, জিব্রাঈল (আ) যুহ্র এবং আসরের মধ্যবর্তী সময়ে (সালাতুল খাওফের) আয়াত নিয়ে অবতীর্ণ হলেন। রাবী বললেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আসরের সালাত পড়লেন এবং লোকেরা দু'টি কাতার বেঁধে দাঁড়ালেন। তিনি তাক্বীর বললেন, লোকেরা সকলে তাঁর সাথে তাকবীর বললো। তারপর তিনি রুকূ করলেন, লোকেরা সকলে তাঁর সাথে রুকূ করলো, এরপর তিনি (রুকূ থেকে) মাথা উঠালেন, লোকেরা সকলে তাঁর সাথে মাথা উঠালো। এরপর তিনি সিজ্দা করলেন এবং তাঁর সাথে মিলিত কাতারের লোকেরা সিজ্দা করলো। আর পিছনের কাতারের লোকেরা দাঁড়িয়ে থাকল এবং তাদেরকে সশস্ত্র অবস্থায় প্রহরা দিচ্ছিল। এরপর তিনি উঠলেন এবং তারা সকলে তাঁর সাথে উঠলো। তারপর পিছনের কাতারের লোকেরা সিজ্দা করল এবং তারা উঠল। অগ্রবর্তী কাতারের লোকেরা পশ্চাতে চলে গেল আর পশ্চাৎবর্তী কাতারের লোকেরা সম্মুখে অগ্রসর হল। তিনি তাক্বীর বললেন, তারা সকলে তাঁর সাথে তাক্বীর বলল। তারপর তিনি রুকূ করলেন, তারা সকলে তাঁর সাথে রুকূ করল। এরপর তিনি (রুকূ থেকে) উঠলেন এবং তারা সকলে তাঁর সাথে উঠল, তারপর তিনি সকলকে নিয়ে সালাম ফিরালেন। আরেক বার তিনি সালাতুল খাওফ বনী সুলাইম-এর ভূমিতে আদায় করেছেন।

١٧٤٦- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ ثَنَا مُؤَمَّلٌ قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ اَنَّهُ صَلاَّهَا فَذَكَرَ نَحْوًا مِّنْ هٰذَا ـ

১৭৪৬. আবূ বাকরা (র) ..... জাবির (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি সালাতুল খাওফ পড়েছেন, তারপর তিনি অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

এ হাদীসের বিষয়বস্তু গ্রহণকারী ফকীহদের মধ্যে ইব্ন আবূ লায়লা (র) অন্যতম। আর আবূ হানীফা (র) এবং মুহাম্মদ ইব্নুল হাসান (র) উক্ত হাদীসকে গ্রহণ করেননি। যেহেতু আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন ঃ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ اُخْرٰى لَمْ يُصَلُّوْا فَلْيُصَلُّوْا مَعَكَ "আর অপর এক দল যারা সালাতে শরীক হয়নি তারা তোমার সাথে যেন সালাতে শরীক হয়"। অথচ এ হাদীসে ব্যক্ত হয়েছে যে, তারা সকলে এক সাথে সালাত পড়েছেন।

তাছাড়া ইব্ন উমর (রা) ও ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন আবদুল্লাহ্র হাদীস এবং হুযায়ফা (রা) ও যায়দ ইব্ন সাবিত (রা)-এর হাদীসে ব্যক্ত হয়েছে যে, দ্বিতীয় দল দ্বিতীয় রাক'আতে শরীক হয়েছে। তাঁরা এর পূর্বে সালাত পড়েননি। বস্তুত এ বিষয়ে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে তাঁদের সূত্রে বর্ণিত হাদীসগুলোর প্রতি কুরআন সমর্থন করে। অতএব আবূ আইয়াশ (রা) ও জাবির (রা)-এর দু'হাদীস অপেক্ষা উক্ত হাদীসগুলো তাঁর (আবূ হানীফা) নিকট উত্তম বিবেচিত হয়েছে।

আবূ ইউসুফ (র) মত গ্রহণ করেছেন যে, যদি শত্রু কিব্লা অভিমুখে থাকে তাহলে সালাত সেভাবেই হবে যেমনটি আবূ আইয়াশ (রা) এবং জাবির (রা) রিওয়ায়াত করেছেন। আর যদি তারা (শত্রুরা) কিব্লা ব্যতীত অন্যদিকে অবস্থানরত থাকে তাহলে সালাত হবে সেভাবে যেমনটি ইব্ন উমর (রা), হুযায়ফা (রা) ও যায়দ ইব্ন সাবিত (রা) রিওয়ায়াত করেছেন। যেহেতু আবূ আইয়শ (রা) কর্তৃক

বর্ণিত হাদীসে ব্যক্ত হয়েছে যে তারা কিব্‌লা অভিমুখে ছিলো। আর ইব্‌ন উমর (রা), হুযায়ফা (রা) ও যায়দ ইব্‌ন সাবিত (রা) বর্ণিত হাদীসে এসব কিছুর উল্লেখ নেই। তবে এ বিষয়ে ইব্‌ন মাসউদ (রা) থেকে রিওয়ায়াত করা হয়েছে যা তাদের রিওয়ায়াতের অনুকূলে এবং তিনি বলেছেন ঃ শত্রু কিব্‌লা ব্যতীত অন্যদিকে অবস্থান করছিল।

আবূ ইউসুফ (র) বলেছেন ঃ আমি উভয় হাদীসকেই বিশুদ্ধ মনে করি। ইব্‌ন মাসঊদ (রা)-এর হাদীস ও এর অনুকূলে যা রয়েছে সেগুলো প্রযোজ্য হবে তখন, যখন শত্রু কিব্‌লা ব্যতীত অন্য দিকে হয়, আর আবূ আইয়াশ (রা) ও জাবির (রা) এর হাদীস প্রযোজ্য হবে তখন, যখন শত্রু কিব্‌লা অভিমুখে হয়। এটি আমাদের নিকট কুরআন শরীফের বিরোধী নয়। যেহেতু সম্ভাবনা রয়েছে যে, আল্লাহ্‌র বাণী وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوْا مَعَكَ তখনকার জন্য যখন শত্রু কিব্‌লা ব্যতীত অন্য দিকে বিদ্যমান থাকে। তারপর আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর নিকট এ মর্মে ওয়াহী প্রেরণ করেছেন যে, শত্রুরা যদি কিব্‌লা অভিমুখে হয় তাহলে সালাতের (খাওফ) বিধান কিরূপ হবে ? এ জন্য তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উভয় পদ্ধতি অনুসরণ করেছেন, যেমনটি উভয় হাদীসে এসেছে। বস্তুত আমাদের নিকট এ বিষয়ে এটি-ই হচ্ছে বিশুদ্ধতম ও সর্বোত্তম উক্তি। যেহেতু হাদীসসমূহের বিশুদ্ধিকরণে এর সাক্ষ্য বহন করে। আবদল্লাহ ইব্‌ন আব্বাস (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে সালাতুল খাওফ বিষয়ে যে হাদীস রিওয়ায়াত করা হয়েছে যা আমরা এ অনুচ্ছেদের প্রথম দিকে বর্ণনা করে এসেছি। যা উবায়দুল্লাহ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (র) তাঁর সূত্রে যী-কারাদ যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সালাত (খাওফ) রিওয়ায়াত করেছেন তাও উল্লিখিত বিশ্লেষণকে সমর্থন করে। অতএব এটি সেই হাদীসের অনুকূলে রয়েছে যা এ বিষয়ে আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসঊদ (রা), আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা) হুযায়ফা (রা) ও যায়দ ইব্‌ন সাবিত (রা) রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে রিওয়ায়াত করেছেন।

তারপর এ বিষয়ে আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে তাঁর অভিমত সম্পর্কে রিওয়ায়াত করা হয়েছেঃ

١٧٤٧– حَدَّثَنَا سُلَيْمٰنُ بْنُ شُعَيْبٍ قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ صَالِحِ الْهَاشِمِيُّ اَبُوْ بَكْرٍ قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ لَهِيْعَةَ عَنِ الْاَعْرَجِ اَنَّهُ سَمِعَ عُبَيْدَ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ يَقُوْلُ كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ يَقُوْلُ فِى صَلٰوةِ الْخَوْفِ فَذَكَرَ مِثْلَ مَا فَعَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِى حَدِيْثِ ابْنِ عَيَّاشٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ وَحَدِيْثِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَلَّذِيْ وَافَقَهُ ـ

১৭৪৭. সুলায়মান ইব্‌ন শু'আয়ব (র) ..... আ'রাজ (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি উবায়দুল্লাহ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আব্বাস (র) কে বলতে শুনেছেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রা) সালাতুল খাওফ সম্পর্কে বলতেন, এরপর তিনি অনুরূপ উল্লেখ করেছেন যা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম করেছেন, এবং যা আবূ আইয়াশ (রা) ও জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা)-এর হাদীসে ব্যক্ত হয়েছে এবং যেটি এর অনুকূলে রয়েছে।

বস্তুত যেহেতু ইব্ন আব্বাস (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর আমল সম্পর্কে উত্তমরূপে জ্ঞাত ছিলেন, যা ইব্ন আব্বাস (রা) সূত্রে উবায়দুল্লাহ (র)-এর হাদীসে আমরা রিওয়ায়াত করেছি তাই তিনি বলেছেন, মুশ্‌রিকরা তাঁর এবং কিব্‌লা'র মাঝখানে ছিলো। তারপর রাবী বলেন ঃ এটি তাঁর নিজস্ব অভিমত। এটি অসম্ভব ব্যাপার যে, তারা এভাবে (এক সাথে নিয়ত বেধে) সালাত পড়বে আর শত্রু থাকবে কিব্‌লা ব্যতীত অন্য দিকে। আবার এটি-ও অসম্ভব যে, তারা এভাবে সালাত পড়বে যখন শত্রু থাকবে কিব্‌লা অভিমুখে। যেমন ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে উবায়দুল্লাহ্ (র)-রিওয়ায়াত করেছেন। যেহেতু শত্রু যখন কিব্‌লা ব্যতীত অন্য দিকে মুসলমানদের পিঠের দিকে হয় তাহ্‌লে এরা কিব্‌লা থেকে পিঠ ফিরাবেনা। অতএব শত্রু কিব্‌লার দিকে হওয়ার সময়ে এর আগেই এরা কিব্‌লা থেকে পিঠ ফিরাবে না। কিন্তু অর্থ সেটি-ই যা আমরা তাঁর থেকে উল্লেখ করেছি যে, যখন শত্রু কিব্‌লা'র দিকে হবে তখন পৃষ্ঠ প্রদর্শন পরিত্যাগ করবে (এর প্রয়োজন নেই) আর এটিরও সম্ভবনা রয়েছে যে, যখন শত্রুও কিব্‌লা ব্যতীত অন্য দিকে অবস্থান করবে, যেমনটি ইব্ন আবী লায়লা বলেছেন। অবশ্যই আমাদের ইল্‌ম (জ্ঞান) তার উক্তিকে বেষ্টন করে নিয়েছে। তবে সেই হাদীস ব্যতিক্রম যা তাঁর সূত্রে উবায়দুল্লাহ (র) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে রিওয়ায়াত করেছেন যে, শত্রু যখন কিব্‌লা'র দিকে হবে তাহলে তাঁর থেকে বর্ণিত পূর্ববর্তী হাদীস মানসূখ (রহিত) প্রমাণিত হওয়ার পরেই তা বলা যেতে পারে। (অর্থাৎ উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন আবদুল্লাহ্ প্রমুখের রিওয়ায়াত মানসূখ)। আর শত্রু যখন কিব্‌লা ব্যতীত অন্য দিকে হবে তাহলে তাদের রিওয়ায়াতসমূহ মানসূখ হবে না (বরং কুরআনের অনুকূলে হুকুম অবশিষ্ট থাকবে)। অতএব আমরা শত্রু কিব্‌লা'র দিকে হওয়ার সময়ে জাবির (রা) এবং আবূ আইয়াশ (রা) এর রিওয়ায়াত অনুযায়ী আমল করাকে উত্তম সাব্যস্ত করেছি। পক্ষান্তরে শত্রু কিব্‌লা ব্যতীত অন্য দিকে হওয়ার সময়ে উবায়দুল্লাহ্ (র) সূত্রে বর্ণিত ইব্ন আব্বাস (রা)-এর রিওয়ায়াত-এর উপর আমল করে উক্ত হুকুম (এক সাথে নিয়ত বাধা) কে পরিত্যাগ করেছি।

আর অবশ্যই আবূ ইউসুফ (র) একবার বলেছেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর পরে সালাতুল খাওফ পড়া হবে না এবং তিনি ধারণা করেছেন যে, লোকেরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর পিছনে সালাত পড়ার ফযীলতের কারণে তা পড়েছেন।

বস্তুত এ উক্তি আমাদের নিকট কোনরূপ অর্থবহ নয়। যেহেতু রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর পরে তাঁর সাহাবীগণ অবশ্যই এটি পড়েছেন। হুযায়ফা (রা) তবরিস্থানে সালাতুল খাওফ পড়েছেন। এ বিষয়ে এত রিওয়ায়াত প্রসিদ্ধি লাভ করেছে যে তা আমরা এখানে উল্লেখ করার প্রয়োজনবোধ করি না।

এ বিষয়ে যদি আল্লাহ্ তা'আলার বাণী দ্বারা দলীল পেশ করা হয় ঃ

وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَاَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلٰوةَ -

অর্থাৎ ঃ এবং তুমি যখন তাদের মধ্যে অবস্থান করবে ও তাদের সংগে সালাত কায়েম করবে।

এবং প্রশ্ন করা হয় ঃ আল্লাহ তা'আলা সালাতুল খাওফ-এর নির্দেশ দিয়েছেন যখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মুসলমানদের মধ্যে বিদ্যমান ছিলেন। পক্ষান্তরে যখন তিনি তাদের মধ্যে নেই তাহলে নির্দেশিত সালাতুল খাওফের বিধান থাকল না।

তার উত্তরে বলা হবে যে, আল্লাহ্ তা'আলা এটাও তো বলেছেন ঃ

خُذْ مِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيْهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ

অর্থাৎ ঃ তাদের সম্পদ থেকে সাদাকা গ্রহণ করবে। এর দ্বারা তুমি তাদেরকে পবিত্র করবে এবং পরিশোধিত করবে। তুমি তাদের কে দু'আ করবে (৯ ঃ ১০৩)।

বস্তুত এখানেও তাঁকে ﷺ সম্বোধন করা হয়েছে। আর এ বিষয়ে যেমনিভাবে যাকাত আদায় তাঁর জীবদ্দশায় আবশ্যক ঠিক তেমনি তার ইনতিকালের পরেও তা আদায় করা ফরয। ঐকমত্য রয়েছে যে, একইভাবে সালাতুল খাওফ-এর আমল রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এর জীবদ্দশায় যেমন প্রতিষ্ঠিত ছিলো অনুরূপভাবে তাঁর (ইন্তিকালের) পরেও এর উপর আমল অব্যাহত থাকবে।

আহমদ ইব্ন আবূ ইম্রান (র) বর্ণনা করেন যে, তিনি আবদুল্লাহ্ মুহাম্মদ ইব্ন শুজা আল-ছালাযী (র)-কে আবূ ইউসুফ (র)-এর উক্ত উক্তির সমালোচনা করতে শুনেছেন এবং তিনি বলতেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সাথে সালাত পড়া যদিও সমস্ত লোকদের সাথে সালাত পড়া অপেক্ষা উত্তম; তবুও যেহেতু কারো জন্য সালাতে এরূপ কথা বলা জায়িয নেই, যা সালাতকে ছিন্ন করে দেয়। আর সালাতে এরূপ কাজ করা যা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ব্যতীত অন্যের সাথে সালাত পড়ার সময়ে জায়িয নেই সেটি-ই তাঁর সাথেও সালাতকে ছিন্নকারী না-জায়িয হিসাবে বিবেচিত হবে, যেমন সমস্ত উযূ ভঙ্গকারী কার্যকলাপ (হাদাস)।

যেমনিভাবে তাঁর ﷺ পিছনে সালাতুল খাওফ-এর অবস্থায় আসা-যাওয়া, কিব্লাকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন সালাতকে ছিন্ন করে না তেমনিভাবে অন্যের পিছনেও অনুরূপ বিধান প্রযোজ্য হবে। (অতএব যেমনিভাবে সালাতুল খাওফ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সাথে জায়িয ছিলো অনুরূপভাবে অন্যদের সাথেও জায়িয হবে)।

٣٧- بَابُ الرَّجُلِ يَكُوْنُ فِيْ الْحَرْبِ فَتَحْضُرُهُ الصَّلٰوةُ وَهُوَ رَاكِبٌ هَلْ يُصَلِّى اَمْ لاَ

৩৭. অনুচ্ছেদ ঃ যুদ্ধক্ষেত্রে সালাতের সময় হলে সওয়ারীর উপর সালাত পড়বে কিনা ?

١٧٤٨- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ هُوَ ابْنُ نُوْحٍ قَالَ ثَنَا مَعْبَدُ بْنُ شَدَّادٍ قَالَ ثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عَمْرٍو عَنْ عَدِىِّ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ زِرٍّ عَنْ حُذَيْفَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ يَوْمَ الْخَنْدَقِ شَغَلُوْنَا عَنْ صَلٰوةِ الْعَصْرِ قَالَ وَلَمْ يُصَلِّهَا يَوْمَئِذٍ غَابَتِ الشَّمْسُ مَلَأَ اللّٰهُ قُبُوْرَهُمْ نَارًا وَقُلُوْبَهُمْ نَارًا وَبُيُوْتَهُمْ نَارًا ـ

১৭৪৮. 'আলী ইব্ন মা'বদ (র)..... হুযায়ফা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন ঃ খন্দকের (পরিখা) যুদ্ধের দিন আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, তারা (কাফির) আমাদেরকে আসরের সালাত থেকে বিরত রেখেছে। রাবী বলেন, সেদিন তিনি আসরের সালাত আদায় করেননি; এমন কি

সূর্য অস্তমিত হয়ে যায়। (তিনি কাফিরদেরকে বদ্ দু'আ করে বলেছেনঃ) আল্লাহ্ তা'আলা তাদের কবর অথবা অন্তর অথবা গৃহকে অগ্নি দিয়ে ভরে দিন।

আবূ জা'ফর তাহাবী (র) বলেন ঃ এক দল আলিম বলেছেন যে, আরোহী নিজ সওয়ারীর উপর ফরয সালাত আদায় করবে না। যদিও এমন অবস্থার সম্মুখীন হয় যে, তাতে অবতরণের সুযোগ না থাকে। তারা বলেছেন ঃ যেহেতু রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সেদিন সওয়ারীর উপর আরোহী অবস্থায় সালাত পড়েননি।

পক্ষান্তরে এ বিষয়ে অপরাপর আলিমগণ তাঁদের বিরোধিতা করেছেন। তাঁরা বলেছেন ঃ যদি এ আরোহী যুদ্ধরত হয় তাহলে সালাত পড়বে না। আর যদি আরোহী যুদ্ধরত না হয় এবং তার অবতরণের সুযোগ না থাকে তাহলে (সওয়ারীর) উপর সালাত পড়বে। সম্ভবত রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তখন (খন্দকের) যুদ্ধে এজন্য সালাত পড়েননি যেহেতু তিনি যুদ্ধরত ছিলেন। যুদ্ধ হচ্ছে (অধিক) (আমলে কাছীর) এবং আমল, সালাতের মধ্যে (অধিক) আমল (জায়িয) নয়। অথবা এমনও হতে পারে যে, তিনি তখন (সাওয়ারীর) উপর সালাত পড়েননি এজন্য যে, যেহেতু তখন পর্যন্ত সাওয়ারীর পিঠে সালাত পড়ার নির্দেশ তাঁকে দেয়া হয়নি। (অর্থাৎ উক্ত বিধান তখনও অবতীর্ণ হয়নি)।

বস্তুত এ বিষয়ে আমরা পর্যবেক্ষণ করে দেখলাম ঃ

١٧٤٩– فَاِذَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مَرْزُوْقٍ قَدْ حَدَّثَنَا قَالَ ثَنَا اَبُوْ عَامِرٍ وَبِشْرُ بْنُ عُمَرَ عَنِ ابْنِ اَبِىْ ذِئْبٍ ح وَحَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ اَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ ابْنُ اَبِىْ ذِئْبٍ عَنْ سَعِيْدٍ الْمَقْبَرِىِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِىِّ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ حُبِسْنَا يَوْمَ الْخَنْدَقِ حَتّٰى كَانَ بَعْدَ الْمَغْرِبِ بِهُوِىٍّ مِّنَ اللَّيْلِ حَتّٰى كُفِيْنَا وَذٰلِكَ قَوْلُ اللّٰهِ تَعَالٰى وَكَفٰى اللّٰهُ الْمُؤْمِنِيْنَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللّٰهُ قَوِيًّا عَزِيْزًا قَالَ فَدَعَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِلَالاً فَاَقَامَ الظُّهْرَ فَاَحْسَنَ صَلَاتَهَا كَمَا كَانَ يُصَلِّيْهَا فِىْ وَقْتِهَا ثُمَّ اَمَرَهٗ فَاَقَامَ الْعَصْرَ فَصَلَّاهَا كَذٰلِكَ ثُمَّ اَمَرَهٗ فَاَقَامَ الْمَغْرِبَ فَصَلَّاهَا كَذٰلِكَ وَذٰلِكَ قَبْلَ اَنْ يُنْزِلَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ فِىْ صَلٰوةِ الْخَوْفِ فَرِجَالاً اَوْ رُكْبَانًا فَاَخْبَرَ اَبُوْ سَعِيْدٍ اَنَّ تَرْكَهُمْ لِلصَّلٰوةِ يَوْمَئِذٍ رُكْبَانًا اِنَّمَا كَانَ قَبْلَ اَنْ يُبَاحَ لَهُمْ ذٰلِكَ ثُمَّ اُبِيْحَ لَهُمْ بِهٰذِهِ الْاٰيَةِ ـ

১৭৪৯. ইব্রাহীম ইব্ন মারযূক (র) এবং ইউনুস (র) ..... আবূ সাঈদ খুদ্রী (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন ঃ খন্দকের যুদ্ধের দিন আমরা যুদ্ধে আটকিয়ে গেলাম, এমনকি মাগরিবের পর রাতের কিছু অংশ অতিবাহিত হয়ে গেল এবং (আল্লাহ্ তা'আলা) আমাদেরকে (শত্রুদের অনিষ্ট থেকে) হিফাযত করেছেন এর প্রতিই আল্লাহ্ তা'আলা ইংগিত করে বলেছেন ঃ

وَكَفٰى اللّٰهُ الْمُؤْمِنِيْنَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللّٰهُ قَوِيًّا عَزِيْزًا ـ

অর্থাৎ ঃ যুদ্ধে মু'মিনদের জন্য আল্লাহ্ই যথেষ্ট। আল্লাহ্ সর্বশক্তিমান, পরাক্রমশালী। (৩৩ ঃ ২৫)

রাবী বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বিলাল (রা)-কে ডাকলেন এবং বিলাল (রা) যুহরের ইকামত দেন আর তিনি যুহরের সালাত উত্তমরূপে আদায় করেন যেমনিভাবে তিনি এটিকে যথাসময়ে আদায় করতেন। তারপর তাঁকে নির্দেশ দিলে তিনি আসরের ইকামত দেন এবং তা তিনি অনুরূপভাবে আদায় করেন। এরপর তাঁকে নির্দেশ দিলে তিনি মাগরিবের ইকামত দেন এবং তিনি ﷺ তা অনুরূপভাবে আদায় করেন। আর এটা ছিল আল্লাহ্ তা'আলা সালাতুল খাওফ সম্পর্কে فَرِجَالاً اَوْ رُكْبَانًا (যদি তোমরা আশংকা কর) "তবে পদচারী অথবা আরোহী অবস্থায়," অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে ঘটনা।

আবূ সাঈদ (রা) খবর দিয়েছেন যে,তারা যে সেদিন (খন্দকের যুদ্ধে) আরোহী অবস্থায় সালাত পরিত্যাগ করেছেন তা ছিল তাঁদের জন্য সওয়ারীর উপর সালাত পড়া জায়িয হওয়ার পূর্বের ঘটনা, তারপর এ আয়াত দ্বারা তাঁদের জন্য তা জায়িয করা হয়।

অতএব এতে প্রমাণিত হলো যে, কারো যদি যুদ্ধক্ষেত্রে নিজ বাহন থেকে অবতরণের অবকাশ না থাকে তার জন্য সওয়ারীর উপর ইশারা করে সালাত আদায় করা জায়িয আছে। অনুরূপভাবে কেউ যদি এরূপ স্থানে থাকে যে, যদি সে সিজ্দা করে তাহলে তাকে হিংস্র জন্তু আক্রমণ করার অথবা কেউ (শত্রু) তাকে তরবারির আঘাতে হত্যা করার আশংকা থাকে তাহলে তার জন্য বসে সালাত পড়া জায়িয আছে। যদি (দাঁড়ানোর) মধ্যে এরূপ আশংকা থাকে তাহলে বসে ইশারা করে সালাত পড়বে। বস্তুত এ সমস্ত আবূ হানীফা (র), আবূ ইউসুফ (র) ও মুহাম্মদ (র)-এর উক্তি ও অভিমত।

٣٨- بَابُ الاِسْتِسْقَاءِ كَيْفَ هُوَ وَهَلْ فِيْهِ صَلٰوةٌ اَمْ لاَ

৩৮. অনুচ্ছেদ ঃ ইস্তিস্কা কিরূপ, এতে সালাত আছে কিনা ?

١٧٥٠- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ الْجَارُوْدِ هُوَ اَبُوْ بِشْرٍ الْبَغْدَادِىُّ قَالَ ثَنَا سَعِيْدُ بْنُ كَثِيْرِ بْنِ عُفَيْرٍ قَالَ ثَنَا سُلَيْمٰنُ بْنُ بِلاَلٍ عَنْ شُرَيْكِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ نَمْرٍ اَنَّهُ سَمِعَ اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ يَذْكُرُ اَنَّ رَجُلاً دَخَلَ الْمَسْجِدَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ مِنْ بَابٍ كَانَ وِجَاهَ الْمِنْبَرِ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَائِمُ يَخْطُبُ فَاسْتَقْبَلَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَائِمًا ثُمَّ قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ هَلَكَتِ الاَمْوَالُ وَانْقَطَعَتِ السُّبُلُ فَادْعُ اللّٰهَ يُغِيْثُنَا فَرَفَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَدَيْهِ ثُمَّ قَالَ اَللّٰهُمَّ اَسْقِنَا قَالَ اَنَسٌ فَوَاللّٰهِ مَانَرٰى فِى السَّمَاءِ مِنْ سَحَابٍ وَلاَ قَزَعَةً وَمَا بَيْنَنَا وَبَيْنَ سَلْعٍ مِنْ بَيْتٍ وَلاَ دَارٍ قَالَ فَطَلَعَتْ مِنْ وَرَائِهِ سَحَابَةٌ مِثْلُ التُّرْسِ فَلَمَّا تَوَسَّطَتِ السَّمَاءَ انْتَشَرَتْ ثُمَّ اَمْطَرَتْ قَالَ فَوَاللّٰهِ مَا رَأَيْنَا الشَّمْسَ سَبْتًا قَالَ ثُمَّ دَخَلَ رَجُلُ مِنَ الْبَابِ فِى الْجُمُعَةِ الْمُقْبِلَةِ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَائِمُ يَخْطُبُ النَّاسَ فَاسْتَقْبَلَهُ قَائِمًا ثُمَّ قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ هَلَكَتِ الاَمْوَالُ

وَانْقَطَعَتِ السُّبُلُ فَادْعُ اللّٰهَ اَنْ يُمْسِكَهَا عَنَّا فَرَفَعَ رَسُوْلُ يَدَيْهِ ثُمَّ قَالَ اَللّٰهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا اَللّٰهُمَّ عَلَى الاٰكَامِ وَالظِّرَابِ قَالَ فَاقْلَعَتْ وَخَرَجَ يَمْشِىْ فِى الشَّمْسِ ـ

১৭৫০. আবদুর রহমান ইব্ন জারূদ (র) ..... শুরাইক ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবূ নামির (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি আনাস ইব্ন মালিক (রা)-কে উল্লেখ করতে শুনেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ দাঁড়িয়ে জুমু'আ'র খুত্বা দিচ্ছিলেন, (এমন সময়) জনৈক ব্যক্তি মিম্বারের সম্মুখে অবস্থিত দরজা দিয়ে মস্জিদে প্রবেশ করে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সম্মুখে দাঁড়িয়ে বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল, সম্পদরাজি ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়ে গিয়েছে, রাস্তাঘাট বন্ধ হয়ে গিয়েছে। আপনি আল্লাহ্র নিকট দু'আ করুন, যেন তিনি আমাদের উপর বৃষ্টিবর্ষণ করেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ দু'হাত উঠিয়ে এ বলে দু'আ করলেন, হে আল্লাহ্! আমাদের জন্য বৃষ্টি বর্ষণ কর। আনাস (রা) বলেন, আল্লাহ্র কসম, আমরা আকাশে কোন মেঘ বা মেঘখণ্ড দেখতে পাচ্ছিলাম না এবং সাল্'আ পাহাড় ও আমাদের মাঝখানে কোন বাড়ি কিংবা গৃহের আড়ালও ছিলো না। রাবী বলেন, হঠাৎ উক্ত পাহাড়ের পিছন থেকে চাকের ন্যায় প্রকাশিত হয়ে আকাশের মাঝখানে এসে প্রসারিত হয়ে গেল। তারপর বৃষ্টি শুরু হয়ে গেল। রাবী বলেন, আল্লাহ্র কসম, এক সপ্তাহ পর্যন্ত আমরা সূর্য দেখিনি। রাবী বলেন, এরপর উক্ত ব্যক্তি পরবর্তী জুমু'আয় দরজা দিয়ে (মসজিদে) প্রবেশ করল আর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তখন লোকদের উদ্দেশ্যে দাঁড়িয়ে খুত্বা দিচ্ছিলেন। সে তাঁর সম্মুখে দাঁড়িয়ে বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল, (প্রবল বৃষ্টির কারণে) সম্পদ রাজি ধ্বংস হয়ে গিয়েছে, রাস্তাঘাট বন্ধ হয়ে গিয়েছে, আপনি আল্লাহ্র নিকট বৃষ্টি বন্ধের জন্য দু'আ করুন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ দু'হাত উঠিয়ে বললেন ঃ হে আল্লাহ্! আমাদের আশ-পাশে, টিলা ও পাহাড়ে বর্ষণ কর, আমাদের উপর নয়। রাবী বলেন, তারপর বৃষ্টি (সাথে সাথে) থেমে গেল আর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ রোদের ভিতর দিয়ে মসজিদ থেকে বের হয়ে চললেন।

١٧٥١– حَدَّثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ قُرِئَ عَلٰى شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ اَخْبَرَكَ اَبُوْكَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِىْ سَعِيْدٍ عَنْ شُرَيْكٍ فَذَكَرَ بِاِسْنَادِهِ نَحْوَهُ ـ

১৭৫১. বাহার ইব্ন নসর (র) ..... শুরাইক (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

١٧٥٢– حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ ظَفْرٍ عَبْدُ السَّلَامِ بْنِ مُطَهَّرٍ قَالَ ثَنَا سُلَيْمٰنُ بْنُ الْمُغِيْرَةِ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ اَنَسٍ قَالَ اِنِّىْ لَقَائِمٌ عِنْدَ الْمِنْبَرِ يَوْمَ الْجُمْعَةِ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَخْطُبُ فَقَالَ بَعْضُ اَهْلِ الْمَسْجِدِ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ حُبِسَ الْمَطَرُ وَهَلَكَتِ الْمَوَاشِىْ فَادْعُ اللّٰهَ يُسْقِيْنَا فَرَفَعَ يَدَيْهِ وَمَا فِى السَّمَاءِ مِنْ سَحَابٍ فَاَلَّفَ اللّٰهُ بَيْنَ السَّحَابِ فَبَلَّتْنَا حَتّٰى اَنَّ الرَّجُلَ لِيَهُمَّهُ مِنْ نَفْسِهِ اَنْ يَّاتِىَ اَهْلَهُ فَمُطِرْنَا سَبْعًا قَالَ فَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَخْطُبُ فِى الْجُمْعَةِ الثَّانِيَةِ اِذْ قَالَ بَعْضُ اَهْلِ الْمَسْجِدِ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ

تَهَدَّمَتِ الْبُيُوْتُ فَادْعُ اللّٰهَ اَنْ يَّرْفَعَهَا عَنَّا قَالَ فَرَفَعَ يَدَيْهِ وَقَالَ اَللّٰهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلاَ عَلَيْنَا فَتَقَوَّرَمَا فَوْقَ رُؤُسِنَا مِنْهَا حَتّٰى كَانَا فِىْ اِكْلِيْلٍ يُمْطِرُمَا حَوْلَنَا وَلاَ نُمْطَرُ -

১৭৫২. ইব্‌ন আবী দাউদ (র) ..... আনাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন ঃ আমি অবশ্যই জুমু'আর দিন মিম্বারের নিকট দাঁড়িয়ে ছিলাম আর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ খুত্‌বা প্রদান করছিলেন তখন মসজিদ থেকে কেউ বলল হে আল্লাহ্‌র রাসূল! বৃষ্টি বন্ধ, জন্তুগুলো (না খেয়ে) ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। আপনি আল্লাহ্‌র কাছে দু'আ করুন, যেন তিনি আমাদের জন্য বৃষ্টি বর্ষণ করেন। তিনি দু'হাত তুললেন, আকাশে (তখন) মেঘ ছিল না, আল্লাহ্ তা'আলা মেঘমালাকে একত্রিত করে দিলেন। তারপর মুষলধারে বৃষ্টি শুরু হল। লোকদের জন্য (বৃষ্টির কারণে) নিজেদের বাড়ি-ঘরে যাওয়াই কষ্টকর হয়ে পড়ল। (এমনিভাবে) আমাদের উপর সাতদিন বৃষ্টি অব্যাহত রইল। রাবী বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ পরবর্তী জুমু'আয় খুত্‌বা দিচ্ছেন এমন সময় মসজিদে উপস্থিত এক লোক বলল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! বাড়ি-ঘর ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়ে গিয়েছে, আপনি আল্লাহ্‌র কাছে দু'আ করুন, তিনি যেন আমাদের থেকে বৃষ্টি বন্ধ করে দেন। তিনি দু'হাত তুলে বললেন, হে আল্লাহ্ আমাদের আশ-পাশে (বর্ষণ কর) আমাদের উপর নয়। তারপর আমাদের মাথার উপর (আকাশে) যে মেঘমালা ছিল তা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ল, তখন আমরা যেন মণি-মাণিক্যখচিত মুকুট পরিহিত (অর্থাৎ আমাদের উপর থেকে মেঘমালা দিগন্তে সরে গেল আর আমরা সমুজ্জ্বল সূর্যের নিচে অবস্থান করছিলাম।) আমাদের আশে-পাশে বারিপাত হচ্ছিল, আমাদের মধ্যে হচ্ছিল না।

١٧٥٣- حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ وَاَبُوْ بَكْرَةَ قَالاَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ بَكْرٍ عَنْ حُمَيْدٍ قَالَ سُئِلَ اَنَسُ بْنُ مٰلِكٍ هَلْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَرْفَعُ يَدَيْهِ قَالَ قِيْلَ لَهُ يَوْمَ جُمُعَةٍ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَحَطَ الْمَطَرُ وَاَجْدَبَتِ الْاَرْضُ وَهَلَكَ الْمَالُ قَالَ فَمَدَّ يَدَيْهِ حَتّٰى رَأَيْتُ بَيَاضَ اِبِطَيْهِ ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَ حَدِيْثِ ابْنِ اَبِىْ دَاوُدَ -

১৭৫৩. ইব্‌ন মারযূক (র) এবং আবূ বাকরা (র) ..... হুমায়দ (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আনাস ইব্‌ন মালিক (রা)-কে প্রশ্ন করা হয় যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কি দু'হাত তুলে (দু'আ) করতেন ? রাবী বলেন, জুমু'আর দিন তাঁকে বলা হয়, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! বৃষ্টি বন্ধ হয়ে গিয়েছে, যমীন আর্নুবর হয়ে পড়েছে ও সম্পদ ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। তিনি দু'হাত প্রসারিত করলেন যাতে আমি তাঁর উভয়বগলের শুভ্রতা দেখতে পেয়েছি। তারপর তিনি ইব্‌ন আবী দাউদ (র)-এর হাদীসের অনুরূপ উল্লেখ করেছেন।

١٧٥٤- حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا عَلِىُّ بْنُ مَعْبَدٍ قَالَ ثَنَا اِسْمٰعِيْلُ بْنُ جَعْفَرَ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ اَنَسٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ بِنَحْوِهِ -

১৭৩৪. নসর ইব্‌ন মারযূক (র) ..... আনাস (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

١٧٥٥– حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيْرٍ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِوبْنِ مُرَّةَ عَنْ سَالِمِ بْنِ اَبِى الْجَعْدِ عَنْ شُرَحْبِيْلَ بْنِ السِّمْطِ قَالَ قُلْنَا لِكَعْبِ بْنِ مُرَّةَ اَوْمُرَّةَ بْنِ كَعْبٍ حَدِّثْنَا حَدِيْثًا سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ لِلّٰهِ اَبُوْكَ وَاَحْذَرَ قَالَ دَعَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلٰى مُضَرَفَاَتَيْتُهُ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ قَدْ نَصَرَكَ وَاسْتَجَابَ لَكَ وَاِنَّ قَوْمَكَ قَدْ هَلَكُوْا فَادْعُ اللّٰهَ لَهُمْ فَقَالَ اللّٰهُمَّ اَسْقِنَا غَيْثًا مُّغِيْثًا مَرِيْئًا مُرِيْعًا طَبَقًا غَدَقًا عَاجِلاً غَيْرَ رَائِثٍ نَافِعًا غَيْرَ ضَارٍ قَالَ فَمَا كَانَ اِلاَّ جُمُعَةً اَوْنَحْوَهَا حَتّٰى مُطِرُوْا ـ

১৭৫৫. ইব্রাহীম ইব্ন মারযূক (র) ..... শুরাহবীল ইব্ন সীমত (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমরা কা'ব ইব্ন মুর্‌রা (রা) অথবা মুররা ইব্ন কা'ব (রা)-কে বললাম, আমাদেরকে আপনি এরূপ একটি হাদীস বর্ণনা করুন যা আপনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে শুনেছেন, আল্লাহ আপনার মঙ্গল করুন! আর সাবধান থাকবেন। তিনি বললেন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মুযার গোত্রের বিরুদ্ধে বদ্দু'আ করলেন, আমি তাঁর নিকট এসে বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'আলা আপনাকে সাহায্য করেছেন এবং আপনার ডাকে সাড়া দিয়েছেন। আপনার কাওম (সম্প্রদায়) অবশ্যই ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। আপনি তাদের জন্য দু'আ করুন। তিনি বললেন, হে আল্লাহ, আমাদেরকে ঃ তৃপ্তিকর বর্ষণকারী বৃষ্টি দ্বারা, যা অত্যন্ত তৃপ্তি দায়ক এবং ভূমিতে শ্যামলতা আনয়নকারী, যা স্তরে স্তরে বড় বড় ফোঁটার সাথে দ্রুত বর্ষণকারী হয়, যাতে দেরী না হয়, যা হিতকর, ক্ষতিকর নয়। রাবী বলেন, এক সপ্তাহ অথবা অনুরূপ সময় পর্যন্ত তাদের মধ্যে বৃষ্টি অব্যাহত ছিল।

ইমাম আবূ জা'ফর তাহাবী (র) বলেন ঃ এক দল আলিম এ মত গ্রহণ করেছেন যে, ইস্তিস্কা'র সুন্নাত হল আল্লাহ্র নিকট বিনীতভাবে দু'আ এবং রোনাযারী করা যেমনটি এ সমস্ত হাদীসে ব্যক্ত হয়েছে এবং এতে সালাতের বিধান নেই। এ মত যাঁরা গ্রহণ করেছেন আবূ হানীফা (র) তাঁদের অন্যতম।

এ বিষয়ে অপরাপর আলিমগণ তাদের বিরোধিতা করেছেন, এ দলের মধ্যে আবূ ইউসুফ (র) অন্যতম। তাঁরা বলেছেন ঃ বরং ইস্তিস্কার সুন্নাত হলো ঃ ইমাম লোকদেরকে নিয়ে ঈদগাহে (ময়দানে) বের হবেন এবং সেখানে তিনি তাদেরকে নিয়ে দু'রাক'আত সালাত আদায় করবেন। আর উক্ত দু'রাক'আতে সশব্দে কিরা'আত পড়বেন তারপর খুত্বা প্রদান করবেন এবং নিজ চাদর উল্টিয়ে পরবেন চাদরের উপর অংশকে নিচে করবেন আর নিচের অংশকে উপরে করবেন। তবে যদি ভারী চাদর হয় যা এভাবে উল্টানো সম্ভবপর নয় অথবা যদি সবুজ চাদর হয় তাহলে এর ডান প্রান্ত বাম কাঁধে এবং বাম প্রান্ত ডান কাঁধে স্থাপন করবে।

(প্রথম দলের দলীলের উত্তরে) তারা বলেন যে, এ সমস্ত হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর আমল এবং তাঁর প্রতিপালকের নিকট প্রার্থনা এটিও জায়িয আছে। আল্লাহ্র নিকট তিনি এ বিষয়ে প্রার্থনা করবেন

এতে কিন্তু ইমামের জন্য ইচ্ছা করলে লোকদের নিয়ে উল্লিখিত পদ্ধতিতে ইস্তিস্‌কার সালাত আদায় করা যে সুন্নাত তা নাকচ হয় না।

বস্তুত এ বিষয়ে তাঁরা যা উল্লেখ করেছেন আমরা তা পর্যালোচনা করে দেখি যে, এর জন্য আমরা হাদীস থেকে কোন দলীল পাই কি না ? আমরা দেখি ঃ

١٧٥٦– فَاِذَا يُوْنُسُ قَدْ حَدَّثَنَا قَالَ اَنَا اِبْنُ وَهْبٍ اَنَّ مَالِكًا حَدَّثَهُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ بَكْرٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيْمٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ زَيْدٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ خَرَجَ اِلَى الْمُصَلّٰى فَاسْتَسْقٰى فَقَلَّبَ رِدَاءَهُ وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ ـ

১৭৫৬. ইউনুস (র) ..... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন যায়দ (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, একবার রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ঈদগাহে (ময়দানে) বের হয়েছেন। পরে তিনি নিজ চাদর উলটিয়ে কিব্‌লামুখী হয়ে ইস্তিস্‌কা (বৃষ্টির জন্য) দু'আ করেছেন।

١٧٥٧– حَدَّثَنَا اِبْنُ اَبِىْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ ثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ يَحْيٰى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ بَكْرٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيْمٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ زَيْدٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ خَرَجَ اِلَى الْمُصَلّٰى فَاسْتَسْقٰى فَحَوَّلَ رِدَاءَهُ وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ ـ

১৭৫৭. ইব্‌ন আবী দাউদ (র) ..... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন যায়দ (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একবার ঈদগাহে বের হলেন। পরে তিনি নিজ চাদর উলটিয়ে কিব্‌লামুখী হয়ে ইস্তিস্‌কা (বৃষ্টির জন্য) দু'আ করেছেন।

١٧٥٨– حَدَّثَنَا اِبْنُ اَبِىْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ الْيَمَانِ قَالَ اَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ قَالَ اَخْبَرَنِىْ عَبَّادُ بْنُ تَمِيْمٍ اَنَّ عَمَّهُ وَكَانَ مِنْ اَصْحَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَخْبَرَهُ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ خَرَجَ بِالنَّاسِ اِلَى الْمُصَلّٰى يَسْتَسْقِىْ لَهُمْ فَقَامَ فَدَعَا اللّٰهَ قَائِمًا ثُمَّ تَوَجَّهَ قِبَلَ الْقِبْلَةِ فَحَوَّلَ رِدَاءَهُ فَسُقُوْا ـ

১৭৫৮. ইব্‌ন আবী দাউদ (র) ..... আব্বাদ ইব্‌ন তামীম (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তাঁর চাচা আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন যায়দ (রা), যিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সাহাবীগণের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন, তিনি তাঁকে বলেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একবার লোকদেরকে নিয়ে তাদের জন্য ইস্তিস্‌কার উদ্দেশ্যে বের হলেন। তিনি দাঁড়িয়ে আল্লাহ্‌র নিকট দু'আ করলেন। পরে কিব্‌লামুখী হয়ে নিজ চাদর উলটালেন এবং লোকেরা বৃষ্টিপ্রাপ্ত হলো।

١٧٥٩– حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ رَجَاءٍ قَالَ اَنَا الْمَسْعُوْدِىُّ عَنْ اَبِىْ بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيْمٍ عَنْ عَمِّهِ قَالَ خَرَجَ رَسُوْلُ

اللّٰهِ ﷺ فَاسْتَسْقٰى فَقَلَّبَ رِدَاءَهُ قَالَ قُلْتُ جَعَلَ الْاَعْلٰى عَلَىَ الْاَسْفَلِ وَالْاَسْفَلَ عَلٰى الْاَعْلٰى قَالَ لاَ بَلْ جَعَلَ الْاَيْسَرَ عَلَىَ الْاَيْمَنِ وَالْاَيْمَنَ عَلَىَ الْاَيْسَرِ ـ

১৭৫৯. মুহাম্মদ ইব্ন খুযায়মা (র) ..... আব্বাদ ইব্ন তামীম (র) তাঁর চাচা আবদুল্লাহ্ ইব্ন যায়দ (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একবার বের হলেন এবং ইস্তিস্কা করলেন। পরে নিজ চাদর উলটালেন। রাবী বলেন, আমি বললাম, চাদরের উপর অংশ নিচে আর নিচের অংশ কি উপরে রেখেছেন ? তিনি বললেন, না বরং বাম প্রান্তকে ডানে আর ডান প্রান্তকে বামে স্থাপন করেছেন।

١٧٦٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ النُّعْمَانِ قَالَ ثَنَا الْحُمَيْدِىُّ قَالَ ثَنَا الدَّرَاوَرْدِىُّ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ غَزِيَّةَ عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيْمٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ زَيْدٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ خَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَسْتَسْقِىْ وَعَلَيْهِ خَمِيْصَةٌ سَوْدَاءُ فَاَرَادَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ يَّأْخُذَهَا بِاَسْفَلِهَا فَيَجْعَلُهُ اَعْلاَهَا فَلَمَّا ثَقُلَتْ عَلَيْهِ اَنْ يُّحَوِّلَهَا قَلَّبَهَا عَلٰى عَاتِقِهِ ـ

১৭৬০. মুহাম্মদ ইব্ন নোমান (র) ..... আবদুল্লাহ্ ইব্ন যায়দ (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন ঃ একবার রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইস্তিস্কার জন্য বের হলেন, তখন তাঁর পরিধানে ছিলো কালো একটি চাদর।রাসূলুল্লাহ্ ﷺ উক্ত চাদরের নিচের অংশকে উপরে করে দিতে ইচ্ছা পোষণ করলেন। কিন্তু ভারী হওয়ার কারণে তা পারলেন না। পরে তা কাঁধের উপর উলটিয়ে দিলেন।

١٧٦١- حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا وَهْبٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ بَكْرٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيْمٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ زَيْدٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اسْتَسْقٰى فَقَلَّبَ رِدَاءَهُ ـ

১৭৬১. ইব্ন মারযূক (রা) ..... আবদুল্লাহ্ ইব্ন যায়দ (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইস্তিস্কা করেছেন, তারপর নিজ চাদরকে উলটিয়ে দিয়েছেন।

সমালোচনা

বস্তুত এ সমস্ত হাদীসে তাঁর চাদর উলটানো এবং চাদর উলটানো কিরূপ ছিল তার বিবরণ ব্যক্ত হয়েছে। এটিও ব্যক্ত হয়েছে যে, চাদরের উপর অংশকে নিচে এবং নিচের অংশকে উপরে করা যখন তাঁর উপর ভারী হয়ে গিয়েছে তখন তিনি চাদরের ডান প্রান্তকে বাম দিকে এবং বাম প্রান্তকে ডান দিকে করে নিয়েছেন। অনুরূপভাবে আমরা বলে থাকি যে, যখন এর উপর অংশকে নিচে আর নিচের অংশকে উপর করা সম্ভবপর হয়েছে তখন তিনি অনুরূপই করেছেন। আর যখন তা উলটানো সম্ভবপর হয়নি তখন এর ডান প্রান্তকে বাম দিকে এবং বাম প্রান্তকে ডান দিকে করেছেন।

প্রথমোক্ত হাদীসগুলো থেকে এ সমস্ত হাদীসে কিছু বিষয় (চাদর উলটানো,সালাত)-কে অতিরিক্ত বর্ণনা করা হয়েছে। অতএব এগুলোর উপর আমল করা বাঞ্ছনীয়, এগুলোকে পরিত্যাগ করা উচিত নয়।

١٧٦٢- حَدَّثَنَا رَبِيعُ الْمُؤَذِّنُ قَالَ ثَنَا اَسَدُ بْنُ مُوْسٰى قَالَ ثَنَا حَاتِمُ بْنُ اِسْمٰعِيْلَ عَنْ هِشَامِ بْنِ اِسْحٰقَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ كِنَانَةَ مِنْ بَنِيْ مَالِكِ بْنِ حِسْلٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ اَبِيْ قَالَ اَرْسَلَنِي الْوَلِيْدُ بْنُ عُقْبَةَ اَسْاَلُ لَهُ عَنْ صَلٰوةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِي الاسْتِسْقَاءِ فَاَتَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ فَقُلْتُ اِنَّا تَمَارَيْنَا فِي الْمَسْجِدِ فِيْ صَلٰوةِ النَّبِيِّ ﷺ فِي الاسْتِسْقَاءِ قَالَ لاَ وَلٰكِنْ اَرْسَلَكَ ابْنُ اَخِيْكُمُ الْوَلِيْدُ وَهُوَ اَمِيْرُ الْمَدِيْنَةِ وَلَوْ اَنَّهُ اَرْسَلَ فَسَاَلَ مَا كَانَ بِذٰلِكَ بَأْسٌ ثُمَّ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ مُتَبَذِّلاً مُتَوَاضِعًا مُتَضَرِّعًا حَتّٰى اَتَى الْمُصَلّٰى فَلَمْ يَخْطُبْ هٰذِهِ وَلٰكِنْ لَّمْ يَزَلْ فِي الدُّعَاءِ وَالتَّضَرُّعِ وَالتَّكْبِيْرِ فَصَلّٰى رَكْعَتَيْنِ كَمَا يُصَلِّيْ فِي الْعِيْدَيْنِ -

১৭৬২. অবশ্যই রবী'উল মু'আয্যিন (র) ..... ইস্হাক ইব্ন আবদুল্লাহ্ (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন ঃ ওয়ালীদ ইব্ন উক্বা আমাকে ইব্ন আব্বাস (রা)-এর কাছে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর ইস্তিস্কা সম্পর্কে জানতে পাঠিয়েছিলেন। আমি তাঁর নিকট এসে বললাম, আমরা মসজিদে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর ইস্তিস্কার সালাত সম্পর্কে মতবিরোধ ও আলোচনা করেছি। তিনি বললেন, এরূপ নয়, বরং তোমাকে তো-তোমার ভ্রাতুষ্পুত্র মদীনার শাসক ওয়ালীদ পাঠিয়েছে। তা তিনি যদি পাঠিয়েও থাকেন তাহলে জিজ্ঞাসা কর, এতে কোনরূপ অসুবিধা নেই। তারপর ইব্ন আব্বাস (রা) বললেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ অতি সাধারণ বেশে, বিনীত ভঙ্গীতে, রোনাযারীর সাথে বের হতেন, ঈদ গাহে আসতেন। তোমাদের মত এ ধরনের খুত্বা দিতেন না। বরং দু'আ, রোনাযারী ও তাকবীর পাঠে ব্যস্ত থাক্তেন। দু'ঈদের সালাতের মত দু'রাকা'আত (ইস্তিস্কার) সালাত আদায় করতেন। তাঁর উক্তি "যেমনিভাবে দু'ঈদে সালাত পড়া হয়" এতে সম্ভাবনা রয়েছে যে, তিনি ﷺ (ইস্তিস্কার) সালাতের দু'রাক'আতে অনুরূপ সশব্দে কিরা'আত করেছেন, যেমনিভাবে দু'ঈদের সালাতে সশব্দে কিরা'আত করা হয়।

١٧٦٣- حَدَّثَنَا فَهْدٌ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ عُبَيْدُ بْنُ اِسْحٰقَ الْعَطَّارِ قَالَ ثَنَا حَاتِمُ بْنُ اِسْمٰعِيْلَ فَذَكَرَ بِاِسْنَادِهِ مِثْلَهُ وَزَادَ فَصَلّٰى رَكْعَتَيْنِ وَنَحْنُ خَلْفَهُ يَجْهَرُ فِيْهِمَا بِالْقِرَاءَةِ وَلَمْ يُؤَذِّنْ وَلَمْ يَقُمْ وَلَمْ يَقُلْ مِثْلَ صَلٰوةِ الْعِيْدَيْنِ فَذٰلِكَ اَنَّ قَوْلَهُ مِثْلَ صَلٰوةِ الْعِيْدَيْنِ فِي الْحَدِيْثِ الاَوَّلِ اِنَّمَا اَرَادَ بِهِ هٰذَا الْمَعْنٰى اَنَّهُ صَلّٰى بِلاَ اَذَانٍ وَلاَ اِقَامَةٍ كَمَا يُفْعَلُ فِي الْعِيْدَيْنِ -

১৭৬৩. ফাহাদ (র) ..... হাতিম ইব্ন ইসমাইল (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি অনুরূপ উল্লেখ করেছন এবং অতিরিক্ত যোগ করেছেন যে, তিনি দু'রাক'আত সালাত (ইস্তিস্কা) সশব্দে কিরা'আত

দিয়ে আযান ও ইকামত ব্যতীত আদায় করেছেন, আর আমরা তাঁর পিছনে (সালাতরত) ছিলাম। কিন্তু তিনি এতে "দু'ঈদের সালাতের অনুরূপ" বলেননি। এতে বুঝা যাচ্ছে যে, প্রথম হাদীসে তাঁর উক্তি "দু'ঈদের সালাতের অনুরূপ" এর দ্বারা এ অর্থই বুঝিয়েছেন যে, তিনি দু'ঈদের মত আযান ও ইকামত ব্যতীত সালাত আদায় করেছেন।

١٧٦٤- حَدَّثَنَا فَهْدٌ قَالَ ثَنَا اَبُوْ نُعَيْمٌ قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامِ بْنِ اِسْحٰقَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ كِنَانَةَ عَنْ اَبِيْهِ فَذَكَرَ مِثْلَ حَدِيْثِ رَبِيْعٍ عَنْ اَسَدٍ قَالَ سُفْيَانُ فَقُلْتُ لِلشَّيْخِ الْخُطْبَةُ قَبْلَ الصَّلٰوةِ وَبَعْدَهَا قَالَ لاَ اَدْرِىْ-

১৭৬৪. ফাহাদ (র) ..... ইস্‌হাক ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি রবী (র) ..... আসাদ (র) এর হাদীসের অনুরূপ উল্লেখ করেছেন। সুফয়ান (র) বলেন, আমি শায়খকে বললাম, খুত্‌বা সালাতের পূর্বে না পরে ? তিনি বললেন, (এ বিষয়ে) আমি অবগত নই।

ব্যাখ্যা

এ হাদীসে সালাত এবং সশব্দে কিরা'আত করার কথা উল্লেখ হয়েছে। আর এতে তাঁর শব্দে কিরা'আত করায় প্রমাণিত হচ্ছে যে,এটি ঈদের সালাতের অনুরূপ যা দিনের বেলায় বিশেষ সময়ে আদায় করা হয়। আর এমনটির বিধান হচ্ছে সশব্দে কিরা'আত করা। অনুরূপভাবে জুমু'আর সালাত দিনের সালাতের অন্তর্ভুক্ত এবং তা বিশেষ দিনে আদায় করা হয়, অতএব এর বিধান হচ্ছে, সশব্দে কিরা'আত করা।

বস্তুত এতে প্রমাণিত হলো যে, যে সমস্ত সালাত দৈনন্দিন পড়া হয় না বরং কোন বিশেষ দিনে অথবা বিশেষ কারণে পড়া হয় এ সমস্ত সালাতের বিধান হচ্ছে, এতে সশব্দে কিরা'আত করা। পক্ষান্তরে যে সমস্ত সালাত্ প্রত্যহ দিনের বেলায় কোন কারণ এবং বিশেষ সময় ব্যতীত পড়া হয় এর বিধান হচ্ছে, শব্দবিহীন চুপিসারে কিরা'আত করা। সুতরাং আমাদের উল্লিখিত বর্ণনার দ্বারা বুঝা গেল যে, ইস্তিস্কার সালাত একটি প্রতিষ্ঠিত সুন্নাত, এটি ছেড়ে দেয়া উচিত হবে না।

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে এটি একাধিক সনদে বর্ণিত আছে ঃ

١٧٦٥- حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْفَرَجِ قَالَ ثَنَا هٰرُوْنُ بْنُ سَعِيْدِ بْنِ الْهَيْثَمِ الاَيْلِىُّ قَالَ ثَنَا خَالِدُ بْنُ نِزَارٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مَبْرُوْرٍ عَنْ يُوْنُسَ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ شَكَى النَّاسُ اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قُحُوطَ الْمَطَرِ فَاَمَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِمِنْبَرٍ فَوُضِعَ فِى الْمُصَلّٰى وَوَعَدَ النَّاسَ يَخْرُجُوْنَ يَوْمًا قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا وَخَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حِيْنَ بَدَا حَاجِبُ الشَّمْسِ فَقَعَدَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَحَمِدَ اللّٰهُ ثُمَّ قَالَ اِنَّكُمْ شَكَوْتُمْ اِلَىَّ جَدْبَ جَنَابِكُمْ وَاسْتِيْخَارَ الْمَطَرِ عَنْ اِبَّانِ زَمَانِهِ عَنْكُمْ وَقَدْ اَمَرَكُمْ عَزَّ وَجَلَّ اَنْ تَدْعُوْهُ وَوَعَدَكُمْ اَنْ يَّسْتَجِيْبَ لَكُمْ ثُمَّ قَالَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ مَالِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ يَفْعَلُ مَا يُرِيْدُ اَللّٰهُمَّ اَنْتَ اللّٰهُ

لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اَنْتَ الْغَنِىُّ وَنَحْنُ الْفُقَرَاءُ اَنْزِلْ عَلَيْنَا الْغَيْثَ وَاجْعَلْ مَا اَنْزَلْتَ لَنَا قُوَّةً وَبَلاَغًا اِلٰى حِيْنٍ ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ فَلَمْ يَزَلْ فِى الرَّفْعِ حَتّٰى بَدَابَيَاضُ اِبِطَيْهِ ثُمَّ حَوَّلَ اِلَى النَّاسِ ظَهْرَهُ وَقَلَّبَ اَوْ حَوَّلَ رِدَاءَهُ وَهُوَ رَافِعٌ يَدَيْهِ ثُمَّ اَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ وَنَزَلَ فَصَلّٰى رَكْعَتَيْنِ وَاَنْشَأَ اللّٰهُ سَحَابًا فَرَعَدَتْ وَبَرَقَتْ وَاَمْطَرَتْ بِاِذْنِ اللّٰهِ تَعَالٰى فَلَمْ يَأْتِ مَسْجِدَهُ حَتّٰى سَالَتِ السُّيُوْلُ فَلَمَّا رَأَى الْتِوَاءَ الثِّيَابِ عَلَى النَّاسِ وَتَسَرُّعَهُمْ اِلَى الْكِنِّ ضَحِكَ حَتّٰى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ وَقَالَ اَشْهَدُ اَنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ وَاَنِّى عَبْدُ اللّٰهِ وَرَسُوْلُهُ ـ

১৭৬৫. রাওহ ইব্‌নুল ফারাজ (র) ..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন ঃ লোকেরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট অনাবৃষ্টির অভিযোগ করল। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মিম্বার আনতে বললেন এবং ঈদগাহে স্থাপন করা হলো। লোকেরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হলো যে নির্দিষ্ট একদিন তারা বের হবে। আয়েশা (রা) বলেন, যখন সূর্যের কিরণ প্রকাশিত হলো তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বের হলেন। তিনি মিম্বারের উপর বসে আল্লাহ্‌র প্রশংসা করলেন তারপর বললেন, আমার কাছে তোমরা তোমাদের এলাকার দুর্ভিক্ষ এবং মৌসুমী বৃষ্টিপাত বন্ধের অভিযোগ করেছ। অবশ্যই আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদেরকে তাঁর কাছে দু'আ করার নির্দেশ দিয়েছেন এবং তিনি তোমাদের দু'আ কবুল করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। তারপর তিনি বললেন ঃ প্রশংসা জগৎসমূহের প্রতিপালক– আল্লহ্‌রই প্রাপ্য, যিনি কর্মফল দিবসের মালিক, আল্লাহ্ ব্যতীত কোন মা'বুদ নেই, তিনি যা ইচ্ছা তাই করেন, হে আল্লাহ্! তুমি-ই আল্লাহ্! তুমি ব্যতীত কোন মা'বুদ নেই, তুমি-ই অমুখাপেক্ষী এবং আমরা হলাম মুখাপেক্ষী। আমাদের উপর বৃষ্টি বর্ষণ কর এবং আমাদের জন্য তুমি তা অব্যাহত রাখ যাতে একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত আমাদের খাদ্য ও প্রয়োজনের যথেষ্ট হয়। পরে তিনি তাঁর দু'হাত এমনভাবে উত্তোলন করেন যাতে তাঁর দুই বগলের শুভ্রতা প্রকাশ হয়ে পড়েছে। পরে দু'হাত উঠানো অবস্থায় লোকদের দিকে পিঠ ফিরালেন এবং চাদর উলটালেন। তারপর লোকদের দিকে ফিরলেন এবং মিম্বার থেকে অবতরণ করে দু'রাক'আত সালাত পড়লেন। তখন আল্লাহ্ তা'আলা (আকাশে) মেঘমালা সৃষ্টি করে দেন। যাতে শুরু হয় বজ্রধ্বনি ও বিদ্যুৎ চমকানো। আল্লাহ্‌র হুকুমে (মেঘমালা থেকে) বৃষ্টিপাত হল। তিনি মসজিদে ফিরে আসতে না আসতে দেখা গেল সবদিকে পানিতে সয়লাব হয়ে গিয়েছে। যখন তিনি দেখতে পেলেন যে, (বৃষ্টির কারণে, লোকদের শরীরে কাপড় জড়িয়ে গিয়েছে এবং তারা দ্রুত বাড়ী-ঘরে আশ্রয় নিচ্ছে তখন তিনি হেসে দিলেন যাতে তাঁর মাড়ির দাঁতগুলো প্রকাশিত হয়ে পড়ল। আর তিনি বললেন ঃ আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান এবং নিশ্চয় আমি আল্লাহ্‌র বান্দা ও তাঁর রাসূল।

١٧٦٦– حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا وَهَبُ بْنُ جَرِيْرٍ قَالَ ثَنَا اَبِىْ قَالَ سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ رَاشِدٍ يُحَدِّثُ عَنْ الزُّهْرِىِّ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ

عَنْهُ قَالَ خَرَجَ نَبِيُّ اللّٰهِ ﷺ يَوْمًا يَسْتَسْقِىْ فَصَلّٰى بِنَا رَكْعَتَيْنِ بِغَيْرِ اَذَانٍ وَلاَ اِقَامَةٍ قَالَ ثُمَّ خَطَبَنَا وَدَعَا اللّٰهَ وَحَوَّلَ وَجْهَهُ نَحْوَ الْقِبْلَةِ وَرَفَعَ يَدَيْهِ وَقَلَّبَ رِدَاءَهُ فَجَعَلَ الاَيْمَنَ عَلَى الاَيْسَرِ وَالاَيْسَرَ عَلَى الاَيْمَنِ ـ

১৭৬৬. ইব্‌ন মারযূক (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন ঃ একদিন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইস্তিস্‌কার জন্য বের হলেন এবং তিনি আমাদেরকে নিয়ে আযান ও ইকামত ব্যতীত দু'রাক'আত সালাত আদায় করলেন। পরে আমাদেরকে খুত্‌বা দিলেন, আল্লাহ্‌র কাছে দু'আ করলেন, নিজ চেহারা কিব্‌লামুখী করলেন, দু'হাত উত্তোলন করলেন এবং চাদর উলটালেন। (উলটাতে গিয়ে) চাদরের ডান প্রান্তকে বাম কাঁধে এবং বাম প্রান্তকে ডান কাঁধে রেখেছেন।

١٧٦٧ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ النُّعْمَانِ قَالَ ثَنَا الْحُمَيْدِىُّ قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اِسْمٰعِيْلَ بْنِ اَبِىْ فُدَيْكٍ وَخَالِدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنِ ابْنِ اَبِىْ ذِئْبٍ ح وَحَدَّثَنَا سُلَيْمٰنُ بْنُ شُعَيْبٍ قَالَ ثَنَا اَسَدٌ قَالَ ثَنَا ابْنُ اَبِىْ ذِئْبٍ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيْمٍ عَنْ عَمِّهٖ وَكَانَ مِنْ اَصْحَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ اَنَّهُ رَاَى النَّبِىَّ ﷺ يَوْمًا خَرَجَ يَسْتَسْقِىْ فَحَوَّلَ اِلَى النَّاسِ ظَهْرَهُ وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ يَدْعُوْ ثُمَّ حَوَّلَ رِدَاءَهُ ثُمَّ صَلّٰى رَكْعَتَيْنِ قَرَاَ فِيْهِمَا وَجَهَرَ ـ

১৭৬৭. মুহাম্মদ ইব্‌ন নো'মান (র) ও সুলায়মান ইব্‌ন শু'আয়ব (র) ..... আবাদ ইব্‌ন তামীম (র)-এর চাচা আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন যায়দ (রা) থেকে বর্ণনা করেন, (তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সাহাবী ছিলেন) যে তিনি একদিন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে ইস্তিস্‌কার জন্য বের হতে দেখেছেন। তিনি লোকদের দিকে পিঠ ফিরিয়ে কিব্‌লামুখী হয়ে দু'আ করলেন। পরে নিজ চাদর উলটিয়ে দু'রাক'আত সালাত আদায় করেন এবং এতে সশব্দে কিরা'আত করেন।

١٧٦٨ـ حَدَّثَنَا يُوْنُسُ قَالَ اَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ ابْنُ اَبِىْ ذِئْبٍ فَذَكَرَ مِثْلَهُ بِاِسْنَادِهٖ غَيْرَ اَنَّهُ لَمْ يَذْكُرِ الْجَهْرَ ـ

১৭৬৮. ইউনুস (র) ..... ইব্‌ন আবী যি'ব (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন, কিন্তু তিনি 'সশব্দে' কথাটি উল্লেখ করেন নি।

ব্যাখ্যা

এ সমস্ত হাদীসে সালাতের সাথে সাথে খুত্‌বা'র উল্লেখ করা হয়েছে। এতে প্রমাণিত হয় যে, ইস্তিস্‌কার (সালাতে) খুত্‌বা রয়েছে। এ তবে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর খুত্‌বা কখন ছিলো এ ব্যাপারে মতবিরোধ আছে। আয়েশা (রা) এবং আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন ইয়াযিদ (রা)-এর হাদীসে সালাতের পূর্বে তিনি খুত্‌বা প্রদান করেছেন বলে ব্যক্ত হয়েছে। পক্ষান্তরে আবূ হুরায়রা (রা)-এর হাদীসে ব্যক্ত হয়েছে যে, তিনি সালাতের পরে খুত্‌বা প্রদান করেন।

ইমাম তাহাবী (র)-এর যুক্তিভিত্তিক দলীল

বস্তুত এ বিষয় আমরা অনুসন্ধানমূলক দৃষ্টি দিয়ে দেখি জুমু'আর সালাতের পূর্বে খুত্বা প্রদান করা হয়। দু'ঈদের সালাতে দেখি, এতে খুত্বা প্রদান করা হয় সালাতের পরে। আর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ অনুরূপ করতেন। ইস্তিস্কার খুত্বা উল্লিখিত দু'খুত্বার কোনটির সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ তা আমরা খতিয়ে দেখার ইচ্ছা পোষণ করেছি। তাহলে ইস্তিসকার খুত্বার হুকুমকে উক্ত খুত্বার হুকুমের সাথে মিলাবার প্রয়াস পাবো। আমরা জুমু'আর খুত্বাকে ফরযরূপে দেখতে পাই, আর জুমু'আর সালাত খুত্বার সাথে সংযুক্ত না হলে জুমু'আ জায়িয হয় না। কিন্তু দু'ঈদের খুত্বা এমনটি নয়, যেহেতু দু'ঈদের সালাত খুত্বা ব্যতীতও জায়িয হয়। আর ইস্তিস্কার সালাতও খুত্বা ব্যতীত জায়িয হয়। তুমি কি দেখতে পাচ্ছ না, যদি কোন ইমাম খুত্বা ব্যতীত লোকদেরকে নিয়ে ইস্তিস্কার সালাত আদায় করেন, তাহলে তার সালাত জায়িয হয়ে যায় কিন্তু তার খুত্বা পরিত্যাগ করাটা সঠিক নয়। অতএব ইস্তিস্কার খুত্বা জুমু'আর খুত্বার বিধান অপেক্ষা দু'ঈদের খুত্বার বিধানের সাথে অধিক সাদৃশ্যপূর্ণ। সুতরাং ইস্তিস্কার সালাতের খুত্বার স্থান দু'ঈদের সালাতের খুত্বার স্থানের অনুরূপ হওয়াই যুক্তিযুক্ত। এতে প্রমাণিত হলো যে, ইস্তিস্কার খুত্বা সালাতের পরে, পূর্বে নয়। আর এটিই আবূ ইউসুফ (র)-এর মায্হাব।

ইস্তিস্কার সালাত (সশব্দে কিরা'আত করা) এমন সাহাবী থেকে বর্ণিত আছে, যিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর পরে জীবিত ছিলেন। তিনি ইস্তিস্কার সালাত আদায় করেছেন এবং সশব্দে কিরা'আত করেছেন।

١٧٦٩– حَدَّثَنَا فَهْدٌ قَالَ ثَنَا اَبُوْ غَسَّانٍ قَالَ ثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ اِسْحٰقَ قَالَ خَرَجَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يَزِيْدَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ يَسْتَسْقِىْ وَكَانَ قَدْ رَأَى النَّبِىَّ ﷺ قَالَ وَخَرَجَ فِيْمَنْ كَانَ مَعَهُ الْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ وَزَيْدُ بْنُ اَرْقَمَ قَالَ اَبُوْ اِسْحٰقَ وَاَنَا مَعَهُ يَوْمَئِذٍ فَقَامَ قَائِمًا عَلٰى رَاحِلَتِهٖ عَلٰى غَيْرِ مِنْبَرٍ وَاسْتَسْقٰى وَاسْتَغْفَرَ وَصَلّٰى رَكْعَتَيْنِ وَنَحْنُ خَلْفَهٗ فَجَهَرَ فِيْهِمَا بِالْقِرَاءَةِ وَلَمْ يُؤَذِّنْ يَوْمَئِذٍ وَلَمْ يُقِمْ -

১৭৬৯. ফাহাদ (র) ..... আবূ ইস্হাক (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন ঃ আবদুল্লাহ্ ইব্ন ইয়াযিদ (রা) ইস্তিস্কার জন্য বের হলেন। আর তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর দর্শন লাভ করেছেন। রাবী বলেন, তাঁর সাথে বারা ইব্ন আযিব (রা) এবং যায়দ ইব্ন আরকাম (রা) বের হয়েছেন। আবূ ইস্হাক (র) বলেন, আমি সেদিন তাঁর সাথে ছিলাম। তিনি মিম্বার ব্যতীত নিজ বাহনের উপর দাঁড়িয়ে ইস্তিস্কা, ইস্তিগফার করেছেন এবং দু'রাক'আত সালাত আদায় করেছেন। আর আমরা তাঁর পিছনে ছিলাম। তিনি এতে সশব্দে কিরা'আত করেছন। সেদিন আযান ও ইকামত দেয়া হয়নি।

١٧٧٠– حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا عَلِىُّ بْنُ الْجَعْدِ قَالَ اَنَا زُهَيْرُ فَذَكَرَ بِاِسْنَادِهٖ مِثْلَهٗ غَيْرَ اَنَّهٗ لَمْ يَذْكُرْ فِىْ حَدِيْثِهٖ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنِ يَزِيْدَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَدْ كَانَ رَأَى النَّبِىَّ ﷺ -

১৭৭০. ইব্‌ন আবী দাঊদ (র) ..... যুহায়র (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি অনুরূপ উল্লেখ করেছেন। কিন্তু তার হাদীসে একথাটি উল্লেখ করেননি যে, আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন ইয়াযিদ (রা) অবশ্যই রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দর্শন লাভ করেছেন।

١٧٧١- حَدَّثَنَا اِبْنُ مَرْزُوْقٍ قَالَ ثَنَا وَهَبُ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ اَبِىْ اِسْحٰقَ قَالَ خَرَجَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يَزَيْدَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ يَسْتَسْقِىْ بِالْكُوْفَةِ فَصَلّٰى رَكْعَتَيْنِ ـ

১৭৭১. ইব্‌ন মারযূক (র) ..... আবূ ইস্‌হাক (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন ঃ আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন ইয়াযিদ (রা) কুফা (শহরে) ইস্তিস্‌কার সালাত পড়ার জন্য বের হন এবং তিনি দু'রাক'আত সালাত আদায় করেন।

প্রথম খণ্ড সমাপ্ত

ইফা–২০১৩-২০১৪–প্র/১৯১ (উ)–৩,২৫০